ওঁ

আৰ্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ

বা

সাধকোপহার।

১ম সংখ্যা, ১ম অংশ।

প্রকাশক

রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

সংবৎ ১৯৫১।

মূল্য ২৲ মাত্র।

Printed by Jogendra Nath Sadhu,
Cossipore Horticulture Press,
No. 69, Gunfoundry Road.

ওঁ নমো গণেশায়

ভূমিকা।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ বা সাধকোপহারের উপক্রমণিকা বা প্রথমখণ্ডের প্রথমসংখ্যা অনাথনাথের চরণকৃপায় প্রকাশিত হইল। উপক্রমণিকা যে এরূপপৃথুকলেবর হইবে, পূর্ব্বে তাহা চিন্তা করি নাই। যৎকালে ইহাকে যন্ত্রস্থ করা হয়, তৎকালে হার অত্যল্লাংশই লিখিত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, অল্পের মধ্যে ইহা সমাপ্ত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। অন্তর্যামির প্রযত্নপ্রেরিত হইয়া, বর্দ্ধিত হইতে হইতে পরিশেষে ইহা এই অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, যাহা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, যাহার প্রকাশে কৃৎস্ন-বিদ্যা প্রকাশমানা, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অন্যে তাহার প্রকাশক হইবে কিরূপে? ক্ষপাকর কি কখন প্রভাকরের প্রকাশক হইতে পারে? ছায়া কি কখন ছায়া-নাথের অবভাসক হইবার যোগ্য?

ক্রিয়াদ্বারাই কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন, তা'ই কর্ত্তা কর্ত্তৃনামে লোকে অভিহিত হইয়া থাকেন, নিষ্ক্রিয়কে কেহ কখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারেন না। উপলব্ধিমাত্রেই ক্রিয়াত্মিকা এবং ক্রিয়ামাত্রেই প্রকাশ্য-প্রকাশকের সম্বন্ধাত্মিকা। জড় বা প্রকাশ্য আছে, এইনিমিত্ত চৈতন্য বা প্রকাশকের অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জড় বা প্রকাশ্য, চৈতন্য বা প্রকাশকদ্বারা প্রকাশিত হইয়া, চৈতন্য বা প্রকাশকের প্রকাশকত্ব প্রতিপন্ন করে। ভিক্ষুক আছে, তা'ই দাতার 'দাতা', এই নামের অস্তিত্ব আছে, ভিক্ষুকই দাতার দাতৃভাবের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। তমিস্রা আছে, তা'ইত দিনমণির তমি-স্রহা নাম হইয়াছে। জড় বা প্রকাশ্য যে ন্যায়ে চৈতন্য বা প্রকাশকের একপক্ষে প্রকাশক, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ সেই ন্যায়ে আর্য্যশাস্ত্রের প্রদীপ—আর্য্যশাস্ত্রের প্রকাশক।

যাহা গতিশীল, তাহা ভাবাভাবময়, তাহা প্রকাশাপ্রকাশাত্মক। সংসার বা জগৎ গতিশীল—সততচঞ্চল, এইজন্য ইহা ভাবাভাবময়, এইনিমিত্ত এখানে জন্ম-মৃত্যু আছে, দিবস-রজনী আছে, আরোহ-অবরোহ আছে, Perihelion-Aphelion আছে, জ্যোৎস্নী-তমিস্রা আছে। এখানে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া, উৎপত্তি বা জন্ম আপনাকে প্রকাশ করে, এদেশে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগ-যাতনা ভোগকরিবার জন্য সংযোগ হইয়া থাকে, পরিবর্ত্তনশীলসংসারে পতিবর্ত্মগা-প্রমদার ন্যায় যামিনী দিবসের নিত্যসঙ্গিনী, তমিস্রাকে পশ্চাৎ রাখিয়া এরাজ্যে জ্যোৎস্নী আবির্ভূতা হয়। জগৎ সুরাসুরের সংগ্রামস্থল, এস্থলে একবার সুরের

জয় ও অসুরের পরাজয়, অন্তবার অসুরের জয় ও সুরের পরাজয় হইয়া থাকে, সুরাসুরের জয়-পরাজয়-চক্র এখানে নিয়মিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম-জগতের জগচ্চক্ষুঃ এই নৈসর্গিকনিয়মে এখন অস্তমিত হইয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মজগতের এখন ঘোরতামসীরজনী। যাঁহাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, সরল ও বক্র, এই দ্বিবিধগতির প্রভেদ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, দুঃখসঙ্কুলবিদেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন, এ তামসীরজনীতে কান্তারপতিত স্বদেশাভিমুখীনগতি তাদৃশপথিকের প্রদীপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মজগতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা এবং ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ স্মরণ করিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, হিন্দুধর্ম্মজগতের বস্তুতঃই এখন তামসীরজনী, তামসীরজনীতে অপ্রমত্ত চলিষ্ণু-পথিকের নিশ্চয়ই প্রদীপের আবশ্যক। এই ক্ষীণশিখ "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" দ্বারা কি তদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? পাঠক আমাকে এইরূপপ্রশ্ন করিতে পারেন। এইরূপপ্রশ্নের উত্তরে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি।

তামসীরজনীতে দস্যুকণ্টকাদি-উপদ্রবযুক্ত অপরিচিতদুর্গমপথিপতিত, নির্ব্বাণ-প্রদীপপথিক, প্রদীপের জন্য নিদ্রিতজনপদবাসিদিগকে প্রাণভয়ে প্রবোধিত করিতে যেমন কুণ্ঠিত হয় না, আমিও, সেইরূপ এই ঘোরতমিস্রাতে সংসারকান্তার-নিপতিত হইয়া, আলোকিতগৃহসংসারজনপদবাসিদিগকে প্রদীপের নিমিত্ত 'প্রদীপ প্রদীপ', নাম লইয়া, জাগাইবার চেষ্টাকরিতেছিমাত্র। যদি কোন মহাত্মার গৃহে প্রদীপ থাকে, আমি কৃতকৃত্য হইব, আমার জীবন রক্ষিত হইবে, নিরাপদে আমি স্বদেশে উপনীত হইতে পারিব।

আর এককথা। আমাকে এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিতে দেখিয়া, যদি কোন প্রসুপ্তশাস্ত্রজ্ঞকেশরী জাগিয়া উঠেন, আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিশ্চয়ই তাঁহার পরদুঃখকাতর-সহজকোমলহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, আমরা তাহা হইলে জীবন পাইব, এই আশায় এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মনে আছে, বিষ্ণুপুরে একজন প্রসিদ্ধসঙ্গীতকোবিদ ছিলেন, তাঁহার এতাদৃশসঙ্গীতনিপুণতা ছিল যে, ঘোরবিষয়াসক্তপুরুষবৃন্দকেও তিনি সঙ্গীত-দ্বারা ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেন, পুত্রশোকবিধুরা মাতা, তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া আনন্দে বিভোর হইতেন, অধিক কি, অর্থপ্রাণধনিরাও তাঁহার সুমধুরসঙ্গীতের মোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধহইয়া, অর্থদান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। গায়কটীর এইসকলগুণসত্বেও একটী প্রধানদোষবশতঃ সার্ব্ব-ভৌমরূপে তিনি প্রিয়হইতে পারেন নাই। নিজ ইচ্ছা না হইলে, রাজা হউন, দীন-দরিদ্র হউন, প্রিয় হউন, অপ্রিয় হউন, কাহারও অনুরোধে তিনি কখন গান করিতেন না। তাঁহার ইচ্ছাও আবার সহজে হইত না। লোকে, বহুচেষ্টা করিয়া,

পরিশেষে তাঁহাকে গানকরাইবার একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। উপায়টী এই,—এক ব্যক্তি, একটী তানপুরা লইয়া, বেসুরাবাঁধিয়া, তাঁহার সমীপে গান করিতে আরম্ভকরিলে, তিনি ক্ষণকালপরেই সঙ্গীতকারির হস্তহইতে তানপুরাটী কাড়িয়া লইয়া, বিরক্তভাবে, তাহার স্বর ঠিককরিয়া, গান করিতে আরম্ভকরিতেন। আমার বিশ্বাস, আমার এই বেসুরা, এই তাললয়হীন-চীৎকার শুনিলে, প্রকৃত-সঙ্গীতজ্ঞ নিস্তব্ধহইয়া থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাকে, সুরবাঁধিয়া, তখন গান করিতেই হইবে। তা'ই বেসুরা হইলেও, আমার গান তাললয়বিহীন হইলেও ইহাদ্বারা মহৎপ্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

আমার বিদ্যা নাই, অর্থ নাই, সুতরাং লোকবলও না থাকিবারই কথা। বিনয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এসকলকথা বলিতেছি না, বস্তুত'ই নিজবিশ্বাস, আমি অতিমূর্খ *, কিন্তু বিনীতভাবে পাঠকদিগকে বলিতেছি, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকা যে ভাবে লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবগতহইলে, ঘোরনাস্তিকের নীরসহৃদয়ও ভগবদ্ভক্তিরসে সরস না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ভগবান্ আছেন, কি না, তর্কদ্বারা তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে হয় না। বিপদে পড়িয়া, 'অনাথনাথ!' ব'লে, কাতরপ্রাণে ডাকিলে, যিনি আর স্থিরথাকিতে পারেন না, মাদৃশ বিশ্বাসবিহীন, পাপমলীমস, বিপন্নব্যক্তিও, "দীনবন্ধো! তুমিভিন্ন এ দীনের

---

* শ্রাদ্ধবিবাহাদিকর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবার পর দেখিতে পাই, কৃতী, বিনয়প্রদর্শনার্থ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, করপুটে নিমন্ত্রিতব্যক্তিদিগকে সম্বোধনপুরঃসর বলিয়া থাকেন, 'মহাশয়দিগেব উদর পূর্ণ হয় নাই, কেবল কষ্ট দেওয়া হইল।' কৃতির এতাদৃশ-বিনয়প্রদর্শনব্যাপাব প্রায়ই যে অসরলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণের মুখ-হইতে, 'মহাশয়ের বাটীতে ভোজনকরিযা যেপ্রকার তৃপ্ত হইয়াছি, বহুদিন হইল, ভোজন করিয়া এমনতৃপ্তি হয় নাই', ইত্যাদি প্রশংসাবাদশ্রবণের জন্য যে কর্ম্মকর্ত্তা সচরাচর ঐরূপ বিনয়-প্রদর্শন করিয়াথাকেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 'আমার বিদ্যা নাই, আমি অতিমূর্খ', এই কথা বলাতে পাঠকগণ মনেকরিতে পারেন, আমিও, হৃদয়ের প্রকৃতভাব গোপনকরিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত-কৃতির ন্যায় বিনয়প্রদর্শন করিতেছি। আমার নিজবিশ্বাস, প্রকৃতমনোভাবই প্রকটিত করিতেছি, শুদ্ধ বিনয়প্রদর্শনার্থ এই কথা বলি নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ র্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেনেতি।"—মহাভাষ্য। অর্থাৎ, আগমকাল (গুরুসকাশহইতে গ্রহণকাল), স্বাধ্যায়কাল (অভ্যাসকাল), প্রবচনকাল (অধ্যাপনকাল) এবং ব্যবহারকাল (Practice), এই চারিপ্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা—অভীষ্টফলদানসমর্থা, হইয়া থাকে। যাঁহার বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়দ্বারা উপযুক্তা হয় নাই, তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। যেচতুর্ব্বিধ উপায়ে, বিদ্যা উপযুক্তা হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ মদীয়জীবনে তাহাদের একটীও সুগম হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনেকরি না। এদুর্দ্দিনে সরলতার আদর বড়ই কম। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবনির্ব্বাচিত চতুর্ব্বিধোপায়দ্বারা বিদ্যাকে উপযুক্তা করিতে পারি নাই, তা'ই বলিতেছি, আমার বিদ্যা নাই।

যে আর কেহই নাই," বলিয়া, জগৎপিতাকে ডাকিবামাত্রই যখন তাঁহার উত্তর পায়, তখন নিষ্পাপভক্তহৃদয়ে তিনি যে সদা বিরাজমান, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? দেখিতে চাহিলেই যাঁহাকে দেখিতে পাওয়াযায়, যিনি আছেন বলিয়া জগৎ আছে, জানি না, কোন্ মহাপাপে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য স্বতঃ-পরতঃ চেষ্টা করা হইয়াছিল, বহুধনির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু কাহার হৃদয়ে দয়া হয় নাই। দীননাথভিন্ন দীনের কথা আর কে শুনিবেন?

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।" সাং দং, ৪।১১।

জ্ঞাননিধি ভগবান্ কপিলদেবের মুখে শুনিয়াছি, আশাই পরমদুঃখ এবং নৈরাশ্যই অনুত্তমসুখ। যেব্যক্তির আশা যেপরিমাণে বিশালা, তাঁহার হৃদয় সেইপরিমাণে দুঃখী। সুখ, নিরাশ বা আশাবিরহিত হৃদয়েই বাস করিয়া থাকে। কথাটী অনেকদিন হইল শুনিয়াছি এবং ঋষিবচন বলিয়া ইহার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাও আছে, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ এতাবৎকাল এই অমূল্যোপদেশের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই নাই। দয়াময় পরমপিতার চরণপ্রসাদে এইবার উক্ত উপদেশামৃতের কিছু আস্বাদন পাইয়াছি,—ইহার উপাদেয়ত্ব কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আশাবিরহিত-হৃদয়ই যে অনুপমসুখভোগ করিবার অধিকারী, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, কতকটা তাহা বুঝিয়াছি।

বহুচেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি মুদ্রিতকরিবার কোন উপায় যখন স্থির হইল না, আমার নির্ব্বিণ্ণহৃদয় তখন অন্তর্যামিরই প্রেরণায় গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনাশা ত্যাগকরিয়াছিল। গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনাশা ত্যাগ করিবার পরক্ষণহইতেই বস্তুতঃ আমি পরমশান্তিতে আছি। এখন বুঝিয়াছি, স্বল্পবোধমানব কেবল নিজদোষেই কষ্টভোগ করে, নতুবা বিশ্বসম্রাটের প্রজাদিগের কষ্টপাইবার কথা নহে। গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনকার্য্যের নিজ-কর্ত্তৃত্বাভিমান যে দিনহইতে শিথিলহইতে আরম্ভ হইয়াছে, দীনের, দীনবন্ধুর চরণতলে শরণগ্রহণকরাভিন্ন উপায়ান্তর নাই, যে দিনহইতে ইহা ঠিক বুঝিয়াছি, দীনসন্তানবৎসলপরমপিতা সেই দিনহইতেই এই অকিঞ্চনের পুস্তকমুদ্রাঙ্কনভার স্বয়ংই বহনকরিতেছেন। রাজা নিজহস্তে কোন কার্য্য করেন না, বিশুদ্ধহৃদয় যোগ্যপ্রজাবর্গদ্বারাই সকলকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের ভার দয়াময় তাঁহার কতিপয় প্রিয়সন্তানের হস্তে সমর্পণকরিয়াছেন; বলা বাহুল্য, ইহার উপক্রমণিকাটী শুদ্ধ ঐ সহৃদয়ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ—পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্. মহাশয় প্রথমে কিছু অর্থসাহায্য করেন, এতদবলম্বনেই পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ হইয়াছিল। করুণার্দ্রহৃদয় কৃষ্ণধনবাবুর অর্থানুকূল্যে উপক্রমণিকাটীর তিন ফর্ম্মা এবং অবশিষ্টাংশ, উদারচেতা, স্বদেশহিতৈষী দীনমিত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ও তদীয়-কার্য্যাধ্যক্ষ, বিনীতস্বভাব, সৌম্যদর্শন, সরলহৃদয়, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ., প্রধানতঃ এই দুই ব্যক্তির অনুগ্রহ ও উৎসাহে মুদ্রিত হইয়াছে। হেমবাবু একটী নূতনমুদ্রাযন্ত্র করিয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকাটী এই নূতনযন্ত্রেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। হেমবাবু বা তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ কোনদিন তাঁহাদের-প্রাপ্য-অর্থের জন্য আমাকে কোনকথা বলেন নাই, অধিক কি, অষ্টমফর্ম্মা-হইতে কাগজপর্য্যন্ত তাঁহারাই যোগাইয়াছেন। কতিপয় সহৃদয়ব্যক্তির নিকট-হইতে ঋণরূপে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তা'ই গ্রন্থমুদ্রণ ও কাগজের জন্য দেয়-অর্থের কিয়দংশ, স্বতঃপ্রবৃত্তহইয়া, অর্পণ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্টাংশ প্রদান করিতে পারিলে, চিত্ত উদ্বেগশূন্য হয়, উপকারকের প্রতি উপ-কৃতের কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিতহইল, মনে করিয়া, সুখী হই। আমি ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি। ভিক্ষাই আমার বৃত্তি বা জীবনোপায় বটে, কিন্তু, কিরূপভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আমি অভিলাষী, তাহার একটু আভাস দিয়া যাইব। মদীয়বিশিষ্টপ্রকৃতির প্রেরণাবশত'ই হউক, অথবা অন্য কোন কারণজন্যই হউক, জনতা আমার ভাল লাগে না, নির্জ্জনদেশে অবস্থান করিতে আমি বড় ভালবাসি। এতদ্দ্বারা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিতান্তপ্রয়োজন না হইলে, আবাসস্থান ত্যাগকরিয়া, আমি ভিক্ষার্থ অন্যত্র গমন করি না। পরিবারবর্গ আমার অল্প নহে, তথাপি মা অন্নপূর্ণা, বিরক্ত না হইয়া, এই বহুপরিবারবর্গপরিবেষ্টিত অকিঞ্চন দীনতনয়ের ভারবহন করিতেছেন। অযাচিতভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কোন মহাত্মা আমাকে করুণাযোগ্যবিবেচনায় মাসে মাসে ২৫,৩০ টাকা সাহায্য করিতেন, পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বহইতে, আমাকে অপাত্রমনে করিয়াই হউক, অথবা তাঁহার অবস্থাসম্বন্ধীয় কোনরূপ পরিবর্ত্তনবশতঃই হউক, তিনি আর সাহায্য করেন না বা করিতে পারেন না। মা'র এমনি দয়া, এই নিরুপায়-অবস্থাতে তিনি আমার পাপমলীমসহৃদয়ে অধিকতর শান্তিবারি সেচনকরিতেছেন, অসহায়-অবস্থাতেই আমি মাকে অনেকশঃ দেখিতে পাই। হৃদয় নিতান্তদুর্ব্বল, তা'ই, মা যখন পরীক্ষা করেন, মার 'দুর্গতিনাশিনী'-নামের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত যখন বিপদসঙ্কুল-অবস্থাতে নিক্ষেপ করেন, তখন কখন কখন ইহা বিচলিত হইয়া উঠে। দীনজননীর সমীপে এইজন্য আবেদন করিয়াছিলাম, মা! আমার হৃদয় অতিদুর্ব্বল, তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণহইবার শক্তি আমার নাই, জননি!

তুমিই বুঝাইয়াছ, এ দীনের এ অসারসংসারে তুমি-ভিন্ন আর কেহ নাই, তা'ই বলি, মা! নির্জ্জনদেশে থাকিয়া, তুমি-ভিন্ন দীনের এ সংসারে আর কেহ নাই, দৃঢ়রূপে এ বিশ্বাস হৃদয়ে ধ'রে, অহর্নিশি, মা! মা! বলিয়া, ডাকিবার দিন দ্যাও। জননী তাহার পরই আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ লিখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তা'ই মনে হয়, হেমবাবু মা'র প্রেরণায় প্রেস করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, মুদ্রাযন্ত্রটীর প্রিণ্টার, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান্-পর্য্যন্ত সকলেই ভদ্রবংশীয়, মা'র প্রেরণায় এদীনের প্রতি সকলেই সকরুণ।

আমি দীন ভিক্ষুক, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও মা'র কাছে উপকারকদিগের কল্যাণ-প্রার্থনা-ভিন্ন আর কি করিতে পারি? জননীকে বলিয়াছি, আমার স্থায় অকিঞ্চনের প্রতি যাঁহারা অনুকম্পা-প্রদর্শন করিয়াছেন, কায়মনোবাক্যদ্বারা, এ জীবনে যদি কিছু পুণ্যার্জ্জন করিতে পারি, তাহার সমস্তফল যেন মদীয় উপকারকেরা প্রাপ্ত হয়েন।

লোকে যাহাই মনে করুন, আমার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য যে সাধারণ-গ্রন্থকার-দিগের গ্রন্থপ্রকাশোদ্দেশ্যহইতে ভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরকে জ্ঞান দিবার জন্য, কিংবা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, ইহা লিখিত হয় নাই। যথাশক্তি সংযতচিত্ত হইয়া, নির্জ্জনে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, নামপ্রসার বা যশঃ আমার আত্মার আকাঙ্ক্ষিতপদার্থ নহে। প্রকৃতিস্থব্যক্তির ইচ্ছা যোগ্যতা-বা-শক্তি-অনুসারে হইয়া থাকে। যাঁহার যেকার্য্য সম্পাদনকরিবার সামর্থ্য নাই, বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে, তিনি কখন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হ'ন্ না। আমি জ্ঞানী নহি, এবং আমি যে জ্ঞানী নহি, দয়াময়ের কৃপায় আমার হৃদয়েরও তাহাই ধারণা, সুতরাং, অপরকে জ্ঞানদিবার প্রবৃত্তি আমার হইবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, আমি তাহা এপর্য্যন্ত যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অপর-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অন্যদেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, যেধর্ম্মহইতে নিঃশ্রেয়স বা স্থিরকল্যাণ সাধিত হইয়াথাকে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানব কৃতকৃত্য হয়,—ঈপ্সিত-তমের দর্শনলাভ করিয়া, ত্রিতাপসন্তপ্তপ্রাণকে শীতল করিতে পারগ হয়, ভারতবর্ষ-ভিন্ন অন্যকোনদেশে যে সেই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ; যুক্তিদ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্ম বা শক্তির অভাববশতঃ যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সমীপে পরমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার চেষ্টাকরা প্রয়োজনীয় নহে, আমার ক্ষুদ্রহৃদয়ের ইহাই বিশ্বাস। অতএব, ইয়ুরোপ-আমেরিকাপ্রভৃতি কামনাপ্রধানদেশে নিষ্কামপরম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনচেষ্টা কদাচ ফলবতী হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়, শিক্ষা-ও-সঙ্গ-দোষে বিকৃত হয় নাই, পবিত্র-আর্য্যভাব (কাল-

মাহাত্ম্যে মলিন হইলেও) ত্যাগ করে নাই, পরমধর্ম্মই যে পরমধর্ম্ম, কেবল তাঁহারাই তাহা উপলব্ধিকরিবার অধিকারী; অতএব, যদি কোন প্রকৃত-ধার্ম্মিকব্যক্তি, এইরূপ পরমধর্ম্মশ্রবণাধিকারিদিগকে কৃপাপুরঃসর প্রকৃতধর্ম্মের উপদেশপ্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাদ্বারা যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে বটে। আমি প্রকৃতধার্ম্মিক নহি, সুতরাং, আমি যদি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিতে যাই,—লোকে আমার নাম প্রসারিত হইবে, সকলে আমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এই বৃত্তিসঙ্কটদিনে আমার অর্থাগমপথ নিরর্গল হইবে, এইনিমিত্ত যদি প্রকৃত-ধার্ম্মিকের ভাণ করি, তাহা হইলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের যে তদ্দ্বারা কোনরূপ ইষ্ট না হইয়া, ঘোর অনিষ্টই হইবে, আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমি হিন্দু, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মে আমার বিশ্বাস আছে, জীব শুভাশুভকর্ম্মানুসারেই উচ্চাবচ, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একথাতে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান্। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্টকৃষ্ণকর্ম্ম করিয়াছিলাম, নতুবা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা করিতে পারিতেছি না কেন? নিজদেশের কথা একেবারে বিস্মৃত হই নাই, স্বদেশে যাইবার জন্য প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাও বুঝিতেছি; স্বদেশে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেই, নিগড়বদ্ধবন্দির ন্যায় আমি রুদ্ধগতি হই; প্রারব্ধ অশুভ না হইলে, এরূপ হইবে কেন? অশুভপ্রারব্ধবশতঃ এই নিদারুণ আধি ভোগকরিতেছি, সুতরাং, ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করিতে হৃদয় এখন কম্পিত হয়, কালের কঠোরশাসন স্মরণ করিয়া, ভয়বিহ্বল হয়। আমি প্রকৃতধার্ম্মিক নহি, তা'ই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার জন্য এগ্রন্থ লিখিত হয় নাই। সত্য-কথা যে ভাবেই উক্ত হউক, যাঁহারা তাহার আদর করেন, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, দুর্ব্বিষহভবব্যাধির চিকিৎসার্থ যদি কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারি, কেবল এই আশায় ইহা লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগ, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি প্রার্থনীয় হইলে, এই ত্রিবিধযোগেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কর্ম্মযোগাদিযোগত্রয়ের অনুষ্ঠানব্যতিরেকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই *। ভগবদুপদেশ—যে ব্যক্তি আমাকে লাভকরিবার জন্য ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক উপায়সকল পরিত্যাগকরিয়া, চপল ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা ক্ষুদ্র-কামনাসমূহ সেবন করে, জন্মজরাদি দুঃখতরঙ্গ-তরঙ্গায়িতভীমভবার্ণবে সেই ব্যক্তিই পুনঃপুনঃ উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া থাকে †। ভবরোগবৈদ্য, ভবরোগ

---

* "योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया ।
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

† "य एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् ।
क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

প্রশমিত করিবার যেসকল ভেষজ বলিয়া দিয়াছেন, মন বুঝিয়াছে, সেই সকল ঔষধ যথারীতি সেবন করিতে না পারিলে, একঠোররোগের হস্তহইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারিবে না। আমি জাতিব্রাহ্মণ *। ভগবান্ বলিয়াছেন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানব্যতীত কখন কাহার কল্যাণ হইবে না, অতএব, বেদাদিশাস্ত্রপাঠ এবং যথাশাস্ত্র প্রাগুক্ত ত্রিবিধযোগানুষ্ঠানদ্বারা অধীতবিষয়ের উপলব্ধি করিবার চেষ্টা-করা আমার (কল্যাণাকাঙ্ক্ষা থাকিলে) অবশ্যকর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে হইলে, আমি যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি এবং হিন্দুধর্ম্মজগতের এখন যেপ্রকার দুরবস্থা, তাহাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন। অন্যকোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ব্রাহ্মণের অনুচিত, এইনিমিত্ত গ্রন্থলিখিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে (এখন আপদ্ধর্ম্ম তা'ই) প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজজ্ঞানচর্চ্চা হইবে, এবং সভ্যতার সহিত ভিক্ষাকরাও হইবে †, তা'ই, এইটীই প্রশস্তোপায় বলিয়া মনে হইয়াছে।

এ দেশে কি এ গ্রন্থের আদর হইবে?—সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্টব্যক্তি, যদ্দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির বা অভাবমোচনের সম্ভাবনা আছে মনেকরেন, তৎ-পদার্থকেই তিনি আদর করিয়া থাকেন, সুখ ও সুখের হেতুভূতপদার্থের প্রতি সকলের অনুরাগ হয়। ক্ষুধার্ত্তের সন্নিধানে অন্নের, তৃষার্ত্তের সমীপে জলের, অর্থগৃধ্নুর সদেশে অর্থের, কামুকের নিকট রমণীর, প্রকৃতদাতার অভ্যগ্রে দীনভিক্ষুকের, জ্ঞান-পিপাসুর অন্তিকে জ্ঞানদাতা গুরু ও গ্রন্থের এবং আবির্ভূতপ্রকাশ বা প্রকৃতজ্ঞানির সকাশে বিশ্ব ও বিশ্বপতির আদর হইয়া থাকে। প্রকৃতজ্ঞানী কোনবস্তুরই অনাদর করেন না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, রাগদ্বেষ-বশবর্ত্তী পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞানজীবের প্রকৃতিগতপার্থক্যানুসারে অভাব বা প্রয়োজন-বোধও পৃথগ্বিধ হয়। বুঝিয়াছি, সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্টব্যক্তি, যদ্দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির বা অভাবমোচনের সম্ভাবনা আছে মনেকরেন, তৎপদার্থের তিনি আদর করিয়া থাকেন; অতএব,ইহা সুখবোধ্য হইতেছে যে, যাঁহার জ্ঞানপিপাসা আছে, জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন, জ্ঞানই সর্ব্বসুখের আকর, জ্ঞানই মনুষ্যত্ব-পরিচায়ক-গুণগ্রামের মধ্যে প্রধানতমগুণ, যাঁহার হৃদয় এইকথায় আস্থাবান্, জ্ঞান-দাতা গুরু ও গ্রন্থের আদর তিনিই করিয়া থাকেন।

---

* "तपः श्रुतं च योनिश्च इत्येतद् ब्राह्मणकारकम्।
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः॥

মহাভাষ্য, 'নঞ্' পা, ২।২।৬, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, তপঃ—চান্দ্রায়ণাদিকর্ম্ম, শ্রুত—বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন এবং যোনি—ব্রাহ্মণের ঔরস ও ব্রাহ্মণীর গর্ভ, এই সকল ব্রাহ্মণকারক। যিনি তপস্যা ও বেদবেদাঙ্গাদি-অধ্যয়নবিহীন, তিনি জাতি-ব্রাহ্মণ।

† "গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়োজন"-নামক স্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

বুভুৎসাবৃত্তি ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্যহৃদয়েই বাস করে।—অজ্ঞাতবিষয়সকলের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া,মানব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে, তাহারই স্বরূপনির্ণয় করিবার জন্য নিতান্তকৌতূহলী হয়। বুভুৎসাবৃত্তি কেবল মানবহৃদয়েই বাস করে। বুভুৎসাবৃত্তি মানবহৃদয়েরই যে ভূষণ, মানবেতর হৃদয়কে ইহা যে ভূষিত করে না, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই ঠিক মনুষ্য নহে। মৃত্তিকা প্রকৃতির আপূরণবশতঃ যখন পাষাণে পরিণত হইতে থাকে, তখন দেখিয়াছি, মৃত্তিকা একদিনেই প্রস্তররূপে পরিবর্ত্তিত হয় না, ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী। মৃত্তিকার কিয়দংশ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে এবং কিয়দংশ মৃত্তিকাবস্থাতেই রহিয়াছে, সম্ভবতঃ অনেকেরই ইহা পরিদৃষ্টবিষয়। মনুষ্যসমূহের মধ্যেও সেইরূপ মানবীয়পরিণাম হইতে আরম্ভ হইলেই, সকল মানবীয়গুণ একেবারে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, সকলমনুষ্যই পূর্ণমনুষ্য নহে, মনুষ্যমাত্রেই 'মনুষ্য', এই নামের ঠিক অভিধেয় নহে *। জ্ঞানপিপাসা, যে মনুষ্যে যে পরিমাণে অধিক, মননশীলত্ব বা মনুষ্যত্ব যাঁহাতে যে মাত্রায় প্রবল, তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপআমেরিকাতে মনুষ্যত্বপরিণামস্রোতঃ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ, সম্পূর্ণ মনুষ্যবৃন্দের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছিল। জ্ঞানপিপাসা ভারতে কত অধিক ছিল, তাহা জানিতে হইলে, ভারতের অনুপমগুরুভক্তির কথা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হয়।

মহাশাল শৌনক, মহর্ষি অঙ্গিরার সমীপবর্ত্তী হইয়া,ক্ষুধার্ত্ত দীনজন যে ভাবে অন্নভিক্ষা করে, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ যে ভাবে বারি-যাচ্ঞা করে, তীব্রযাতনাপ্রদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, চিকিৎসকের চরণে নিপতিত হইয়া, যে ভাবে ভেষজ প্রার্থনা করে, সেইরূপকাতরপ্রাণে,সেইরূপব্যাকুলভাবে,তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া,ভিক্ষা করিয়াছিলেন,

* "मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च"— পা, ৪।১।১৬১।

অর্থাৎ, 'মনু'-'শব্দের উত্তর' 'জাতি' বুঝাইতে 'অঞ্' ও 'যৎ' প্রত্যয় এবং ষুক্ আগম হইয়া থাকে। 'মনুষ্য'শব্দটী মনু+যৎ+ষুক, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। মনন—তর্কবিচার, কার্য্যমাত্রেরই কারণানুসন্ধান, বা সদসদ্বিবেকশীলত্বই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যোচিতবিশেষধর্ম্ম। পরমকারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বর, প্রাণিদিগের মধ্যে মনুষ্যকেই মনস্বী বা হিতাহিতনির্ব্বাচনকরিবার শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া, সৃষ্টিকরিয়াছেন।

"स पितॄन् सृष्ट्वा मनस्यत् । तदनु मनुष्यानसृजत । तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वं । य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद । मनस्व्येव भवति । नैनं मनुर्जहाति ।"— তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ। ২।৩।৯।

**উদ্ধৃতশ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য হইতেছে, মনু বা মননশক্তিই, মনুষ্যের মনুষ্যত্বপরিচায়ক, ইতরজীবব্যাবর্ত্তক বিশেষধর্ম্ম।

(২)

"করুণানিধান! শুনিয়াছি, একেকে জানিলেই, সকল জানা যায়, অতএব, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলিয়া দি'ন্, সে এক কি, যাঁহাকে জ্ঞাতহইলে, সকল জানা হয়—জ্ঞানপিপাসা একেবারে উপশমিত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয় হইবার পর-হইতেই হৃদয়ে জিজ্ঞাসানল প্রজ্বলিত হইয়াছে—কিছুতেই সে সর্ব্বভুকের ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিতেছি না। যাহা সম্মুখে পাই, ইন্দ্রিয়পথে যাহা পতিত হয়, তাহাই ইহাতে আহুতি দিই, কিন্তু, কৈ, ইহার ক্ষুধা ত নিবৃত্ত হইল না। কত দেশ অন্বেষণ করিলাম, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কিরূপে এ বিবিদিষানল নির্ব্বাপিত হইবে, কেহই তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। ক্ষুধার সময় আহার যোগাইতে না পারিলে, জঠরানল যেমন দেহকেই ভস্মসাৎ করে, বুভুৎসা-নলও, সেইপ্রকার উপযুক্ত আহার না পাইয়া, দিবানিশ দেহমন'কে সংদগ্ধ করি-তেছে। প্রজ্বলিত অগ্নিহইতে যেরূপ অবিরাম ভুগুভুগুধ্বনি নির্গত হয়, এ অনল-হইতেও সেইরূপ অবিশ্রাম 'কিম্-কিম্'-ইত্যাকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কৃপাময়! বলিয়া দি'ন্, এ 'কিম্'-রব কবে এবং কিসে শান্ত হইবে। শিষ্টজনের মুখে শুনিয়াছি, এ অনল নির্ব্বাণ করিবার শান্তিজল আছে, শুনিয়াছি, একেকে জানিতে পারিলে, জিজ্ঞাসানল একেবারে নিভিয়া যায়, ইহার কিং-রব একেবারে নীরব হয়। দয়াময়! সেই এক কি, তাহা জানিবার জন্যই আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" মহাশাল শৌন-কের হৃদয়ে যে জিজ্ঞাসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যে অনল নিভাইবার জন্য শৌনক-মহর্ষি অঙ্গিরার চরণে শরণগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানবহৃদয়েই অহর্নিশ সেই অনল জ্বলিতেছে। জ্বলিতজিজ্ঞাসানলনির্ব্বাণের জন্যই মনুষ্য সদা ব্যস্ত। জ্বলিতজিজ্ঞাসানলনির্ব্বাণ করিবার জন্যই মনুষ্যসত্ত্ব ব্যস্ত বটে, কিন্তু, মনুষ্যমাত্রেই তাহা বুঝিতে অক্ষম। পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, মনুষ্যাকারধারি-জীবমাত্রেই ঠিক মনুষ্য নহে পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, যে মনুষ্যে যে পরিমাণে জ্ঞানপিপাসা অধিক, যে পরিমাণে মনন-শীলত্ব প্রবল, তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুভুৎসাবৃত্তি মানবহৃদয়ের ভূষণ। অতএব, মনুষ্যত্বের হ্রাসে জ্ঞানপিপাসার হ্রাস এবং ইহার বৃদ্ধিতে জ্ঞান-পিপাসার বৃদ্ধি হওয়াই প্রাকৃতিকনিয়ম। বর্ত্তমানকালে, ভারতবর্ষে, যাহাকে প্রকৃত-জ্ঞানপিপাসা বলা যায়, তাহা অত্যল্প লোকেরই আছে। জ্ঞানপিপাসুর সমীপে গুরু ও গ্রন্থের আদর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যখন প্রকৃতজ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা বিরল হইয়া আসিয়াছে, তখন এখানে যে গ্রন্থের আদর হইবে না, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

ভারতবর্ষে কি তবে গ্রন্থবিক্রয় হয় না?—ভারতবর্ষে প্রকৃতজ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা যে বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে বিদ্যার্থী বলে, এ দেশে তাহা যে আর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এখন যে অর্থার্থির সংখ্যাই অধিকতর, তাহা অবিসম্বাদিত কথা। বিদ্যাচর্চ্চা না করিলে, অর্থার্জ্জনের

(অবশ্য স্ববৃত্তিদ্বারা) সুবিধা হইবে না *, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল এইজন্য কিছু কিছু বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন মাত্র; নতুবা, বিদ্যার জন্য বিদ্যানুশীলন করেন, এরূপ-মহানুভবের সংখ্যা, দুর্ভাগ্য আমাদের, অধিক দেখি নাই।

পরীক্ষার্থিদিগের জন্য যে সকলগ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়, এ দেশে সেই সকল-গ্রন্থ প্রধানতঃ বিক্রীতহইয়াথাকে। আর নাটক-নভেলের কিছুকিছু আদর এখানে আছে।

তবে এরূপগ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি হইল কেন?—এ দেশে এরূপ গ্রন্থের আদর হইবে না, জানিয়াও এ জাতীয় গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি কেন হইল, তাহা বলিতেছি।

গর্ভের (গর্ভস্থভ্রূণের) কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, শিরঃ দেহেন্দ্রিয়ের মূল, অতএব, শির'ই সর্ব্বাগ্রে সম্ভূত হইয়া থাকে, কাহার মতে হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন-মতে নাভিই প্রথমজাত অঙ্গ। গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি-বা-উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইপ্রকার বহুবিধ মত আছে, সুতরাং, কোন্ মতটী ভ্রমশূন্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি, গর্ভের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, বহুমুখসিদ্ধান্ত এই গহনপ্রশ্নের সমীচীন উত্তর কি, শিষ্যবৃন্দকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গর্ভের সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ বংশাঙ্কুর বা চূতফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হয়। পরিপক্ব চূতফলের কেশরশস্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল কালপ্রকর্ষহেতু পৃথগ্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু, তরুণাবস্থায় সূক্ষ্মত্ব-বশতঃ ইহারা উপলব্ধ হয় না। সূক্ষ্মকেশরাদি, কালে প্রব্যক্ত হইলে পর, নয়নেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত হয়। গর্ভস্থভ্রূণের সেইরূপ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও, সূক্ষ্মতানিবন্ধন ইহাদের উপলব্ধি হয় না; কালে প্রব্যক্ত হইলে, ইহারা পৃথগ্-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে †। ভগবান্ ধন্বন্তরির উক্তবচনসমূহের তাৎপর্য্য হইতেছে,

* বৈষয়িক উন্নতি বিদেশীয়দিগেরও লক্ষ্য বটে, কিন্তু, তাঁহারা জানেন, বিদ্যাই তদুন্নতির একমাত্র উপায়, তাঁহারা জানেন, বুভুৎসাবৃত্তির যথোচিত পরিচালনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মুলীভূত কারণ। সকলেই না হউন, বিদেশীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশলোকই যে বিদ্যাচর্চ্চায় আনন্দ অনুভব করেন, তাহা স্থির। অভ্যুদয়শীল ইয়ুরোপ-আমেরিকাতে, শুনিয়াছি, স্বল্পাগমশ্রমজীবিরাও পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করেন। আমাদের দেশে লক্ষপতিও পুস্তকক্রয়কে অর্থের অপব্যয় করা মনে করেন। গ্রন্থপাঠ করিলে, বিকাশপ্রাপ্ত-ব্রহ্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইবে, বিদ্যাচর্চ্চা করিলে, প্রেম-ভক্তি শুকাইয়া যাইবে, এই ভয়ে অনেকেই, গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে আ'জ-কা'ল অনিচ্ছুক। পাঠকই বিবেচনা করিবেন, ইহা উন্নতির লক্ষণ, কি অবনতির নিদর্শন।

† "তন্ন সম্যক্! সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গানি সম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরির্গর্ভস্য সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে বংশাঙ্কুরবচ্চূতফলবচ্চ।* * * এবং গর্ভস্য তারুণ্যে সর্ব্বেষ্বঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু সৎস্বপি সৌক্ষ্ম্যা-দনুপলব্ধিঃ। তান্যেব কালপ্রকর্ষাৎ ব্যক্তানি ভবন্তি।"— সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান।

যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারই অভিব্যক্তি হয়, অসৎ বা অবিদ্যমানবস্তুর কখন অভিব্যক্তি হয় না। শাখাপ্রশাখাবিশিষ্টবৃক্ষ, বীজের প্রব্যক্ত (Magnified) ভাবভিন্ন অন্য কিছু নহে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, বর্ত্তমানজীবন, প্রারব্ধের কালপ্রকর্ষ-নিবন্ধন প্রব্যক্ত অবস্থা—সূক্ষ্ম বা অব্যপদেশ্য ভাবের উদিতভাব *।

বাল্যাবস্থাহইতেই পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মসংস্কারবশতঃ স্বধর্ম্ম-ও-শাস্ত্রের প্রতি আমার কিছু নিষ্ঠা আছে। সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, তাহা তখন বুঝিতাম না, তথাপি গৈরিকবসনধারিপুরুষকে দেখিলেই, তাঁহার চরণে নিপতিত হইতাম। আমিও একদিন ঐ বসন পরিধান করিব, শৈশবাবস্থাতেই এইরূপ সঙ্কল্প হইয়াছিল। যে সকল ইচ্ছার মূল বর্ত্তমানজীবনেই নিবদ্ধ নহে, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, (যদি বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত হয়) বর্ত্তমানজীবনে তাহাদের অংশতঃ নির্বৃত্তি হইয়া থাকে। দয়াময় পরমপিতার কৃপায়, বাল্যকালেই আমি এক মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়াছিলাম। হৃদয়ের বিশ্বাস, তিনি, নররূপে বিরূপাক্ষ। আমি অতি-দুর্ভাগা, অধিকদিন তাঁহার চরণসেবা করিতে পারি নাই। এ অধমকে শিষ্য-রূপে গ্রহণকরিবার দুইবৎসরপরেই তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন †।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রবিশ্বাস, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, মদীয়জন্মান্তরীণসংস্কারমূলক, বর্ত্তমানজীবনই ইহাদের আদ্যোৎপত্তিস্থান নহে। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এইত্রিবিধযোগানুষ্ঠাননিরত, চতুর্থাশ্রমস্থিত, অমানুষিকশক্তিসম্পন্ন, পরম-সুন্দর নররূপিবিরূপাক্ষের ‡ চরণকমল হৃদয়ে ধারণকরিবার পরহইতে, জল-সেকাদিপরিকর্ম্মপরিবর্দ্ধিতবীজের ন্যায় আমার শুভসংস্কারবীজগুলি ক্রমশঃ প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল, ইত্যবসরে মদীয় দুরদৃষ্টের গতিকে নিরর্গলভাবে

---

* যাঁহারা বিদেশীয়পণ্ডিতদিগের শিষ্য, তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস না করিলেও, "The child is father of the man", এতদ্বাক্যে যদি তাঁহাদের আস্থা থাকে, তবে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা একেবারে উন্মত্তপ্রলাপ মনে করিবেন না। আর যদি পণ্ডিত প্লেটোর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলেত কোন কথাই নাই। বেকন্ তাঁহার "Advancement of Learning"-নামক গ্রন্থে, প্লেটোর মতের উপরি নির্ভর করিয়া, যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"Of all the persons living that I have known, your Majesty were the best instance to make a man of Plato's opinion, that all knowledge is but remembrance, and that the mind of man by Nature knoweth all things, and hath but her own native and original notions (which by the strangeness and darkness of this tabernacle of the body are sequestered) again revived and restored."

† "সাধকজীবনী"-নামক প্রস্তাবে গুরুদেবের কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

‡ যাহা বলিলাম, তাহা অত্যুক্তিদোষদূষিত নহে। মিত্র বিশ্বাস গুরুদেবের স্বরূপবর্ণন করিবার, উপযুক্ত ভাষা নাই।

প্রবাহিত হইতে দিবার জন্তই যেন গুরুদেব স্বীয় স্থূলরূপ অন্তর্হিত করেন। গুরু-দেবের তিরোধানের পর চা'র‌পাঁচবৎসর আমার জীবন কিছু মলিন হইয়া গিয়া-ছিল। এপর্য্যন্ত বিমল হইতে পারি নাই, তবে মলিন হইয়াছি, তাঁহার কৃপায় এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমি সংসারী, সুতরাং, আমার অর্থের প্রয়োজন আছে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বাল্যকালহইতেই আমার বিশেষরতি ছিল, প্রাকৃতিক-প্রেরণায় আমি এই বিদ্যার কিছু অনুশীলন করিয়াছিলাম, এবং দুরবস্থার তাড়নায়, সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও, কয়েকবৎসর ইহাকেই জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে আমাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ৺কাশীধামে একদিন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে দেখিলাম, জননী বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্য্যম্।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৮।৬।৪।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ কখন চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। ভক্তাবতার, পূজ্যপাদ ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এ অধমকে চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে প্রথমে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও ভগবানের আদেশপালন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু, আমাকে তাঁহার আদেশপালন করি-বার অনুপযুক্ত মনে করিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সহজকোমল দয়ার্দ্রহৃদয়ের প্রেরণাবশত'ই হউক, পরিশেষে আজ্ঞা করেন, "তোমার স্কন্ধে অনেকগুলি আত্মার ভরণপোষণের ভার ভগবান্ ন্যস্ত করিয়াছেন, অতএব, সহসা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিও না।" আমি, ভগবানের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাই করিতেছিলাম, কিন্তু, জননীর কথা শুনিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল, পরমহংসদেব তবে আমাকে অনুপযুক্ত মনে করিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন। আমি সেইদিনহইতেই চিকিৎ-সাবৃত্তি ছাড়িয়াছি। প্রায় পাঁচবৎসর হইল, ভিক্ষাবৃত্তিই আমার জীবিকা হইয়াছে। আ'জ-কা'ল যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া নিতান্তদুর্ঘট। সহৃদয়পাঠক স্বয়ং অনুমান করিবেন, এরূপ-অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির দিন এ দুর্দ্দিনে কিরূপে অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। আমার হৃদয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি-দুর্ব্বল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তি আমার নাই, মা'র কাছে তা'ই আবেদন করিয়া-ছিলাম, "জননি! এ নিরুপায়ের তুমিভিন্ন আর কে উপায় করিয়া দিবে? মা! আমার প্রাণ তোমার চরণসেবা করিতে চায়, মা'গো! এ দীনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর।" জননী তাহার পরই এইজাতীয় গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। আমি মা'র প্রেরণায় এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিক্রয় হইবে কি না, লোকে ইহার আদর করিবে কি না, এ সকল চিন্তা করি নাই।

গ্রন্থখানি লিখিবার জন্ত মা সহস্রাধিকমুদ্রামূল্যের পুস্তকসংগ্রহ করিয়া দিয়া-ছেন। অনাথজননী এই কপর্দ্দকশূন্য দীনের গ্রন্থের কতকাংশ মুদ্রাঙ্কিতও করিয়া দিলেন। অতএব, নিতান্তপাষণ্ড না হইলে, গ্রন্থবিক্রয় হইবে কি না, এ সংশয় অন্ততঃ আমার

হৃদয়ে উঠিতে পারে না। আমি, তাঁহার অকিঞ্চনসন্তান, যথাশক্তি তাঁহার আদেশ-পালন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহারই উপদেশানুসারে ভিখারী হইয়াছি, তাঁহার দাসত্বকরাভিন্ন (অবশ্য যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি) প্রাণ যেন আর কিছু চায় না, গ্রন্থকর্তৃত্বাভিমান আমার নাই, তা'ই সম্পূর্ণবিশ্বাস, সাধারণ লোকে আমাকে অপাত্র মনে করিলেও—আমাকে ভণ্ড ভাবিলেও, সর্ব্বান্তর্যামিনী ত্রিভুবনজননীর দৃষ্টিতে যদি আমি তদ্ভাবে গৃহীত না হই, মা যদি আমাকে অসরল বা ভণ্ড মনে না করেন, তাহা হইলে, এদীনকে তাঁহার সকলপ্রিয়সন্তানই ভিক্ষাদান করিবেন। ইহা আমার গ্রন্থ নহে—'ভিক্ষাপত্র'।

ইহা যদি ভিক্ষাপত্র, তবে ইহার মূল্যনির্দ্ধারণ করা হইল কেন ?—যে-কোনকর্ম্মই হউক, গুরূপদেশব্যতীত, তাহাতে নিপুণতা লাভ করা যায় না—সকলকর্ম্মেরই গুরু আবশ্যক। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে একজন সাত্বিকভিক্ষুককে এইভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটহইতেই এইরূপে ভিক্ষা করিতে শিখিয়াছি।

উদ্দেশ্য ও তৎসাধন (Ends and Means)—বুঝিয়াছি, সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজনসিদ্ধি-বা-অভাবমোচনের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে হইলে, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র, এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন। বৈয়াকরণদিগের ভাষায় বলিতে হইলে, বলা উচিত, কর্ত্তা বা স্বতন্ত্রশক্তি এবং করণ বা পরতন্ত্রশক্তি, এই দ্বিবিধশক্তিদ্বারা সকলকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র-শক্তি, করণ বা সাধকতমপদার্থদ্বারা কর্ম্ম বা কর্ত্তার ঈপ্সিততমপদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ঈপ্সিততমপদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়েন। যাহা ঈপ্সিততম, যত দিন না তাহা সমধিগত হয়, তত দিন কর্ম্মশেষ হয় না। জীবের ঈপ্সিততম কি ? এপ্রশ্নের শাস্ত্র-ও-যুক্তিসিদ্ধ অভ্রান্ত উত্তর, অখণ্ডৈকরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপ-ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিততম। অনন্তজীবন—অখণ্ডিতস্থিতি, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার-আনন্দ,একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এতদ্ব্য-তীত আমাদের অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই—বুঝুক আর নাই বুঝুক, জীব ইহাই চায়।

উচ্ছাস্ত্র-ও-শাস্ত্রিত-ভেদে দ্বিবিধপৌরুষ—আত্মতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ বলেন, পুরুষের দ্বিবিধ পৌরুষ—দুইপ্রকার চেষ্টা হইয়া থাকে, পুরুষ, দ্বিবিধপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করে। প্রথম,শাস্ত্রবিগর্হিত বা উচ্ছাস্ত্রিতপৌরুষ,দ্বিতীয়, শাস্ত্রিত—শাস্ত্রানু-মোদিত পৌরুষ। এই দ্বিবিধ পৌরুষের ফলও সম্পূর্ণবিভিন্ন। শাস্ত্রবিগর্হিত-বা-উচ্ছাস্ত্রিত-পৌরুষদ্বারা অনর্থসংঘটন এবং শাস্ত্রিতপৌরুষদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে ; শাস্ত্রিতপৌরুষদ্বারা মানব কৃতকৃত্য হয় *।

* "উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতং।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং॥"— মুক্তিকোপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ।

শাস্ত্রিতপৌরুষ প্রেরিত-ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য সহজেই নির্ণীত হইয়া থাকে, ঈপ্সিততম কি, শাস্ত্রপাঠদ্বারা তাহা তাঁহারা অনায়াসেই অবগত হইতে পারেন। কিন্তু, যাঁহারা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেন, বৃদ্ধজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, স্ব-স্ব ক্ষীণ-যুক্তিই যাঁহাদের পথপ্রদর্শক, তাঁহারা, উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পারিয়া, দিঙ্মূঢ়-পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃভ্রমণ করিয়া থাকেন। এইজাতীয় ব্যক্তিগণ সাধন বা করণকেই (Means) উদ্দেশ্য (Ends) বলিয়া স্থির করেন—পান্থশালাকেই স্বদেশ মনে করিয়া, বিপন্ন হ'ন, সৎকে ধরিতে গিয়া, অসৎকে আশ্রয় করেন, চিৎকে লাভ করিতে গিয়া, অচিৎ বা জড়ের উপাসনা করিয়া থাকেন, আনন্দসরোবরে অবগাহন করিতে গিয়া, নিরানন্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। পানভোজনাদি আসুরিকপ্রবৃত্তি চরিতার্থকরাই বস্তুতঃ মানবের ঈপ্সিততম নহে। পানভোজনাদি আসুরিক-বৃত্তি চরিতার্থকরাই যদি আমাদের ঈপ্সিততম হইত, তাহা হইলেও মানব পান-ভোজনাদি আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থকরিবার জন্যই চিরজীবন ব্যস্ত থাকিত না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, গন্তব্য সমাসাদিত হইলে, আর কেহ কর্ম্ম করে না, ইহাই ত

বর্ত্তমানদুর্দ্দিনে দেখিতে পাই, অধিকাংশ পুরুষই উচ্ছাস্ত্রিত বা শাস্ত্রবিগর্হিতপৌরুষদ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জগতে যাঁহারা নগণ্যপদার্থ, শক্তিসত্ত্বেও গণ্য হইতে যাঁহারা চা'ন না, যাঁহারা সম্ভ্রান্তপদস্থ নহেন—জমীদারী বা ভাল চাকরী যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের সমীপেই দেখিতে পাই, শাস্ত্রের কিছু কিছু আদর আছে, শাস্ত্রানুমোদিতকর্ম্ম করিতে তাঁহারাই ইচ্ছুক। কিন্তু যাঁহারা মান্য গণ্য যাঁহাদের জমীদারী আছে, অথবা যাঁহারা ভাল চাকরী করেন, এককথায় যাঁহাদের হৃদয় অভিমানে স্ফীত, তাঁহারা কদাচ শাস্ত্রকে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন না, শাস্ত্রানুবর্ত্তন করা তাঁহাদের পক্ষে অপমান। যাঁহাদের সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, বহু স্বার্থপর, হীনচেতা ব্যক্তি স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা তোষামোদ করেন, বন্ধু বা হিতৈষির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি কখন অন্যকে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"प्रज्ञाविवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः ।
कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता ॥
तत्तदुत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना ।
अनुपासितवृद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥" বাক্যপদীয়, ২ কাণ্ড, ৪৯২ ও ৪৯৩শ্লো।

অর্থাৎ, নানাবিধ আগমদর্শন—শাস্ত্রসিদ্ধান্তদ্বারাই প্রজ্ঞা, বিবেকবৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবিধ আগমদর্শনদ্বারা প্রজ্ঞা যখন বিবেকপ্রাপ্ত হয়, তখনই স্বয়ং কোনরূপসিদ্ধান্তে উপনীত হই-বার শক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ না করিয়া, স্ব স্ব স্বল্পপ্রসারতর্কযুক্তিদ্বারা সদসন্নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রপাঠকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন, শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে যাঁহারা অক্ষম, এই অনন্তবিশ্বের কতটুকু তাঁহারা জানিতে পারেন? যাঁহারা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেন, যাঁহারা বৃদ্ধজনের সেবা করিতে অনিচ্ছুক, ভগবতী বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা তাঁহাদের প্রতি কখন প্রসন্না হ'ন না। বিবিধপুরাণাগমদর্শনব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানপিপাসুর পিপাসা কখন মিটিতে পারে না। যাঁহারা উপাসিতবৃদ্ধ, যাঁহারা বিগলিতাভিমান, যাঁহারা শাস্ত্রচরণসেবক, ভগবতী বিশুদ্ধ-প্রজ্ঞা তাঁহাদের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্যা, জাগতিক ঐশ্বর্য্যের মুখাপেক্ষা করেন না।

প্রাকৃতিকনিয়ম ইহাই ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধব্যাপার। আহার করিতে করিতে উদর যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন উপাদেয় ভোজ্যবস্তুও আমরা ত্যাগকরিয়াথাকি। তা'ই বলিতেছি, প্রত্যেকজীবনেই অসংখ্যবার আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে, কিন্তু, কর্ম্মনিবৃত্তি হয় না কেন? ঈপ্সিততমের সমাগম হইল, হৃদয় এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না কেন? অতএব, আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, ক্ষুৎপিপাসাদি, স্বাভাবিকব্যাধি। ব্যাধিতের ঔষধের প্রতি যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, শাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টব্যক্তির পানভোজনাদি আসুরিকবৃত্তিনিচয়ের প্রতি তাদৃশী রতিই হইয়া থাকে। ব্যাধি থাকুক্, বেশ ঔষধ সেবন করা যাইবে, কোন প্রেক্ষাবান্ ব্যাধিতই যেমন এইরূপ ইচ্ছা করেন না, সেইপ্রকার ক্ষুৎপিপাসাদি স্বাভাবিকব্যাধিসকল থাকুক্, সুখে পানভোজনাদি করিতে পারা যাইবে, বোধ হয়, কোন বিবেকশক্তিবিশিষ্টব্যক্তির এবম্প্রকার প্রার্থনা হয় না। বুদ্ধিমান্ পথিক, যেপ্রকার পান্থনিবাসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, গন্তব্যস্থান বিস্মৃত হ'ন্ না, পান্থশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন না, শাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টব্যক্তিগণও, সেইপ্রকার সংসারমায়ায় অভিভূত হইয়া, জীবনের প্রকৃতলক্ষ্য বিস্মৃত হ'ন্ না, পানভোজনাদি আসুরিকবৃত্তি * চরিতার্থ করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন না। শাস্ত্রসেবকপুরুষগণ সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনজ্ঞানে আদর করিয়া থাকেন, উচ্ছাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টপুরুষদিগের সংসারই উদ্দেশ্য।

যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহা কদাচ তদ্রূপ ত্যাগ না করে, অর্থাৎ, যাহা অচঞ্চল—পরিবর্ত্তনরহিত, তাহা সৎ এবং যাহা তদ্বিপরীত, যাহা সদাচঞ্চল, যাহা ব্যভিচারী, তাহা অসৎ। শরীর অসৎ, ইন্দ্রিয় অসৎ, মনঃ অসৎ, এককথায় ব্রহ্মব্যতীত সকলই অসৎ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, অখণ্ডৈকরসব্রহ্ম বা অনন্তজীবন, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার-আনন্দই জীবের ঈপ্সিততম, সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পরিবর্ত্তনাত্মক বা অসৎ সংসার, জীবের ঈপ্সিত হইলেও ঈপ্সিততম নহে।

---

* পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—"देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे।"—এই শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

"देवा दीव्यतेर्द्योतनार्थस्य शास्त्रोद्भासिता इन्द्रियवृत्तयः। असुरास्तद्विपरीताः। स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु प्राणनक्रियासु रमणात्। स्वाभाविकास्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय एव।"

অর্থাৎ, শাস্ত্রোদ্ভাসিত ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী—কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—বিবেকবিষয়নিম্না ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে এখানে 'দেব', এবং তদ্বিপরীতবৃত্তিসমূহকে, অর্থাৎ, সংসারপ্রাগ্‌ভারা বিধবিষয়নিম্না স্বাভাবিকতম আত্মিকা—অধঃস্রোতস্বিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়কে 'অসুর'-শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে 'অসু'শব্দের অর্থ, প্রাণ। অসুতেই পানভোজনাদি—প্রাণনক্রিয়াতেই যাঁহাদের রতি, তাঁহারা অসুর। 'অসুরোচিতবৃত্তি—আসুরিকবৃত্তি'।

'সুখ' এই শব্দটীর নিরুক্তিহইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?—সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিততম, একথা সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী না হইতে পারে, কিন্তু, জীবমাত্রেই যে সুখের ভিখারী, বোধ হয় সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। সুখই আমাদের ঈপ্সিততম বটে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যাহা আমাদের ঈপ্সিততম, আমরা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিতপরিবর্ত্তনবিশেষকেই আমরা সুখ বলিয়া জানি, বৈষয়িকসুখই আমাদের সমীপে সুখনামে পরিচিতপদার্থ। বৈষয়িকসুখ বিষয়াসক্তের যে পরিচিতপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু, পান্থশালাতে মিলিত স্বল্পস্থিতিপথিকসমূহের মধ্যে পরস্পর যেরূপপরিচয় হইয়াথাকে, বৈষয়িকসুখ ও বিষয়াসক্তের মধ্যেও তাদৃশপরিচিতিই আছে। পথিক পূর্ব্বদৃষ্টপথিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু, তাঁহার নাম-ধাম বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্তও সুখভোগকালে, 'ইহা সেই জাতীয়পদার্থ যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম', বৈষয়িকসুখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, আয়তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়ৈবৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'সুখ' এইশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ স্মরণ করিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, সুখের অসম্পূর্ণপরিচয়ই আমাদের আছে। 'খ'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খ-হেতুক,—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত-মানসবিকারবিশেষের নাম 'সুখ'; অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম তাহা 'সুখ' কিম্বা যাহা পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখকে খনন করে, নাশ করে, পরিচ্ছিন্ন করে, আবৃত করিয়া রাখে, তাহা 'সুখ'। * নিরুক্ত ও তাহার টীকাতে 'সুখ'-শব্দের যেসকল ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, সুখ পরিচ্ছিন্ন-ও-অপরিচ্ছিন্নভেদে দ্বিবিধ। পরিচ্ছিন্নসুখ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নি-কর্ষজনিতমানসবিকার, অপরিচ্ছিন্নসুখ অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়-পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপাবস্থিতি।

পরিচ্ছিন্নসুখ অপরিচ্ছিন্নসুখহইতে বস্তুতঃ ভিন্নপদার্থ নহে—অভীষ্টবিষয়-প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্তু, অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা চিন্তা

* "सुखं कस्मात्? सुहितं खेभ्यः, खं पुनः 'खनतेः।"— निरुक्तभाष्य।

'सु हितं' सुष्ठु हितमेतत् "खेभ्यः" इन्द्रियेभ्यः। खं पुनः इन्द्रियम् 'खनतेः' धातोः।"—

দুর্গাচার্য্যকৃত,টীকা।

"अतिशयेन हितं पुरुषस्य, खेभ्यः खहेतुकमित्यर्थः। हितं वा पुरुषे आत्मधर्म्मत्वात् सुखादीनां धर्म्माधिकरणत्वाच्च धर्म्मिणाम्। * * * 'खं' पुनः खनतेः, तत्पूर्व्वस्य तत्खनति विनाशयति, किम्? परब्रह्मप्राप्तिसुखम्, कथम्? कायसुखप्रवृत्तैरधोगमनात् इति सुखम्।"—

শ্রীদেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টু টীকা।

করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখান্বেষণকারিচিত্ত সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখপ্রদ বলিয়া নিশ্চয় করে, যেবিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়,—সুখান্বেষণার্থ-বহির্মুখ-চিত্ত অন্তর্মুখ হয়,--নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইলেই স্বাভিমুখদর্পনে মুখপ্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, ইহাতেই বিষয়প্রাপ্তিজন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। * অল্পবুদ্ধিমানব মনেকরে বিষয়ে সুখ দিল—বিষয়োপভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু, বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা—সুখোপলব্ধি হইল চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া, সুখ হইল চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল এইনিমিত্ত, কিছুক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন বা মরণযাতনা ভোগ করিতে হয় নাই তন্নিবন্ধন। আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। †

অতএব, বিষয়সুখ স্বরূপসুখহইতে ভিন্নপদার্থ নহে। বিষয়সুখও সুখ বটে, বিষয়সুখ স্বরূপসুখহইতে কোন অতিরিক্তপদার্থ নহে সত্য, কিন্তু ইহা অল্প, ইহা ক্ষণভঙ্গুর, ইহা ভূমা নহে। আমরা ভূমা বা অপরিচ্ছিন্নসুখের প্রার্থী। যাহার কণামাত্র জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পূর্ণভাব কিরূপ, বিষয়ানন্দ উপভোগ করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হয়, এবং বিষয়, বিষয়-সুখের করণমাত্র, যাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহারাই পরমানন্দসাগর-প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়েন, বিষয়সুখ, স্বরূপসুখের দ্বারস্বরূপ জানিয়া সুখান্বেষণার্থ আর বহির্দেশে আগমন করেন না, অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন।

* "विषयसुखमपि न स्वरूपसुखादतिरिच्यते। विषयप्राप्तौ सत्यां अन्तर्मुखे मनसि स्वरूपसुखस्यैव प्रतिबिम्बनात्। स्वाभिमुखे दर्पणे मुखप्रतिबिम्बवत्।"— অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

"एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।"— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्।
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ॥
एषोऽस्य परमानन्दो यो खण्डैकरसात्मकः।
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते॥"— পঞ্চদশী।

† "यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमाङ्गतिम्॥"— কঠোপনিষৎ।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহ্যবিষয়হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকিয়া পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হয়, তখনই পরমাগতি হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠাগতিই জীবকে দুঃখসঙ্কুলভবসাগরহইতে পরিত্রাণ করিয়া প্রকৃত-সুখের অধিকারী করে।

কিন্তু, যাঁহাদের বিশ্বাস অন্যরূপ, বিষয়কেই যাঁহারা ঈপ্সিততম মনে করেন, করণ যাঁহাদের ভ্রান্তদৃষ্টিতে কর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাঁহারা বিষয়ার্জ্জনের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকেন। ধনদ্বারা ঈপ্সিতরূপেনিশ্চিতবিষয়সকল সুখগম্য হয়, এইজন্য লোকে ধনেরই অত্যন্ত আদর দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যগণ স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে, কেহ বণিকবৃত্তি, কেহ কৃষি, কেহ শ্ববৃত্তি, কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুখের স্বরূপ যাঁহারা অবগতহইয়াছেন, বৈষয়িকসুখশীকরের উৎস কোথায়, যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, ঈপ্সিততম যাহাদের অভ্রান্তরূপে নিশ্চিতহইয়াছে, তাঁহাদের অর্থার্জ্জনশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষীণ হইয়া থাকে। গন্তব্যস্থানাভিমুখীনগতিকে অবরুদ্ধকরিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য তাঁহারা অধিক চেষ্টা করিতে পারেন না। সরিৎ যখন সরিৎপতির সহিত সঙ্গতহইবার জন্য ধাবমান হয়, বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত না হইলে স্বেচ্ছাক্রমে সে যেমন গতি স্থগিত করে না, বহুদিন দুঃখময়বিদেশে-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া, দয়িতদশনপিপাসুপথিক যেমন পান্থনিবাসে বৃথা কালহরণ করে না, সম্মুখে ভীষণকান্তার, দিনমণি অস্তমিতপ্রায়, নিকটে পান্থশালা নাই, এইরূপ অবস্থায় পতিত পান্থ যেরূপ কোনদিকে না তাকাইয়া, কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যথাশক্তি ক্ষিপ্রগতিতে গন্তব্যদেশাভিমুখেই অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রাণের প্রাণকে দেখিবার নিমিত্ত যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে, এই জন্মজরাদিকষ্ট-সংকুল-ভবার্ণব পার হইয়া, ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চরণসন্দশন করিবেন, এই আশায় স্বদেশাভিমুখে ক্ষিপ্রগতিতে যাঁহারা ধাবমান, অনিশ্চিত-জীবিত-কাল-রবি অস্তমিতপ্রায় জানিয়া, চতুর্দ্দিকে দুরতিক্রমণীয়সংসারকান্তার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে, যথাপ্রাণ দ্রুতগতিতে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইবার নিমিত্ত যাঁহারা চলিষ্ণু, অর্থোপার্জ্জনের জন্য পথিমধ্যে কালহরণ করিতে তাঁহারা স্বভাবের নিয়মে অপারক হইয়াথাকেন। যতক্ষণ ঘট প্রস্তুত না হয়, দণ্ডচক্রাদিঘটকারণসকলকে ততক্ষণ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, যাবৎ নদী উত্তীর্ণ হওয়া না যায়, তাবৎ নদী-তরণকারণ তরণ্যাদি যাহাতে অক্ষত থাকে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হয়। শ্রুতিতে, শরীরকে শরীরী বা জীবাত্মার রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মন'কে অশ্বরজ্জু এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে শরীররথাকর্ষক অশ্বরূপে রূপিত করা হইয়াছে। যাবৎ গন্তব্যস্থানে উপনীত হওয়া না যায়, তাবৎ শরীরাদির রক্ষা করা আবশ্যক। শরীরাদির রক্ষা করিতে হইলে কোনরূপবৃত্তি অবলম্বন করা চাই। ভিক্ষাই এইরূপলোকদিগের শাস্ত্রানুমোদিতবৃত্তি।

যাহা বলা হইল, ইহাহইতে পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সংসারে দ্বিবিধ-ভিক্ষুক আছে। একশ্রেণীর ভিক্ষুকের ভিক্ষাদ্বারা বিষয়োপভোগ বা শরীররক্ষা করা উদ্দেশ্য, অন্যশ্রেণীর ভিক্ষুকের ভিক্ষাদ্বারা শরীররক্ষাকরা উদ্দেশ্যসিদ্ধির

সাধন। আমি যে ভিক্ষুকের কাছে এইভাবে ভিক্ষাকরিতে শিখিয়াছি, তিনি এই শেষোক্তশ্রেণীর ভিক্ষুক। আমার ভিক্ষাশিক্ষাগুরু একটী বৃহৎভিক্ষাপাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক কোন রথ্যাতে দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে 'বস্ ওহি লেঙ্গে', এইকথা উচ্চারণ করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি গৃহস্থের দ্বারেদ্বারে গমন না করিয়া একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভৈক্ষচর্য্যা করেন কেন? ভিক্ষাদান, দাতার ইচ্ছা-ও-সামর্থ্যাধীন, সুতরাং 'বস্ ওহি লেঙ্গে', অর্থাৎ, 'আমি এই পাত্রমেয়ভিক্ষা গ্রহণ করিব', ভিক্ষুকের এইরূপপ্রতিজ্ঞা কি ভৈক্ষচর্য্যারীত্যনুমোদিত? আমার ভিক্ষাশিক্ষাগুরু এতচ্ছ্রবণে উত্তর করিয়াছিলেন, "অবকাশ অত্যল্প, ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকরাই ভিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, লোকের দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিতে হইলে, যথাপ্রয়োজন ভৈক্ষ্যসংগ্রহ করিতে অনেক কালবিলম্ব হইবে, দেশে যাইতে হইবে, সম্মুখে ভীষণকান্তার, দিনমণি অস্তমিতপ্রায়, গৃহস্থকে উৎপীড়িত করি না, যাঁহার অনন্তভাণ্ডার, আমি যাঁহার অকিঞ্চনপ্রজা, তাঁহার কাছেই এ আবদার, সুতরাং,ইহা ন্যায়বিগর্হিত নহে।" গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া সভয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম, বুঝিলাম তিনিই শাস্ত্রানুমোদিত-ভিক্ষুক। ভিক্ষাপত্রের মূল্যনির্দ্ধারণকরিবার ইহাই কারণ। আমি মা'র কাছে বলিতেছি 'বস্ ওহি লেঙ্গে।'

সম্ভাবিতপ্রশ্নোত্থাপন ও যথাবুদ্ধি তদুত্তর-প্রদান—সরলভাবেই স্বীকার করিয়াছি, আমার বিদ্যা নাই, আমি স্বল্পবুদ্ধি। যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিজ বিশ্বাস তাহাতে আমার অধিকার আছে। কিন্তু, যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, নিশ্চিত জ্ঞান আছে, তাহা করিবার যোগ্যতা আমার নাই—তৎকার্য্যসাধন করিতে আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী, স্বীয় প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই জানাইতেছি, তাহা করিতে আমি অনিচ্ছুক।

ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও পতঞ্জলিদেবনির্দ্দিষ্ট প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধপ্রকারে বিদ্যানুশীলন, এককথায় যথাশক্তি শাস্ত্রশাসনানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার, শাস্ত্রশাসনানুসারেই বলিতেছি, অধিকার আছে, শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন, নিজ নামপ্রসার বা জীবনধারণোপযোগি-অর্থাতিরিক্ত অর্থসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইনাই। এসকল কার্য্যকরিতে আমি যে উপযুক্ত নহি, তাহা আমি জানি।

কোন ধর্ম্মের প্রতি শ্রীগুরুদেবের চরণকৃপাবলে আমার বিদ্বেষ নাই। ধর্ম্ম কাল্পনিকপদার্থ নহে,—ইহা প্রাকৃতিক, সুতরাং,প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই,—হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিকনিয়মে যে দেশ বা যে জাতি যেরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছে, তদ্দেশ-বা-তজ্জাতির পক্ষে তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর। বিধর্ম্মিকে স্বধর্ম্মে

আনয়ন করিবার চেষ্টা শাস্ত্রানুমোদিত নহে; অপরধর্ম্মাবলম্বিদিগকে হিন্দুধর্ম্মের শরণগ্রহণকরাইতে শাস্ত্রচরণসেবকহিন্দু তা'ই, সম্পূর্ণ অনভিলাষী।

শাস্ত্রমর্ম্মব্যাখ্যা করিবার আমি উপযুক্ত নহি—যিনি সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নহেন, যিনি তপস্বী নহেন,—তপঃসাধনদ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই, শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানপ্রতিবন্ধককারণসকল যাঁহার অপনোদিত হয় নাই, যাঁহার মনঃ বাক্যে ও বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত নহে. যিনি সত্যসন্ধ বা সরল নহেন, বিষয়ভোগতৃষ্ণা যাঁহার খর্ব্ব হয় নাই, এককথায় যিনি স্বয়ংই শাস্ত্রমর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রমর্ম্মব্যাখ্যা করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন। আমি সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নহি, আমি তপস্বী নহি, আমার চিত্ত নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই, সরলতা প্রিয়সামগ্রী হইলেও, অনেকসময়ে নানাকারণে আমাকে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ এপর্য্যন্ত আমি উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর চরণে শরণগ্রহণ করিতে পারি নাই, দুরবগাহশাস্ত্রার্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, অতএব বলাই বাহুল্য, যে আমি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহি।

গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়োজন—যে কার্য্যসম্পাদন করিবার যাঁহার যোগ্যতা নাই, তৎকার্য্যসম্পাদন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। আমি যখন শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যাকরিবার যোগ্য নহি, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম কেন?। অর্থোপার্জ্জনেরত ইহা ব্যতীত বহুপথ আছে, সেইসকল পথের মধ্যে কোন একটী পথকে আশ্রয়করা না হইল কেন? গ্রন্থ বিক্রয়ওত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুমোদিতকর্ম্ম নহে। আর এককথা—বুদ্ধিহীনতাবশতঃ যদি কেহ অযথারূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন,এবং সেই অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণকরিয়া যদি কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর চিত্তভ্রম হয়, তাহা হইলে, অযথারূপে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিকে কি তজ্জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না?

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদ্যার পরিচয় দেওয়া যে আমার উদ্দেশ্য নহে, যশের আকাঙ্ক্ষায় বা অন্যকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে ইহা যে লিখিত হইতেছে না, শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা করিবার আমি যে উপযুক্ত নহি, বহুবারই তাহা স্বীকার করিয়াছি। আমি হিন্দু, শাস্ত্র কি, তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, নৈসর্গিকপ্রেরণাবশতঃ ঈশ্বর-বাণীবোধে ইহাকে পূজা করিতে আমি ইচ্ছুক; শাস্ত্রোপদেশপালনকরা ব্যতীত, কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে না, আমার ইহা সহজ-বিশ্বাস। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে যেরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে আদেশ করিয়াছেন, একান্ত ইচ্ছা, প্রাণপণে সেইরূপে জীবনযাপন করিব। বিদ্যার প্রতি কিছু রতি আছে, তা'ই বিদ্যানুশীলন করিতেছি, উপদেষ্টার আসন অধিকারকরিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছি না। শাস্ত্রপাঠ করিয়া যাহা বুঝিব, তাহা গ্রন্থনকরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি ছিল বটে, কিন্তু, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা অর্থার্জ্জনকরিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

অযাচিতভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম, এবং আমরণ এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিব এবম্প্রকার সংকল্পও ছিল, কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতেছি, উন্নতম্মন্য ভারতবর্ষ সে সংকল্প পরিত্যাগ ও যাচিত-ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বিনিময়ে কিছু দিতে না পারিলে, সংসারে কেহ কাহাকেও কোন দ্রব্য দান করিতে পারেন না। যদি আমি লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া সরলভাবে বলি, "মহাভাগ! যথাশাস্ত্র ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আমি ইচ্ছুক, যদি সামর্থ্যবহির্ভূত না হয়, আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করুন" তাহা হইলে, অধিকাংশস্থলেই 'তোমার বাড়ী কোথায়? চাকরী কর না কেন? দেখিতেত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, এ জুয়াচুরী কতদিন আরম্ভ করা হইয়াছে, কর্ম্মক্ষমব্যক্তিদিগকে ভিক্ষাদানকরা সমাজনীতি-বিরুদ্ধকর্ম্ম, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অকর্ম্মণ্যলোকের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়', ইত্যাদি, অপ্রার্থিত ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ উপদেশবচন শ্রবণকরা ভিন্ন বর্ত্তমানসময়ে আর কিছু লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যাহারা গান করিতে পারে, দেখিয়াছি তাহারা অপেক্ষাকৃত আদরের সহিত, অথবা শীঘ্র শীঘ্র ভিক্ষা পায়। কণ্ঠ মধুর হইলেত কোন কথাই নাই। মধুরকণ্ঠ ভিক্ষুক প্রায়ই সাদরে ভিক্ষা পাইয়া থাকে। কণ্ঠ যদি কর্কশ হয়, তাহা হইলেও, পাছে পুনর্ব্বার গান ধরে, এইভয়ে শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে বিদায় করা হয়; সুতরাং, ভিক্ষুকের ইহাতেও লাভব্যতীত অলাভ নাই।

অযাচিতভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করিয়া বুঝিয়াছি, অযাচিতভিক্ষাবৃত্তির কথাত দূরেব, এ দুর্দ্দিনে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্তের যাচিত-ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকরাও দুর্ঘট হইয়াছে। গ্রন্থবিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম নহে সত্য, কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রানুমোদিতবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণগণের ভার বহন করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ কি তাহা বুঝেন? শাস্ত্রানুমোদিত ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, এইরূপ কৃতসংকল্প ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সপরিবারে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ভিন্ন কি গত্যন্তর আছে? সাহায্য করা দূরে থাকুক, ভিক্ষুক বলিয়া ঘৃণা করেন না, কোনস্থানহইতে ঈশ্বরানুগ্রহে ভিক্ষাপাইলে ব্যথিত বা অসন্তুষ্ট হয়েন না, এরূপ সহৃদয় হিন্দুর সংখ্যা কি এখন বিরল নহে?

শাস্ত্রশাসনানুসারে জীবনযাপন করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি, বিনিময়ে কিছু দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তির নিকটহইতে কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বুঝিয়াছি, তা'ই যাহা সংগ্রহকরিতে পারিয়াছি, মূল্যবান্ না হইলেও, তাহা লইয়াই ভিক্ষার্থ সকলের দ্বারে উপস্থিত হইব। ভিক্ষুক সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও, গান করিয়া দাতার (দাতা সংগীতনিপুণ তান্‌সান হইতে পারেন) মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ চেষ্টা করিতে যেমন লজ্জিত বা ভীত হয় না, আমিও সেইরূপ এই অকিঞ্চিৎকর

গ্রন্থখানি হস্তে করিয়া পণ্ডিতকেশরী প্রসিদ্ধগ্রন্থকারের দ্বারেও ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইতে লজ্জিত বা ভীত হইব না। ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে বিনা তাড়নায় ভিক্ষা পাইব, শ্রুতিকটু বা অসার বলিয়া বোধ হইলেও, কেহ পরিচয় বা কি জন্য চাকরী করি না তাহার কারণ, জিজ্ঞাসা করিবেন না, কাহার নিকটহইতে অপ্রার্থিত ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ উপদেশবচন শ্রবণ করিতে হইবে না, কর্কশকণ্ঠ সঙ্গীতানভিজ্ঞ ভিক্ষুককে, পাছে আবার গান ধরে, এই আশঙ্কায় যেমন শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করা হয়, আমাকেও অন্ততঃ সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করা হইবে, এই জন্য গ্রন্থ প্রকাশ করিযাছি।

আমি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা নহি, সুতরাং,কেহই আমাকে অনুবর্ত্তন করিবেন না। অজ্ঞানবশতঃ যদি অযথভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াথাকি, তজ্জন্য আমি মহাপাপে লিপ্ত হইব না। আজকাল বালক পর্য্যন্ত স্বীয়-অস্তিত্ব বা অহংভাবকে গুণভূত (Passive) করিযা কাহারও কথা গ্রহণকরেন না, সাক্ষাৎ বেদব্যাস আসিয়া কোন কথা বলিলেও তাহাকে স্বীয় যুক্তিনিকষে না কষিয়া কেহ হৃদয়ে স্থান দেন না, সুতরাং, আমি যাহা বলিব, লোকে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ইহা কি সম্ভব? শিষ্যই বিনা বিচারে আজকাল গুরূপদেশ গ্রাহ্য করে না, সুতরাং, অন্যের কথাত দূরের।

ত্রুটিস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা।—কুসুম যদি সংগৃহীত হইল, তবে গ্রন্থনসূত্র পাওয়া গেল না, গ্রন্থনসূত্র যদি পাওয়া গেল, তবে কুসুম জুটিল না, এরূপ অবস্থাতে মালাগাথা যে ভাল হয় না, তাহা আর বলিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্মধ্যে প্রায়গুলিরই আমার অসদ্ভাব। প্রথমতঃ তাদৃশ বিদ্যা নাই, দ্বিতীয়তঃ, অর্থহীন এবং তদুপরি অনন্যাশ্রয় বহুপরিবারবর্গের ভরণপোষণভার ভগবান্ এই অকিঞ্চনের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, গ্রন্থের অত্যল্পাংশ লিখিত হইতে না হইতেই দারিদ্র্য ও উত্তমর্ণগণের তাড়নায় ইহাকে যন্ত্রস্থ করা হইযাছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা ছিল না, সুতরাং, যেবিষয়ের যতদূর বলা হইয়াছে, তাহার সহিত যাহা বলিতেছি তাহার ঐক্য বা সামঞ্জস্য থাকিতেছে কি না, অনেকসময়েই নিশ্চিতরূপে তাহা জানিতে পারিনাই। এতদ্ব্যতীত বহু অপ্রকাশ্য প্রতিবন্ধককারণও আছে। অতএব আমার গ্রন্থ যে ভালরূপে গ্রথিত হইতে পারে না, গুণের ভাগ হইতে দোষের ভাগই যে ইহাতে অধিক হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিশ্চিত। যে যে ত্রুটি স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়াছি, অশুদ্ধিশোধনস্তম্ভে যথাশক্তি তাহা শোধন করিয়াদিয়াছি। *

* ব্যস্ততা-ও-মূর্খতাবশতঃ দুই একটী অক্ষমার্হ ভ্রম হইয়াগিয়াছে। উপক্রমণিকার শেষাংশে অশুদ্ধিশোধনস্তম্ভ সন্নিবেশিতকরিয়াছি বটে, কিন্তু, উপক্রমণিকাটী যখন একেবারে প্রকাশ করা হইল না, তখন ১ম সংখ্যার অশোধিত বিষমভ্রম-কয়েকটীর এইস্থলেই সংশোধন করিয়া দেওয়া

যদি কেহ দয়া করিয়া গ্রন্থখানি একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার লক্ষ্য হইবে, গ্রন্থকার ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত করিয়াছে। যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে,তাহাদের মীমাংসা যথাস্থানেও যথাযথরূপে করা হয়নাই। প্রশ্নোত্থাপিত হইয়াছে নিজ-সংশয়নিরসনের নিমিত্ত,অন্যের সংশয় দূর করিবার জন্য নহে; ইহা গ্রন্থ নহে, ভিক্ষাকরণ, বিনীতভাবে অনেকবারই নিবেদন করিয়াছি, আমি অল্পবুদ্ধি, অতএব মূর্খ-ভিখারীর গান বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আর এককথা—ধান ভাঙ্গিতেই হউক আর যাহা করিতেই হউক 'শিবেরইত'গীত। সবিনয় নিবেদন,উপক্রমণিকার শেষভাগে সন্নিবেশিত উপসংহারটী পাঠ করিবেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শাস্ত্রীয় উপদেশের সারবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত বিদেশীয়গ্রন্থহইতে এত উদাহরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে কেন? বিনীতভাবের উত্তর, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাহা হইলে গ্রন্থের কিছু আদর হইবে, আমার এইরূপ ধারণা। 'পতঞ্জলিদেব এই কথা বলিয়াছেন' বলিলে,

উচিত মনে করিলাম। উপক্রমণিকার ১০৮ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীর দশম পংক্তির পরবর্ত্তী ছয়টী পংক্তির ভাবা এইরূপ হইবে।—

"বিশ্বনিয়ন্তা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় (ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তাই ইহাদিগকে বিশ্বপাতার বাহুরূপে রূপিতকরাহইয়াছে। 'বহ' ধাতুর অর্থ বহন করা। 'বাহু' শব্দটী 'বহ্'-ধাতুর উত্তর 'উণ্'-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে) ও পতত্র—গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ (পরমাণুপুঞ্জ বিশ্বের উপাদান-বা-সমবায়ি কারণ) দ্বারা (কুম্ভকার মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদিদ্বারা যেরূপ ঘটনির্ম্মাণ করে, সেইরূপ পরমাণু ও ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা) জগৎকার্য্য-সম্পাদন করেন। জগৎকার্য্যের পরমাণু উপাদান বা সমবায়ি-কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বর নিমিত্তকারণ।

১৫২ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি। 'যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে' ইহার পরিবর্ত্তে 'যাহা যাহাতে ধৃত হয়' এবং ঐ ১৮ পংক্তি, 'যাহাতে যাহা ধৃত হয়' ইহার পরিবর্ত্তে, 'যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে' এইরূপ হইবে।

১৮৫ পৃষ্ঠায় অধষ্টিপ্পনীর ২৯ পংক্তির পর 'এই ত্রিবিধ বাদের উল্লেখ করিয়াছেন'। এই অংশটুকু এবং ঐ ৩৪ পংক্তির পর।

'This is *materialism*, which has then to address itself to the further problem, to reduce the various phenomena of matter to some one absolutely first principle on which everything else depends. Or it may be maintained, *secondly*, that mind is the only real existence; the intercourse which we apparently have with a material world being really the result solely of the laws of our mental constitution. This is *Idealism*, which again has next to attempt to reduce the various phenomena to some one immaterial principle. Or it may be maintained, *thirdly*, that real existence is to be sought neither in mind as mind nor in matter as matter; that both classes of phenomena are but qualities or modes of operation of something distinct from both, and on which both alike are dependent.'—

এই অংশটুকু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজকাল লোকে তাহাতে বড় কর্ণপাত করেন না, কিন্তু, 'জন্‌ষ্টুয়ার্টমিল, স্পেন্‌সার; টিন্‌ড্যাল, হক্‌স্‌লী, টেট্‌, ব্যালফোর ইত্যাদি, বিদেশীয় পণ্ডিতগণও এইকথাই বলিতেছেন, বলিলে, দেখিয়াছি অনেকেই আগ্রহসহকারে তাহা শ্রবণ করেন। বিদেশীয় মতসংগ্রহকরিবার ইহাই প্রধানকারণ।

গ্রন্থকার নামপ্রকাশকরিতে কেন অনিচ্ছুক?—বিশ্বপিতার চরণকৃপায় গ্রন্থকর্ত্তৃত্বাভিমান আমার মলিনহৃদয়কে মলিনতর করে নাই, আমি নিজবুদ্ধিতে গ্রন্থকার নহি, আপনাকে স্বল্পবুদ্ধি, অকিঞ্চনভিখারী বলিয়াই আমি জানি, গ্রাহকগণকে আমি সাত্ত্বিক-দাতার-দৃষ্টিতে দেখিব। ভিক্ষার্থ সমুপস্থিত, স্বল্পস্থিতি, অকিঞ্চন দীনজনের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বা রীতি নাই, তা'ই আমি নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

বিনীতনিবেদকস্য—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়-নিরূপণ।

১ম খণ্ড।

১। উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ।—সমগ্রগ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়-সমূহের সমসন (Synopsis)।

২। আর্য্য ও অনার্য্য।—আর্য্য-কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থবিচার, আর্য্য-শব্দটীর শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, আর্য্য-ও-অনার্য্য-লক্ষণ, আর্য্যদিগের বাস আর্য্যাবর্ত্তে, ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের চিরবাসস্থান, আর্য্য ও আরিয়ান (Aryan) এক পদার্থ কি না, এতৎসম্বন্ধে বিদেশীয় মত ও তাহার সমালোচনা।

৩। শাস্ত্র ও শাস্ত্রের প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধনির্ণয়।—

শাস্ত্র-শব্দটীর নিরুক্তি, শাস্ত্রশব্দের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, প্রয়োজন-শব্দের অর্থ, অভিধেয়-শব্দের অর্থ, সম্বন্ধ-শব্দের অর্থ, শাস্ত্রপ্রয়োজন, শাস্ত্রাভিধেয়, শাস্ত্রসম্বন্ধ, শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র সম্বল, ভবসাগরে শাস্ত্রই দিগ্‌দর্শনযন্ত্র। শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে কিরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে।

৪। তর্কতত্ত্ব (Logic)।—তর্কের লক্ষণ, তর্কের প্রয়োজন, সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র এবং লজিকের সংক্ষিপ্ত উপদেশ ও তুলনা (Comparison)।

৫। বিজ্ঞান (Science)।—বিজ্ঞান-কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-ও-কোষোক্ত-অর্থসংগ্রহ, বিজ্ঞান-শব্দটীর শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, বিজ্ঞান ও সায়ান্স্ (Science) এক-পদার্থ কি না, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ, অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারকরিবার প্রয়োজন আছে কি না, অধ্যাত্মবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের চরমোন্নতি, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে বিজ্ঞানপিপাসা মিটিবে না, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Science), গণিতের দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophy of Mathematics)।

৬। দর্শন।—দর্শন-শব্দটীর নিরুক্তি, কতপ্রকার অর্থে সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়াথাকে, দর্শন প্রধানতঃ কতপ্রকার, আস্তিক-ও-নাস্তিক দর্শন, আস্তিক-দর্শন কতপ্রকার, নাস্তিকদর্শনের প্রকারভেদ, আস্তিক ও নাস্তিক, উভয়প্রকার দার্শনিকমতই অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, আস্তিকদার্শনিকদিগের পরস্পরমতভেদের কারণ, আস্তিকদার্শনিকদিগের স্বরূপতঃ মতভেদ নাই, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দর্শনের সংক্ষিপ্ততত্ত্ব, দর্শন ও ফিলজফী এক পদার্থ কি না, ফিলজফীর লক্ষণ, ফিলজফীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (History of Philosophy)।

৭। বেদ ও বেদ্য।—বেদ-শব্দটীর নিরুক্তি,বেদের অপরপর্য্যায় ও তন্নিরুক্তি, বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, ব্যাকরণের দার্শনিকতত্ত্ব, বেদবেদ্যবিষয়-নিরূপণ, একবেদ চারিভাগে বিভক্ত, বেদের উৎপত্তি, বেদ কতদিনের, দেবতাতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বপ্রমাণ, বেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা, মন্ত্রতত্ত্ব, বেদ বা শ্রুতি নিখিলজ্ঞানপ্রসূতি।

৮। পুরাণ ও ইতিহাস।—পুরাণ ও ইতিহাস কাহাকে বলে? পুরাণ ও ইতিহাসের প্রতিপাদ্যবিষয়, পুরাণেতিহাস পঞ্চমবেদ, কাল্পনিকপদার্থ নহে।

৯। তন্ত্র।—তন্ত্র-শব্দটীর অর্থ, তন্ত্রের লক্ষণ ও প্রতিপাদ্যবিষয়, তন্ত্র শ্রুতিরই বিভাগান্তর।

১০। স্মৃতি।—স্মৃতিশাস্ত্রের ‘স্মৃতি’ এইনাম হইবার কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়, স্মৃতির প্রামাণিকত্ব।

১১। ধর্ম্মব্যাখ্যা—ধর্ম্ম-কথাটীর নিরুক্তি ও কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ, ধর্ম্ম-শব্দটী বেদাদিশাস্ত্রে যে-যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্ম ও রিলিজন্ সমানপদার্থ কি না, আর্য্যদিগের সকলশাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, নিখিলবস্তুই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, আর্য্যধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের মূল।

২য় খণ্ড।

১। শারীরস্থান ও শারীরক্রিয়াতত্ত্ব (Anatomy and Physiology), প্রাণ-বিদ্যা (Biology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology)।

২। অদৃষ্টতত্ত্ব—অদৃষ্ট-শব্দটীর অর্থ, অদৃষ্টনামক পদার্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে অনুকূল-প্রতিকূলমতসংগ্রহ ও সমালোচনা, পাপ ও পুণ্য বা কর্ম্মতত্ত্ব (Law of Karma), ফলিত-জ্যোতিষ ও ইহার বৈজ্ঞানিকরহস্য, পরলোকতত্ত্ব, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ ও নরক।

৩। মুক্তিবাদ—মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও বিদেশীয় দার্শনিকমতসংগ্রহ ও মীমাংসা, মুক্তির প্রকারভেদ।

৪। অবতারবাদ—অবতার-কথাটীর অর্থনির্ণয়, অবতারবাদ বেদসম্মত কি না, অবতারবাদের যুক্তিসঙ্গতত্ব, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামির অবতারবাদ-সম্বন্ধীয় প্রতিকূলযুক্তির সমালোচনা।

৩য় খণ্ড।

১। চিকিৎসাতত্ত্ব—সংস্কৃত ও বিদেশীয় (এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসাতত্ত্ব প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত হইবে। যোগবল ও জ্যোতিষজ্ঞান চিকিৎসা-কার্য্যে কিরূপ সহায়তা করে।

২। উপাসনা-বা-সাধনা-তত্ত্ব—উপাসনা কাহাকে বলে? উপাসনার প্রয়োজন কি, উপাসক ও উপাস্য।

৩। যোগতত্ত্ব—ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, আশ্রম-চতুষ্টয়।

৪। সাধুজীবনী—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের উপক্রমণিকাটী ৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। সকলের অবস্থা সমান নহে, এইজন্য কতিপয় বিবেচকব্যক্তির পরামর্শানুসারে ইহাকে তিন-অংশে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিব স্থির করিলাম। কিছু ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে না পারিলে প্রাণধারণ এবং গ্রন্থমুদ্রাঙ্কন-কার্য্যও আর নির্ব্বাহ হয় না, এইরূপ করিবার ইহাও অন্যতর উদ্দেশ্য।

বরাহনগর—
৬৯ নং কুটীঘাটা রোড। } প্রকাশকস্য

ॐ तत्सत्। हरिः ओम्।

श्रीश्रीगुरवे नमः।

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ। *

वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रति-
ष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं
मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधा-
म्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।

ঐতরেয়-আরণ্যক ৭ম অধ্যায়।

ভাবার্থ।

যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত মদীয় বাক্—বাগিন্দ্রিয় যেন সর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—মনদ্বারা যে যে শব্দ বিবক্ষিত হইবে, বাক্‌শক্তি যেন যথাযথ-রূপে তত্তৎ শব্দই উচ্চারণ করে, বাগিন্দ্রিয়ের পাটবাভাব-বা-বৈকল্যবশতঃ বিবক্ষিত-শব্দজাত যেন অযথাভাবে উচ্চারিত না হয়; এবং মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—যে যে শব্দ যে যে বিদ্যাপ্রতিপাদনার্থ বক্তব্য, যে যে শব্দের সহিত যে যে বিদ্যা-বা-জ্ঞানের অনাদি বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশকসম্বন্ধ, তত্ত্ববিদ্যাপ্রতি-পাদনার্থ মনদ্বারা যেন সেই সেই শব্দই বিবক্ষিত হয়, মনের অনবধানতাবশতঃ

---

* তত্ত্ববিদ্যোৎপাদক-গ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে বিদ্যোৎপত্তিবিঘ্ননিবারণার্থ শান্তিকরমন্ত্রপাঠ, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, শাস্ত্রিত-পৌরুষবিশিষ্ট-আর্য্যগণসমাচরিত-রীতি।

আর্য্যভাবপূর্ণহৃদয় আর্য্যগণসমাচরিত-রীতিনীতির প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কি, অনায়াসেই তাহা উপ-লব্ধি করিতে পারেন, অবিকৃত আর্য্যবংশধরদিগকে শান্তিকরমন্ত্রপাঠের উপযোগিতা কি, তাহা বুঝান কষ্টকর নহে। কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই, কালদোষে, সংক্রামকবিষের প্রভাবে আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়েও এখন আর্য্যভাবের অভাব দেখাযাইতেছে, অনেকের সমীপেই আপ্তোপদেশও এখন আর অভ্রান্তপ্রমাণবোধে সমাদৃত হয় না, প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শনকরা এখন আবশ্যক হইয়াছে, যুক্তিনিকষে কষিত না হইলে, বর্ত্তমানকালে, আপ্তোপদেশেরও প্রামাণিকত্ব সাধারণতঃ

বাগিন্দ্রিয় যেন সুপ্তোন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গতবাক্য উচ্চারণ না করে। মনঃ ও বাক্ (মননশক্তি ও বাগিন্দ্রিয়) যদি অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—যদি পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে, অধ্যয়নকালে যদি ইহারা বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ হইয়া অবস্থান না করে, তাহা হইলেই অধীতগ্রন্থের অর্থ সাকল্যরূপে অবধারিত হয়,—পঠিতগ্রন্থমর্ম্ম অভ্রান্তরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াথাকে। ভগবদ্ভক্ত, ধীর, বিদ্যাভিক্ষু, অধ্যয়নকরিতে প্রবৃত্তহইবার প্রাক্কালে তা'ই বিঘ্নবিনাশন, মঙ্গলময় বিশ্বপিতার সমীপে একতান-হৃদয়ে করপুটে প্রার্থনা করিয়াথাকেন, দয়াময়! মদীয় বাক্ যেন মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহারা যেন অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে।

অঙ্গীকৃত হয় না। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদনকর, তবে উহাদিগকে মান্য করিব, আবালবৃদ্ধের মুখেই আজকাল এইকথা শুনিতে পাওয়াযায়। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, কোন শাস্ত্রোপদেশের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রদর্শনকরিতে যাইলে, ধীরভাবে সকলকথা শ্রবণ করিতে পারেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমানভারতবর্ষে অধিক আছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভবব্যাপার—অনির্দ্দেশ্য—অজ্ঞেয়,প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান, এইপ্রমাণদ্বয়ের অনধিগত—অবিষয় (The unknowable),এবং নির্দ্দেশ্য—জ্ঞেয়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিগত (The knowable), বস্তুতত্ত্বকে শাস্ত্রে এইদুইভাগে, এবং প্রতিপন্ন, অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত, পুরুষবৃন্দকে এইচারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনির্দ্দেশ্য-নির্দ্দেশ্য, শাস্ত্র দ্বিবিধ বস্তুতত্ত্বেরই উপদেষ্টা। ন্যায়বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—

"प्रत्यक्षानुमानानधिगत वस्तुतत्त्वान्वाख्यानं शास्त्रधर्म्मः तस्य विषयः प्रत्यक्षानुमानानधिगत-वस्तुतत्त्व आध्यात्मिकशक्तिसम्पद्युक्तोऽन्तेवासी। पुरुषः पुनश्चतुर्धा भिद्यते प्रतिपन्नो-ऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्य्यस्तश्चेति। तत्र प्रतिपन्नः प्रतिपादयिता। इतरे सापेक्षाः सन्तः प्रतिपाद्याः॥"—ন্যায়বার্ত্তিক।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় বস্তুতত্ত্বের অন্বাখ্যান (উপদেশ) করা শাস্ত্র বা-আপ্তোপদেশের ধর্ম্ম। যেসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান-প্রমাণদ্বারা নির্ণীতহইবার নহে, সেইসকল তত্ত্বনির্ণয়ার্থই লোকে আপ্তোপদেশের শরণগ্রহণ করিয়াথাকেন, শাস্ত্র-বা-আপ্তোপদেশ ব্যতীত অনির্দ্দেশ্য-বস্তুতত্ত্বজিজ্ঞাসুর আর কেহ উপকারক-বন্ধু নাই। শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার অধিকারী কে? সকল-পুরুষই কি শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার উপযুক্ত? ন্যায়বার্ত্তিককার এত দুত্তরে বলিয়াছেন, না, সকলেই শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার অধিকারী নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এইপ্রমাণদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণকরিয়াও যাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারগ হয়েন নাই, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এইপ্রমাণদ্বয়ের অধিকার কতদুর তাহা যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, এবং যাহারা আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিশিষ্ট অন্তেবাসী (অন্তেবাসী শব্দের অর্থ 'ছাত্র'। বহুশাস্ত্রদর্শন থাকিলেও গুরুকৃপা-ব্যতিরেকে শাস্ত্রমর্ম্মোপলব্ধি হইতে পারে না, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।) শাস্ত্রমর্ম্ম-গ্রহণ-করিবার তাঁহারাই অধিকারী। প্রতিপন্ন (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা,

হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মন্! তুমি আবির্ভূত হও, অবিদ্যা-বরণ অপনোদনকরিয়া মেঘবিনির্ম্মুক্ত-প্রভাকরের ন্যায় আমার হৃদয়গগনে প্রকটিত হও, হে বাত্মনঃ! তোমরা মদর্থ—মোহপটানদ্ধ, অজ্ঞানান্ধ এইদীনের নিমিত্ত, যথোক্তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক, অখিল-অবিদ্যাবরণচ্ছেদক বেদকে যথাযথভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ হও; আমার শ্রুত—গুরুমুখোদ্গীর্ণ শ্রোত্রাবগত-গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করেন,—কদাচ যেন বিস্মৃত না হয়েন। আমি অহোরাত্র অধীতগ্রন্থের সন্ধানেই নিরত থাকিব, চিত্তকে ইহাতেই সংযুক্ত রাখিব, আলস্য-পরিহারপূর্ব্বক দিবানিশ ইহাই অধ্যয়ন করিব। বিশ্বতত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক-বেদ এই-রূপে অধীতহইলে, তবে প্রকৃতজ্ঞানের-বিকাশহইবে, তবে আমি ঋতকে (পরমার্থভূত

শাস্ত্রোপদেশানুসারে সাধনা করিয়া যাঁহারা কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন,) অপ্রতিপন্ন—অসাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা, সন্দিগ্ধ (বিপ্রতিপন্নমতি) ও বিপর্য্যস্ত—বিপরীতদৃষ্টি—লক্ষ্যভ্রষ্ট, উদ্দ্যোতকর লোকসকলকে এইচারিশ্রেণীতে বিভক্তকরিয়াছেন। প্রতিপন্নাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষশ্রেণীর মধ্যে, 'প্রতিপন্নপুরুষশ্রেণী প্রতিপাদয়িতা—অপর পুরুষবৃন্দের উপদেষ্টা, এবং অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত ইহারা প্রতিপাদ্য। বিপর্য্যস্ত বা বিপরীতদৃষ্টি পুরুষবর্গকে শাস্ত্রমর্ম্ম উপলব্ধি করান অসাধ্যব্যাপার।

যাহা বলা হইল, তাহাহইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অনির্দ্দেশ্যবস্তুতত্ত্বের যুক্তিপ্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এবং আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিহীন বিপর্য্যস্ত পুরুষসকলও শাস্ত্রমর্ম্ম গ্রহণ-করিবার অধিকারী নহেন।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভবব্যাপার হইলেও, আপ্তোপ-দেশ যে ভ্রমপ্রমাদবিরহিত, তাহা উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। শাস্ত্রোপদেশানু-সারে কার্য্য করিলে, শাস্ত্রবাণীমাত্রেই যে অভ্রান্ত, তাহা বুঝিতে পারাযায়, কিন্তু, শুষ্ক শুষ্কতর্কদ্বারা অপরকে তাহা বুঝান যাইতে পারে না। উপলব্ধি করা আন্তর-ব্যাপার, বাক্যদ্বারা অন্যকে উপলব্ধি করান বাহ্যব্যাপার। অব্যক্ত-বা-সূক্ষ্মের সমীপে গমন করা যাইতে পারে, কিন্তু, অব্যক্ত-বা-সূক্ষ্মকে তদবস্থাতেই বহির্দ্দেশে আনয়ন করা যাইতে পারে না। যে উপায়াবলম্বন করিয়া যিনি কোন বিষয় উপলব্ধি করেন, অন্যকে তিনি তদুপায়টী বলিয়াদিতে পারেন, কিন্তু, তাহা উপলব্ধি করাইয়াদিতে পারেন না। দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) হইতে বিজ্ঞানের (Science) উৎপত্তি হইয়াথাকে, সুতরাং, জগতে যেসকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তৎসমুদায়ের কথঙ্কারত্ব (How) নির্দ্ধারণকরাই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম,কোনকার্য্যের মূলকারণ নির্দ্ধারণকরা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম নহে। দর্শন ও পরীক্ষা অনির্দ্দেশ্য বা প্রত্যক্ষানুমানের অজ্ঞেয়-বিষয়সকলের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে। কিরূপে ইহা হয়, তদবধারণার্থই বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, কেন ইহা হয়, বিজ্ঞান (অবশ্য জড়বিজ্ঞান) তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহে। গর্ব্বিতবৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু নিরভি-মানবৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করেন না। পণ্ডিত ব্যাল্‌ফোর ও টেট্ বলিয়াছেন—

"A division as old as Aristotle separates speculators into two great classes—those who study the how of the Universe, and those who study the why. All men of science are embraced in the former of these, all men of religion in the latter."— *The Unseen Universe.*

বস্তুকে) মনন করিতে পারিব, তবে আমি সত্য বলিতে সমর্থ হইব, অর্থাৎ, তাহা-হইলে মনদ্বারা যথাতথরূপে বস্তুতত্ত্ববিচার ও বাক্যদ্বারা পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ যথামত তত্ত্বপ্রকাশ করিতে পারগ হইব। * হে বিশ্ববিদ্যাস্বরূপিণি, নিখিলাবিদ্যা-ধ্বান্তনিবারিণি মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমাকে (বিদ্যার্থিকে) রক্ষা করুন্,—সম্যগ্-বোধনশক্তি (বুঝিবার ক্ষমতা) প্রদানকরিয়া—বিদ্যা-সংযোজনদ্বারা পালন করুন, এবং মদীয় বক্তা-বা-আচার্য্যকেও রক্ষা করুন, বক্তৃত্ব-বা-বোধকত্ব-সামর্থ্য (বুঝাইবার শক্তি) সংযোজনদ্বারা পালন করুন। আবার বলি মা! আমাকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন্। আমার আধ্যাত্মিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিভৌতিক-বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিদৈবিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক।

যাহার যুক্তিপ্রদর্শন করা অসম্ভব,তাহা বিশ্বাস করিব কেন ? বিপর্য্যস্তপুরুষ একথা বলিতে পারেন, কিন্তু, আপ্তোপদেশপ্রমাণপূজক আর্য্যসন্তানগণ কখন এরূপ কথা বলিবেন না। যাহার যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই কি ভ্রান্ত ? তাহাই কি ত্যাজ্য ? কত নিরক্ষরব্যক্তি এইদুর্দ্দিনেও মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে বংশখণ্ডাদি অচেতনবস্তুজাতকে চেতনবৎ কার্য্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্ ব্যক্তিদিগের মস্তক ঘুরাইয়াদিতেছে; কিন্তু, এরূপ কেন হয়, অচেতন বংশখণ্ডাদি জড়বস্তুসমূহ কিরূপে চেতনবৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা তাহারা বুঝাইয়াদিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যুক্তিপ্রদর্শনকরিতে পারিল না বলিয়া কি তন্নিষ্পাদিত উক্ত ব্যাপারকে অলীক মনে করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রাযাইতে হইবে ? অব্যক্তের দর্শন করিতে হইলে যোগসাধনবিকাশ্য-দিব্যনেত্রকে বিকাশিত করিতে হইবে, অরূপের রূপ দেখিতেহইলে অগ্রে নিজরূপ বিস্মৃত হইতেহইবে। পরমকারণকে জানিতে না পারিলে কোন কার্য্যের মূলকারণাবধারণ হইতে পারে না, এবং তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষ হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা গুরুচরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক, শাস্ত্রশাসনানুসারে যোগাভ্যাস না করিলেও পরম-কারণকে জানিতে পারা যায় না।

সকলকার্য্যই দেশ-কাল-পাত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, তা'ই আমরা শান্তিকরমন্ত্রো-চ্চারণ করিলে, কেন বিদ্যাপ্রাপ্তিবিঘ্ন দূর হয়, যথাশক্তি ও যথাসম্ভব তাহার যুক্তিপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপক্রমণিকার শেষভাগে সন্নিবেশিত 'মন্ত্রশক্তি ও ইহার কার্য্যকারিতা'-শীর্ষক-স্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

* "ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু 'বদিষ্যামি' ইত্যর্থঃ বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মাভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামি ইত্যর্থঃ।"—
সায়ণভাষ্য।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ

বা

সাধকোপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ।

অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ব্যক্তি, কিংবা অবিদিতগুণ নবাধিগত বস্তুকে সংসারে সহসা বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হন। অপরিচিত ব্যক্তি ভয়াবহ পাপপ্রবণচিত্ত না হইলেও, কোন প্রকার অসাধু সংকল্প বা দুরভিসন্ধি তাঁহার না থাকিলেও এবং অবিদিতগুণ নূতন দ্রব্য প্রাণনাশক হলাহল না হইলেও, ফলতঃ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার কোন কারণ না থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত না উহাদিগের তথ্য সম্যগ্‌রূপে অবধারিত হয়, নবাগত ব্যক্তি বা বস্তু-হইতে কোনরূপ অনর্থ-সংঘটনের সম্ভাবনা নাই, যে পর্য্যন্ত না ইহা নিশ্চিত হয়, বহুশঃ বিপ্রলব্ধ, অনেকশঃ উপদ্রুত, প্রত্যুহিত বা মনোহত মানব, সে পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুকে নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারেন না। অপরিচিত ব্যক্তি বা অবিদিতগুণ বস্তু পরমহিতকর হইলেও, পরীক্ষা না করিয়া কেহই ইহাদিগকে গ্রহণকরিতে সম্মত হন না। গুণ-দোষ বিচার বা যথাশাস্ত্র পরীক্ষা না করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস, অথবা অবিদিতধর্ম্ম অভিনব বস্তুকে গ্রহণকরা বস্তুতঃ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।

সংসার সদসদাত্মক। সরল-কুটিল, অমৃত-গরল, সকল প্রকার পদার্থই এ বাজারে বিদ্যমান। অপূর্ণকাম, সুতরাং অভাববিশিষ্ট জীবই এখানকার ব্যাপারী। ব্যাপারী ব্যাপারশূন্য হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। আপ্তকামেরই কোন স্পৃহা থাকে না; নিষ্কাম ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে পারেন; সিদ্ধমনোরথই নিষ্ক্রিয়, কৃতকৃত্যই সদাশান্ত। সাংসারিক, আপ্তকাম বা সিদ্ধমনোরথ নহে; আপ্তকাম, এ কোলাহলময়, এ শান্তিশূন্য, এ পূতিগন্ধযুক্ত ব্যাপার-স্থলে আসিবেন কেন? যিনি সাংসারিক—সংসারবাজারে যিনি দণ্ডায়মান, নিশ্চয়ই তিনি সপ্রয়োজন,

ব্যাপারকরিতে তিনি আসিয়াছেন। প্রাপ্ত দ্রব্যে তাঁহার কামনা তৃপ্ত হয় নাই, তা'ই নূতনের অন্বেষণার্থ পণ্যবীথিকাতে তিনি উপস্থিত। জয়ই হউক, অথবা পরাজয়ই হউক, লাভই করুন, অথবা ভাগ্যদোষে ক্ষতিগ্রস্তই হউন, যাঁহারা সাংসারিক, সুতরাং যাঁহারা অসিদ্ধ-সাধ্য—অপূর্ণ, ব্যাপার তাঁহাদিগকে চালাইতেই হইবে। ঈপ্সিততম যত দিন না করগত হইতেছে, তত দিন সকলেই ব্যাপার করিবে; চিন্তামণি যত দিন না সমধিগত হইতেছে, ব্যাপারস্থল অশান্তিময় হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মে তত দিন তাঁহারা এখানে আসিতে বাধ্য।

তবে উপায় কি? [illegible]তে যখন আসিয়াছি, তখন ব্যাপার আমাদিগকে করিতেই হইবে; ব্যাপার বন্ধকরিয়া, এখানে থাকিবার যো নাই; পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হই, ঈপ্সিত পদার্থ গ্রহণকরিতে গিয়া, প্রমাদবশতঃ পাছে অনীপ্সিত পদার্থ গ্রহণকরি—অমৃত পান করিতে আসিয়া, অবিদ্যার প্রেরণায় পাছে গরল খাইয়া ফেলি, এই ভয়ে ব্যাপার বন্ধকরিয়া থাকিলে চলিবে না; প্রয়োজন যখন সিদ্ধ হয় নাই, ঈপ্সিত যখন সমধিগত হয় নাই, তখন ফিরিয়া ঘুরিয়া, দুঃখময় হইলেও, আবার এই বাজারেই আসিতে হইবে। তবে উপায় কি? কি করিয়া অমৃত-গরল নির্ব্বাচন করিব? কোন্ উপায়ে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভহইবে? কেমনে ঈপ্সিততমের দর্শন পাইব?

জ্ঞাতা বা প্রমাতা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা * কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন. প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান পদার্থ যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়—আত্মার অনুকূল বলিয়া বোধ হয়, জ্ঞাতা বা প্রমাতা, তদ্দ্বারা যদি তাঁহার কোন রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণকরেন, আর যদি তাহা না হয়, বুদ্ধিগৃহীত বিষয় যদি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগকরিয়া থাকেন †। অতএব কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-কিংবা-গ্রহণাত্মক এবং কি ত্যাজ্য,

* প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ (আপ্তোপদেশ), ন্যায়দর্শনমতে এই চারিটী প্রমাণ।—

'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।'—ন্যায়দর্শন। ১।১।৩।

† 'প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতার্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা। তস্যেপ্সা জিহাসা প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে।'—বাৎস্যায়ন মুনি।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলি দেবও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শনকরিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—

'ইহ য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স বুদ্ধ্যা তাবৎ কঞ্চিদর্থং সংপশ্যতি সংদৃষ্টে প্রার্থনা প্রার্থনায়ামধ্যবসায়ঃ অধ্যবসায়ে আরম্ভঃ আরম্ভে নির্ব্বৃত্তিঃ নির্ব্বৃত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ।'—মহাভাষ্য।

ভাবার্থ—

সংদৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, প্রমাতা বা জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ এবং তৎপরে নির্ব্বৃত্তি, অভীপ্সিত বা জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলে, অভীপ্সা-বা জিহাসা-প্রণোদিত শক্তি, ঈপ্সিত বা জিহাসিত বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলে, কর্ম্ম শেষ হয়।

কি গ্রাহ্য, প্রমাণই তদ্বিষয়ের নির্ণায়ক, জ্ঞাতা বা প্রমাতা তদবধারণার্থ প্রমাণকেই বিচারকের আসনে উপবেশনকরাইয়া থাকেন *।

নিখিললোকব্যবহার প্রমাণাধীন।—কি হিতাহিতবিবেকশক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য-জাতি, কি অবিবেকী বলিয়া প্রসিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবজাতি, সকলেরই ব্যবহার প্রমাণাধীন—প্রমাণানুসারেই সকলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহাহইতে নিবৃত্ত, হইয়া থাকে। প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যজাতি যেমন সংদৃষ্ট বা প্রত্যক্ষীভূত বিষয়, আত্মার অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তাহাকে গ্রহণ, অন্যথা ত্যাগ করিয়া থাকে, পশু-পক্ষ্যাদি ইতর জীবসঙ্ঘও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়কে যদি প্রতিকূল বলিয়া বোধ করে, তবে তাহাকে ত্যাগ করে, তাহাহইতে দূরে পলায়নকরে, অনুকূল মনে করিলে, তাহা গ্রহণকরে, তদভিমুখে গমনকরিয়া থাকে—দণ্ডোদ্যতকর পুরুষকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিলে, এ আমাকে মারিতে আসিতেছে, বুঝিয়া, পশু তৎক্ষণাৎ পলায়নকরে, হরিততৃণপূর্ণপাণি অনুকূল পুরুষকে দেখিলে, তাহার নিকটে আগমন করে; ব্যুৎ-পন্নচিত্ত, বিবেক-শক্তিবিশিষ্ট, শাস্ত্রদর্শী পুরুষেরাও ক্রূরদৃষ্টি, ক্রোধান্বিত, খড়্গহস্ত বলবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া নিবৃত্ত হয়—তাহাহইতে আপনাদিগকে দূরে রক্ষাকরে, তদ্বিপরীত প্রসন্নদৃষ্টি সৌম্যমূর্ত্তিকে দেখিলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে—অতএব নিখিললোকব্যবহার প্রমাণাধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই †।

* তত্ত্বজ্ঞান—প্রমা বা যথার্থানুভব প্রমাণাধীন—

'প্রমাণাধীনা সর্ব্বেষাং ব্যবস্থিতিঃ।'—তত্ত্বচিন্তামণি।

প্রমা বা যথার্থানুভবের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে—

'তত্র প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্।'—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

অতএব যাহা প্রমা বা যথার্থানুভবের করণ—যদ্দ্বারা প্রমাণব্যবস্থিত বা নিশ্চিত হয়, যথার্থানুভব বা প্রমা যে তদধীন, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। যে শাস্ত্র প্রমাণতত্ত্বপ্রতিপাদক, তাহাকে আন্বীক্ষিকী, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র বলে। ইংরাজীতে এই শাস্ত্রের নাম লজিক্ (Logic)। প্রমা বা যথার্থজ্ঞান যে প্রমাণাধীন, লজিকের লক্ষণ নির্দ্দেশকরিবার সময় নিম্নোদ্ধৃত বচনদ্বারা প্রসিদ্ধ বিদেশীয় পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সেই কথাই বলিয়াছেন—"In so far as belief professes to be founded on proof, the office of logic is to supply a test for ascertaining whether or not the belief is well grounded. Logic is the common judge and arbiter of all particular investigations."—*J. S. Mill.*

† "যথাহি। পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্ত্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ।"—

শারীরকভাষ্য।

বুঝিলাম, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবহইতে সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জাতিপর্য্যন্ত সকলেই অবিশেষে প্রমাণানুসারেই কর্ম্মকরিয়া থাকে; বিনা প্রমাণে কেহই কোন রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহাহইতে নিবৃত্ত হয় না। প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার জীবমাত্রেরই সাধারণ; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সকলেই যদি প্রমাণানুসারে কর্ম্মকরে, প্রমাণের বিপরীতে কর্ম্মকরা যদি স্বভাবের নিয়মবিরুদ্ধ হয় এবং প্রমাণ যদি প্রমা বা অভ্রান্তজ্ঞানের করণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কর্ম্মই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফলপ্রসূ না হয় কেন? তাহা হইলে; কর্ম্মের শুক্লকৃষ্ণাদি জাতিবিভাগ হয় কি নিমিত্ত? সৃষ্টির উচ্চাবচভাব নিরীক্ষণকরিয়া, বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে শাস্ত্রকারদিগকে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে,—

"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"—সাং দং ৫।৪১।

অর্থাৎ, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র হেতু, সকলের নিকটহইতেই এই সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'—আবালবৃদ্ধবনিতার মুখেই এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রমাণপ্রণোদিত কর্ম্মের বিচিত্রতা হয় কি জন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, হয় সকলেই প্রমাণানুসারে কর্ম্মকরিয়া থাকে, এ কথা ঠিক নয়, না হয়, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের—সমীচীন অনুভবের, যাহা করণ, তাহা প্রমাণ; প্রমাণের এ লক্ষণ দোষবিনির্ম্মুক্ত বা অব্যভিচারী নয়। বক্তার বচনাভিপ্রায় সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে, শ্রোতার তদ্দ্বারা কোন উপকারই হয় না, প্রত্যুত অযথাভাবে গৃহীত বচনসমূহ প্রভূত অনিষ্টেরই হেতু হইয়া থাকে—ইহাতে নানাপ্রকার সংশয়েরই উৎপত্তি হয় *। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না—জীবমাত্রেই প্রমাণবশগ হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদনকরিয়া থাকে, এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করাতেই প্রাগুক্ত প্রশ্নসকল উত্থিত হইবার অবসর হইয়াছে। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্ম করে না, এতদ্বচনের মর্ম্ম গ্রহণকরিলেই উত্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। অতএব দেখা যাউক—

সকলেই প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক।—ইতিপূর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছি, কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-কিম্বা-গ্রহণাত্মক; আমরা, হয় ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণ, না হয় অনীপ্সিত বলিয়া স্থিরীকৃত পদার্থের ত্যাগ, করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ত্যাগ-কিম্বা-গ্রহণ-ভিন্ন কর্ম্মের রূপান্তর নাই। ত্যাগ-গ্রহণই কর্ম্মের

* শাস্ত্র পাঠকরিয়াও আজ-কাল আমাদের যে বিপরীত বুদ্ধি হইতেছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, শাস্ত্রকে তিনি যে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ।

রূপ হইল কেন? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা আপ্তকাম, যাঁহারা সিদ্ধসাধ্য, ঈপ্সিততম যাঁহাদের সমধিগত হইয়াছে, তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না; ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ইহা-ব্যতীত অন্য প্রয়োজন নাই; সুতরাং প্রয়োজন যাঁহাদের সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। যাঁহাদের তাহা সিদ্ধ হয় নাই, ঈপ্সিততমকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাই কর্ম্ম করিয়া থাকেন—কর্ম্ম করিবার তাঁহারাই অধিকারী।

পরিবর্ত্তন * বা একভাবহইতে ভাবান্তরে গমনই (Change) সংসারের স্বরূপ—নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বা পরিণংনম্যমান ভাবই জগৎ †; প্রবৃত্তি ‡—আবির্ভাবাদি বিকার বা পরিণামই জগতের স্বভাব—জগতের অব্যভিচারিধর্ম্ম। মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎ প্রবৃত্তিশূন্য নহে—ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন জাগতিক পদার্থ একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) নিজ আত্মাতে অবস্থানকরিতে সক্ষম নহে।

প্রচণ্ড-প্রকম্পন-বিতাড়িত-উদধিবক্ষে নিয়তোন্মজ্জননিমজ্জনশীল ঊর্ম্মিমালার ন্যায় নিদারুণ কালসমীরণসমীরিত ভীম-ভবার্ণবে সততোত্থিত-পতিত-শ্রেণীকৃত-ভাববিকার-কল্লোল-সমূহ-ভিন্ন সূক্ষ্মদর্শি-দর্শকের দৃষ্টিতে আর কিছু লক্ষ্য হইবার নাই। জগতে জীবন নাই, জগৎ মর্ত্ত্যধাম—মৃত্যুই জগতের শ্রুতিরক্ষিত প্রকৃত নাম §। পরিবর্ত্তন,

---

* 'পরি' উপসর্গপূর্ব্বক 'বৃৎ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট' প্রত্যয় করিয়া 'পরিবর্ত্তন' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পরি' উপসর্গের একটী অর্থ বর্জ্জন—ত্যাগ, 'পরিবর্ত্তন' শব্দটীর সুতরাং ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেছে, বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তন—বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, অর্থাৎ, পূর্ব্বভাব ত্যাগ-করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ।

† "गमॢ गमने", এই 'গম' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'জগৎ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ("द्युतिगमिजुहोतीनां द्वे च।"—বার্ত্তিকসূত্র।) যাহা নিরন্তর উৎপত্ত্যাদি-ভাববিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'জগৎ' বলে।

"गच्छति उत्पत्तिस्थितिलयान् प्राप्नोतीति जगत्।"—সারস্বত ব্যাকরণ।

‡ "प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या। नहीह कश्चिदपि स्वस्मिन्नात्मनि मुहूर्त्तमप्यवतिष्ठते।"—মহাভাষ্য। ৪।১।১। "स्त्रियां।"—পা। ৪।১।৩। কিংবা "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ।"—পা। ১।২।৬৪। এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

§ "प्रवृत्तिरिति सामान्यं लक्षणं तस्य कथ्यते।
आविर्भावस्तिरोभावः स्थितिश्चेत्यथ भिद्यते।"—

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি, ভগবান্ পতঞ্জলি দেব কর্ত্তৃক 'প্রবৃত্তি' শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, স্পষ্টরূপে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। শ্লোকটীর ভাবার্থ হইতেছে, আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণসংজ্ঞা 'প্রবৃত্তি'।

"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।"—বাজসনেয়সংহিতা ৪০।১৪।

"स्वाभाविककर्म्मज्ञानं मृत्युशब्दवाच्यं।"—মহীধরভাষ্য। অর্থাৎ, স্বাভাবিককর্ম্মজ্ঞানই মৃত্যু, অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈতবুদ্ধি বা অবচ্ছিন্ন প্রতীতিই (Knowledge of relativity) মৃত্যুশব্দবাচ্য পদার্থ। অহং-মম বা আমি-আমার ইত্যাদি উভয়নিষ্ঠ সম্বন্ধজ্ঞানই কর্ম্মোৎপত্তির হেতু।

মৃত্যু, সংসার, জগৎ, কর্ম্ম, এই সকল পদবোধ্য অর্থ—সমান, ইহারা একার্থবোধক, সকলেরই লক্ষ্যপদার্থ এক। জগৎসম্বন্ধীয় যে কোন অনুভূতিই হউক না কেন, তাহাই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি; প্রত্যেক জাগতিক ভাবই, আদ্যাশক্তিপরিচালিত ভবসমুদ্রোত্থিত তরঙ্গমাত্র; অণুহইতে মহৎপর্য্যন্ত সকল পদার্থই ঘাতপ্রতিঘাতজনিত শক্তিতরঙ্গ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, যাহাদের অনুভূতিই বাহ্যজাগতিক অনুভূতি—যাহাদের সংহতরূপই বাহ্যজগৎ, তাহারাও লীলাময়ী শক্তিস্রোতস্বিনীর এক-একটী উর্ম্মি (Wave motion)—ভিন্ন আর কিছু নহে। কি তাপ-তড়িৎ, কি আলোক-চৌম্বকাকর্ষণ, সকলই তা'ই, সকলেই আণবিক-তরঙ্গ *; জাগতিকভাবজাত, অনন্তশক্তিসাগরে ক্ষণে উত্থিত, ক্ষণে পতিত, বুদ্বুদ-বিশেষমাত্র।

---

* "গুণানাম্। কেষাম্? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্ সর্ব্বাশ্চ পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকা। সংস্থানপ্রসবগুণাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবত্যঃ।"—মহাভাষ্য।

"সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাস্তৎপরিণামরূপাশ্চ তদাত্মকা এব শব্দাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ।"—কৈয়ট।

অর্থাৎ, শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক সত্ত্বাদি গুণ বা শক্তিত্রয়েরই পরিণাম, সুতরাং ইহারা তদাত্মক। নিখিল মূর্ত্ত জাগতিক পদার্থও আবার শব্দস্পর্শাদিরই সংঘাতরূপ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, জাগতিক অনুভূতি ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতি, ও প্রত্যেক জাগতিক ভাবই মূর্ত্ত-ক্রিয়া। ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্ জানেন, শব্দাদি পদার্থ যে আণবিক-তরঙ্গ-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ সত্য উন্নতিশীল বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণদ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; আর্য্যাদিগের কাছে এ কথা নূতন নহে, বেদের প্রসাদে তাঁহারা অনাদিকালহইতেই এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এ কথা বরং বলা যাইতে পারে—বিদেশীয় পণ্ডিতেরা উক্ত প্রাকৃতিক তথ্য যেভাবে বুঝিয়াছেন, শ্রুতিহইতে শ্রুতিজীবন আর্য্যেরা এ তত্ত্বের তাহা অপেক্ষা বিশদ-ও-ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভকরিয়াছিলেন। আপাত-উপলভ্যমান-সহজবুদ্ধিগম্য বৈষম্যভাবের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্করণ যদি বিজ্ঞানের কার্য্য হয়—এতাদৃশ চেষ্টাহইতে যদি বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ('Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity'.—*Prof. Jevons.*), তাহা হইলে বেদই প্রকৃত ও নিত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র। তাপ (Heat), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity), চৌম্বকাকর্ষণ (Magnetism)-প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অল্পদিন হইল অবগত হইয়াছেন। Correlation of Physical forces, বা শক্তিসামঞ্জস্যতত্ত্ব পণ্ডিত গ্রোভ্ই (Grove) প্রথম আবিষ্কারকরেন। "The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms. The term is due to Mr. Grove, who thus explained the doctrine, to which it was applied."—*Dictionary of Science, by G. Rodwell. P. 141.* "একং সদ্বিপ্রাবহুধাবদন্তি।"—ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২২। নিত্য বেদের ইহা কিন্তু সনাতন উপদেশ। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতা।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই শ্রুতিবচনের সহিত "Heat, light, electricity, magnetism, chemical affinity and motion are all correlative or have receprocal dependence."—

নিয়তপরিবর্ত্তন—সতত একভাবহইতে ভাবান্তরে গমন বা কর্ম্মই, তাহা হইলে সংসারের স্বরূপ, পরিণামই জগতের প্রকৃত আকৃতি। একভাবহইতে ভাবান্তরে যাইতে হইলে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বভাবের ত্যাগ এবং অপরভাবের গ্রহণ,এই দ্বিবিধ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; একভাবের ত্যাগ ও ভাবান্তরের গ্রহণ-ভিন্ন কখন কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা কর্ম্ম, নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক।

ত্যাগ ও গ্রহণের হেতু কি?—কর্ম্মমাত্রেই যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—কেন আমরা অবিরাম একভাব ত্যাগকরিয়া, অন্যভাব গ্রহণকরি—এক ভাবে থাকা কেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার? উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ, সুকোমল, সুশোভন বৃক্ষপর্ণগুলি শিশুকালে দেখিতে পাই, শাখাক্রোড়ে শয়ন-করিয়া, মেদুর মরুতের সহিত দুলিতে দুলিতে কত খেলা করে; শাখা,স্নেহময়ী জননীর ন্যায় কত আদরে বক্ষে ধরিয়া, ইহাদিগকে পোষণকরে, কিন্তু, কি জানি, কেন অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দর সোণার বর্ণ ছাড়িয়া, পত্রগুলি হরিতবর্ণ হয়; কি জানি, কোন্ কারণে শাখাক্রোড়ও তাহাদের আর ভাল লাগে না—নিষ্ঠুরের মত মার কোল ছাড়িয়া, ইহারা ভূমিতে নিপতিত হয়; শাখাবক্ষোধৃত, উচ্চস্থানস্থিত স্বর্ণবর্ণ পত্রগুলি শেষে বিবর্ণ, ধূলিধূসরিত ও সর্ব্বলোকপদদলিত হইয়া থাকে। রমণীয় কাঞ্চনবর্ণ, কমনীয় শাখাক্রোড়, এ সবে বীতরাগ হইয়া, কে বলিতে পারে, কোন্ আকর্ষণে, কিসের টানে ধূল্যবলুণ্ঠিত ও সর্ব্বজনপদদলিত হওয়া, ইহাদের অভীপ্সিত হয়। বীজ, বীজভাব ত্যাগকরিয়া, অঙ্কুর হইতেছে—অল্পদিনের পরেই অঙ্কুরভাব ছাড়িয়া, আবার বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে; ভ্রূণ ভ্রূণভাব পরিত্যাগকরিয়া, শিশুভাব গ্রহণকরিতেছে—শিশু কিছুকাল-পরেই শিশুত্ব ছাড়িয়া, বালকভাব গ্রহণকরিতেছে—বালক বাল্যাবস্থা অতিক্রম-করিয়া, যৌবনাবস্থায় উপনীত হইতেছে—যুবা, মনোজ্ঞ হইলেও বাধ্য হইয়া, যৌবন ছাড়িয়া,ক্রমে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে—পরিশেষে, কোন অবস্থাতেই স্থির হইতে না পারিয়া, এ জগতের কোন বস্তুকেই যেন ঈপ্সিততম বলিয়া না বুঝিয়া, ইহসংসারের প্রিয়তম-প্রিয়তমার প্রেমশৃঙ্খল স্বেচ্ছা-বা-অনিচ্ছাক্রমে ছেদনকরিয়া, কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গমনকরিতেছে। শীত ঋতুর পর বসন্ত আসিতেছে। তরু-লতা নবজীবন লাভকরিতেছে; বিহগকুল পরমোল্লাসে সঙ্গীততরঙ্গে বনভূমি প্লাবিত-করিতেছে। কিন্তু এ অস্থির জগতে কিছুইত চিরদিনের জন্য নহে। স্থবির বসন্তের উন্নতি সহকরিতে না পারিয়াই যেন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বসন্তকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহার সিংহাসন অধিকারকরিতেছে। সুবিস্তীর্ণ দেশ সাগরে, সাগর আবার দেশে, পরিণত হইতেছে। ভেদ-সংসর্গবৃত্তি সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, দ্ব্যণুকাদিক্রমে

Correlation of Physical forces. P. 14. পণ্ডিত গ্রোভের এই সকল বাক্যের সঙ্গে তুলনাকরিলে, স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, শ্রুতিকথিত প্রাগুক্ত বচনসমূহের ইহাহইতে মূল্য অনেক বেশী। দেবতাতত্ত্বশীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইহার বিচার করিব।

স্থূল বায়ুাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মাবস্থায় গমন-করিতেছে *। জগতের যে দিকে নয়ন প্রেরণকরা যায়, সেই দিকেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের রূপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই দিকেই মৃত্যুর করালগ্রাস দেখিয়া হৃদয় শিহ-রিয়া উঠে। জগৎ যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক-কর্ম্মময়, তাহাতে সন্দেহ নাই; প্রত্যেক জাগতিকভাব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু কেন জগৎ জীবনশূন্য? ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম, পরিবর্ত্তন বা মৃত্যুই কেন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন?

যে যাহাকে আত্মীয় মনে করে, যে যাহাকে সুখকর বা আত্মার অনুকূল বলিয়া বুঝে, সে তাহাকে পাইতে চাহে, তাহাকে গ্রহণকরিবার জন্য সে উৎসুক হয়, তাহার প্রতি তাহার রাগ (Attraction) জন্মে, আর, যাহা, যাহার তদ্বিপরীত-রূপে নিশ্চিত হয়—অর্থাৎ, যাহাকে যে অনাত্মীয় বা প্রতিকূল জ্ঞানকরে, তাহাকে সে ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার, তাহার প্রতি দ্বেষ (Repulsion) বা বিরাগ হয়। এই রাগ-বিরাগই (Attraction and Repulsion) যথাক্রমে গ্রহণ ও ত্যাগের হেতু। রাগ-বিরাগই সকল প্রকার কর্ম্মের মূলীভূত কারণ। রাগ-বিরাগ না থাকিলেই কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, 'পরিণাম-স্রোত' একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃতি সাম্যাবস্থা (Equilibrium) প্রাপ্ত হয়। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত পুরুষই শাশ্বত শান্তি উপভোগকরিতে সমর্থ হন †। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত বলিয়াই দেবতারা নিত্যৈশ্বর্য্য-ভোগের অধিকারী—

---

* "तथा पृथिव्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानामनेनैव क्रमेणोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन् सति पूर्व्वस्य पूर्व्वस्य विनाशः। ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते। ततः पुनः प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरस्य सिसृक्षानन्तरं सर्व्वात्मगतवृत्तिलब्धादृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्म्मोत्पत्तौ तेषां परस्पर-संयोगेभ्यो द्व्यणुकादिक्रमेण महान् वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति।"—

প্রশস্তপাদাচার্য্য-কৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

† 'A particle acted on by forces is said to be in equilibrium when it has no acceleration in any direction'.—*W. N. Boutflower's Elementary Statics and Dynamics. P. 56.*

প্রবৃত্তিশূন্য হইতে না পারিলে, সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহওয়া যে সম্ভব নহে, উপরি-উদ্ধৃতগণিতবিজ্ঞান-বচন ইহাই প্রতিপাদনকরিতেছে। সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহইতে না পারিলেও মৃত্যুর রাজ্য বা কর্ম্মভূমি অতিক্রমকরিয়া, নিত্যানন্দময় অমৃতধামে উপনীতহওয়া যায় না।

'Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which Evolution presents, can not end until equilibrium is reached; and that equilibrium must at last be reached.'—

First Principles. P. 516.

চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর এত দূর বুঝিয়াছেন—কি করিলে, দুরন্ত ভবরোগের যাতনা একেবারে উপশমহইবে, তাহা অনুমানকরিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভবরোগের ভেষজ পান নাই। কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, নিত্যক্ষেমকরী সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহওয়া যাইবে, পণ্ডিতপ্রবর! কৈ তুমি তাহা বলিয়া দিতে পার?

"रागद्वेषविनिर्म्मुक्ता ऐश्वर्य्यं देवता गताः।"—
বনপর্ব্ব, মহাভারত।

সংসার রাগ-দ্বেষ-সম্ভূত; রাগ-বিরাগের যোগেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে *।

রাগ-দ্বেষের কারণ কি?—রাগ-দ্বেষই যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ, রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইতে না পারিলে যে দুস্তর দুঃখসঙ্কুল ভবপারাবার পার হইয়া, চির-শান্তিময় অমৃতত্ব প্রাপ্তহওয়া যায় না, তাহা শুনিলাম; এক্ষণে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হই-তেছে, রাগ-দ্বেষের কারণ কি? কেন আমরা কোন পদার্থের অনুরাগী, সুতরাং তদ্বিরুদ্ধ (contrast) পদার্থের বিদ্বেষী হইয়া থাকি?

† "सुखानुशयी रागः।" "दुःखानुशयी द्वेषः।"—পাতঞ্জলদর্শন।

---

* "रागविरागयोर्योगः सृष्टिः।"—সাং দং ২।৯।

† "सुखाद्रागः।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১০।

অর্থাৎ, সুখভোগানন্তর তজ্জাতীয় সুখে ও তৎসাধনে—সুখের হেতুভূত পদার্থে রাগ আসক্তি এবং দুঃখ-ভোগানন্তর তজ্জাতীয় দুঃখে ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সুখভোগকালে সুখে ও তৎসাধনের প্রতি রাগ এবং দুঃখভোগকালে দুঃখে ও তৎ-হেতুভূত পদার্থের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগের আবির্ভাব কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে—সুখ বা দুঃখ ভোগোত্তর কালে ও সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া যাইবার পরেও তত্তৎপদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ থাকিবার কারণ কি? ভগবান্ কণাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"तन्मयत्वाच्च।"—৬।১।১১। অর্থাৎ, বিষয়াভ্যাস নিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ। বিষয়াভ্যাস-নিমিত্ত সংস্কারের নাম তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়ত্ববশতঃ সুখ ও সুখ-সাধনের, কিংবা দুঃখ ও দুঃখ-সাধনের অবিদ্যমানেও চিত্তে রাগ বিরাগ বিদ্যমান থাকে। বিষয়োপভোগ হইবার পরে চিত্তে তাহার সংস্কার সংলগ্ন হইয়া থাকে, সুতরাং বিষয়ের অনুপস্থিতিতেও রাগ দ্বেষ থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান দেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই, তাদৃশ বিষয়সমূহের প্রতিও লোকের রাগ-দ্বেষ হইয়া থাকে; যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে বিষয় কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষোৎপত্তির হেতু কি? ইহ জীবনে অপ্রতীত বিষয়ে রাগ-দ্বেষ কেন হয়? "अदृष्टाच्च।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১২। অর্থাৎ, অদৃষ্ট—জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ। বর্ত্তমান দেহে অননুভূত সুখ-দুঃখের প্রতি যে রাগ দ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মানুভূত বিষয়সংস্কারই তাহার হেতু। জাতি-বা জন্ম বিশেষহইতেও স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়া থাকে। "जाति-विशेषाच्च।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১৩। মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরক্তি বা বিরক্তি হয়, পশ্বাদি ইতর-জীবপ্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদিগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের ভিন্নতা হইয়া থাকে। মাতা-পিতা সমান হইলেও অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সহোদরগণের রুচি একরূপ হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতাহইতে জাত সন্তানের বিশুদ্ধ বিষয়ে অনুরাগ ও তদ্বিপরীতে বিরাগ হইয়া থাকে। আবার মলিনচিত্ত জনক-জননী পাপপ্রবণ কুরুচি সন্তানই উৎপাদন করিয়া থাকেন।

সুখাভিজ্ঞের, সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক, সুখ বা তৎসাধনে—তৎ-হেতুভূত পদার্থে, যে গর্ধ—যে তৃষ্ণা, পুনর্ব্বার তাহাকে পাইবার নিমিত্ত যে লোভ (Attraction), তাহাকে রাগ এবং দুঃখাভিজ্ঞের, দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বক, তৎসাধনে—তৎ-হেতুভূত পদার্থে, যে প্রতিঘ, যে বিরাগ, বা জিঘাংসা—তৎপ্রতি যে ক্রোধ (Repulsion), তাহাকে দ্বেষ বলে। (উদ্ধৃত পাতঞ্জলসূত্রদ্বয়ের ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

আমরা যাহা কিছু অনুভবকরি—ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা যে কোন বিষয় গ্রহণকরি, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে—তাহাদের ছবি (Copy or image) আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিতহইয়া যায়। অনুভূত বিষয়সকল অপসৃতহইলেও আমরা যে তাহাদের রূপ যথাযথরূপে ধ্যানকরিতে পারি, ইহাই তাহার কারণ *।

যাহা আত্মার অনুকূলবেদনীয় (Agrceable to the perception), তাহা সুখ, আর যাহা প্রতিকূল-বেদনীয়—যাহা বাধনা-লক্ষণ (Disagreeable to the perception), তাহা দুঃখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে †।

রাগ-দ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা একরূপ চিন্তাকরা হইল, এক্ষণে রাগদ্বেষের কারণ কি, চিন্তাকরিতে হইবে। রাগ-দ্বেষের কারণ কি, শাস্ত্রকারদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসাকরিলে, তাঁহারা বলেন—অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই রাগ-দ্বেষের কারণ।

"যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি।"—বাৎস্যায়ন মুনি।

অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যা-জ্ঞান, সেই থানেই রাগ-দ্বেষ বিদ্যমান ; অবিদ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞান-বশগ হৃদয়েই রাগ-দ্বেষ বাসকরিয়া থাকে। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছি—

যাহা—যে ধর্ম্মী বা দ্রব্য, ঠিক যদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাকে ঠিক তদ্রূপে জানার নাম সত্য বা যথার্থজ্ঞান—সমীচীন অনুভব ; ইহার নাম বিদ্যা। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহার বিপরীত—যাহা, যাহা নহে, যে ধর্ম্মীতে যদ্ধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই, তাহাকে তদ্বৎ বা তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানা, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা।

"তদ্দুষ্টজ্ঞানম্।"—বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১১।

---

* "It is a known part of our constitution, that when our sensations cease, by the absence of their objects, something remains. After I have seen the sun, and by shutting my eyes see him no longer, I can still think of him."—
James Mill's Analysis of the Human mind. Vol. 1., P. 51.

† "सर्व्वेषामनुकूल-वेदनीयं सुखम्। प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्।"—তর্কসংগ্রহ।

"अनुग्रहलक्षणं सुखम्। स्रगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्धर्माद्यपेक्षात्ममनसोः संयोगादनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यते तत्सुखम्। प्रतीतेषु विषयेषु स्मृति-अनागतेषु संकल्पजमिति।"—"उपघातलक्षणं दुःखम्। विषाद्यनभिप्रेतविषयसान्निध्ये सत्यनिष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षा-दधर्माद्यपेक्षा-दात्ममनसोः संयोगाद-मर्षोपघातदैन्यनिमित्त-मुत्पद्यते तत् दुःखम्।"—প্রশস্তপাদাচার্য্য।

মিথ্যাজ্ঞান-লক্ষণ—অবিদ্যা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ কণাদ উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটী রচনাকরিয়াছেন। সূত্রটীর তাৎপর্য্য হইতেছে—যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারি জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা *।

পূজ্যপাদ ভগবান্ প্রশস্তপাদাচার্য্য বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান বা প্রত্যয়কে (Knowledge) বিদ্যা ও অবিদ্যা (প্রমা ও অপ্রমা বা যথার্থ ও অযথার্থ), সামান্যতঃ এই দুই ভাগে বিভক্তকরিয়াছেন। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানও আবার সংশয়, বিপর্য্যয়, স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়-ভেদে চতুর্ব্বিধ †।

মিথ্যাজ্ঞান-কারণ—অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখা হইল, এক্ষণে দেখিতে হইবে, অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের কারণ কি? আমরা ভ্রমে পতিতহই কেন? ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ-হইতে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ রোগ-বা-বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দূষিতহইলে, উপলভ্যমান পদার্থসকলের যথাযথ রূপ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের ভগবান্ কণাদ-নির্ব্বাচিত এইটী প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ সংস্কারদোষ ‡।

সংস্কারদোষ কাহাকে বলে, অতঃপর তাহা চিন্তনীয়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাহাদের স্ব-স্ব-গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ হইলে পর যেরূপ যেরূপ অনুভূতি হয়—চিত্তে যেমন যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয়, চিত্ত যে যে আকারে আকারিত হয়, সূক্ষ্মভাবে সেই সেই অনুভূতি বা প্রতিবিম্ব চিত্তে বিদ্যমান থাকে,

---

* "দুষ্টজ্ঞানং—ব্যভিচারিজ্ঞানমতস্মিংস্তদিতি জ্ঞানং ব্যধিকরণপ্রকারাবচ্ছিন্নং বিশেষ্যতানি-প্রকারকমিতি যাবৎ।"—শঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কার।

ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বিপর্য্যয়বৃত্তিদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার স্বরূপ। বিপর্য্যয়ের লক্ষণ—

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।"—পাং দং সমাধিপাদ। অর্থাৎ, পদার্থের পারমার্থিক রূপকে যে জ্ঞান আচ্ছাদনকরিয়া রাখে—প্রতিভাসিত হইতে দেয় না, যে জ্ঞান অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ, (তাহার—উপলব্ধ পদার্থের, রূপ—তদ্রূপ, তদ্রূপে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ, ন তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ)—অযথার্থ, তাহার নাম বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান।"

"কঃ পুনরয়ং বিপর্য্যয়ঃ? অতস্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ঃ।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

শুক্তিতে রজতজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান—অযথার্থানুভব।

"শুক্তাবিদং রজতমিতি জ্ঞানং তু ন ভবতি তদবগাহীতি ন যথার্থম্।"—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

† "বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানং প্রত্যয় ইতি পর্য্যায়াঃ। তস্যাঃ সত্যপ্যনেকবিধত্বে সমাসতো দ্বিবিধা বিদ্যা চাবিদ্যা চ। তত্রাবিদ্যা চতুর্ব্বিধা সংশয়বিপর্য্যয়ানধ্যবসায়স্বপ্নলক্ষণা।"—প্রশস্তপাদাচার্য্য।

(যথাস্থানে ইহার বিশেষবিবরণ প্রদত্ত হইবে।)

‡ "ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা।"—বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১০।

অনুভূত বিষয়সকলের অনুপস্থিতিতেও আমরা যে তাহাদিগকে ভাবিতে পারি, চিত্তে অনুভূত বিষয়ের ছাপ লাগিয়া থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের উপলব্ধি বা প্রত্যয়ের (Feelings) অনুভূতি ও সংস্কার এই দ্বিবিধ অবস্থা *।

সংস্কারদোষোৎপত্তির কারণ—ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন—শক্তিহীনতাবশতঃ, দূষিত অনুভবই সংস্কারদোষের হেতু। কার্য্যগুণ কারণগুণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ (Sensation) যখন সংস্কারের কারণ, তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে, অবশ্যই সংস্কারও দূষিত হইবে †। সিদ্ধান্ত হইল, করণশক্তির অসম্পূর্ণতাই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ।

সংস্কারদোষ কত দিনের ?—শাস্ত্রপ্রসাদে আমরা বুঝিলাম, করণশক্তির অসম্পূর্ণত্বই ইন্দ্রিয়দোষ ও তৎফল সংস্কারদোষের কারণ। অতএব করণশক্তির অসম্পূর্ণত্বের বয়স যত, সংস্কারদোষও ততদিনের। শক্তিবৈকল্যের আয়ুঃ নিরূপিত হইলেই সংস্কারদোষেরও জীবিতকালের পরিমাণ অবধারিত হইবে।

যাহা অখণ্ডিত, যাহা অপরিচ্ছিন্ন (Unconditioned), তাহা পূর্ণ, আর যাহা তাহা নহে—যাহা তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যাহা খণ্ডিত, যাহা পরিচ্ছিন্ন (Finite), তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে—অনাপ্তকামই ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ধনাশা যাঁহার পূর্ণ হয় নাই, যিনি নিজের ধনাভাব অনুভবকরেন, ধনার্জ্জন করিবার জন্য তিনিই কর্ম্ম করেন ; কিন্তু পূর্ণধনাশ কখন ধনার্জ্জনের নিমিত্ত চেষ্টাকরেন না। এইরূপ পিপাসাক্ষামকণ্ঠ ব্যক্তিই জলার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণকরেন, শান্তপিপাস, স্বচ্ছ সরোবরের তীরে উপবেশনকরিয়া থাকিলেও জলপান করিবার চেষ্টা করেন না। বুভুক্ষুই অন্নের নিমিত্ত সচেষ্ট হন, অন্নার্থ কর্ম্মকরিয়া থাকেন, মান-অপমান সমান করিয়া, সান্ন ধনীর দ্বারে, দ্বারপালগণকর্ত্তৃক বহুবার তিরস্কৃত ও গলহস্ত হইয়াও অনন্যাশ্রয় দীন অন্নার্থী, 'দীন-পাতা! ক্ষুৎক্ষামকে অন্ন দিন' বলিয়া, চীৎকারকরিতে ক্ষান্ত হন না। পূর্ণোদর, সুস্বাদু ভোজ্য-

---

* "বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

"We have two classes of feelings ; one, that which exists when the object of sense is present ; another, that which exists after the object of sense has ceased to be present. The one class of feelings I call *sensations* ; the other class of feelings I call *ideas*."—*J. Mill's Analysis of Human mind. P. 52.*

† "तत्रेन्द्रियदोषो वातपित्ताद्यभिभवजनितमपाटवम्, संस्कारदोषो विशेषादर्शनसाहित्यं तदधीनं हि मिथ्याज्ञानं जायते।"—শঙ্করমিশ্র।

অর্থাৎ, বাতপিত্তাদি-দোষবৈষম্যপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের অপটুত্বই ইন্দ্রিয়দোষ এবং দূষিত-ইন্দ্রিয়জন্ত অযথাসংস্কারই সংস্কার দোষ ; অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান এই উভয়ের অধীন।

বস্তু আহারকরিবার জন্ত বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থানকরিয়া থাকেন। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অভাববিশিষ্ট বা অপূর্ণ ব্যক্তিই কর্ম্ম-পরায়ণ, ঈপ্সিত যাহার করগত হয় নাই, কর্ম্মে তাহাদিগেরই অধিকার, কর্ম্মভূমিতে অবশভাবে তাহারাই যাতায়াত করিয়া থাকে। সংসার বা জগৎ কর্ম্মভূমি, সংসার সততচঞ্চল—নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ, মূর্ত্তক্রিয়াই জগৎ, কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্তও থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ, বুঝিয়াছি, তাহাই ত কর্ম্মশীল, সংসার কর্ম্মশীল, অতএব নিশ্চয়ই ইহা অপূর্ণ (Imperfect)।

সংসার যখন অপূর্ণ, তখন সাংসারিক বা জাগতিক কখন পূর্ণ হইতে পারে না। যাহা সাংসারিক—যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) যড়্‌ভাববিকারময়; তাহা অপূর্ণ। সাংসারিক জ্ঞান অপূর্ণ, সাংসারিক সত্তা অপূর্ণ, সাংসারিক আনন্দ অপূর্ণ। কথা হইল, যাহা উৎপত্তিবিনাশশীল—যাহা আবির্ভাবতিরোভাবাত্মক, তাহাই অপূর্ণ—তাহাই মিথ্যা; যাহা পূর্ণ, তাহাই সত্য।

সংসার বা জগৎ বা পরিচ্ছিন্নশক্তির জীবন যাবৎকালাত্মক—যত দিনের, সংস্কার-দোষও তাহা হইলে, ততদিনের। সংসার অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংসারের আদি নাই, সংস্কার-দোষও সুতরাং অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংস্কারেরও আদি নাই।

"उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च।" —বেদান্তদর্শন। ২।১।৩৬।

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি ও শাস্ত্র, উভয়দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি এবং শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, উভয়দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। সংসারের অনাদিত্ব অস্বীকারকরিলে—জগৎকে সাদি বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহার আকস্মিক উদ্ভূতিত্ব * (Result of chance) স্বীকারকরিতে হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষ-দিগের পুনঃসংসারোদ্ভূতি—পুনঃ সংসারে আগমন এবং অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ অনি-বার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখ-দুঃখাদি জাগতিক বৈষম্যের (Inequalities) কোন হেতু দেখাইতে পারা যায় না, জগতের উচ্চাবচ ভাবকে তাহা হইলে নির্নিমিত্ত বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় †। পক্ষান্তরে সংসারকে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি বলিয়া

---

* "Happily the universe in which we dwell is not the result of chance and where chance seems to work it is our own deficient faculties which prevent us from recognising the operation of Law and Design".—

Principles of Science. P. 2.

† "उपपद्यते च संसारस्यानादित्वं, आदिमत्त्वे हि संसारस्य अकस्मादुद्भूतेर्मुक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसङ्गः अकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च, सुखदुःखादिवैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात्।"—

शारीरकभाष्य।

মানিয়া লইলে, এই সকল দোষ ঘটে না। সংসারের অনাদিত্ব ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা উপপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রও ইহাকে অনাদি বলিয়াই বুঝাইয়াছেন, যথা—

সংসারের অনাদিত্বসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥"*—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।৮।৪৮।

---

* সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কালস্য প্রজ্ঞাপকৌ দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ ছন্দং ত্রিভুবনং স্বঃ স্বঃ শব্দসুখবাচী দিবো বিশেষণং সুখরূপাং দিবং নাকং সর্ব্বং ধাতা বিধাতা যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ কালে অকল্পয়ৎ সৃষ্টবান্ তথৈবাগামিন্যপি কল্পে কল্পয়িষ্যতীত্যর্থঃ।"

সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্ব, বর্ত্তমানকালে অনেকেই (অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রচরণসেবক হিন্দু নহেন) অবৈজ্ঞানিক বোধে নিরাকরণ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা গ্রাহ্য না হওয়াই উচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অতএব ইহা ত্যাজ্য, উহা বিজ্ঞানসম্মত, সুতরাং উহা গ্রাহ্য, কোন্ বিজ্ঞানবিদ্ অভ্রান্তরূপে তাহা নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী? আজ-কাল যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী, বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যাঁহারা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসকলকে অসার-বোধে হেয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভ্রম-প্রমাদ শূন্য, তাহাই বিজ্ঞান; যে সকল মত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের অবিরোধী, তাহাই বিজ্ঞান-সম্মত, আর যাহা তাহা নহে, তাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা অসার-বোধে পরিত্যাজ্য। অতএব ইহা বিজ্ঞানসম্মত কি না এইরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইহা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের অনুমোদিত বিষয় কি না। যাঁহাদের বাণী আজকাল ঈশ্বরবাণীহইতেও সমাদৃত হইয়া থাকে, সুখের বিষয় তাঁহারা নিজেদের মান কতকটা বুঝেন। শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াই বিপদের কারণ হইয়াছে। পণ্ডিত জেবনস্ বলিয়াছেন,—

"I can see nothing to forbid the notion that in a higher state of intelligence much that is now obscure may become clear. We perpetually find ourselves in the position of finite minds attempting infinite problems, and can we be sure that where we see contradiction, an infinite intelligence might not discover perfect logical harmony?"—

Principles of Science. P. 768

অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে, জ্ঞানের উন্নতাবস্থায় তাহাদের বিকাশ হইতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস করিবার কোনরূপ আপত্তি আমি দেখি না। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া আমরা অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকি; সুতরাং আমাদের কাছে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যে তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতত্ব দেখাইতে পারেন না, নিশ্চিতরূপে তাহা কেমন করিয়া বলিব? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর বলিয়াছেন—বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, অজ্ঞতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালেরও ঠিক এই কথা,—

"Regarding Science as a gradually increasing sphere, we may say that every addition to its surface does but bring it into wider contact with surrounding nescience".— *First Principles. P. 16-17.*

বঙ্গানুবাদ।—

কালের ধ্বজভূত—কালের মানদণ্ডস্বরূপ, সূর্য্য-চন্দ্র, এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই ত্রিভুবন, বিধাতা, পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টিকরিয়াছিলেন, আগামি-

---

বিজ্ঞানের অনুশীলন ও মুখে কেবল 'বিজ্ঞান-বিজ্ঞান'—চীৎকার নিশ্চয়ই সমফলপ্রসূ হইতে পারে না। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর বলিয়াছেন—বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, অজ্ঞতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাইবে, কথা সম্পূর্ণ সত্য। পঞ্চদশীকারও এই কথাই বলিয়াছেন—

'অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ।'

বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে তবে অজ্ঞান প্রকাশ পায়, আমরা যে কিছুই জানিতে পারি নাই—কোন তত্ত্বই যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু বিজ্ঞান চর্চ্চা না করিয়া, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, অথবা বৈজ্ঞানিক বলিয়া লোকে সম্মান করিবে, এই উদ্দেশে দুই একখানি পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-গ্রন্থ অধ্যয়ন ও মুখে 'বিজ্ঞান-বিজ্ঞান' বলিয়া চীৎকার করিলে, অজ্ঞত্ব প্রকাশ না পাইয়া, সর্ব্বজ্ঞত্বেরই অভিমান জন্মায়। আমাদের দেশে আজকাল এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। স্বাধীনচিন্তাশীলতাকে আমরা হারাইতে বসিয়াছি। প্রকৃত আপ্তোপদেশে তা'ই আজ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, পণ্ডিতম্মন্য সমাজের এত অশ্রদ্ধা, শাস্ত্র যে কিছুই নয়—ইহা যে যুক্তি-হীন, অসার বাক্যের আকর, তৎপ্রতিপাদনই আজকাল পৌরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের অবনতির সময়ে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা-প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৫) 'কল্পসৃষ্টি—বৈদিকমত'-শীর্ষক প্রবন্ধ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, প্রবন্ধলেখক সৃষ্টিপ্রবাহের নিত্যত্ব, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বোধে নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক—

'সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥'—

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪।৮।৪।৪৮।

এই মন্ত্র ও সায়ণাচার্য্যকৃত তদ্ভাষ্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করিবার যত্ন করিয়াছেন, জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে, সৃষ্টির আদি নাই, অন্তও হইবে না, বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ বহুবার সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরেও বহুবার সৃষ্ট হইবে, ইত্যাদি সৃষ্টি-প্রবাহ-নিত্যত্ব-প্রতি-পাদক পৌরাণিক উপদেশসকল যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। আমরা বলি, ঐ মন্ত্রদ্বারা সৃষ্টি যে প্রবাহ-রূপে নিত্য, অসতের সদ্ভাব এবং সতের অসদ্ভাব যে হইতে পারে না, কারণলীন—সূক্ষ্ম বা অব্যক্তা-বস্থায় অবস্থিত, ভাবের স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় স্থিত ভাবের সূক্ষ্ম বা অব্যক্তাবস্থায় গমনই যে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ, এই সকল কথাই স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। মন্ত্রটী আকাশাদি ভূতসৃষ্টির কল্পান্তস্থায়িত্বপ্রতিপাদক। জৈবসৃষ্টিস্থিতিলয় ও ভৌতিকসৃষ্টিস্থিতিলয়ের নিয়ম ঠিক একরূপ নহে। ভূতসৃষ্টি কল্পান্তস্থায়িনী; প্রবন্ধলেখকের এ সকল কথা চিন্তা করা উচিত ছিল। অতএব সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্বপ্রতিপাদক পৌরাণিক বচনসমূহ ও 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'-ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত উক্ত মন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ', ইহা কল্পের পর কল্পান্তর-সৃষ্টিপ্রতিপাদক। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও আজকাল কেহ কেহ (অবশ্য শাস্ত্রে, সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্ব যেমন পূর্ণ ও বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে, সে ভাবে নয়) সৃষ্টির প্রবাহ-নিত্যত্ব

কল্পেও সেইরূপে কল্পনা বা সৃষ্টি করিবেন। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি কালহইতেই চলিতেছে, এবং চলিবে ও অনন্তকালের জন্য। সুষুপ্তিকালে—গাঢ়নিদ্রাবস্থায়, বিদ্যমান বস্তুনিচয়ের প্রত্যেক বস্তুগত বিশেষ বিশেষ সত্তা-জ্ঞান বিলীন হইয়া গিয়া, যেমন এক অবিশেষসত্তামাত্রের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে,—আছে, এই জ্ঞানেই সমস্ত বস্তুর সামান্য অস্তিত্ব ভাসমান থাকে—বিশেষ বিশেষ অস্তিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, বস্তুসকলের নামরূপ থাকিলেও তখন যেমন তাহা জ্ঞানগোচর হয় না, ইহা এই, আমি অমুক, এ আমার পুত্র, এটা আমার বাড়ী, ইত্যাদি বস্তুসকলের ইদং-তৎ-পদবাচ্য অর্থ তখন যেমন স্ফুরিত হয় না, উৎপত্তির পূর্ব্বে—জন্ম বা প্রাদুর্ভাব-নামক বিকার পাইবার অগ্রে, জগতের নাম-রূপ থাকিলেও তখন তাহাদের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া তাহা যে একেবারে থাকে না, তাহা নহে, নাম-রূপে ব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে সন্মাত্র থাকে। আমাদের নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থা-দ্বয় যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টির অপরভাব, নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থারই পরভাব লয় ও সৃষ্টি। লয় ও সৃষ্টির স্বরূপ কি, জানিতে হইলে, নিদ্রা ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হয়। চক্ষুরাদি দশবিধ বাহ্যকরণের একেবারে উপরতির নাম নিদ্রা। যে কালে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে * উপরত হয়—বিশ্রাম করে, অর্থাৎ, যে কালে তমোগুণদ্বারা রজঃ ও সত্ব-গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, সেইকাল নিদ্রাকাল। জাগ্রদবস্থাহইতে নিদ্রিতাবস্থার কেবল এই অংশে পার্থক্য। উভয়াবস্থাতেই সংস্কার বা বাসনা ঠিক থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া, পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে থাকে, জাগরিত হইবার পরও সেই ভাবই ধারণ করে, তাহার কোনরূপ অন্যথা

স্বীকার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। আমরা পরে বিস্তারপূর্ব্বক এ সকল কথার সমালোচনা করিব। আপাততঃ কেবল পণ্ডিত হটনের (Haughton) নিম্নোদ্ধৃত বচনসকলই ইহার প্রমাণস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে—

"The geological inscriptions recorded in the stony tables of the rocks, though mutilated by the hand of time, are written with the finger of God, and tell the same story that religion and philosophy have always taught—that everything in the universe begins and ends, except its Great First Cause."—

Religion and Philosophy.

• প্রবন্ধলেখক উক্ত প্রবন্ধে অপৌরুষেয় বেদের প্রতি ঋষিপ্রণীত বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। যথাস্থানে আমরা এই মতের প্রতিকূল যুক্তি ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রশাসন প্রদর্শন করিব।

* "To every action there is always an equal and contrary re-action."—

Newton's Third Law of motion.

অর্থাৎ, প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের যথাক্রমে পরস্পর জয়-পরাজয়ই প্রাকৃতিক লীলা।

হয় না। ঘুমাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিল না, জাগিয়া উঠিয়া তাহা হয় না। সৃষ্টি এবং লয়ও ঠিক এই ব্যাপার-ভিন্ন আর কিছু নহে; কাল ও দেশগত পরম্পাপরত্ব-ব্যতীত সৃষ্টি ও লয়ের সহিত জাগরণ ও নিদ্রার অন্য কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। সুষুপ্তিকে শাস্ত্রে দৈনন্দিন বা নিত্যপ্রলয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে *।

কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম, জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি—জগৎ পরিবর্ত্তনের ছবি। বুঝিলাম, রাগ-দ্বেষই কর্ম্মোৎপত্তির হেতু, রাগ-দ্বেষ-ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। বুঝিলাম, রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানাধীন এবং পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই আবার মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ।

এখন বুঝিতে হইবে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণশক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথার মর্ম্ম কি?—পরিচ্ছিন্ন শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে, 'পরিচ্ছিন্ন শক্তি' কাহাকে বলে। 'পরি' উপসর্গ-পূর্ব্বক 'ছিদ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া, পরিচ্ছিন্ন পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'ছিদ্' ধাতুর অর্থ ছেদন করা—বিভিন্ন করা (To cut)। পরিচ্ছিন্ন শব্দটীর সুতরাং অর্থ হইল, যাহা ছিন্ন, ভিন্ন বা বিভক্ত (Cut off—divided), যাহা পরিমিত (Conditioned), তাহা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন এমন শক্তি = পরিচ্ছিন্ন শক্তি।

শক্তি কোন্ পদার্থ?—সামর্থ্যবাচী 'শক্' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' † প্রত্যয় করিয়া, শক্তি পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, যোগ্যতাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মী বা দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম ‡, কারণের যাহা আত্মভূত §, যদ্দ্বারা পরলোক জয়,—মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণহইতে আত্মাকে দূরে রক্ষা করিতে পারা যায়,

* "तत्र नित्यप्रलयः सुषुप्तिः तस्याः सकलकार्य्यप्रलयरूपत्वात् धर्माधर्म्मपूर्व्वसंस्काराणाञ्च तदा कारणात्मनावस्थानं तेन सुप्तोत्थितस्य न सुखदुःखाद्यनुपपत्तिः न वा स्मरणानुपपत्तिः ।"—

বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ, সুষুপ্তি—নিত্যপ্রলয়। সুষুপ্তিকালে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যসকলের উপরম—লয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্বসংস্কারসমূহ তৎকালে কারণাত্মাতে—সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লীন হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার সময় ভগবান্ ঠিক এই কথাই বুঝাইয়াছেন। অষ্টম অষ্টকের ১০।১২৯।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

† "स्त्रियां क्तिन् ।"—পা, ৩৷৩৷৯৪।

‡ "योग्यतावच्छिन्ना धर्म्मिणः शक्तिरेव धर्म्मः ।"—পা, সূ, ভা।

"I therefore use the term force, in reference to them, as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to induce its various changes".—*Grove's Correlation of physical forces. P. 16.*

ভগবান্ বেদব্যাসের কথাই যেন ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

§ "कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूतं कार्य्यं ।"—শারীরকভাষ্য;

অর্থাৎ, যদ্দ্বারা জীব, জীবত্ব ত্যাগ করিয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, তাহাকে শক্তি বলে,—

"शक्यते कर्त्तुम् शक्यते वानया परलोकं जेतुम् ।"—নিরুক্ত (নিঘণ্টু)।

নিরুক্তে শক্তি-কথাটী কর্ম্মনাম-মধ্যে ধৃত হইয়াছে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। কর্ম্ম, শক্তির মূর্ত্তভাব—শক্তির সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব—শক্তির স্থূলরূপ—শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা।

আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা শক্তির কার্য্যাবস্থা। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম-দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা শব্দস্পর্শাদি-গুণসমুদয়ের সমষ্টি বা ব্যষ্টি-ভাবের অনুভূতি—তাহা ইন্দ্রিয়দ্বার-জনিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার গুণীভূত অবস্থা-ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তক্রিয়ার অনুভূতিই (Motion or moving matter) শব্দস্পর্শাদি গুণপদার্থ। ক্রিয়া ও কার্য্যাত্মভাব (Effect) এক পদার্থ। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, শব্দস্পর্শাদি, কার্য্যাত্মভাবের এক এক প্রকার মূর্ত্তি। কি দ্রব্য (Substance), কি গুণ (Attributes), কি কর্ম্ম (Action), ইহারা এক একটী বিশেষ বিশেষ সত্তা, পরিচ্ছিন্ন শক্তি, কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার।

শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা অনুমানসাধ্য, প্রত্যক্ষ-গম্য নহে—আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা অসংখ্যক্রিয়াক্রমসমষ্টি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়া। শক্তি বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা ক্রিয়া-নিষ্পাদক-পদার্থরূপে অনুমেয়। সামান্য বা অবিশেষ সত্তা-(Absolute—unconditioned Existence) ব্যতীত, সকল সত্তাই পরিচ্ছিন্ন, এবং পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বা কারকদ্বারা বিভক্ত সত্তাই কর্ম্মনামধেয় পদার্থ। ক্রিয়া বা শক্তির কার্য্যাবস্থাই—কার্য্যাত্মভাবই, আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, শক্তির কর্ম্মভাবই আমাদের কাছে পরিচিত। ইহার সূক্ষ্ম বা অমূর্ত্তাবস্থা অস্মদাদির ইন্দ্রিয়গম্য নহে। কার্য্যমাত্রেই কারণপ্রসূত—পরিচ্ছিন্নভাবের (Finite) নিশ্চয়ই অপরিচ্ছিন্নভাব (Infinite) আছে, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা, এইরূপ অনুমানসাধ্য—ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা প্রমিত হয় না *।

শক্তি (Force) তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি, তাহা শক্তিনামক পদার্থ। যাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন—তাহা অল্প †। যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা, আমি ইহা জানিলাম, এ ভাবে বিশিষ্ট

---

* "शक्तिरनुमानगम्या ।"—মহাভাষ্য।

"Do we know more of the phenomenon, viewed without reference to other phenomena, by saying it is produced by force? Certainly not. All we know or see is the effect; we do not see force,—we see motion or moving matter."—*Correlation of physical forces. P. 17.*

† "अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् ।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"To think is to condition."—*H. Spencer.*

হইবার নহে। অতএব পরিচ্ছিন্ন শক্তি, কর্ম্ম (Effect), বা কার্য্যাত্মভাবই আমাদের কাছে 'শক্তি' নামে লক্ষ্য পদার্থ। নিরুক্তকার ভগবান্ যাস্ক এইজন্যই শক্তিকে কর্ম্মনাম-মধ্যে গণনা করিয়াছেন; মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও এইনিমিত্ত শক্তিকে অনুমানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ ইন্দ্রিয়-ও-সংস্কার-দোষকে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন (পূর্ব্বে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে), কিন্তু পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, আমরা এ কথা বলিতেছি কেন? কথাটা কি ভগবান্ কণাদ-নির্দ্দিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকারণহইতে বিভিন্ন? না,—এতদ্দ্বারা ভগবান্ কণাদোক্ত বচনের ব্যাখ্যা করা হইতেছে—

"ইদি পরমৈশ্বর্য্যে" (ভূ, প,), এই পরমৈশ্বর্য্যবাচক 'ইদি' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া 'ইন্দ্র' পদটী সিদ্ধ হয়। যিনি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত—সর্ব্বশক্তিমান্ বা সম্পূর্ণ (Absolute or Infinite), তিনি ইন্দ্র *। 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর 'ঘচ্' প্রত্যয় করিয়া 'ইন্দ্রিয়' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইন্দ্র বা আত্মা যদ্দ্বারা অনুমিত হন—ইন্দ্র বা আত্মার যাহা লিঙ্গ †, ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা দৃষ্ট, ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা সৃষ্ট, ইন্দ্র বা আত্মাদ্বারা যাহা জুষ্ট—সেবিত, এবং ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা দত্ত—বিষয়গ্রহণার্থ নিয়োজিত, তাহা ইন্দ্রিয় ‡। ইন্দ্রিয় তাহা হইলে খণ্ডিত, বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি।

অস্মিতাহইতেই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি—অস্মি—আমি আছি, ইহার ভাব 'অস্মিতা'। আমি আছি, ইহা আমি কিরূপে এবং কখন বুঝি? যখন আমাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, আমার আমি ভাব এক ভাব ত্যাগ করিয়া যখন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন আমি কোনরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করি, তখনই আমি বুঝি—আমি আছি। কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে হইলে, ক্রিয়ানিষ্পাদক কর্ত্তৃকরণাদি কারকের প্রয়োজন, কর্ত্তৃকরণাদি কারক না থাকিলে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কর্ত্তা, করণদ্বারা তাঁহার ঈপ্সিতকে গ্রহণ ও অনীপ্সিতকে ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই ক্রিয়ার উৎপত্তি। অতএব করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটী কারকদ্বারা ক্রিয়া, সংগৃহীত বা সমবেত § হইলে, তবে বুদ্ধিগোচর

---

* "ইন্দ্রঃ—ইদি পরমৈশ্বর্য্যে, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ভবতি।"—নিরুক্ত টীকা।

† "করণ কখন অকর্ত্তৃক হইতে পারে না, করণের অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে, পরতন্ত্র বা অপূর্ণ শক্তির যখন অনুভব হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার কর্ত্তা বা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। ইন্দ্র বা আত্মা চক্ষুরাদি করণদ্বারা এইরূপে অনুমিত হইয়া থাকেন।

‡ "ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি।"—পা, ৫।২।৯৩।

§ "করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।"—গীতা।

অবিভক্ত বা সামান্যভাব, কর্ত্রাদি কারকদ্বারা বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন না হইলে, তাহা যে বুদ্ধির

হইয়া থাকে। নিরুক্তভাষ্যকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য, "ভাবপ্রধানমাখ্যাতং"—এই নিরুক্ত-বচনের ভাষ্য করিবার সময়, এই কথাই বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন *।

যে যাহাকে পাইতে বা ত্যাগ করিতে চাহে, যাহা সমাসাদিত বা পরিত্যক্ত না হইলে যে থাকিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ (Relation) আছে। জগতে যতপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে, তন্মধ্যে স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধই সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের মূল, আমি ও আমার এই সম্বন্ধহইতেই সকল অবান্তর সম্বন্ধ আবির্ভূত †।

জাগতিক জ্ঞান যে ক্রিয়ার বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে হইলে, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, প্রধানতঃ এই তিনটী কারকের যে অবশ্য প্রয়োজন এবং স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে জাগিয়া না উঠিলে ও যে কোনরূপ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় না, শাস্ত্রপ্রসাদে তাহাও বুঝিতে পারা গেল। স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধজ্ঞানের মূল অস্মিতা, অতএব অস্মিতাহইতেই যে ইন্দ্রিয়ের বা করণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থির। অস্মিতার আবার মূল অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান ‡ বা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি।

বিষয়ীভূত হয় না, উপর্য্যুক্ত ভগবদ্বচনের ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাই পরিচ্ছিন্ন শক্তি, তাহাই শক্তিবিকার।

* "অমূর্ত্তা হি ক্রিয়া নিরুপাখ্যা। সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারকশরীরে চ সতী শক্যতে নির্দ্দেষ্টুম্। ইতরথা অশরীরা সতী সা ন শক্যেত। অশক্যত্বে চ সতি কথমিব নির্দ্দিশ্যেত?"—
নিরুক্তভাষ্য, নৈঘণ্টুককাণ্ড।

অর্থাৎ, অমূর্ত্তা—অসমূচ্ছিতাবয়বক্রিয়া (Force), নিরুপাখ্যা—অনির্দ্দেশ্যা—বুদ্ধিগম্যা নহে। অমূর্ত্তা ক্রিয়া কারকদ্বারা অভিব্যজ্যমান এবং কারকশরীরে বিদ্যমান না হইলে, তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

† "অতএব স্বস্বামিভাবেঽবয়বাবয়বিভাব আধারাধেয়ভাবঃ প্রতিযোগ্যনুযোগিভাবঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধ ইত্যাদি র্ব্যবহারঃ।"—মঞ্জুষা।

অর্থাৎ, অবয়ব-অবয়বিভাব, আধার-আধেয়ভাব, প্রতিযোগি-অনুযোগিভাব, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব, ইত্যাদি সকল প্রকার সম্বন্ধ স্বস্বামিভাবসম্বন্ধেরই বিশেষ বিশেষ ভাব, আমি ও আমার (Subject and Object) এই ভাবহইতেই নিখিল-অবান্তর-সম্বন্ধ আবির্ভূত। অন্যত্র স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকিবে।

‡ "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ
অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।"—
পাতঞ্জলদর্শন। সা, পা, ৩ ও ৪ সূ।

অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণত্রাস), এই পাঁচটী চিত্তের পরিতাপ উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদিগকে 'ক্লেশ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকের মধ্যে অবিদ্যানামক ক্লেশটীই পরবর্ত্তী অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের ক্ষেত্র—উৎপত্তিস্থান—মূলকারণ। এক অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানহইতেই অস্মিতাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনিত্য, অশুচি,

সংশয়—ভগবান্ কণাদ ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষকেই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের বচনানুসারে প্রতিপন্ন হইল, মিথ্যাজ্ঞানই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষের কারণ, সুতরাং সংশয় হইবে, একজন যাহাকে কারণ (Cause)-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, অন্যে তাহাকেই কার্য্য (Effect) বলিতেছেন, ইহাতে ঋষিদ্বয়ের পরস্পর মতবিরোধ হইতেছে না কি ?

সংশয়নিরসন—আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, মূলে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মিথ্যাজ্ঞান তাত্ত্বিক ও প্রাধানিক ভেদে দ্বিবিধ। শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পবোধ, বিষে অমৃত প্রত্যয়, ইহা প্রধান বা প্রসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান। এরূপ জ্ঞান যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, তা'ই ইহাকে প্রধান মিথ্যাজ্ঞান বলা হইয়াছে। তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি ব্যাবহারিক বা সাংসারিক বুদ্ধিতে যথাযথরূপে উপলব্ধি হইতে পারে না, তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের কাছে সত্য জ্ঞান, ইহার প্রমাণেই প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হই; সুতরাং এ জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া জানিলে, জাগতিক ব্যবহার চলিত না, তাহা হইলে, ক্রিয়া বা

দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থের (Non—Ego or Not—Self) উপরি, যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা (Ego or Self) জ্ঞানের নাম, অর্থাৎ, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানার নাম অবিদ্যা। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দৃক্‌শক্তি বা আত্মা ও দর্শনশক্তি বা অন্তঃকরণ, এতদুভয়ের একাত্মতা, চৈতন্য ও বুদ্ধির তাদাত্ম্যাধ্যাস বা পরস্পর-একীভাব-প্রাপ্তিকে অস্মিতা নাম দিয়াছেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ঠিক এ ভাবে না বুঝিলেও 'Ego' এই নামে যে পদার্থকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহাকে আমাদের অস্মিতার অপরভাব বলিয়া বুঝিলে চলিবে। Ego-লক্ষণ—"Or rather, more truly—each order of manifestations carries with it the irresistible implication of some power that manifests itself; and by the words *ego* and *non-ego* respectively, we mean the power that manifests itself in the faint forms, and the power that manifests itself in the vivid forms."—*H. Spencer. First Principles. P. 154.*

পণ্ডিত বেন্ মনুষ্যের অনুভূতিকে (আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান বা ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যয়) Mind, ও Matter (বিষয়ী ও বিষয়), এই দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বেন্ বলেন, দার্শনিকেরা এই দ্বিবিধ জ্ঞানবিভাগকেই, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ (External World and Internal World) Not-Self কিংবা Non-Ego এবং Self or Ego ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহাদের পরিবর্ত্তে Object এবং Subject এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার প্রশস্ত।

"Human Knowledge, Experience or Consciousness, falls under two great departments; popularly, they are called Matter and Mind; philosophers, farther, employ the terms External World and Internal World; Not-Self or Non-Ego and Self or Ego; but the names Object and Subject are to be preferred".—*Mental Science by Bain.*

পরিণাম স্থগিত হইয়া যাইত। উৎপত্তি-বিনাশশীল জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative), সত্যজ্ঞান আছে তা'ই তদপেক্ষায় মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে (অবশ্য জাগতিক বুদ্ধিতে) সত্যজ্ঞান বলিয়া জানি, তাহা যদি মিথ্যারূপে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অন্য কোন জ্ঞান, সাংসারিক-বুদ্ধি-নিশ্চিত সত্যজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছে।

যত দিন না প্রকৃত বা পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয়, তত দিন তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান হইলেও আমাদের কাছে তাহাই সত্য বলিয়া আদৃত হইবে। এক পারমার্থিক (Primordial) শক্তিহইতে সমস্ত অবান্তর শক্তি আবির্ভূত, এক মূলভূত হইতেই নিখিল যৌগিক ও মিশ্র ভূতের উদ্ভব হইয়াছে (Modifications of one principle), সত্যজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতি-সিদ্ধ, সুতরাং অনাদিকালহইতেই মাতৃ-ভক্ত আর্য্য-হৃদয়ে—আবির্ভূতপ্রকাশ এবং বর্ত্তমান সময়ের উন্নতিশীল বহু বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সমাদৃত—এই তথ্যকে যদি তথ্য বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, অগ্নি ও জল এক পদার্থ, অমৃত ও গরল সমান বস্তু, তাহা হইলে বলিতে পারি, জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই (একমেবাদ্বিতীয়ম্)। সত্য বটে, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু কেবল মুখে এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অগ্নির সহিত মিশিতে যাইলে, যখন দাহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরিতে বাস করিতে যাইলে, শৈত্যের দুর্ব্বিষহ সুতীক্ষ্ণ করাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া যখন পলায়ন বা মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়, হলাহলভক্ষণ ও ক্ষীরপানের বিভিন্ন ফল যখন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতেছি, আমি তুমি জ্ঞান যখন এত প্রবল, তখন একভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এ কথা অর্থশূন্য কথা। অতএব পারমার্থিক জ্ঞান যত দিন না শাস্ত্রোক্ত সাধনাদ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তত দিন তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যাজ্ঞান হইলেও আমাদের কাছে তাহাই সত্যজ্ঞানরূপে গৃহীত হওয়া প্রাকৃতিক *।

পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হইলেও কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা শান্ত হইবার নহে, পারমার্থিক-জ্ঞানের বিকাশব্যতীত মানব কখনই কৃতকৃত্য হইতে পারে না; করুণার্দ্র-হৃদয় পিতৃভূত মহর্ষিরা তা'ই প্রথমতঃ প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞান অপনোদন করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, তদনন্তর তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া

---

* "तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्धेर्द्वैविध्योपपत्तिः।"—ন্যায়দর্শন। ৪।২।৩৭।

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু, যোগবার্ত্তিকে এই গোতমসূত্রের প্রমাণেই মিথ্যাজ্ঞানের দ্বৈবিধ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेन यथाद्विवैविध्यं। तात्त्विकमिथ्याबुद्धिरनित्यपदार्थज्ञानं प्रधानं मिथ्याज्ञानं अविद्यामिथ्याज्ञानम् शुक्तिरजतादिज्ञानमिति। व्यवहारपरमार्थभेदेन,कालभेदेनावच्छेद-भेदेन स्वरूपभेदेन प्रकारभेदेन च तयोरविरोधादिति।"—যোগবার্ত্তিক।

বুঝিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ষড়্দর্শন, দ্রষ্টব্য-পদার্থাবলোকন বা আত্ম-সন্দর্শনের দর্শন বা চক্ষুঃ। ষড়্দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, ষড়্দর্শন বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ ছয়টী চক্ষুঃ নয়। দর্শন এক, তবে আন্তর-বাহ্য বা সূক্ষ্ম-স্থূল অবস্থাভেদে ইহার ছয়টী বিভাগ—ষট্‌সংখ্যক স্তর আছে মাত্র। বিদেশীয় দার্শনিকদিগের পরস্পর মতভেদ এবং আর্য্যদর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আপাতপ্রতীয়মান মতভেদ সমানজাতীয় নহে, উভয়ের উৎপত্তিকারণও এক নয়। ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা করণশক্তির অসম্পূর্ণত্ব এবং সংস্কারদোষ যে প্রাধানিক মিথ্যাবুদ্ধির কারণ, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ও সংস্কারদোষও যে অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির ফল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি ও মিথ্যাজ্ঞান সমান পদার্থ। অতএব তাত্ত্বিকমিথ্যাজ্ঞানের আর একটু পরিচ্ছিন্ন অবস্থাহইতেই প্রাধানিকমিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষদ্বারা অসম্পূর্ণ শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়দোষবশত'ই শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, দেখিতে পাই, পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষুতে (Jaundiced eye) সকল বস্তুই হরিদ্রাভ দেখায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়দোষ, প্রাধানিকমিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথা বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, মহর্ষি কণাদ তা'ই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কার-দোষকেই মিথ্যাজ্ঞানের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান যে সর্ব্বদোষের আকর, তত্ত্বজ্ঞানের অবরোধক, তাহা ষড়্দর্শনেরই সিদ্ধান্ত। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই দোষের নাশ হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে জন্মনিরোধ হয় (Evolution বন্ধ হয়), জন্মনিরোধ হইলেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে *। মিথ্যাজ্ঞানই যে, সুতরাং, সর্ব্বদোষের আকর, ভগবান্ গোতম উক্ত সূত্রদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

ইন্দ্রিয় ত্রিগুণবিকার—সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃতভাব-বিশেষহইতেই ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয় বা করণ, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সত্ত্বগুণপ্রধানপরিণাম এবং ইহাদেরই তমোগুণপ্রধানপরিণাম † বিষয়। ইন্দ্রিয়, সত্ত্বগুণপ্রধানপরিণাম বলিয়া গ্রহণাত্মক, বিষয়, তমোগুণপ্রধান-পরিণাম বলিয়া গ্রাহ্যাত্মক। অতএব পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত ভগবান্ কণাদের, অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষাধীন, এ কথার কোন বিরোধ নাই।

---

* "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"—ন্যায়দর্শন। ১।১।২।

† "প্রখ্যাক্রিয়াস্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকপরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি।"—যোগসূত্রভাষ্য।

জগৎ সদসদাত্মক—'অস ভুবি' এই সত্তার্থক—ভাববচন (বিদ্যমানার্থবাচী) 'অস' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে, 'সৎ' এই পদটী সিদ্ধ হয়। 'সৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে, বিদ্যমান। অসতের (অভাবের) যাহা বিরোধী—না থাকার যাহা প্রতিযোগী—অবিদ্যমানতার যাহা প্রতিক্ষেপী, অর্থাৎ, যাহা অবিনাশী—যাহা অপরিণামী (Unchangeable something), নাম, দেশ, কালাদির নাশ হইলেও যাহা নষ্ট হয় না, যাহার ধ্বংস নাই—যে তত্ত্ব নিয়তস্থির, তাহা সৎ, এবং যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য *। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও 'সত্য' কথাটীর অর্থ বুঝাইতে গিয়া, এই কথাই বলিয়াছেন—

"যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতম্ তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যম্।"

যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা সে রূপ কদাচ ত্যাগ না করে—সে রূপের যদি কখন অন্যথা না হয়—ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে †। সত্যের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, শাস্ত্র, সত্যশব্দবোধ্য যে অর্থ আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা এই প্রতিক্ষণপরিণামী, এই সততচঞ্চল, এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল সংসারমাঝে, কোন বস্তুরই ত বাচক হইতে পারে না। পরিবর্ত্তন যাহার স্বভাব, নিরন্তর এক অবস্থাহইতে অবস্থান্তরে গমন করাই যাহার স্বরূপ, তাহা অবিনাশী ও অপরিণামী হইবে কি রূপে? ভাব-অভাব, সৎ-অসৎ, হাঁ-না (Something-Nothing, Existence-Non-existence, Affirmation-Negation) যে এক পদার্থ হইতে পারে না, তাহা প্রেক্ষাবান্, অপ্রেক্ষাবান্, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেরই জ্ঞাতবিষয়—নিখিল জীবেরই বিদিততত্ত্ব।

তবে কি জগৎ মিথ্যা?—জগৎকে একেবারে মিথ্যাও বলা যাইতে পারে না, কারণ, মিথ্যা বা অসতের উপলব্ধি হইবে কেন? আর এক কথা, জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলেও মিথ্যারূপে ইহাকে সত্য বলিতে হইবে, যেহেতু জগতের মিথ্যাত্ব বা পরিবর্ত্তনশীলত্ব অব্যভিচারী; জগৎ, জগৎ বা নিয়ত পরিণামী বলিয়া, ইহা সত্য। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কোন কালেও তদ্রূপ ত্যাগ না করে, তবে তাহা সত্য,—সত্যের এই লক্ষণানুসারে জগতের সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কারণ, জগৎ, চিরদিনই জগৎ, গতিশীল বা পরিণামাত্মক বলিয়া নিশ্চিত আছে। তাহা হইলে জগৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন্ পদার্থ হইতেছে? জগৎ সদসদাত্মক, জগৎ নিত্য ও অনিত্য দুই। কারণভাবে—সন্মাত্রাবস্থায় জগৎ সত্য বা নিত্য,

---

* "দেশকালবস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তদবিনাশি।"—
সর্ব্বোপনিষৎসার।

† তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এই বাক্যের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
"By reality we mean persistence in conciousness."—*H. Spencer.*

কার্য্যভাবে, জগৎ অসৎ বা অনিত্য। যাহা বিকারাত্মক, তাহা অনিত্য। ভাব-বিকারাত্মাতে, সুতরাং জগৎ অনিত্য, আত্মভাবে—অপরিচ্ছিন্ন—অখণ্ডৈক-রস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে, নিত্য। জগতের মূলে অনন্ত সত্তা নিহিত আছে, অপরিচ্ছিন্ন-ভাব মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্নভাব থাকিতে পারে না *।

ভাব বা সত্তা কারণাত্মা ও কার্য্যাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রের উপদেশ,—এই ভাব-দ্বয়ের মধ্যে কারণাত্মভাব নিত্য, ইহাই সৎ এবং কার্য্যাত্মভাব অনিত্য বা অসৎ, অর্থাৎ, পরিবর্ত্তনশীল। কার্য্যাত্মভাবই জগৎ বা সংসার।

কারণাত্মভাবের স্বরূপ—যে ভাব অদৃশ্য—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, যাহা অন্তর্ব্বহিঃ এই অবস্থাদ্বয়শূন্য, যে ভাব অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, যিনি অগোত্র (যাঁহার এমন মূল নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে স্থির করিতে পারা যায়, ইনি এমন বা তেমন), যিনি অবর্ণ (দ্রব্যের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব এবং শুক্লত্বাদি ধর্ম্মের নাম বর্ণ, যিনি তদ্বিরহিত, তিনি অবর্ণ), যাঁহার চক্ষুঃকর্ণাদি কোন প্রকার ইন্দ্রিয় নাই, যিনি অপাণিপাদ, যিনি নিত্য—অবিনাশী, যিনি বিভু, অর্থাৎ, যিনিই ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত চেতনাচেতন বিবিধ পদার্থরূপে প্রকাশিত হন, যিনি সর্ব্বগত (আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী), যিনি সূক্ষ্ম, যে ভাব অব্যয় (সর্ব্বদাই যাহা একরূপ) এবং যাহা সর্ব্বভূতযোনি—সর্ব্বকার্য্যের কারণ, তিনি কারণাত্মভাব †।

কার্য্যাত্মভাবের স্বরূপ—কার্য্যাত্মভাব ত্রিগুণময়ী মায়ার ভাব, জন্মস্থিত্যাদি ষড়্ভাববিকার। কারণাত্মভাব অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন ইহা দেশকালাদিদ্বারা সীমা-বদ্ধ নহে (Infinite)। কার্য্যাত্মভাব সসীম, পরিচ্ছিন্ন, (Finite)।

"पुरुष एवेदं सर्व्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।"—

পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ)।

কার্য্যাত্মভাবের সীমানির্দ্দেশ—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত ভাব, কার্য্যাত্মভাব। যে ভাব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, যে ভাব বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত, এই অবস্থা-ত্রয়বিশিষ্ট, তাহা কার্য্যাত্মভাব। "पुरुष एवेदं सर्व्वं" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের মর্ম্ম হইতেছে, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিবিধ জাগতিক অবস্থাই পুরুষের বা অপরিচ্ছিন্নসচ্চিদানন্দের মায়াপরিচ্ছিন্ন ভাব। পরম-পুরুষ বা কারণাত্মভাব হইতে কার্য্যাত্মভাব স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

---

* "भवतीत्यात्मभावेनेदं जगन्नित्यं, यत्तद्वैस्तु भावविकारैः परमाण्वादिभिर्भावविकारात्मभि-रनित्यम्। कस्मात्? विकारात्मकत्वादेव। विकारी ह्यनित्यः।"—निरुक्तभाष्य।

অর্থাৎ, সত্ত্বাত্মার জগৎ নিত্য, পরমাণ্বাদিভাববিকারাত্মার বিকারাত্মকত্ববশতঃ ইহা অনিত্য; কারণ, বিকারমাত্রেই অনিত্য।

† "यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्व्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः।"—मुण्डकोपनिषत्।

"एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः ।
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥"—

पुरुषसूक्त ।

ভাবার্থ—

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়াত্মক নিখিল জগৎ, পুরুষের—পরম-কারণ পরব্রহ্মেরই মহিমা—স্বকীয়সামর্থ্য—স্বীয়-শক্তি-বিশেষ। ত্রিকালময় জগতের রূপই কি তাহা হইলে ব্রহ্মের বাস্তব রূপ? অনিত্য জগৎই কি তিনি? না—ইহা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নহে। পরম-পুরুষ—পরমাত্মা, ইহা হইতে—তাঁহার এই জগদ্রূপ মহিমা বা সামর্থ্য (শক্তি) হইতে, জ্যায়ান্—অতিশয় বৃহৎ—অত্যন্ত অধিক। বিশ্বভূত—কালত্রয়বর্ত্তি-প্রাণিজাত, পরম-পুরুষের চতুর্থাংশ মাত্র; ইহাঁর অবশিষ্ট ত্রিপাদ, অমৃত—বিনাশ রহিত—ইহা সনাতন, ইহা নিত্য, ইহা দ্যোতনাত্মক, অর্থাৎ, স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে'। "पुरुष एवेदं", এই মন্ত্রে ত্রিকালবর্ত্তি জগৎ, পুরুষই, এই কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে মনে হইতে পারে, জগৎই পুরুষের স্বরূপ, ভগবান্ তা'ই উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা বুঝাইলেন, জগৎ, সত্যজ্ঞান-অনন্তব্রহ্মের স্বরূপা-পেক্ষায় অল্পমাত্র। অনন্ত পরব্রহ্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইল কি রূপে? অনন্ত-পরব্রহ্মের ইয়ত্তা করা কি সম্ভব? পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য এইরূপ সংশয় অপনোদন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরব্রহ্মের ইয়ত্তা যে হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ; তবে এরূপ করিবার তাৎপর্য্য হইতেছে, জগৎ, পরব্রহ্মের স্বরূপা-বস্থা হইতে অনেক ক্ষুদ্র, জগৎ তাঁহার একাংশমাত্র, এই সত্য-বিজ্ঞাপন করা। পরব্রহ্মের বস্তুতঃ ইয়ত্তা হইতে পারে না।

"त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ।
ततो विष्वङ् व्यक्रामत् साशनानशने अभि ॥"—

पुरुषसूक्त ।

ভাবার্থ—

অজ্ঞানকার্য্য (অবিদ্যাপ্রসূত) সংসার বা সৃষ্টিসংহারাত্মক জগতের বহির্ভূত, সংসারস্পর্শরহিত—জাগতিক গুণদোষদ্বারা অস্পৃষ্ট, চতুষ্পাদ পুরুষের পাদমাত্র এই জগৎ। ভগবান্ গীতাতেও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगदिति ।"—

পরমপুরুষ পরমাত্মার এই এক পাদ মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিয়া থাকে *।

* "सोऽयमिह मायया पुनरभवत् सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति ।"—सायणभाष्य ।

পরম-পুরুষের এই একপাদ মায়াযুক্ত, অবশিষ্ট পাদত্রয় মায়াবিনির্ম্মুক্ত। সৃষ্টি-কালে পরমেশ্বর, মায়াদ্বারা দেবতির্য্যগাদি বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হন, সাশন, অর্থাৎ, ভোজনাদি-ব্যবহারোপেত চেতনপ্রাণিজাত এবং অনশন—তদ্রহিত, অচেতন গিরি-নদীসাগরপ্রভৃতি, নিজেই এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ পরম-পুরুষের, নিত্য ও কার্য্য-ভেদে দুই ভাব; তন্মধ্যে নিত্যভাব—সনাতনাবস্থা, ইহা পরিদৃশ্যমান জন্মাদিবিকারময় সংসারের বহির্ভূতাবস্থা, ইহা সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। জনন, মরণ, আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি সাংসারিক দোষ এ ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না, কালের এ স্থানে অধিকার নাই, এ সদানন্দময় ভবন; এই স্থানে যাইবার জন্যই আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকলেই (জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা, অজ্ঞাতসারেই হউক) লালায়িত; আরাম-প্রার্থি-জীবজগতের ইহাই লক্ষ্যস্থান'। কার্য্যাত্মভাব, ক্রিয়াময়—পরিবর্ত্তনের ভাব, মায়িক অবস্থা; আমরা যে ভাবে আছি, যে ভাবের উপলব্ধি করিতে আমরা সক্ষম, তাহাই কার্য্যাত্মভাব। কারণাত্মভাব পরব্রহ্মের স্বরূপ। কার্য্যাত্মভাব ব্রহ্মের অপরা-বস্থা, ইহা অপরব্রহ্ম *।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাব, এই দ্বিবিধ ভাবই 'ভাব' বা 'সৎ'; তন্মধ্যে কারণাত্মভাব নিত্য, কার্য্যাত্মভাব অনিত্য—কার্য্যাত্মভাব, বিকারাত্মক।

"তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।"—

মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক।

দ্বিবিধ-নিত্যত্ব—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্বিবিধ নিত্যত্ব বুঝাইয়াছেন। এক কূটস্থ নিত্য, অপর প্রবাহরূপে নিত্য। তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব—তদ্ভাবত্ব নষ্ট হয় না। জগৎ কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষায় অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য; কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ, অনাদি কাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য। যে চন্দ্র-সূর্য্য এখন দেখিতেছি, ইহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এই ভূলোক, ভুবলোক

---

* "সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্" (উণা। ৪।১৪৪)। অর্থাৎ, সকল ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। "বৃংহের্নোঽচ্চ" (উণা। ৪।১৪৫)। "বৃহি বৃদ্ধৌ" এই 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ব্রহ্ম' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, যাহা নিরবধিক বা অপরিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি পরমমহত্ত্ব, তাহা 'ব্রহ্ম'। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ব্রহ্ম যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, তাহা 'ব্রহ্ম' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। "ব্রহ্ম শব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ।"—শারীরকভাষ্য। আমরা, যাহা কিছু আছে বলিয়া জানি, তাহার অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড ভাব, 'ব্রহ্ম'।

এই স্বর্লোক, জনলোক, এই তপলোক, সত্যলোক, সকলেই অনাদি কাল হইতে আছে। কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহা নাই, যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব।

"নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ।"—সাং দং। ১।৭৮।

অর্থাৎ, অবস্তু *, অভাব হইতে বস্তুসিদ্ধি, ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না †।

জন্মাদিষড়্ভাববিকার, অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাত্মক—জন্মাদিভাববিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই জগৎ। জন্মের পর স্থিতি, স্থিতির পর বিপরিণাম, বিপরিণামের পর বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর অপক্ষয়, অপক্ষয়ের পর বিনাশ, বিনাশের পর আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম, উপক্রমহইতে অপবর্গপর্য্যন্ত, অর্থাৎ, যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তত দিন সকলকেই অবিরাম জন্মাদিভাববিকারে বিকৃত হইতে হইবে—অবশভাবে জন্মাদিপরিণামস্রোতে নিয়তগতিতে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

জন্মাদি ছয়টী ভাব বিকারের, জন্মাদি নামের পরিবর্ত্তে যদি আমরা বীজগণিতের ভাষা, অর্থাৎ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ, এই ছয়টী অক্ষর ব্যবহার করি, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে, জন্মাদিভাববিকারসমূহ, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহাদের তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না, সুতরাং জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, জাগতিকভাবজাত ব্যক্তিতঃ অসত্য বা অনিত্য হইলেও তত্ত্বতঃ সত্য, জগৎ সদসদাত্মক।

বীজগণিতের ভাষায় লিখিত জগতের মূর্ত্তি—(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)+(ঙ)+(চ) ইত্যাদি=প্রবাহরূপে নিত্যতা (Constant quantity) ‡।

---

* "বস্ নিবাসে", to exist, এই নিবাসার্থক বস ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া, বস্তু পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "বসেস্তুন্।"—উণা। ১।৭৬। যাহা বাস করে—অবস্থান করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু, ন বস্তু=অবস্তু, অর্থাৎ, অভাব।

† "The indestructibility of matter and the continuity of motion, we saw to be really corollaries from impossibility of establishing in thought a relation between something and nothing."— *H. Spencer.*

"In all phenomena the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable.—Causation is the will, Creation the act, of God."— *Correlation of Physical forces. P. 218.*

সৃষ্টি যে প্রবাহরূপে নিত্য, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভের উপরি-উদ্ধৃত বচন হইতে কি তাহা সপ্রমাণ হয় না?

‡ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ষ্যাল্‌ফোর তাঁহার 'The Conservation of Energy'-নামক গ্রন্থে, জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বা বস্তু-তত্ত্বের অনশ্বরত্ব বুঝাইতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্।"—

পাং দং। কৈবল্যপাদ। ১২ সূ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই অমূল্য সূত্রটীদ্বারা, জগৎ যে প্রবাহরূপে নিত্য, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার অভাব—একেবারে নাশ এবং যাহা অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার সম্ভাব, অসম্ভব *। অতএব, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান। এক সত্ত্বের, ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ধর্ম্ম বা গুণেরই অধ্বভেদ—বিপরিণাম, হইয়া থাকে (Change of condition), ধর্ম্মী বা বস্তু ঠিক থাকে, সত্তার ধ্বংস হয় না। (পরিবর্ত্তন কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ স্মরণ করিবেন।)

তবে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় কেন?—মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের নিখিল-তিমির-নাশী—দশদিগ্বিকাশী বিমলালোকে আলোকিত গগনে বিরাজমান নক্ষত্ররাজি যে কারণে প্রতিভাত হয় না, বিদ্যমান থাকিলেও যে কারণে ইহাদের অস্তিত্ব অদৃশ্য হইয়া থাকে, শুভ্র স্ফটিক স্বীয় স্বচ্ছস্বভাববশতঃ হরিত, নীল, লোহিতাদি উপাধি-সংযোগে, তত্তৎ-আকারে আকারিত হইলেও যে কারণে তত্ত্বদর্শীর নিকটে ইহা শুভ্র-ভিন্ন অন্যরূপে প্রতীত হয় না, জগৎ ও অদ্বৈতজ্ঞান-প্রভাকর-প্রভাত, তিরোহিত-

"Now, whether we regard the great universe, or this small microcosm, the principle of the conservation of energy asserts that the sum of all the various energies is a constant quantity, that is to say, adopting the language of Algebra—

$(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)=$ a constant quantity.

This does not mean, of course, that (A) is constant in itself, or any other of the left-hand members of this equation, for, in truth, they are always changing about into each other—now, some visible energy being changed into heat or electricity; and, anon, some heat or electricity being changed back again into visible energy—but it only means that the sum of all the energies taken together is constant. We have, in fact, in the left-hand, eight variable quantities, and we only assert that their sum is constant, not by any means that they are constant themselves."— *The Conservation of Energy. P. 82-83.*

* প্রসিদ্ধ বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্টন তাঁহার "Lectures on Metaphysics" নামক গ্রন্থে কারণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক মূলোক্ত বচনসমূহের সহিত উদ্ধৃত হ্যামিল্টনের বাক্যসকলের সাদৃশ্য চিন্তা করিবেন।

When we are aware of something which begins to be, we are, by the necessity of our intelligence, constrained to believe that it has a cause. But what does this expression that it has a cause, signify? If we analyse our thought, we shall find that it simply means, that as we can not conceive any new existence to commence therefore all that now is seen to arise under a new appearance, had previously an existence under a prior form. * * * We are unable, on the one hand to conceive nothing becoming something or something becoming nothing."—*Hamilton's Lectures on Metaphysics. Vol. II., P. 377.*

তিমির-হৃদয়াকাশে সেই কারণে প্রতিফলিত হয় না, তত্ত্বদর্শী সেই কারণে জগৎকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন রূপে সৎ-পদার্থ বলেন না, তাঁহার কাছে ব্রহ্মভিন্ন জগৎ, মৃত্তিকাবিরহিত ঘটের ন্যায়, তন্তুহীন পটের মত, অসৎ-পদার্থ। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা। অতএব, ব্রহ্মবিদ্ জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন। কিন্তু, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই, অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈত-জ্ঞানের যিনি অধীন, সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ পার্থক্যবোধ যাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক, ঈপ্সিতের লাভে হর্ষ এবং অপ্রাপ্তিতে যাঁহার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, মুখে ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়াছে বলিলেও অন্তর যাঁহার রাগ ও দ্বেষে পূর্ণ, শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেও উচ্ছাস্ত্রিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে যিনি অক্ষম, তাঁহার কাছে জগৎ মিথ্যা নহে, তিনি কখন জগৎকে আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ মনে করিতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা, দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত বা করু-ণার্দ্র হৃদয় হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক, পরদুঃখে কাতর হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর অকর্ত্তব্য বা অসম্ভব, মায়ার বশে, কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ অথবা আত্মাকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, মুখে এ সকল কথা বলিলেও তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাস যে ঠিক ইহার বিপরীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য, বেদান্তাধ্যয়নের প্রসাদে, কিম্বা আজ-কাল'কার সহজপ্রতিভাবলে (Intuition) একদিনের মধ্যেই এরূপ বাক্যোচ্চারণ করিবার ক্ষমতা হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত, হৃদয়প্ররূঢ় দ্বৈতবুদ্ধিকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করা নিশ্চয়ই দুরূহ-ব্যাপার, কঠোরসাধনাসাধ্য।

ক্রিয়াভেদেই বস্তুর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যেরূপ ক্রিয়া হয়, দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার অন্তঃকরণে যেপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তদনুভূতিই—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজনিতক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধিই, বিষয়ের অনুভূতি এবং ক্রিয়াভেদেই পদার্থসম্বন্ধীয় অনুভূতিভিন্ন হইয়া থাকে। অগ্নির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তৎক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিতক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি হইতে ভিন্ন বলিয়া, আমরা অগ্নিকে 'অগ্নি' এবং জলকে 'জল' বলিয়া (অর্থাৎ, এতদ্বস্তুদ্বয়কে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথগ্‌রূপে), বুঝিয়া থাকি। তাপে, বস্তুর অণুসকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়, আণবিক বিশ্লেষণ (Dissolution—Segregation) ও প্রসারণ (Expansion) তাপের কার্য্য, শৈত্যে, বস্তুর অণুসমূহ আকুঞ্চিত—পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, হইয়া থাকে, অতএব, আণবিক আকুঞ্চন (Contraction) শৈত্যের কার্য্য *। যে

---

* "অপাং সংঘাতঃ বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।৮।

পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটীদ্বারা বুঝাইয়াছেন, জলের সংঘাত—ঘনীভাব (Soli-

শক্তিদ্বারা পরমাণুসকল পরস্পর সংহত হইয়া থাকে, তাহাকে আণবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) বলে। তাপশক্তি এই আণবিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে

---

dification) ও বিলয়ন—দ্রবীভাব (Fusion), এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজঃসংযোগদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা বলিলাম, পরস্পরসংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করা, আকুঞ্চিত দ্রব্যসকলকে প্রসারিত বা বিবৃত করা, তাপের কার্য্য এবং শৈত্যের কার্য্য ঠিক ইহার বিপরীত; কিন্তু ভগবান্ কণাদের উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটীদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, আকুঞ্চন ও প্রসারণ, দু'ই তেজের কার্য্য, কথাটা কি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ? আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, স্বাবলম্বনবিহীন, আত্মহারা ভারত-সন্তানদিগের বিশ্বাস, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কি বিজ্ঞানসম্মত, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই তদ্বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার যোগ্য, কোন তত্ত্বের বিজ্ঞান-সম্মতত্ব বা তদ্বিরুদ্ধত্বের নির্ব্বাচন করিবার বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই একমাত্র অধিকারী, সুতরাং সংঘাত ও বিলয়ন, এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজঃদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, ভগবান্ কণাদের এতদ্বাক্য বিজ্ঞান-সম্মত কি না, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্যানো কে (Ganot) জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"In treating of the general effects of heat, we have seen that its action is not only to expand bodies, but to cause them to pass from the solid to the liquid state. or from the latter state to the former, according as the temperature rises or falls; then from the liquid to the aeriform state, or conversely."—

Ganot's Natural Philosophy. P. 244.

তেজঃশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিলেই সকল সংশয় মিটিয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা, পূর্ণ ভাষা; সংস্কৃত শব্দই বিজ্ঞান। শব্দার্থ চিন্তা করা হয় না—ব্যাকরণকে যমের মত দেখা হয়, তা'ই আমাদের এত দুর্গতি। 'তিজ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' (উণা, ৪।১৮৮) প্রত্যয় করিয়া, 'তেজঃ,' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তিজ' ধাতুর অর্থ, নিশান—তনূকরণ ও পালন। পূজ্যপাদ দেবরাজযজ্ব-কৃত 'নির্ব্বচন-'নামক নিঘণ্টুটীকাতে তেজঃশব্দের যে নির্ব্বচন করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। নিরুক্তে তেজঃ শব্দটী জলার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে—

"अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
सूर्य्य यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা।

"यदजीता पूर्व्यो अग्ने यजीयान् द्विता च सत्ता स्वधया च शंभुः।
तस्यानु धर्म्म प्रयजा चिकित्वोऽथा नो धा अध्वरं देववीतौ ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।১।১৮।১৮।

"वायुर्वा अग्नेस्तेजः, तस्माद्वायुरग्निमन्वेति।"

ইত্যাদি শ্রুতিবচন সকলের তাৎপর্য্য এবং অথর্ব্ববেদসংহিতা হইতে উদ্ধৃত মন্ত্র সকলে ব্যবহৃত তেজঃ শব্দটীর অর্থ চিন্তনীয়।

শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের একটী সুন্দর ভাষ্য করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়প্রকাশিত বৈশেষিকদর্শনে উপরি-উদ্ধৃত কণাদসূত্রটীকে "অপাং সংঘাতঃ" ও "বিলয়নঞ্চ তেজঃ সংযোগাৎ" এই দুইটী সূত্রে বিভক্ত করিয়া, দুইটী পৃথক্ সূত্র

ক্রিয়া করে—পরস্পর-সংশ্লিষ্ট অণুসকলকে ইহা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। শৈত্য আণবিক আকর্ষণের অনুকূলতা করিয়া থাকে। শৈত্য, সুতরাং, সংসর্গবৃত্তি এবং তাপ, ভেদবৃত্তি।

ক্রিয়ামাত্রেই ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিনিষ্পাদ্য—যে কোনরূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হউক, তাহাই ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিসাধ্য। পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি বা সবিতা ও সাবিত্রী বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান (Attractive and repulsive forces) পরস্পরবিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ-শক্তিনিষ্পাদ্য। কেবল ভেদবৃত্তি অথবা নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গবৃত্তিশক্তিদ্বারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে না। কেবল ভেদবৃত্তি অথবা নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গবৃত্তি শক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে পারে না। জগৎ শক্তির বৈষম্যভাব হইতে প্রসূত, সুতরাং, কেবলভাব (শক্তিসাম্য) বৈষম্যময় (কর্ম্মাত্মক) জগতে থাকা সম্ভব নহে।

পরিবর্ত্তন-শব্দটীর প্রকৃত অর্থ স্মরণ থাকিলে, ক্রিয়ামাত্রেই যে পরস্পরবিরুদ্ধ-শক্তিদ্বয়সাধ্য, এ কথা দুর্ব্বোধ্য হইবে না। এক ভাব হইতে ভাবান্তরে যাওয়ার নাম, পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া। পরিবর্ত্তনের এই রূপ লক্ষণ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের যুগপৎ অনুভূতিই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি। কারণের আত্মভূত শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য, সুতরাং, কার্য্যের পূর্ব্বভাব শক্তি এবং শক্তিরই অপরভাব কার্য্য। একভাব বা সত্তাই পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে শক্তি ও কার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। জগৎ নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, কোন জাগতিক পদার্থ একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) মুহূর্ত্তকালের জন্যও অবস্থান করিতে পারে না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন, কার্য্যাত্মভাবের বা ক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্যের যুগপৎ উপলব্ধিই জাগতিক উপলব্ধি। এই কথাই বুঝাইবার নিমিত্ত পরমকারুণিক পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ছয়টী ভাববিকারের বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধিই জগৎ *। জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারহইতে বিনাশ বা তিরোভাব-বিকার-

---

রূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, স্থানাভাববশতঃ এ স্থলে তাহা বলিতে পারিলাম না, স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত চিন্তাশীলতার জন্য শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

* "অতোঽন্যে ভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ।"—নিরুক্ত।

ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে, ভাববিকার অনন্ত। "সহস্রং যাবদ্‌ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং"—৮।১০।১১৪। নিরুক্তে অনন্ত-ভাব-বিকারকে তবে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ইহার কারণ কি? ভগবান্ যাস্ক উপরি-উদ্ধৃত বচনদ্বারা শিষ্যের এতাদৃশ জিজ্ঞাসাই চরিতার্থ করিয়াছেন। ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, ভাববিকার যে অনন্ত, তাহা ঠিক, তবে অনন্ত-ভাব-বিকারকে যে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার কারণ, যত প্রকার ভাব-বিকার থাকুক না কেন, তাহা জন্মাদি প্রাগুক্ত ষড়্‌ভাববিকারেরই বিকার—ইহাদেরই

পর্য্যন্ত আমরা যে কিছু ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা দেশ-কাল-কৃত ভাবপৌর্ব্বাপর্য্য-ভিন্ন আর কিছু নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন কেন?—বুঝিলাম, ক্রিয়ার অনুভূতিই বস্তুর অনুভূতি, এবং ক্রিয়াভেদেই বস্তুর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানী বা সিদ্ধপুরুষের দেহে অগ্নি, জল, অমৃত, গরল প্রভৃতি বস্তুসকল বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না, অতএব, তাঁহারা ইহাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করিবেন কেন? পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের, স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চপ্রকার অবস্থা আছে। যে ব্যক্তি ভূতসকলের স্থূলত্বাদি পঞ্চবিধ অবস্থার প্রতি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সংযম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনি ভূতজয়ী হইয়া থাকেন, ভূতসকল তাদৃশ সিদ্ধপুরুষের বশীভূত হয়; পৃথিবী তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, জলে তিনি ক্লিন্ন হ'ন্ না, অগ্নি তদীয় শরীরকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে সক্ষম হয় না; অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার প্রাদুর্ভূত হয় *। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের যেরূপ পঞ্চবিধ বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে, প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ারও সেই প্রকার গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে; যে ব্যক্তি এই অবস্থাপঞ্চকের প্রতি সংযম করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, মনের ন্যায় (মন যেমন ক্ষণকালের মধ্যে বহুদূরে গমন করিতে পারে) তাঁহার শরীরের উত্তম গতি হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অল্প সময়ে বহুদূরে গমন করিতে পারেন; তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; শরীরহইতে বহু দূরে বিদ্যমান পদার্থসকলও জিতেন্দ্রিয় যোগির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে; অধিক কি, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা—তাঁহার নিদেশবর্ত্তিনী হ'ন্ †।

ভূত ও ইন্দ্রিয়-জয়ী সিদ্ধপুরুষ অনায়াসে বলিতে পারেন, অগ্নির দাহিকা শক্তি

বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র। শ্রেণীবিভাগ (Classification) দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, অনায়াসে মহৎহইতে মহত্তর পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, সামান্য-বিশেষবৎ লক্ষণ-প্রবর্ত্তন। অনন্তভাববিকার এই কারণেই ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ আবার—

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति।
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति॥"—

এই শ্রুতিবচনানুসারে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ, বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী ভাববিকারকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। "जन्माद्यस्य यत इति।"—বেদান্তদর্শন। ১।১।২।

* "स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः।"— পাং দং। বিভূতিপাদ, ৪৩ সূ।
"ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्म्मानभिघातश्च॥"— ঐ ৪৪ সূ।

† "ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः।"— পাং দং। বিভূতিপাদ, ৪৬ সূ।
"ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च।"— ঐ ৪৭ সূ।

শাস্ত্রে যাহা আছে, সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা শাস্ত্রস্মারক পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ যাহা বুঝাইয়াছেন, আমরা

নাই এবং অমৃত-গরলও ভিন্ন পদার্থ নহে। ব্রহ্মজ্ঞানী, এক ব্রহ্ম-ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ দেখিতে পা'ন না, সুতরাং, তাঁহার কাছে, ব্রহ্মছাড়া জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানির কাছে রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা বিষকে বিষ বলিয়া জানা এবং রজ্জুতে সর্পবোধ বা বিষে অমৃতবুদ্ধি, এই দ্বিবিধ জ্ঞানই ভ্রম—একটী সম্বাদি ভ্রম, অপরটী বিসম্বাদি ভ্রম, একটী তাত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি, অন্যটী প্রাধানিক মিথ্যাবুদ্ধি। ব্রহ্মজ্ঞানী একভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখেন না, তা'ই ব্রহ্মই তাঁহার কাছে বস্তু বা সৎ, তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, তদ্ব্যতীত সকলই স্বরূপতঃ অবস্তু—সকলই মিথ্যা *।

দ্বৈতজ্ঞানির কাছে জগৎ সত্য কেন?—অগ্নিতে হাত দিলে, যখন আমাদের দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ফেনাশ্মভস্ম—শঙ্খবিষ (Arsenic) খাইলেই যখন আমরা মরিয়া যাই, এটী আমার পুত্র, ও ছেলেটী আমার কেহ নয়, ইনি আমার মিত্র, ও আমার পরমশত্রু, এবম্প্রকার ঘোর দ্বৈতবুদ্ধি আমাদের মধ্যে যখন প্রবল, তখন অগ্নির দাহিকা-শক্তি নাই, অথবা অমৃত ও গরল সমান পদার্থ, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। এক ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, আমাদের নিকট এ কথা নিশ্চয়ই উন্মত্ত-প্রলাপবৎ অশ্রদ্ধেয় বা অর্থশূন্য কথা। দ্বৈতজ্ঞানির কাছে অগ্নি,—অগ্নি এবং জল,—জল; দ্বৈতজ্ঞানী অমৃত ও গরলকে কখন এক বলিতে পারেন না। কর্ত্তৃকরণাদি কারক-দ্বারা বিভক্ত জ্ঞান লইয়াই দ্বৈতজ্ঞানী বাস করেন, স্বস্বামিভাবাদি-সম্বন্ধজ্ঞান-ভিন্ন দ্বৈতজ্ঞানী অবিভক্ত বা অদ্বৈত-জ্ঞানের বিমল আলোক দেখিতে পা'ন না।

দ্বৈত কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?—দ্বি+ইত=দ্বীত, দ্বীতের ভাব, এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া, দ্বৈতপদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুইদ্বারা যাহা ইত—একাধিক ভাবদ্বারা যাহা জ্ঞাত—বুদ্ধির বিষয়ীভূত,

---

তাহা সম্পূর্ণরূপে (বাদ ছাদ দিয়া নহে) বিশ্বাস করি। অন্যে ইহা বিশ্বাস করুন, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় বিশ্বাস করিবার উপকরণ লইয়া, যিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকে যে কেহ তদ্বিষয়ে বিশ্বাসী করাইতে পারেন, আমরা, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রত বা কর্ম্ম করিতে করিতে, দীক্ষা—যোগ্যতা হয়, দীক্ষা বা যোগ্যতা হইলে, দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফল-লাভ হয়, কৃতকর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মাইলে, সত্যজ্ঞান-অনন্তব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়।

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ১৯।৩০।

কর্ম্ম না করিলে, দীক্ষা হয় না, দীক্ষাব্যতিরেকে দক্ষিণা পাওয়া যায় না এবং দক্ষিণা না পাইলেও শ্রদ্ধা হয় না। অতএব, যিনি কখন যোগাভ্যাস করেন নাই, যোগবিভূতিতে তাঁহার কখন বিশ্বাস হইতে পারে না।

* "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"—বৃহদারণ্যক।

অর্থাৎ, অদ্বৈত-জ্ঞান যাঁহার বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তৃকরণাদি কারক-বিভক্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া, অবিভক্তজ্ঞান যাঁহার প্রকাশিত হয়, দ্বৈতবুদ্ধি তাঁহার থাকিবে কেন?

তাহা দ্বীত, দ্বীতের ভাব 'দ্বৈত'। দ্বৈত শব্দটীর অন্যরূপ নিরুক্তিও হইতে পারে, যথা—দুইএর ভাব—দ্বিতা, যাহা দ্বিতা বা একাধিকভাবসম্বন্ধীয় তাহা 'দ্বৈত' *।

ক্রিয়া হইতে হইলে, পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, প্রবৃত্তি ও সংস্থানের সংযোগ প্রয়োজন, পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির সংযোগ-ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ক্রিয়া-জ্ঞান, সুতরাং, প্রবৃত্তি ও সংস্থান বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাব-বিকারদ্বয়ের জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান ক্রিয়াজ্ঞান, জগৎ, ক্রিয়া, কার্য্যাত্ম-ভাব বা ভাববিকার। অতএব, দ্বৈতজ্ঞানই জগৎ †।

একযুক্ত এক = দুই (১ + ১ = ২)। এক কি ? নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেছে, একরূপ ক্রিয়ানুভূতিই এক। তাহা হইলে দুই কোন্ পদার্থ ? দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতিই দুই। বুঝিতে পারা গেল, দ্বিত্বজ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধিজ বা আপেক্ষিক ‡ (Relative)।

---

* "द्वाभ्यां प्रकाराभ्यामितो-ज्ञातो विरुद्धोभयधर्म्मप्रकारकज्ञानविषयीधर्म्मीति यावत्। अथवा द्वयोः अनेकस्य भावो द्विता नानात्वं तत्सम्बन्धि द्वैतं। परमार्थदशायामद्वितीयस्यैव ब्रह्मणोऽङ्गीकारेण श्रुतिबाधितनानात्वावगाह्यन्तःकरणवृत्तिविशेषरूपमविद्यापरपर्य्यायं मिथ्याज्ञानम्।"—

হরিবল্লভকৃত বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণ।

অর্থাৎ, দুইপ্রকারদ্বারা—বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মপ্রকারকজ্ঞানদ্বারা ইত বা জ্ঞাত—দ্বীত, যাহা দ্বীতবিষয়ক, তাহা দ্বৈত। অথবা, দুই বা অনেকের ভাব—দ্বিতা, অর্থাৎ, 'নানাত্ব', যাহা দ্বিতা বা নানাত্ব-সম্বন্ধীয়, তাহা দ্বৈত। পরমার্থদশাতে—পারমার্থিকদৃষ্টির বিকাশে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মভিন্ন বস্তুন্তরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মবিদের কাছে এক-ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। শ্রুতি অদ্বৈতজ্ঞানকেই পারমার্থিক সত্যজ্ঞান বলিয়াছেন। নানাত্ববুদ্ধি—মিথ্যাবুদ্ধি, ইহা অন্তঃকরণবৃত্ত্যধীন জ্ঞান, ইহারই অপর পর্য্যায় অবিদ্যা। অবিদ্যা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবেই।—"यत्र हि द्वैतमिव, भवति तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितरइतरंरसयते तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरं मनुते, तदितरइतरंस्पृशति तदितर इतरं विजानाति। यत्र त्वस्य सर्व्वमात्मैवाभूत्तत् केन कं पश्येत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत् केनकं रसयेत्तत् केन कमभिवदेत्तत् केन कं शृणुयात्तत् केन कं मन्वीत तत् केन कं स्पृशेत्तत् केन कं विजानीयात्।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, দ্বৈতজ্ঞানে—দ্রষ্টৃ-দৃশ্য বা ভোক্তৃ-ভোগ্য, এবম্প্রকার বিভক্তজ্ঞানে, এক জন দ্রষ্টা—কর্ত্তা বা বিষয়ী এবং অন্যে দৃশ্য—কর্ম্ম বা বিষয়-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে মহাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অহং-ভাবে দেখিয়া থাকেন, আত্মেতর পদার্থ যাঁহার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না, তিনি আর কি দেখিবেন ? কাহাকে ভোগ্যরূপে নিশ্চয় করিবেন ? আত্মাহইতে পৃথক্ পদার্থই যখন নাই, তখন কোন্ পদার্থ আবার ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে বিবেচিত হইবে ?

† "But be this as it may, we are obliged to think of all objects as made up of parts that attract and repel each other ; since this is the form of our experience of all objects."—*First Principles.* P. 224.

‡ "द्वित्वादयः पदार्थाना अपेक्षाबुद्धिजा मताः।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

"We think in relations."—*H. Spencer.*"

এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এতদ্বাক্য শ্রবণ করিলে, আমরা কি বুঝিয়া থাকি?—এক ও আর এক বা একযুক্ত এক (১+১) এতদ্বাক্য নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপর অনুভূতিদ্বয়ের সমাহারসূচক। পূর্ব্বানুভূতি ও অপরানুভূতি বা পূর্ব্বানুভূতিযুক্ত অপরানুভূতি, এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এতদ্বাক্যের ইহাই অর্থ। পৌর্ব্বাপর্য্য, দেশকালকৃত *। এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এ কথার তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, পূর্ব্বকালানুভূতি+অপরকালানুভূতি, অথবা পূর্ব্বদেশানুভূতি+অপরদেশানুভূতি। কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ †, ক্রিয়া, কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার যে এক পদার্থ, পূর্ব্বে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অতএব কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ যে দ্বৈতজ্ঞানমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ঋগ্বেদ দুইকেই আদর করিয়াছেন—কার্য্যের কারণানুসন্ধান করাই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানলাভমূলক একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোন কার্য্যই অমূল বা নিষ্কারণ নহে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না এবং কার্য্যের কারণানুসন্ধান করাই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানলাভমূলক একমাত্র কার্য্য, কেবল এইটুকু বলিলেই কার্য্যের কারণানুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সমীচীন উপদেশ দেওয়া হয় না। এতৎসম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। বলিতে হইবে, কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে, যখন এরূপ কারণপ্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ কারণান্তরদ্বারা পিহিত (আচ্ছাদিত) নহে, যাহা অকার্য্য বা অবিকৃতি, সুতরাং, যাহা পরমকারণ, কারণানুসন্ধান তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক কার্য্যের পরমকারণপর্য্যন্ত অনুসন্ধান না করিলে, কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ভগবান্ এই কথাই বুঝাইয়াছেন—

"एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ अद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्व्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्‌प्रतिष्ठाः ।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ভাবার্থ—

বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না, সকল কার্য্যই সমূল, ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি

---

* "पौर्व्वापर्य्यं हि देशकालकृतं ।"—নিরুক্তভাষ্য।

"Now relations are of two orders—relations of sequence, and relations of co-existence."— *First Principles. P. 163.*

কালাকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য = Relations of sequence এবং দেশকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য = Relations of co-existence.

† "क्रियैव कालः ।"

উদ্দালক ব্রহ্মবিবিদিষু স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে এবম্প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! সকল কার্য্যই যখন সমূল, তখন নিশ্চয়ই শরীরকার্য্যের মূল বা কারণ আছে, অতএব, শরীরের মূল কি, তাহা বুঝাইয়া দিন। মহর্ষি উদ্দালক, পুত্রকর্ত্তৃক এই রূপে পৃষ্ট হইয়া, উত্তর দিলেন বৎস! অন্ন (অশিতপদার্থ)-ব্যতীত শরীরকার্য্যের আর কি কারণ আছে? ভুক্তান্ন জলদ্বারা * দ্রবীভূত এবং জাঠরাগ্নিদ্বারা পচ্যমান হইয়া, রসাদিভাবে পরিণত হয়। রসহইতে শোণিত, শোণিতহইতে মাংস, মাংসহইতে মেদ, মেদহইতে অস্থি, অস্থিহইতে মজ্জা এবং মজ্জাহইতে শুক্র-নামধেয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ন-বিকার শুক্রশোণিতের সংযোগে শরীরের উৎপত্তি এবং ভুজ্যমান অন্নদ্বারাই ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব, অন্নই দেহের মূল। যে অন্নকে দেহের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, ইহাও উৎপত্তিবিনাশশীল, সুতরাং, ইহাও কার্য্য বা বিকার-পদার্থ। যাহা কার্য্য, অবশ্যই তাহার কারণ আছে। অতএব, শ্বেতকেতু অন্ন দেহের মূল বা কারণ, এতাবন্মাত্র জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিও না; যতক্ষণ না পরমকারণকে ধরিতে পারিতেছ, ততক্ষণ কারণানুসন্ধান পরিসমাপ্ত হইল, মনে করিও না, এরূপ করিলে, প্রকৃততত্ত্বজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিবে। তা'ই বলিতেছি, অন্নের কারণ কি, তাহা পর্য্যালোচনা কর। অন্ন যেমন দেহের কারণ, জল সেইরূপ অন্নের মূল, অন্ন জল-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলও কার্য্য বা বিকারপদার্থ, তেজ ইহার কারণ। তেজও মূলপদার্থ নহে, ইহাও কারণান্তরের গর্ভধৃত। সৎপদার্থই তেজের কারণ। এই সৎপদার্থই পরমকারণ—ইহা অকার্য্য, ইহা কারণান্তরদ্বারা পিহিত নহে, সুতরাং, ইহাই জগতের মূলকারণ; স্থাবর-জঙ্গম নিখিল প্রজারই, এই অদ্বিতীয়, এই অকারণ সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই কারণ। ইহাঁর কোন কারণ নাই †। জগৎ যে কেবল সমূল, তাহা নহে, স্থিতিকালেও ইহা সদাখ্য পরব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। ঘটকারণ মৃত্তিকাব্যতীত ঘটের স্থিতি যেমন অসম্ভব, জগৎ-কারণ প্রাগুক্ত সন্নামক পদার্থব্যতিরেকে জগতের সত্তা বা স্থিতিও সেইরূপ অসম্ভব। জগৎ সমূল, সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ, সৎ বা ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

---

* "অশিতং আপনয়ন্তি দ্রবীকৃতং।"—শাঙ্করভাষ্য। Acid fluid or gastric juice and alkaline fluid or intestinal juice &c.

† "Thus all other modes of consciousness are derivable from experiences of Force; but experiences of Force are not derivable from anything else. * * * If, to use an algebraic illustration, we represent Matter, Motion, and Force, by the symbols *x*, *y*, and *z*; then, we may ascertain the values of *x*, and *y* in terms of *z*; but the value of *z* can never be found; *z* is the unknown quantity which must for ever remain unknown."—*First Principles. P. 169—170.*

পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত অমূল্য শ্রুতিবচন ও চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরের উক্তির মূল্য এক মনে করিবেন না। আমরা পরে দেখাইব, উভয়ের প্রভেদ কত।

প্রলয়ের কারণ। মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যেমন 'ঘট' এই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়—মৃত্তিকাবাদে ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব যেমন তিরোভূত হয়, সেইরূপ বিশ্বের মূল-কারণ সদাখ্য পদার্থ-ব্যতীত বিশ্বের অস্তিত্ব থাকে না।

জ্ঞান (Consciousness) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহা আপেক্ষিক। পরিবর্ত্তন—ক্রিয়া বা কার্য্যাত্মভাবের জ্ঞানকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া জানি। কার্য্য, কারণেরই পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) অবস্থা; কার্য্যমাত্রেরই একটী পরমকারণ (Unconditioned cause) বা পরিচ্ছিন্ন-ভাবের মূলে নিশ্চয়ই অপরিচ্ছিন্নভাব—অনন্তসত্তা (Absolute Reality by which it is immediately produced) আছে, পারমার্থিক সত্তাজ্ঞান, চিন্তাশীল—সংসারিকদ্বারা এইরূপে অনুমিত হইয়া থাকে মাত্র। যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিতে না পারিলে—বৃত্ত্যধীন জ্ঞান একেবারে তিরোহিত না হইলে, পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। অতএব, চিত্তবৃত্তি যত-দিন না সম্যক্‌প্রকারে নিরুদ্ধ হয়, ততদিন সকলকেই পরিচ্ছিন্নজ্ঞান বা দ্বৈতবুদ্ধি লইয়া, অবস্থান করিতে হইবে। অদ্বৈত বা অবিভক্ত জ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও সংসারী যথাযথরূপে তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে। সাংসারিকের কাছে দ্বৈতজ্ঞানই প্রধান। নিখিললোকব্যবহার দ্বৈতজ্ঞানদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা ও ঘট, এই বস্তুদ্বয় পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মৃত্তিকা কারণ, ঘট ইহার কার্য্য। কারণশূন্য কার্য্য থাকিতে পারে না। যতদিন ঘট থাকিবে, তত-দিন মৃত্তিকা ইহাকে ত্যাগ করিবে না। মৃত্তিকা যে ঘটের কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, সত্য, কিন্তু মৃত্তিকাজ্ঞান ও ঘটজ্ঞান সমান নহে, ঘটের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা-শব্দ ব্যবহার করিলে, ঘটশব্দো-চ্চারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মৃত্তিকাহইতে কুম্ভকারেরা চিরদিনই ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে, তথাপি মৃত্তিকার মৃত্তিকারূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, সকল মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইয়া যায় নাই, মৃত্তিকা ও ঘটের (কারণ ও কার্য্যের) স্বতন্ত্র সত্তা অব্যাহতই আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি, কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা-ভেদে ভাব দ্বিবিধ, তন্মধ্যে কারণাত্মভাব কূটস্থ-নিত্য এবং কার্য্যাত্ম-ভাব প্রবাহরূপে নিত্য; বুঝিয়াছি, জগৎ, কার্য্যাত্মভাব এবং ইহা প্রবাহরূপে নিত্য; বুঝিয়াছি, পর ও অপর-ভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব, তন্মধ্যে পরব্রহ্ম সত্ত্বলক্ষণ—সন্মাত্রলিঙ্গ, তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-ময় বা বিকারাত্মক নহেন, * তিনি অমৃত—অপরিণামী। অপরব্রহ্ম, ভাববিকার, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়। আবির্ভাবাত্মক রজঃ এবং তিরোভাবাত্মক তমঃ উভয় পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব,

* শব্দস্পর্শাদি, ঘাতপ্রতিঘাতজনিত বীচিতরঙ্গ (Vibratory motion)—ভিন্ন আর কিছু নহে, আমরা পরে এ কথা বিশদরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অপরব্রহ্মের ইহাই স্বরূপ। ভগবান্ যাস্ক রজকে কাম এবং তমকে দ্বেষ বলিয়াছেন *। রাগ ও দ্বেষই যে কর্ম্মহেতু † এবং জগৎ যে কর্ম্মের মূর্ত্তি, তাহা পূর্ব্ব-বিদিত বিষয়। অতএব, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞানই জাগতিকজ্ঞান; ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, সুতরাং, জাগতিকজ্ঞান ও দ্বৈতজ্ঞান—জাগতিকজ্ঞান সম্বন্ধাত্মক। জগৎ বা কার্য্যাত্মভাব প্রবাহরূপে নিত্য, অতএব, দ্বৈতজ্ঞানও প্রবাহ-রূপে নিত্য।

ঘটের সহিত মৃত্তিকার ন্যায় দ্বৈতজ্ঞানের সহিত অদ্বৈতজ্ঞানের, অর্থাৎ, কার্য্যের সহিত কারণের নিত্যসম্বন্ধ। দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাতে অদ্বৈতজ্ঞান সদা বিদ্যমান, অপরভাব কদাচ পরভাববিরহিত নহে। বুঝিতে পারা গেল, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈত-বাদ দু'টাই সত্য। শুদ্ধসত্ত্ব, নিষ্কাম, ব্রহ্মজ্ঞানির কাছে অদ্বৈতজ্ঞানই অব্যভি-চারিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানী এক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পা'ন না। অবিদ্যা কাম-কর্ম্মদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ, বিক্ষিপ্তচিত্ত বহির্মুখ ব্যক্তি, দ্বৈতজ্ঞানছাড়া অদ্বৈতজ্ঞানের কোন সংবাদ রাখেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার অগম্য। ঋগ্বেদ-সংহিতা বক্ষ্যমাণ বচন-সমূহদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈত এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसाचरामि।
यदामागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ‡।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২১।২২।

ভাবার্থ—

ইদং-পদবাচ্য জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম বা আত্মা-হইতে পৃথক্ বস্তুন্তর নাই, কার্য্য,

---

* "महानात्मा त्रिविधीभवति सत्त्वं रजस्तम इति, सत्त्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठत्यभितो रज-स्तमसी। रजः इति कामं द्वेषस्तमः।"—निरुक्तपरिशिष्टे।

† "The attractions and repulsions exerted between the molecules of bodies, are forces."—*Ganot's' Natural Philosophy. P. 16.*

এতদ্বাক্য স্মরণ করিবেন।

‡ 'न' एतत् अहं 'वि' विस्पष्टं 'जानामि'—'यदि वा इदं अस्मि' कारणं परं ब्रह्माख्यम्? अथवा इदं तत्कार्य्यं द्वैतमस्मीति। अनयोः कार्य्यकारणयोर्द्वैताद्वैतयोरन्तरा वर्त्तमानः 'निण्यः' अन्तर्हितः, अविद्यया 'सन्नद्धः' च। अनेकैः सन्देहयन्त्रिभिः 'मनसा' उभे अपि द्वैताद्वैते 'चरामि' गच्छामीत्यर्थः। एवं सति 'यदा' 'मा' मां 'अगन्' माम् आगच्छेत् 'प्रथमजा' बुद्धिः, सा हि सर्व्वेन्द्रियेभ्यः प्रथमं जायते 'ऋतस्य' सत्यस्य आदित्यस्य सम्भूता, सत्या हि प्रज्ञा बुद्धिः प्रतीचसर्व्वसंशया, तया सर्व्वमिदमसंशयं परिज्ञाय विमलं कारणमनन्तं तत्त्व द्वैतमद्वैतम् इति। अथ अस्याः ऋतप्रज्ञा-तायाः 'वाचः' 'भागम्' 'अहम्' 'अश्नुवे' अश्नुयाम्, यद्दिव्यं श्रुत्वा मामभिवदति तत् सर्व्वमक्-षाम् यामित्यर्थः" ।—निरुक्तभाष्ये दैवतकाण्ड।

কারণহইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে*, ইত্যাদি শাস্ত্রবচনসকলের প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসে বলিতে ও ভাবিতে পারেন, আমিই বিশ্ব, আমি (অহং) বা সচ্চিদানন্দব্রহ্ম-ছাড়া জগতের স্বতন্ত্র আকৃতি—পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। শুনিয়াছি, ব্রহ্মই জগৎ, আত্মাই বিশ্ব, আমিই কৃৎস্ন-প্রপঞ্চ, কিন্তু কার্য্য-কারণ বা দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে বর্ত্তমান, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ (মায়াপরিবেষ্টিত), বহির্ম্মুখ, সুতরাং, বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, আমি কিরূপে বলিব, 'আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগদাকারে?' পরিচ্ছিন্নহৃদয় আমার, অহং ও মম বা আমি ও আমার-ইত্যাকার দ্বৈত বুদ্ধি আমাতে সম্পূর্ণরূপে প্রবল, দুঃখে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত এবং সুখে প্রসারিত হয়, নিন্দায় ক্লেশ এবং স্তুতিতে আমার হর্ষ হইয়া থাকে, দুর্জ্জয় কাম-রিপুকে জয় করিতে আজিও আমি সক্ষম হই নাই, তবে আমি কেমন করিয়া বলিব, "অহমেবেদং সর্ব্বং", অর্থাৎ, আমিই সব, আমা-ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই। অতএব, আমিই ব্রহ্ম, আমিই বিশ্ব, এ কথা স্পষ্টতঃ আমি বলিতে পারি না; "একমেবাদ্বিতীয়ং",—এক ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই শাস্ত্রোদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যগ্রূপে অনুভব করিবার আমি অযোগ্য। তবে কি আমি কেবল কার্য্য? আমি শুদ্ধ দ্বৈত? না, তাহা নয়, অদ্বৈত-ভাব যে আমার পশ্চাতে রহিয়াছে, আমি যে দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী, তাহাও বুঝিতে পারি। "মনসা চরামি", অর্থাৎ, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ হইয়া দ্বৈতা-দ্বৈতময় জগতে—সংশয়াত্মক মনের বশে আমি বিচরণ করিতেছি—ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া বিবিধ দুঃখ. অনুভব করিতেছি, আমি এখন বৃত্ত্যধীন †। অদ্বৈতজ্ঞানের—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির, কি কখন বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে? দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী মানব কি কখন সর্ব্বদুঃখহর শান্তিময় অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন না? উত্তর—পারেন। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—চিত্ত-প্রত্যক্প্রবণজনিত অনুভাব-আদিভূতজ্ঞান যখন আমাকে প্রাপ্ত হইবে—ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, যখন আমি অতীন্দ্রিয় সনাতন জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিব, বহির্ম্মুখীন চিত্তবৃত্তিকে যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যখন আমি অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিব, তখনই আমার অদ্বৈত-জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইবে—আমার সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইবে, এক ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, এ অমূল্যোপদেশের মর্ম্ম তখনই আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব ‡।

---

* "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

† "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।"—পাং দং।

‡ "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"—কঠোপনিষৎ, চতুর্থী বল্লী।

অর্থাৎ, স্বপ্রকাশ পরমাত্মা রূপরসাদি-বাহ্যবিষয় গ্রহণকরিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করি-

অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ঋগ্বেদ দ্বৈতাদ্বৈত, দুই মতকেই আদর করিয়াছেন। জগৎ, কার্য্য ; কার্য্যশব্দটীর অর্থই দ্বৈতভাব, পরিবর্ত্তন কখন একভাবে থাকিয়া হইতে পারে না *।

দ্বৈতজ্ঞানেই প্রমাণের আবশ্যকতা, অর্থাৎ, লোকব্যবহার প্রমাণাধীন।— জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান (Cousciousness consists of

---

য়াছেন, লোকসকল এইনিমিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয়, অন্তরাত্মাকে দেখিবার করণ নহে। তবে কে কোন্ উপায়ে তাঁহাকে দেখিতে পান ? সংসার অনিত্য, সংসার দুঃখময়, যাঁহার হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থির হইয়াছে, আমরা যাহা চাই, সংসার তাহা দিতে পারে না, তাহা দিবার শক্তি সংসারের নাই, যিনি এ কথা ঠিক বুঝিয়াছেন, অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভেচ্ছু তাদৃশ ধীর (বিবেকী) ব্যক্তি বাহ্যবিষয়হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া—বহির্মুখ-চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পা'ন্। উপরি-উদ্ধৃত ঋঙ্-মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যই কঠোপ-নিষদ্বচনদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর কতকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ উপায়ে মানবের অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি বলিয়া দিতে পারেন নাই। মানব এরূপ অবস্থা পাইতে পারে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাহাই বিশ্বাস করেন না। তবেই বলিতে হইল, পণ্ডিত স্পেন্সরকে পথপ্রদর্শক করিলে, আমাদের চলিবে না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সাধন করিতে হইলে, বেদের চরণ আশ্রয় করিতেই হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের উক্তি—

"Observe in the first place, that every one of the arguments by which the relativity of our knowledge is demonstrated, distinctly postulates the positive existence of something beyond the relative. To say that we cannot know the Absolute, is, by implication, to affirm that there *is* an Absolute. In the very denial of our power to learn *what* the Absolute is, there lies hidden the assumption *that* it is ; and the making of this assumption proves that the Absolute has been present to the mind, not as a nothing, but as a something."—

First Principles. P. 88.

ভাবার্থ—

যে সকল যুক্তিদ্বারা জাগতিক বা উৎপত্তিশীল জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব (সম্বন্ধাত্মকত্ব) প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের প্রত্যেকেই, দ্বৈত বা সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের বহিঃস্থিত পরিবর্ত্তনরহিত স্থিরসত্তাক পদার্থ-বিশেষের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ সিদ্ধ করিয়া থাকে। আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান আপেক্ষিক বা দ্বৈত, যে সকল যুক্তিদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়, দ্বৈতজ্ঞানের বাহিরে যে অদ্বৈতজ্ঞান আছে, প্রমাণান্তরব্যতিরেকে কেবল তাহাদিগেরদ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈতজ্ঞান আমরা অনুভব করিতে পারি না, এই কথা বলিলেই অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈতজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল। অখণ্ডৈক-রস ব্রহ্মের উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, যিনি এ কথা বলেন, অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের অস্তিত্ব তিনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন না। স্পষ্টতঃ না হইলেও অদ্বৈতভাবের ভাবত্ব তাঁহার হৃদয়ে যে প্রতিভাত হয়, অদ্বৈতভাব অসৎপদার্থ নহে, তাহা যে তিনি বুঝেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ম্যান্সেল ও হ্যামিল্টনের মত খণ্ডন করিবার জন্ত পণ্ডিত স্পেন্সর এই সকল তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন।

changes); দ্বৈত বা আমি ও আমার ইত্যাকার মায়াপরিচ্ছিন্ন (বিভক্ত) জ্ঞান-হইতেই ক্রিয়া বা কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, সন্দৃষ্ট (প্রমাণদ্বারা প্রমিত-বুদ্ধির বিষয়ীভূত) অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, প্রমাতা বা জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদনন্তর স্থূলরূপে কর্ম্মারম্ভ হয়; কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক, ঈপ্সিত বস্তুর গ্রহণ এবং অনীপ্সিতরূপে নিশ্চিত বস্তুর ত্যাগই কর্ম্মের স্বরূপ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বস্তুর হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব কোন্ উপায়ে নিশ্চিত হইয়া থাকে?

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় ক্রিয়া-দ্বারা ক্রিয়া বা কর্ম্ম ঈপ্সিততমরূপে অবধারিত হইয়া থাকে *। সন্দর্শনাদি ক্রিয়াই নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় (সিঁড়ীর মত) দ্রষ্টা বা প্রমাতাকে দৃশ্যের সহিত সম্বদ্ধ করে †। যে কোনরূপ কর্ম্মই হউক না কেন, তাহাই সন্দর্শনাদি পর্ব্বত্রয় অতিক্রম করিয়া তবে স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়; সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, কর্ম্মমাত্রেরই ইহারা যথাক্রমে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাহাদের গ্রাহ্যবিষয়সকলের সন্নিকর্ষ হইলে পর, যে যেরূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতিই বাহ্যপদার্থানুভূতি এবং ক্রিয়ার ভিন্নাভিন্নত্বই যথাক্রমে পদার্থ-সম্বন্ধীয় ভেদাভেদবুদ্ধির হেতু। অগ্নির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যেরূপ ক্রিয়া হয়, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়া তদ্রূপ নহে, অগ্নি ও জল এই জন্য আমাদের কাছে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এখন জানিতে হইবে, অগ্নির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে ক্রিয়া হয়, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়া যে তাহাহইতে ভিন্ন, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিয়া থাকি? সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য (Identity and Difference) বুদ্ধি, একটী বস্তুর সহিত তদিতর বস্তুর তুলনা-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তত্তৎক্রিয়ানুভূতির উপরাগ (Copy or image) আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা অনুভূত ক্রিয়ার ভাব চিত্তে লগ্ন হইয়া থাকে, মনের তাদৃশ শক্তিকে ধৃতিশক্তি (The power of retention) বলে। মনের যদি ধৃতিশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সবিকল্পক, সপ্রকারক বা বৈশিষ্ট্যা-বগাহিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না। ধৃতিশক্তি-ছাড়া মনের আর কতক-গুলি শক্তি আছে, সবিকল্পক জ্ঞানোৎপত্তিতে তাহাদেরও সহায়তা নিতান্ত প্রয়ো-জন। যে শক্তিদ্বারা মন, একপ্রকার অনুভূতিকে অন্যপ্রকার অনুভূতিহইতে

---

* "क्रियापि क्रिययेप्सिततमा भवति। कया क्रियया? सन्दर्शनक्रियया प्रार्थयति क्रियया-ऽध्यवस्यति क्रियया च।"—মহাভাষ্য। ১।৪।৩।

† "क्रियाहि निःश्रयणीव सम्बन्धं करोति।"—মঞ্জুষা।

ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ, যদ্দ্বারা আমাদের বিবেকপ্রতিপত্তি হয়, মনের তাদৃশ শক্তিকে বিবেকশক্তি (The power of Discrimination) বলে। অঙ্গুলি-দ্বারা পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে, স্পর্শকর্ত্তাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও যে শক্তিদ্বারা আমরা স্পর্শকর্ত্তাকে বুঝিতে পারি, তাহা বিবেকশক্তির কার্য্য *।

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র কোন কিছু আছে ইত্যাকার অবিকল্পিত, নাম জাত্যাদিযোজনারহিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহি—নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপ-লভ্যমান পদার্থ, 'ইহা, এই' এতদ্রূপ বিশেষণবিশেষ্যভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে মাত্র। পদার্থসম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞান—সবিকল্পক অনুভূতি (Definite) সংকল্পাখ্য মানসশক্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সংকল্পশক্তিই পদার্থসম্বন্ধীয় সবিকল্পক বা বিশিষ্টজ্ঞানোৎপত্তির সাধন †।

অতএব, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে ইহা অগ্নি, উহা জল, এটী বিষ, ওটী অমৃত-ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞান সংকল্পশক্তিদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

* "मनएव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टोमनसा विजानाति।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

যে সকল মানসশক্তিদ্বারা আমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া থাকি, তাহাদিগকে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(1) The Power of Discrimination, (2) The Power of Detecting Identity, (3) The Power of Retention.

"Only in an incidental manner, then, need I point out that the mental powers employed in the acquisition of knowledge are probably three in number."— *The Principles of Science.*

† "तत्र प्रत्यक्षं द्विविधं निर्व्विकल्पकं सविकल्पकञ्चेति। तत्र नामजात्यादियोजनारहितं वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं निर्विकल्पकम् * * * सविकल्पकं च विशिष्टज्ञानं यथा गौरयमिति।"—তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ্ঞান, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। নামজাত্যাদি-যোজনারহিত (ইহা অমুক জাতি, অর্থাৎ, এটী মনুষ্য, ওটী অশ্ব ইত্যাদি যোজনাশূন্য), বৈশিষ্ট্যানব-গাহি নিষ্প্রকারক বা সামান্যাস্তিত্বজ্ঞানই—নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞান—বিশিষ্টজ্ঞান—ইহা অমুক ইত্যাকার বিকল্পিতজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষমাত্রেই কোন কিছু আছে, এইরূপ অবিশিষ্টজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, ইহাকে আলোচনাজ্ঞানও বলে। আলোচনজ্ঞান হইবার পর সংকল্পা-ত্মক মন, প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদন্তা নির্দ্ধারণ করে, উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে কল্পনা করে।

‡ "सङ्कल्पकं मन इति, सङ्कल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते आलोचितमिन्द्रियेण वस्त्विदमिति सम्मुग्ध-मिदमेवं नैवमिति सम्यक् कल्पयति। विशेषणविशेष्यभावेन विवेचयतीति यावत्।"—

তত্ত্বকৌমুদী।

মনের ধৃতিশক্তি আছে, অর্থাৎ, অনুভূত বিষয়ের উপরাগ চিত্তপটে লাগিয়া থাকে, মন বিবেকশক্তিবিশিষ্ট, অর্থাৎ, ইহা একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতিহইতে পৃথক্ করিতে পারে এবং পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য বিচার করিবার শক্তিতে মন শক্তিমান, তা'ই আমরা সবিকল্পকজ্ঞানে জ্ঞানী, তা'ই পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে আমরা সক্ষম এবং এইজন্যই বিজ্ঞানের (Science) আবিষ্কার হইয়াছে *।

কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা জানিতে পারি না; প্রত্যেক পদার্থই, তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থান্তরের সহিত তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান যে আপেক্ষিক বা দ্বৈত, উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক, উপরি-উল্লিখিত বচনসমূহদ্বারা ইহাও স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইল †।

যে বস্তু বা ব্যক্তিহইতে একবার সুখোৎপত্তি হয়, তজ্জাতীয় বস্তু বা তদ্ব্যক্তিকে পুনরপি পাইবার জন্য এবং দুঃখপ্রদ বস্তু বা ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবার নিমিত্তই সকলে চেষ্টা করে, ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্তি এবং দুঃখপ্রদ, সুতরাং, অনীপ্সিত পদার্থের ত্যাগের জন্যই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন্ বস্তু বা ব্যক্তি সুখপ্রদ এবং কাহারাই বা দুঃখজনক, প্রমাণই তাহার নির্ণায়ক।

প্রমাণ কোন্ পদার্থ।—'প্র' উপসর্গ পূর্ব্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া, প্রমাণ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'মা' ধাতুর অর্থ মান ‡। যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়; প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে।

সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য (Identity and difference) বিচারদ্বারাই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভ

* পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, বেদের তাহাই অবিদ্যা বা তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি, বেদচরণাশ্রিত যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেবের ইহাই বৃত্ত্যধীন জ্ঞান। ইহারই নিরোধে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে।

† "No object can be understood by itself. We comprehend any thing the better the more we know of other things distinct from, but related to it."—

Mivart's Lessons in Elementary Anatomy.

"We think in relations. This is truly the form of all thought, and if there are any other forms, they must be derived from this."—*First Principles.*

"Our knowledge begins, as it were, with difference; we do not know any one thing of itself, but only the difference between it and another thing; the present sensation of heat is, in fact, a difference from the preceding cold."—

Prof. Bain's Mind and Body. P. 81.

দ্বৈত কথাটার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের মধ্যে (যাহা দুই প্রকার—বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মপ্রকাশক জ্ঞানদ্বারা ইত—জ্ঞাত, তাহা দ্বীত এবং যাহা দ্বীতবিষয়ক, তাহা দ্বৈত) উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যসকলের ভাবার্থ লুক্কায়িত আছে।

‡ "মা মানে", অদাদি, অথবা, "মাঙ্ মানে শব্দে চ", জুহোত্যাদি 'মা' to measure.

হইয়া থাকে। কোন বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, আমরা বিদিততত্ত্ব-বস্বন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া থাকি *।

জগৎ, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বটে, প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমাদের নয়ন-সম্মুখে নূতন নূতন বিচিত্র চিত্র ধারণ করিতেছে সত্য, সংসার যে ঠিক নাট্যশালা—রঙ্গভূমি, নাট্যশালাতে নাটকাভিনয় দেখিতে যাইলে, প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই যেমন নূতন নূতন দৃশ্য দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, জগদ্রঙ্গভূমিতেও যে তদ্রূপ প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধীরভাবে জগদ্রঙ্গভূমির নাটকাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দ্রষ্টা বুঝিতে পারেন, বিশ্ব-নাটকাভিনেতৃবর্গ, প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে ধরিলেও তাঁহারা এমন কোন নূতন দৃশ্য দেখাইতে পারেন না, যাহা কোন না কোন অংশে, পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের সদৃশ, এরূপ কোন অভিনয় বিশ্বরঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা পূর্ব্বাভিনীত অভিনয়হইতে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক্। একজন সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল দর্শক, বিশ্বরঙ্গশালাভিনীত-অভিনয়-ব্যাপার যদি কিছু অধিক দিন ব্যাপিয়া সন্দর্শন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার উপলব্ধি হয়, ইহার অভিনেয়পদার্থজাতের অবান্তরভেদ অসংখ্য হইলেও সামান্য বা ঔৎসর্গিক-ভেদ অসংখ্য নহে, ব্যক্তিগত-ভেদ অপরিসংখ্যেয় হইলেও, জাতিগত-ভেদ সংখ্যাতীত নহে, Species অগণ্য হইলেও Genus অগণ্য নয়। এবং চিন্তাশীল দর্শক ইহাও জানিতে পারেন, বিশ্বনাট্যশালার পটপরিবর্ত্তন অনিয়মিত-রূপে সংঘটিত হয় না—বিশ্বনাট্য, লয়শূন্য নহে—ইহার অভিনেতৃবর্গ তালজ্ঞান-বিহীন ন'ন। যে কোন রাগরাগিণীর আলাপ হউক না কেন, তাহাই ষড়্জাদি সপ্তস্বর (ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি)-বিশিষ্ট মূর্চ্ছনা, তাহাই শ্রুতিগমকাদি-বিভূষিত লোকচিত্তহারিধ্বনি। বিশ্ববীণা তালে বাজে, বিশ্বনর্ত্তকী তালে নৃত্য করে, বিশ্ব-গায়ক তালে গায়। বিশ্ববীণা যদি তালে না বাজিত, বিশ্বনর্ত্তকী যদি তালে নৃত্য না করিত, বিশ্ববাদক যদি বিতালে বাজাইত, এক কথায় বিশ্বের পরিবর্ত্তনকে আমরা যদি সামান্য-বিশেষ বা সজাতীয়-বিজাতীয় বিভাগে বিভক্ত করিতে না পারিতাম, জাগতিক পরিণামসকলকে যদি আমরা অনুবৃত্ত বা ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে অপারগ হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরদিন বিজ্ঞানহীন হইয়া থাকিতে

---

* পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, স্বপ্রণীত বৈশেষিকদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে, পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারাই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন ; যথা—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"

"Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity."—

Principles of Science. P. 1.

হইত, তাহা হইলে আমরা কখন মননশীল মনুষ্য, এই নাম বা মানবোচিত আকার প্রাপ্ত হইতাম না। জ্ঞানই যদি মানবের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা চিরকাল জ্ঞানহীন হইলে, যাহা হয়, তাহা হইয়া থাকিতাম *। অতএব, বিশ্বপরিবর্ত্তন বহুবিধ হইলেও অনিয়মিত নহে—জাগতিকপরিণাম নানা-প্রকার হইলেও তাহা সাম্যবৈষম্যবুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। পরিণামের নিয়ম না থাকিলে, কি জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology), কি চিকিৎসা, কি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইত্যাদি কোন প্রকার প্রাকৃতিকবিজ্ঞানেরই উৎপত্তি হইত না; তাহা হইলে, ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, এই পরিণামত্রয়ে চিত্ত সংযম করিয়া যোগী কখন ত্রিকালের সংবাদ জানিতে পারিতেন না †; তাহা হইলে বসন্তের পর আবার বসন্তের রূপ দেখিবার, শরদের পর আবার শারদীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিবার, আশা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত না; তাহা হইলে তার্কিকের ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞান উদিত হইত না। অতএব, জাগতিকগতির নিয়ম আছে, পরিণাম, নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন—শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আমাদের সমস্ত বৃত্ত্যধীনজ্ঞানই সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচারহইতে গৃহীতজন্ম। পূর্ব্বানুভূতির সহিত তুলনা না করিয়া, আমরা কোন পদার্থ-কেই জানিতে পারি না, কোন পদার্থকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, আমরা তাহাকে অন্যজ্ঞাত পদার্থের সহিত মিলাইয়া থাকি। সামান্যক্রিয়াদ্বারা আমরা বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিমাত্র; বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যবিচারাধীন। প্রমাণ শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা অবগত হইয়াছি, যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে এবং এখন বুঝিলাম, উৎপত্তিবিনাশশীল বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান আপেক্ষিক, পরিচ্ছিন্ন বা মায়িক-জ্ঞান, সম্বন্ধবিষয়ক—সবিকল্পক; পদার্থের ইদন্তানুভূতি, পূর্ব্বানুভূতির তুলনায় জন্মিয়া থাকে, কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা অবগত হইতে পারি না, পদার্থসম্বন্ধায় বিশিষ্টানুভূতি, তদ্ভিন্ন অথচ কোন না কোনরূপ সম্বন্ধে তৎসম্বদ্ধ

---

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলিয়া বুঝাইয়া-ছেন, বেদের তাহাই অবিদ্যা বা তাত্ত্বিক-মিথ্যাবুদ্ধি, বেদচরণাশ্রিত যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেবের ইহাই বৃত্ত্যধীন জ্ঞান। ইহারই নিরোধে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এখন বলি-তেছি, বিশ্বের পরিবর্ত্তনকে, যদি আমরা সামান্য-বিশেষ বা সজাতীয়-বিজাতীয় বিভাগে বিভক্ত করিতে না পারিতাম, জাগতিকপরিণামসকলকে অনুবৃত্ত বা ব্যাবৃত্ত-বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে যদি আমরা অপারগ হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরদিন বিজ্ঞানহীন হইয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে আমরা কখন মননশীল মনুষ্য, এই নাম বা মানবোচিত আকার প্রাপ্ত হইতাম না; সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হইবে, আমাদের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত শেষোক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ এ স্থানে তাহা দেখাইতে পারিলাম না, পরে দেখাইব।

† "পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।"—পাং দং, বিভূতিপাদ, ১৬সূ।

পূর্ব্বোৎপন্ন অনুভূতির প্রমাণে নিশ্চিত হইয়া থাকে। অতএব, সবিকল্পক জ্ঞান যে প্রমণাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বা লোকব্যবহারও এই-জন্য প্রমাণাধীন। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সকলেই যদি প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, তবে কর্ম্মমাত্রেই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফলপ্রসূ না হয় কেন?—বুঝিলাম পশুপক্ষ্যাদি ইতরজীবহইতে সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতিপর্য্যন্ত সকলেই অবিশেষে প্রমাণানুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, বিনা প্রমাণে কেহই কোনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এখন বুঝিতে হইবে—সকলেই যদি প্রমাণানুসারে কর্ম্ম করে, প্রমাণের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করা যদি স্বভাবের নিয়মবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কর্ম্মই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফল-প্রসূ না হয় কেন?

সিদ্ধান্ত হইল যদ্দ্বারা কোন কিছু 'মিত হয়—বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হয়, বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারাই আমরা উপস্থিত পদার্থকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকি * সুতরাং, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের অভ্রান্তত্বের উপরি পশ্চাজ্জনিষ্যমাণ জ্ঞানের অভ্রান্তত্ব নির্ভর করে, প্রত্যক্ষে কোন-রূপ ভ্রান্তি না থাকিলেই প্রত্যক্ষোপজীবক অনুমানও ভ্রান্তিশূন্য হইয়া থাকে।

কাহার প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইতে পারে?—কার্য্য, কারণগুণপূর্ব্বক, সুতরাং কারণে দোষ থাকিলে, কার্য্যও দূষিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ, প্রত্যক্ষের কারণ, অতএব, ইন্দ্রিয় যদি দূষিত না হয় এবং বিষয়ের সহিত যদি ইহার যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইতে পারে। ভগবান্ কণাদ এইজন্যই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ-হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ-শক্তি মিথ্যাজ্ঞানের হেতু, এতদ্বাক্যের সহিত ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষহইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ কথার কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, অপূর্ণশক্তির প্রত্যক্ষ কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না। সংসার, অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি—জগৎ মায়াময়; মায়াময় জগতে অভ্রান্ত বা সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে কিরূপে?

প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এ লক্ষণ তাহা হইলে অন্বর্থ হয় কৈ?—প্রমা বা সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে

---

* "মিতেন লিঙ্গেনার্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্।"—বাৎস্যায়নভাষ্য।

"The fundamental action of our reasoning faculties consists in inferring or carrying to a new instance of a phenomenon whatever we have previously known of its like, analogue, equivalent or equal"—*Principles of Science.*

প্রমাণ বলে; কিন্তু মায়াময় সংসারে, বুঝিলাম, অভ্রান্ত বা সত্য-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, * তবে প্রমা বা সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এতদ্রূপ লক্ষণ অব্যর্থ হয় কৈ?

---

* চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও বলিয়াছেন, সাংসারিকজ্ঞান মায়াময়, সাংসারিকজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হউক না কেন, কোন বিষয়ের সম্যক্ তথ্য নিরূপিত হইবে না। যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার হউক, জ্ঞানের শেষসীমায় উপনীত হইয়াছি, এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। যাহা জানিবার জানিয়াছি, আর জানিবার অবশিষ্ট নাই, সাংসারিকজ্ঞান লইয়া কেহই তাহা বলিতে সক্ষম হইবে না। বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, ততই অজ্ঞানের প্রকাশ পাইবে।

"Positive knowledge does not, and never can, fill the whole region of possible thought. At the uttermost reach of discovery there arises, and must ever arise, the question—What lies beyond? * * * Regarding Science as a gradually increasing sphere, we may say that every addition to its surface does but bring it into wider contact with surrounding nescience.' —

First Principles. P. 16-17.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালেরও ঠিক এই কথা—

"We can probably never bring natural phenomena completely under mathematical laws, because the approach of our sciences towards completeness may be asymptotic, so that however far we may go, there may still remain some facts not subject to scientific explanation."—*Fragments of Science. P. 36.*

পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের এতৎ সম্বন্ধীয় উক্তি,—

"England's thinkers are again beginning to see, what they had only temporarily forgotten, that the difficulties of metaphysics lie at the root of all Science, that the difficulties can only be quieted by being resolved, and that until they are resolved, positively whenever possible, but at any rate negatively. we are never assured that any knowledge, even physical, stands on solid foundations."— *John Stuart Mill.*

পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠক তাহার সহিত পণ্ডিত স্পেন্সর, টিন্ড্যাল ও মিলের উক্তির তুলনা করিবেন—

"स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्।
मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः॥
निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः।
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्॥
देहेन्द्रियादयो भावा वीर्य्येणोत्पादिताः कथं।
कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम्॥
वीर्य्यस्यैव स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया।
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ व्यर्थवीर्य्यतः॥
न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव।
अतएव महान्तोऽस्याः प्रवदन्तीन्द्रजालताम्॥"—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কখন ব্যভিচার না ঘটে, দেশকালের পরিবর্ত্তনেও যদি তাহার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলা হইয়া থাকে; সত্যের এই লক্ষণানুসারে জাগতিকজ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড-প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি যেরূপ ক্রিয়া করে, উষ্ণপ্রধান শাহারা মরুভূমিতেও ইহার ক্রিয়া ঠিক তদ্রূপ। পারমাণবিক বিশ্লেষণ, প্রসারণ (Expansion), ভাস্বরত্ব (Ignition) এবং দগ্ধৃত্ব (Combustion), এই তৈজস ধর্ম্মত্রয়ের ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, দেশকালভেদে ইহাদের অন্যথা হয় না, তেজঃ কখন উক্ত ধর্ম্মত্রয়শূন্য হইয়া অবস্থান করে না। অতএব, পৃথিবী স্বীয়কেন্দ্রাভিমুখে সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং তেজঃ প্রসারণাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, এতদ্বাক্যকে সত্য বাক্য বলা যাইতে পারে।

"अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नासु शक्तिषु।
भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा॥"—

বাক্যপদীয়।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিতেছেন, অবস্থা দেশ ও কাল-ভেদে শক্তির ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে,—পূর্ব্বে যাহা বিলক্ষণ বলবান্ ছিল, অবস্থান্তরে তদ্বিপর্য্যয় দেখিতে পাই,—হিমপ্রধান দেশে জলস্পর্শ অত্যন্তশীতল, আবার অগ্নিকুণ্ডাদিতে ইহা মন্দোষ্ণ,

---

অর্থাৎ, এই সচরাচর জগৎ সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান—প্রকাশিত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার সবিশেষ-তথ্য জানিতে পারা যায় না। জগৎকে এইজন্যই মায়াময় বলিয়া স্বীকার করা হয়; অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখুন, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না?

যদি সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোন এক বস্তুর তথ্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তথাপি কোন না কোন পক্ষে অবশ্যই তাঁহাদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। যদি প্রশ্ন করা যায়, বিন্দুমাত্র রেতঃদ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কি প্রকারে উৎপন্ন এবং কোথাহইতে ও কি নিমিত্তই বা ইহাতে চৈতন্য আগত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কি উত্তর দিবেন? যদি বলেন, বীর্য্যেরই এই প্রকার স্বভাব, তবে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইবে, বীর্য্যের স্বভাববশতঃই যে এরূপ হয়, তাহা আপনাদের কিরূপে নিশ্চয় হইল? বীর্য্যের ব্যর্থতাদ্বারা ঐ স্বভাবের অন্যথাও যে লক্ষিত হয়। এইরূপে বারংবার জিজ্ঞাসিত হইলে, শেষে জানি না বলিয়া, তাঁহাদিগকে অজ্ঞানের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মারা এইজন্যই জগতের ঐন্দ্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ইন্দ্রজাল কাহাকে বলে, সকলসংশয়নাশিনী সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ তাহা বুঝাইয়াছেন, যথা—

"अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्।
तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमसाभिदधामि सर्वान्॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মহৎহইতে মহৎ ইন্দ্র বা পরমাত্মার জালস্বরূপ, এইজন্য ইহাকে ইন্দ্রজাল বলা হইয়া থাকে। জালশব্দটি, এখানে মায়াকে লক্ষ্য করিতেছে। জাল যেমন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে, জগৎও সেইপ্রকার ইন্দ্রের আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক মায়াজাল।

গ্রীষ্মে বহ্নি অত্যুষ্ণ-স্পর্শ, কিন্তু হেমন্তে সেরূপ নহে; অতএব, অনুমানদ্বারা অব্যভিচারিজ্ঞানার্জ্জন করা সম্ভব নয়।

"निर्ज्ञातशक्तेर्द्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति ।
विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥"—

বাক্যপদীয়।

আরো এক কথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্যশক্তি, দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যশক্তিসংযোগে কার্য্যকালে প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে—যথাসম্ভব ক্রিয়া করিতে পারে না। তেজের প্রসারণশক্তি বাঁপে যেরূপ ক্রিয়া করিতে পারে, তরল পদার্থে সেরূপ পারে না এবং তরল পদার্থে ইহার কার্য্যকারিতা যেপ্রকার বলবতী, কঠিন পদার্থে সেরূপ নহে। পারমাণবিক সজাতীয় আকর্ষণ (Coheison)-শক্তির যেখানে প্রবলতা, তেজের প্রসারণশক্তি সেই স্থলে মন্দীভূত এবং আকুঞ্চনশক্তির হ্রাসে ইহার প্রবলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে *। অগ্নির দাহকতাশক্তি, বিষের বিষশক্তি দেখা গিয়া থাকে, মন্ত্রৌষধাদিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির সহিত আমার দেহের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র ইহা আমাকে দগ্ধ করিবে, কিন্তু শুনিতে পাই, শক্তিমান পুরুষ মন্ত্র বা ঔষধাদির শক্তিদ্বারা অগ্নির দাহকতাশক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। আমি অত্যল্পমাত্রায় আর্সেনিক খাইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব; এমন পুরুষ দেখিয়াছি, যাঁহাদের শরীরে, ইহা বিষমাত্রায় সেবিত হইয়াও, কোনপ্রকার বিষক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব, প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ জ্ঞানের উপরি নির্ভর করিতে পারা যায় কৈ? প্রত্যক্ষপ্রমাণকে কেমন করিয়া প্রমা বা সত্যজ্ঞানের করণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে?

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অসম্পূর্ণশক্তিদ্বারা কখন সম্পূর্ণক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অক্ষ বা ইন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন শক্তি, সুতরাং, প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণ বা অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুশক্তি যে বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে, যাঁহাদের প্রত্যক্ষ, ব্যাপক, এ কথা তাঁহাদের কাছে নূতন বা আশ্চর্য্যজনক নহে। আমার প্রত্যক্ষ সঙ্কীর্ণ—স্বল্পদেশনিবদ্ধ, সেইজন্য আমার নিকট ইহা বিস্ময়জনক। আর্সেনিক বা শঙ্খবিষ সেবন করিয়া পরিপাক করিতে দেখিলে, অথবা মন্ত্রশক্তিদ্বারা

---

* "The less the cohesive force, the greater will be the expansive effect of heat as is exemplified in the three states, in one of which all matter must exist. In solids, the force of cohesion is great, and consequently, the expansion trifling; in liquids, the force of cohesion being much less, the expansion arising from heat is much more considerable; and in aeriform or gaseous substances' amongst the particles of which the force of cohesion is least of all, the expansion is by far the greatest. There is no exception to the law of expansion by heat, it is universal."— *Noad's Lectures on Chemistry. P. 39-40.*

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ নিবারণ করিতে পারা যায়, এ কথা শুনিলে, আমার বিস্ময় কিংবা অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার প্রত্যক্ষ আমাহইতে ব্যাপক, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না, তাঁহার ইহাতে অবিশ্বাস হইবে না। আর্সেনিক একটী বিষ, আর্সেনিক সেবনমাত্রেই প্রাণবিয়োগ হয়, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা যাঁহার এবম্প্রকার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, অভ্যাস বা মন্ত্রাদির শক্তিদ্বারা আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে রোধ করিতে পারা যায়, এ ব্যাপার যাঁহার কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ী-ভূত হয় নাই, অভ্যাস বা মন্ত্রাদি শক্তিদ্বারা বিষও অমৃত হয়, এতদ্বাক্যে তিনি কখন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বিষ সেবন করিয়া মরিতে ও জীবিত থাকিতে, এই দ্বিবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইতেই যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বলিবেন, অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে দ্রব্যশক্তি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং, দুই সত্য, দুই প্রাকৃতিক। শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন, প্রমা বা অব্যভিচারি জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, সুতরাং, প্রমাণের এ লক্ষণ দূষিত লক্ষণ হইতেছে না, দোষ করণের—অপরাধ ইন্দ্রিয়ের।

সংশয়।—আমরা একবার বলিতেছি, সংসার বা জগৎ মায়াময়, সাংসারিক অপূর্ণশক্তি, সুতরাং, সাংসারিকের হৃদয়ে অবিতথ বা সর্ব্বথা অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। অক্ষ বা ইন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন শক্তি, অতএব, প্রত্যক্ষ বা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (Consciousness) পূর্ণ হইতে পারে না, এবং প্রত্যক্ষের অপূর্ণতাতে প্রত্যক্ষো-পজীবক অনুমানও অপূর্ণ হইবে। আবার ইহা আমাদেরই উক্তি যে, সত্যের যে লক্ষণ আমরা অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা জাগতিক জ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এবম্প্রকার ব্যামিশ্র বা সন্দেহোৎপাদক বাক্যে পাঠকের মনে নিশ্চয়ই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইবে।

সংশয়নিরসন—পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদে দ্বিবিধ সত্তার কথা ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং আমরা বুঝিয়াছি, পারমার্থিক সত্তা কূটস্থ নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা অবিচালী, ইহা উৎপত্তি-বৃদ্ধি-ব্যয়-বিরহিত *। ব্যাবহারিক সত্তা সংসার বা জগৎ, ইহা জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারময়। অতএব, পারমার্থিক সত্তার দিকে দৃষ্টি করিলে, ব্যবহারিক সত্তাকে মিথ্যা বলিয়াই মনে হইবে। ব্যবহারিক সত্তা তত্ত্বতঃ নিত্য হইলেও ইহার অবস্থাগত অনিত্যতা সহজবুদ্ধিগম্য, ইহা ধ্রুব বা উৎপত্তিবৃদ্ধ্যাদিবিকাররহিত নহে। সুতরাং, পারমার্থিক সত্তার তুলনায় ব্যাবহা-রিক সত্তা নিশ্চয়ই মিথ্যা।

---

* ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কূটস্থনিত্যতা ও প্রবাহনিত্যতা, এই দ্বিবিধ নিত্যতার যে লক্ষণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।"— মহাভাষ্য।

প্রকৃতির বিকৃতভাবহইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব, ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহা স্বল্প, তাহা মায়িক *। যাহা মায়িক, সুতরাং, যাহা বিকৃত—যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অপরি-চ্ছিন্ন বা অবিকৃতের তুলনায় যে মিথ্যা—তুচ্ছ, তাহা নিঃসন্দেহ। সাংসারিকের হৃদয়ে অবিতথ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না, একথা বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। সত্যের যে লক্ষণ আমরা অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা জাগতিক জ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি, এক্ষণে তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

মহত্তত্ত্বহইতে স্থূলতম পৃথিবীপর্য্যন্ত, স্বল্প-মহৎ, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, প্রত্যেকেরই জন্মাদি-অবস্থাগত পরিণাম নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন, কোন পরিণামই অনিয়-মিতরূপে সংঘটিত হয় না। বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, যে দ্রব্যে যেরূপ শক্তি বা ধর্ম্ম আছে, তদ্দ্রব্যের তদ্রূপই পরিণাম হইয়া থাকে, অসতের সদ্ভাব অসম্ভব ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মই হইতেছে, সকলপ্রকার পরিণাম নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন—স্বভাব অতিক্রম করিয়া কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিবর্ত্তিত হয়—বিশ্বনিয়ামক বিশ্বপিতা যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, তদ্বস্তু তদ্রূপ কর্ম্মই করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ কর্ম্ম করা তাহার সাধ্যাতীত, তা'ই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দ্রব্যের গুণ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হ'ন্, তা'ই যে কারণহইতে যেরূপ কার্য্য একবার আবির্ভূত হইয়াছে, ঠিক তৎকারণহইতে আবার তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাব হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হয়, এক কথায় তা'ই নিখিল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না, যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক। তাপের ধর্ম্ম, পরস্পর গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করা, শৈত্যের ধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত, শৈত্য, পরমাণুসকলকে পরস্পর সম্বদ্ধ

---

* "[illegible] গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্।"— পাং, যো, সূ, ভা।

পণ্ডিত জেবন, Consciousness'(আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান) কাহাকে বলে বুঝাইবার সময় বলিয়াছেন, একভাব বা একরূপ অবস্থাহইতে মনের অন্যভাব বা অন্যরূপ অবস্থাতে সংক্রমণাত্মিকা-অনুভূতির বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞানের নাম Consciousness. "Consciousness would almost seem to consist in the break between one state of mind and the next, just as an induced current of electricity arises from the beginning or the ending of the primary current."— *Principles of Science. P. 4.*

শাস্ত্রানুশাসন, Consciousnessকে নিরোধ না করিলে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইবে না। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্", বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র", ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবের এই অমূল্য সূত্র তিনটীর অর্থ চিন্তা করিবেন।

করে। তাপ ও শৈত্য, এই পদার্থদ্বয়ের উক্ত ধর্ম্মদ্বয় যদি সার্ব্বভৌম বা অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে তাপ ও শৈত্য-সম্বন্ধীয় এতাদৃশ জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বলা যাইতে পারে। দগ্ধৃত্ব, তেজের ধর্ম্ম, অগ্নিতে হাত দিলে, হাত পুড়িয়া যায়, অতএব, অগ্নির দাহকতাশক্তি আছে, এ জ্ঞান সত্য জ্ঞান। আর্সেনিক সেবন করিলে, মানুষ মরিয়া যায়, সুতরাং আর্সেনিক জীবনসংহারক বা বিষ, এ জ্ঞান সত্য জ্ঞান।

প্রশ্ন।—শাস্ত্রপাঠ বা বহুদর্শিতাবশতঃ যে দ্রব্যের যে গুণ আমরা অবগত আছি, কোন কোন স্থলে তদ্বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে, যে মাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিয়া এক ব্যক্তিকে মরিতে দেখিয়াছি, তদপেক্ষায় অধিক মাত্রায় আর্সেনিক খাইয়াও অন্য এক জনকে সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখিতেছি, অতএব, আর্সেনিক বিষ, এ জ্ঞান সার্ব্বভৌমরূপে সত্য হইল কৈ ?

উত্তর।—আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ক্রিয়াভেদে দ্রব্যের ভিন্নত্ব হইয়া থাকে এবং জগৎ যে ক্রিয়াত্মক—নিখিল জাগতিক পদার্থের অনুভূতি যে ক্রিয়ার অনুভূতি, ইহাও আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কথা। ক্রিয়াহইতে হইলে, প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা অগ্নি ও সোম, এই দ্বিবিধ-শক্তির প্রয়োজন। যে কোনরূপ ক্রিয়াই হউক না কেন, তাহাই প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যানের মিথুনে উৎপন্ন, তাহাই অগ্নি ও সোমাত্মক। ক্রিয়ার অনুভূতিই যখন দ্রব্যের অনুভূতি, তখন বলিতে পারি, সকলপ্রকার দ্রব্যই অগ্নীষোমাত্মক *। নিখিল প্রাকৃতিক বস্তুই অগ্নীষোমাত্মক বটে, কিন্তু সকল পদার্থে অগ্নি ও সোম সমভাবে বিদ্যমান নাই। কোন পদার্থে অগ্নির আধিক্য আছে, কোন পদার্থ সোমগুণপ্রধান। এই অগ্নি ও সোম নামক পদার্থদ্বয়েরই অন্য নাম রজঃ ও তমঃ। যাঁহার প্রকৃতি রজোগুণপ্রধান, সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে তমোগুণের ক্রিয়া সহ্য করিতে পারেন এবং এইরূপ তমোগুণপ্রধান ব্যক্তির রজোগুণের আক্রমণ প্রধানতঃ সহ্য হইয়া থাকে। যাঁহার পিত্তপ্রধান-প্রকৃতি, তিনি অধিক পরিমাণে শৈত্য সেবা এবং শ্লেষ্ম-প্রকৃতিকব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ সেবা করিতে সক্ষম। কঠিন জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যখন জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে—হিমাঙ্গ হয়, তখন অত্যুগ্র বিষও অমৃতবৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, উত্তেজক ঔষধসমূহদ্বারা তখন জীবন রক্ষিত হয়। অতএব অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তি যে ভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়। যে ব্যক্তি কখন অহিফেন সেবন করেন নাই, বিষ-মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সুতরাং

* "इदं सर्व्वमन्नञ्चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

"अग्नीषोमौ मिथः कार्य्यकारणे च व्यवस्थिते।
पर्य्यायेण सदा पीतौ प्रसीदेते परस्परं॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

"सोमो हि त्रिविधः ख्यातो जगन्मय।
त्रिविधात्मक एवाग्नेयः सौम्यश्च तद्गुणत्वात्॥"—সুশ্রুতসংহিতা।

অহিফেন যে বিষ, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভ্যাসের গুণে, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক হইয়া যায়। দেশভেদেও দ্রব্যের গুণভেদ হইয়া থাকে। অহিফেন, তুরকদেশীয় লোকদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে, অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও তাহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু অন্যদেশে ইহার স্বল্পমাত্রাই অনিষ্টকর বা মত্ততা-জনক। হেমলক্ গ্রীসদেশীয় প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর বিষ, কিন্তু অন্যদেশে ইহা তত ভয়ঙ্কর নহে *। অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তির বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া হয় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে, বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে, এ কথার সহিত অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তির ভিন্নরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। অবস্থা ও দেশ-কালও ত শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকার—শক্তিরই পরিণামবিশেষ। যে প্রাকৃতিক নিয়মে পিত্তপ্রধান প্রকৃতিতে শৈত্যসেবা অধিকমাত্রায় সহ্য হইয়া থাকে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে অভ্যাস (Adaptation) দ্বারা প্রাণনাশক হলাহলও পরিপাক হইয়া যায়, ঠিক সেই প্রাকৃতিক নিয়মে কফপ্রধান প্রকৃতিতে শৈত্যসেবা অনিষ্টকর হইয়া থাকে, এবং বিষমাত্রায় অহিফেনাদি পদার্থ সেবন করিলে মরিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে যত পদার্থ আছে, সকলেই অগ্নি ও সোম এই শক্তিদ্বয়ের বিকার বা পরিণাম, তন্মধ্যে কোন পরিণাম অগ্নি-প্রধান, কেহ সোমবহুল। যে অবস্থা, যে দেশ বা যে কাল অগ্নিপ্রধান, তদবস্থায়, তদ্দেশে বা তৎকালে সোমগুণপ্রধান ক্রিয়া হিতকর এবং বিপরীতে অগ্নিগুণপ্রধান ক্রিয়া পথ্য বা সহ্য হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক †। অল্পমাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কিছু কালের অভ্যাসের পর অধিকমাত্রায় বিষভক্ষণ করিয়াও যে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহার কারণ, আমরা যে এক-একটী পরিচ্ছিন্নশক্তি বা অনন্তশক্তিসাগরে ভাসমান বুদ্বুদবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনন্তশক্তিসাগরহইতে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই নাই। ব্রত বা কর্ম্ম করিতে-করিতে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অধিক কি, যথোপযুক্ত যোগাভ্যাসের গুণে মানব অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে। মা আদ্যাশক্তি! হীন অশক্ত সন্তানকে শক্তি প্রদান কর, মা! চরণাশ্রিত

---

* "Opium in Turkey doth scarce offend, with us in a small quantity it stupifies. Cicuta or hemlock is a strong poison in Greece, but with us it hath no such violent effects."— *Cure of Melancholy. P. 430.*

† "Climate, light, humidity, nutriment, are hindrances or advantages that directly or indirectly affect the organism, and are all actively concerned in it. Surrounded by organisms, we see them without exception adapting themselves to circumstances"— *The Doctrine of Descent. P. 175.*

পতিত তনয়ের অভাব মোচন করে' দ্যাও, জননি! পূর্ণ তুমি, তোমার আত্মজ হ'য়ে অপূর্ণ থাকিব কেন, মা! ইহাত তোমারই উপদেশ যে, পূর্ণ আমি, সুতরাং, আমা-হইতে সম্ভূত মদীয় প্রজারাও আমার পূর্ণতাতে পূর্ণ *। ভ্রান্তিবশতঃ, আমরা সর্ব্বশক্তি-ময়ী পূর্ণ-সনাতনীর যে প্রজা, তাহা জানিনা, তা'ইত আমাদের এ দুর্গতি, পূর্ণহইয়াও তা'ইত আমরা দীন হীন, ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হ'য়ে-ও পথের ভিখারী। পতিত-পাবনী দুর্গতিনাশিনী সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্বজননীর কাছে কাতর প্রাণে, পূর্ণ-সনাতনীর আত্মজ আমরা, দৃঢ়রূপে-অচল অটল ভাবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে ধরে,' কর্ম্ম করিলে, অনন্ত প্রশান্ত শক্তি-সাগর হইতে ধীরে ধীরে শক্তি স্রোত' বহিয়া আসিয়া, শরণাগত-ভক্ত সন্তানের মায়া-খণ্ডিত—অবিদ্যা পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং, হীন শক্তিকে বর্দ্ধিত করে। হীনশক্তি সন্তান, তা'ই শক্তিমান্ হয়, পঙ্গুরও ত'াই গিরি লঙ্ঘনে সামর্থ্য জন্মে, বিশ্বজননীর কৃপায় তা'ই কুঞ্জর মূর্খও একদিনে বৃহস্পতিবৎ প্রাজ্ঞ হইয়া উঠে, জন্মান্ধেরও দৃষ্টিশক্তি হয়; মার অনুগ্রহ হইলে মরুভূমিতে প্রসন্ন-সলিলা প্রবাহিণী খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে পারে, এক কথায় দীনভক্তের হৃদয় যাহা চায়, মা তাহাকে তাহাই দেন। তবে ডাকিবার নিয়ম জানা চাই, মা (শ্রুতি), মাকে যেরূপ ডাকিতে শিখাইয়াছেন, সেইরূপে ডাকিতে হইবে। মাকে ডাকিতে গিয়া, অবিদ্যার প্রেরণায়, স্ত্রী-পুত্র-ধনৈশ্বর্য্যের নাম হইলে, মার উত্তর পাওয়া যাইবে কেন? পরিচ্ছিন্ন স্বল্প সুখের প্রার্থিকে বাঞ্ছাকল্পলতা অপরিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী করিবেন কেন? অতএব যাহা কিছু হয় বা হইতে পারে, তাহাই প্রাকৃতিক, তাহাই সত্য। প্রকৃতির স্থূলতমাবস্থায় যাহা সত্য, যে ভাব অব্যভিচারী, সূক্ষ্মাদি অবস্থায় তাহার ব্যভিচার হওয়াই প্রাকৃতিক, কারণের ভিন্নতায় কার্য্য অবশ্যই ভিন্ন হইবে।

মহত্তত্ত্বহইতে স্থূলতম ভৌতিকপরিণামপর্য্যন্ত সকলপ্রকার পরিণামই ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতির বিকার, এক অপরিচ্ছিন্ন বা পারমার্থিক সত্তারই মায়াপরিচ্ছিন্ন বিবিধবিশিষ্টরূপ। অবিশেষ (Indefinite)-হইতেই বিশেষের (Definite) আবির্ভাব হয় †। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থা আছে। স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়,

---

* "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।"—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১০।৮

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

† "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।"—সাংখ্যদর্শন। ৩।১।

অবিশেষ—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদিরূপসত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিশিষ্টভাববিরহিত সূক্ষ্মভূতহইতে শান্তাদি বিশিষ্টভাব বা স্থূলভূতের আরম্ভ হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভূতসকলের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থাকে বিশেষাবস্থা বলিয়া বুঝান হইয়াছে, যথা—

"বিশেষাদিন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ৪৫ অং।

ইহারা প্রকৃতির বিশেষ-পর্ব্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ-পর্ব্ব, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), লিঙ্গমাত্র-পর্ব্ব এবং অব্যক্ত—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, অলিঙ্গ-পর্ব্ব। মহত্তত্ত্ব-হইতে স্থূলভূতপর্য্যন্ত সকলেই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্নভাব। তবে সকল পরিচ্ছিন্ন-ভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ, সূক্ষ্মতঃ অসংখ্য, সুতরাং, কোন্ অবস্থাতে শক্তি কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, পরিচ্ছিন্নশক্তি মানব তাহা জানিতে পারেন না। অলিঙ্গাবস্থা হইতে বিশেষা-বস্থাপর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থাই যিনি সম্যগ্‌রূপে সন্দর্শন করিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞানই অভ্রান্ত। অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তি ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় না, এ কথা তাঁহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারে না। কোন্ অবস্থাতে বা কিরূপ দেশ-কালে শক্তির কীদৃশ ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত আছেন, তা'ই অবস্থা ও দেশ-কাল-বিশেষে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে তিনি পারগ হ'ন, তাঁহার কাছে স্থূল-সূক্ষ্ম সকল-প্রকার শক্তির ক্রিয়াই প্রাকৃতিক বা সত্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে; অহিফেনকে বিষ ও অমৃত, দুই বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান সর্ব্বথা অবিতথ। কিন্তু তাহা যাঁহার হয় নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ যিনি দেখেন নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব *। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, পারমার্থিক সত্তার তুলনায় ব্যব-হারিক বা জাগতিক সত্তা, মিথ্যা হইলেও সংসারের প্রবাহনিত্যতানিবন্ধন, ইহার সত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি কখন তদ্রূপের ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব-হইতে স্থূলতম ভৌতিক পরিণামপর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিণাম-পর্ব্ব আছে, সূক্ষ্মদর্শী তৎ-সমুদায়ের ধর্ম্ম, অবস্থা ও লক্ষণ বিদিত আছেন—সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে যে যে পরিণাম-পর্ব্ব যে যে রূপে নিশ্চিত হয়, অন্যের কাছে না হইলেও তাঁহার সমীপে, তত্তদ্রূপ পরিণাম অব্যভিচারী, সুতরাং সত্য। ইন্দ্রিয়ের গাঢ় পরিচ্ছিন্নাবস্থায় প্রত্যক্ষও নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রসারতার সহিত প্রত্যক্ষও প্রসারিত হয়। বুঝিতে পারা গেল, ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছিন্নতার মাত্রানুসারে প্রত্যক্ষ

---

* পণ্ডিত জেবনও বলিয়াছেন, সম্পূর্ণজ্ঞানই, নিশ্চিত বা অভ্রান্তরূপে প্রাকৃতিক তথ্য জানিতে পারে—পূর্ণজ্ঞানীই প্রকৃতির সার্ব্বভৌম রূপ দেখিতে সক্ষম। যিনি অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহাকেই পূর্ণজ্ঞানী বলা যায়, কিন্তু অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া, পরিচ্ছিন্ন সংসারে থাকিয়া অসম্ভব, সুতরাং, আমাদিগকে সত্যানৃতজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না।

"Perfect knowledge alone can give certainty and in nature perfect knowledge would be infinite knowledge."

পরিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যক্ষের পরিচ্ছিন্নতানুসারে জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সাধনাদ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইতে পারে যে, মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পরিণাম করস্থিত আমলকফলবৎ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হ'ন। যোগাভ্যাসের গুণে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন নাই, তা'ই মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, এ বাক্যে তাঁহারা অবিশ্বাসী।

এখন আমরা বলিতে পারি, প্রমা বা সত্য জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, প্রমাণের এ লক্ষণ অন্বর্থই হইয়াছে; প্রত্যক্ষ অপরিচ্ছিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই ইহা সার্ব্বভৌম সত্যজ্ঞানের করণ। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অভ্রান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা যে অভ্রান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু যোগাভ্যাসের গুণে যাঁহার ঐন্দ্রিয়িকশক্তি সম্যগ্-বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনি, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, ইহাঁদের প্রত্যক্ষ অপরিচ্ছিন্ন, দেশ-কালদ্বারা ইহা বাধিত হয় না, অতীত এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও ইহাঁদের কাছে বর্ত্তমান, বর্ত্তমানভিন্ন ইহাঁদের অন্য কাল নাই, প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই। অতএব, মুক্তপুরুষ বা সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহা বলেন, তাহাই অভ্রান্ত, তাহাই অব্যভিচারী; ইহার নাম 'আপ্তোপদেশ'। এই আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহাই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট করণ—সাধকতম। আপ্তোপদেশকে প্রমাণ করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন্, আপ্তোপদেশকে যাঁহারা যথাযথরূপে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সকল কর্ম্মেরই অভীষ্টফল লাভকরিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

আপ্তলক্ষণ—অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়াছেন, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষকেই আপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। পতঞ্জলিদেব আপ্তপুরুষের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাদৃশ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের উপদেশ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবম্প্রকার-আপ্তোপদেশ-প্রমাণব্যতীত অন্যপ্রমাণদ্বারা লব্ধবস্তুতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বদা ভ্রান্তিশূন্য হওয়া সম্ভব নহে। অন্যপ্রমাণপ্রমিতজ্ঞান এইজন্য সত্যানৃত (Knowledge mingled with ignorance producing doubt), আর্য্যেরা যে বেদাদি শাস্ত্রের অবিরোধে অন্য প্রমাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিতেন, ইহাই তাহার কারণ।

আপ্তোপদেশ ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ—ভগবান্ কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কণাদের মতে আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণ,

* "আপ্তো নামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্।
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ॥"—মঞ্জুষা।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূত *। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও ইহাই অভিমত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, যিনি ত্রিকালদর্শী, যাঁহার কাছে অতীত এবং অনাগত কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শি-নয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষব্যতীত অন্য কোন রূপ জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। মিত বা জ্ঞাতলিঙ্গদ্বারা পশ্চাৎ যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ, যে জ্ঞান লৈঙ্গিক †, তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলে। পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-কাল কৃত, অতএব দেশ ও কাল যাঁহার দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে অক্ষম, তাঁহার কাছে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের জ্ঞান থাকিবে কেন? তাঁহার কাছে সকল জ্ঞানই বর্ত্তমান। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা এই কথাই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

"আবির্ভূতপ্রকাশানামনুপদ্রুতচেতসাম্।
অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥"

শ্লোকটীর ভাবার্থ—তপস্যাদ্বারা যিনি নির্দ্দগ্ধকল্মষ হইয়াছেন—যাঁহার জ্ঞান দেশ-কালদ্বারা আবৃত হয় না, স্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্বন্যায়ে সংক্রান্তবস্তুজাতের মত তাঁহার স্বচ্ছহৃদয়মুকুরে সর্ব্বদা সকলপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। আবির্ভূত-প্রকাশ, অনুপদ্রুতচিত্ত যোগির অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষহইতে বিশিষ্টপদার্থ নহে ‡। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল, আপ্তোপদেশই অভ্রান্ত বা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ, ইহাই স্থির প্রমাণ। আপ্তোপদেশপ্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, ভ্রমে পতিত

* "তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্।"—"এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্।"—বৈশেষিকদর্শন।

† "অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্।"—বৈশেষিকদর্শন।

‡ "যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, যোগাভ্যাসদ্বারা বশীকৃতমানস যুক্তযোগির সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যুক্তযোগী বিনা ধ্যানে—চিন্তা না করিয়াই, সর্ব্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যুঞ্জান যোগী, বিষয়ব্যাবৃত্তমানস হইয়া ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত সন্ধারণপূর্ব্বক—তদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া, স্থূলসূক্ষ্মব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট পদার্থসকল প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হ'ন্।

বর্ত্তমান কালের জড়-বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব, পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতম্মন্য সমাজের কাছে, এ সকল কথা, অযৌক্তিকবোধে অবজ্ঞাত হইলেও, অবিকৃত আর্য্যসন্তানগণ, আপ্তোপদেশ বলিয়া, ইহার আদর করিবেন, সন্দেহ নাই। আর্য্যশাস্ত্রপ্রভাকরহইতে প্রাপ্তালোক বিদেশীয় পণ্ডিত-বৃন্দের মধ্যেও কেহ কেহ প্রাগুক্ত যোগবিভূতিসকলের প্রতি যে আস্থাবান্ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। লর্ড লিটন-কৃত জেনোনী (Zanoni)-নামক নভেলহইতে আমরা নিম্নে এতদ্বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত দুই একটী কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"But first, to penetrate this barrier, the soul with which you listen must be sharpened by intense enthusiasm, purified from all earthlier desires. Not

হইতে হয় না, আপ্তোপদেশপ্রমাণব্যতীত অন্য প্রমাণের উপরি নির্ভরে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। সকলেই প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু আপ্তোপদেশভিন্ন অন্ত প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, সকল স্থলে, অভ্রান্তরূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আপ্তোপদেশপ্রমাণভিন্ন অন্ত প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে, অনেক সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় *।

উপসংহার—আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের চিন্তা করিলাম, তাহার সার-মর্ম্ম হইতেছে, গতি—কর্ম্ম—পরিবর্ত্তন বা এক অবস্থাহইতে অবিরাম অবস্থান্তরে গমন, জগতের স্বরূপ, কোন জাগতিক পদার্থ, মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক এবং রাগ ও দ্বেষই ত্যাগগ্রহণের হেতু। যাঁহার কাছে, যে পদার্থ আত্মীয় বা হিতকর বলিয়া নিশ্চিত হয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন, তাহার প্রতি তাঁহার রাগ (Attraction) জন্মে এবং যে পদার্থ, যাঁহার কাছে অনাত্মীয় বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন, তাহার প্রতি তাঁহার দ্বেষ (Repulsion) হয়। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান রাগ-দ্বেষের কারণ, এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষহইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের সহিত, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ-শক্তি মিথ্যাজ্ঞানের তুহে, এ কথার কোন প্রভেদ নাই। সংসার অনাদি, পরিচ্ছিন্নশক্তিই

---

without reason have the so-styled magicians, in all lands and times, insisted on chastity and abstemious reverie as the communicants of inspiration. When thus prepared, science can be brought to aid it; the sight itself may be rendered more subtle, the nerves more acute, the spirit more alive and outward, and the element itself—the air, the space—may be made, by certain secrets of the higher chemistry, more palpable and clear. And this, too, is not magic, as the credulous call it; as I have so often said before, magic, (or science that violates nature,) exists not;—it is but the science by which Nature can be controlled."— *Zanoni. Book IV. Chapter IV.*

"Learn to be poor in spirit, my son, if you would penetrate that sacred night which environs truth."— *Ibid. Book II. Chap. VII.*

* "Ninety-nine people out of a hundred might be equally surprised on hearing that they had long been converting propositions, syllogizing, falling into paralogisms, framing hypotheses and making classifications with genera and species. If asked whether they were logicians, they would probably answer, No! They would be partly right; for I believe that a large number even of educated persons have no clear idea what logic is. Yet, in a certain way, every one must have been a logician since he began to speak.

"It must be asked:—If we cannot help being logicians, why do we need logic books at all? The answer is that there are logicians and logicions. All people are logicians in some manner or degree; but unfortunately many people are bad ones, and suffer harm in consequence!"— *Jevons' Logic.*

সংসার, সুতরাং, যত দিন আমরা সংসারে থাকিব, তত দিন অবিদ্যার বশে আমাদিগকে থাকিতেই হইবে, ততদিন রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিতে আমরা বাধ্য, ততদিন পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। উৎপত্তি-বিনাশশীল বা সাংসারিকজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, কোন বস্তুকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, একটী বস্তুকে আমরা তাহার সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্ত্বন্তরের সহিত মিলাইয়া, অবগত হইয়া থাকি। সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগের জন্যই নিখিল লোকব্যবহার; কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত না হইলে, কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রমাণদ্বারাই কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে, প্রমাণই সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। প্রমাতা বা জ্ঞাতা, প্রমাণদ্বারা (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ) অর্থের উপলব্ধি করিবার পর, যদি তাহা তাঁহার হিতকর বলিয়া উপপন্ন হয়, তবে তাহাকে গ্রহণ, অন্যথা ত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব, সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। আপ্তোপদেশব্যতীত অন্য প্রমাণদ্বারা লব্ধজ্ঞান সর্ব্বত্র ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, তন্নির্ণয়ার্থ আপ্তোপদেশকেই (যদি সুলভ হয়) বিচারকের আসনে উপবেশন করান উচিত। আপ্তোপদেশ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক, এ কথা কেবল আমরাই বলিতেছি, তাহা নয়, সকল দেশেই এ কথা জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, সমাদৃত হইয়া থাকে। আপ্তোপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের বুদ্ধিকে প্রধান প্রমাণ করিতে যাওয়া, বালকের কার্য্য, অবনিনীষু জাতির লক্ষণ। অন্য দেশে শাস্ত্রলক্ষিত আপ্তপুরুষ দুর্লভ, তা'ই তাঁহারা আপ্তোপদেশকে অবিসম্বাদে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিতে পারেন না। আপ্তব্যক্তিই নাই, সুতরাং, বিশ্বাস করিবেন কি রূপে। রাগদ্বেষপ্রসূত সংসারে শাস্ত্রে আপ্তব্যক্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাদৃশলক্ষণযুক্ত পুরুষ দুর্লভ। শাস্ত্রনির্ব্বাচিত আপ্তোপদেশ যেখানে সুলভ নহে, তাদৃশ স্থলে প্রমাতা বা জ্ঞাতাকে, কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা অজ্ঞাততত্ত্ববস্তুকে গ্রহণ করা-কালে, নিজের হিতাহিতবিবেকশক্তি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরি নির্ভর করিতে হইয়া থাকে।

সাংসারিক যখন অপূর্ণ, পূর্ণ হইতে না পারিলে, যখন কেহই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিতে পারিবেন না, অপূর্ণ বা অনাসাদিত-ঈপ্সিততমের কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা যখন অসম্ভব, কর্ম্ম করিতে হইলেই যখন ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হইবে, সংসার যখন পণ্যশালা, বিনিময়ব্যাপারভূমি, তখন যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তত দিন সকলেই (স্বীকার করুন আর নাই করুন) পূর্ণ হইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিবেন, তখন যত দিন না ঈপ্সিততমের দর্শনলাভ হইতেছে, তত দিন কর্ম্ম করিতে সকলেই প্রাকৃতিকনিয়মে বাধ্য, তত দিন সকলকেই ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্ম্মভূমিতে যখন আসিয়াছি, লোকের উদ্ধার বা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ এখানে আসিয়াছি, সুতরাং, নিজের কোন প্রয়োজন নাই, পরপ্রয়োজনই স্বার্থ, নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই, পরের কর্ত্তব্যই স্বকর্ত্তব্য, এরূপ বিশ্বাস যখন হৃদয়ে স্থান পায় না, তখন কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিব না, পারা সম্ভবও নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন কোন্ কর্ম্মদ্বারা ঈপ্সিততমের সমাগম হইবে, জীবের ঈপ্সিততমই বা কি এবং কিরূপ কর্ম্ম ঈপ্সিততমহইতে দূরে লইয়া যায়, সুতরাং, কোন্ কর্ম্ম অকর্ম্ম, তন্নির্ণয়ার্থ আচণ্ডাল-মনুষ্যের আপ্তোপদেশকেই প্রাধনতঃ পথপ্রদর্শক করা প্রয়োজন *। তবে আপ্তোপদেশ যেখানে দুষ্প্রাপ্য, তাদৃশ স্থলে অগত্যা প্রমাণান্তরের উপরি নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু অন্য প্রমাণ সর্ব্বদা সত্য কথা বলে না, অন্য প্রমাণ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী। যে কার্য্যের প্রতি প্রাকৃতিকনিয়মে যাঁহার রাগ আছে, যদি তাহা প্রকৃত পক্ষে অকর্ম্মও হয়, তথাপি তিনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং বস্তুতঃ যাহা সৎকর্ম্ম, প্রকৃতির প্রেরণায় যদি কোন ব্যক্তির তৎপ্রতি দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে তিনি কদাচ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে স্বভাবের নিয়মে অক্ষম। শাস্ত্রকারেরা এই-নিমিত্তই আপ্তোপদেশকে প্রধান প্রমাণ বলিয়াছেন।

সংসারে কেহ স্বার্থশূন্য হইতে পারেন না।

সংসারবাজারের বণিগ্-বৃত্তি।—আপ্তোপদেশ যে স্থলে দুর্ল্লভ, বিশ্বস্ত মধ্যস্থ পুরুষের মাধ্যস্থ্যের উপরি নির্ভর করা যেখানে সুগম নহে—উভয়ের পরিচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তির সমাগম যেখানে অসম্ভব, তথায় কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা অথবা অজ্ঞাততত্ত্ব বস্তুকে গ্রহণ করা, বিশ্বাসক ও গ্রাহকের নিজের হিতাহিতবিবেক-শক্তি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। এরূপ স্থলে সচরাচর দ্বিবিধ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। বিশ্বাসক বা গ্রাহক, এরূপ স্থলে, হয়, তাদৃশ ব্যক্তি বা বস্তুকে, ইহাদের বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই, প্রত্যাখ্যান করেন, না হয়, যতদিনপর্য্যন্ত ইহারা অপকারক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার সদসদ্বিবেকশক্তি

---

* "ইদং পুণ্যমিদং পাপমিত্যেতস্মিন্ পদদ্বয়ে।
আচণ্ডালং মনুষ্যাণামল্পং শাস্ত্রপ্রয়োজনম্॥"—বাক্যপদীয়।

আমি আছি—আমার চৈতন্য আছে, এতদ্রূপ বিশ্বাস করিতে কেহই যেমন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, সেইরূপ আপ্তোপদেশ যে অভ্রান্ত প্রমাণ, তৎপ্রমাণের জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা হয় না। চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রেক্ষাবানের হৃদয়ে যেমন অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা যেমন হেতু-বাদদ্বারা বাধিত হয় না, আগম বা আপ্তোপদেশও প্রেক্ষাবানের সমীপে সেইরূপ হেতুবাদদ্বারা কখন বাধিত হয় না।

"চৈতন্যমিব যশ্চায়মবিচ্ছেদেন বর্ত্ততে।
আগমস্তমুপাসীনো হেতুবাদৈর্ন বাধ্যতে॥"—বাক্যপদীয়।

যতক্ষণ না ইহাদের অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, একেবারে ত্যাগ করেন না; হয়ত ইহা-দিগেরদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইবে, এই আশায়, যাহাদিগকে চিনি না, যাহা-দিগের গুণ অবগত নহি, তাহারাই ত্যাজ্য, তাহারাই অহিতকর, কে বলিল—এইরূপ বিচারপরবশ হইয়া, ততক্ষণ তাহাদিগকে সাবধানে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার না দিলেও বহিঃপ্রকোষ্ঠে বাস করিতে দিয়া থাকেন, পরীক্ষায় তাহাদিগের হিতকারিতা পরীক্ষিত হইলে, সাদরে তাহারা গৃহীত, অন্যথা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

বিশ্বাসক বা গ্রাহক, নবাগত ব্যক্তি বা বস্তুকে বিশ্বাস বা গ্রহণ করা-কালে যাহা করিয়া থাকেন, তাহা দেখা গেল, এখন বিশ্বাসিত অথবা গৃহীত হইবার জন্য সমাগত অপরিচিত ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্বাসক বা গ্রাহকের বিশ্বাসোৎপাদন কিংবা গ্রহণপ্রবৃত্তি-বিধানের জন্য কি করিয়া থাকে, তাহা দেখা যাউক। নবাগত ব্যক্তি বা বস্তু যদি সরল হয়, তাহাদের অন্তর-বাহির যদি একরূপ হয়, অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে কোন প্রকার অসাধু সংকল্প বা জীবনসংহারক গরল লুক্কায়িত না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের প্রকৃত ছবি, বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার সম্মুখে ধারণ করে, অস্থির শোভাতিশায়িভূষণে ভূষিত না করিয়া, যাহা তাহাদের যথার্থরূপ, তাহাই প্রদর্শন করে; বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রাহকের আবশ্যক হইলে, বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবেন, কেবল এই উদ্দেশে স্বস্বরূপ দেখায়; পক্ষান্তরে যদি সংবৃত দুরভিসন্ধি থাকে, অন্তর-বাহির যদি একরূপ না হয়, মহাকাল (মাকাল)-ফলের ন্যায় যদি বহির্ম্মনোহর ও অন্তর্ম্মলীমস হয়, তাহা হইলে বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার বিশ্বাস উৎপাদন বা গ্রহণ-প্রবৃত্তি-বিধানের জন্য—বিশ্বাসক বা গ্রাহকের চিত্তবিনোদনার্থ অতিকোমল ও মধুর ভাষায় অবিরাম নিজেদের গুণকীর্ত্তন করে, স্ব-স্ব-সারবত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। পণ্যশালাতে, পণ্যাজীব বা বণিকেরা যেরূপ আপন-আপন পণ্যদ্রব্যের গুণকীর্ত্তন করে, অন্য বিপণিতে গমনোন্মুখ ক্রেতাদিগকে নিজাপণে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার মোহন-বচন প্রয়োগ করে, ক্রয়কর্ত্তার আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজ বিপণিতে না থাকিলেও যেমন তাহাকে আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হয় না, মিষ্ট-বচনে বিমুগ্ধ করিয়া যদি কিছু গ্রহণ করাইতে পারে, এতদুদ্দেশে নয়নপথপতিত সকল লোককেই আহ্বান করে। এ সংসারবাজারে যেখানেই বিশ্বাস্য বা গ্রাহ্যের, বিশ্বাসক অথবা গ্রাহকের, বিশ্বাসোৎপাদন বা গ্রহণপ্রবৃত্তিবিধানের শক্তি প্রকৃততঃ না থাকে, সেইখানেই এইরূপ লীলাভিনয় হইয়া থাকে। সংসার পণ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়ভূমি। বিনিময়ে বা পরিবর্ত্তে, ন্যূনাধিক কিম্বা তুল্য দ্রব্য দান করিয়া, দ্রব্যান্তরগ্রহণই পণ্যশালানুষ্ঠিত একমাত্র ব্যাপার, এখানে যে কিছু ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই বিনিময়াত্মক বা আদানপ্রদানমূলক। বিনিময়ে কিছু না পাইলে, কোন বণিকই কাহাকেও কিছু দান করিতে পারেন না। বিনিময়ই যে রাজ্যের ধর্ম্ম,

পরিবর্ত্তনের সহিত যে স্থানের নিত্যসম্বন্ধ, সে স্থলে, বিনিময়শূন্যব্যাপার দেখিবার আশা করা বৃথা, পরিবর্ত্তে কোন কিছু দান করিতে না পারিলে, এ বাজারে কোন কিছু পাইবার আশা নাই। সংসারবিপণিতে এইজন্য উপকার-প্রত্যুপকারব্যতীত কাহার কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ নাই। রাজাপ্রজা, পতি-পত্নী, গুরু-শিষ্য, (বিশেষতঃ বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের) দাতা-গ্রহীতা, সকলেই এই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মাতা-পিতার সহিত পুত্র-কন্যার, সহোদরের সহিত সহোদরের, বন্ধুর সহিত বন্ধুর, প্রতিবেশির সহিত প্রতিবেশির, গ্রহণাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত গ্রাহ্যাত্মক বিষয়পঞ্চকের, এককথায় আত্মার সহিত, আত্মেতর—আত্মাহইতে স্বতন্ত্র বা বিভিন্নরূপে প্রতিভাসমান পদার্থসমূহের যে সম্বন্ধ, তাহাই উপকারপ্রত্যুপকারমূলক, তাহাই আদানপ্রদানাত্মক।

আপত্তি—সংসারে যে কেহই, প্রত্যুপকার পাইবার আশা না থাকিলে, উপকার করেন্ না, পরিবর্ত্তে যেখানে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই, উপচিকীর্ষাবৃত্তি তদভিমুখে যে প্রসর্পিত হয় না, সংসার যে বিনিময়ব্যাপারের উপরি অবস্থিত, তাহা কে বলিল? প্রত্যুপকার পাইবার আশা হৃদয়ে না রাখিয়া, কোন উপকারকই যে কাহার উপকাব করেন না, এ কথা কি সার্ব্বভৌমরূপে সত্য? কত নিঃস্বার্থ মহাত্মার নাম ইতিহাস বা সংবাদপত্র কীর্ত্তন করে, কত প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভবের নাম অকিঞ্চন দরিদ্রকণ্ঠে সদা নির্ঘোষিত হইতে দেখা যাইতেছে, কত প্রেমমূর্ত্তি, বন্ধুকে স্বকীয় বাহ্যসঞ্চারিপ্রাণবোধে ভাল বাসেন, কত পতিগতপ্রাণা ললনা, পতিবিয়োগযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া, অবলীলাক্রমে প্রিয়তমজীবনকে চিতাগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে, সংসারে কেহ কাহার উপকার করেন না? অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিঃস্বার্থ-স্নেহময়ী-জননীমূর্ত্তি যতদিন সংসারে প্রতিষ্ঠিতা থাকিবে, ততদিন নিঃস্বার্থপ্রেম জগতে আদৌ নাই, এ কথা বলিবার যো' নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম সংসারপণ্যশালাতে যদি একেবারে অনাসাদ্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে এ বাজারে কোন ব্যক্তির মুখেই "নিঃস্বার্থপ্রেম", এ নাম শুনিতে পাওয়া যাইত না।

আপত্তিখণ্ডন—যতদিন আমরা সংসারে, সুতরাং যতদিন আমরা অপূর্ণ—অভাববিশিষ্ট, ততদিন নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অপূর্ণসংসারী, পূর্ণ হইবার জন্যই, অভাব-বিশিষ্ট জীব অভাবমোচনের নিমিত্তই, কর্ম্ম করিয়া থাকে। নিজের অর্থ বা প্রয়োজন যাহার সিদ্ধ হয় নাই, নিজের অর্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই যে সদা ব্যস্ত, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করা কি তাহার পক্ষে সম্ভব? যে কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক, তাহাই স্ব বা আত্মার জন্য। পতির প্রতি পত্নীর যে প্রীতি, তাহা পতির জন্য নহে, আত্মপ্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত, পতিরও জায়ার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য,

জায়ার জন্য নহে। পতিদ্বারা পত্নীর এবং পত্নীদ্বারা পতির, স্বার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসে *। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা কম, ভালবাসাও সেখানে অত্যল্প। এইরূপ পুত্রের প্রতি মাতাপিতার, সোদরের প্রতি সোদরের, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, এক কথায় (পূর্ব্বেই বলিয়াছি), আত্মার সহিত আত্মেতর পদার্থের যে প্রেম, তাহা স্বার্থমূলক, যেখানে যাহার যে পরিমাণে স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা, সেইখানে তাহার সেইমাত্রায় প্রেম বিদ্যমান। আত্মাই বস্তুতঃ প্রিয়তম পদার্থ †। ১৬। তবে যাহার প্রতি আত্মীয়ভাব থাকে, তাহার প্রতি ভালবাসাও থাকে।

স্বার্থপর সংসারে তবে নিঃস্বার্থ কথাটীর ব্যবহার আছে কেন?—সংসারে স্বার্থশূন্য ব্যবহার যখন অসম্ভব, তখন এ বাজারে নিঃস্বার্থ প্রেমের নাম শুনিতে পাওয়া যায় কেন?—কার্য্যানুরোধে বিদেশবাসী, প্রবাসকালে, ইচ্ছা না থাকিলেও ব্যাধিতের ঔষধ সেবনের ন্যায় বাধ্য হইয়া, তদ্দেশীয় আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকেন, অন্যের দুর্ব্বোধ হইবে, সে দেশের লোকেরা বুঝিতে পারিবে না, তা'ই প্রিয়তমমাতৃভাষা ছাড়িয়া, তৎস্থানপ্রচলিত ভাষাতে কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বদেশীয় সংস্কার যতদিন-পর্য্যন্ত বিদেশীয় সংস্কারদ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছাদিত হইয়া না পড়ে, দেশীয় প্রকৃতি যতদিন-পর্য্যন্ত একেবারে বিকৃতি-প্রাপ্ত বা বিদেশীয়ভাবে ভাবিত হইয়া না যায়, ততদিনপর্য্যন্ত, বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিতে যাইলেও তাহাতে স্বদেশীয় ভাবের চিহ্ন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, ততদিনপর্য্যন্ত স্বদেশের কথা অবিরাম তাঁহার অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হয়, বীজভাবে বিদেশীয়ভাব অনুস্যূত না থাকিলে, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিদেশে বাস করিলেও, তিনি একেবারে বিদেশীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'ন্ না; রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সর্ব্বদাই তিনি বিদেশের গ্রাসহইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্তন্যপায়ি-শিশু, সাদরে গৃহীত হইয়া, ততক্ষণ অন্যের ক্রোড়ে নিশ্চিত হ'য়ে হাঁসে, খেলে, যতক্ষণ তাহার গর্ভধারিণীর কথা মনে না পড়ে, কিন্তু গর্ভধারিণীর কথা একবার মনে পড়িলে, আমি যাঁহার অঙ্কে রহিয়াছি, ইনি আমার 'মা' ন'ন্, এ কথা স্মরণ হইলে, আর যেমন সে তাঁহার ক্রোড়ে স্থির হইয়া অবস্থান করে না, মার জন্য তখনই যেমন তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হাজার ভুলা-ইলেও সে যেমন আর ভুলে না, প্রবাসিরও সেইরূপ স্বদেশের কথা অন্তরে জাগিয়া উঠিলে, জন্মভূমির কথা মনে পড়িলে, মাতা-পিতা-প্রভৃতি আত্মীয়জনের কথা স্মৃতি-

---

* "स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियोभवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।"—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

† "तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्व्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा।"—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

পথে উদিত হইলে, আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন্ না, তখনই তাঁহার মন'-প্রাণ স্বদেশের প্রতি ধাবিত হয়।

সংসার আমাদের স্বদেশ নহে, আমরা এ রাজ্যের প্রজা নহি, আমরা প্রবাসী, আমরা স্বদেশগমনপ্রবৃত্ত দিঙ্মূঢ়পথিক; কর্ম্মবশে এ স্থানে আসিয়াছি। আমরা এক্ষণে যাঁহার অঙ্কে শায়িত—যাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকা, তিনি আমাদের 'মা' ন'ন্। আমরা যে দেশের অধিবাসী, নিঃস্বার্থপ্রেম সেই দেশের জিনিস্, স্বার্থবিরহিত ব্যাপার সেই দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিদেশকে যাঁহারা স্বদেশ বলিয়া ভ্রমে পতিত হ'ন নাই, স্নেহময়ী জননীর প্রেমময়মূর্ত্তি যাঁহাদের অন্তরে অনুক্ষণ প্রতিফলিত হয়, জননী তাঁহার সন্তানদিগকে কোলে লইবার জন্য কর-প্রসারণ করিয়া অবিরাম ডাকিতেছেন, যে সকল ভাগ্যবানের কর্ণে সে আহ্বানধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, মার কাছে যাইবার জন্য যাঁহারা বিদেশীয় বসন-ভূষণ, বিদেশীয় আচারব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, বিমাতার আপাতরমণীয় পরিণামবিরস ক্রোড় পরিহার করিয়াছেন, নিঃস্বার্থপ্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করে, সংসারে স্বার্থবিরহিতপরোপকার করিতে তাঁহারাই সক্ষম। নিঃস্বার্থপ্রেম নিষ্কামকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যদেশীয় পদার্থগুলির পবিত্র নাম ঐ সকল মহাত্মাদ্বারা সংসারে প্রচারিত হইয়াছে, তা'ই আমরা এই স্বার্থপর সংসার-বাজারে ঐ সকল পদার্থের নাম শুনিতে পাই। যে সকল প্রবাসী, বিদেশে বাস করিলেও স্বদেশের প্রতি মমতা রাখেন, শান্তিময় স্বদেশ ছাড়িয়া, অশান্তিময় বিদেশেই চিরজীবন কাটাইতে যাঁহারা অভিলাষী নহেন, যাঁহাদের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায় নাই, কার্য্যশেষ হইলেই দেশে যাইব, যাঁহাদের এইরূপ সঙ্কল্প ও তজ্জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে যাঁহারা সর্ব্বদা যত্নবান্, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে না পারিলেও, স্বদেশীয় পদার্থবলে, তাঁহারা ইহার পক্ষপাতী—ইহার অনুরাগী, এ পদার্থেরমূল্য তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন।

অতএব, স্বার্থপরসংসারে, নিঃস্বার্থভাবে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি অপূর্ণ বা অভাববিশিষ্ট সাংসারিকের নাই। তবে যাঁহারা সংসারকারাগারহইতে বিমুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট, সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বলিত-অগ্নিকুণ্ড, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে না পারিলেও এ যন্ত্রণাময় কারাগারহইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই, যাঁহাদের হৃদয় এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্, মুখে 'নিঃস্বার্থপ্রেম,' 'নিষ্কামকর্ম্ম' ইত্যাদি স্বর্গীয় নামোচ্চারণ, এবং অন্তরে ঘোরস্বার্থপরতাকে পোষণ করা যাঁহাদের নিকট মহাপাপ-জ্ঞানে ঘৃণিত, তাঁহারা এ পবিত্র পদার্থের আদর বুঝেন—এ নাম উচ্চারণ করিবার তাঁহারা অধিকারী। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য, যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও তদর্থ ভাবনা করা যেমন প্রয়োজনীয়, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে অভিলাষীর সেইরূপ মন্ত্রের ন্যায় এ পবিত্র নামের উচ্চারণ ও ইহার অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব “समर्थः पदविधिः।” ২।১।১ এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া, একস্থানে বলিয়াছেন, আমরা ‘জহৎস্বার্থ’ এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকি, জহৎস্বার্থকথাটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে—স্বার্থ-ত্যাগী। যাহা দেখিয়া আমরা এক ব্যক্তিকে জহৎস্বার্থ বা স্বার্থত্যাগী বলিয়া থাকি, তাহাতে সে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ অবশ্য লক্ষিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে স্বার্থ-বর্জ্জন অসম্ভব। যতদিন আমাদের ব্যক্তিগত পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ‘স্ব’ থাকিবে, যতদিন আত্মপরজ্ঞান থাকিবে, সুতরাং, যতদিন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন একেবারে স্বার্থত্যাগ, সম্ভব নহে, ততদিন কেহই অত্যন্তরূপে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না; তবে যেখানে পরার্থবিরোধিরূপ হেয় স্বার্থের ত্যাগ পরিদৃষ্ট হয় সেই স্থলে জহৎস্বার্থ বা স্বার্থত্যাগ, এই সকল কথার ব্যবহার হইয়া থাকে *। যাঁহার আত্ম-জ্ঞান, বিশ্বব্যাপক হইয়াছে, আমি বলিতে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝিয়া থাকেন, সেই মহাত্মাই প্রকৃত প্রস্তাবে জহৎস্বার্থ হইতে পারেন।

* “जहदप्यसौ स्वार्थं नात्यन्ताय जहाति, यः परार्थविरोधी स्वार्थस्तं जहाति ॥”—

পাতঞ্জল—মহাভাষ্য

বর্ত্তমান হিন্দু * সমাজের † চিত্র।

‘সমাজ’ কাহাকে বলে—‘সম্’-উপসর্গ পূর্ব্বক ‘অজ’ ধাতুর উত্তর ‘ঘঞ্’ প্রত্যয় করিয়া, ‘সমাজ’ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘অজ’ ধাতুর অর্থ গতি (Motion), এবং ‘সম্’ উপসর্গটী এখানে ‘সমান,’ ঐক্য বা ‘সহিত’, এই সকল অর্থের দ্যোতক। ‘সমাজ’ শব্দটীর, সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, ‘সমূহ’, ‘সংহতি’, ‘সমিতি’। অমরকোষ-নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-অভিধানে, পশ্বাদি ইতরজীব-ভিন্ন মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠজীববৃন্দের সংহতিকে ‘সমাজ’ এবং পশুদিগের সমূহকে ‘সমজ’ নামে উক্ত করা হইয়াছে †। অমরসিংহের অভিপ্রায়, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্টজীবগণের, সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম ‘সমাজ’।

---

* ‘হিন্দু’-শব্দটী সাধু বা সংস্কৃত শব্দ নহে, ইহা অপশব্দ। অনেকে অনুমান করেন, ‘হিন্দু’ সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। কথাটা অসঙ্গত নহে, কারণ, ম্লেচ্ছজিহ্বাতে, সকার প্রায় হকার রূপেই উচ্চারিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানেরা জিত আর্য্যজাতিকে ঘৃণাপূর্ব্বক ‘হিন্দু’ এই নামে অভিহিত করিত বলিয়া, হিন্দু শব্দটীর বহুল ব্যবহার হইয়াছে। আরবভাষায় হিন্দুশব্দ কৃষ্ণবর্ণ (Black), এই অর্থের বাচক। যাহা হউক, হিন্দু কথাটী, জেতার, জিতজাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক আহ্বান বলিয়াই মনে হয়। বহুদিন ধরিয়া এই নাম চলিয়া আসিতেছে, আজ কাল হিন্দু-নামেই আর্য্যজাতি পরিচিত, তা'ই ইচ্ছা না থাকিলেও হিন্দু-শব্দটীই, আমরা এ স্থলে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

† সমাজসম্বন্ধে ‘সমাজ-বিজ্ঞান’-শীর্ষক বিস্তীর্ণ প্রবন্ধ, গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইবে। পাঠকের সমীপে, এই নিমিত্ত বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, ‘সমাজ বিজ্ঞান’ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ‘বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চিত্র’-সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করেন।

† “পশূনাং সমজোঽন্যেষাং সমাজঃ।”—অমরকোষ।

“পশূনামেব দ্বন্দ্বং সমজ ইত্যুচ্যতে একম্। অন্যেষাং পশ্বভিন্নানাং দ্বন্দ্বং সমাজঃ।”—
অমরকোষটীকা।

সংস্থান ও System, এই শব্দদ্বয়ের উপসর্গ, ধাতু ও অর্থ-গত সাদৃশ্য চিন্তনীয়। ‘System’ কথাটী, Syn—together, histemi—to place, এই দুইএর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্থান, সম্+স্থা+ল্যুট্, এইরূপে নিষ্পন্ন। ‘সম্’ উপসর্গ ও ‘Syn’ যে এক পদার্থ, তাহাতে কোনই সংশয় নাই এবং ‘histemi’ ‘স্থা’ ধাতুরই বিকার বলিয়া বোধ হয়। শব্দদ্বয়ের অর্থও এক।

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন, রেখা বা বিন্দুসমষ্টির—অণুসমূহের, নানাবিধপরিচ্ছিন্ন সংস্থানই ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডলাদি আকৃতি বা মূর্ত্তি (Geometrical figures)।

“মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাবঃ।”—ন্যায়দর্শন। ৪।২।২৩।

“পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে।”—
বাৎস্যায়নভাষ্য।

সমাজ তাহা হইলে সংস্থান (System)—সমাজ কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য ও কোষোক্ত অর্থহইতে অবগত হইলাম, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম 'সমাজ।' সংস্থান বা বিদেশীয় ভাষার Systemএরও ঠিক এই লক্ষণ। কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যসকলের যে সংহতি—সমলক্ষ্য, ইতরেতরাশ্রয়ী পদার্থজাতের সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে একীভূত ভাব—যে মিলন, তাহার নাম সংস্থান বা (System) *।

শরীর ও সংহনন (Body) †—'শৄ' ধাতুর উত্তর 'ঈরণ' ‡ এবং 'সম্' পূর্ব্বক 'হন্' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'শরীর' ও 'সংহনন', এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা শীর্ণ হয়—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'শরীর' এবং যাহা সংহত হয়—পরার্থ সংসৃষ্ট হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সংহনন' বলে §।

---

* প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর তাঁহার 'Conservation of Energy'-নামক গ্রন্থে 'System'এর যে লক্ষণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"When we speak of a structure, or a machine or a system, we simply mean a number of individual particles—associated together in producing some definite result."— *The Conservation of Energy. P. 151.*

† 'Body', 'bot' a lump, এই ধাতুহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'bot' ধাতুব অর্থ lump, অর্থাৎ সংহতি—সমষ্টি, সম্মূর্চ্ছিত বা স্থূল ভাব।

‡ "कॄ शॄ पॄ कटिपटिशौटिभ्य ईरन् ।"—উণাদিসূত্র। ৪।৩০।

"शीर्य्यत इति शरीरम् प्राणिकायः ।"—উণাদিসূত্রবৃত্তি।

§ "संहन्यते—परार्थं संहन्यत इति संहननं ।"—

"संहतपरार्थत्वात् ।"—সাং দং। ১।১৪০।

যাহা সংহত—বহুপদার্থের মিলনে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত, তাহা পরার্থ—পরপ্রয়োজনসাধনেব নিমিত্ত, সংঘাতের নিজের কোনই স্বার্থ থাকে না। পর্য্যঙ্ক (খট্টা), বিবিধ বস্তুর মিলনে সমুৎপন্ন শয্যা, প্রচ্ছাদন-পট, উপধানাদি অনেক বস্তুর সংঘাত। পর্য্যঙ্কাদি পদার্থের নিজের কোন সাধ্য প্রয়োজন নাই ; পর্য্যঙ্ক বা শয্যা দেখিলেই মনে হয়, কোন পুরুষ ইহাতে শয়নকরে, ইহা তদর্থ রচিত। শরীরও পঞ্চভূতের সংঘাত, সুতরাং, শরীর বা ইহার প্রত্যেক অবয়বের কোন স্বার্থ নাই, ইহারা পরার্থ—পর প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত পর্য্যঙ্কাদির ন্যায় ইহারা পরস্পরসংহত হইয়া থাকে। যদর্থ ইহারা পরস্পর সংহত-মিলিত, তিনি শরীরব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পুরুষ, শরীর তাঁহার ভোগায়তন—তাঁহার আশ্রয়।

ইংরাজীতে Body, এই শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, সংহনন শব্দটী ঠিক তদর্থবোধক। যাহা চক্ষুঃকর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা Body। পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্‌সর বলেন—যাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ দেশ, যাহা প্রতীঘাতধর্ম্মক, তাহার নাম Body। "We think of body as bounded by surfaces that resist."

"मध्याभिघाताच्च प्रतीघातो भौतिकधर्मः ।"—ন্যায়দর্শন। ৩।১।৩৮।

শরীরলক্ষণ—ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—চেষ্টা (ঈপ্সিত বা জিহাসিত অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য সমীহা), ইন্দ্রিয় ও অর্থের (ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ-

---

ভগবান্ গোতম প্রতীঘাতকে (Resistance) ভৌতিকধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ডাক্তার হুপার বলিয়াছেন, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া করিতে পারে, তাহাকে Body, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

"A body or substance, whatever is capable of acting on our senses may be so denominated."— *Medical Dictionary.*

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (Natural philosophy) একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভেদে সংহনন বা Bodyকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একাধিক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত বা পিণ্ডকে ponderable এবং একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংহননকে Imponderable body বলা হয়। 'Ponderable' কথাটী 'Pendo', to weigh এই ধাতুহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত "পিডি সংঘাতে", এই সংঘাতার্থক 'পিডি' ধাতুর সহিত 'Pendo', to weigh, ইহার সাম্য লক্ষ্য করিবেন। Imponderable bodyর লক্ষণ—"Imponderable bodies are those which, in general, only act on one of our senses, the existence of which is by no means demonstrated, and which, perhaps, are only forces or a modification of other bodies, such are caloric, light, the electric and magnetic fluids."— *Dr. Hooper.*

মূল বা অমিশ্র এবং যৌগিক বা মিশ্র ভেদেও (Simple or compound) পিণ্ড বা সংহননকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সজাতীয় আকর্ষণে পরস্পর আকৃষ্ট বা সংহত-সংহনন (Body), মূল বা অমিশ্র এবং বিভিন্নজাতীয় দ্রব্যের সংহতি—যৌগিক বা মিশ্র। যৌগিক বা মিশ্র সংহননও (Compound bodies) আবার সচেতন ও অচেতন বা প্রাণিকায় ও অপ্রাণিকায় ভেদে দুই শ্রেণীর। "দ্বিবিধা আত্মাবিষ্টোঽর্থঃ চেতনাবাচেতনাবশ্চ। তত্র চেতনা মনুষ্যাদয়ঃ, অচেতনাশ্চ পাষাণাদয়ঃ।"— নিরুক্তভাষ্য।

"Compound bodies occur everywhere; they form the mass of the Globe, and that of all the beings which are seen on its surface. Certain bodies have a constant composition; that is to say, a composition that never is changed, at least from accidental circumstances: there are, on the contrary, bodies the composition of which is changed at every instant."

"This diversity of bodies is extremely important; it divides them naturally into two classes: bodies, the composition of which is constant, are named brute or gross, inert, inorganic, but those the elements of which continually vary, are called living, organised bodies."— *Dr. Hooper.*

প্রাণিকায় (শরীর) ঔদ্ভিদ ও জৈব ভেদে দুই প্রকারের। জৈব শরীরেরও হিতাহিতবিবেকক্ষম, লোকালোকজ্ঞ—বিশিষ্টচেতন এবং আসন্নচেতন গো, অশ্ব প্রভৃতি এই দ্বিবিধ জীবভেদে, দ্বৈবিধ্য সিদ্ধ হয়।

"ননু চৈতন্যমপুরুষাকারবিগ্রহাণামপি গবাদীনামস্তি? ন, নাস্তি। ননু তে বিনীতচেতনা আসন্নচেতনাঃ। জীবোঽপি যস্য হিতাহিতবিবেকলক্ষণং বিশিষ্টং সংবিজ্ঞানং ন ভবতি, তমধিকৃত্য ব্রুবতে নিশ্চেতনোঽয়মিতি। এবমেতে চ গবাদয়ঃ সত্যপি চৈতন্যে আসন্নচেতনত্বাদ্ বিদুঃ শ্বস্তনম্, ন লোকালোকাবিতি।"— নিরুক্তভাষ্য।

যাহারা ধৃতি ও বিবেকশক্তি-বিহীন, অনুমান করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, অতীতানাগত

জনিত সুখ দুঃখের) যাহা আশ্রয়—অধিষ্ঠান, তাহার নাম 'শরীর' *। ভগবান্ আত্রেয়, চেতনাধিষ্ঠিত—ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতবিকারসমূহাত্মকপদার্থকে 'শরীর', এই নাম দিয়াছেন †। সুশ্রুতসংহিতাতেও শরীরের ঠিক এইরূপ লক্ষণই প্রদত্ত হইয়াছে ‡।

সমাজ ও শরীর, এই উভয়পদার্থের লক্ষণসমন্বয়—শরীরের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহাতে সমাজকে একটী বৃহৎ শরীর-ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বুঝিয়াছি, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম সমাজ; শরীর কাহাকে বলে, চিন্তা করিয়া অবগত হইলাম, শরীর, পরার্থসিদ্ধির জন্য সংহত, ক্ষয়শীল, বহুপদার্থের মিলিত বা একীভূতভাব, শরীর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি। অতএব, সমাজ ও শরীরের লক্ষণ একরূপই হইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), যাহা সংহত—বিবিধবস্তুর মিলনে সমুৎপন্ন, তাহা পরার্থ, তাহা পরপ্রয়োজনসাধন করিবার নিমিত্ত পরস্পরসমবেত, সংহতির কিংবা ইহার প্রত্যেক অবয়বের কোন স্বার্থ নাই।

কথাটীর বিশদার্থ—বিনা প্রয়োজনে কদাচ কোনপ্রকার কর্ম্মের আরম্ভ হয় না। সুখ ও সুখের হেতুভূত পদার্থের ঈপ্সা এবং দুঃখ ও তৎ-হেতুভূত পদার্থের জিহাসা—ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইহারাই কর্ম্ম প্রয়োজন। সুখদুঃখভোগ অচেতন বা জড়ের হইতে পারে না, জড়শরীর সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে। পুরুষ বা জীবাত্মারই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে—শরীরাধিষ্ঠাতাই সুখদুঃখভোগকর্ত্তা §। লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ বা জীবাত্মার ভোগের জন্য

যাহারা দেখিতে পায় না, বর্ত্তমানই যাহাদের কাছে সৎ, তাঁহারা আসন্নচেতন। এই শ্রেণীর জীব, পরলোকের অস্তিত্বে অজ্ঞ বা অবিশ্বাসী হইয়া থাকে।

* "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়: শরীরম্"—ন্যায়দর্শন। ১।১।

ভগবান্ গোতম, শরীর-শব্দদ্বারা ভোগায়তন প্রাণিকায়কেই লক্ষ্যকরিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সংহনন, সাধারণসংঘাতের (Body) বাচক। অমরসিংহ শরীর ও সংহনন, এই দুইটীকেই দেহ-নাম-শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

† "तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पञ्चभूत-विकारसमुदयात्मकं।"—
চরকসংহিতা, শারীরস্থান।

‡ "तच्च चेतनावस्थितं वायुर्विभजति तेजः एनं पचति। आपः क्लेदयन्ति, पृथिवी संहन्त्याकाशं विवर्द्धयति। एवं विवर्द्धितः यदा हस्तपादजिह्वाघ्राणकर्णनितम्बादिभिरङ्गैरुपेतस्तदा शरीरमिति संज्ञां लभते।"—
সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান।

§ "तिरश्चीनोविततोरश्मिरेषामधःस्विदासीदुपरिस्विदासीत्।
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১।

উদ্ধৃত মন্ত্রটী সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদক মন্ত্রজাতের অন্যতর মন্ত্র। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টির ইহারাই হেতু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে এই সত্য বিজ্ঞাপন করিয়া, প্রাগুক্ত মন্ত্রটীদ্বারা অবিদ্যাদি

শরীরের উৎপত্তি; যন্ত্রির কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শরীরী বা ভোক্তাকে এইজন্য বেদে উৎকৃষ্ট, এবং ভোগ্যপ্রপঞ্চকে অবরসৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভোগ্যপদার্থমাত্রেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি অচেতনা, সুতরাং, ইহার ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, এবং যাহা ভোগ্য, তাহাই ত্রিগুণপরিণাম, অতএব, সংহত পরার্থ, পরপ্রয়োজন-সাধননিমিত্ত।

শরীরীও শরীরকার্য্য—বুঝিয়াছি, সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মমাত্রেই ঈপ্সিততমের সমাগমজন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, গতিমাত্রেই (Motion) কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। দেখিতেছি, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই গতিশীল, সকলই সদাচঞ্চল, এবং ইহাও বিদিতবিষয় যে, আনন্দই জীবজগতের ঈপ্সিততম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে স্থানে যাইবার জন্য জীব-সঙ্ঘ সদাগতি, যেখানে যাইতে পারিলে, জীবের বিশ্বাস, তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, সে স্থান কোথায়? শাস্ত্রকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, জ্বালাযন্ত্রণাময়ভবধাম ত্যাগ করিয়া, সদানন্দময়ীর সর্ব্বদুঃখপ্রশমন, শমনভয়নিবারণ শান্তিময়-অঙ্কে শয়নকরিয়া, সংসারদাবানলদগ্ধ প্রাণকে শীতল করিবার জন্যই জীবজগৎ যাত্রা করিয়াছে। অপটু সারথি অশ্বের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বুঝিতে না পারিলে, অশ্বরশ্মিকে যেমন আয়ত্ত করিতে পারে না, দুষ্ট অশ্বগণ এইজন্য তাহার বশগ না হইয়া যেমন বিপথগামী হয়, সেইরূপ যে সকলব্যক্তি, অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের গতি-বিধি বুঝিতে পারে না, সুতরাং, মনকে যাহারা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, অপটুসারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় তাহারা বিপথে বিচরণ করে। কোথায় যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া, লক্ষ্য-স্থানের বিপরীত দিকে ধাবমান হয়; আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না--দিঙ্‌মূঢ় পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে *।

বিশ্বসৃষ্টিহেতু সকলের স্বকার্য্যজননশীলতা প্রতিপাদিত এবং বিশ্বের ভোক্তৃভোগ্য-সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। স্থানান্তরে বিস্তারপূর্ব্বক ইহার ব্যাখ্যা করিবার মানস রহিল, আপাততঃ প্রসঙ্গাধীন প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিয়া যাইব। ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং, জগতের সৃষ্টিকার্য্যও যে এ নিয়ম অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় নাই, তাহা নিশ্চিত, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর তদীয় রশ্মি নিমেষের মধ্যেই যেমন যুগপৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপ্তিক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও তাহা যেমন বুদ্ধিগোচর হয় না, সেইরূপ চপলাবিকাশের ন্যায় বিশ্ব-প্রকাশকার্য্য অতিত্বরিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায়, ক্রমপ্রতিপত্তিসত্ত্বেও তাহা দুর্লক্ষ্য হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রেই আশ্রয়াশ্রয়ি সম্বন্ধব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, কর্ম্মের রূপ ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। বিশ্বসৃষ্টির ভোক্তা ও ভোগ্যই বা কি, তাহা বলিতেছেন।—রেতোধা—বীজভূতকর্ম্মের ধারণকর্ত্তা জীব ভোক্তা এবং বিষদাদি শক্তি স্বধা, ভোগ্য বা অন্ন। ভোগ্যপ্রপঞ্চ অবর—নিকৃষ্ট এবং প্রযতি—প্রযতিতা বা ভোক্তা উৎকৃষ্টসৃষ্টি।

* "যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥"—কঠোপনিষৎ।

একস্থানহইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, রথ বা যান, সারথি, প্রগ্রহ (রশ্মি—লাগাম) ও অশ্ব, এই সকলের প্রয়োজন। শাস্ত্রমুখে শুনিলাম, জীবাত্মা, দুঃখসঙ্কুল ভবধাম ছাড়িয়া, কৈবল্যধামে উপনীত হইবার জন্য সদাগতি, অতএব, ইহাঁর রথাদি যান আছে, সন্দেহ নাই। আত্মা কোন্ রথে আরোহণ করিয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেছেন এবং সে রথের সারথি কে, অশ্বরজ্জু এবং অশ্বই বা কিরূপ, শ্রুতি বক্ষ্যমাণ বচনসকলদ্বারা তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। শরীরী বা জীবাত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন অশ্বরজ্জু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ শরীররথাকর্ষক অশ্ব এবং রূপরসাদি বিষয়সকল উক্ত অশ্বগণের বিচরণমার্গ—পথ। শরীরেন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মা, ভোক্তা *।

শরীরসম্বন্ধীয় চিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে, শরীরী বা আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় অথবা কর্ত্তৃকরণাদি কারকশরীরে বিদ্যমানা মূর্ত্তক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক।

সমাজশরীরের তত্ত্বজ্ঞান একটী নরশরীরসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের রীতিতে অর্জ্জন করিতে হইবে—শরীর যেমন ক্ষুদ্রবৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনের জন্য (শরীরীর প্রয়োজনসাধনার্থ) পরস্পরসংহত, সমাজও সেইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়ী ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজভুক্ত প্রত্যেক নরদেহ সমাজ-যন্ত্রির একএকটী যন্ত্রভিন্ন অন্য কিছু নহে। শরীরসম্বন্ধীয় চিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে, যেমন শরীরী বা আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ও চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় বা স্থূল দেহের তত্ত্বানুসন্ধান করা মনীষিজনাচরিতরীতি, সমাজশরীরসম্বন্ধীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলেও সেইপ্রকার ঐ সকল পদার্থের সন্ধান লওয়া অবশ্য প্রয়োজন। অতএব, সমাজ-দেহের যথাযথরূপ দেখিবার নিমিত্ত, আমরা সংক্ষেপে নরশরীরের উৎপত্তি-সংস্থানাদির বিষয় চিন্তা করিব।

নরশরীরব্যাকরণ—শাস্ত্রকারেরা নরশরীরকে ছয়টী প্রধানাঙ্গে বিভক্ত

---

* "आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारीत्याहुः मनीषिणो विवेकिनः। न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति, बुद्ध्याद्युपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम्।"—
শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, কেবলাত্মা বা পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব—সুখ-দুঃখানুভূতি নাই, বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক আত্মারই ভোক্তৃত্ব বিবেকি-পুরুষেরা স্বীকার করিয়া থাকেন।

† "आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥"—কঠোপনিষৎ।

করিয়াছেন, শরীর ষড়ঙ্গ *—শাখা চা'র (ঊর্দ্ধ দুই, অধঃ দুই, Limbs—Extremities), মধ্য (The Trunk) এবং শিরঃ (The head)।

শরীরের মধ্য স্থলে, মস্তকহইতে নিম্নপর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিয়া, শরীরকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিলে, দেখা যায় যে, এক পার্শ্বের গঠনের সহিত অন্য পার্শ্বের গঠনের কোন পার্থক্য নাই—এক দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অন্যদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সহিত সংখ্যায় ও আকারে এক। নরশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন বা সংস্থান জানিবার নিমিত্ত শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে, যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১ম। ত্বক্ বা চর্ম্ম (That tough membrane which invests the whole body and is called the skin or integument)। শাস্ত্রে সপ্তত্বকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় †।

২য়। ত্বকের নিম্নে মাংস। অনেক স্থলে মাংসের উপরিভাগে মেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকে বসাও বলা হয়।

৩য়। মাংসকে সাবধানে পৃথক্ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন পেশী নয়নপথে পতিত হয়।

৪র্থ। পেশীর মধ্যবর্ত্তিস্থানে স্নায়ু, শিরা ও ধমনী অবস্থান করে।

৫ম। ইহার নিম্নে অস্থি। অস্থিদ্বারাই দেহ ধৃত হইয়া থাকে। অভ্যন্তরগতসারদ্বারা বৃক্ষসকল যেমন অবস্থান করে, শরীরও তদ্রূপ অস্থিসারদ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়াছে ‡। স্থূলাস্থিতে মজ্জা-নামক পদার্থ দৃষ্ট হয় §। স্থূলাস্থিসকল

---

* "तच्च षडङ्गं शाखाश्चतस्रो मध्यं पञ्चमं षष्ठं शिर इति।"—সুশ্রুতসংহিতা।

"शिरोऽन्तराधि द्वौ बाहू सक्थिनी च समासतः। षडङ्गम्।"—অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা।

"Man's body is evidently divisible into head, trunk, and limbs."—
Mivart's Anatomy. P. 2.

"The human body is obviously separable into head trunk and limbs. In the head the braincase or skull is distinguishable from the face. The trunk is naturally divided into the chest or thorax, and the belly or abdomen. Of the limbs there are two pairs—the upper, or arms, and the lower, or legs."—
Elementary Physiology by Huxley.

† সপ্তত্বক্, যথা—(১) অবভাসিনী, (২) লোহিতা, (৩) শ্বেতা, (৪) তাম্রা, (৫) বেদিনী, (৬) রোহিণী, (৭) মাংসধরা। অবভাসিনী ও লোহিতা সম্ভবতঃ ইংরাজীমতের Epedermis ও Dermis.

‡ "अभ्यन्तरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहाः।
अस्थिसारैस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां ध्रुवम्॥
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा।
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति वा॥"—সুশ্রুতসংহিতা।

§ "स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः।"—সুশ্রুতসংহিতা।

শূন্যোদর (ফাঁপা), ইহার অভ্যন্তরে একটী নলী আছে, সেই নলী ঈষৎ লোহিতবর্ণ অস্থিমজ্জাদ্বারা পরিপূর্ণ।

৬ষ্ঠ। কোষ্ঠাঙ্গ—শরীরকে ত্রিগুহ বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে প্রধানতঃ তিনটী গুহা আছে। করোটি, হৃদয় ও উদর। করোটিতে মস্তিষ্ক (Brain), হৃদয়ে উণ্ডুক, ফুস্ফুসদ্বয় ও হৃৎকোষ্ঠ বিদ্যমান, উদরে যকৃৎ, পিত্তাশয়, আমাশয় (Stomach), ক্লোম, ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র (Small and large intestine), প্লীহা, বৃক্কদ্বয় (Kidneys), বস্তি (Bladder) ইত্যাদি উদরগহ্বরে অবস্থিত আছে। শবচ্ছেদ করিয়া, শরীর সংস্থান পরীক্ষা করিবার পর, যদি আমরা যে স্থানে যাহা ছিল, পুনর্ব্বার তাহাকে তৎস্থানে সংরক্ষিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদিগকে স্থাপিত করিতে সক্ষম হই না। পেশী, অস্থি, শিরা, ইহাদের কেহই নষ্ট হয় নাই, তবে কেন ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিতে পারা যায় না? পেশীপ্রভৃতির কোন অংশ নষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু এমন একটী দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে, যাহা উহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পেটকের মধ্যে কাচনির্ম্মিত ক্রীড়নকদ্রব্যসকল রাখিয়া, সরিয়া না পড়ে, এতদুদ্দেশে তাহাদের মধ্যে মধ্যে তুলা দেওয়া হইয়া থাকে, শরীরে সেইরূপ সংযোজকতন্তু (Connective tissue)-নামক পদার্থ আছে, ইহা পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে। শবচ্ছেদ করিবার সময় এই পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

শরীরোৎপত্তি—অণুর সমষ্টি মহৎ, এবং মহতের ব্যষ্টিই অণু; অতএব, মহতে যে সকল ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, অণুতেও তত্তদ্ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ভগবান্ পুনর্ব্বসু পুরুষবিচয়-নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে যাইবার পূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন, পুরুষ ঠিক জগতের সদৃশ—বিশ্বসম্মিত, জগতে মূর্ত্তিবিশিষ্ট যত প্রকার ভাববিশেষ আছে, তৎসমুদায়ই পুরুষে বিদ্যমান এবং যে সমস্ত ভাব পুরুষে বিদ্যমান, সেই সমুদায়ও জগতে দেখিতে পাওয়া যায় *। জগতের উৎপত্তি যে নিয়মে

---

* "পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে।"—চরকসংহিতা, শারীরস্থান, ৫ম অধ্যায়।

ডাক্তার মার্টিনিউ নিম্নোদ্ধৃত বচনসকলদ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভগবান্ পুনর্ব্বসুর প্রাগুক্ত বাক্যের তুলনা প্রার্থনীয়।

"The same Divine element which constituted the beauty, truth and goodness of the Cosmos, spread into the human mind and established there the conscious recognition of beauty, truth, and goodness. And the same series of phenomena which manifested itself in the sensible qualities of material things turned up in us under the form of the corresponding sensations. Thus, both members of the division crossed over from the world to man, or rather were continuous through all: the human being was but a part and member of

হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, শরীরও ঠিক তন্নিয়মে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্তির শরীরোৎপত্তিরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ, অথবা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, অণু, মহৎ, কৃশ, স্থূল ইত্যাদি যতপ্রকার ভাববিকার আছে, সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়হইতে জাত এবং এই পদার্থদ্বয়দ্বারা ব্যাপ্ত *। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি—অচেতনা, সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী (সরূপ-বিরূপ-পরিণামধর্ম্মযুক্তা) ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী এবং ইনি একা ; পুরুষ (অবশ্য জীবাত্মা)—সচেতন, অগুণ, অবীজধর্ম্মী—অপ্রসবধর্ম্মী ও মধ্যস্থধর্ম্মী এবং ইনি বহু †। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা)

---

the universe, sharing its mixed character, of ground and manifestation, and in no wise standing to it in any antithetic positon."—

Types of Ethical Theory: Vol. II. P. 2.

* "अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति ।
सर्व्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥"—ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়।

† "उभावप्यनादी उभावप्यनन्तौ उभावप्यलिङ्गौ उभावपि नित्यौ उभावप्यपरौ उभौ च सर्व्वगताविति । एका तु प्रकृतिरचेतना त्रिगुणा बीजधर्म्मिणी प्रसवधर्म्मिण्यमध्यस्थधर्म्मिणी चेति । बहवस्तु पुरुषाश्चेतनावन्तोऽगुणा अबीजधर्म्मिणोऽप्रसवधर्म्मिणो मध्यस्थधर्म्मिणश्चेति ।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রকৃতি ও পুরুষ, এই পদার্থদ্বয়হইতে নিখিল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, শিষ্যবৃন্দ যাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ-সম্বন্ধীয় কতকটা পরিচয় পায়, এতদুদ্দেশ্যে উদ্ধৃত বচনসমূহ-দ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়াছেন। উদ্ধৃত বচনসমূহের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, উপলব্ধি হইবে, ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাংখ্য-মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। একটু মনোযোগপূর্ব্বক সাংখ্যমত অধ্যয়ন করিলে, প্রতীতি হয়, ভগবান্ কপিল পুরুষশব্দদ্বারা জীবাত্মাকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঔপাধিকভেদবশতঃ জীবাত্মা বহু, কপিলদেব তা'ই বলিয়াছেন, 'পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।'—সাং দং ৬।৪৫ সূত্র। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয় পরমপুরুষ কপিলদেবের অজ্ঞাত বা অনঙ্গীকৃত নহেন। 'সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা' অর্থাৎ, সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থাতে, পুরুষের ব্রহ্মের সহিত তুল্যরূপতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ কথা তাঁহার মুখহইতে বহির্গত হইত না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মাই, কপিল-দেব অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরমাত্মা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তিনি অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, তিনি নির্গুণ (unconditioned—Absolute)। জীবাত্মা অন্তঃকরণাদি-উপাধিবশতঃ বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কথাটা ভগবান্ কপিলেরও স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহা শ্রুত্যুপদেশ, শ্রুতিবচনই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৪।৭।৩৩। বৃহদারণ্যক, ৫ম ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে

ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে বিবিধ উচ্চাবচ স্থাবর কিংবা জঙ্গম-শরীর গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম বা শুভকর্ম্ম-বশতঃ যখন ইনি জঙ্গমবীজে প্রবেশ করেন, তখন মনুষ্যাদি শরীর এবং অধর্ম্ম বা অশুভ-কর্ম্মনিবন্ধন যখন স্থাবরবীজে প্রবেশ করেন, তখন বৃক্ষাদিরূপ ধারণ করেন *। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, সূক্ষ্ম, মাতা-পিতৃজ ও প্রভূত শরীরের (Body) এই ত্রিবিধ ভেদ আছে, এবং জীব, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরযুক্ত হইয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন, যাবৎ মুক্তি না হয়, লিঙ্গশরীরের সহিত পুরুষের তাবৎ বিচ্ছেদ হয় না।

লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরের সহিত স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথা-ক্রমে জন্ম ও মরণ-রূপ বিকার †। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, সুখ, দুঃখ,

---

অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা নামে ব্যপদিষ্ট, স্বীয় অনাদি মায়াশক্তিদ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃভোগ্যরূপে অবস্থান করেন।

"अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपम्।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, একা—ত্রিগুণাত্মিকা অজা (যাঁহার জন্ম নাই, অর্থাৎ, যিনি অনাদি) মূলপ্রকৃতি বা মায়া, সরূপ (ত্রিগুণময়) বহুবিধ প্রজা উৎপাদন করেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশই সাংখ্যদর্শনের মূলমন্ত্র।

তা'ই ধন্বন্তরিও বুঝাইয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই অনাদি ও অনন্ত, উভয়েই অলিঙ্গ (অব্যক্ত) ও নিত্য এবং উভয়েই অপর ও সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক, অনাদিত্বাদি ধর্ম্মে উভয়েই সমান। প্রকৃতি-পুরুষের সাধর্ম্ম্য (Identity) দেখাইয়া, তৎপরে বৈধর্ম্ম্য (Difference) দেখাইয়াছেন, যথা—প্রকৃতি একা, অচেতনা, ত্রিগুণময়ী, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী, পুরুষ বহু, চেতনা-বান্, নির্গুণ, অবীজ-ধর্ম্মী, অপ্রসবধর্ম্মী ও মধ্যস্থধর্ম্মী।

* "क्षेत्रज्ञानित्यास्तिर्य्यग्योनि मानुषदेवेषु सञ्चरन्ति धर्म्माधर्म्मनिमित्तम्।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ, দেব, নর, তির্য্যগাদি যোনিতে সঞ্চরণ করেন।

† "सूक्ष्मामातापितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः।
सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्त्तन्ते॥"—সাংখ্যকারিকা।

লিঙ্গশরীর নিয়ত, অর্থাৎ, আমোক্ষাবস্থায়ী, যত দিন মোক্ষ না হয়, তত দিন ইহা অবস্থান করে। শুভাশুভকর্ম্মবশতঃ লিঙ্গদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয় (Moulded), ইহা তদুপযুক্ত নূতন নূতন স্থূল শরীর গ্রহণ করে।

লিঙ্গশরীরলক্ষণ—লিঙ্গশরীর, পূর্ব্বোৎপন্ন (আদি সর্গে, প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রতিপুরুষের প্রত্যেক জীবাত্মার আধাররূপে অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত), ইহা অসক্ত (অব্যাহত-গতি, শিলাদির মধ্যেও প্রবেশ করিতে সক্ষম), ইহা নিয়ত,—মুক্তিপর্য্যন্ত অবস্থায়ী, ইহা মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকলের সমষ্টি; ইহা নিরুপভোগ; ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলশরীরব্যতীত কেবল লিঙ্গশরীরদ্বারা জীবাত্মার ভোগ নিষ্পত্তি হয় না, লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন আত্মা এইজন্য পুনঃপুনঃ দেহহইতে দেহান্তরে সংসরণ করেন, কর্ম্মানুরূপ নব নব ষাট্‌কৌশিক শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মন, সঙ্কল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায়, বিষয়োপলব্ধি, ইহারা কর্ম্মপুরুষ বা জীবাত্মার ধর্ম্ম বা গুণ *।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"—সাংখ্যকারিকা।

ভগবান্ মনুও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"—মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, জীবাত্মা, অণুমাত্রিক হইয়া (লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন বা পুর্য্যষ্টকযুক্ত হইয়া), যখন স্থাবরবীজে প্রবেশ করেন, তখন বৃক্ষাদিরূপ ধারণ করেন, আর যখন জঙ্গমবীজে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন মনুষ্যাদিশরীর প্রাপ্ত হ'ন। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু ও অবিদ্যা, এই আটের সমুদায়কে পুর্য্যষ্টক বলে। শ্রুতিই সকলের প্রমাণ, ঋষিদিগের জ্ঞান আগমমূলক, এ সকল বেদেরই উপদেশ।

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১।

জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহার সংস্কার তাহার অন্তঃকরণে লগ্ন থাকে। এই সংস্কারই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজভূত। বেদ ইহাকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি-বীজ বলিয়াছেন। প্রলয়কালে ইহারা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া, অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃপ্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকিবে।

ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলদেহের সহিত, লিঙ্গদেহের আধারাধেয় ভাবে অবস্থিতিই আমাদের নিকট জীবিতাবস্থা বা জীবন নামে পরিচিত। জীবন কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময় চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, আন্তর বা সূক্ষ্ম জগতের সহিত স্থূল জগতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের নামই জীবন। "Life is definable as the continuous adjustment of internal relations to external relations."— *First Principles. P. 84.*

জন্ম বা আবির্ভাব বিকারহইতে বিনাশবিকারপর্য্যন্ত প্রধানতঃ যতপ্রকার ভাববিকার আমাদের লক্ষ্যীভূত হয়, তৎসমুদায়ের অনুভূতিই জীবননামক পদার্থের অনুভূতি। পণ্ডিত কার্ক্‌স্ (Kerks) জীবনপদার্থকে এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "The essentials of life are these—birth, growth and development, decline and death—and an idea of what life is, will be best gained by sketching these events, each in succession, and their relations one to another."— *Handbook of Physiology.*

উপরি-উদ্ধৃত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয়ের প্রদত্ত জীবনসম্বন্ধীয় লক্ষণ, শাস্ত্রনির্ব্বাচিত জীবনলক্ষণেরই ছায়া, চিন্তাশীল পাঠক নিশ্চয়ই এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

* "তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সঙ্কল্পো বিচারণা স্মৃতির্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ।"— সুশ্রুতসংহিতা।

জীবাত্মার লিঙ্গ বলিবার সময় ভগবান্ কণাদ, ধন্বন্তরিনির্ব্বাচিত প্রাগুক্ত গুণসকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"প্রাণাপান-নিমেষোন্মেষ-জীবন-মনো-গতীন্দ্রিয়ান্তর-বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষ-প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।"— বৈশেষিকদর্শন।

স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছিন্ন জীব অসংখ্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন স্থান নাই, যে স্থান জীবব্যাপ্ত নহে। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, জরায়ু, অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ, প্রাণি-সকলের প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ যোনি—উৎপত্তিস্থান—বীজ *। যে চা'র প্রকার প্রাণি-যোনি নির্ব্বাচিত হইল, এই চতুর্ব্বিধ যোনিরও অসংখ্য ভেদ আছে, অপরিসংখ্যেয় বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণিসকল যে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, ইহাই তাহার কারণ। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, মধূচ্ছিষ্টবিম্বে—মোমদ্বারা গঠিত মনুষ্যাদি-প্রতিবিম্বযুক্ত ছাঁচে, গলিতসুবর্ণ-রৌপ্যাদি ঢালিলে, তাহা যেমন ছাঁচের প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করে, গর্ভজনকভাবসমূহ সেইরূপ যে যে যোনিতে প্রবেশ করে, সেই সেই আকারে আকারিত হয়। যখন মনুষ্যপ্রতিমূর্ত্তিযুক্ত যোনিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন মনুষ্যবিগ্রহরূপে জন্মিয়া থাকে †।

গর্ভোৎপত্তি—মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, আত্মা, সাত্ম্য রস এবং সত্ত্ব, এই সকল ভাব মিলিত হইয়া, গর্ভ জন্মায় ‡। সত্ত্ব উপপাদক—সংযোজক, নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় জীবকে ইহা শরীরের সহিত সম্বন্ধ করে—শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে। সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপরি দেহের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য নির্ভর করে, সত্ত্ব শরীর ত্যাগ করিলে, প্রাণত্যাগ হয়, প্রাণ সত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ, সত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের চালক। শুদ্ধ, রাজস ও তামস ভেদে সত্ত্ব ত্রিবিধ। যে গুণপ্রধান মন লইয়া

---

* "भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति, जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिदः ।"— চরকসংহিতা।

ভগবান্ কপিল উষ্মজাদি ষড়্বিধ শরীরের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसाङ्कल्पिकसांसिद्धिकं चेति न नियमः ।"— সাং দং। ৫।১১১ সূত্র।

দংশমশকাদি উষ্মজ, পক্ষিসর্পাদি অণ্ডজ, মনুষ্যাদি জরায়ুজ, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ, সনকাদি ঋষিগণ সঙ্কল্পজ, এবং মন্ত্রতপঃপ্রকৃতি সিদ্ধিজ—সাংসিদ্ধিক। অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, এ স্থলে ইহার বিশেষ-বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

† "प्राणिनामेते गर्भकरा भावा यां यां योनिमापद्यन्ते तस्यां तस्यां योनौ तथा तथा रूपा भवन्ति । तद्यथा कनकरजतताम्रत्रपुसीसान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टबिम्बेषु । ते यदा मनुष्यबिम्बमापद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते ।"— চরকসংহিতা।

‡ "गॄ निगरणे", এই 'গৄ' ধাতুর উত্তর 'ভন্' প্রত্যয় করিয়া, 'গর্ভ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "अर्त्तिगृभ्यां भन्" উনা। ৩।১৫২। "गीर्य्यते जीव-सञ्चित-कर्म्मफल-दात्रा ईश्वरेण प्रकृति-बलात् जठर-गह्वरे स्थाप्यते शुक्रयोगेनासौ ।"

অর্থাৎ, জীব সঞ্চিত কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বরকর্ত্তৃক, প্রকৃতিবলদ্বারা শুক্রযোগে জঠরগর্ভে স্থাপিত পদার্থকে গর্ভ বলে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"यदा हि स्त्रीगुणान् गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति ।"—

অর্থাৎ, স্ত্রীগুণ, পুরুষহইতে শুক্রাবস্থিত গুণ বা শক্তিকে যখন গ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে।

"मातृतः पितृत आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्त्वत इत्येतेभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भः सम्भवति ।"—

যাহার মৃত্যু হয়, পুনর্জ্জন্মকালে তাহার মন তদ্‌গুণপ্রধান হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির অতীত জন্মের কথাও স্মৃতিপথে উদিত হয় *।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়হইতে জাত—বিকারপদার্থমাত্রেই এই পদার্থদ্বয়দ্বারা ব্যাপ্ত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ, ইনি কাহার বিকার বা কার্য্য (Effect) নহেন, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি, অর্থাৎ, ইহারা কার্য্য এবং কারণ, দুই ; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারের কারণ, সুতরাং, ইহা প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি বা কার্য্য বলিয়া ইহা বিকৃতিও বটে ; অন্যান্য বিকারসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শক পদার্থ, ইহারা কেবল বিকৃতি বা কার্য্য। আত্মা প্রকৃতিও ন'ন্, বিকৃতিও ন'ন্ †। গর্ভ কাহাকে বলে, বুঝাইবার জন্য তা'ই ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसम्मूर्च्छितं गर्भ इत्युच्यते ।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, আত্মা ও প্রকৃতিবিকার-সম্মূর্চ্ছিত গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিতের নাম গর্ভ। ভগবান্ আত্রেয়ও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति ।"—

চরকসংহিতা।

---

* "येनास्य प्रयतोभूयिष्ठं तेन द्वितीयायामाजातौ सम्प्रयोगो भवति ।
यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते तदा जातेरतिक्रान्तायाश्च स्मरति ॥"—চরকসংহিতা।
"आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, আহারের শুদ্ধিতে (যাহা আহৃত হয়—ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা আহার) সত্ত্ব—অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বের ধ্রুবা স্মৃতি—অবিচ্ছিন্ন স্মরণ জন্মে, জন্মান্তের অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

† "मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥"—সাংখ্যকারিকা।
"सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ২।১।১৬৪।

উদ্ধৃত মন্ত্রটী প্রাগুক্ত সাংখ্যমতের বীজ।

মন্ত্রটীর সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য,—

सप्तार्धगर्भाः—सप्त महदहङ्कारौ पञ्चतन्मात्राणीति मिलित्वा सप्तसंख्याकानि तत्त्वानि, अर्धगर्भाः—अविकृतिरूपाः, विकारान्वयायाः मूलप्रकृतेः प्रकृतिविकृतेरुदासीनस्यात्मनश्चोत्पन्नत्वादर्धाङ्गेन प्रपञ्चा कारैव परित्यागार्धगर्भाः पुरुषात्मज्ञाविज्ञियत्वादित्यभिप्रायः ।"—

অর্থাৎ, শুক্র, শোণিত ও জীব 'জীবাত্মা—লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ', সংযুক্ত হইয়া, কুক্ষিস্থ হইলে, তাহার গর্ভ, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। চেতনাবস্থিত গর্ভ, বায়ুদ্বারা বিভক্ত, তেজঃদ্বারা পরিপক্ব, জলভূতদ্বারা ক্লিন্ন, পৃথিবীদ্বারা সংহত এবং আকাশদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন ইহা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হয়, তখন ইহার শরীব, এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। (পূর্ব্বোদ্ধৃত সুশ্রুতসংহিতাবচন স্মরণ করিবেন।)

শরীরোৎপত্তি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-সিদ্ধান্ত—পাশ্চাত্য-নরশরীরবিধান-শাস্ত্র (Human physiology) অধ্যয়ন করিলে, অবগত হওয়া যায়, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, সকলপ্রকার জীবই এক আদিপদার্থ বা রূপান্তরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে আদি সজীব পদার্থহইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণিজাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে 'আমিবা' (Amœba) বলে। আমিবা এক কোমল অণ্ডলালের (Albuminous) ন্যায় পদার্থনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জীব, ইহার শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন কিছুই নাই। যে কোমল পদার্থে আমিবা নির্ম্মিত, সকল প্রাণিই তৎপদার্থসৃষ্ট, কোথাও ইহা গাঢ়, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়া কঠিন হয়। যে আদি পদার্থের উল্লেখ করা হইল, তাহা যদৃচ্ছাভাবে মিলিত হইয়া, শরীরোৎপাদন করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘরের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া, অবস্থান করে। মধুকোষবৎ (মৌমমাছির চাকের ঘরের ন্যায়) এক একটী উক্ত ঘরকে কোষ কহে। শরীরের সকলস্থান এইরূপ কোষবিনির্ম্মিত। কোথাও ইহা গোলাকার, কোথাও বা অণ্ডবৎ। প্রত্যেক কোষের (Cell) অভ্যন্তরে, অণুবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে, একটী ক্ষুদ্রতম কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকে কোষবিন্দু বলে। পশ্চাত্যবিজ্ঞানমতে ইহাই প্রকৃত ও অপরিবর্ত্তিত আদিপদার্থ।

আমিবার জীবনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের জীবনকার্য্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানশাস্ত্রে আমিবার জীবনক্রিয়াগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

আমিবার সঙ্কোচনশক্তি আছে (Contractile property)। স্বেচ্ছা বা পরের উত্তেজনায় আমিবা সঙ্কুচিত হয়। শ্রেষ্ঠ জীবগণের শরীরও এইনিমিত্ত সঙ্কোচনশক্তিবিশিষ্ট। আমিবা, পোষণের জন্য, স্বীয় শরীরের সহিত খাদ্যদ্রব্য সম্মিলন করিয়া লয়, এবং তাহা পাক হইয়া, শরীরের পোষণ বর্দ্ধন করে। শ্রেষ্ঠ জীবদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। নূতন খাদ্যদ্রব্য সমীকৃত হইয়া যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে, সেইরূপ পুরাতন বা অসার পদার্থসকল শরীরহইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবমাত্রেরই শরীরে অবিরাম এই ত্যাগগ্রহণাত্মক-কর্ম্মলীলা চলিতেছে। একটী আমিবা বর্দ্ধিত এবং অবশেষে বিভক্ত হইয়া, দুইটী, তাহার পর তিনটী, এইরূপে ক্রমে একটী আমিবাহইতে অনেকগুলি আমিবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব-

মাত্রেই এই বংশবৃদ্ধিকরী শক্তি বিদ্যমান। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জীবের উচ্চাবচ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভাব আমিবার সংখ্যার তারতম্যের অধীন। একটী আমিবা-হইতে দুইটীর মিলনে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবের আবির্ভাব হয়; এইপ্রকার যত অধিকসংখ্যক আমিবার সম্মিলন হইবে, তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইবে।

জীবনরক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য প্রয়োজনীয়, শ্রেষ্ঠজীবদেহে যে সমস্ত জৈব কার্য্য বিবিধ যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অনন্যসহায় একটী সূক্ষ্ম আমিবাদ্বারাই তত্তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। উচ্চতর জীবসকল বহু আমিবার সমষ্টি, সুতরাং, তৎসমষ্টির মধ্যে কার্য্যের বিভাগ হওয়াই সম্ভব। পোষণপরিচালনাদি বিবিধকার্য্যসম্পাদনের জন্য জীবদেহে বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইবার ইহাই কারণ। আমিবাকে আদিপদার্থ এবং জীবদেহের সকল যন্ত্রকেই উক্ত পদার্থের বিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আমিবার প্রথমোৎপত্তি কোথাহইতে হয়? এতৎ-প্রশ্নের উত্তরে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, একটী আমিবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী আমিবাহইতে সমুৎপন্ন হয়, পূর্ব্বপূর্ব্ব আমিবা পরপর আমিবার কারণ, কোন আমিবাই স্বয়ংসিদ্ধ নূতন পদার্থ নহে *। (অতএব, অনাদি বলিলেই চলিত।)

উচ্চতরজীবশরীর অসংখ্য আমিবার সমষ্টি ও তাহার জীবনকার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্রদ্বারা (যন্ত্রও আমিবার সংহতি) নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বটে, এক-একটী কোষই যে এক-একটী যন্ত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা ইতরেতর-সাহায্য-সাপেক্ষ— অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, কোন যন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না †।

* "Ever since Schwann discovered the cellular nature of animals, and established the analogy between animal and vegetable cells, there has been a gradually increasing conviction amongst physiologists, which has now become an universally accepted physiological and pathological doctrine, that the cell is the seat of nutrition and function; and further, that each individual cell is itself an independent organism, endowed with those properties, and capable of exhibiting those active changes which are characteristic of life. Every organised part of the body is either cellular or is derived from cells, and the cells themselves originate from pre-existing cells, and under no circumstances do they originate *de novo*."—

Green's Pathology. P. 5.

† "Whilst therefore the whole body is made up of cells, or of substances derived from cells, and the cell is itself the ultimate morphological element which is capable of exhibiting manifestations of life, it must be borne in mind that in a complex organism, the phenomena of life are the result of the continued activity of innumerable cells, many of which possess distinct and peculiar functions, and that by their combination they become endowed with new powers, and exhibit new forces, so that although each individual unit possesses an independent activity,

শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় এবং পাশ্চাত্য মতের তুলনা।—শরীরোৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রহইতে যে উপদেশ পাওয়া গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, লিঙ্গদেহাধিষ্ঠিত আত্মা, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগার্থ শুক্রযোগে স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করে, জীবাত্মাবস্থিত শুক্রশোণিত, পঞ্চভূতদ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন অঙ্গোপাঙ্গসংযুক্ত হয়, তখন ইহার শরীর, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ভোগকার্য্য, ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তৃ-করণ-কর্ম্ম, এই তিনের পরস্পরসংযোগে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়), ইহাদের সাধারণ নাম করণ, কর্ত্তা ইহাদিগদ্বারা ভোগ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, সঞ্চিতকর্ম্মফল উপভোগ করেন। আত্মার সহিত অর্থ বা বিষয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় না, অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত মন এবং মনের সহিত আত্মা *, এইরূপে পূর্ব্বটী পরবর্ত্তির সহিত পরস্পরসম্বদ্ধ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও পুরুষ সকলপ্রকার সৃষ্টির মূলকারণ। ব্যাপকদৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, প্রকৃতি পরমাত্মারই গুণ বা শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপতঃ ভিন্ন ন'ন্। পরমাত্মার দুই অবস্থা—দ্বিবিধ ভাব, একটী সন্মাত্রাবস্থা—কারণাত্মভাব, অপরটী কার্য্যাত্মভাব; দুই প্রকার ভাবই নিত্য, তবে একটী ধ্রুব, কূটস্থনিত্য, অন্যটী প্রবাহরূপে নিত্য। উৎপত্তিবিনাশশীল জগৎ তাঁহার কার্য্যাবস্থা। প্রকৃতি, কার্য্যাবস্থাতেই পুরুষ বা শক্তিমান্‌হইতে পৃথগ্‌রূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। একাকী কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কেবল ভোক্তৃশক্তিহইতে ভোগকার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে গেলে, কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণের মিলিতমূর্ত্তি হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবেই। সংযোগব্যতীত যখন কোন কার্য্য হয় না এবং একটী ভাবহইতে যখন সংযোগ হইতে পারে না, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থই ভাবিতে হইবে।

রজঃ ও তমঃ দুই পার্শ্বে, মধ্যে সত্ত্ব, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই রূপ। রজঃ ও তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির—অন্যোন্যাভিভব-ভাবহইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ, উত্থিত হইয়া, ক্রীড়া করে, সেই অনন্তভাবতরঙ্গের সমষ্টিই জাগতিক অনুভূতি। বুঝিতে পারা গেল, কেবল সত্ত্ব—নিষ্ক্রিয়, সুতরাং, ইনি কর্ম্মকর্ত্তা বা আবির্ভাবাদিবিকারাত্মক নহেন। রজঃ ও তমঃ-দ্বারা চতুর্ব্বিংশক কর্ম্মপুরুষের উদ্ভব হয়; কর্ম্মফল, জ্ঞান, মোহ, সুখ, দুঃখ, জীবন এবং মরণ, এই পুরুষেই

---

it is in a state of constant dependence upon others with which it is more or less intimately associated."— *Green's Pathology. P. 5-6.*

* "নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্।
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন।
ন হ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্যহেতুকঃ॥"— চরকসংহিতা।

প্রতিষ্ঠিত *। এই কর্ম্মপুরুষ অনন্ত; কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ ইঁহার অনন্ত ভেদ। বীণা ও নখের সংঘর্ষে উৎপন্ন এক শব্দ যেমন রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াভেদে নানাভাব ধারণ করে, এক সত্বও সেই প্রকার রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াভেদে অনন্তভাবে পরিণত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মই উচ্চাবচ-জীবসৃষ্টির কারণ—সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। বুঝিয়াছি জগৎ অনাদি, সুতরাং, কর্ম্মের আদি কি, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।

শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানহইতে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, কোমল অণ্ডলালনির্ম্মিত (Albuminous) এক প্রকার আদি পদার্থ আছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, সকলপ্রকার প্রাণিশরীরের ইহাই উপাদানকারণ। এই শরীরবীজভূত পদার্থটী শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট প্রাণিদিগের দেহে ইহা স্যার্কোড্ (Sarcode), উদ্ভিদ্দেহে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (Protoplasm) ও উৎকৃষ্ট প্রাণিদেহে ব্লাস্টেমা (Blastema), এবং শরীরোৎপত্তি ও পুষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ, এবম্প্রকার বিশ্বাসবশতঃ জার্ম্মিন্যাল ম্যাটার (Germinal matter)-নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে †। পাশ্চাত্য-সিদ্ধান্ত, সজীব আদিপদার্থের (Living Albuminous matter or protoplasm) যত অধিক সংখ্যা পরস্পর মিলিত হয়, তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানশাস্ত্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে

---

* "कारणानि मनोबुद्धिर्बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च।
कर्त्तुः संयोगजं कर्म्म वेदना बुद्धिरेव च॥
बुद्धीन्द्रियमनोर्थानां विद्याद्योगधरं परं।
चतुर्विंशक इत्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः॥
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्।
ताभ्यां निराकृताभ्यान्तु सत्त्ववृद्ध्या निवर्त्तते॥
अत्र कर्म्मफलञ्चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्।
अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता॥"— চরকসংহিতা।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই সকল শ্লোকই তাহার আশ্রয়।

† "This albuminous substance has received various names according to the structures in which it has been found. * * * In the bodies of the lowest animals, as the Rhizopoda or Gregarinida, of which it forms the greater portion, it has been called 'sarcode'. * * * When discovered in vegetable cells, and supposed to be the prime agent in their construction, it was termed 'protoplasm'. As the presumed formative matter in animal tissues it was called 'blastema'; and, with the belief that wherever found, it alone of all matters has to do with generation and nutrition, Dr. Beale has surnamed it 'Germinal matter'."— *Kirkes' Physiology. P. 19—20.*

আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই যে অভ্রান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না *। বস্তুতঃ তাহাই বটে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অসংখ্য সজীব কোষপদার্থ জগতে ভাসিতেছে, তাহারা পরস্পর-মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণিশরীর নির্ম্মাণ করে, এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা, ইহারা কি উদ্দেশ্যে, কাহার প্রেরণায় পরস্পর-মিলিত হয় এবং কি জন্যই বা পরস্পরমিলিত হইয়া, আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইত্যাদি অবশ্যপরিজ্ঞেয় বিষয়গুলির এ সিদ্ধান্তদ্বারা কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে না। আমরা স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব, আপাততঃ প্রতিজ্ঞাচ্ছলে বলিয়া রাখিতেছি, এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই সত্য, ইহাহইতে এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত আর কিছু হইতে পারে না।

শরীরযন্ত্র ও তৎকার্য্য--যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে কারক বলে, সুতরাং, কোন কার্য্য বা মূর্ত্তক্রিয়ার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তৎকারকের তত্ত্বানুসন্ধান করাই একমাত্র কার্য্য।

"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।"—পা। ১।৪।৫৪।

"ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষ্যতে যৎ কারকং তৎ কর্ত্তৃসংজ্ঞং ভবতি।"— কাশিকা।

অর্থাৎ, ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে যে কারককে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তৎকারকের নাম কর্ত্তা।

যে কার্য্যের যাহা আদ্যোৎপত্তিস্থান—যাহাহইতে যে কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়, তাহাকে তৎকার্য্যের স্বতন্ত্র বা প্রধানভূত কারণ বলা যায়, ইহারই নাম কর্ত্তা। কর্ত্তৃকারকভিন্ন কারকাদির ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব থাকিলেও, প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহারা স্বতন্ত্র নহে।

যে কোন-রূপ ক্রিয়া হউক, তাহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তিদ্বারা সাধিত হয়—চৈতন্যের নোদন কর্ম্মোৎপত্তির আদিকারণ। আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থোপলব্ধি করিয়া, মনকে তৎকর্ম্মসাধনের ভার অর্পণ করেন, মন আবার অধস্তন কর্ম্মচারিদিগের স্কন্ধে যোগ্যতানুসারে কর্ম্মভার বণ্টন করিয়া দেয়। প্রধান কর্ত্তার † সহিত অন্যান্য

* "We must not forget that its relations to the parts with which it is incorporated are still very doubtfully known; and all theories concerning it must be considered only tentative and of uncertain stability".—

Kirkes' Physiology. P. 22.

† প্রধানকর্ত্তা বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে, অন্যান্য কারকসমূহ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। অগ্নি আছে, জল আছে, তণ্ডুল আছে, কাষ্ঠ আছে, কিন্তু ইহারা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কখন অন্নপাককার্য্য নিষ্পাদন করে না, পাচক পুরুষের প্রবর্ত্তনাব্যতিরেকে ইহারা, শক্তিসত্ত্বেও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য—

নিম্নস্থ কর্ম্মচারির সাক্ষাৎ হয় না, তিনি একটী গুপ্ত স্থানে অবস্থান করেন শির বা মস্তিষ্কই প্রধানকর্ত্তার আবাসগৃহ *।

ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী—ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে—আবির্ভাবের পর তিরোভাব হইবেই †। শরীর সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন যন্ত্র নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং, সর্ব্বদাই যে শরীরের ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। শরীর যখন অবিরামই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমরা জীবিত থাকি কিরূপে? অগ্নিসংরক্ষণ করিতে হইলে, তাহাতে যেমন কাষ্ঠ বা অঙ্গারাদি দাহ্যবস্তু সংযোগ করিতে হয়, কায়াগ্নি বা তনূনপাৎকে রক্ষা করিতে হইলেও, সেইপ্রকার প্রয়োজনানুসারে অন্ন যোগাইতে হইয়া থাকে। কায়াগ্নি নিরন্তর শরীরকে পাক করিতেছে বটে, সর্ব্বদা শরীরের সর্ব্বত্রই সন্দাহনক্রিয়া চলিতেছে সত্য, কিন্তু আহারদ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরণ করিতে পারি বলিয়া জীবিত থাকি ‡।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।"— মহাভাষ্য।

* অনেকের বিশ্বাস, মস্তিষ্ক যে চৈতন্যের. প্রধান স্থান, এ দেশে সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, কথাটা বস্তুতঃ অমূলক। 'শিরঃ', এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই বলিয়া দিতেছে যে, সকল শারীরযন্ত্রই শিরকে আশ্রয় করিয়া, বিদ্যমান আছে, শিরই চৈতন্যের প্রধান আবাসস্থান—প্রধানকর্ত্তার নিকেতন।

"শ্রয়তেঃ স্বাঙ্গে শিরঃ কিচ্চ।"— উণাদিসূত্র।

অর্থাৎ, 'শ্রি' ধাতুর উত্তর 'অসুন' প্রত্যয় করিয়া, 'শিরঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রি ধাতুর অর্থ আশ্রয় করা—সেবা করা। চক্ষুঃ, কর্ণ, মন, বাক্ আদি ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া, বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে শিরঃ বলে। ঐতরেয় আরণ্যকে ঠিক এই কথাই বুঝান হইয়াছে, যথা—

"উক্থং ত্বেবোদসর্পত্তচ্ছিরোঽশ্রয়ত যচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবত্তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং, তা এতাঃ শীর্ষঞ্ শ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ শ্রয়ন্তেঽস্মিঞ্ শ্রিয়ঃ য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং বেদ।"— ২ আ। ১ অ। ৫ খণ্ড।

আত্মাকর্ত্তৃক আশ্রিত—বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত এবং শ্রোত্র, মনঃ বাক্ প্রাণ, ইত্যাদি করণসকল ও ইহাকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, তা'ই শিরের 'শিরঃ', এই নাম হইয়াছে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে॥"— চরকসংহিতা।

অর্থাৎ, প্রাণিদিগের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, অঙ্গের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে শিরঃ বলে।

† "যাবদনেন বর্ত্তিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে, তত্তাভয়ং সর্ব্বম্।"— মহাভাষ্য।

"All work, as we have seen, implies waste."— *Physiology by Huxley.*

‡ "Everywhere oxidation is going on, oxidation either of the blood itself or of the structures which it bathes, and whose losses it has to make good."— *Foster's Physiology. P. 128.*

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিণত হইয়া রস এবং রসহইতে রক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষয় রক্তদ্বারা এবং রক্তের ক্ষয় আহারদ্বারা, পূরিত হয় *। বলিলাম, শোণিতদ্বারা দেহের অন্যান্য ধাতুর পোষণ হইয়া থাকে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইবে, শোণিতদ্বারা শোণিতেরই পোষণ হওয়া সঙ্গত মনে হয়, কিন্তু মাংস, পেশী, স্নায়ু, অস্থি ইত্যাদি যন্ত্রের ক্ষতিপূরণ শোণিতদ্বারা হইবে কিরূপে?

উত্তর—দেহ, পাঞ্চভৌতিক, সুতরাং, দেহের ক্ষয় পাঞ্চভৌতিক আহারদ্বারাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। দেহ যখন পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূতবিকার, তখন ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও তদতিরিক্ত পদার্থ হইতে পারে না। ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস—আকাশীয় এই পঞ্চপ্রকার উষ্মা, আহারস্থ পঞ্চপ্রকার স্ব-স্ব-পার্থিবাদি গুণের পরিপাক করিয়া থাকে। ভৌমাদি পঞ্চবিধ উষ্মদ্বারা পরিণত ভুক্তপদার্থের পার্থিবাদি দ্রব্য ও গুণসকল শরীরস্থ আপন-আপন-দ্রব্য ওগুণের পোষণ করে। আহারস্থ পার্থিব দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ পার্থিব দ্রব্য ও গুণের, আহারস্থ জলীয় দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ জলীয় দ্রব্য ও গুণের, এবং আহারস্থ অপর অপর দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ অপর অপর দ্রব্য ও গুণের, পোষণ করিয়া থাকে †। ভুক্তদ্রব্য স্ব-স্ব-অগ্নিদ্বারা (পাচকপিত্ত বা Juice) পরিপক্ক

---

* "तएते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते। तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

"Thus the blood feeds on the food we eat, and the body feeds on the blood."—

Foster's Physiology. P. 123.

† "भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः।
पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि॥
यथा स्वं स्वञ्च पुष्णन्ति देहद्रव्यगुणाः पृथक्।
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः॥"—

চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থান।

"Though it is the same blood which is rushing through all the capillaries, it makes different things in different parts. In the muscle it makes muscle; in the nerve, nerve; in the bone, bone; in the glands, juice. Though it is the same blood, it gives different qualities to different parts: out of it one gland makes saliva, another gastric juice: out of it the bone gets strength, the brain power to feel, the muscle power to contract."—

Foster's Physiology. P. 128.

অর্থাৎ, যদিও এক রক্তই পোষণের জন্য নাড়ীদ্বারা দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ইহা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পেশীতে ইহা পেশী, স্নায়ুতে স্নায়ু, অস্থিতে অস্থি এবং গ্রন্থিতে রস উৎপাদন করে।

হইয়া, কিট্ট—মল (Waste matter) ও প্রসাদ, এই দুই প্রকারে পরিণত হয় *। যে শক্তিদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে প্রাণ বলে। বহির্দ্দেশ-হইতে পোষণোপযোগী পদার্থ গ্রহণ, তাহাদের পরিপাক (Conversion of food into nutriment) দেহের সর্ব্বস্থানে, যথায় যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তথায় তদ্দ্রব্যের পরিবেশন (Distribution of nutriment all over the body) এবং ত্যাজ্য-পদার্থসমূহকে (কিট্ট বা মল) দেহহইতে নিঃসারণ (Getting rid of the waste products), পোষণকার্য্য বলিতে এই সমস্ত ব্যাপারকে বুঝিতে হইবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান)-দ্বারা দেহের পোষণকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে †।

* "মলমির্দ্দহ্যমানৰী ত্রিবিধায় পুনঃপুনঃ।
যথা স্বর্ণমিষ্ঠিঃ যার্কং যান্তি কিট্টমরাত্মবৎ॥"— চরকসংহিতা।

"Visiting all parts of the body, re-building and re-freshing every spot it touches, the blood current also carries away from each organ the waste matters of which that organ has no longer any use. Just as each part or organ has different properties and different work, so also is the waste of each not exactly the same, though all are alike inasmuch as they are all the results of oxidation."— *Foster's Physiology.*

† প্রাণাদি পঞ্চবায়ু স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ নহে, এক শক্তিরই (Living force) স্থান ও ক্রিয়াভেদে প্রাণাদি বিভিন্ন বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

"মিম্নীঽনিলস্তথা স্বৈকী নামস্থানক্রিয়ামযৈঃ।
প্রাণীদানী সমানস্য ব্যানস্বাপান এব চ॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

সম্রাট্ যেমন স্বীয় অধিকারান্তর্ভূত লোকসকলের মধ্যে যোগ্যতানুসারে কতকগুলি লোককে, তুমি এ দেশে, তুমি অমুক দেশে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কর, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, মুখ্যপ্রাণও সেইরূপ ইতরপ্রাণদিগকে দেহরাজ্যের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভার দিয়াছেন, ইতরপ্রাণগণ তাঁহারই শাসন পালন করিয়া থাকেন।

"যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে।"— প্রশ্নোপনিষৎ।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর জীবনের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত হইল—

"Let us suppose that a war is being carried on by a vast army, at the head of which there is a very great commander. Now, this commander knows too well to expose his person; in truth, he is never seen by any of his subordinates. He remains at work in a well-guarded room, from which telegraphic wires lead to the headquarters of the various divisions. He can thus, by means of these wires, transmit his orders to the generals of these divisions and by the same means receive back information as to the condition of each.

শক্তি, যন্ত্রব্যতীত কর্ম্ম করিতে পারে না—বাষ্পীয় রথ আমরা দেখিয়াছি, ইহা যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহা যে বহুদূরে গমন করিতে পারে, তাহা আমরা জানি, এবং সম্ভবতঃ অনেকেরই ইহা বিদিত বিষয় যে, বাষ্পবলই (Steam) বাষ্পীয়রথের একমাত্র বল। বাষ্প, জলের সূক্ষ্মাবস্থা, জলকে অতিমাত্র উত্তপ্ত করিলে, ইহা বাষ্পাকার ধারণ করে। যদি আমরা একটী অতিবৃহৎ লৌহকটাহ জলপূর্ণ ও চুল্লীর উপরি স্থাপিত করিয়া, জ্বাল দিতে থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু যে বাষ্পবলে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে, এতদ্দ্বারা তাহার কিছুই হয় না। তা'ই বলিতেছি, শক্তি যন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কোনপ্রকার কর্ম্মোৎপত্তি হয় না। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে, বলা উচিত, রজঃ ও তমঃ বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, অন্যোন্য-মিথুন, অন্যোন্যাভিভব, ইতরে-তরাশ্রয়ী, এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পর অভিভাব্য-অভিভাবকভাবহইতেই নিখিল কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কেবল রজঃ বা প্রবৃত্তিশক্তি, অথবা কেবল তমঃ বা সংস্ত্যান শক্তি-দ্বারা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। (All motion is motion under resistance.)।

'যন্ত্রি' ধাতুর উত্তর 'অচ্'প্রত্যয় করিয়া, 'যন্ত্র'পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যন্ত্রিধাতুর অর্থ সংকোচন—সংযমন। যদ্দ্বারা রজঃ বা প্রবৃত্তি বা পুংশক্তি নিয়ন্ত্রিত (নিয়মিত) হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে। অতএব, যন্ত্রব্যতিরেকে শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না, এ কথার

Thus his headquarters become a centre, into which all information is poured, and out of which all commands are issued.

Now, that mysterious thing called life, about the nature of which we know so little, is probably not unlike such a commander."—

The Conservation of Energy. P. 161.

ভাবার্থ—

জীবনের স্বরূপ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর সংগ্রামের চিত্র দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে কর, বহুসৈন্যদ্বারা একটী সমরব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, যোদ্ধৃবর্গের এক জন প্রধান নেতা আছেন, কিন্তু ইঁহাকে ইঁহার নিদেশবর্ত্তী যোদ্ধৃবর্গ দেখিতে পান্ না, ইনিও কাহাকে চেনেন না। একটী সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষিত দুর্গের মধ্যে ইনি অবস্থান করেন এবং সেই স্থানহইতেই তাড়িতবার্ত্তাবহতারসকলদ্বারা প্রধান প্রধান স্থানিক অধ্যক্ষদিগের সমীপে আজ্ঞা প্রেরণ ও তাঁহাদের নিকটহইতে যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করেন। সর্ব্বাধ্যক্ষের অবস্থানগৃহই কেন্দ্র-স্থান। যে কোন আদেশই হউক, এই স্থানহইতে বাহির হইয়া, অন্যান্য নেতার নিকট যায় এবং অধীন কর্ম্মাধ্যক্ষেরাও এই স্থানেই সংবাদ প্রেরণ করেন। জীবননামক যে দুর্জ্ঞেয় পদার্থ আছে—যাহার বিষয় আমরা সামান্যই অবগত আছি, তাহা সম্ভবতঃ বর্ণিত সমরব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান নেতার সদৃশ পদার্থ হইতে পারে। পাঠক! জীবন কি, এসম্বন্ধে পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত, প্রতিচিত্রিত জীবনচিত্রের কতকটা অনুরূপ কি না, চিন্তা করিবেন।

মর্ম্ম হইতেছে, আধারাধেয় বা অনুযোগিপ্রতিযোগী অথবা এক কথায় স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধ-ব্যতীত কর্ম্মোৎপত্তি হয় না, কর্ম্মমাত্রেই কর্তৃকর্ম্মাদি কারকদ্বারা নিষ্পাদ্য। সূক্ষ্মশরীর-ব্যতীত স্থূলশরীর থাকিতে পারে না, স্থূলদেহের নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদেহ আছে *; এতদ্বাক্যেরও ইহাই যুক্তি। যাঁহারা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ—স্বল্পদূরপ্রসারিণী।

পোষণ, পরিচালন ও জ্ঞান, মানবশরীরে এই ত্রিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে, প্রাগুক্ত ত্রিবিধ কার্য্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ ও যত সংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন ভগবান্ মানবশরীরে তদ্রূপ ও তত সংখ্যক যন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন।

পোষণাদি কার্য্যত্রয় অন্যোন্যাশ্রয়ী—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ম্মমাত্রেই ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতির বিকার, সকল কার্য্যই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল-সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। শারীরকার্য্যও কার্য্য, সুতরাং, ইহা এই সার্ব্বভৌম নিয়মকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় না। সত্ত্বাদিগুণত্রয় যখন ইতরেতরাশ্রয়ী, তখন তৎকার্য্যসমূহেরও অন্যোন্যাশ্রয়ী হওয়াই প্রাকৃতিক। পোষণক্রিয়া, তমোগুণপ্রধান ত্রিগুণসাধ্য, জ্ঞানক্রিয়া, সত্ত্বগুণপ্রধান ত্রিগুণনিষ্পাদ্য এবং পরিচালনক্রিয়া, রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে †।

---

* "तद्विना विशेषैस्तिष्ठति न निराश्रयं लिङ्गम्।"— সাংখ্যকারিকা।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর শক্তির পবিবর্ত্তনহেতু ও অপরিবর্ত্তনহেতু, এই দ্বিবিধ ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিবর্ত্তনহেতু-শক্তিকে তিনি 'Energy', এই নামে অভিহিত ও অপরিবর্ত্তন-হেতু-শক্তিকে অব্যপদেশ্য বা নির্ণামক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরিবর্ত্তনহেতুশক্তিই আমাদের সত্ত্বগুণ। পবিবর্ত্তনহেতুশক্তি বা Energy, Actual ও Potential ভেদে দ্বিবিধ। এই Actual ও Potential Energy যথাক্রমে রজঃ ও তমোগুণের সমানার্থক। ভগবান্ যাস্কের রজঃ ও তমঃ উভয়পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব,—

"सत्त्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठत्यभितो रजस्तमसी, रज इति कामद्वेषस्तमः।"— নিরুক্ত।

এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্যই যেন পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"Nevertheless, the forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force; the one not a worker of change and the other a worker of change, actual or potential. The first of these—the spaceoccupying kind of force—has no specific name."

"For the second kind of force, distinguishable as that by which change is either being caused or will be caused if counterbalancing forces are overcome, the specific name now accepted is 'Energy."

"To our perceptions this second kind of force differs from the first kind as being not intrinsic but extrinsic."— *First Principles. P. 191.*

নির্দ্দিষ্ট প্রাগুক্ত শক্তিদ্বয়ের বৈধর্ম্ম্য দেখাইবার জন্য পণ্ডিত স্পেন্সর বলিয়াছেন, শেষোক্ত বা

স্নায়ুবিধান (Nervous system)—প্রধানকর্ত্তা, স্বীয় নিকেতনে থাকিয়া, যদ্দ্বারা তাঁহার নিদেশবর্ত্তী কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও তাহাদের নিকট-হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ যন্ত্রবিশেষের নাম স্নায়ু। মস্তিষ্ক, কশেরুকামজ্জা (Brain and Spinal marrow), শীর্ষণ্য (Cerebral) ও কশেরুকা-স্নায়ু, স্নায়ুবিধান বলিতে এই সকলকে বুঝিতে হইবে। স্নায়ুসকল, দেখিতে সূত্রের ন্যায়। মস্তিষ্কহইতে দ্বাদশযুগ্ম রজ্জুবৎ স্নায়ু নির্গত হইয়া মস্তকের সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। মস্তিষ্ক ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া, পশ্চাদ্দেশস্থ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরদিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছে, ইহাকেই কশেরুকামজ্জা বলে। কশেরুকামজ্জাহইতে এক-ত্রিংশৎযুগ্ম স্নায়ুনির্গত হইয়া, হস্ত, পদ, গ্রীবা ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে। মেরুদণ্ডের সম্মুখে গ্রন্থিবিশিষ্ট রজ্জুর ন্যায় সমবেদক স্নায়ুগসমূহ (Sympathetic nerves) বিদ্যমান। সমবেদক স্নায়ুগণের সহিত শীর্ষণ্য ও কশেরুকা স্নায়ুগণের সংযোগ আছে। সমবেদক স্নায়ুগণের মধ্যে মধ্যে কোষনির্ম্মিত স্নায়ুগ্রন্থি (Sympathetic ganglion)—সকল আছে, ঐ গ্রন্থিবৃন্দহইতে এই শ্রেণীস্থ স্নায়ুনিচয়, হৃৎপিণ্ড, উদরগহ্বরস্থ যন্ত্রসমূহ ইত্যাদি স্থানে প্রসারিত হয়।

সংজ্ঞাবাহী ও সঞ্চালক স্নায়ু—প্রধানকর্ত্তা যদ্দ্বারা নিদেশবর্ত্তী কর্ম্মচারি-দিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তন ও তাহাদের নিকটহইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন বুঝিয়াছি, তাহাদিগকে স্নায়ু বলে, অতএব, দেখা যাইতেছে, স্নায়ুগণ, মস্তিষ্কহইতে নিয়োগ বা নোদন (Impulses) বহনপূর্ব্বক পেশীগণকে এবং ত্বক্‌হইতে সংবাদ বহন করিয়া মস্তিষ্ককে প্রদান, এই দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্ক-হইতে নিয়োগ বা নোদন বহনপূর্ব্বক পেশীকে (Muscles) প্রদান করে, অর্থাৎ, যাহাদের গতি অধঃস্রোতস্বিনী, তাহাদিগকে সঞ্চালকস্নায়ু (Motor nerves) এবং যাহারা প্রধানকর্ত্তার বিশ্রামমন্দিরাভিমুখে সংবাদ বহন করে, যাহাদের গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, তাহাদিগকে সংজ্ঞাবাহিস্নায়ু কহে। প্রথমোক্ত স্নায়ুগণ কেন্দ্রাতিগ বা পরাচীন (Centrifugal or efferent), শেষোক্ত স্নায়ুগণ কেন্দ্রাভিগ বা প্রতীচীন* (Centripetal or afferent nerves)।

পরিবর্ত্তনহেতুশক্তি কার্য্যাত্মভাব, প্রথমোক্ত বা অপরিবর্ত্তনহেতুশক্তি কারণাত্মভাব, শেষোক্ত শক্তি বাহ্য, প্রথমোক্ত শক্তি আন্তর। ইহা ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ।

"অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ।"— ন্যায়দর্শন। ৪।২।২০।

এবং "স চ পুনরুভয়াত্মভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ তয়োর্যঃ কার্য্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্,—ক্রিয়ানির্বর্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ।"—এই সকল শাস্ত্রীয় বচনের তত্ত্ব চিন্তা করিবেন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, এই সারতম শাস্ত্রীয় উপদেশের মর্ম্ম এতদ্দ্বারা সুখবোধ্য হইবে।

* "The latter carry impulses from the brain to the muscle, and so, being instruments for causing movements, are called motor nerves. The

সুশ্রুতসংহিতাতে আছে, বিসর্গ (ত্যাগ), আদান (গ্রহণ) ও বিক্ষেপ (সঞ্চালন), এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে, অথবা কেবল ক্ষুদ্র দেহ কেন, জগদ্দেহেরও ইহারাই ধর্ম্ম—বিসর্গাদি ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারাই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে *। যে শক্তিদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়াছি, তাহাকে 'প্রাণ' বলে, অতএব, প্রাণশক্তি, বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ-ক্রিয়াত্মিকা; প্রাণের স্বরূপাবগতি, বিসর্গাদিক্রিয়ার স্বরূপজ্ঞানাধীন।

কোন শক্তি যন্ত্রব্যতীত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, এইজন্য পোষণ-বা-প্রাণন-কার্য্যনির্ব্বাহার্থ, আমাদের শরীরে প্রাণসমানব্যানপানাদি যন্ত্রসকল (Alimentory system, .Respiratory system, Excretory organ, Circulating system) বিদ্যমান আছে। মুখ, সৃণিকা বা লালাগ্রন্থি (Salivary glands), জিহ্বা, আমাশয় (Stomach), অন্ত্র (Intestine), ক্লোম (Pancreas), যকৃৎ (Liver), গ্রহণী, ইহারা অন্নবিপাকক্রিয়াযন্ত্র (Alimentory system), ফুস্ফুস্ (Lungs), শ্বাসনালী (Trachea), বৃক্ক, বস্তি ও মূত্রনাড়ী (Kidneys, Bladder, Urethra), প্লীহা, ইত্যাদি, ইহারা অপানযন্ত্র (Excretory organs), এবং হৃদয় (Heart), ধমনী, শিরা, স্রোতঃ (Arterios, Veins and Lymphatic system), ইহারা ব্যান বা বিক্ষেপযন্ত্র (Circulating system)।

যে সকল যন্ত্রের নামোল্লেখ হইল, ইহারা যথাক্রমে বিসর্গাদি প্রাণনকার্য্যেরই নির্ব্বাহক, বিসর্গাদি পোষণকার্য্যসম্পাদনের জন্যই ইহাদের উৎপত্তি। শক্তি-ব্যতীত কখন কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং, বিসর্গাদি কর্ম্মের অবশ্য শক্তি আছে, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র সোম, অগ্নি ও বায়ুকে বিসর্গাদি কার্য্যের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; দেহস্থ কফ, পিত্ত ও বায়ু নামক পদার্থত্রয়ই যথাক্রমে সোম, অগ্নি ও বায়ুর অপর পর্য্যায় †।

---

former, carrying impulses from the skin to the brain, and being instruments for bringing about sensations, are called sensory nerves."—

Foster's Physiology. P. 13.

* "विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्य्यानिला यथा ।
धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥"— সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

† "तत्र 'वा' गतिगन्धनयोरिति धातुः 'तप' सन्तापे 'श्लिष' आलिङ्गने ।
एतेषां कृद्विहितैः प्रत्ययैर्वातः पित्तं श्लेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, গতি ও গন্ধনার্থক 'বা' ধাতু, সন্তাপার্থক 'তপ' .ধাতু ও আলিঙ্গনার্থক 'শ্লিষ' ধাতুর উত্তর কৃদ্বিহিত প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'বাত', 'পিত্ত' ও 'শ্লেষ্মা', এই পদত্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তে বায়ুশব্দের নিম্নলিখিতরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে—

"वायुर्व्वातेर्वेतेर्व्वा स्याद्गतिकर्म्मणः ।" অর্থাৎ, যাহা সততগতিশীল, তাহাকে বায়ু বলে।

"सततगमी याति गच्छति ।"— নিরুক্তভাষ্য।

"Vayu is a form of motion itself"— *Nature's Finer Forces.*

গতি (Motion), তাপ ও শৈত্য (অগ্নি ও সোম, Heat and Cold), অন্যোন্যাভিভব এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পরীণ ক্রিয়াফলভিন্ন অন্য কিছু নহে। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, সুতরাং, বুঝিতে হইবে, তাপ ও শৈত্য বা অগ্নি ও সোমই জগতের জগত্ত্ব বা গতিশীলত্বের হেতু *। যে ক্রিয়াদ্বারা আমাদের মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি আকুঞ্চিত (Contracted) হয়, তাহা শৈত্যের ক্রিয়া, এবং যদ্দ্বারা ইহারা প্রসারিত হয়, তাহা তাপের ক্রিয়া ; আকুঞ্চন শৈত্যের এবং প্রসারণ তাপের কার্য্য। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থে, সুতরাং, যুগপৎ আকুঞ্চনপ্রসারণকার্য্য চলিতেছে, কারণ, শৈত্য কখন উষ্ণব্যতীত এবং উষ্ণ কখন শৈত্যছাড়া বিদ্যমান থাকে না, যে স্থানে উষ্ণ, সেই স্থানে শৈত্য এবং যে স্থানে শৈত্য, সেই স্থানে উষ্ণ আছে +। আয়ুর্ব্বেদে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দেহসম্ভবহেতু ও দেহসন্ধারণস্তম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; গৃহ যেমন স্তম্ভ-বা-স্থূণা-দ্বারা ধৃত হয়, দেহও তদ্রূপ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনটী স্থূণাদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, দেহগৃহ ত্রিস্থূণ ‡। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন আরো গভীর হইবে, তখন, আশা করি, আর্য্যশাস্ত্রোক্ত এই অমূল্য তথ্যকে তাঁহারা তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

অন্যান্য শারীরযন্ত্র, স্নায়ুর অধীন—আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, শরীর, প্রধান কর্ত্তা বা শরীরির ভোগায়তন—কর্ম্মপুরুষ বা জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবার যন্ত্র। প্রধান কর্ত্তার সহিত (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) তদধীন কর্ম্মচারি-

---

* "सर्व्वं तूष्णात्मकं किञ्चित्ज्योतिरग्न्यभिधं विदुः ।
शीतात्मकन्तु सोमाख्यमाभ्यामेव कृतं जगत् ॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, উষ্ণাত্মক তেজকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি এবং শীতাত্মক তেজকে সোম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোমদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই সংক্ষিপ্ত অমূল্য উপদেশগর্ভে কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাস করিতেছে।

"To produce continuous motion there must be an alternate action of heat and cold."— *Grove's Correlation of Physical forces.*

\+ "उष्णमेव सविता, शीतं सावित्री, यत्र ह्युष्णं तच्छीतं, यत्र वै शीतं तदुष्णमितीयते ह योनी एकं मिथुनम् ।"— গোপথব্রাহ্মণ।

‡ "वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः । तैरेवाव्यापन्नैरधोमध्योर्द्ध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्य्यते आगारमिव स्थूणाभिस्तिसृभिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके ॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দেহসম্ভবহেতু ও দেহসন্ধারণস্তম্ভ বলা হইয়াছে, সুতরাং, ইহাদের বৈষম্যভাবহইতেই যে নিখিল রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। আয়ুর্ব্বেদে প্রাগুক্ত দোষত্রয়ের বৈষম্যকেই সকলপ্রকার রোগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, যে কত সুন্দর বৈজ্ঞানিকরোগনিদান নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অন্য কোন দেশে রোগের এমন সম্পূর্ণ হেতু প্রদর্শিত হয় নাই। দুঃখের কথা, আজ-কালকার ডাক্তারেরা এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই সাধারণরোগনিদানকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

দিগের দেখা শুনা হয় না, তিনি একটী সুগুপ্ত স্থানে অবস্থান করিয়া, স্নায়ুদিগদ্বারা দেহরাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। সঞ্চালক ও সংজ্ঞাবাহী, এই দ্বিবিধ স্নায়ুর কথা আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি, সঞ্চালক স্নায়ু (Motor nerves), মস্তিষ্ক-হইতে পেশীতে উত্তেজনা চালনা করিয়া, ইহাকে আকুঞ্চিত করে *। পেশীর আকুঞ্চনক্রিয়াহইতে শরীরের সঞ্চালনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং, পেশী শরীরসঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র।

হৃদযন্ত্র এবং ধমনী ও শিরা—উল্লিখিত হইয়াছে, শোণিতদ্বারাই দেহের পোষণকার্য্য, সম্পন্ন হয়, ইহা সর্ব্বপ্রকার দৈহিক যন্ত্র ও উপাদানের ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কোন্ উপায়ে দৈহিক উপাদানের ক্ষতি পূরণার্থ দেহের সর্ব্বস্থানে শোণিত প্রেরিত হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। কোন্ উপায়ে দেহের সর্ব্ব স্থানে শোণিত সঞ্চালিত হয়, জানিতে হইলে, হৃদ্‌যন্ত্র এবং ধমনী ও শিরা, এই তিনটী যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

হৃৎপিণ্ড একটী উরোমধ্যগত শূন্যোদর পৈশিক যন্ত্র (A hollow muscular viscus), ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে আবরণীদ্বারা (Perecardium)—বেষ্টিত হইয়া, ইহা অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ড একটী লম্বমান পৈশিক প্রাচীরদ্বারা দুই অংশে বিভক্ত, এই অংশদ্বয়কে সংস্থানানুসারে দক্ষিণ (Right) ও বাম অংশ (Left) বলা হয়। দক্ষিণ ও বাম, এই অংশদ্বয়ের প্রত্যেকে আবার দুইটী গহ্বরে বিভক্ত। অতএব, হৃৎপিণ্ডে দক্ষিণ উদর ও দক্ষিণ কোষ এবং বাম উদর ও বাম কোষ (Right auricle, Right ventricle এবং Left auricle ও Left ventricle), এই চারিটী গহ্বর বিদ্যমান। হৃৎপিণ্ড রক্তাধার, এই আধারহইতে রক্ত নির্গত হইয়া, ধমনীদ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহারই নাম শোণিত-সঞ্চালনক্রিয়া। রক্ত, সমগ্র শরীর পরিভ্রমণ করিয়া দূষিত হইলে, বৃহৎ শিরাদ্বারা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোষে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথাহইতে দক্ষিণ উদরে আগমন করে, দক্ষিণ উদরহইতে ফুস্‌ফুসীয়ধমনীদ্বারা ইহা ফুস্‌ফুসে গমন ও তথায় শোধিত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্‌হইতে ফুস্‌ফুসীয়শিরাদ্বারা সেই শোধিত শোণিত হৃৎ-পিণ্ডের বামকোষে আগমন করে, বামকোষহইতে বাম উদরে এবং তথাহইতে বৃহৎ ধমনীদ্বারা পুনর্ব্বার শরীরের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। বৃহৎ ধমনীহইতে ইহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ধমনীতে তাহাহইতে সূক্ষ্মতর কৈশিকধমনীতে, তথাহইতে শিরায় এবং শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডের বাম কোষে উপনীত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড পৈশিক যন্ত্র, সুতরাং, ইহার সংকোচনের শক্তি আছে। কোষদ্বয়ের সঙ্কোচনে উদরদ্বয় শোণিতপূর্ণ এবং উদরদ্বয়ের আকুঞ্চনে ফুস্‌ফুস্‌ এবং শরীরের সকল স্থান রক্ত

* "Motor nerves are of one kind only; they all have one kind of work to do—to make a muscle contract."— *Foster's Physiology. P. 131.*

প্রাপ্ত হয়। অতএব, বুঝা গেল, ধমনীদ্বারা হৃৎপিণ্ডহইতে শোণিত বহির্গত হইয়া, শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ এবং শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডে আগমন করিয়া থাকে *।

উপসংহার—মনুষ্যশরীরের বিষয় যতদূর পর্য্যালোচনা করা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, শরীর অসংখ্য অন্যোন্যাশ্রয়িক্ষুদ্রবৃহৎযন্ত্রসমষ্টিব্যতীত আর কিছু নহে। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, সংহতি বা সমষ্টি, পরার্থ,—মূর্ত্তি পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত, সংহতি বা সমষ্টির নিজ প্রয়োজন কিছুই নাই। সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের মূল উদ্দেশ্য সমান এবং এইজন্য সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে; কোন যন্ত্রই অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, কার্য্য করিতে পারগ নহে। গার্হস্থ্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্বামী, অর্থ উপার্জ্জন করেন, গৃহকর্ত্রী, গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছে কি না, তদুপরি দৃষ্টি রাখেন, ভৃত্যেরা তাঁহাদের সাহায্য করে, এইরূপ অনেকগুলি লোকের সমবেত চেষ্টাদ্বারা গৃহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এক জন না থাকিলে, অন্যের চলে না, পরস্পরকে পরস্পরের উপরি নির্ভর করিতেই হয়। পরিবারবর্গের মধ্যে যদি এক জন পীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে অপারগ হ'ন, তাহা হইলে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ভৃত্যের এরূপ কতকগুলি গুণ আছে, যাহা গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর নাই, আবার গৃহস্বামিতে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, যাহা ভৃত্যে নাই, অতএব, ভৃত্যের অভাব গৃহস্বামিদ্বারা অথবা গৃহস্বামির অভাব ভৃত্যদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ব্যাপার সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, সকলেরই সমান প্রয়োজন।

শারীরযন্ত্রসমূহও সমান উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর-সম্মিলিত হইয়াছে, শরীরির প্রয়োজন সাধন করাই ইহাদের পরস্পরমিলিত হইবার কারণ, তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহারা সদা ব্যস্ত, ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কোন যন্ত্র স্বকার্য্যসাধনে উদাসীন বা অলস নহে। কতকগুলি শারীর-যন্ত্র, পোষণকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত এবং তৎকার্য্যসাধনোপযোগি-আকারে আকারিত হইয়াছে, কতকগুলি পরিচালনকার্য্য নিষ্পাদনের জন্য এবং কতকগুলি জ্ঞানকার্য্যসাধনার্থ নিযুক্ত ও স্ব-স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে

---

* "The blood is conveyed away from the heart by the arteries, and returned to it by the veins. * * * The blood, therefore, in its passage from the heart passes first into the arteries, then into the capillaries, and lastly into the veins, by which it is conveyed back again to the heart, thus completing a revolution or circulation."—

Kirkes' Physiology. P. 100.

"याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरुपस्निह्यतेऽनुगृह्यते चाकुञ्चनप्रसारणादिभिर्विशेषैः।"— सुश्रुतसंहिता।

হইলে, যেযেরূপ আকার ধারণ আবশ্যক তত্তৎ-আকার ধারণ করিয়াছে। পেশী যে কার্য্য করে, স্নায়ু বা ধমনী প্রভৃতি অন্য কোন যন্ত্রদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না এবং স্নায়ু বা ধমন্যাদিদ্বারা যে কার্য্য নিষ্পাদ্য, পেশী তাহা করিতে অক্ষম। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল, শারীরযন্ত্রসকলের সমবেত চেষ্টাদ্বারা শারীরকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, একটী যন্ত্র না থাকিলে, অন্যের চলে না; পরস্পর পরস্পরের উপরি নির্ভর করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, কার্য্য সম্পাদন করে।

সমাজ ও সংহতি, সুতরাং, সমাজেরও এই নিয়ম—সমাজ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে অবগত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম সমাজ, সুতরাং, অবাধে বলিতে পারা যায়, সমাজ একটী বৃহৎ শরীর,* শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়ী, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজও তদ্রূপ ভিন্নভিন্নশক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্রসংহতি। প্রত্যেক শারীরযন্ত্রই যেমন পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে যেমন অন্যের চলে না এবং একটীর কার্য্য যেমন অন্য যন্ত্রদ্বারা যথাযথরূপে নিষ্পন্ন হয় না, সমাজ শরীরযন্ত্রসকলও সেইরূপ পরস্পর-আশ্রয়াশ্রয়ি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে অন্যের চলে না, একটী সমাজশরীরযন্ত্রের কার্য্য অন্যদ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্নায়ুবিধান, যদি মনে করেন, অন্নের জন্য কেন আমি পোষণযন্ত্রসমূহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব, পরাধীন জীবনাপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ, অতএব, অতঃপর আমি আপনিই, নিজ-আহার সংগ্রহ করিব, তাহা হইলে, তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়। প্রকৃতির ইহা নিয়ম নহে যে, তিনি যাহাকে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, সে তদ্বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করে। এইরূপ পোষণাদি যন্ত্রসকল যদি ভাবে যে, কেন, আমরা স্নায়ুবিধানের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকি, যাহারা আমাদের অন্নে প্রতিপালিত,—যাহাদের জীবন আমাদের অনুগ্রহাধীন, আমরা তাহাদের বশে থাকিয়া, কার্য্য করিব কেন? প্রকৃতির ইহাই নিয়ম, সুতরাং, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলে, চলিবে না। যে প্রকৃতির তোমরা বিকার, যে পূর্ণের তোমরা অংশ, যে সমষ্টির তোমারা ব্যষ্টি, তিনি ত্রিগুণময়ী—ইতরেতরাশ্রয়িসত্ত্বাদিগুণত্রয়ের মূর্ত্তি, সুতরাং, কারণের যাহা স্বভাব, কার্য্য তাহা ত্যাগ করিবে কিরূপে? ভাবিলেই ত হয় যে, আমরা পরাধীন নহি, স্নায়ুবিধানও আমি, পোষণযন্ত্রও আমি, সকল যন্ত্রই এক আমিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এক প্রকৃতিরই বিকাব। অচেতন যন্ত্রসকল এ সকল কথা বুঝে, তাহারা জানে যে, আমাদের কোন স্বার্থ নাই, যন্ত্রী বা আত্মার জন্য আমরা সকলে পরস্পরমিলিত, তাঁহার কার্য্যসম্পাদনার্থই আমরা নিয়তকর্ম্মশীল এবং এইনিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অধীন বলিয়া কোন যন্ত্রই খিন্ন নহে; অথবা খিন্ন হইলেই চলিবে কেন? জীবন রাখিতে হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মের নিদেশবর্ত্তী হইতেই হইবে।

সমাজশরীরযন্ত্রসকলও এইনিমিত্ত, পরস্পর অধীন বলিয়া, দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট নহে। যখন সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী, একের অভাবে যখন অন্যের চলে না, তখন কোন যন্ত্রেরই, অমুক আমার অধীন, মনে করিয়া, গর্ব্বিত হইবার উপায় নাই। ভগবান্ এমন সুন্দররূপে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কোন প্রেক্ষাবানেরই গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব নহে, সামান্য ভৃত্যহইতে ধনকুবেরপর্য্যন্ত সকলেই যখন ইতরেতরাশ্রয়ী, পরস্পর-সাহায্যসাপেক্ষ, তখন নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে, গর্ব্ব আসিবে কেন? এখন আমাদের সমাজ নাই, সমাজশরীরযন্ত্রসকলের সংযোজক তন্তু (Connecting tissue) ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তা'ই ধনির কাছে দরিদ্র ঘৃণিত, তা'ই দরিদ্রের বেদনা ধনী অনুভব করিতে অসমর্থ, তা'ই বিদ্বানের কাছে মূর্খ অবজ্ঞাত, মূর্খের কাছে বিদ্বান্ অসম্মানিত, তা'ই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতিকে আপনাদিগের বশে রাখিবার জন্য, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার অধিকার দেন নাই, এবম্প্রকার সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হইতেছে, তা'ই জাতিভেদ যে প্রাকৃতিক নহে, ইহা যে মানবকৃতি, বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইতেছে, তা'ই আহারসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার, অথবা এক কথায় নিখিলশাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অবজ্ঞা করাকেই উন্নতির একমাত্র সরল রাজপথ বলিয়া আশ্রয় করা হইতেছে। জাতিভেদ আছে, তা'ই আমরা দুর্ব্বল—আমাদের একতা নাই, তা'ই বিশ্বজনীনপ্রেমবিকাশপথ বাধিত হইয়া রহিয়াছে, জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে, কখনই কল্যাণ হইবে না; আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এ বিশ্বাস হৃদয়হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, কখন উন্নতি হইবে না; আমাদের সমাজশরীর অসাধ্যরোগে আক্রান্ত, আমরা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তা'ই আমাদের এবম্প্রকার অকল্যাণকর ধারণা হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-শরীরের স্নায়ুবিধান, পোষণযন্ত্রদিগদ্বারা প্রতিপালিত হইতে অপমান বোধ করেন; পোষণযন্ত্রসকলও উপার্জ্জনবিমুখ অলস স্নায়ুবিধানকে, পাছে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এই ভয়ে, পোষণ করিতে অসম্মত; অপনয়নযন্ত্রসমূহ (Excretory organs) অপনয়নকার্য্যকে হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট, সকল যন্ত্রেরই ইচ্ছা শীর্ষস্থানীয় হইবে, সকলেরই বাঞ্ছা স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে, কাহার বশ্যত্ব স্বীকার করিবে না। সমদর্শিজগৎপিতার রাজ্যে বৈষম্যভাব থাকিতে পারে না, স্বার্থপর অসভ্য মানবগণহইতেই জগতে বৈষম্যভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, অসভ্যকালের আচার-ব্যবহার, অবনতাবস্থার রীতিনীতি এই সভ্যকালে—এই উন্নতির দিনে, সমাদৃত হইবে কেন? আমাদের সমাজ বিকারগ্রস্ত—মুমূর্ষু তা'ই ইহার এইরূপ দুরাগ্রহ বা দুর্ম্মতি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজশরীরের ইহারাই যন্ত্র—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারাই যে সমাজশরীরের যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবেও যে

সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না, জাতিভেদ হইয়াই যে সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্যভাব (Equilibration) লয়ের এবং বৈষম্যই যে সৃষ্টির কারণ *, যত দিন সৃষ্টি থাকিবে, তত দিন জাতিভেদ থাকা যে প্রাকৃতিক নিয়ম, এই সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা প্রথমে সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিহইতে নিম্নে কতিপয় অত্যাবশ্যক উপদেশবচন উদ্ধৃত করিব, তৎপরে যথাসাধ্য এতন্মতের যুক্তি প্রদর্শিত হইবে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে—জগৎ জগদ্রূপে ব্যাকৃত হইবার অগ্রে কেবল এক ব্রহ্ম ছিলেন, তখন একবর্ণ, অর্থাৎ, জাত্যাদিরহিত নির্ব্বিশেষ অবস্থা ছিল, তৎপরে অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া, অগ্নিরূপাপন্ন ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণজাত্যভিমানবশতঃ ব্রহ্মা, এই আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী এক ব্রহ্মাহইতে, সৃষ্টিস্থিত্যাদি বিশ্বরাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এক ব্রহ্মা বিভূতবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পর্য্যাপ্ত নহেন, কর্ম্মচিকীর্ষাত্মা পরমেশ্বর কর্ম্মকর্তৃত্ববিভূতির জন্ম তা'ই প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়-জাতিভাবাপন্ন হইলেন—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান-রূপে অভিব্যক্ত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত্রিয়জাতীয় দেবতা। কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেবতাদ্বারাও কার্য্য চলিতে পারে না, বিত্তার্জ্জনকর্ম্মকর্তৃদেবতারও প্রয়োজন, তা'ই বিত্তার্জ্জনক্ষম বৈশ্যদেবজাতির সৃষ্টি হইল। বিত্তার্জ্জন প্রায়ই সংহত-শক্তিসাধ্য, অর্থোপার্জ্জন বহুজনের সমবেতচেষ্টাদ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ব্যবসায়-বাণিজ্য একা একা হয় না, বৈশ্যেরা এই নিমিত্ত গণপ্রায়, প্রায়ই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া, কার্য্য করিয়া থাকেন †। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি গণদেবতাসকল বৈশ্য। কিন্তু ইহাতেও পূর্ণ হইল না, পরিচারকাভাব-বশতঃ রাজকার্য্য সম্যগ্‌রূপে পর্য্যালোচিত হয় না, তা'ই শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হইল। তমোগুণবহুলা পৃথিবী শূদ্রদেবতা, ইনি সকলকে পোষণ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর

---

* "সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।"— সাংখ্যদর্শন। ৬।৪২।

সাম্যাৎ প্রকৃতেঃ সদৃশপরিণামাৎ প্রলয়ঃ। বৈষম্যাৎ প্রকৃতের্মহদাদিভাবেন বিসদৃশপরিণামাৎ সৃষ্টিঃ।"— অনিরুদ্ধকৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাম্য, অর্থাৎ, সদৃশপরিণামহইতে প্রলয় এবং ইহার মহদাদিভাবে বিসদৃশপরিণামহইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর Evolutionএর লক্ষণ বলিবার সময় যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠক! উপরি উদ্ধৃত কাপিল বচনের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখিবেন।—

"Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity."—

First Principles. P. 396.

† "প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ নৈকৈকশঃ।"— শাঙ্করভাষ্য।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াও সৃষ্টিকার্য্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, মনে করিতে পারিলেন না, সৃষ্টিকার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝিলেন। ক্ষত্রিয়বর্ণকে জগতের নিয়ামক বা শাসনকর্ত্তা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কোন্ নিয়মে শাসন করিবেন, তাহা নিশ্চিত না হইলে, শাসনকার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব, ভগবান্ তা'ই ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি নিয়ামক করিয়া দিলেন। সকলেই স্বস্বধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবে—ধর্ম্মের শাসনবর্ত্তী হইয়া সকলকেই থাকিতে হইবে। কিরূপ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, কিরূপ আচরণ করিলে, স্ব-স্ব-ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা হইবে, তাহা নির্ণয় হইবে কিরূপে? পরমেশ্বরহইতে নিঃশ্বাসবৎ সহজভাবে আবির্ভূত বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ব্বাচক—বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহা অধর্ম্ম হইবে, সত্যবিদ্যাপ্রকাশক, সত্যবিদ্যাময় বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়হেতু। বেদ ব্রাহ্মণকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছেন, তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, অন্যান্য জাতির পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্টির সমসাময়িক পদার্থ, জাতিভেদ না হইলে, সৃষ্টি হয় না, জাতিভেদ না থাকিলে, জগৎ চলিতে পারে না, জাতিভেদই জগতের জগত্ব। যাঁহারা জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করেন, অনুদারহৃদয়ের ফল বলিয়া বুঝেন, বিশ্বজনীন-প্রেমপ্রবাহের অবরোধক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, উন্নতির লক্ষ্যবিন্দু তাঁহাদের স্থির হয় নাই, কাহাকে উন্নতি বলে, কিসে উন্নত হওয়া যায়, আজিও তাঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাইলে, উন্নতি হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিতে যাইলে, অবনতির শেষপর্ব্বে আসিয়া উপনীত বা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয় *।

"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।৯০। শুক্লযজুর্ব্বেদ। ৩১।১১। †

---

* "ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्ज्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति। * * * स नैव व्यभवत् स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति। स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सर्व्वं पुष्यति यदिदं किञ्च। स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्म्मम्। * * * तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रस्तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माभवद् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† অথর্ব্ববেদসংহিতাতেও এই মন্ত্রটী আছে, তবে তাহার পাঠ কিছু ভিন্ন; মন্ত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আমরা যে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজশরীরের ইহারা যন্ত্র— সমাজশরীরের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, উপরি-উদ্ধৃত বেদমন্ত্রটীই তাহার শব্দ-প্রমাণ, এই আপ্তবাক্যের উপরি নির্ভর করিয়াই আমরা এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মন্ত্রটী পুরুষসূক্তের একাদশ মন্ত্র। পুরুষসূক্ত, স্বভাবে স্থিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের নিত্য পাঠ্য।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ—

ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মত্বজাতিবিশিষ্ট—ব্রহ্মবিদ্যাদি-উৎকৃষ্টবিদ্যাসম্পন্ন, সংসারবিরক্ত, পরহিতৈকব্রত, শমদমাদিকর্ম্মনিরত, সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষশ্রেণী প্রজাপতি বা বিরাট্-পুরুষের মুখ, রাজন্য—ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট, শৌর্য্যযুদ্ধাদিকর্ম্মনিরত, সত্ত্ব-রজঃপ্রধান পুরুষবর্গ তাঁহার বাহু, কৃষিবাণিজ্যাদি-কর্ম্মপরায়ণ রজস্তমপ্রধান বৈশ্যশ্রেণী তাঁহার উরু এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের শুশ্রূষাদিকর্ম্মরত তমোগুণবহুল শূদ্রজাতি তাঁহার চরণহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।"—

গীতা। ৪।১৩।

ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য যে প্রাকৃতিক, ইহা যে মানবকৃতি নহে, উপরি-উদ্ধৃত ভগবদ্বচনদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের এবং শম-দম, শৌর্য্য-তেজঃ, কৃষি-বাণিজ্য ও শুশ্রূষাদি কর্ম্মের বিভাগানুসারে, আমা (ভগবান্)-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে *। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিবর্ণ-চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া, ভগবান্ অন্য স্থানে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের পৃথক্পৃথগ্রূপে বিভক্ত কর্ম্মসকল, স্বভাবপ্রভব—প্রকৃতিসম্ভূত-সত্ত্বরজস্তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা, অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার-হইতে প্রাদুর্ভূত-সাত্ত্বিকাদি-গুণানুসারে প্রবিভক্ত বা পৃথক্পৃথগ্রূপে বিহিত হইয়াছে †।

"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्योऽभवत्।
मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥"—

* "चातुर्वर्ण्यं चत्वार एव वर्णाश्चातुर्वर्ण्यं मयेश्वरेण सृष्टमुत्पादितं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदित्यादि श्रुतेः। गुणकर्मविभागशः—गुणविभागशः कर्मविभागशश्च। गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, तत्र सात्त्विकस्य—सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमोदमस्तप-इत्यादीनि कर्माणि, सत्त्वोपसर्जनरजःप्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य्यतेजःप्रभृतीनि कर्माणि, तम-उपसर्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि रज-उपसर्जनतमःप्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषैव कर्मेत्येवं गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टमित्यर्थः।"— শাঙ্করভাষ্য।

† "ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥"— গীতা। ১৮।৪১।

"स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया, स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), জীবের বর্ত্তমান জীবনই আদ্য বা অন্ত্য জীবন নহে, বর্ত্তমান জীবন, বর্ত্তমান জীবনেই শেষ হইয়া যায় না। যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, ততদিন জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের বিশ্বাস, ইহজীবন পূর্ব্বজীবনের অপরভাব, অনন্ত জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। পূর্ব্বজীবনে জীব যে-যে-রূপ কর্ম্ম করে, পরজীবন তাহার তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—স্বকর্ম্মনিষ্ঠ সর্ব্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের লোকসকল ইহজীবনে যে-যে-রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুর পর তত্তৎকর্ম্মফল ভোগ করিয়া, অবশিষ্ট কর্ম্মফলানুসারে বিশেষ-বিশেষ জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞান), বৃত্ত, বিত্ত, সুখ ও মেধা লইয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে *।

জাতিভেদের যুক্তিসঙ্গতত্ব—জাতিভেদ যে বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই সম্মত, শাস্ত্রমতে ইহা যে প্রাকৃতিক সামগ্রী,—মানবকৃতি নহে, তাহা বুঝিলাম, এখন বুঝিতে হইবে, জাতিভেদ যুক্তিসঙ্গত কি না ?

'জন্' ধাতুর উত্তর ভাব কিংবা অধিকরণ বাচ্যে 'ক্তিন্' করিয়া 'জাতি'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ জাতি-শব্দটী, জন্ম, অভিব্যক্তি, সামান্য, এই সকল অর্থের বাচক। আমাদের লক্ষিত জাতি শব্দ, ভাববাচ্যে ক্তিন্ করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব, ইহা জন্ম, অভিব্যক্তি বা সামান্য, এতদর্থের বোধক।

জাতিলক্ষণ—

"समानप्रसवात्मिका जातिः।"—

ন্যায়দর্শন। ২।২।১।

ভগবান্ গোতম বলিলেন, যাহা সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মিকা—অনুবৃত্তপ্রত্যয়ের হেতু, ভিন্নাধিকরণ পদার্থজাতকে যদ্দ্বারা একশ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাকে জাতি বলে †। ভগবান্ কণাদ জাতিকে সামান্য, এই নামেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জাতি বা সামান্য, পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পর-সামান্য বা পরজাতি, অবিশেষ-সত্তা—সন্মাত্রলিঙ্গ, ইহা কেবল অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু, অপর-সামান্য বা অপরজাতি অনুবৃত্ত-ব্যাবৃত্ত দ্বিবিধ বুদ্ধিরই কারণ ‡।

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्त्तमानजन्मनि स्वकार्य्याभिमुखत्वेनाभिव्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानान्ते स्वभावप्रभवगुणाः।"— শাঙ্করভাষ্য।

* "वर्णाश्रमाश्च स्वकर्म्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्म्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुः-श्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते।"— গৌতমসংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

† 'An abstract notion possesses a certain oneness."—
Principles of Science. P. 166.

‡ "Exact identity is unity, and with difference arises plurality."—
Principles of Science. P. 156.

"भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव।"

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ, ভাব বা সত্তা, শুদ্ধ অনুবৃত্ত-বুদ্ধির (Abstract notion) হেতু, যে কোন পদার্থই হউক, তাহাই সত্তার গর্ভে ধৃত, সকল পদার্থই ভাব বা সত্তার বিকার। অতএব, ভাবই (Existence) কেবল বা পর-সামান্য। ব্রাহ্মণ, মনুষ্য, জীব ও সত্তা, এই সকল শব্দের অর্থ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, পরপর শব্দ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শব্দের ব্যাপক—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শব্দবোধ্য অর্থ পর-পর-শব্দবোধ্য অর্থহইতে অল্পবিষয়-অল্পদেশ-বৃত্তি (Less comprehensive)। ব্রাহ্মণ-শব্দটী মনুষ্যের তুলনায় অল্পদেশবৃত্তি, ইহা মনুষ্যপদবোধ্য অর্থের অন্তর্ভূত। মনুষ্যনাম, সুতরাং, ব্রাহ্মণ-নামাপেক্ষায় পর। মনুষ্য, ব্রাহ্মণ-শব্দের অপেক্ষায় পর বা অধিক-দেশবৃত্তি বটে, কিন্তু জীবনামাপেক্ষায় অপর বা অল্প-দেশবৃত্তি। এইরূপ জীবও আবার, মনুষ্যের তুলনায় পর হইলেও সত্তার তুলনায় অপর। সত্তাই, সুতরাং, পরজাতি বা পরসামান্য; ইহাহইতে আর পর নাই। পরসামান্যব্যতীত অন্য জাতি, ব্যাবৃত্তবুদ্ধিরও হেতু বলিয়া সামান্য হইয়াও বিশেষাখ্যা প্রাপ্ত হয় *। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব জাতি কোন্ পদার্থ বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"प्रादुर्भावविनाशाभ्यां सत्त्वस्य युगपद्गुणैः।
असर्व्वलिङ्गां बह्वर्थां तां जातिं कवयोविदुः॥"—

মহাভাষ্য।

ভাবার্থ—

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধসত্ত্বের উপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তি-দ্বয়কৃত ভাববিকার বা তরঙ্গই জগৎ। বিমল স্ফটিক, যেমন নীল-পীতাদি উপরঞ্জক দ্রব্যসকলের সংযোগে তত্তদাকারে আকারিত হয়, এক সামান্য সত্তা সেইপ্রকার আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণ-দ্বয়জনিত পরিস্পন্দনাত্মিকা-ক্রিয়াসম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়া, বহুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই ভাববিকারসমূহের মধ্যে যে যে ভাববিকৃতি বা অভিব্যক্তি

---

* "सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चेति। तच्चानुवृत्तिप्रत्ययकारणं। तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात् सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। द्रव्यत्वाद्यपरमल्पविषयत्वात्। तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात् सामान्यं सद्विशेषाख्यामपि लभते।"— প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

"Animal, for instance, is a genus with respect to man, or John; a species with respect to Substance or Being."— *Mill's Logic. Vol. I. P. 134.*

"परभिन्ना तु या जातिः सैवापरतयोच्यते।
व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वादपरापि च॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

বহ্বর্থা—অনেকব্যক্তিব্যাপিনী এবং যাহা অসর্ব্বলিঙ্গা, তাহাকে জাতি বলে। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি স্বপ্রণীত বাক্যপদীয়-নামক উপাদেয় গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

প্রত্যেক ভাবের সত্য বা অপরিণামী ও অসত্য বা পরিণামী, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, তন্মধ্যে সত্যাংশ জাতি এবং অসত্যাংশ ব্যক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"সত্যাসত্যৌ তু দ্বৌ ভাগৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়োমতাঃ॥"—

বৈয়াকরণ-ভূষণসার।

জাতি-শব্দটী এখানে পরসামান্যভাবেরই বাচক। সিদ্ধান্ত হইল, পরসামান্য বা অবিশেষসত্তা পরজাতি এবং ইহার বিশেষ বিশেষ ভাব,—ব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে যাহা বহ্বর্থা—বহুদেশব্যাপিনী, যাহা অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু, তাহা অপরজাতি। অপরজাতিবাচক শব্দসমূহ আপেক্ষিক, এইজন্য ইহারা পর ও অপর, এই উভয় জাতিরই (Genus or species) বাচক হইতে পারে। কেবল পরজাতি, বা, পরব্রহ্মব্যতীত সকল পদার্থই পর ও অপর, দুই হইতে পারে। মনুষ্যত্ব জীবত্বের তুলনায় অপর, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের তুলনায় পর *।

অবিশেষ বা সূক্ষ্মাবস্থা হইতে বিশেষ বা স্থূলাবস্থায় আগমনের—অব্যাকৃতাবস্থাহইতে ব্যাকৃত বা ব্যক্তাবস্থায় উপনীত হওয়ার নামই যে সৃষ্টি এবং প্রকৃতি বা শক্তির বিসদৃশপরিণামহইতে সৃষ্টি এবং ইহার সদৃশপরিণামহইতেই যে লয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত। পূজ্যপাদ জ্ঞাননিধি ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—লয় ও সৃষ্টি, এই কার্য্যদ্বয় যথাক্রমে প্রকৃতির সাম্য-বৈষম্য-ভাব বা সদৃশ-বিসদৃশ-পরিণামহইতে সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সাম্যভাবে লয় এবং ইহার বৈষম্যভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের—এক অবস্থাহইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তির কারণ যে শক্তি (Force), তাহা সকলেরই স্বীকৃত বিষয়। শক্তির প্রধানতঃ দ্বিবিধ অবস্থা, একটী অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা, অপরটী পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা। পরিবর্ত্তনাত্মকশক্তিও আবার আবির্ভাব-তিরোভাব-ধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ। সত্ত্ব, অপরিবর্ত্তনাত্মকশক্তি এবং পরিবর্ত্তনাত্মকশক্তি, রজঃ ও তমঃ, এত-

* "The same class which is a genus with reference to the sub-classes or species included in it, may be itself a species with reference to a more comprehensive, or, as it is often called, a superior, genus."—

Mill's Logic. Vol. I. P. 135.

দাখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। ভগবান্ কপিলের মুখে শুনিয়াছি, রাগ ও বিরাগের (Attraction and repulsion) যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ রাগ ও বিরাগ (দ্বেষ) যথাক্রমে রজঃ ও তমো-গুণের কার্য্য। অতএব, বুঝা যাইতেছে, সত্ত্বশক্তি, রজঃ ও তমঃ-শক্তিদ্বারা নানা-আকারে অভিব্যক্ত হয়—ইহারই নাম সৃষ্টি বা পরিণাম। রজঃ ও তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান কখন পরস্পর-বিযুক্ত হইয়া অবস্থান করে না—ইহারা এক-মিথুন (Universally co-existent)। আবির্ভাব বা বিকাশ হইলেই, তিরোভাব বা বিনাশ হইবে, ক্রিয়া যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, প্রতিক্রিয়াও সেই পরিমাণে বাড়িবে; বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধবিকাশ বা কেবলবিনাশ, জগতে কোথাও ঘটে না—প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার ভাববিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, দুইই বিরাজমান; তবে বিনাশ বা তিরোভাববিকারাপেক্ষায়, বিকাশ বা আবির্ভাববিকারের মাত্রা যখন যে পদার্থে অধিক হয়, তখন আমরা তৎপদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে বিকাশ বা আবির্ভাববিকারাবস্থা এবং যখন যে পদার্থের বিনাশ বা তিরোভাব-বিকার প্রবল হইয়া উঠে, তৎপদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে আমরা বিনাশ বা তিরোভাব-বিকারাবস্থা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। কোন জাগতিক পদার্থই বস্তুতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে নাই, গুণত্রয়ের জয়পরাজয়চক্র অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব, এইজন্যই বলিয়াছেন—প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণাম পর্য্যায়ক্রমে নিত্যভাবেই চলিতেছে, জগৎ ক্ষণকালের জন্যও আবির্ভাবাদি পরিণাম বা প্রবৃত্তিশূন্য নহে *।

প্রবৃত্তি—আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় নিত্য, এ কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, জগৎ, নিয়তগতি বা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি এবং গতিমাত্রেরই তাল (Rhythm) † আছে, ক্রিয়া-

---

* "প্রবৃত্তি: খল্বপি নিত্যা। নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে।"—
মহাভাষ্য, (৫ম পৃষ্ঠার অধটিপ্পনী দ্রষ্টব্য।)

† গতিমাত্রেরই তাল আছে, সমস্ত ক্রিয়াই তালে তালে হইয়া থাকে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুশীলন-নিরত ব্যক্তিদিগের কাছে ইহা বহুশঃ শ্রুত কথা সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসা করি, গতিমাত্রেরই তাল আছে, পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া তালশূন্য নহে, ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ এ প্রাকৃতিক তথ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার কি উপযুক্ত নহেন? স্বল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবান্, বিশ্বতোমুখ বেদাদি শাস্ত্রই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি কি এ তথ্য দর্শন করিতে পর্য্যাপ্ত নহে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরই একাকী যে মতকে, একটী প্রাকৃতিক তথ্য বলিয়া, হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, যে মত পরে তিনি জানিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Tyudall কর্ত্তৃকও গৃহীত হইয়াছে—("After having for some years supposed myself alone in the belief that all motion is rhythmical, I discovered that my friend Professor Tyndall also held this doctrine."—*H. Spencer.*) পক্ষপাতশূন্য, সত্যপ্রিয়, উন্নিণীষু পাঠক নিশ্চয়ই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, তালশব্দটীর ব্যুৎপত্তি-

মাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে। অবিশেষহইতেই বিশেষের আরম্ভ হয় বটে,

---

লভ্য অর্থহইতেই অবগত হওয়া যায় যে, গতিমাত্রেরই তাল আছে, এই প্রাকৃতিক তথ্যের, বেদচরণাশ্রিত আর্য্যেরা ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। "তল প্রতিষ্ঠায়াং", এই প্রতিষ্ঠার্থক 'তল' ধাতুর উত্তর "হলশ্চ" পা ৩।৩।১২২—এই সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া, 'তাল'—পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান—প্রতিষ্ঠা—নিয়মহেতু, তাহাকে 'তাল' বলে।

"তালঃ কালক্রিয়ামানম্।"— অমরকোষ।

কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ, ইহাইত শাস্ত্রোপদেশ, কিন্তু অমরসিংহ তালের যে লক্ষণ দিলেন, তাহাতে, বোধ হইতেছে, কাল ও ক্রিয়া, ইহারা যেন দুইটী পৃথক্ সামগ্রী—অমরসিংহ এরূপ লক্ষণ করিলেন কেন? কাল ও ক্রিয়া, ইহারা যে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা নিশ্চয়, অমরসিংহের প্রাগুদ্ধৃত তাললক্ষণহইতে কাল ও ক্রিয়ার পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না, এরূপ লক্ষণ করিবার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সংসার বা জগতের জ্ঞান যে আপেক্ষিক—সম্বন্ধাত্মক (Relative), তাহা আমাদের পূর্ব্ববিদিত বিষয়। উদিত বা বর্ত্তমান জ্ঞান, অতীত বা পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের তুলনায় অর্জ্জিত হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা কালের জ্ঞান, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিবিধ কাল বা ক্রিয়ার সমূহ-জ্ঞানই জাগতিকজ্ঞান। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের মুখে শুনিয়াছি, জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, থাকিতে পারে না, জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিস্বভাব। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব প্রবৃত্তিশব্দদ্বারা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা, 'প্রবৃত্তি'। কথা হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি (Pause), পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া বা গতি (Motion)-মাত্রের ইহাই স্বরূপ। ঘাত, প্রতিঘাত এবং বিরাম, ঘাত প্রতিঘাত, এবং বিরাম, সকল ক্রিয়াই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। আবির্ভাবাদিপরিণাম নির্দ্দিষ্ট কালপরিমাণে হইয়া থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাল, হরগৌরীর নৃত্যহইতে উৎপন্ন। কথাটীর মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। জগতের সমন্বিত পুংশক্তি হর এবং সমন্বিত স্ত্রীশক্তি গৌরী। ক্রিয়ামাত্রেই যে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির মিথুনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই জ্ঞাতবিষয়। পুংশক্তির নৃত্য, তাণ্ডব এবং স্ত্রীশক্তির নৃত্য, লাস্য নামে উক্ত হয়। তাণ্ডব ও লাস্য, সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন, এই দুইটী শব্দের আদ্যাক্ষর মিলিত হইয়া, (তা+ল) 'তাল', এই সংজ্ঞা হইয়াছে।

"গৌরীশ্বরয়ো নৃত্যেন তালো বভূব। তল্য কার্য্যং ক্রিয়াকালয়ে। হরনৃত্যস্য তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্য লাস্যমিতি সংজ্ঞা। তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্যাদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা জাতা।"

অতএব, সকল ক্রিয়াই তালে তালে নিষ্পন্ন হয়, এবং তাল, কাল ও ক্রিয়ার নিয়মহেতু—মান, তাল ক্রিয়ামাত্রের প্রতিষ্ঠা, এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি, পরিণামমাত্রেই এই ত্রিবিধভাববিকারসমষ্টি এবং ক্রিয়ামাত্রেরই আবির্ভাবাদি পরিণাম নির্দ্দিষ্টকালাধীন। যে ক্রিয়াতে, আবির্ভাবাদি পরিণাম, দ্রুত, বিলম্বিত বা মধ্য, যে প্রকার কালাবচ্ছেদে নিষ্পন্ন হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি,—

"স্পন্দীশ্চ এব ভ্রমণমিতদিশং ভবন্ত।"— বাক্যপদীয়।

অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থাহইতে জগৎ, স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে সত্য, কিন্তু অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ বা অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এককালে হয় না, সকল পরিণামই ক্রমানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদ্যপরিণামপর্ব্ব যে ভাবে পরিণত হয়, তৎপরভাবিপরিণামপর্ব্বের ভাব তৎসদৃশ হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নৃত্য প্রথম যে তালে নর্ত্তিত হয়, তৎপরে সেই তাল থাকে না। প্রথমপ্রবৃত্তি (আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি)-সংঘটনের কালপরিমাণ ও তৎপরাভিব্যক্তপ্রবৃত্তিসংঘটনের কালপরিমাণ সমরূপ নহে। প্রত্যেক পদবিক্ষেপেই প্রকৃতি ক্রমশঃ বহির্মুখিনী হ'ন। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থাহইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনের অর্থই হইতেছে, অন্তর্দ্দেশহইতে বহির্দ্দেশে উপনীত হওয়া। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, অপরিবর্ত্তনীয় ও পরিবর্ত্তনীয়-ভেদে শক্তি দ্বিবিধ; একটী অবিকারি বা অপরিণামি-ভাব, অপরটী বিকারি বা পরিণামি-ভাব। পরিণামিভাব, অপরিণামিভাবের বক্ষে ধৃত হইয়া অবস্থান করে—বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, পরিণামিভাব ক্রীড়া করে। পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী। ইহার একটী গতি বহির্মুখীন আর একটী গতি অন্তর্মুখীন, একটী পরাচীন আর একটী প্রতীচীন, একটী Centrifugal আর একটী Centripetal। পরিণামিভাব যখন বহির্মুখীন হয়,—ইহার পরাচীন গতি যখন প্রবল হয়, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ এবং অন্তর্মুখীন গতি যখন বেগবতী হয়, তখন লয়পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাহইতে স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের ইহাই মর্ম্ম। স্থূল-শব্দটীর অর্থ হইতেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তমোগুণ-প্রধান পরিণামই গ্রাহ্যাত্মক, ইহাই স্থূল বা জড় অবস্থা। বুঝিতে পারা গেল, সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সহিত প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান পরিণাম হইয়া থাকে। প্রকৃতি যতই বহির্মুখীন হ'ন, ততই তাঁহার ক্রিয়াশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং, তৎসঙ্গে-সঙ্গে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দার্শনিক-অদার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, আস্তিক-নাস্তিক, যে কেহই হউন, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে উচ্চাবচ-বিবিধ-বিচিত্র-ভাববিকাররাশি, সম্ভবতঃ সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন; শাস্ত্রেরও উপদেশ, অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মায়াখণ্ডিত অনন্ত-ভাববিকারই বিশ্ব। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জগতের এই বিবিধ বিচিত্র রূপ কেন হইল? সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি?

কারণসমূহের (পরমাণু বা শক্তি) সমাবেশ ও পরস্পরসান্নিধ্যের তারতম্যই

অর্থাৎ, ছন্দঃহইতে বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দের পরিণাম, এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অবাধে স্বীকার করিবেন, গতিমাত্রেরই তাল আছে, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের এই নবাবিষ্কৃত, গুরুতরবোধে-সমাদৃত-প্রাকৃতিকতথ্য, আর্য্যশাস্ত্রোপদেশহইতে অর্ব্বাচীন, ব্যাপকতর-প্রাগুক্ত-উপদেশের তুলনায় স্বল্পদেশবৃত্তি। পরে বিস্তারপূর্ব্বক এ সকল কথা সমালোচিত হইবে।

(Permutations and Combinations) কার্য্য বা সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু, সকলের নিকটহইতেই এ প্রশ্নের, বোধ হয়, এইরূপ উত্তরই পাওয়া যায়। কথা সম্পূর্ণ সত্য, উত্থাপিত প্রশ্নের ইহা-ভিন্ন অন্য কি উত্তর হইতে পারে?

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা, কিন্তু, ইহাতে সম্যগ্‌রূপে চরিতার্থ হইবে না, কারণানুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধিৎসা এ উত্তরে সম্পূর্ণতঃ তৃপ্ত হইতে পারিবে না; ইহাছাড়া এ সম্বন্ধে আরো যেন কিছু জানিবার আছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা কারণানুসন্ধিৎসু হৃদয়ের এইরূপ বিশ্বাস। এবম্প্রকার বিশ্বাস নিশ্চয়ই অমূলক নহে। পরমাণুপুঞ্জ বা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে সম্মূর্চ্ছন বা পরস্পরসংযোগ যে সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু পরমাণুসকল বা গুণত্রয় ভিন্ন-ভিন্নরূপে কেন সম্মূর্চ্ছিত হয়, চিন্তাশীলের হৃদয়ে এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, পরমাণুপুঞ্জের বা ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিদ্বয়ের পরস্পরসংযোগবৈষম্যকেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, কিন্তু, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, সৃষ্টিবৈষম্যের ইহাই একমাত্র হেতু নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুসকলের বা শক্তিদ্বয়ের সংযোগতারতম্য কি অহেতুক, ইহা কি আকস্মিক ব্যাপার, অথবা ইহার কোন কারণ আছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা হইলে কি উত্তর দিবেন? যদি বলেন, ইহা আকস্মিক (Result of chance), তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাহাতে কখন সন্তুষ্ট হইবেন না, যেহেতু অকারণ বা অহেতুক কোন কার্য্য হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা নাই। কারণ আছে বলিলেও, ইহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই, তাঁহারা সেই কারণ আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। বেদচরণাশ্রিত উদার-হৃদয় ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। পরমাণুসকলের বা গুণত্রয়ের সংযোগভিন্নতা যে বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যের কারণ, তদ্বিষয়ে পূজ্যপাদ ঋষিদিগের কোন মতভেদ নাই, তাঁহারাও ঐরূপ উপদেশই দিয়াছেন; প্রভেদের মধ্যে ইহাব্যতীত তাঁহারা আরো কিছু বলিয়াছেন। বেদের কৃপায় সৃষ্টিবৈষম্যের নিমিত্তকারণও তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে তাহা বুঝাইয়াছেন।

শাস্ত্রের উপদেশ, উপাদান—আরম্ভণ (বেদে উপাদান-কারণ বুঝাইতে আরম্ভণ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ। মৃত্তিকা ঘটের, তন্তু পটের, অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ জলের, শিলিকন্ ও অক্সিজেন্ বালুকার, উপাদান বা সমবায়ি-কারণ, এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি ঘটের, কুবিন্দ (তন্তুবায়) ও বেম (Loom)-আদি পটের, নিমিত্তকারণ। উপাদান বা সমবায়িকারণকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'Patient' এবং নিমিত্তকারণকে 'Agent'-নামে অভিহিত করিয়াছেন *।

* প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, নিমিত্তকারণই কারণ, উপাদানকারণকে

আমরা অবগত আছি, ঘটচিকীর্ষু কুলাল, গৃহাদি স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া, মৃদ্রূপ আরম্ভণ-দ্রব্য (উপাদানকারণ) ও দণ্ডচক্রাদি-উপকরণদ্বারা ঘটনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কোনরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে হইলে, উপাদান (সমবায়ী) ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ আবশ্যক। জগৎ যখন কার্য্য, তখন ইহারও যে ঐরূপ কারণদ্বয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়-দ্বারা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, জগৎকার্য্যের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ।
যতোভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।৮১। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ১৭।১৮ ও ১৯।

মন্ত্রদ্বয়ের ভাবার্থ—

প্রশ্ন। জগৎকর্ত্তা (ঈশ্বর) কোন্ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া এবং কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত-কারণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?

উত্তর। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব্বতোদৃষ্টি, বিশ্বস্থ চক্ষুষ্মান্ প্রাণিজাতের চক্ষুঃসমষ্টিই যাঁহার চক্ষুঃ, অথবা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের যিনি যুগপৎ দ্রষ্টা), বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ, বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর, একাকী—অনন্যসহায় হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু ও পতনশীল (অনিত্য) পঞ্চভূতরূপ উপাদানকারণ-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎকার্য্যের উপাদানকারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম *।

স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ বলিতে নিমিত্ত কারণকেই বুঝাইয়া থাকে। মিলের এই মত-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব। পণ্ডিত মিলের উক্তি—

"In most cases of causation a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be universally allowed, are conditions of the phenomenon, but it would be thought absurd to call the latter the cause, the title being reserved for the former."—

System of Logic. Vol. I. P. 347.

* তার্কিকের অসেচনক, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনোজ্ঞ, নাস্তিকের ভীমমুদ্গর তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যপাদপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-নামক অমূল্য গ্রন্থে, বিশ্বের, বিশ্বশক্তিময়পরমেশ্বরস্থত্ব-প্রতিপাদনাবসরে এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত ও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোরম হইবে বলিয়া কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থস্থ উক্ত মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা এই স্থলে আমরা সন্নিবেশিত করিলাম—

"অত্র প্রথমেন সর্ব্বজ্ঞত্বং, অন্যথা দৃষ্টৃত্বপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়েন সর্ব্বকর্তৃত্বং, তৃতীয়েন বাগুপলক্ষ-

অতএব, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নিমিত্তকারণ, পরমাণু অথবা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, বিভিন্নরূপ সম্মূর্চ্ছনের কর্ম্মবৈচিত্র্যই হেতু।

কর্ম্ম কোন্ পদার্থ ?—পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, শক্তির স্থূল বা অভিব্যক্ত অবস্থার নাম কর্ম্ম। কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, এ কথার তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, শক্তি বা অব্যপদেশ্য ধর্ম্মের বিচিত্রতানিবন্ধন সৃষ্টিবৈষম্য হইয়া থাকে।

সংশয়—সৃষ্টির পূর্ব্বে (Imperceptible অবস্থাহইতে Perceptible অবস্থাতে আসিবার অগ্রে) জাত্যাদিরহিত—নির্ব্বিশেষ একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তখন দ্বৈতভাব ছিল না। ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধ বা দ্বৈতভাব-ভিন্ন কখন কর্ম্মোৎপত্তি হয় না, অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কর্ম্মই ছিল না, তখন কর্ম্মকে সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কেন ?

উত্তর— "ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।"—

শারীরকসূত্র। ২।১।৩৫।

সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়াব নাম লয়; ধ্বংস, অর্থাৎ, একেবারে বিনষ্ট হওয়া, লয়-শব্দেব প্রকৃত অর্থ নহে। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে। এই

यात्। तृतीयेन सर्व्वसहकारित्वं, बाहुना सहकारित्वोपलक्षणात्। चतुर्थेन व्यापकत्वं, पदा व्याप्तेरुपलक्षणात्। पञ्चमेन धर्म्माधर्म्मलक्षणप्रधानकारणत्वं, तौ हि लोकयात्रावहनाद्बाहू। षष्ठेन परमाणुरूपप्रधानाधिष्ठेयत्वं, ते हि गतिशीलत्वात् पतत्रव्यपदेश्याः, पतन्तीति। सन्धमति सञ्जनयन्निति च व्यवहितोपसर्गसम्बन्धः। तेन संयोजयति, समुत्पादयन्नित्यर्थः। द्यावा इत्यूर्द्ध्वं सप्तलोकोपलक्षणं, भूमीत्यधस्तात्, एक इत्यनादितेति।" ন্যায়কুসুমাঞ্জলী, ৫ম স্তবক।

ভাবার্থ—

যে সকল গুণ বা শক্তিবিশিষ্ট পুরুষহইতে যেরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, উদ্ধৃত মন্ত্রটী বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি শব্দসমূহদ্বাবা তাহাই বুঝাইযাছেন। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, বিশ্বপিতার সর্ব্বজ্ঞত্বের, বিশ্বতোমুখ তাঁহাব সর্ব্ববক্তৃত্বের, বিশ্বতোবাহু তাঁহার সর্ব্বসহকারিত্বের এবং বিশ্বতস্পাৎ তাঁহাব সর্ব্বব্যাপকত্বেব প্রতিপাদক বা সূচক। বিশ্বনিয়ন্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-বাহুদ্বয়দ্বারা (ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তাই ইহাদিগকে বিশ্বপাতার বাহুদ্বয়রূপে কল্পিত করা হইয়াছে। 'বহ' ধাতুর উত্তর 'উণ্' প্রত্যয় করিলে, 'বাহু' পদটী সিদ্ধ হয়) পতত্র—গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ বিশ্বের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ। কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদিদ্বারা যেমন ঘট নির্ম্মাণ করে, বিশ্বস্রষ্টা সেইরূপ, পরমাণুপুঞ্জ ও ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জগৎকার্য্য সম্পাদন করেন। 'দ্যাবাভূমী', এই বাক্যদ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ লোক এবং 'এক'-শব্দদ্বারা অনাদিত্ব সূচিত হইয়াছে।

"एकोऽसहायो देवः विश्वकर्म्मा द्यावाभूमी जनयन् सन् बाहुभ्यां बाहुस्थानीयाभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यां सन्धमति, धमतिर्गत्यर्थः सङ्गच्छते, संयोगं प्राप्नोति, पतत्रैः पतनशीलैः अनित्यैः पञ्चभूतैश्च सङ्गच्छते धर्म्मा[illegible]निरपेक्षोपादानैश्च, साधनान्तरं विनैव सर्व्वं सृजतीत्यर्थः।"—মহীধরভাষ্য।

সংস্কারই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত। বেদ ইহাকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি-বীজ বলিয়াছেন। প্রলয়কালে ইহারা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ-প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবজগৎও সুপ্তোত্থিতের মত সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিলে, কোনরূপ সংশয় উত্থিত হইতে পারে না।

নোদন বা অভিঘাত-হইতে উৎপন্ন কোন একটী কর্ম্ম (Motion) যখন বিরুদ্ধ কর্ম্মান্তরদ্বারা (By the counter-motion of another body) বাধিত বা অবরুদ্ধ হয়, তখন আমরা গতিবিশিষ্ট বস্তুটীকে স্থির হইতে দেখিতে পাই, সুতরাং, আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস হইয়া থাকে, কর্ম্ম বা উৎপন্ন গতিটী, একেবারে বিনষ্ট হইল, মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূক্ষ্মাদি অবস্থা বা শক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। কথাটা একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণতঃ সত্য নহে। বিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা বাধিত কর্ম্ম তদাশ্রয় স্থূলদ্রব্যসম্বন্ধে বিনষ্ট হয় বটে (As regards the motion of the mass), কিন্তু, ইহা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থা ত্যাগ করিয়া, ইহা অবস্থান্তর গ্রহণ করে, কর্ম্ম, কর্ম্ম বা গতিরূপ ত্যাগ করিয়া, তাপরূপে পরিণত হয়। কোন কর্ম্মই বস্তুতঃ একেবারে নষ্ট হয় না, শক্তির একেবারে নাশ অসম্ভব, তবে ইহার অবস্থাগত ভেদ হয় বটে, ইহা নানাকারে বিভক্ত হয় সত্য *। প্রলয়কালে সেইরূপ জগতের স্থূল গতি অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু শক্তি বিনষ্ট হয় না †। ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মদ্বারা অন্বিত। ধর্ম্মির যে ধর্ম্ম স্ব-স্ব-ব্যাপার শেষ করিয়া, অতীত পন্থায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে

* "It may, however, be asked, what becomes of force when motion is arrested or impeded by the counter-motion of another body? This is generally believed to produce rest, or entire destruction of motion and consequent annihilation of force: so indeed it may, as regards the motion of the masses, but a new force, or new character of force, now ensues, the exponent of which, instead of visible motion is heat. I venture to regard the heat which results from friction or percussion as a continuation of the force which was previously associated with a moving body, and which, when this impinges on another body, ceasing to exist as gross, palpable motion, continues to exist as heat."—

Correlation of Physical Forces. P. 25.

"Now the view which I venture to submit is, that force can not be annihilated, but is merely subdivided or altered in direction or character."—

Correlation of Physical Forces. P. 24.

† "The motion is suspended, but the force is not annihilated."—

Ibid. P. 20.

শান্ত ধর্ম্ম, অনাগত বা ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বর্ত্তমান অবস্থাতে স্বব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহাকে উদিত ধর্ম্ম এবং যাহা শক্তিরূপে অবস্থিত, যাহা ভবিষ্যৎ-পরিণামবীজ, সুতরাং, যাহাকে কোন নামদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বলে *। আমরা যাহা দেখি, তাহা ধর্ম্মির উদিত ধর্ম্ম, ইহারই নাম বর্ত্তমানাবস্থা; ধর্ম্মির আর দুইটী ধর্ম্ম আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, সূক্ষ্মত্ব-বশতঃ আমাদের অতীন্দ্রিয়। ধর্ম্মির অতীত ও অনাগত ধর্ম্মদ্বয় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত আমাদের স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব অনুমানপ্রমাণ-সাধ্য, সন্দেহ নাই। অসতের যখন সদ্ভাব হয় না (Nothing যখন Something হইতে পারে না), শক্তির একেবারে ধ্বংস হওয়া যখন অসম্ভব, তখন যাহা দেখিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অব্যপদেশ্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিল †, এতদ্রূপ অনুমান-প্রমাণদ্বারা আমরা ধর্ম্মির শান্ত ও অব্যপদেশ্য, এই ধর্ম্মদ্বয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকি।

কি বুঝিলাম—বুঝিলাম, যাহা সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মিকা—অনুবৃত্তপ্রত্যয়হেতু, ভিন্নাধিকরণ পদার্থজাতকে যদ্দ্বারা একশ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাকে জাতি বা সামান্যাভিব্যক্তি—সামান্যভাব বলে; বুঝিলাম, জাতি বা সামান্যভাব, পর ও অপর-ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পরজাতি বা পরসামান্য, অবিশেষসত্তা, ইহা শুদ্ধ অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু; অপরজাতি বা অপরসামান্য অনুবৃত্ত-ব্যাবৃত্ত, দ্বিবিধ বুদ্ধিরই কারণ। বুঝিলাম, এক সামান্য বা অবিশেষসত্তাব মায়াপরিচ্ছিন্ন অনন্তভাববিকারই বিশ্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরি প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তিজনিত বিবিধ পরিণামই জগৎ; বুঝিলাম, কোন প্রাকৃতিক বস্তু ক্ষণকালের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না, প্রকৃতি নিত্যপ্রবৃত্তিমতী—আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ-পরিণামাত্মিকা। বুঝিলাম, প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতেই জগতের সৃষ্টি এবং ইহার সদৃশপরিণামহইতেই লয় হইয়া থাকে। আবির্ভাব বা বিকাশের পর, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বুঝিলাম, পরমাণুপুঞ্জের বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরস্পর-সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যহইতে

---

* "শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী।"—

পাং দং বিভূতিপাদ। ১৪ সূত্র।

"শান্তা যে কৃতস্বস্বব্যাপারা অতীতেঽধ্বনি অনুপ্রবিষ্টাঃ উদিতা যে অনাগতমধ্বানং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি। অব্যপদেশ্যা যে শক্তিরূপেণ স্থিতা ব্যপদেষ্টুং ন শক্যন্তে তেষাং যথাস্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবমাদয়ো নিয়তকার্য্যকারণরূপযোগ্যতয়া অবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে।"—

রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবৃত্তি।

† "A force cannot originate otherwise than by devolution from some pre-existing force or forces."—

Correlation of Physical Forces. P. 16.

জগতে বিবিধ বিচিত্র ভাববিকারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, কেবল পরমাণুপুঞ্জ বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্য-তারতম্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ নহে, পরমাণুসকল বা গুণত্রয়ের পরস্পর-সংমিশ্রণের ভিন্নতা নিষ্কারণও নয়। শাস্ত্রোপদেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মই ইহার কারণ, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু; বুঝিলাম, সংসার অনাদি, এবং জীব যে সকল কর্ম্ম করে, তাহাদের সংস্কার সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে, এই সংস্কাররাশিই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত—ভাবিসর্গের নিমিত্তকারণ। অতএব, ইহা এখন নিশ্চয়ই সুগম হইল যে, জাতিভেদই সৃষ্টি। অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ হয়, সামান্যভাব, নানাভাবে বিভক্ত (Differentiated) হইয়াই জগদাকার ধারণ করে, এ কথা যাঁহাদের সমীপে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আদৃত হয়, জাতিভেদই সৃষ্টি (জাতি-শব্দটার ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ স্মরণ করিবেন), এ কথাও তাঁহাদের কাছে বিজ্ঞান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে, আমিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, বর্ণবিভাগ আমারই কৃতি, ইহা প্রাকৃতিক। সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশ, সুতরাং, আস্তিকের ইহাতে কোনপ্রকার সংশয়ই হইবে না। কিন্তু, বেদাদি শাস্ত্রকে যাঁহারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেষ্টৃবর্গকে যাঁহারা আপনাদের হইতে অবনতপদবীস্থ কিংবা সমানধর্ম্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, পরিচ্ছিন্নযুক্তিই যাঁহাদের বিশ্বাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা একমাত্র প্রমাণ, তাঁহারা কখন জাতিভেদকে প্রাকৃতিক বলিতে পারিবেন না।

শাস্ত্রের কোন কথাই অযৌক্তিক নহে—যাহা শাস্ত্রশাসন, আর্য্যেরা তাহাকেই কেন অভ্রান্তজ্ঞানে আদর করিতেন, বুঝিবার নিমিত্ত একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হয়, শাস্ত্রের কোন কথাই অযৌক্তিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাঁহারা শাস্ত্রবচনসকলের সর্ব্বত্র যুক্তি-সঙ্গতত্ব দেখিতে চাহেন, শাস্ত্রীয় উপদেশসকল, যুক্তিবিরুদ্ধ কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যাঁহারা সচেষ্ট, তাঁহাদের অগ্রে বুঝা উচিত, এরূপ ইচ্ছা পূর্ণ বা এতাদৃশ চেষ্টাকে ফলবতী করিবার উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাদের আছে কি না। চিন্ত্য—যুক্তিতর্কদ্বারা বেদ্য—জ্ঞাতব্য বা নির্ণেয় তত্ত্ব এবং অচিন্ত্য—প্রাকৃতিক বা মায়িক বুদ্ধির অগম্য (Knowable and Unknowable), শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ ভাবেরই উপদেশ আছে। মায়িক বা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা অচিন্ত্য বা প্রাকৃতিক বুদ্ধির অগম্য ভাবসকলের তত্ত্ব নিরূপণ হইতে পারে না। অচিন্ত্য বিষয়সকলের যুক্তিসঙ্গতত্ব দর্শন করিতে হইলে, তদুপযুক্ত শক্তি-সম্পন্ন হওয়া চাই। আমাদের দৃষ্টি স্বল্পদেশপ্রসারিণী, সুতরাং, যে সকল দেশ ইহার অগম্য, তাহাই অসৎ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা কি উচিত? তর্ক যে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সাধন, যুক্তিবহির্ভূত বাক্য সাক্ষাৎ ভগবানের মুখহইতে উচ্চারিত হইলেও,

তাহা যে অগ্রাহ্য *, শাস্ত্রের ত ইহাই উপদেশ। তবে তর্কযুক্তি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, শাস্ত্র বলেন, এই স্বল্পদূরপ্রসারী বা পরিচ্ছিন্ন তর্কদ্বারা অচিন্ত্য ভাবসকলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইও না †। স্বল্পদূরপ্রসারী বা পরিচ্ছিন্ন তর্কদ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত গম্ভীরার্থসকলের তত্ত্ব নির্ণয় হইল না বলিয়া, তাহা অসৎ বা মিথ্যা মনে করিও না, তোমার যুক্তি যে সকল প্রদেশে পঁহুছিতে পারে না, তাহাই মিথ্যা, এ বিশ্বাস, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা থাকিলে, হৃদয়হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা কর। শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ তর্কই বস্তুতঃ তত্ত্বনির্ণায়ক ‡।

জাতিভেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা।

প্রমাণব্যতীত, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা-হইতে বিনিবৃত্ত হ'ন না; ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মনিষ্পত্তির প্রমাণই করণ। প্রমাণ-দ্বারা যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, লোকে তাহা গৃহীত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ বা অপ্রা-মাণিক পদার্থ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। বেদচরণাশ্রিত আর্য্যদিগের সমীপে (ইহাও জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়) আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে সকল বিষয়, আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণের অবিরোধী, আপাতদৃষ্টিতে যদি তাহারা পরিচ্ছিন্নপ্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়ও হয়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যদি তাহাদের যুক্তিসঙ্গতি দেখাইতে না পারা যায়, অবিকৃত আর্য্যহৃদয়, তথাপি তাহাদিগকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যাহাদের সত্যতা সপ্রমাণ হয়, আপ্তোপদেশ-প্রমাণের তাহারা বিরোধী হইলে, শাস্ত্রচরণসেবক আর্য্যজাতি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। আপ্তোপদেশে যাঁহাদের এইরূপ অটল বিশ্বাস, তাঁহাদের বিশ্বাসকে টলাইতে হইলে, প্রথমতঃ আপ্তোপদেশেরই সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। বিদেশীয় পণ্ডিত-বৃন্দের মধ্যে, যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখেন—ভারতবর্ষে স্থিত সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মপ্রচারক ভ্রাতৃবর্গের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আপ্তোপদেশপ্রমাণচালিত হিন্দুদিগকে হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ও খ্রীষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান্ করাইবার নিমিত্ত বাহ্যতঃ আপ্তোপদেশ ও নিজ স্বল্পদেশবৃত্তি ক্ষীণযুক্তি, এই উভয়কেই তাঁহারা করণরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বিরা বুঝিয়াছেন, জাতিভেদ, আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধবিচার প্রভৃতিকে আপ্তোপদেশ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিলে, হিন্দু-দিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করা সুখসাধ্য হইবে, জাতিভেদবিচারাদি হিন্দুর ইতর-

* "युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि।
अन्यत् तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

† "अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्।"— পঞ্চদশী।

‡ "आर्षं धर्म्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म्मं वेद नेतरः॥"— মনুসংহিতা। ১২।১০৬।

ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মসকল যে বেদানুমোদিত নহে, যে কোন উপায়ে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিলেই, দুর্জ্জয় হিন্দুধর্ম্মদুর্গ বিনাক্লেশে আক্রমণ ও জয় করিতে পারা যাইবে, তা'ই তাঁহারা জাতিভেদাদি যে বেদমূলক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন *। অতএব, জাতিভেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা করিতে হইলে,

* পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার "Chips from a German Workshop," "Physical Religion," "Natural Religion"-ইত্যাদি গ্রন্থে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্থিত খ্রীষ্টানধর্ম্মপ্রচারক (Missionaries)-দিগের খ্রীষ্টানধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবার জন্যই তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া 'বেদ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম্মের বেদই মূলভিত্তি, সুতরাং, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, তৎস্থানে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তিকে অগ্রে সরান উচিত। বেদ যে কিছুই নয়—সভ্যজাতির ইহাতে যে কিছুই শিখিবার নাই, বেদভক্ত হিন্দুর হৃদয়ে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতে পারিলে, ভিত্তিশূন্য হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টানদিগের অঙ্গুলিস্পর্শমাত্রেই ভূমিসাৎ হইবে। বেদাধ্যয়ন ও ইহার প্রচার করিবার উক্ত পণ্ডিতের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টানভ্রাতারা হিন্দুধর্ম্মদুর্গ কিপ্রকারে আক্রমণ করিবেন, বলিয়া দিবার সময় স্বদেশ-ও স্বধর্ম্ম প্রিয় নীতিকুশল মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, বেদভক্ত হিন্দুজাতিকে প্রথমতঃ বুঝাইতে হইবে, বেদ যেরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম তদনুরূপ নহে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের মিলিত মূর্ত্তি। হিন্দুরা যদি ঠিক বেদাদি ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্ম অনেকটা খ্রীষ্টানধর্ম্মের অনুরূপ হইত। দুঃখের বিষয়, নীতিজ্ঞ মোক্ষমূলর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, শত-সহস্র স্থানে প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসাদি দোষে স্বকীয় উক্তিকে দূষিত করিয়াছেন। যে সকল হিন্দুসন্তান মোক্ষমূলরকে বেদভক্ত বা সংস্কৃতশাস্ত্রানুরাগী বলিয়া বিশ্বাস করেন, মোক্ষমূলরকে তাঁহাদের পরম মিত্র বলিয়া বুঝেন, স্বদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতাপেক্ষা মোক্ষমূলরকে অধিকতর আদর করিলে, প্রকৃত বেদজ্ঞের সম্মান করা হইবে, যাঁহাদের এইপ্রকার ধারণা, তাহাদের নিমিত্ত নিম্নে মোক্ষমূলরের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"Under these circumstances it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an Edition of the Veda."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 306.

"I could add other passages, particularly from the Brahmans and Upanishads, all confirming Father Calmette's idea that the Veda is the best key to the religion of India, and that a thorough knowledge of it, of its strong as well as its weak points, is indispensable to the student of religions and more particularly to the missionary who is anxious to make sincere converts."— *Physical Religion. P. 45.*

"It should be shown to the natives of India that the religion which the Brahmans teach is no longer the religion of the Veda, though the Veda alone is acknowledged by all as the only divine source of faith. A Hindu who believed only in the Veda would be much nearer to Christianity than those who follow the Puranas or the Tantras, &c. &c."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 309.

আমাদিগকে দুইটী বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে, জাতিভেদ বেদমূলক নহে, বিপক্ষদিগের এ কথা ঠিক কি না, দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা করিতে হইবে, জাতিভেদের যুক্তিবিরুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিপক্ষদল যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সত্যভূমিক কি না ?

জাতিভেদ বেদসম্মত কি না ?—জাতিভেদ যে বেদসম্মত, তাহাত পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, আমরাত বেদহইতেই জাতিভেদের স্বরূপ অবগত হইয়াছি, বেদভক্ত আর্য্যজাতির সকল ধর্ম্মইত বেদমূলক *। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি ॥"— ১২।৯৭

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ, স্বর্গাদিলোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়, অধিক কি, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালবর্ত্তী ভাববিকারমাত্রেই বেদসিদ্ধ—সনাতন বেদই বিশ্বের উৎপত্তিস্থিতিনাশহেতু। অতএব, জাতিভেদ বেদসম্মত কি না, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন ?

বেদজ্ঞ ঋষিরা, ঋষি বা বেদকে যে চক্ষুতে দেখিতেন, বেদরত্নাকরগর্ভসম্ভূত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসকল বেদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, আজিও অবিকৃত আর্য্যহৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ যে ভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, ইয়ুরোপীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষীয় শিষ্যেরা বেদকে সে চক্ষুতে দেখিতে পারেন না, শাস্ত্রচিত্রিত বেদরূপ তাঁহাদের মলীমসচিত্তে যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয় না, তা'ই বর্ত্তমান কালে এতাদৃশ প্রশ্নসকল উত্থাপিত হইতেছে। যাহা বেদানুমোদিত,

---

"It is easy to say it before an audience like this, but I should not be afraid to say it before an audience of Brahmans, Buddhists, Parsis and Jews, that there is no religion in the whole world which in simplicity, in purity of purpose, in charity and in true humanity comes near to that religion which Christ taught to his disciples."—

Natural Religion. P. 510.

যাহা ঠিক বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, তাহার সহিত খ্রীষ্টানধর্ম্মের অনেকটা একতা আছে, এই কথা বলিবার পর

"The Veda contains a great deal of what is childish and foolish."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 37.

অর্থাৎ, বেদের অধিকাংশই বালকোচিত যুক্তিহীন, উন্মত্তপ্রলাপে পরিপূর্ণ, এবম্প্রকার মত প্রকাশ করা জ্ঞানবৃদ্ধোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

* "বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্।"—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥"— মনুসংহিতা।

আর্য্যজাতির তাহাই যে শিরোধার্য্য, তাহাই যে ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। বেদ কি এবং ধর্ম্মই বা কোন্ পদার্থ, তাহা যাঁহার সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যাহা ধর্ম্ম, তাহা বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথা তাঁহার সমীপে কদাচ দুর্ব্বোধ্য নহে। বেদবিদ্ পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—

"धर्म्मस्य शब्दमूलत्वात् अशब्दमनपेक्षं स्यात्।"—

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ১। ৩। ১।

অর্থাৎ, শব্দ বা বেদই ধর্ম্মের মূল, নিখিল ধর্ম্মই বেদমূলক, যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা ত্যাজ্য। বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়, বেদ অনন্ত *, বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, ব্রহ্ম, বেদের পর্য্যায়ান্তর †। বেদাদি নিখিল শাস্ত্রেরই উপদেশ,—বেদ, অপৌরুষেয়, ঋষিগণ

---

* পুরা ভরদ্বাজ-নামক জনৈক ঋষি, সংকল্প করিয়াছিলেন যে, আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অবশ্য তদুপযুক্ত আয়ুঃ চাই, পরিমিত-আয়ুষ্ক হইয়া, অনন্ত বেদাধ্যয়ন করা সম্ভব নহে, তা'ই তিনি আরাধনাদ্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকটহইতে তিনশত বৎসরব্যাপক পরমায়ুঃ লাভ এবং এই দীর্ঘকাল যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। তিনশতবৎসরপরিমাণ আয়ুঃ যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, যখন তিনি স্থবিরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন এক দিন তিনি শয়ান আছেন, এমন সময়, ইন্দ্র তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক, বলিলেন, ভরদ্বাজ! যদি তোমাকে আর একশতবৎসরব্যাপী আয়ুঃ প্রদান করি, তাহা হইলে তুমি কি কর? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করি, অর্থাৎ, বেদাধ্যয়ন করি। ইন্দ্র, ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, 'আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব', ভরদ্বাজের এইরূপ সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বীয় শক্তিদ্বারা তিনটী অবিজ্ঞাত—অদৃষ্টপূর্ব্ব পর্ব্বত সৃষ্টি ও প্রত্যেক পর্ব্বতহইতে এক এক মুষ্টি পাংশু গ্রহণপূর্ব্বক, ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভরদ্বাজ! এই যে পর্ব্বতত্রয় দেখিতেছ, ইহারা তিনটী বেদ, ভরদ্বাজ! বেদ অনন্ত, সমগ্র বেদ পাঠ করিব, এ সংকল্প ত্যাগ কর।

"भरद्वाजो ह त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्य्यमुवास। तं ह जीर्णिं स्थविरं शयानम्। इन्द्र उपव्रज्योवाच। भरद्वाज! यत्ते चतुर्थमायुर्दद्याम्। किमेनेन कुर्य्या इति। ब्रह्मचर्य्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच। तं ह त्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार। तेषां हैकैकस्मान् मुष्टिमाददे। स होवाच। भरद्वाजेत्यामन्त्र्य। वेदा वा एते। अनन्ता वै वेदाः।"—

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ৩।১০।১১।

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ গল্প শুনিয়া, নিশ্চয়ই বালকোচিত যুক্তিহীন বাক্যবোধে উপহাস করিবেন। কূপমণ্ডূককে, কূপের বাহিরেও ভূমি আছে, বুঝান যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, স্বল্পদেশবিচরণশীলদৃষ্টি বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে বেদ অনন্ত, এতদ্বাক্যে আস্থাবান্ করা ততোধিক দুরূহ কার্য্য।

† "ब्रह्म तत्त्वतपो वेदे न द्वयोः पुंसि वेधसि।"— মেদিনী।

"वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म।"— অমরকোষ।

বেদের ব্রহ্ম-নাম হইবার কারণ কি, তাহা আমরা পরে বিশেষরূপে (বেদ ও বেদ্য শীর্ষক প্রস্তাবে) বুঝিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ ঐতরেয় আরণ্যকের নিম্নোদ্ধৃত বচনটী উদ্ধৃত করিলাম। উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্ম যে বেদের পর্য্যায়ান্তর, বেদই যে পরমাত্মজ্ঞানবিকাশের একমাত্র উপায়, এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদের রচয়িতা নহেন। ঋষিগণ কল্পাদিতে ঈশ্বরানুগ্রহে মন্ত্রসকল লাভ এবং দুস্পার ভবপারাবারের মন্ত্রসকলই একমাত্র তরণি জানিয়া, ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে মন্ত্রকৃৎ ও মন্ত্রপতি ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে মাত্র *। আপ্তোপদেশপ্রমাণদ্বারা ইহা সপ্রমাণ

"তদিতি বা এতস্য মহতোভূতস্য নাম ভবতি যোঽস্যৈতদেবং নাম বেদ ব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি।"—
ঐতরেয় আরণ্যক।

* পরমাত্মাই কৃৎস্ন বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, বেদ, সর্ব্বগত-নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার প্রতিপাদক, সেই নিমিত্ত বেদের 'ব্রহ্ম', এই নাম হইয়াছে। বেদকে যিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিবার কারণ অবগত আছেন—পরমাত্মাভিন্ন বেদের যে আর কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় নাই, যাঁহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অধীতবেদমুখদ্বারা পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া—বেদাধ্যয়নোদিতজ্ঞানসামর্থ্যদ্বারা স্বীয় ব্রহ্মত্বাবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম হ'ন—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

" 'এতস্য' প্রস্তুতস্য কৃৎস্নবেদপ্রতিপাদ্যস্য, 'মহতঃ' সর্ব্বগতস্য, 'ভূতস্য' নিত্যসিদ্ধস্য পরমাত্মনঃ, 'নাম', 'ভবতি'। কৃৎস্নস্য বেদস্য পরমাত্মপ্রতিপাদকত্বাত্তন্নামত্বং যুক্তং। তৎপ্রতিপাদকত্বঞ্চ কঠৈরাম্নায়তে। সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি। বিদন্ত্যনেন পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বেদশব্দোঽপি তৎপ্রতিপাদকমেব গ্রন্থমাচষ্টে। 'যঃ' পুমান্, 'এতৎ' স্বাধ্যায়বাক্যং সর্ব্বং, 'এবং' উক্তপ্রকারেণ, 'অস্য' পরমাত্মনঃ, 'নাম', ইতি 'বেদ', বিদিত্বা চ নিয়মেনাধীতে। স পুমানধীতবেদমুখেন পরমাত্মানং বিদিত্বা স্বস্য ব্রহ্মত্বাবরকাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা স্বয়ং 'ব্রহ্ম ভবতি'।"— সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

* "তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥"— পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ)।

অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান্ যজ্ঞ বা পরব্রহ্মহইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ (পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বলেন, বেদমাত্রেই যখন গায়ত্র্যাদি ছন্দোন্বিত, তখন ছন্দঃ শব্দ এখানে অথর্ব্ববেদকেই লক্ষ্য করিতেছে) উৎপন্ন হইয়াছে।

"যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসোমুখম্।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥"— অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১০।২৩।৪।২০।

"এবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।"—
শতপথব্রাহ্মণ। ৪৪।৫।

পরব্রহ্মহইতে নিশ্বাসবৎ সহজভাবে বেদাদিশাস্ত্রসকল যে কল্পে কল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকে, উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

"নমো বাচে যা চোদিতা যা চানুদিতা তস্যৈ বাচে নমো নমো বাচে নমো বাচস্পতয়ে নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো মা মামৃষয়ো মন্ত্রকৃতো মন্ত্রপতয়ঃ পরাদুর্মাহমৃষীন্ মন্ত্রকৃতো মন্ত্রপতীন্ পরাদাং।"-
তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ৪।১।

"মন্ত্রকৃ[illegible] কর্ত্তারিতি মন্ত্রকৃতঃ, যদ্যপ্যপৌরুষেয়ে বেদে কর্ত্তারো ন সন্তি তথাপি কল্পাদৌ [illegible] মন্ত্রকৃত ইত্যুচ্যন্তে। তন্নামস্য স্মর্য্যতে।

হয় যে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, ইহারা যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে *। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এতৎসম্বন্ধীয় মত সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদ, অসভ্য বা ঈষৎসভ্য মনুষ্যবৃন্দের রচিত অসার বা স্বল্পসার বালকোচিত কবিতাসংগ্রহ। মন্ত্রসকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি (Poet)-দিগদ্বারা প্রণীত হইয়াছে; ঋগ্বেদ অন্যান্য বেদের পূর্ব্বকৃত, অপরাপর বেদ ঋগ্বেদের পরে রচিত †।

'युगान्ते ऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।
लेभिरे तपसा पूर्व्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा ॥'—इति ।

त एव महर्षयः सम्प्रदायप्रवृत्त्या मन्त्राणां पालनात् 'मन्त्रपतयः', इत्युच्यन्ते ।"— সায়ণভাষ্য।

* বেদের অপৌরুষেয়ত্বপ্রতিপাদক প্রাগুদ্ধৃত শ্রুতিবচনসকলই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। ঋগ্বেদে অন্যান্য বেদের নামোল্লেখ আছে, অন্যান্য বেদ ঋগ্বেদের পরে রচিত হইলে, ঋগ্বেদে ইহাদের নাম থাকিত না।

"इन्द्राय सामगायत विप्राय बृहते बृहत् ।
धर्म्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥"— ঋগ্বেদসংহিতা। ৬।৭।১।

অর্থাৎ, হে উদ্গাতৃবর্গ! হে সামগ!—সামবেদবিদ ব্রাহ্মণসমূহ। তোমরা, বিপ্র (মেধাবী), বৃহৎ (মহৎ), ধর্ম্মকৃৎ, বিদ্বান্ ও স্তুত্য ইন্দ্রের জন্য বৃহৎ—বৃহন্নামক 'সাম' গান কর। বেদ কাহাকে বলে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা বুঝেন নাই, এবং যে দেশে জন্মিয়াছেন, পরেও যে বুঝিবেন না, তাহা স্থির। ঋক্ কখন সাম ছাড়া এবং সাম কদাচ ঋগ্বিরহিত হইয়া, থাকিতে পারে না; ঋক্ স্ত্রী, সাম পুরুষ, ঋক্ ভূলোক, সাম স্বর্লোক, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই সকল অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদ পূর্ব্বজ এবং অন্যান্য বেদ ইহার পরে রচিত, এ কথা কখন মুখে আনিতেন না।

"अमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि ऋक् त्वम् ।" —

মন্ত্রটী, বিবাহকালে পঠিতব্য মন্ত্রসকলের অন্যতম মন্ত্র। কন্যার পাণিগ্রহণকালে পাণিগ্রহীতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি, অম—লক্ষ্মীশূন্য (মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী), তুমি লক্ষ্মী, তোমাকে পাইয়া, আজ আমি সাম হইলাম, আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্বেদ, আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী।

"ऋक् च वा इदमग्रे साम चास्तां सैव नाम ऋगासीदमो नाम साम, सा वा ऋक् सामोपा-वदन्मिथुनं संभवाव प्रजात्या इति ।"— ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও এই বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বুঝান আছে।

"भूर्भुवः स्वरित्येता वाव व्याहृतय इमे त्रयो वेदा भूरित्येव ऋग्वेदो भुव इति यजुर्वेदः स्वरिति सामवेदस्तस्मन्नर्चा न यजुषा न साम्ना प्रत्यच्यात् प्रतिपद्यन्ते नर्चो न यजुषो न साम्न एति ।" -

ঐতরেয় আরণ্যক।

† "The Veda contains a great deal of what is childish and foolish, though very little of what is bad and objectionable."—

Max Muller's Chips from a German Workshop. Vol. I. Lectures on the Vedas. P. 37.

"According to the orthodox views of Indian theologians, not a single

আমরা যে মন্ত্রটীর প্রমাণে, ইতিপূর্ব্বে জাতিভেদকে বেদসম্মত বলিয়া বুঝিয়াছি, পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন, উহার রচনাকাল যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইউরোপীয় সমালোচক অনায়াসেই তাহা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম। শূদ্র ও রাজন্য, এই দুইটী নবীন শব্দের প্রয়োগ কেবল উক্ত মন্ত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে *।

ইউরোপীয় সমালোচক, **"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"**, এতন্মন্ত্রের অর্ব্বাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারেন; কিন্তু, প্রকৃত আর্য্যহৃদয় কখন এই সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ মতের প্রতি আস্থাবান্ হইতে পারিবে না। বেদাদি-নিখিলশাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতকে প্রামাণিক-বোধে আদর করিতে আত্ম-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যবংশধরগণ প্রাকৃতিক নিয়মে অনিচ্ছুক সন্দেহ নাই।

জাতিভেদপ্রতিপাদক প্রোক্ত মন্ত্রটীতে ব্যবহৃত শূদ্র ও রাজন্য, এই শব্দদ্বয়, ইউরোপীয় শাব্দিক পণ্ডিতদিগের মতে আধুনিক—অবরকালীন, মোক্ষমূলর-প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতসকল এইজন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঋগ্বেদরচনার কিশোরাবস্থায় ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল না। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় সুধীগণের এ সিদ্ধান্ত

---

line of the Veda was the work of human authors. * * * But let me state at once that there is nothing in the hymns themselves to warrant such extravagant theories."— *Ibid.*

পণ্ডিত মোক্ষমূলর উল্লিখিত মত সমর্থনের জন্য এই স্থানে গুটিকতক ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, বেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতখণ্ডনপ্রস্তাবে আমরা যথাশক্তি ঐ বিষয়ের সমালোচনা করিব।

"The name of Veda is commonly given to four collections of hymns, which are respectively known by the names of Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharva-Veda; but for our own purposes, viz., for teaching the earliest growth of religious ideas in India, the only important, the only real Veda is the Rig-Veda. * * * The other so-called Vedas which deserve the name of Veda no more than the Talmud deserves the name of Bible."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 8-9.

ইতিপূর্ব্বে বেদহইতে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিচার করিলে, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, মোক্ষমূলর জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ, তাহা অন্তর্যামীই জানেন, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। পরে এই সকল কথার বিস্তারপূর্ব্বক আলোচনা করা যাইবে।

* "All that is found in the Veda at least in the most ancient portion of it, are the hymns in a verse in which it is said that the priest, the warrior, the husbandman and the serf, formed all alike part of Brahman. European critics are able to show that even this verse is of later origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda."—

Chips from a German Workshop. Vol. II. P. 308.

সত্যভূমিক কি না, তন্নির্ণয়ার্থ বেদাদি শাস্ত্রসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা যে উত্তর পাইয়াছি, সংক্ষেপে পাঠকদিগকে তাহা জানাইব।

পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি, বেদপ্রমাণে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় যে, ঋগাদি সংহিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, সকল সংহিতাই যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদ কাহার রচিত নহে, আর্য্যেরা বেদ বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা কাহার রচিত (রচিত-শব্দটীর যে অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে) হইতে পারে না। বেদকে কাহার রচিত পদার্থ বলিবার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরভিন্ন অন্য কাহাকেও বেদের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

কথাটীর বিশদার্থ—শাস্ত্রের উপদেশ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই সংহিতা-চতুষ্টয়ই বেদ নহে, সাধু *, অবিকৃত বা অনপভ্রষ্ট শব্দমাত্রেই বেদ। শাস্ত্র, 'বেদ', এই শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, তাহা চিন্তা করেন নাই, তা'ই শুদ্ধ ঋক্‌সংহিতাই তাঁহাদের সমীপে প্রকৃত বেদ (The Veda) বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তা'ই তাঁহারা শব্দের নবীনত্ব-পুরাণত্ব-বিচারদ্বারা সংহিতা-চতুষ্টয়ের আবির্ভাবকালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রয়াসী।

সাধুশব্দই বেদ—মহাভাষ্যকার জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, সাধুশব্দ-মাত্রেই যে ব্রহ্ম বা বেদ, নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्त्तते। सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्म-राशिः।"— মহাভাষ্য। ১।১।২।

পূজ্যপাদ পাণিনিদেব, শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্ ইত্যাদি চতুর্দ্দশটী প্রত্যাহারসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, পাণিনিদেব ব্যাকরণশাস্ত্রের উপদেশ করিতে গিয়া, প্রথমে কেন বর্ণ বা

* সাধুশব্দের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ—শক্তিবৈকল্যবশতঃ অন্যথোচ্চারিতরূপ অপভ্রংশহইতে ভিন্ন অভিযুক্তোপদিষ্ট—আপ্তজনব্যবহৃত, অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সমূলক, অনাদি, ব্যাকরণব্যঙ্গ্যজাতিবিশেষের নাম সাধুশব্দ।

"अनपभ्रष्टतानादिर्यद्वाभ्युदययोग्यता।
व्याक्रियाव्यञ्जनीया वा जातिः कापीह साधुता॥"— শব্দকৌস্তুভ।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি অপশব্দের লক্ষণ বলিবার সময় বলিয়াছেন,—

"अनिर्दं प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीर्त्तिताः।
त एव शक्तिवैकल्यप्रमादालसतादिभिः।
अन्यथोच्चारिताः पुंभिरपशब्दा इतीरिताः॥"—

অক্ষরসমূহের উপদেশ করিলেন, বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উপরি-উদ্ধৃত বচনসকলের অবতারণা করিয়াছেন।

উদ্ধৃত ভগবদ্বচনসমূহের ভাবার্থ—বর্ণজ্ঞানশাস্ত্রই (বর্ণ বা অক্ষর-সকল জ্ঞাত হওয়া যায় যদ্দ্বারা, তাহার নাম বর্ণজ্ঞানশাস্ত্র) বাক্ বা শব্দের বিষয়, বর্ণজ্ঞানোপদেশকশাস্ত্রহইতেই বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বর্ণজ্ঞানশাস্ত্রহইতে যে বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহার স্বরূপ কি?

উত্তর—"**যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে**", অর্থাৎ, যাহাতে ব্রহ্ম—বেদ এবং পুরাণাদি বিদ্যমান *, বেদ ও পুরাণাদি যদাশ্রিত—যদাত্মক, সেই বাক্। বাক্ বা শব্দ, অক্ষর-সমাম্নায় বা বর্ণসংহতিভিন্ন অন্য কিছু নহে, বাক্ বা শব্দকে বিশ্লেষ করিলে, বর্ণ বা অক্ষর-ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তা'ই বলিয়াছেন, অক্ষরসমাম্নায়ই—বর্ণসমাহারই বাক্য বা শব্দের উপাদানকারণ †।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ, অনাদি কালহইতেই আছে, এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য, যে চন্দ্র-সূর্য্য এখন দেখিতেছি, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, সকলেই প্রবাহরূপে নিত্য। বেদের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চন্দ্রতারকবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্সমাম্নায়ই বেদ বা ব্রহ্ম। বিশ্বজগৎ শব্দ-ব্রহ্মেরই বিবিধ পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দ-ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ‡।

শাস্ত্রে বেদ বুঝাইতে 'শব্দ', এই কথাটার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও ভগবান্ বাদরায়ণের উত্তরমীমাংসা, শারীরকসূত্র বা বেদান্তদর্শনে বেদার্থে 'শব্দ'-কথাটারই অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ কোন্ পদার্থ—শুনিলাম, শব্দ ও বেদ সমানার্থক এবং বেদ বুঝাইতে শাস্ত্রের বহু স্থানে 'শব্দ', এই কথাটার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে; এখন জানিতে

---

* "सा वाग् यत्र ब्रह्म वर्त्तते चात् पुराणादीन्यर्थः।"— মহাভাষ্যোদ্দোত।

† তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যেও বর্ণসমাম্নায়কেই শব্দ বা বাক্যের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, যথা—

"वर्णपूक्तः शब्दोवाच उत्पत्तिः।"— তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য।

‡ "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्त्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥"— বাক্যপদীয়।

"चन्द्रतारकवदिति। अनादित्वान्नित्यत्वं वाग्व्यवहारस्य सूचयति।"— কৈয়ট।

[illegible]वदिति। ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दरूपतया प्रतिभातीत्यर्थः॥"— কৈয়ট।

"[illegible]ानि जज्ञे वाच इत् सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्।"— শ্রুতি।

হইবে, 'শব্দ' কোন্ পদার্থ। শব্দ ও বেদ যখন সমানার্থক, তখন শব্দের স্বরূপ দর্শন হইলেই, বেদেরও স্বরূপ নিরূপিত হইবে।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, বাক্ বা শব্দ-হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট, বাক্ বা শব্দে বিশ্ব-জগৎ স্থিত এবং বাক্ বা শব্দেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে। কি মর্ত্ত্য—পরিবর্ত্তন-স্বভাব, কি অমৃত—অপরিবর্ত্তনাত্মক, সকলপ্রকার ভাবই শব্দাত্মক—বাঙ্ময়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, পঞ্চম বেদ বা পুরাণেতিহাস বেদ বা ব্যাকরণ (শব্দানুশাসনশাস্ত্র), পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), নিধি (মহাকালাদি-নিধিশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষ), সর্পবিদ্যা (গারুড়), দেবজনবিদ্যা (গন্ধযুক্তি নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র), বাক্ বা শব্দই ইহাদের প্রকাশক। স্বর্গ-পৃথিবী, বায়ু আকাশ, জল তেজঃ, দেবতা মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতি, কীট-পতঙ্গপিপীলক, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্যানৃত, সাধু-অসাধু, হৃদয়জ্ঞ (হৃদয়প্রিয়)-অহৃদয়জ্ঞ, এক কথায় যাহা কিছু সৎ বা বস্তু, বাক্—শব্দই তৎসমুদায়ের কারণ, বিশ্বের নিবন্ধনী-শক্তি, শব্দাশ্রিত সকল অথজাতি সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত *। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শব্দের পরিণাম, শব্দই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি স্থিতি-নাশ-হেতু, অতএব, শব্দের স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইতে হইলে, জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-ও-নাশ-সম্বন্ধে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক, যতপ্রকার মত প্রচলিত আছে, অগ্রে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় সম্বন্ধে প্রচলিত মতসকল বিদিত হইলে, বিশ্ব-জগৎ শব্দের পরিণাম, এ কথা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা সুগম হইবে, তাই আমরা সংক্ষেপে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক মতসকলের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দার্শনিক পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন, আস্তিক ও নাস্তিক (Theistic and Atheistic)-ভেদে দর্শনশাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক ও নাস্তিক, এই দ্বিবিধ দার্শনিকসম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে, তদনুসারে ষড়্‌বিধ আস্তিক ও ষড়্‌বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশপ্রকার বিভিন্ন দার্শনিকমতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল

---

* "शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः।
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्त्तत॥"— বাক্যপদীয়।

"वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्व्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवञ्च पृथिवीञ्च वायुञ्चाकाशञ्चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं धर्म्मञ्चाधर्म्मञ्च सत्यञ्चानृतञ्च साधु चासाधु च हृदयज्ञञ्चाहृदयज्ञञ्च वागेवैतत् सर्व्वं विज्ञापयति।"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ও পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা, এই ষড়্‌বিধ দর্শনকে আস্তিক এবং চার্ব্বাক্, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ (বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক) ও জৈন, এই ছয়প্রকার দর্শনকে নাস্তিকদর্শনশ্রেণিভুক্ত করাহইয়াথাকে।

বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের বা বিশেষের মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্করণহইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারই তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের অদ্বিতীয় উপায়। আস্তিক-নাস্তিক-মতভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমত আছে বটে, কিন্তু, একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, উক্ত দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ এবং সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধানবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে পরিচিত দ্বাদশপ্রকার দর্শনের মধ্যে অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ প্রস্থানের অতিরিক্ত প্রস্থানভেদের প্রসিদ্ধি নাই। অসৎ-কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই প্রস্থানত্রয়কে দার্শনিকেরা যথাক্রমে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই তিন নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন *।

* "আস্তিকনাস্তিকবাদেষ্বদর্শনেষু বহুমার্গেষু ত্রিবিধপ্রস্থানভেদাতিরিক্তপ্রস্থানভেদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ।"— অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

বিদেশীয় দার্শনিকদিগের মধ্যেও Theistic ও Atheistic (Materialistic)-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ দার্শনিকমত প্রচলিত আছে। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, আস্তিকনাস্তিক ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমতকে শাস্ত্রে যেমন এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর, বিশ্বকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই-প্রকার প্রথমতঃ জগৎকার্য্যের আদিকারণনির্দ্দেশক প্রচলিত মতসকলকে তিনটী প্রধানমতের অন্তর্ভূত করিয়াছেন, যথা—

"Respecting the origin of the Universe three verbally intelligible suppo sitions may be made. We may assert that it is self-existent; or that it is self created, or that it is created by an external agency."—

First Principles. P. 31.

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপার (John William Draper) তাঁহার "History of the conflict between Religion and Science" নামক গ্রন্থে অভাবহইতে ভাবোৎ-পত্তিবাদ ও সৎকার্য্যবাদ এই দ্বিবিধ বাদের উল্লেখ করিয়াছেন—

পণ্ডিত ড্রেপারের উক্তি—

"As to the origin of beings, there are two opposite opinions: first that, they are created from nothing; second that, they come by development from pre-existing forms. The theory of creation belongs to the first of the above hypotheses, that of evolution to the last."—

অভাব (Nothing)-হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ, অসৎকার্য্যবাদ বটে, কিন্তু, ন্যায় বৈশেষিকের অসৎ কার্য্যবাদ এবং সৌগতাদি নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ সমানপদার্থ নহে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, অসৎ (অভাব, Nothing) হইতে সতের উৎপত্তি, ইহা সৌগতদিগের সিদ্ধান্ত এবং [illegible] হইতে অসতের আবির্ভাব হয়, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের অভিমত।

[illegible] চতুর্দ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসরতি। অসতঃ সজ্জায়ত ইতি সৌগতাঃ

অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের সংক্ষিপ্তবিবরণ।—আমরা বলিলাম, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক-মতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে পরিচিত দ্বাদশপ্রকার দর্শনের মধ্যে অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ প্রস্থানের অতিরিক্ত প্রস্থানভেদের প্রসিদ্ধি নাই; কিন্তু, অসৎকার্য্যবাদাদি বাদত্রয়ের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে, দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক-মতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে, এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না বলিয়া স্বল্পকথায় উক্ত বাদত্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

যাহা উৎপত্তিবিনাশশীল—আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক, তাহাকে কার্য্য বলে। জগৎ, উৎপত্তিবিনাশশীল বা আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক, অতএব, ইহা যে কার্য্যপদার্থ, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। যাহাহইতে যাহা উৎপন্ন হয়, যদ্ব্যতিরেকে যাহার অভিব্যক্তি অসম্ভব, যে কার্য্যের (Consequent) যাহা নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী (Antecedent),

সঙ্গিরন্তে। নৈয়ায়িকাদয়ঃ সতোঽসজ্জায়ত ইতি। বেদান্তিনঃ সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সদিতি। সাংখ্যাঃ পুনঃ সতঃ সজ্জায়ত ইতি।"— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শন।

যাঁহাদের মতে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, যাঁহাদের মতে ঈশ্বর নাই, পরকালও নাই, শাস্ত্রে তাহারাই নাস্তিক নামে লক্ষিত হইয়াছেন। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব আস্তিক ও নাস্তিক, এই শব্দদ্বয়ের যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাঁহারাই যে নাস্তিক, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা সপ্রমাণ হয়।

"অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ।"— পা। ৪।৪।৬০।

"অস্তি মতিরস্য, আস্তিকঃ। নাস্তি মতিরস্য, নাস্তিকঃ। ন চ মতিসত্তামাত্রে প্রত্যয় ইষ্যতে, কিং তর্হি পরলোকোঽস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ। তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ।"—কাশিকাবৃত্তি।

'অস্তি' ও 'নাস্তি', এই শব্দ দুইটীর উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক', এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। পরলোক আছে, যাঁহার এইরূপ মতি—এতাদৃশ বিশ্বাস, তিনি আস্তিক, যিনি তদ্বিপরীতমতাবলম্বী, পরলোকের অস্তিত্বে যিনি অনাস্থাবান্, তিনি নাস্তিক। অতএব, আস্তিক-অসৎকার্য্যবাদী ও নাস্তিক-অসৎকার্য্যবাদী, এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। পরে প্রতিপাদিত হইবে, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন মতভেদ নাই। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বিদেশীয়দিগের Theistic and Atheistic, এই শব্দদ্বয়, ভগবান্ পাণিনিদেবনির্ব্বাচিত আস্তিক ও নাস্তিক, এতচ্ছব্দদ্বয়ের সমানার্থক নহে, আমাদের আস্তিক ও বিদেশীয়দিগের Theistic এবং আমাদের নাস্তিক ও বিদেশীয়দিগের Atheistic, পরস্পর-বিভিন্ন সামগ্রী।

পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য, পাঠকের নিশ্চয়ই লক্ষ্য হইয়াছে, কার্য্যকারণভাবের, অসৎহইতে সতের, সৎহইতে অসতের, এক সদ্বস্তুহইতে দৃশ্যমান কার্য্যসমূহের বিবর্ত্ত এবং সদ্বস্তুহইতে সতের উৎপত্তি, এই চতুর্ব্বিধ পরস্পর বিভিন্ন মত দেখাইয়াছেন। আমরা পরে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিব।

তাহাকে তাহার কারণ বলে *। বীজহইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, মৃৎপিণ্ডহইতে ঘট জন্মায়, তন্তুহইতে পটের আবির্ভাব হয়, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুরকার্য্যের উৎপত্তি, মৃৎপিণ্ডব্যতীত ঘটের জন্ম এবং তন্তুভিন্ন পটের আবির্ভাব অসম্ভব; বীজ অঙ্কুরের, মৃৎপিণ্ড ঘটের এবং তন্তু পটের যে পূর্ব্ববর্ত্তিভাব (Antecedent), তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব, কারণের যে লক্ষণ অবগত হইলাম, তাহাতে বীজাদিকে আমরা যথাক্রমে অঙ্কুরাদির কারণ বলিতে পারি।

বুঝিলাম যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, যদ্ব্যতিরেকে যাহার অভিব্যক্তি হইতে পারে না, যে ভাবের যাহা নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে তাহার কারণ বলে, এবং কারণের যে লক্ষণ পাইলাম, এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, বিনা কারণে কখন কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। বীজহইতে অঙ্কুরের অভিব্যক্তি হয়, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, বীজ অঙ্কুরের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিভাব, অতএব, বীজ যে অঙ্কুরের কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বীজ যখন বীজভাবেই ছিল, তখন ইহাতে অঙ্কুরনামক পদার্থ বিদ্যমান ছিল কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কোন পক্ষ বলেন, বীজ যখন বীজভাবেই বিদ্যমান থাকে, তখন ইহাতে অঙ্কুর-পদার্থ থাকে না। কাহারও মতে, যাহা সূক্ষ্ম বা অনভিব্যক্তভাবে যাহাতে বিদ্যমান থাকে না, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি কখনও হইতে পারে না। যাহা যাহাতে নাই, তাহা হইতে যদি তাহার উৎপত্তি হইত, তবে, সকল বস্তুহইতে সকল বস্তুর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব হইত না, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট-কার্য্যোৎপাদনের নিমিত্ত লোকে নির্দ্দিষ্ট উপাদানই সংগ্রহ করিত না। অতএব, কার্য্য উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। অসৎ বা অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না।

উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বেও বিনাশের পরে বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাদের এইপ্রকার মত, তাঁহারা অসৎকার্য্যবাদী এবং যাঁহাদের মতে কার্য্য, কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও এবং লয়ের পরেও সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা সৎকার্য্যবাদী। আস্তিকদর্শনসকলের মধ্যে ন্যায়বৈশেষিক বিশেষতঃ অসৎকার্য্য-বাদের সমর্থক এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রধানতঃ সৎকার্য্যবাদের প্রতিষ্ঠাপক।

* "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ।"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

"The cause of an event is that antecendent, or set of antecedents, from which the event always follows. People often make much difficulty about understanding what the cause of an event means, but it really means nothing beyond the things which must exist before, in order that the event shall happen afterwards." –

Jevons' Logic. P. 92-93.

উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান থাকে না, এই মতের সমর্থনের জন্য মহর্ষি গোতম যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এই স্থলে তাহার কতকটা আভাস দিয়া যাইব।

"নাসন্নসন্নসদসৎসদসতোর্বৈধর্ম্ম্যাৎ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৮।

এটী আশঙ্কাসূত্র। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান থাকে না, এতন্মতের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, মহর্ষি গোতম উদ্ধৃত সূত্রটী দ্বারা স্বয়ংই সেই সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

সূত্রটীর ভাবার্থ—

উৎপত্তির পূর্ব্বে নিষ্পত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান ছিল না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তকে কিরূপে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইবে? কার্য্যমাত্রেরই উপাদানকারণ যথন নিয়ত, সকল পদার্থই যখন সকলের কারণ নহে, প্রত্যেক কার্য্যের সহিত তদুপাদানকারণের যখন নিত্যসম্বন্ধ এবং অসৎ বা অবিদ্যমান বস্তুর সহিত সৎ বা বিদ্যমান বস্তুর কদাচ সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই যখন সকল ব্যক্তির অবিচালী সহজবিশ্বাস, তথন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপৎস্যমান পদার্থ ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তকে সৎ বা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ ছিল, এই সিদ্ধান্তই কি তবে ন্যায্য সিদ্ধান্ত? না, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট বিদ্যমান ছিল, কোন প্রেক্ষাবানই ইহাকে ন্যায্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বোধ হয়, প্রস্তুত নহেন। উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল বা ছিল না, এই দ্বিবিধ মতই, দেখা গেল, যুক্তিসিদ্ধ নহে; অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই দ্বিবিধ বাদের মধ্যে, বুঝিলাম, কোন বাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; তবে এ সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত কি? সদসতের (ভাবাভাব, Something-Nothing, Existence-Non-existence) বৈধর্ম্ম্যবশতঃ সদসদ্বাদকেও সৎসিদ্ধান্ত বলা যায় না। পরস্পরবিলক্ষণ—ইতরেতরবিরোধি-সত্ত্বাসত্ত্ব বা ভাবাভাব কদাচ উৎপৎস্যমান পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে এসম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গোতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন—

"প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ।"-ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৯।

অর্থাৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে, উৎপত্তিধর্ম্মকপদার্থ বিদ্যমান থাকে না, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। উৎপত্তি ও বিনাশ, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, অবিদ্যমান, অনভিব্যক্ত বা অনুৎপন্ন বস্তুর অভিব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অবস্থাপ্রাপ্তির নাম উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত বস্তুর অতীন্দ্রিয় বা অদৃশ্য-অবস্থায় গমনের নাম বিনাশ। সৎ বা উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাববিকারদ্বয় যখন আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঘটপটাদি উৎপত্তিধর্ম্মকপদার্থসকলকে যখন আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখি-

তেছি, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুকে সৎ বা উৎপন্ন বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মকবস্তু বিদ্যমান থাকে, এই মতকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ, এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগভূমি বিলুপ্ত হয়। ছিল না, হইল, এমন হইলেই উৎপত্তি বলা যায়।

"বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ।" —ন্যায়দর্শন। ৪।১।৫০।

সৎকার্য্যবাদিরা বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বা কার্য্যকে যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তুহইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্যোৎপাদনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন উপাদান-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না, ভগবান্ গোতম এই সকল আপত্তিখণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেরই উপাদানকারণ যে নিয়ত, সকল বস্তুই যে সকল বস্তু প্রসব করিতে সমর্থ নহে, তাহা স্থির। মৃত্তিকাই ঘটের নিয়তকারণ বটে, মৃত্তিকা-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ঘটোৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, সত্য, কিন্তু, তাহা বলিয়া মৃত্তিকাতে ঘট, ঘটাকারে বিদ্যমান থাকে না। মৃত্তিকাহইতেই ঘটোৎপত্তি হয়, জানিয়া, ঘটচিকীর্ষু কুলাল মৃত্তিকা আহরণ করে, মৃত্তিকাতে ঘট ঘটরূপেই বিদ্যমান আছে, এ বিশ্বাসবশতঃ সে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না। অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যে অসৎ বা অবিদ্যমান থাকে, তাহা বুদ্ধিসিদ্ধ।

সৎকার্য্যবাদিদিগের নিজমতসাধনযুক্তি—অসৎকার্য্যবাদিরা বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ বা অবিদ্যমান থাকে, কারণ, যাহা ছিল না, হইল, তাহারই নাম উৎপত্তি ; উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে যদি সৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তিবিনাশরূপ বিকারের উপলব্ধি হইতে পারে না *।

ভগবান্ কপিল এতত্তত্ত্বে বলিয়াছেন,—

"নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ।"—সাং দং। ১।১২০।

অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত কার্য্যের ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনের নাম অভিব্যক্তি। কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, এতদ্বাক্যের ইহা তাৎপর্য্য নহে, যে কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্তাবস্থাতে বা ব্যক্তভাবেই অবস্থান করে, ঘটকার্য্য অভিব্যক্তি বা উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাগর্ভে ঘটরূপেই যে বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। সৎকার্য্যবাদ বা যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও থাকে, এই মতের মর্ম্ম হইতেছে, কার্য্যমাত্রেই অভিব্যক্তির পূর্ব্বে স্বস্ব-কারণগর্ভে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। কার্য্য যদি চিরদিনই সৎ, তবে তদভিব্যক্তির নিমিত্ত যত্ন বা আয়াসের আবশ্যক কি ?

---

* "न भावे भावयोगश्चेत्।"— সাং দং। ১।১১৯।

[illegible] सति भावरूपं कार्य्यं भावयोग उत्पत्तियोगी न सम्भवति। अस्तत:
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত (Patient and Agent), এই দ্বিবিধ কারণ-দ্বারা ব্যবহারোপযোগী বা স্থূল রূপ ধারণ করে, কেবল উপাদান কারণ (Patient) শক্তিরূপে অবস্থিত বা অনভিব্যক্তকার্য্যকে ব্যবহারোপযোগী বা স্থূল অবস্থায় আনয়নের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। শক্তিরূপে বিদ্যমান কার্য্যকে স্থূল বা অভিব্যক্ত অবস্থায় আনিতে না পারিলে, তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি আছে, সত্য, কিন্তু, নিমিত্তকারণসংযোগে যতক্ষণ ইহা স্থূলাবস্থায় অভিব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ ইহাদ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শক্তিকে অভিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাতে ব্যাপার সংযোগ করিতে হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য বিদ্যমান থাকে, অসৎকার্য্যবাদিরা ইহার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। যাহা থাকে—যাহা সৎ, তাহার আবার উৎপত্তি কি? সৎকার্য্যবাদিরা ইহাব যে উত্তর দিলেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—শক্তিরূপে অবস্থিত বা অনভিব্যক্ত কার্য্যের নিমিত্তকারণসংযোগে অভিব্যক্ত বা ব্যবহারোপযোগি-অবস্থায় আগমনের নাম উৎপত্তি। উৎপত্তিব্যবহার অভিব্যক্তিনিবন্ধন। কার্য্যের উৎপত্তি ও নাশ যথাক্রমে অভিব্যক্তি ও লয়-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

সূক্ষ্মাবস্থায় বিদ্যমান—অব্যক্তভাবে অবস্থিত কার্য্যশক্তি, উপাদানকারণ, বা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের অব্যপদেশ্যধর্ম্ম-নামে নির্দ্দিষ্ট পদার্থের নিমিত্তকারণসংযোগে স্থূলভাবে প্রকটিত হওয়াকেই যে সৎকার্য্যবাদিবা অভিব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে ইহাঁরা 'নাশ'-শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, দেখিতে হইবে। নাশ কাহাকে বলে, ভগবান্ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাওয়া গিযাছে—

"নাশঃ কারণলয়ঃ।"—সাং দং। ১।১২১।

"ণশ অদর্শনে"—এই অদর্শনার্থক 'নশ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া, 'নাশ'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'নাশ'-শব্দটীর তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইল, অদর্শন—তিরোভাব—অদৃশ্য বা অব্যক্ত (Invisible) অবস্থাতে গমন। ভগবান্ কপিলদেব 'নাশ' কাহাকে বলে বুঝাইতে গিয়া, নাশ-শব্দটীর এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কারণে লীন বা লুক্কায়িত হওয়াকে তিনি 'নাশ' বলিয়াছেন। **"লীঙ্ শ্লেষণে"**, এই শ্লেষণ—আলিঙ্গন বা সংসর্গার্থক 'লী'-ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া, 'লয়'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

প্রশ্ন—কারণে লীন বা লুক্কায়িত হওয়াকে যদি 'নাশ' বলা যায়, তাহা হইলে নষ্টবস্তু দৃষ্টিগোচব হওয়া উচিত, কিন্তু, তাহা ত হয় না। অতএব, অতীত, নষ্ট বা অদৃশ্য পদার্থ যে সৎ বা বিদ্যমান থাকে তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর—নষ্ট বা কারণগর্ভে লুক্কায়িত বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তবে মূঢ় বা স্থূল-

দর্শির দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, সূক্ষ্মদর্শী, বিবেচকব্যক্তি বা যোগিপুরুষেরা অতীতবস্তুজাতকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অন্ধ বাহ্যবস্তুসকলকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারেন না বলিয়া, বাহ্যবস্তুসমূহের অস্তিত্বসম্বন্ধে চক্ষুষ্মান্ যেমন সন্দিহান হয়েন না, সেইরূপ স্থূলদর্শী, কারণে লীন পদার্থসকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না বলিয়া, অতীত বস্তুজাতও স্বরূপতঃ সৎ বা বিদ্যমানথাকে, সূক্ষ্মদর্শিযোগিগণের এই সিদ্ধান্তের সত্যতাসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় না।

ত্রিকালদর্শী যোগী না হইলেও চিন্তাশীল পুরুষবৃন্দ অতীত বা নষ্ট বস্তুজাতের সত্তা ও পুনরুদ্ভব অনুমান-লোচনদ্বারা অবলোকন করিবার যোগ্য। তন্তু, বিনষ্ট হইয়া, মৃদ্রূপে, মৃত্তিকা, কার্পাসবৃক্ষরূপে এবং কার্পাসবৃক্ষ, ক্রমান্বয়ে পুষ্প, ফল ও পুনর্ব্বার তন্তুরূপে, পরিণত হইয়া থাকে। পরিণামিবস্তুমাত্রেরই অবিরাম এইরূপ পরিণাম সংঘটিত হইতেছে, সকলেই সূক্ষ্মাবস্থাহইতে স্থূলাবস্থায় এবং স্থূলাবস্থাহইতে পুনর্ব্বার সূক্ষ্মদশায় নিয়ত-গতিতে গমনাগমন করিতেছে *।

প্রশ্ন —পূজ্যপাদ মহর্ষি গোতম ও কপিল, স্বস্ব-মতসংস্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের কতকটা আভাস আমরা পাইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই দ্বিবিধ বাদের মধ্যে কোন্ বাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটী মতের মধ্যে একটীর সত্যতা অঙ্গীকার করিলে, অন্যতরকে মিথ্যা বলিতেই হইবে, কারণ, পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটী মতই সত্য হইতে পারে না। গোতম, কপিল, উভয়েই ঋষি, সুতরাং, উভয়েই অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা বা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, তাঁহাদের ভ্রম হওয়া কি

* "यदि लयः, पुनरुद्भवो दृश्येत, न च दृश्यत इति। मूढैर्न दृश्यते, विवेचकैर्दृश्यतएव। तथाहि, तन्तौ नष्टे मृद्रूपेण परिणामः, मृदश्च कार्पासवृक्षरूपेण परिणामः, तस्य पुष्पफलतन्तुरूपेण परिणामः। एवं सर्वे भावाः।"— সাংখ্যসূত্রবৃত্তি।

ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—

"नन्वतीतमप्यस्तीत्यत्र किं प्रमाणं? नह्यनागतसत्तायामिव युक्त्यादयोऽतीतसत्तायामपि स्फुटमुपलभ्यन्त इति। मैवं। योगिप्रत्यक्षस्यान्यथानुपपत्त्यानागतातीतयोरुभयोरेव सत्त्वसिद्धेः।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও বুঝাইয়াছেন,—যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার অভাব—একেবারে নাশ এবং যাহা অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার সদ্ভাব অসম্ভব। অতএব, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান। ধর্ম্ম বা গুণেরই অধ্বভেদ—বিপরিণাম, হইয়া থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তু স্থির থাকে, সত্ত্বার ধ্বংস হয় না।

"अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदात् धर्म्माणाम्।"— পাং দং।

নিম্নোদ্ধৃত ভগবদ্বচনেরও ইহাই তাৎপর্য্য—

"[illegible] भावो नाभावो विद्यते सतः।"— গীতা।

সম্ভব? পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক ঋষির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে ঋষিদিগের যে কোনরূপ ভ্রম হইতে পারে না, সহজেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য-উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুরুপদেশায়।"

"ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যবস্তদ্যদেনাংস্তপ-স্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ্ত ঋষীণামৃষিত্বমিতি।"—

নিরুক্ত (নৈঘণ্টুক কাণ্ড)।

অর্থাৎ, যাঁহারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ('সাক্ষাৎকৃত' হইয়াছে—বিশিষ্টতপস্যাদ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, 'ধর্ম্ম' যৎকর্ত্তৃক), বিদিতনিখিলতত্ত্ব—অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, অসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা অবরকালীন(হীনশক্তিক)-দিগের জন্য কৃপাপুরঃসর যাঁহারা মন্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, অবরকালীনদিগের অল্পায়ুষ্ট ও অল্পমেধস্ত (কালানুরূপ উপদেশগ্রহণসামর্থ্য) নিরীক্ষণ করিয়া, অনুকম্পাপূর্ব্বক, তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষহৃদয়ৈকপ্রকাশ্য—অতীবগম্ভীরার্থক মন্ত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেরূপ সাধনদ্বারা আপনারা মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারগ হইয়াছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া, দুষ্পার অবিদ্যাপারাবারের একমাত্র তরণি বেদচরণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, অবরকালীন হীনশক্তিদিগকে, বিশ্বজনীন-প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, যাঁহারা সেই সাধনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরমকারুণিক, পরহিতৈকব্রত, অনাথশরণ, ঈশ্বরপ্রকৃতিক তাদৃশ মহাপুরুষেরাই 'ঋষি', এই পবিত্র অভিধানের যোগ্য অভিধেয়।

দর্শনার্থক 'ঋষ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ঋষি'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্ম অর্থসকল অবলোকন করিতে সমর্থ, তারকজ্ঞান বা যোগসাধন-বিকাশিত-প্রজ্ঞাদ্বারা যাঁহারা মন্ত্রসকল সাক্ষাৎ করিয়াছেন, অধ্যয়নব্যতিরেকে কেবল তপো-বিশেষদ্বারাই যাঁহারা স্বয়ম্ভু—অকৃতক (Self-existent), ব্রহ্ম বা ঋগ্-যজুঃ-সামাখ্য-বেদত্রয়কে তত্ত্বতঃ সন্দর্শন করিয়াছেন, সত্যবিদ্যাময় বেদ উপযুক্ত-বোধে যাঁহাদের বিমল হৃদয়ে নিজরূপ প্রকটিত করিয়াছেন—স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা 'ঋষি'*। ভ্রান্তি, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত, অসংস্কৃতহৃদয়, অদূরদর্শী মানবেরই ধর্ম্ম,—মোহমুগ্ধ স্বল্পজ্ঞান মানবগণেরই ভ্রমে পতিত হওয়া প্রাকৃতিক; তা'ই বলিতেছি, ঋষিদিগের ভ্রম হইল কেন? আর এক কথা, শাস্ত্রমুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—

"ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্।"— বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, ঋষিরা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন উপদেশই তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত বা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত নহে, বেদোক্তধর্ম্মানুষ্ঠানসংস্কৃত ঋষিবৃন্দের নিখিলজ্ঞানই আগমপূর্ব্বক—বেদমূলক, সনাতন বেদের উপদেশই তাঁহারা বিশদ-

* বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্তৃক ব্যবহৃত Poet (কবি) শব্দ, শাস্ত্রলক্ষিত ঋষিশব্দের প্রকৃত অর্থ নহে।

রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, ইহাও জানিবার বিষয়, কৃৎস্নশাস্ত্রই যখন বেদমূলক, তখন সকলেই একমত না হইল কেন? শাস্ত্রসকলের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাই কি-জন্য?

ঋষিদিগকে যাঁহারা ঋষি বা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের সমীপে, ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর-মতভেদ কেন হইল, এ প্রশ্নের সমাধান সহজেই হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতি অসভ্যাবস্থাহইতে ক্রমশঃ উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, অতএব, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। সকল মনুষ্যের চিন্তাশীলতা বা মনন-শক্তি কিছু একরূপ নহে, সুতরাং, দার্শনিকদিগের মতভেদ কেন হইল, এইরূপ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে, দার্শনিকগণের মতভেদ কেন না হইবে, বরং এবম্প্রকার প্রশ্ন হওয়া উচিত। শাস্ত্রে ঋষির যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তাদৃশ লক্ষণযুক্ত পুরুষ, কল্পনার দৃষ্টিতে পতিত হইলেও, স্বরূপতঃ কখন ছিলেন না বা হইতে পারেন না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাদের হৃদয়ে ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর-মতভেদ কেন হইল, এতাদৃশ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে না, অতএব, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে। কিন্তু, বেদোক্তধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, যাঁহাদের ইহা হৃদয়প্ররূঢ় বিশ্বাস, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই অপহতপাপ্মা, সকলেই বেদপাদপূজক, সুতরাং, সকলেই ত্রিকালদর্শী, সকলেই অভ্রান্ত, যাঁহাদের এইরূপ প্রত্যয়, তাঁহাদের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। বেদচরণসেবক ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরমতভেদ কেন হইল, শাস্ত্রপ্রসাদে আমরা এ-সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি।—

সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের যে কখন ভ্রম হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যে বেদমূলক, তাহাও নিঃসন্দেহ। বেদতাৎপর্য্যব্যাখ্যাতা ঋষিদিগের মধ্যে কেহই ভ্রান্ত নহেন, ঋষিদিগের সকল কথাই বেদমূলক।

"তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্রিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

সকল শাস্ত্রই যখন বেদমূলক এবং বেদ যখন একরূপ, তখন মতভেদ হয় কেন, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উপরি-উদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

কারিকাটীর ভাবার্থ—

বেদের অর্থবাদ (অর্থ—প্রয়োজন-সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া, যাহা কিছু উক্ত হয়, তাহাকে অর্থবাদ [illegible] রূপ বাক্যসকলহইতেই পরস্পরবিরুদ্ধ কৃৎস্ন-পৌরুষেয়-প্রবাদের

[illegible] প্রশংসানিন্দান্যতরপর বাদঃ কথনম্।"—

আবির্ভাব হইয়াছে। সমদর্শী, সকল প্রজার প্রতি সমস্নেহ, বিশ্বসবিতা বেদ, তাঁহার যে সন্তান যে-রূপ উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্য, তাঁহার জন্য তদনুরূপ উপদেশই দিয়াছেন। বহির্মুখপ্রবণ—বাহ্যবিষয়াসক্ত পুরুষ কখন একেবারে পরমপুরুষার্থ-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন, রাগদ্বেষযুক্ত চিত্ত, এক কথায়, কখন, যাহা কিছু সৎ বা বিদ্যমান, তাহাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মব্যতীত বস্তুন্তর নাই, ব্রহ্মভিন্ন জগৎ মিথ্যা, এই সারতম উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না।

অতএব, অদ্বৈতবাদ বা সৎকারণবাদ স্বরূপতঃ সত্য হইলেও, রাগদ্বেষবশগ বহির্মুখ-বৃত্তি দ্বৈতজ্ঞানী তাহা উপলব্ধি করিবার অযোগ্য; সদসৎ, ভাব-অভাব, হাঁ-না, সুখ-দুঃখ,-ইত্যাদি দ্বৈতবুদ্ধি ঘুচাইয়া, **"एकमेवाद्वितीयम्"**, অর্থাৎ, এক-ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ভগবান্ এই-নিমিত্ত, কৃপা করিয়া, অধিকারি-অনুসারে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। কি দ্বৈতবাদ, কি অদ্বৈতবাদ, কি সৎকার্য্যবাদ, কি অসৎকার্য্যবাদ, সকল বাদই বেদের অর্থবাদহইতে জন্মলাভ করিয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সত্যবিদ্যাময় বেদকেই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ঋষিদিগের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান মতভেদের ইহাই কারণ।

ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরমতভেদ কেন হইল, তাহা একপ্রকার বুঝিতে পারা গেল, এখন নাস্তিকদিগের পরস্পরমতভেদের কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

"पुरुषबुद्धिविकल्पाच्च प्रवादभेदाः सम्भवन्ति।"—

শ্রীপুণ্যরাজকৃত-প্রকাশাখ্যটীকা।

অর্থাৎ, পুরুষের বুদ্ধিবিকল্পহইতেও নানাবিধমতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যাঁহারা নাস্তিক, নিজবুদ্ধিই তাঁহাদের প্রমাণ, সুতরাং, তাঁহাদের মতভেদ স্বস্ববুদ্ধিদোষজ। বেদচরণাশ্রিত আস্তিকদিগের মতভেদ, অবরকালীন বা স্বল্পবুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার জন্য, নাস্তিকদিগের মতভেদ, বুঝিতে-না-পারা-নিবন্ধন *।

অর্থবাদ, স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ।

"प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः। तस्य च लक्षणया प्रयोजनवदर्थपर्यवसानम्।"—

লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থসংগ্রহ।

পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণযজ্বকৃত মীমাংসাপরিভাষা নামক গ্রন্থে নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প-ভেদে চতুর্ব্বিধ অর্থবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"स चतुर्विधः—निन्दाप्रशंसापरकृतिपुराकल्पभेदात्।"—

মীমাংসাপরিভাষা।

ভগবান্ গোতমও এই চতুর্ব্বিধ অর্থবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—

"स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः।"— ন্যায়দর্শন। ২।৬৩।

* শাস্ত্রপ্রকাশক মুনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন, তাঁহাদের মতসকল আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, প্রতীত হইলেও, কোন ঋষিই যে তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী ন'ন, 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি', বক্ষ্যমাণবচনসমূহদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন—

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে—সাধারণের বিশ্বাস, গোতম-কণাদাদি মহর্ষিগণ, ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রসকলের প্রণেতা, কিন্তু, শাস্ত্র বলেন, তাহা নয়, ঋষিরা কোন শাস্ত্রের প্রণেতা ন'ন, ব্রহ্মাদি ঋষিপর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্রস্মারক, কেহই শাস্ত্রকারক নহেন।

তাহার প্রমাণ ?---বিনা প্রমাণে কেহ কোন কথা গ্রাহ্য করেন না, করা

"ननु—तर्हि द्वैतप्रतिपादनपराणां सर्व्वेषामपि प्रस्थानानां प्राप्तं निर्व्विषयत्वम्। न च इष्टापत्तिः। तत्कर्त्तॄणां महर्षीणाम् त्रिकालदर्शित्वात् -इति चेत्। न। मुनीनामभिप्रायापरिज्ञानात्। सर्व्वेषां प्रस्थानकर्त्तॄणां मुनीनां वक्ष्यमाणविवर्त्तवाद एव पर्य्यवसानेन अद्वितीये परमेश्वर एव वेदान्त-प्रतिपाद्ये तात्पर्य्यम्। नहि ते मुनयोभ्रान्ताः। तेषां सर्व्वज्ञत्वात्। भ्रान्तत्वे वा विनिगमना-विरहात्। किन्तु। बहिर्मुखप्रवणानां आपाततः परमपुरुषार्थेऽद्वैतमार्गे प्रवेशो न सम्भवतीति नास्तिक्यनिराकरणाय तैः प्रस्थानभेदाः प्रदर्शिताः। नतु तात्पर्य्येण।"—

ভাবার্থ—

দ্বৈতপ্রতিপাদনপর—দ্বৈতবাদসমর্থক প্রস্থানসমূহের, অর্থাৎ, ন্যায়বৈশেষিকাদির তাহা হইলে নিষ্ফলত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈত-প্রতিপাদনপর ন্যায়বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমতস্থাপকশাস্ত্রসমূহদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কি ইষ্টাপত্তি হইবে ? না, তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর প্রস্থানসকল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। ন্যায়বৈশেষিকাদি-দ্বৈতবাদ সংস্থাপক পুরুষেরাও ঋষি ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদিত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর মহর্ষিদিগের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপে উপলভ্য-মান মতসকল বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মতকেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠমত মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—বিবর্ত্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু, আর্দ্রকবণিকের বহিত্রচিন্তার প্রয়োজন কি ? (আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে দরকার কি,)

"अविद्यैव हि तथा तथा विवर्त्तते यथा यथानुभाव्यतया व्यवह्रियते तत्तन्मायोपनीतोपाधि-भेदात्मानुभूतिरपि भिन्नेव व्यवहारपथमवतरति गगनमिव स्वप्नदृष्टघटकटाहकोटरकुटीकोटिभिः। तदात्मा तावत् किमार्द्रकवणिजो वहित्रचिन्तयेति।"— আত্মতত্ত্ববিবেক (বৌদ্ধাধিকার)।

"गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति।
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्।"— পাং যোঃ সূ, ভা।

যোগসূত্রভাষ্যকার এতদ্বারা জগৎকে মায়াময় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। নারদপাঞ্চরাত্রে জীবব্রহ্মৈক্যাদি[illegible] জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে—

"अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माहमव्ययम्।
अत्र प्रमाणं वेदान्ताः गुरुः स्वानुभवस्तथा॥"— ১ম পটল, নারদপঞ্চরাত্র।

[illegible] অদ্বৈতবাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

উচিতও নহে। প্রমাণই প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের করণ—প্রকৃতজ্ঞানের পরিমাপক বা মানদণ্ড। যে জ্ঞান প্রমাণপ্রমিত নহে, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, অথবা, কেবল শাস্ত্রের উপদেশ কেন? প্রেক্ষাবান্‌মাত্রেরই ঐ কথা, প্রমাণ-ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস করা যে উচিত নহে, ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, সকলেই তাহা বলেন। বিনা প্রমাণে কোন কথা যে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের সহিত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের কোনই মতভেদ নাই।

তবে মতভেদ কোথা—মতভেদ হইতেছে, প্রমাণ বা জ্ঞানের মানদণ্ড লইয়া পাশ্চত্য পণ্ডিতবৃন্দ এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যগণ, যাহাকে প্রমাণ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের করণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্র বলেন, তাহা প্রমাণ বটে, কিন্তু, প্রমা বা সত্য জ্ঞানের তাহা স্থির-পরিমাপক বা অব্যভিচারি-মানদণ্ড নহে। দেশ-কালের আবরণে যে জ্ঞান আবৃত হয় না, দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে যে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশকালের ভ্রূভঙ্গে যাহা ভীত ও চঞ্চল হয় না, যাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যাহা সদা স্থির—অব্যভিচারী, তাহার নাম সত্য-জ্ঞান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃতভাববিশেষহইতে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে; ইন্দ্রিয়, প্রকাশক্রিয়া ও স্থিতিশীল-সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম এবং ইহাদের তমোগুণপ্রধান পরিণাম, বিষয়। ইন্দ্রিয় সদা চঞ্চল, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, দেশ-কালের আবরণে ইহা আবৃত এবং দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে ইহা পরিবর্ত্তিত, হইয়া থাকে, তা'ই শাস্ত্রোপদেশ, পরিচ্ছিন্ন ঐন্দ্রিয়িক অনুভব বা প্রত্যক্ষ কখন সত্য বা অব্যভিচারি জ্ঞানের স্থির মান-দণ্ড হইতে পারে না *। আপ্তোপদেশই শাস্ত্রমতে অভ্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র করণ, আপ্তবাক্যই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের স্থির পরিমাপক যন্ত্র। দেশকালের পরিবর্ত্তনে আপ্তবাক্য পরিবর্ত্তিত হয় না; রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী নহে বলিয়া আপ্তবাক্য কখন মিথ্যা বলে না, দেশকাল ইহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না

* আপ্তোপদেশ ও-প্রত্যক্ষপ্রমাণ-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছি, যিনি ত্রিকালদর্শী, যাঁহার কাছে অতীত এবং অনাগত কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, বস্তুর স্থূল সূক্ষ্ম বা ব্যক্ত অব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হয়, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অতএব, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, আপ্তোপদেশই অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ, যদি তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে শাস্ত্র, আপ্তবাক্যকে কেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য হইত না। আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখিতেছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষবাদী হইলেও, তাঁহাদের হৃদয় যে, প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, তৃপ্ত হইতে পারে নাই, তাহা তাঁহাদের নিজবাক্যহইতেই সপ্রমাণ হয়। প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। একমাত্র প্রত্যক্ষই যে জ্ঞানের কারণ নহে, একদল বিদেশীয় পণ্ডিত এই মতের পক্ষপাতী। দর্শন-ও দৃশ্য-শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল কথার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

বলিয়া ইহাই অব্যভিচারিজ্ঞানের অদ্বিতীয় করণ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রের এই অংশে বিবাদ—এই অংশে মতভেদ। আপ্তবাক্যই শাস্ত্রমতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ও উপদেশ, প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রত্যক্ষই নাকি বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রধান প্রমাণ, তা'ই পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে সকল বিষয় প্রমিত হয় না বা হইবার নহে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিদেশীয়দিগের যাহা লক্ষ্য—জীবনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও তদুপজীবক অনুমান-প্রমাণ-ব্যতীত প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু অবিকৃত আর্য্যসন্তানদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ ক্ষতি আছে। বর্ত্তমান জীবনই যাঁহাদের বিশ্বাসে আদ্য ও অন্ত্য জীবন নহে, সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যভোগ বা অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করিতে পারাই যাঁহাদের বিশ্বাসে পরম পুরুষার্থ নহে, খণ্ডকালভয়ে যাঁহারা সদা ভীত, খণ্ডকালের দুঃখময়-নিষ্ঠুর শাসন অতিক্রম করিয়া, অখণ্ড-দণ্ডায়মান মহাকালের চির-শান্তিময় রাজ্যের প্রজা হইতে যাঁহারা সর্ব্বদা যত্নশীল, তাঁহাদের ইহাতে যা'র-পর-নাই ক্ষতি আছে।

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এতদ্বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ (অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) কি হইতে পারে? তবে জগৎকে যাঁহারা প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, জগৎ অনাদি কালহইতে আছে এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য, এ কথা যাঁহাদের সমীপে যুক্তিসঙ্গত-জ্ঞানে আদৃত হইয়া থাকে, ঋষিগণ যে শাস্ত্রস্মারক, কোন ঋষিই যে কোন শাস্ত্রের কারক নহেন, তাঁহারা ইহা অবিশ্বাস করিবেন না। আর তিনি ইহা অবিশ্বাস করিবেন না, যিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে অনধীত বা অশ্রুতপূর্ব্ব বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি গুরুশিক্ষাব্যতীত, অধ্যয়নব্যতিরেকে শুদ্ধ সদাচারানুষ্ঠান ও তপস্যা-দ্বারা কাহাকেও সর্ব্ববিদ্যাপারগ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ৪। অতএব, ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এতদ্বাক্যের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। তবে ইহার

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব শিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন—

"किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्विद्यायाः पारङ्गताः तत्रभवन्तः शिष्टाः।"— মহাভাষ্য।৬।৩।৩।

"पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्।"— ৬।৩।১০৯, এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, যাঁহারা কোন দৃষ্টকারণ (অধ্যয়নাদি) ব্যতিরেকে কেবল সদাচারানুবর্ত্তন ও তপস্যা-দ্বারা সর্ব্ববিদ্যাপারগ হয়েন, তাঁহারা শিষ্ট।

"दृष्टकारणमन्तरेणैव सदाचारानुवर्त्तिन इत्यर्थः। किञ्चिदन्तरेणेति। विनैवाभियोगादिना सर्वविद्यापारगाः। ते हि साधुत्वपरिज्ञाने प्रमाणम्।" — কৈয়টকৃত মহাভাষ্যটীকা।

বিনা অধ্যয়নে শুদ্ধ তপস্যাদ্বারা সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হওয়ার কথা ভগবান্ যাস্কও ঋষিলক্ষণ

আপ্তোপদেশ-প্রমাণ আছে, বেদাদি সকলশাস্ত্রই এতন্মতের সমর্থক, তা'ই আশা, অন্যের কাছে না হইলেও, স্বভাবে স্থিত আর্য্যহৃদয়ের নিকট, ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে; এতন্মত-সমর্থক আপ্তোপদেশ-প্রমাণ—

"गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২২।১৬৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ২।৪।৬।

ভাবার্থ—

প্রলয়কালে পরমব্যোম—পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত গৌরী (গৌরবর্ণা) শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী পুনঃসৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ ও বাক্য-সকল সৃষ্টি করিয়া, শব্দ করিয়াছিলেন, বর্ণ, পদ ও বাক্যের মধ্যে অন্তর্যামিনীরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই নিখিল শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছে। শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী কিরূপে নানাবিধ আকারে আপনাকে আকারিত করিয়াছেন—শাস্ত্রবিকাশের ক্রম কি, তাহা বলিতেছেন—বাগ্‌দেবী ব্রহ্মার মুখ-হইতে প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া, প্রথমে আবির্ভূতা হ'ন (এইনিমিত্ত ব্রহ্মা প্রণবের ঋষি), তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী-রূপে তিনি দ্বিপদী হ'ন, তদনন্তর বেদচতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী, তাহার পর ষট্-বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা অষ্টপদী, তৎপরে মীমাংসা-ন্যায়-সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-ও-গান্ধর্ব্ব-বেদদ্বারা নবপদী এবং তদনন্তর অনন্তবাক্‌সন্দর্ভদ্বারা অনন্তরূপে প্রকটিত হ'ন *।

---

* উদ্ধৃত মন্ত্রটীর পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য—

"परमे व्योम्नि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता गौरी गौरवर्णा वाग्देवी सृष्ट्युपक्रमे सलिलसदृशानि वर्णपद-वाक्यानि तक्षती सृजन्ती मिमाय शब्दमकरोत्। कथम्, प्रथमं प्रणवात्मना एकपदी ब्रह्मणो मुखा-न्निर्गता। अनन्तरं व्याहृतिरूपेण सावित्रीरूपेण च द्विपदी। ततो वेदचतुष्टयरूपेण चतुष्पदी। ततो वेदाङ्गैः षड्भिः पुराणधर्म्मशास्त्राभ्यां चाष्टपदी। ततो मीमांसान्यायसांख्ययोगपाञ्चरात्र-पाशुपतायुर्वेद-धनुर्व्वेद-गान्धर्वैर्नवपदी। ततोऽनन्तैर्वाक्सन्दर्भैः सहस्राक्षरा अनन्तविधा बभूवुषी सम्पन्ना।"

"चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याँ आविवेश ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৮।৪।৫৮।

চিন্তাশীল পাঠক এই ঋক্‌টীর ও অর্থ চিন্তা করিবেন।

"গৌরীর্মিমায"—এই মন্ত্রটীর পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককৃত ব্যাখ্যা একটু অন্যরূপ। আমরা এ স্থলে বলিয়া রাখিতেছি, সায়ণাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। ঋগ্বেদসংহিতায়

ঋষিরা যে কোন শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, তৎসম্বন্ধে সকল শাস্ত্রহইতেই প্রমাণ দিতে পারা যায়।

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তা: স্মারকা নতু কারকা:।"—

সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এই কথাই বলেন। শতপথব্রাহ্মণের

"অস্য মহতোভূতস্য নি:শ্বসিত মেতত্।"—

ইত্যাদি বাক্যও (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) স্মরণ করিবেন। বেদের অর্থবাদ-হইতেই আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবাদ-সকলের যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজোনোব্যোমাপরোযত্।
কিমাবরীব: কুহকস্যশর্ম্মন্নম্ভ: কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ; ৮।৭।১০।১২৯।

অসৎকার্য্য, সৎকার্য্য ও সৎকারণ, এই ত্রিবিধ বাদের উদ্ধৃত মন্ত্রটাই বীজ। আস্তিকদর্শনপ্রকাশক ঋষিরা এই মন্ত্রাবলম্বনেই অধিকারানুসাবে অবরদিগকে, বুঝাইবার নিমিত্ত অসৎকার্য্যাদিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, নাস্তিকদর্শনকর্ত্তৃগণও মন্ত্রটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ইহার প্রমাণেই নাস্তিকমতের প্রচার করিয়াছেন *।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ—

সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয়াবস্থাতে অবস্থিত জগৎ কি অবস্থায় ছিল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ বলিয়াছেন, নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চরূপ জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ—শশবিষাণ (শশশৃঙ্গ)-বৎ নিরুপাখ্য ছিল না, কারণ, তাদৃশ কারণহইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, অসতের সদ্ভাব অসম্ভব। প্রলয়দশাতে তবে কি জগৎ সৎ ছিল? তদুত্তরে ভগবদুক্তি—না, প্রলয়কালে জগৎ সৎ বা বিদ্যমানও ছিল না। ভগবান্ একবার বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না, আবার বলিতেছেন, প্রলয়াবস্থাতে নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চ জগৎ সৎও ছিল না, এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বচনদ্বারা প্রলয়ের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে? প্রলয়কালে জগৎ কি অবস্থায় ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা নিরূপিত হয় কৈ?

উত্তর—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রলয়দশাতে জগৎ পরমব্যোম বা পরব্রহ্মে—বিশুদ্ধসত্ত্বে নামরূপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া,

---

উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় সায়ণাচার্য্যও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ভবিষ্যতে (বেদ-ও-বেদাঙ্গ-বিষয়ক প্রস্তাবে) এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

* উদ্ধৃত মন্ত্রটীর সহিত ভগবান্ গোতমের

"নাসন্নসন্নসদসদসদসতো বৈধর্ম্ম্যাত্।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৮।

এই [illegible] করিবেন।

অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং **"নাসদাসীত্ তদানীম্"**, ইহার ভাবার্থ হইতেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান অবস্থা—'ইদং'-পদদ্বারা লক্ষ্যধর্ম্ম তখন বিদ্যমান ছিল না।

ভাব ও অভাব, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ—"ভূ সত্তায়াং", এই সত্তার্থক 'ভূ'-ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'ভাব'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সৎ—বিদ্যমান, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা 'ভাব'।

যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা কি?—আমরা যাহা উপলব্ধি করি, যাহা আমাদের বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই, বুঝিতে পারা যায়, তাহা ক্রিয়া বা গুণ।

ক্রিয়া ও গুণের স্বরূপ কি?—ক্রিয়া ও গুণের স্বরূপ কি, জানিবার নিমিত্ত, সহজে ও সুন্দররূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই বিশ্বাসে, আমরা বেদাঙ্গের (ব্যাকরণ ও নিরুক্ত) শরণ গ্রহণ করিলাম।

ভগবান্ যাস্ক ও পতঞ্জলিদেব, ভাবকে আখ্যাত ও নাম, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ, পূর্ব্বাপরীভূত ভাব, 'আখ্যাত'-শব্দদ্বারা এবং মূর্ত্ত—সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব—সত্ত্বভূত ভাব, 'নাম'-শব্দ-দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবেরও অবিকল এই কথা। *।

পদার্থ-কথাটী আমাদের নিকট পরিচিত কথা, সন্দেহ নাই, আমরা ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি। পদার্থ-কথাটী আমাদের পরিচিত কথা হইলেও, আমরা এ স্থলে (প্রস্তাবিত বিষয়টী সুগম হইবে বলিয়া) সংক্ষেপে একবার ইহার প্রকৃত রূপ ধ্যান করিয়া লইব। কোন বিষয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, বৈয়াকরণদিগের চরণে শরণ লওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়। বৈয়াকরণদিগের শরণ গ্রহণ করিলে, বস্তুতত্ত্বদর্শন যেমন সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, অন্যের শরণ গ্রহণ করিলে, তেমন হয় না †।

* "অক্ষয়ং কর্ত্তৃসাধনঃ ভবতীতি ভাব ইতি।
এবং তর্হি কর্ম্মসাধনো ভবিষ্যতি। ভাব্যতে যঃ স ভাব ইতি। ক্রিয়া চৈব হি ভাব্যতে।"—
মহাভাষ্য।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উদ্ধৃত বচনসকলদ্বারা নাম ও আখ্যাতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

† "অর্থপ্রবৃত্তিতত্ত্বানাং শব্দ এব নিবন্ধনম্।
তত্ত্বাববোধঃ শব্দানাং নাস্তি ব্যাকরণাদৃতে॥"— বাক্যপদীয়।

পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—"Language is evidently, and by the admission of all philosophers, one of the principal instruments or helps of thought; and

বৈয়াকরণেরা বলেন, পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ' *। পদ কাহাকে বলে? জ্ঞাত হয় অর্থ যৎকর্তৃক, তাহাকে 'পদ' বলে †। পদ-শব্দটী, তাহা হইলে, শব্দের সমানার্থক। কৃৎস্নবস্তুই পদ-বা-শব্দ-বোধ্য, তা'ই পদার্থের 'পদার্থ', এই সংজ্ঞা হইয়াছে ‡।

পদার্থ কতপ্রকার?—এ প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর, পদ বা শব্দ যতপ্রকার, পদার্থও ততপ্রকার।

পদ বা শব্দ কতপ্রকার?—

"যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১৪।

পদ বা শব্দ কত প্রকার—সর্ব্বসংশয়াপনোদনকারিণী সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, এ প্রশ্নের যে উত্তর পাইলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, সচ্চিদানন্দময় অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম স্বীয় মায়াদ্বারা যত সংখ্যায়—যাবৎ-পরিমাণে, যতরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত, প্রত্যেক অভিধেয়ের এক-একটী অভিধান বা নাম আছে। বিশিষ্টভাব বা ভাববিকার অনন্ত, পদ বা শব্দও, সুতরাং, অনন্ত।

---

any imperfection in the instrument, or in the mode of employing it, is confessedly liable &c. to confuse and impede the process, &c."—

System of Logic. Vol. I. P. 17.

শাস্ত্রবর্ণিত শব্দস্বরূপাবগতি থাকিলে, পণ্ডিত মিল এই স্থলে আরো কিছু বলিতে পারিতেন।

* "শাকপার্থিবাদীনামুপসংখ্যানম্।"—

এই বার্ত্তিকসূত্রানুসারে 'বোধ্য' শব্দটীর (পদ+বোধ্য+অর্থ) লোপ হইয়াছে।

† "পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে অনেন অর্থ ইতি।"— ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

‡ "বস্তুমাত্রং, সর্ব্বেষাং শব্দবোধ্যত্বাৎ পদার্থত্বম্।"—

বৈয়াকরণদিগের নিকটহইতে পদার্থশব্দের যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে ইহাকে (অবশ্য বৈয়াকরণেরা পদার্থ বলিতে স্বরূপতঃ যাহা বুঝিতেন, সেইরূপ ব্যাপকতম ভাবে নহে) বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের 'ক্যাটিগোরীস্, (Categories) বা 'প্রেডিকামেণ্টস্' (Predicaments)-এর সমানার্থ বলিয়া বুঝিলে চলিবে। পণ্ডিত মিল কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"The necessity of an enumeration of Existences, as the basis of logic, did not escape the attention of the schoolmen, and of their master, Aristotle, the most comprehensive, if not the most sagacious, of the ancient philosophers. The Categories, or Predicaments—the former a Greek word, the latter its literal translation in the Latin language—were intended by him and his followers as an enumeration of all things capable of being named, an enumeration by the *summa genera*, i. e. the most extensive [illegible] things could be distributed."—

A System of Logic. Vol. I. P. 49-50.

"कथं तर्हीमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः ?"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, শব্দ যখন অনন্ত, তখন শব্দপ্রতিপত্তি-(শব্দজ্ঞান) কিরূপে হইতে পারে? অনন্ত শব্দকে কিরূপে জানা যাইবে?

উত্তর—**"किञ्चित्सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्त्यं, येनाल्पेन यत्नेन महतो-महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्।"—** মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, মহৎহইতে মহত্তর শব্দতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়, সামান্যবিশেষ-বৎ-লক্ষণপ্রবর্ত্তন। শ্রেণীবিভাগ (Classification) ও সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যবিচারদ্বারাই বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সনাতন বেদ ও তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এইজন্যই মহৎহইতে মহত্তর শব্দসমূহকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চা'র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; শব্দ বা পদ সামান্যতঃ চতুর্ব্বিধ *। পদ বা শব্দ নামাখ্যাতাদি চা'র শ্রেণীতে বিভক্ত হয় বটে, কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমানপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নাম ও আখ্যাত, এই দুইটী শব্দশ্রেণীকেই আমরা এ স্থলে প্রধানতঃ চিন্তার বিষয়ীভূত করিব। নিরুক্তভাষ্যকার পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্য ভগবান্ যাস্ক, নামাখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের নাম নির্দ্দেশ করিবার সময়, নাম ও আখ্যাতকে কেন সমাস করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে প্রথমে সন্নিবেশিত করিবারই বা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, বুঝাইবার অবসরে বলিয়াছেন, নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে সমাস করিয়া এবং নামাখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নাম ও আখ্যাত প্রধানতর, তা'ই ইহাদিগকে পূর্ব্বে অভিহিত করা হইয়াছে। নাম ও আখ্যাত, উভয়ই নিপাত-ও-উপসর্গ-নিরপেক্ষ হইয়া, স্ব-স্ব-অর্থের বাচক হইতে পারে, কিন্তু, নামাখ্যাত-নিরপেক্ষ নিপাত ও উপসর্গের ব্যবহার হয় না, নামাখ্যাত-নিরপেক্ষ নিপাত ও উপসর্গের বাচকত্ব নাই †।

নাম-ও-আখ্যাত-লক্ষণ—

"भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि।"— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, আখ্যাত, ভাবপ্রধান এবং নাম, সত্বপ্রধান। ভাবশব্দদ্বারা এখানে কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে? কারকদ্বারা অভিব্যজ্যমান বা মূর্ত্তক্রিয়াই এখানে

---

* "चत्वार शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य।"—

ঋক্‌সংহিতা। ৩।৮।৪।৫৮।

"चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च।"— নিরুক্ত ও মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, যতপ্রকার পদ আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

† "तत्र नामाख्यातयोः पूर्व्वमभिधानं प्राधान्यात्, अप्राधान्यादुपसर्गनिपातानां पश्चात्। उभे अपि नामाख्याते निपातोपसर्गनिरपेक्षे अपि सती स्वमर्थं ब्रूतः, नतूपसर्गनिपातानां नामाख्यातनिरपेक्षाणां सामर्थ्योऽस्ति।"— নিরুক্তভাষ্য।

ভাব, এই শব্দের অভিধেয়-পদার্থ। সত্ত্ব তাহা হইলে কোন্ পদার্থ? ক্রিয়াগুণবৎ—ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়-দ্রব্যই (Substance) সত্ত্ব-শব্দের বাচ্যার্থ *।

নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী—নাম কখন আখ্যাতশূন্য এবং আখ্যাতও কখন নামশূন্য হইয়া থাকে না, নামরহিত আখ্যাতের বা আখ্যাতরহিত নামের, কোনরূপ অর্থোপলব্ধি হয় না। নাম-পদ উচ্চারণ করিলেই, এই নিমিত্ত, আখ্যাত-পদের এবং আখ্যাত-পদ উচ্চারণ করিলেই, নামপদের উচ্চারণ করিতে হয়। যজ্ঞদত্ত, কেবল এই নাম-পদটী উচ্চারিত হইলে, কোনপ্রকার অর্থোপলব্ধি হয় না, যজ্ঞদত্ত, এই পদের পর, পাক করিতেছেন, পড়িতেছেন,-ইত্যাদি কোন আখ্যাত-পদের উল্লেখ না করিলে, ইহার আকাঙ্ক্ষা (Mutual correspondence) বিনিবৃত্ত হয় না। বৈয়াকরণ-চূড়ামণি পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি স্বপ্রণীত-বাক্যপদীয়-নামক উপাদেয় গ্রন্থে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ক্রিয়ার অনুষঙ্গব্যতীত কোনরূপ পদার্থের প্রতীতি হয় না। যখন দেখিবে, কোন শব্দের পর আখ্যাত-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তখন বুঝিবে, আছে, ছিল, হবে, অথবা নাই, ছিল না হবে না,-ইত্যাদি কোন আখ্যাত-শব্দ তৎপরে উহ্য আছেই আছে †।

* नामपदवाच्यार्थाश्रयक्रियाव्यञ्जी भावः। स यत्र प्रधानः तदिदं भावप्रधानम्। किं पुनस्तदिति? आख्यातम्। आख्यायतेऽनेन गुणभावेन वर्त्तमाना अनेककारकप्रविभक्ता स्फुरमाणेव प्रधानद्रव्यभावाभिव्यक्त्युन्मुखीभूता क्रिया।"— निरुक्तभाष्य।

ক্রিয়া, অমূর্ত্তা ও-মূর্ত্তা-ভেদে দ্বিবিধ। অমূর্ত্তা ক্রিয়া নিরুপাখ্যা—অনির্দ্দেশ্যা। অমূর্ত্তা ক্রিয়া (শক্তি) যখন কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা অভিব্যক্ত হয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার 'মূর্ত্ত', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। মূর্ত্তক্রিয়াই আমাদের পরিচিত, ক্রিয়া বলিতে আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

"अमूर्त्ता हि क्रिया निरुपाख्या, सा हि कारकैरभिव्यज्यमाना कारकशरीरे च सन्ती शक्यते निर्देष्टुम्। इतरथा हि अशरीरा सती सा न गृह्यते, अग्रहणे च सती कथमिव निर्दिश्येत।"— निरुक्तभाष्य।

আখ্যাত হয়—অভিব্যক্ত হয় কর্ত্তৃকরণাদি কারক-প্রবিভক্তা ক্রিয়া যদ্দ্বারা, তাহকে আখ্যাত বলে।

† "क्रियानुषङ्गेण विना न पदार्थः प्रतीयते।
सत्यो वा विपरीतो वा व्यवहारे न सोऽन्यतः॥"—
"सदिनैव न यद्वाक्यं तदभूदस्ति नेति वा।
क्रियाभिधानसम्बन्धमन्तरेण न मन्यते॥"— वाक्यपदीय।

বিদেশীয় পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার "System of Logic"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, সূর্য্য (The sun), যদি আমরা এইরূপ আখ্যাতশূন্য পদের উচ্চারণ করি, তাহা হইলে শ্রোতার এক-প্রকার [illegible] হয় বটে কিন্তু উহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু, সূর্য্য [illegible]) এ কথা বলিলে, শ্রোতা নিশ্চয়ই কোন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস

অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই পরিণামত্রয়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই ভাববিকার, কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, তদভিধায়ক ততপ্রকার শব্দ আছে, যে-কোন শব্দই ব্যবহৃত হউক, তাহাই কোন-না-কোন-রূপ ভাববিকারের বাচক, কোনপ্রকার বিশিষ্টাস্তিত্ব বা পরিচ্ছিন্নসত্তার অভিব্যঞ্জক, অন্তর্মুখীন বা বহির্মুখীন কোনরূপ গতির ভাব-বোধক। অতএব, যে-কোন নাম-পদ উচ্চারিত হউক, তাহার সঙ্গেই যে কোন আখ্যাত-পদের অনুষঙ্গ আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমরা যাহা উপলব্ধিকরি, তাহা ক্রিয়ার উপলব্ধি—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ আমাদের মনের মধ্যে যে ভাব-বা-ক্রিয়া-পরম্পরার উদয় হয়, আমরা তাহাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। বিষয় ও তদ্‌গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ ক্রিয়ার অনুভূতিই বস্তুর অনুভূতি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, বাহ্যবস্তূপলব্ধি করিবার জন্য আমরা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি। শব্দ, স্পর্শ,

---

করেন, সূর্য্য-নামক বস্তু আছে, তাহা বুঝেন। সূর্য্য বর্ত্তমান আছে (The sun exists), বলিলে, সূর্য্য ও বর্ত্তমানতা (Existence), এই দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্য ও সত্তা, নিশ্চয়ই এক পদার্থ নহে। সত্তা (Existence) সূর্য্যশব্দের অন্তর্ভূত আছে, এ কথা বলা যায় না, কারণ, সূর্য্য, কেবলা এই পদটী, সূর্য্য নাই—অস্তমিত হইয়াছে, এরূপ অর্থেরও বোধক হইতে পারে, সূর্য্য আছে (The sun exists), এই বাক্যবোধ্য অর্থ কেবল সূর্য্য, এই শব্দটীদ্বারা ব্যক্ত হয় না। "আমার পিতা" (My father), এতদ্বচনদ্বারা, আমার পিতা বর্ত্তমান আছেন (My father exists), এই বাক্যার্থের, প্রতীতি হইতে পারে না। আমার পিতা জীবিত, কি মৃত, তাহা বলিতে হইলে, অস্তিত্ব-বা-নাস্তিত্ব-বাচক আখ্যাত-শব্দ, পিতৃশব্দের পর ব্যবহার করিতেই হইবে। মিলের উক্তি—

"I may say, for instance, 'the sun.' The word has a meaning, and suggests that meaning to the mind of any one, who is listening to me. But suppose I ask him, whether it is true : whether he believes it ? He can give no answer. There is as yet nothing to believe, or to disbelieve. Now, however, let me make, of all possible assertions respecting the sun, the one which involves the least of reference to any object besides itself; let me say, 'the sun exists.' Here at once, is something which a person can say he believes. But here, instead of only one, we find two distinct objects of conception : the sun is one object, existence is another. Let it not be said, that this second conception, existence, is involved in the first, for the sun may be conceived as no longer existing. 'The sun' does not convey all the meaning that is conveyed by 'the sun exists :' 'my father' does not include all the meaning of 'my father exists,' for he may be dead."

Vol. I. P. 20-21.

রূপ, রস ও গন্ধ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের ইহারা বিষয়,—গ্রাহ্য। অতএব, বলিতে পারি, শব্দস্পর্শাদির ব্যষ্টি-বা-সমষ্টি-ভাবের অনুভূতিই (Single sensation or a cluster of sensations), বাহ্যজগতের অনুভূতি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, শব্দ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, গন্ধ, ত্বগিন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, স্পর্শ, নয়নেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, রূপ, এবং রসনেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, রস। বাহ্যজগৎ এই শব্দস্পর্শাদি বা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়োৎপন্ন ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়ার (Sensation) মূর্ত্তি—সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব *।

মূর্ত্তক্রিয়াই গুণনামক পদার্থ—"গুণ আমন্ত্রণে", এই আমন্ত্রণার্থক 'গুণ'-ধাতুর উত্তর 'অচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'গুণ'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। গুণ-ধাতুর আম্রেড়ন (অভ্যাস), পূরণ-ইত্যাদি অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে।

"গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমত্ স্বয়ম্।"— ভট্টিকাব্য।

ভট্টিকাব্যের টীকাকার ভরত-মল্লিক এই শ্লোকব্যবহৃত গুণ-শব্দটীর যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

"গুণৈরিতি—গুণ্যন্তে—অভ্যস্যন্তে ইতি গুণাঃ
গুণয়ন্ত মন্ত্রে ইত্যস্মাত্ 'ঘঞলনড়িতি অল্,।"

অর্থাৎ, যাহা গুণিত—অভ্যস্ত হয়—পুনঃ-পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয়, তাহাকে

---

* "শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্। সর্ব্বাস্তু পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ।"— মহাভাষ্য।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এই কথাই বলিয়াছেন—

পণ্ডিত মিলের উক্তি,—"The qualities of a body, we have said, are the attributes grounded on the sensations which the presence of that particular body to our organs excites in our minds."—

System of Logic. Vol. I. P. 71.

পণ্ডিত গ্যানো ম্যাটারের লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছেন,—"We understand by the term matter whatever can affect one or more of our senses; that is to say, any thing whose existence can be recognised by the sight, touch, taste, smell, or hearing."— *Natural Philosophy. P. 2.*

বিজ্ঞানবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর বার্কেলী উক্তি,—"By sight I have the ideas of light and colours, with their several degrees and variations. By touch I percieve hard and soft, heat and cold, motion and resistance, and all these more and less either as to quantity or degree. Smelling furnishes me with odours; the palate with tastes; and hearing conveys sounds to the mind in all their variety of tone and composition. And as several of these are observed to accompany each other they come to be marked by one name, and so to be reputed as one Thing."—

Fraser's Selections from Berkeley. P. 29.

'গুণ' বলে। অভ্যাস-বা-অভ্যসন-শব্দের অর্থহইতেছে পৌনঃপুন্তভাবে এক ক্রিয়া-করণ *।

গুণ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা যাহা বিদিত হইলাম, তাহাতে ইহাকে মূর্ত্ত—সমূর্চ্ছিতাবয়ব ক্রিয়াভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

শব্দস্পর্শাদি প্রসিদ্ধ গুণপদার্থ, শব্দস্পর্শাদির স্বরূপাবগতি হইলে, গুণ-পদার্থের সাধারণ-জ্ঞান লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব, দেখা যাউক, শব্দ কোন্ পদার্থ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, শব্দ, ঘাতপ্রতীঘাতজনিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ক্রিয়াভিন্ন অন্য কিছু নহে। জলরাশিতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়, নোদন-বা-অভিঘাত-প্রাপ্ত সর্ব্বতোগামি-বায়ুতে তদ্রূপ তরঙ্গ জন্মিয়া থাকে। এই তরঙ্গ বা ঊর্ম্মি, উত্তরোত্তর বায়বীয় অণুরাশিতে সংক্রা-মিত হইতে হইতে, যখন, যে বায়বীয় অণুস্তরের সহিত শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংলগ্ন আছে, তথায় সমুপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আঘাত করে। শ্রবণেন্দ্রিয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কম্পনবিশিষ্ট হয়, বায়ুরাশিতে যেপ্রকার তরঙ্গ হইয়াছিল, আঘাতপ্রাপ্ত শ্রাবণস্নায়ুসমূহেও (Auditory nerves) সেইপ্রকার তরঙ্গপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রাবণস্নায়ুদিয়া প্রবহমাণ ঐ তরঙ্গ যখন মস্তিকে বা মনের স্থানে উপনীত ও ইহাদ্বারা গৃহীত হয়, তখনই আমাদের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে †।

---

* "अभ्यासः पौनःपुन्येनानुष्ठानं।"—

বাচস্পতিমিশ্রকৃতযোগসূত্রভাষ্যটীকা।

'অভি'-উপসর্গপূর্ব্বক ক্ষেপণার্থক 'অস্'-ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে 'ঘঞ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'অভ্যাস'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "आभिमुख्येनास्यते क्षिप्यते—असु क्षेपे कर्म्मणि घञ्।" কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে যাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত হয়, তাহা অভ্যাস।

† "सर्व्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते।
वीचितरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्त्तिता॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, শব্দ, নভোবৃত্তি—আকাশভূতনিষ্ঠগুণ। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারে কোনরূপ ক্রিয়া বা আঘাত-হইতে যে অনুকম্পন উৎপন্ন হয়, তাহাহইতেই শব্দজ্ঞান হয়, শব্দগুণের অভিব্যক্তি বীচিতরঙ্গন্যায়ে হইয়া থাকে।

"किन्तु भेर्य्याद्यभिहतं सर्व्वतोगामिनमन्त्यावयविनमिति ईदृशे संयोगनिमित्तमाशाव्यापकेन सर्व्वदिग्वर्त्ती शब्द एक एव जन्यते निमित्तसंयोगानुरोधित्वाद्विभुकार्य्याणां भवतीत्याप्यधिका-धिकदेशतः सर्व्वत्र एकैक एव शब्दो वीचि-तरङ्गवदुत्पाद्यते।"— তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

"Thus sound is motion, and although in the earlier periods of philo-sophy the identity of sound and motion was not traced out and they were considered distinct affections of matter,—indeed at the close of the last century a theory was advanced that sound was transmitted by the vibra-

অতএব, বুঝিতে পারা গেল, শব্দ, শক্তিতরঙ্গমাত্র; অথবা কেবল শব্দই কেন, স্পর্শরূপরসাদিও তাহাই, ইহারাও আণবিকতরঙ্গব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে। কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা, এই দ্বিবিধ ভাবের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; নিরুক্তভাষ্যকার কার্য্যাত্মভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, ক্রিয়াই কার্য্যাত্মভাব, সুতরাং, এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, মূর্ত্তক্রিয়া বা কার্য্যাত্মভাবই গুণপদার্থ।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, পদার্থোদ্দেশ করিবার সময়, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয়টী পদার্থের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। অতএব, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ভগবান্ কণাদ-নির্ব্বাচিত দ্রব্যাদি ছয়টী পদার্থ বৈয়াকরণদিগেরও কি অভিমত ?

---

tions of an ether,—we now so readily resolve sound into motion, that to those who are familiar with acoustics, the phenomena of sound immediately present to the mind the idea of motion, i. e. motion of ordinary matter."— *Correlation of Physical forces.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারের নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহের তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন,—"We have abundant evidence of the fact that sound, whenever produced, arises from a series of vibrations which are occasioned by any sudden impulse, such as a blow, communicated to any substance possessed of even a very slight degree of elasticity. In other words, the impression which we receive is due to the vibration into which the particles of the sounding body are thrown; these vibrations react upon an elastic medium, such as air: the impulses are communicated by motions of the particles of air to the ear, and by reaction upon the auditory nerves they excite the sense of hearing."— *Chemical Physics. P. 141.*

আলোক তড়িৎ প্রভৃতিও যে আণবিকতরঙ্গ, পণ্ডিত মিলার তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন; আমরা যথাস্থানে সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিব।

* "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"— বৈশেষিকদর্শন। ১।১।৪।

উদ্ধৃত-কণাদসূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়, দ্রব্যাদি ছয়টী পদার্থই ভগবান্ কণাদের সম্মত; কিন্তু, নবীননৈয়ায়িকেরা বলেন, দ্রব্যগুণাদি ছয়টী ভাবপদার্থ এবং সপ্তম অভাবপদার্থ, সমুদায়ে সাতটী পদার্থ কণাদের অভিমত, ভগবান্ কণাদ সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

"সপ্তমস্যাভাবত্বকথনাদেব ষণ্ণাং ভাবত্বং প্রাপ্তং তেন ভাবত্বেন পৃথগুপন্যাসো ন কৃতঃ।"— মুক্তাবলী।

ভগবান্ গোতমের মতে ষোড়শ পদার্থ, যথা—

"প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"— ন্যায়দর্শন। ১।১।১।

[illegible], [illegible] কণাদ ও গোতম, এই ঋষিদ্বয়ের পদার্থনির্ব্বাচনসম্বন্ধে যে কোন বিরোধ

উত্তর—একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ভগবান্ কণাদ সামান্য-ভাব বা সামান্যসত্তা এবং বিশেষভাব বা বিশেষসত্তা, এই দ্বিবিধ ভাব বা সত্তাকেই প্রধানতঃ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। দ্রব্যগুণাদি সামান্য-বিশেষ-ভাব-বা সত্তার অন্তর্ভূত *। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ, ভাববিকারসমূহই দ্রব্যগুণ ও-কর্ম্ম-ভাবে অবস্থিত হইয়া, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুর্ব্বিধ শব্দ-বা-পদ-দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দ বা পদ, সামান্য ও বিশেষ, এই ভাবদ্বয়ের প্রকাশক—সামান্য-বিশেষ, এতদুভয়বৃত্তিক, যে কোন শব্দ বা পদই হউক, তাহা সামান্য-বিশেষ-ভাব (Existence)এর অভিব্যঞ্জক †।

নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের (অভাব ধরিয়া, সপ্ত) অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিব।

Aristotleএর মতে (১) Substance, (২) Quantity, (৩) Quality, (৪) Relation, (৫) Place, (৬) Time, (৭) Condition, (৮) Possession, (৯) Action ও (১০) Passion, এই দশটী পদার্থ।

আরিষ্টট্‌লের পদার্থনির্ব্বাচন অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি, এই দ্বিবিধ দোষেই দূষিত। পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—

The imperfections of this classification are too obvious to require, and its merits are not sufficient to reward, a minute examination. It is a mere catalogue of the distinctions rudely marked out by the language of familiar life, with little or no attempt to penetrate, by philosophic analysis, to the *rationale* even of those common distinctions. Such an analysis, however superficially conducted, would have shown the enumeration to be both redundant and defective."—

System of Logic. Vol. I. Page 50.

পণ্ডিত মিলের পদার্থ—

১। Feelings, or States of Consciousness.

২। The Minds which experience those feelings.

৩। The Bodies, or external objects which excite certain of those feelings, together with the powers or properties whereby they excite them.

৪। The Successions and Co-existences, the Likeness and Unlikeness, between feelings or states of consciousness.— *Ibid. P. 83.*

পণ্ডিত মিল ক্যাটিগোরী বলিতে যে "Classification of Existence" (আমাদের ভাববিকার বা কার্য্যাত্মভাব) বুঝিতেন, তাহা তাঁহার নিজবচনহইতে সপ্রমাণ হয়।

* "एवं-सत् द्रव्यं—सन् गुणः—सत् कर्म्म सत् सामान्यं—सन् विशेषः सन्। समवायः—सन् अभावः—इत्यादिप्रतीत्या सर्व्वाभिन्नत्वं सतः सिद्धम्।"— অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

† "गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति।"— নিরুক্ত।

"गौरश्वपुरुषोहस्तीति"। सत्त्वानां विशेषोपदेश इति वाक्यशेषः। सोपाधिकनिरुपाधिकोप-प्रदर्शनार्थमनेकोदाहरणम्। सामान्यवृत्त्या विशेषवृत्त्या चोभयथा शब्दः प्रवर्त्तत इत्युभयमुपदर्शितम्।

অভাব কাহাকে বলে ?

ভাব কাহাকে বলে, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে অভাবের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

নঞ্ + ভাব = অভাব, অর্থাৎ, 'নঞ্', এই নিপাতের সহিত 'ভাব'-শব্দের সমাস হইয়া, 'অভাব'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাব-শব্দের অর্থ আমরা বিদিত হইয়াছি, এক্ষণে নঞের অর্থ জানিলেই, অভাবের স্বরূপ নিরূপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

নঞর্থনির্ণয়—মেদিনী-নামক সংস্কৃত অভিধানে অভাব, নিষেধ, স্বরূপার্থ, অতিক্রম, ঈষদর্থ, সাদৃশ্য, তদ্বিরুদ্ধ ও তদন্য, নঞের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে *। গ্রন্থান্তরে সাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ, নঞের এই ছয়টী অর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় †।

নাম ও আখ্যাত এবং উপসর্গ ও নিপাত, পদ-বা-শব্দ-জাত, আমরা পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। নাম ও আখ্যাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানে উপসর্গ ও নিপাতের লক্ষণ অবগত হইতে হইবে। আমাদের প্রস্তাবিত 'নঞ্'-শব্দটী নিপাতপদশ্রেণীভুক্ত।

উপ + সৃজ + ঘঞ্, উপসর্গ-শব্দটী এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। **"उपसृज्यते धातुरुपसर्गः"**, অর্থাৎ, আখ্যাতপদের সহিত যাহা উপসৃষ্ট বা সংযুক্ত হয়, তাহাকে 'উপসর্গ' বলে।

"उपसर्गाः क्रियायोगे।"— পা। ১।৪।৫৯।

ভগবান্ পাণিনিদেব বলিয়াছেন, অদ্রব্যার্থ প্র-পরাদি যখন ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়, তখন ইহারা 'উপসর্গ', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

'भवतीति भावस्य'। सामान्येनोपदेशः। अत हि सर्व्वेषां सत्तावाचिनामध्ययने प्राप्ते भवति-रेवैक उदाहरणार्थः परिगृहीतः। विद्यमानत्वमेवानुभवन्तः सर्व्वे भवतिशब्दवाच्या अन्याभिर्विशेष-क्रियाभिरभिसम्बध्यन्ते। तस्माद्भवतीति सर्व्वक्रियाप्रसवबीजभूतमस्तित्वमात्रमेव निरुपपदेन भवति-शब्देनोच्यत इत्युपपन्नं भवति।

'स च पुनरुभयात्माभावः। कार्य्यात्मा कारणात्मा च। तत्रायं कार्य्यात्मा तमधिकृत्योक्तम्,—क्रियानिर्व्वर्त्त्योऽर्थः स भावः, क्रियैव वा भावः'—इति।

"तद्विकारा एव हि द्रव्यगुणकर्म्मभावेनावस्थिताः सन्तो नामाख्यातोपसर्गनिपातैरभिधीयन्ते।"—
निরুক্তভাষ্য।

* "नञ् भावे निषेधे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे।
ईषदर्थे च सादृश्ये तद्विरुद्धतदन्ययोः॥"— মেদিনী।

† "तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्त्तिताः॥"—

অব্রাহ্মণ = ব্রাহ্মণসদৃশ, অপাপ = পাপাভাব, অনশ্ব = অশ্বভিন্ন, অনুদরী কন্যা = অল্পোদরী, অসন্ধ্যা [illegible] সন্ধ্যা সন্ধ্যাবিরোধী।

"अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति।"— নিরুক্ত।

ভগবান্ যাস্ক, নিপাতের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বলিয়াছেন—যাহা উচ্চাবচ—অনেকপ্রকার অর্থে নিপতিত হয়, তাহাকে 'নিপাত' বলে।

দ্যোতকত্ব ও বাচকত্ব—উপসর্গ ও নিপাতের শক্তিসম্বন্ধে দুইটী বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। একটী মতে উপসর্গ ও নিপাত, ইহারা অর্থদ্যোতক—প্রদীপ যেরূপ দ্রব্যের গুণবিশেষকে অভিব্যক্ত করে, উপসর্গ সেইরূপ নামাখ্যাতের অর্থ-বিশেষকে দ্যোতিত বা প্রকাশিত করে। প্রদীপসংযোগে দ্রব্যের গুণবিশেষ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, দ্রব্যাশ্রয় গুণবিশেষকে কেহ যেমন প্রদীপাশ্রয় মনে করেন না, তদ্রূপ নামাখ্যাতনিষ্ঠ অর্থবিশেষ উপসর্গ-ও-নিপাত-সংযোগে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, উপসর্গ ও নিপাতকে তাহার বাচকরূপে গ্রহণ করা, ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ মহর্ষি-গার্গ্য বলেন উপসর্গসকল আখ্যাত-বিযুক্ত হইয়াও অনেকার্থ, অর্থাৎ, ইহাদের বাচকত্বও আছে। যাঁহারা উপসর্গসকলকে প্রদীপবৎ অনর্থক বলেন, মহর্ষি-গার্গ্য তাঁহাদের এবম্প্রকার মতের দোষ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, প্রদীপ স্বীয়-প্রকাশাখ্য-অর্থে অর্থবান্, প্রদীপ অর্থশূন্য কেন হইবে? প্রকাশাখ্য-অর্থবিশিষ্ট প্রদীপ, আধারভূত প্রকাশ্য-পদার্থ-জাতকে প্রকাশিত করিয়া, স্বীয় প্রকাশনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে। উপসর্গ-সকলও এইরূপ স্বীয় অর্থাভিধান-শক্তিদ্বারা আধারভূত নাম ও আখ্যাতকে প্রকাশকরিয়া, স্বকীয় বিবিধ-অভিধান-শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব, উপসর্গকে প্রদীপবৎ অনর্থক বলা, যুক্তিসিদ্ধ নহে*।

বৈয়াকরণেরা মহর্ষি শাকটায়নের মতকেই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে,—

"द्योतकाः प्रादयो येन निपातास्चादयस्तथा।"—বৈয়াকরণভূষণসার।

অর্থাৎ, যে কারণ-বশতঃ প্র-পরাপ্রভৃতি উপসর্গসকল, দ্যোতক, সেই কারণ-নিবন্ধন চাদি নিপাত-শব্দসমূহেরও দ্যোতকত্ব সিদ্ধ হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে

---

* **"उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायनो नामाख्यातयोस्तु कर्म्मोपसंयोगद्योतका भवन्त्युच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यस्तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तन्नामाख्यातयोरर्थविकरणम्।"**— নিরুক্ত।

মহর্ষি শাকটায়নের মতে উপসর্গসকল দ্যোতক। **"एवमेतेषामपि नामाख्यातवियोगेऽर्थाभिधानशक्तिर्नास्ति। क एवमाह? शाकटायनः। * * * एषामुपसर्गपदानामर्थाः पदार्था भवन्ति वियुक्तानामपि नामाख्याताभ्यामिति-गार्ग्यः। * * * 'प्रदीपवदनर्थका उपसर्गाः'—इति। तदीच्यते,—प्रदीपोऽपि स्वेनार्थेन प्रकाशाख्येनार्थवानेव सन्नपि आर्थवत्त्वे प्रकाश्यमर्थमाधारभूतं प्रत्याययन् स्वं, प्रकाशनशक्तिमभिव्यनक्ति"।**

উপসর্গসকল, দ্যোতক, কিন্তু, নিপাত-শব্দজাত-দ্যোতক নহে। নৈয়ায়িকেরা নিপাতপদজাতের বাচকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন *।

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত এ সকল কথার কি সম্বন্ধ?— আমরা বুঝিয়াছি, 'নঞের' সহিত 'ভাব'-এই শব্দের সমাস হইয়া, 'অভাব'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, এখন জানিতে হইবে, নঞের সহিত ভাবের যে সমাস হইয়াছে, তাহা কোন্-পদপ্রধান সমাস? অন্যপদপ্রধান বা বহুব্রীহি, পূর্ব্বপদপ্রধান বা অব্যয়ী-ভাব ও উত্তরপদপ্রধান বা তৎপুরুষ, এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে, এ সমাস কোন্ পক্ষে পতিত হইবে? অবিদ্যমান হইয়াছে ভাব যাহার, যদি এইরূপ সমাসবাক্য হয়, তাহা হইলে অন্যপদপ্রধান বা বহুব্রীহি-সমাস; নঞ্-শব্দটী সামান্য-বা-অবিশেষ-অসদ্বৃত্তি, ভাব-শব্দদ্বারা ইহার এই সামান্য-বা-অবিশেষ-অসদ্বৃত্তি (Absolute negativeness) বিশিষ্ট বা অবচ্ছিন্ন হইতেছে, যদি এইপ্রকার অর্থ হয়, তবে পূর্ব্ব-পদপ্রধান বা অব্যয়ীভাব-সমাস, আর যদি ভাবপদার্থনিবৃত্তি, নঞ্দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে, এইরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে উত্তরপদপ্রধান বা তৎপুরুষ-সমাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে †।

"নঞ্ समासे चापरस्य द्योत्यं तत्रैव मुख्यता।
द्योत्यमेवार्थमादाय जायन्ते नामत: सुप: ॥"—

বৈয়াকরণভূষণসার।

তৎপুরুষ, উত্তরপদপ্রধান সমাস। নঞ্তৎপুরুষসমাসে উত্তরপদের মুখ্যতা (প্রধানতা), নঞের দ্যোতকত্ব স্বীকার করিলে, তবে সিদ্ধ হয়।

মীমাংসকদিগের মতেও উপসর্গ ও নিপাত যে দ্যোতক, তাহা জানাইবার জন্য

* "प्रादयोद्योतकाश्चादयोवाचका-इति नैयायिकमतमयुक्तम्। वैषम्ये बीजाभावादिति ध्वनयन्निपातानां द्योतकत्वं समर्थयते।" বৈয়াকরণভূষণসার।

† "किं प्रधानोऽयं समास:? उत्तरपदार्थप्रधान:। यद्युत्तरपदार्थप्रधान: अब्राह्मणमानय इत्युक्ते ब्राह्मणमात्रस्यानयनं प्राप्नोति। अन्यपदार्थप्रधानस्तर्हि भविष्यति। यदि अन्यपदार्थप्रधान: अवर्षा हेमन्त इति हेमन्तस्य यल्लिङ्गं वचनं च तत् समासस्यापि प्राप्नोति। पूर्व्वपदार्थप्रधानस्तर्हि भविष्यति। यदि पूर्व्वपदार्थप्रधान: अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति।"— মহাভাষ্য।

"त्रयश्चात्र पक्षा:। अन्यपदपूर्व्वपदोत्तरपदार्थप्राधान्यलक्षणा: सम्भवन्ति। यदा जातौ ब्राह्मणशब्दो वर्त्तते अविद्यमानं ब्राह्मण्यं यस्य सोऽब्राह्मण: क्षत्रियादिस्तदान्यपदार्थ: प्रधान:। यदा त्वसत्सामान्यप्रतिपत्तिर्ब्राह्मणादिभिर्व्विशेष्यते ब्राह्मणत्वेनासत् अन्यथा तु सन्नर्थ: क्षत्रियादि-र्ब्राह्मणशब्देनोच्यते तदा पूर्व्वपदार्थ: प्रधान:। यदा तु दुरुपदेशान्मिथ्याज्ञानाद्वा ब्राह्मणशब्द: क्षत्रिये प्रयुज्यते ब्राह्मणपदार्थनिवृत्तिश्च स्वाभाविकी नञा द्योत्यते तदोत्तरपदार्थप्रधान:।"—

কৈয়ট।

পূজ্যপাদ কৌণ্ডভট্ট স্বপ্রণীত বৈয়াকরণভূষণসার, নামক গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত বার্ত্তিকটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিধে পদে চাত্র দ্বিবিধস্যার্থনির্ণয়ঃ।
ক্রিয়তে সংশয়োৎপত্তের্নোপসর্গনিপাতয়োঃ॥
তয়োরর্থাভিধানে হি ব্যাপারো নৈব বিদ্যতে।
যদর্থদ্যোতকৌ তৌ তু বাচকঃ স বিচার্য্যতে॥"—

অধিকরণবার্ত্তিক।

অর্থাৎ, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নাম ও আখ্যাতের অর্থসম্বন্ধায় সংশয়নিরসনের নিমিত্ত—নামার্থ জাতি, কি ব্যক্তি এবং ধাত্বর্থ, ব্যাপার, কি ফল, এবম্প্রকার সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নাম ও আখ্যাত, এই পদ-দ্বয়ের অর্থ নিরূপিত হইতেছে। উপসর্গ-ও-নিপাত-পদের অর্থাভিধানশক্তি নাই, ইহারা দ্যোতক।

সাদৃশ্যাদি যে ছয়টী নঞর্থ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারা নঞের দ্যোত্যার্থ, বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ-ভেদে নঞর্থকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে *।

পর্য্যুদাস কাহাকে বলে?—যেখানে বিধির প্রাধান্য ও প্রতিষেধের অপ্রধানতা, উত্তরপদের সহিত নঞের যেখানে সংযোগ, সেখানে তাদৃশ নঞ্ পর্য্যুদাস-বৃত্তি †।

প্রসজ্যপ্রতিষেধের লক্ষণ—যে স্থলে প্রতিষেধের প্রাধান্য এবং বিধির অপ্রাধান্য, ক্রিয়ার সহিত যে স্থলে নঞের সম্বন্ধ, সে স্থলে তাদৃশ নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধ-বৃত্তি। বাসুদেবভট্ট-বিরচিত সারস্বতব্যাকরণের 'প্রসাদ'-নামক টীকাতে পর্য্যুদাসকে সদৃগ্গ্রাহী এবং প্রসজ্যকে নিষেধার্থক বলা হইয়াছে ‡।

---

* "প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽয়ং পর্য্যুদাসোঽযমত্র তু।"—বাক্যপদীয়।

"স চ দ্বিবিধঃ, পর্য্যুদাসবৃত্তিঃ, প্রসজ্যবৃত্তিশ্চ।"—

সুপদ্মব্যাকরণের টীকা।

† "প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্।"—
"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥"—

‡ "নকারৌ দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পর্য্যুদাসপ্রসজ্যকৌ।
পর্য্যুদাসঃ সদৃগ্গ্রাহী নিষেধার্থঃ প্রসজ্যকঃ॥"—ইতি দ্বিবিধো নঞ্।"

"তত্র 'প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽয়মি'তি। যত্র ক্রিয়াপদেন নঞঃ সম্বন্ধো বাক্যভেদশ্চ। 'পর্য্যুদাসোঽয়মত্র ত্বি'তি। পর্য্যুদাসঃ খলু প্রসজ্যপ্রতিষেধবিপরীতস্তত্র আখ্যাতেনৈব নঞঃ সম্বন্ধঃ এক-বাক্যতা চ।"—

বাক্যপদীয়টীকা।

নঞের তাহা হইলে কি অর্থ হইল ?—পূজ্যপাদ ভট্টোজীদীক্ষিত স্বপ্রণীত মনোরমা-নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, নঞ্দ্বারা আরোপিতত্ব-অধ্যাসিতত্ব (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্ম স্থাপনের নাম 'আরোপ') দ্যোতিত হয়*। ব্রাহ্মণগুণবিশিষ্ট কোন ক্ষত্রিয়কে দেখিয়া, অজ্ঞতানিবন্ধন আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই, স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে কোন অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, উনি কোন্ জাতি? আমি যথাজ্ঞান উত্তর করিলাম, উনি 'ব্রাহ্মণ'। প্রবীণ ব্যক্তিটী তাহা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, উনি, 'অব্রাহ্মণ'। নঞ্দ্বারা এখানে ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণত্বের আরোপিতত্ব দ্যোতিত হইল। পাঠক! পর্য্যুদাসবৃত্তি নঞের কথা স্মরণ করিবেন, নঞ্টী এখানে পর্য্যুদাসবৃত্তি। উনি, ব্রাহ্মণ নহেন "**ব্রাহ্মণোঽয়ং ন ভবতি**" স্থলে প্রতিষেধবৃত্তি নঞের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে†। নঞের সাদৃশ্যাদি যে ষড়্বিধ অর্থের, ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গতি কিরূপে হইবে, জিজ্ঞাসুর এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভট্টোজী-দীক্ষিত বলিয়াছেন, নঞের সাদৃশ্যাদি ষড়্বিধ অর্থকে আর্থিকার্থ (Sccondary) বলিয়া বুঝিতে হইবে। আরোপিতত্ববোধোত্তর-প্রকরণাদিতাৎপর্য্যগ্রাহক মনে সাদৃশ্যাদি অর্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে আর্থিকার্থ বলা হইয়াছে। যাহা অর্থহইতে জাত বা আগত, তাহাকে 'আর্থিক' বলে। 'অর্থ'-শব্দের উত্তর 'ঠক্'-প্রত্যয় করিয়া, 'আর্থিক' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। আরোপিতত্ব-জ্ঞান দ্যোতিত হইবার পর, সাদৃশ্যাদি অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে‡। ভট্টোজীদীক্ষিতের প্রাগুক্ত-বচনসকল হইতে আমরা অবগত হইলাম, নঞ্দ্বারা আরোপিতত্ব দ্যোতিত হয় এবং সাদৃশ্যাদি প্রসিদ্ধ ষড়্বিধ নঞর্থ আর্থিকার্থ; কিন্তু, 'ঘট নাই', 'বৃক্ষ নাই'-ইত্যাদি স্থলে নঞদ্বারা আরোপিতত্ব দ্যোতিত হইতেছে, এইরূপ ধারণা সাধারণতঃ হইতে পারে না, ইত্যাদিস্থলে আরোপবোধ সর্ব্বজনের অনুভব-বিরুদ্ধ

* "उत्तरपदार्थप्रधानोऽयं समासः। तथाहि। आरोपितत्वं नञा द्योत्यते। आरोपमात्रं वा।"— মনোরমা।

† "आद्ये ब्राह्मणादन्यो ब्राह्मणत्वेनाध्यासितो राजन्यादिरब्राह्मणो ब्राह्मणसदृश इति प्रतीयते, उत्तरे तु, मिथ्यानिवृत्तिरिव, ब्राह्मणोऽयं न भवतीत्यत्र ब्राह्मणत्वेनाध्यासिते न भवतीत्यर्थः।"— সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

"तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्त्तिताः॥"—

इति पठित्वा अब्राह्मणः, अपापम्, अनश्वः, अनुदरा कन्या, अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः, अधर्म्म, इत्युदाहरन्ति। तत्तु यथायथमार्थिकार्थमभिप्रेत्य कथंचिन्नेयम्।"— মনোরমা।

‡ "आर्थिकार्थोऽयमिति। आरोपितत्वबोधोत्तरं प्रकरणादितात्पर्य्यग्राहकवशान्मानससादृश्याद्यर्थबोध
হরিদীক্ষিতবিরচিত শব্দরত্ন।

কৌণ্ডভট্ট সেইজন্য নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা সাধারণতঃ পরিচিত বা সুখবোধ্য নঞর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।

বিশেষণবিশেষ্যো বা ন্যায়তস্ত্ববধার্য্যতাম্॥"— বৈয়াকরণভূষণসার।

'**নঞ**' পা ২।২।৬। এতৎ সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেব নঞকে নিবৃত্তপদার্থক অর্থাৎ, অভাবার্থক বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারিকাটীও তা'ই বলিতেছে, পতঞ্জলিদেব নঞকে যখন নিবৃত্তপদার্থক বলিয়াছেন, তখন অভাবই নঞের অর্থ হইল।

"অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।"—

কারিকাটীর এই অংশের কতকটা অর্থ বোধ হইল। এখন—

"বিশেষণ বিশেষ্যো বা ন্যায়তস্ত্ববধার্য্যতাম্।"—

এই অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বা মনোভাব-বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাণিনীয়-শিক্ষা-গ্রন্থপাঠে বিদিত হওয়া যায়, আত্মা বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত অর্থসমূহকে প্রকাশিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন, মন কায়াগ্নিকে তৎকর্ম্ম ভার অর্পণ করে, কায়াগ্নি মরুৎকে নোদিত করে, কায়াগ্নিনোদিত মরুৎহইতে বৈখরীশব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটিত হয় *।

আমরা যাহা উপলব্ধি করি, বুঝিয়াছি, তাহা ক্রিয়া ও গুণ, সুতরাং, বলিতে পারি, শব্দদ্বারা, ক্রিয়া-ও-গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা ইতি॥"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক ও গুণবাচক, শব্দসংঘ এই ত্রিবিধ ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ †।

---

* "আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
সোদীর্ণো মূর্দ্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ॥"— শিক্ষা।

"মনসা পূর্ব্বং বাচা যুজ্যতে মনো হি পূর্ব্বং বাচো যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি।"— তাণ্ডামহাব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ, আত্মা, মন-বা বুদ্ধি দ্বারা যাহা বিষয়ীকৃত করেন, বাক্-বা-শব্দদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রেক্ষাবানই মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন।

† বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'Predications'কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

নির্ব্বিকল্পক-ও-সবিকল্পক-ভেদে (পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে) জ্ঞান দ্বিবিধ। বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধরহিত জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক এবং বিশেষ্যবিশেষণভাবাবগাহি-জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। বিশিষ্টজ্ঞান, সম্বন্ধাত্মক (Relative), একাধিক পদার্থব্যতীত সম্বন্ধ হইতে পারে না, অতএব, সম্বন্ধ, উভয়নিষ্ঠ (Of dual character)। বিশিষ্টজ্ঞানে একটা বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য, অন্যটা বিশেষণ বা প্রকার। 'সুন্দর মনুষ্য', 'শীতল জল', 'মনোজ্ঞ বচন'-ইত্যাদি বাক্যে মনুষ্য, জল ও বচন ইহারা বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য এবং সুন্দরত্ব, শীতলত্ব ও মনোজ্ঞত্ব, ইহারা বিশেষণ। বিশেষণ আবার সিদ্ধ-ও-সাধ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সাধ্যবিশেষণের অপর নাম, 'বিধেয়'।

সম্বন্ধ যদিও উভয়নিষ্ঠ, তথাপি উভয়সম্বন্ধির ধর্ম্ম সমান নহে। সম্বন্ধিপদার্থ-দ্বয়ের মধ্যে একটা কোন-না-কোন সম্বন্ধে অন্যটীতে অবস্থান করে। 'পাত্রে জল আছে', 'গৃহে ঘট আছে', এবম্প্রকার ব্যবহার যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু, 'জলে পাত্র আছে', 'ঘটে গৃহ আছে', এইরূপ প্রয়োগ নিশ্চয়ই সর্ব্বজনের অনুভববিরুদ্ধ। সম্বন্ধের একটী অনুযোগী, অপরটী প্রতিযোগী। যে সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী, তৎসম্বন্ধে তাহা অবস্থান করে, এবং যাহা যৎসম্বন্ধের অনুযোগী প্রতিযোগী তৎসম্বন্ধে তাহাতে অবস্থান করে। পাত্র ও জলের সংযোগে জল, প্রতিযোগী ও পাত্র, অনুযোগী।

যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে—যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে, তাহাকে তাহার আধেয়, আশ্রিত বা তদ্বৃত্তি এবং যাহাতে যাহা ধৃত হয়, তাহাকে তাহার আধার, অধিকরণ বা আশ্রয়, বলা হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ কাহাকে বলে ও ইহার প্রকারভেদ— 'সম্'-উপসর্গপূর্ব্বক 'বন্ধ'-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'সম্বন্ধ'-পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ, বন্ধন করা (বাঁধা), সম্বন্ধশব্দটার তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইল, বাঁধার ভাব, সংসর্গ, সন্নিকর্ষ। বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্যভাবপ্রয়োজক সংযোগের নাম 'সম্বন্ধ'। সাক্ষাৎ-ও-পরম্পরা-ভেদে সম্বন্ধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সাক্ষাৎসম্বন্ধ,

---

"For the more complete elucidation of this important part of the business of Naming it is necessary to remark, that Logicians have classed Predications, under five heads; 1st, when the *Genus* is predicated, of any subject; 2dly, when the *Species* is predicated; 3dly, when the *Specific Difference* is predicated; 4thly, when a *Property* is predicated; 5thly, when an *Accident* is predicated. These five classes of names, the things capable of being predicated are named Predicables. The five Predicables, in Latin, the language in which they are commonly expressed, are named *Genus*, *Species*, *Differentia*, *Proprium*, *Accidens*."—

James Mill's Analysis of Human Mind.
Vol. I. P. 162—163—164—165.

সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ ইত্যাদি বহুবিধ। অবয়বের সহিত অবয়বির, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের, যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায়সম্বন্ধ বলে। সমবায়সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ এই নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ (অবশ্য ন্যায়বৈশেষিকমতে)। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের, যে সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধের অপায় মানবের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, যুতসিদ্ধসম্বন্ধ, যাহার অপর নাম, তাহাকে সংযোগসম্বন্ধ বলে। 'ভূতলে ঘট নাই', 'বায়ুতে রূপ নাই',-ইত্যাদি স্থলে ভূতলের সহিত ঘটাভাবের, বায়ুর সহিত রূপাভাবের, যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বরূপসম্বন্ধ। বিশেষণতা, স্বরূপসম্বন্ধের অন্যনাম। আমরা বুঝিয়াছি, সম্বন্ধের একটী প্রতিযোগী, অন্যটী অনুযোগী, স্বরূপসম্বন্ধও যখন সম্বন্ধ, তখন ইহারও অনুযোগি-প্রতিযোগি-ভাব আছে, সন্দেহ নাই। যৎসম্বন্ধিতাবশতঃ যদভাবের উপলব্ধি হয়, তাহা তদভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে অভাব বিদ্যমান, তাহাকে তদভাবের অনুযোগী বলা যায়। যে স্থানে ঘটাভাব আছে, নিশ্চয়ই সে স্থানে ঘট নাই, অতএব, ঘটাভাব ঘটের বিরোধী—ঘটের প্রতিপক্ষ। ঘটাভাবের ঘট প্রতিযোগী। ঘটপটাদি জড়পদার্থ, জ্ঞানাভাবের অনুযোগী, কারণ ঘটপটাদি জড়পদার্থে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না *।

"विशेषणमिति प्रतियोगिनीति शेषः।"—

বৈয়াকরণভূষণসার।

অর্থাৎ, নঞ্, প্রতিযোগির বিশেষণ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পদ্মপাদাচার্য্য নঞের অভাবার্থকত্ব বা নিবৃত্তপদার্থকত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন †।

* "ततश्च यदपेक्षं यस्याभावपदप्रयोगविषयत्वं तत्तस्याभाव-इत्युपेयते, तद्भिन्नजनिताभाव पदप्रयोगविषयत्वमेव घटभूतलयोः प्रतियोग्यनुयोगिरूपः सम्बन्धः।"— তত্ত্বচিন্তামণি প্রত্যক্ষখণ্ড।

† "ब्राह्मणो न हन्तव्य इति प्रतिषेधवाक्यसमन्वये न क्रिया क्रियार्थो वाऽवगम्यते किन्तु क्रियानिवृत्तिरेव नियमेन प्रतीयते। * * * नञर्थो हि नाम न क्रिया नापि साधनम् अपितु येन संसृज्यते तस्याभावो न तत्सिद्धिहेतुः।"— পঞ্চপাদিকা।

"न चाभावो नाम भावान्तरव्यतिरेकेण कश्चिदस्ति येन तत्पर्यवसितं वाक्यं स्यात्। * * न च भावान्तरमेवाभावस्तस्य सप्रतियोगिकत्वात्। अभाव एव च नञो मुख्योऽर्थः।"—

শ্রীপ্রকাশাত্মযতিবিরচিত পঞ্চপাদিকাবিবরণ।

প্রাভাকরমতে অভাবও ভাবপদার্থ, বিবরণকার এতন্মতের বিরুদ্ধে বলিলেন, অভাব ভাবান্তর নহে, সপ্রতিযোগিকঅভাবের অনুভব হইয়া থাকে। অভাবই নঞের মুখ্য অর্থ। পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায়ও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা,—

"सिद्धान्तस्तु सप्रतियोगिकोऽभावोऽनुभूयते घटो न पटो इत्यनुभवात्, न तु तन्मात्रम्। अतो ऽभावविशिष्टविषयत्वं प्रतियोगिनः, प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानत्वञ्चाभावस्यानुभवसाक्षिकं नापह्नूयते।

এখন অভাবের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে—ভাব কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, সামান্য-বিশেষ-সত্তার নাম ভাব। নিষেধার্থক 'নঞ্', এই নিপাতের সহিত 'ভাব' শব্দের সমাস হইয়া, অভাব-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ন+ভাব=অভাব 'অর্থাৎ' নিবৃত্ত বা নিষিদ্ধ ভাব=অভাব।

যাহা সৎ—বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার নিষেধ হইতে পারে না, 'হাঁ'কে' 'না' করিবার জন্য, সাধুব্যবহারে নঞের ব্যবহার হইবে কেন? এবং যাহা নাই, যাহা স্বরূপতঃ অসৎ, তৎপ্রতিপাদনার্থই বা নঞ্ব্যবহারের প্রয়োজন কি? সিদ্ধের সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা যে অনর্থক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং, নঞের প্রয়োগস্থল নাই। নঞর্থ এই ন্যায়ে প্রলয়প্রাপ্ত হইতেছে *।

তাহা হয় না, নঞের প্রয়োজন আছে। জ্ঞাত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বিজ্ঞাপনের নিমিত্তই যে বাগ্ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা আমাদের বিদিত বিষয়, মনোগত ভাব প্রকটিত করিবার জন্যই আমরা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। সংসার বা জগৎ কর্ম্মভূমি—অকৃতকৃত্য বা অপূর্ণদিগেব আবাসস্থান। কর্ম্মমাত্রেই, পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ত্যাগগ্রহণাত্মক। হিতকর বা ঈপ্সিত বস্তুর গ্রহণ এবং অহিতকর বা অনীপ্সিত বস্তুব ত্যাগই কর্ম্মলীলা। সংসার বা জগৎ যখন কর্ম্মভূমি—অকৃতকৃত্য বা অপূর্ণদিগের আবাসস্থান, তখন যাঁহারা সংসারে, তাঁহারা যে পূর্ণ নহেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। যিনি অপূর্ণ, কোন্ বস্তু হিতকর, কোন্ বস্তু অহিতকর, কি পথ্য, কি অপথ্য, সম্যগ্রূপে তাহা নির্ব্বাচন করিবার নিশ্চয়ই তিনি অযোগ্য। যিনি কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি পূর্ণ, পূর্ণরূপে সদসদ্বিচার করিবার যোগ্যতা কেবল তাঁহারই আছে। সংসারে সংসারপিতা—বিশ্বের রাজা, এইজন্যই প্রজাবর্গের মধ্যে, শক্তির তারতম্যানুসারে, গুরু-শিষ্য-বা-উপদেষ্টৃউপদেশ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন—স্বল্পবুদ্ধি বা হীনশক্তিকে নিয়ম্য এবং তদপেক্ষায় জ্ঞানবান্ বা শক্তিমান্কে তাহার নিয়ামক করিয়াছেন। রাজা, রাজপ্রতিনিধি বা অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের স্কন্ধে সামার্থ্যানুরূপ রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করেন বটে, কিন্তু, কোন রাজপ্রতিনিধিই স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি পান্ না, রাজনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সকলকে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়া থাকে। বিশ্বসম্রাট্ সেইরূপ শক্তির তারতম্যানুসারে প্রজাবর্গের মধ্যে নিয়ম্যনিয়ামকসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন সত্য,

न च केवलमधिकरणं तज्ज्ञानं वा अभावः, प्रतियोगिज्ञानं विनापि तद्वित्तेः तद्वित्ती प्रतियोगिनी ऽविषयत्वाच्च। सप्रतियोगिकत्वाभावे च कस्य प्रतियोगी घटः।"— প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদ।

যথাস্থানে এ সকল কথা বিস্তারিত হইবে।

"सतां च न निषेधोऽस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते।
...न्यायेन नञर्थः प्रलयं गतः॥"— इति

কিন্তু, কোন নিয়ামককে স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি প্রদান করেন নাই। বিধিনিষেধাত্মক শব্দময় 'বেদ', বিশ্বসম্রাটের বিশ্বশাসনের নিয়ম-গ্রন্থ—আইন বই (Code) *। বেদে যাহা হিতকর বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, নিয়ামকপদে প্রতিষ্ঠিত বা গুরুস্থানীয় পুরুষবৃন্দ নিয়ম্যদিগকে তাহা গ্রহণ এবং বেদে যাহা ত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, নিয়ামক-গণের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই †। পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, সাধুশব্দমাত্রেই বেদ, অতএব, বেদ, বিধিনিষেধাত্মক-অনপভ্রষ্টশব্দসঙ্ঘ।

স্বভাবসিদ্ধস্বচ্ছতাবশতঃ কাচাদি পদার্থের প্রতিবিম্বগ্রহণসামর্থ্যসত্ত্বেও, মল-দিগ্ধতা নিবন্ধন ইহারা যেমন কোন বস্তুর রূপ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, অসংস্কৃত বা মলীমস-হৃদয়ও সেইপ্রকার কোন পদার্থের প্রকৃতরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, মলিনচিত্তমুকুর, পদার্থের অবিকলছবি গ্রহণ করিবার অযোগ্য। অপূর্ণ মানব বা সাংসারিকের জ্ঞান এইনিমিত্ত সর্ব্বথা সত্য নহে; সত্যা-নৃত-জ্ঞান লইয়াই সাংসারিক বাস করে। জ্ঞান বিকল বা অপূর্ণ হইলে, তদভি-ব্যঞ্জক শব্দসকলও যে বিকল-বা-অসম্পূর্ণ-রূপেই উচ্চারিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অযথাভাবে উচ্চারিত বিকলশব্দসমূহ শাস্ত্রে এইজন্য অপশব্দ-বা-অসাধুশব্দ-নামে লক্ষিত হইয়াছে। প্রমা ও ভ্রম, জ্ঞানের এই দ্বিবিধ রূপ, অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণার্থ বেদে নঞের ব্যবহার হইয়াছে, বেদ, এইনিমিত্তই বিধিনিষেধাত্মক। কি সৎ, কি অসৎ, পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, অপূর্ণ মানব সম্যগ্রূপে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার যোগ্য নহে, অতএব, নঞর্থ অনর্থক নয় ‡।

জগতের জ্ঞান ভাবাভাবময় বা সদসদাত্মক – ঋগ্বেদের চরণপ্রসাদে আমরা অবগত হইয়াছি, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, তদভিব্যঞ্জক ততপ্রকার শব্দ ও আছে, প্রত্যেক অভিধেয়েরই অভিধান বিদ্যমান। অভিধান বা কোষশাস্ত্র অন্বেষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক অভিধানেরই বিপরীত অভিধান—বিরুদ্ধার্থক শব্দ আছে। সৎ-অসৎ, ভাব-অভাব, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম,

* "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"— পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ১।১।২।

"চোদনা হি ভূতং, ভবন্তং, ভবিষ্যন্তং, সূক্ষ্মং, ব্যবহিতং, বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থং, শক্নো-ত্যবগময়িতুম্।"— শবরস্বামিকৃত ভাষ্য।

† আ'জ-কা'ল বিশ্বরাজের আইনবই অনুসারে চলিতে অনেকেই অনিচ্ছুক, বর্ত্তমান সময়ে গুরুর সংখ্যা তা'ই এত অধিক। এখন প্রজাতন্ত্র রাজ্য, সুতরাং, কেহ পরাধীন হইবেন কেন?

‡ "অথ যজ্জ্ঞানমুৎপন্নম্ তন্মিথ্যেতি নঞাজ্ঞানম্॥"— বাক্যপদীয়।

"সর্ব্বো হি জ্ঞানমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্ শব্দান্ প্রযুঙ্ক্তে। তচ্চ জ্ঞানমুভয়ং, প্রমা ভ্রমশ্চ। তত্র পূর্ব্ব-স্মিন্নসৌ ব্যাপারঃ পরস্মিন্নপি। তথার্থং জ্ঞানস্য প্রতিপত্তীতিমিথ্যেতি নঞাখ্যায়তে।"—

সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

জয়-পরাজয়, গতি-স্থিতি, জীবন-মরণ, আবির্ভাব-তিরোভাব, দিবস-যামিনী, অগ্নি-সোম, ইত্যাদি। শব্দসকল যখন ভাবের প্রকাশক, তখন প্রত্যেক অভিধানেরই বিপরীত অভিধান থাকাই উচিত, কারণ, ভাববিকারমাত্রেই সপ্রতিযোগিক। জগৎ, ভাবাভাব বা হাঁ ও নার (Positive and Negative) মিলিত মূর্ত্তি, ভাবও অভাব, বিশ্বরাজ্য এই দুই জন রাজার শাসনাধীন, উভয়েরই ইহাতে সমানাধিকার *।

এরূপ কেন হইল?—জগৎ যে ভাব ও অভাব, এই দুই রাজার শাসনাধীন, জাগতিক বা উৎপত্তিবিনাশশীল জ্ঞান (Consciousness) যে ভাবাভাবময়—সদসদাত্মক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ বিষয়; কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, এরূপ কেন হইল? বিশ্বরাজ্য, পরস্পর-বিরোধী ভাব ও অভাব, এই উভয়ের শাসনাধীন হইল কিজন্য?

প্রশ্নটী অত্যন্ত গুরুতর, স্বল্প কথায় ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। তবে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত, এ সম্বন্ধে এ স্থলে যতটুকু চিন্তা করা আবশ্যক, মনে হইতেছে, যথাশক্তি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিশ্বব্যাকরণোপদেষ্টা, আচার্য্যপ্রবর, করুণার্দ্রহৃদয়, জ্ঞানময়, পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ **"স্ত্রিয়াম্"**, এই সূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এটী অধিকারসূত্র, অতঃপর যাহা কিছু উক্ত হইবে, তাহা স্ত্রীপ্রত্যয়সম্বন্ধীয়, উপদেশসূত্রটীদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ, এই তিনটী লিঙ্গের কথা সুকুমারমতি বালকহইতে প্রবুদ্ধজ্ঞান বৃদ্ধপর্য্যন্ত, সকলেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। কারণানুসন্ধিৎসু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিন্তাশীলহৃদয়, সকল কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহার কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ

---

* জেবনস, বেন প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণও ঠিক এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

"Between affirmation and negation there is accordingly a perfect equilibrium. Every affirmative proposition implies a negative one, and *vice versa.* * * * It is plain that any positive term and its corresponding negative divide between them the whole universe of thought: whatever does not fall into one must fall into the other, by the third fundamental Law of Thought, the Law of Duality."

The Principles of Science. P. 44 45.

"It is beyond my present limits to show how the Principle of Relativity appears in all the Fine Arts under the name of Contrast, how it necessitates that in science and in every kind of knowledge there should be a real negative to every real notion or real proposition; straight—curved; motion—rest, mind—extended matter or extended space; how, in short, knowledge [illegible] always double or two sided, though the two sides are [illegible]

Bain's Mind and Body P. 16 17.

হয়, ততক্ষণ সে অবিরাম, কি জানি, কাহার প্রেরণায়, 'কেন' 'কেন' অর্থাৎ, 'ইহার কারণ কি'ইহার কারণ কি-ইত্যাকার ধ্বনি করিতে থাকে। যাঁহারা ঋষি, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বেদচরণপ্রসাদে 'কিম্‌কে' প্রাপ্ত হইয়া-'কিম্' 'কিম্'-ইত্যাকার রব যাঁহাদের নীরব হইয়াছে, অন্যের বিবিদিষানল—অপরের 'কিম্'-কি'ম্'-ধ্বনি কেবল তাঁহারাই প্রশমিত করিতে সক্ষম। লিঙ্গের সংখ্যা তিনের অধিক বা ন্যূন না হইল কেন, স্ত্রীলিঙ্গাদি লিঙ্গত্রয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক বা ইত্থম্ভূত লক্ষণ কি,-ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্যবিষয়গুলির সন্তোষজনক উত্তর, অনন্তজ্ঞান অনন্তাবতার ফণিপতি ভগবান্ পতঞ্জলিদেবভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকটহইতে পাওয়া যায় না। অন্য দেশে এ সকল প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত উত্থিতই হয় নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব **"স্ত্রিয়াং"**, এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যকরণকালে স্ত্রী, পুমস্ ও নপুংসক, লোকপ্রসিদ্ধ এই শব্দ-ত্রয়ের স্বরূপ কি, বলিবার জন্য যে সকল সারগর্ভ প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান করিয়া-ছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকদিগের সমীপে বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, সদ্‌গুরুর সাহায্যে সেই সকল বিষয় একবার পাঠ করিয়া দেখেন। আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিশ্বাস, তাহা করিলে, তাঁহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা অনেকটা চরিতার্থ হইবে। ঋষি ও বিদেশীয় পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা হইলে ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে, বিদেশীয় বৈজ্ঞা-নিক পণ্ডিত এম্-ডুফে (M. Dufay) কর্তৃক আবিষ্কৃত ভিট্রিয়স্ (Vitreous) ও রেজিনস্ (Resinous) বা ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের পজিটিভ (Positive) ও নেগেটিভ্ (Negative) ধন ও ঋণ, এই দ্বিবিধ তাড়িততত্ত্ব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটনের (Newton's) গতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (Laws of motion) যে জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবকৃত **"স্ত্রিয়াং"**, এই সূত্রের ভাষ্যার্ণবে, অর্ণবে ভাসমান বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসি-তেছে, তাহা লক্ষ্য হইবে *।

---

* "তড আঘাতে", এই আঘাতার্থক 'তড়'-ধাতুর উত্তর 'ইতি'-প্রত্যয় করিয়া 'তড়িৎ'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তাড়িখিলক্ চ।"— উণা। ১।১০০।

"তাড়য়তীতি তড়িৎ।"—

কাচ, লাক্ষা, রজন-প্রভৃতি বস্তুসকল তাড়িত—ঘর্ষিত বা উত্তাপিত হইলে, লঘু বস্তুজাতকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়—বস্তুনিষ্ঠ আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিবার প্রচ্ছন্নশক্তি তাড়নাদিক্রিয়াদ্বারা আবির্ভূত হয়। বস্তুর এতাদৃশ ধর্ম্ম বা শক্তিকে 'তাড়িত' বলে।

"Thus glass, and many other bodies, acquire by friction a property which they did not possess before—the property of alternately attracting and repelling light bodies. Now this is the property which is distinguished by the name of electricity."—

An outline of the sciences of Heat and Electricity.

T. Thomson. P. 320.

যে বস্তুহইতে তাড়নাদি ক্রিয়াদ্বারা তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাড়িতাত্মক এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহাকে তাড়িতেতর (Electrics and Non electrics) বস্তু বলে। তাড়িতাত্মক দ্রব্যসমূহ

স্ত্রী ও পুমস্, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ—পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে "**স্ত্রিয়াম্**", এই অধিকারসূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন, অতঃপর যাহা কিছু উক্ত হইবে, তাহা স্ত্রীপ্রত্যয়সম্বন্ধীয় উপদেশ, বুঝিয়াছি, "**স্ত্রিয়াম্**", এই পাণিনীয় সূত্রটী দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে, কিন্তু, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্ত্রী ও পুমান্ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি ? যে সকল লক্ষণদ্বারা সাধারণতঃ স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব নির্ব্বাচন করা হয়, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ লক্ষণসকলের উপপত্তি হয় না।

খট্বা-শব্দটী যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই বিদিত বিষয়, কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, পরিজ্ঞাত স্ত্রীত্বলক্ষণ খট্বাতে উপলব্ধি হয় কৈ ? এইরূপ বৃক্ষেই বা পরিচিত পুংস্ত্বলিঙ্গ কোথা ? পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত স্ত্রীত্বপুংস্ত্ব লক্ষণদ্বারা সর্ব্বত্র লিঙ্গবিনির্ণয় হয় না, সাধারণতঃ পরিচিত

তাড়িতপ্রবাহরোধক (Non-conductors) এবং তাড়িতেতর দ্রব্যজাত তাড়িতের পরিচালক (Conductors)।

"He found that certain bodies can be excited by friction, and others not. This led him (Mr. Stephen Gray) to divide bodies into two sets, viz., *electrics and non-electrics.* * * * * Finally, he discovered that electricity passes with ease through any length of nonelectrical bodies, but not through electrics. This induced him to call the former *conductors,* and the latter *non-conductors* of electricity."— *Ibid. P. 292.*

যে বস্তুতে স্বাভাবিক-তাড়িতাংশ-অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ প্রবেশ করে, তাহাকে ধনতাড়িত-বিশিষ্ট এবং যাহাতে স্বাভাবিক অংশ অপেক্ষা তড়িৎ ন্যূনতর তাহাকে ঋণতাড়িতযুক্ত বলা হয়।

"When a body contains its natural quantity of electricity, it exhibits no electrical phenomena whatever. When electricity accumulates in it, the phenomena of the *vitreous* electricity of Du Fay are exhibited. When electricity is deficient, we perceive in it the phenomena of the resinous electricity of Du Fay: hence Dr. Franklin substituted for *vitreous* and *resinous,* the terms *positive* and *negative,* or *plus* and *minus* electricity."—

Ibid. P. 294.

পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য Plus and Minus বা Positive ও Negative, এই শব্দদ্বয়বাচ্য অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যথাক্রমে ধন ও ঋণ এই দুইটী পদ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

"ধনর্ণসংকলনে করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। যোগে যুতিঃ স্যাৎ ক্ষয়য়োঃ স্বয়োর্ব্বা ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ।"— বীজগণিত।

"The electricity from glass is sometimes called *vitreous* and that from sealing-wax *resinous,* electricity, but more frequently the former is known as positive and the latter as negative electricity."—

The Conservation of Energy. P. 63.

[illegible] এবং ঘর্ষিত লাক্ষা হইতে ঋণ তাড়িতের প্রাদুর্ভাব হয়।

স্ত্রীত্বপুংস্ত্বলিঙ্গদ্বারাই যদি সর্ব্বত্র লিঙ্গবিনির্ণয় হইত, তাহা হইলে খট্বা-বৃক্ষাদি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ নিরূপণ করিবার কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যাইত না *। তবে কোন্ উপায়ে লিঙ্গনির্ব্বাচন হয়? তদুত্তরে ভগবদুক্তি—

"संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ। किमिदं संस्त्यानप्रसवाविति? संस्त्याने स्त्यायतेर्ड्रट् स्त्री सूतेः सप् प्रसवे पुमानिति। * * * उभयं पुनरुभयं भावसाधनम्। संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिश्च पुमान्। कस्य पुनः संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिर्वा पुमान्। गुणानाम्।"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই যথাক্রমে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

সংস্ত্যান ও প্রসব, এই লিঙ্গদ্বয়ের স্বরূপ—ভগবান্ বলিলেন, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই যথাক্রমে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কিন্তু, সংস্ত্যান ও প্রসবের স্বরূপ কি, তাহা অবগত না হইলে, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না, পতঞ্জলিদেব তা'ই সংস্ত্যান ও প্রসবের নিম্নলিখিতরূপ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"स्त्यै ष्ट्यै शब्दसंघातयोः" এই, 'স্ত্যৈ'-ধাতুর উত্তর 'ড্রট্'-প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' করিয়া, স্ত্রী-পদটী এবং সূ-ধাতুর উত্তর 'সপ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'পুমস্' পদ সিদ্ধ হইয়াছে †। স্ত্রী ও পুমান্, এই পদদ্বয় যথাক্রমে অধিকরণসাধন ও কর্তৃ-সাধন, অথবা উভয়ই ভাবসাধন হইতে পারে, বুঝিতে হইবে। অধিকরণবাচ্যে ড্রট্ করিয়া সিদ্ধ স্ত্রী-শব্দ, গর্ভ 'যাহাতে সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হয়', এই অর্থের ও কর্তৃ-বাচ্যে সপ্ করিয়া নিষ্পন্ন পুমান্, যিনি প্রসব করেন, এতদর্থের বাচক ‡। ভাবসাধন স্ত্রী ও পুমান্, এই পদদ্বয় যথাক্রমে সংস্ত্যান ও প্রবৃত্তি এই অর্থদ্বয়ের অববোধক।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার ভাব-বিকার আছে, সকলেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক, আমরা যাহা কিছু অনুভবকরি, তাহাই সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অনুভব।

* "खट्वावृक्षयोश्च लिङ्गं न सिध्यति। यदि लोके दृष्ट्वा एतदवसीयते इयं स्त्री अयं पुमानिति। न तत् खट्वावृक्षयोरस्ति।"— মহাভাষ্য।

† "सू इत्येतस्मात् धातोः सप् प्रत्ययो भवति, सकारस्य पकारो भवतीत्यर्थः। उणादिको ह्ययं प्रत्ययः कस्यचित् बाहुलकात्।"— কৈয়ট।

"पातेर्डुम्सुन्।"— উণা ৪।১৭৭।

অর্থাৎ, "পা রক্ষণে", এই রক্ষণার্থক 'পা'-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ডুম্সুন্'-প্রত্যয় করিয়াও 'পুমস্'-এই পদটী সিদ্ধ হইতে পারে।

‡ "अधिकरणसाधना लोके स्त्री स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति। कर्तृसाधनश्च पुमान्। सूते पुमानिति।"— মহাভাষ্য।

ভাববিকারমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক বটে, কিন্তু, সকল পরিণামেই গুণত্রয়ের পরিমাণ সমান নহে। কোন পরিণামে সত্ত্বগুণের আধিক্য, কাহাতেও বা রজোগুণের প্রাবল্য এবং কোন বিকারতমোগুণবহুল।

ভগবান্ বলিলেন, সংস্ত্যান স্ত্রীত্বের এবং প্রবৃত্তি পুংস্ত্বের লিঙ্গ, সংস্ত্যান ও প্রবৃত্তি লিঙ্গদ্বারাই যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কিন্তু, পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জগতে এরূপ পদার্থ কি আছে, যাহা কেবল সংস্ত্যানলিঙ্গক বা যাহা নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিলক্ষণ? কোন পদার্থইত মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না, আবির্ভাব তিরোভাব ও স্থিতি, সকল পদার্থই এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিতে নিত্যপ্রবৃত্তিমান্, বৃদ্ধির পর অপায় হইবেই *। তবে সংস্ত্যান-ও-প্রবৃত্তি লক্ষণদ্বারা যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচন হইবে কিরূপে।

উত্তর—"**বিবক্ষাতঃ। সংস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী, প্রসববিবক্ষায়াং পুমান্, উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।**"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, শিষ্ট জনের বিবক্ষানুসারে লিঙ্গ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সংস্ত্যানবিবক্ষাতে স্ত্রী, প্রসববিবক্ষাতে পুমান্ এবং উভয়বিবক্ষাতে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার হয়।

কথাটীর একটু বিশদ ব্যাখ্যা—জগৎ, গতি বা ক্রিয়ার মূর্ত্তি, ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম। ভগবান্ যাস্ক,

"**অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।**
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২৩।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

"**মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী, রজঃ ইতি কামস্তম ইতি।**"—

অর্থাৎ, সত্ত্বলক্ষণ—অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন,—মায়াদ্বারা যখন বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময় হ'ন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং উভয় পার্শ্বে রজঃ ও তমঃ; জগদাকারে

* "**প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা। নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে বর্দ্ধতে বা। যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে। তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র। যদ্যুভয়ং সর্ব্বত্র কুতো ব্যবস্থা?**"—

মহাভাষ্য।

"To every action there is always an equal and contrary re-action; or the mutual actions of any two bodies are always equal and oppositely directed." *Newton's Third Law of Motion.*

[illegible] "যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে। তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র।"—এই অমলা [illegible] নচন সকলের সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

বিবর্ত্তিত পরমাত্মার ইহাই স্বরূপ। রজঃকে ভগবান্ যাস্ক, কাম—রাগ (Attraction) এবং তমঃকে দ্বেষ—বিরাগ (Repulsion), এইরূপ লক্ষণদ্বারা লক্ষিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং, এ স্থলে ইহার পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। জগৎ যখন ক্রিয়ার মূর্ত্তি এবং ক্রিয়া যখন ত্রিগুণময়ী আবির্ভাবাদি-পরিণামাত্মিকা, তখন প্রবৃত্তি—আবির্ভাব, সংস্ত্যান—তিরোভাব বা বিনাশ এবং স্থিতি, কার্য্যাত্মাভাব-বা-ভাববিকারমাত্রের এই পরিণামত্রয়ই স্বরূপ, জগতের জ্ঞান, আবির্ভাবাদিপরিণামত্রয়াত্মক। প্রবৃত্তি—আবির্ভাব বা পুংলিঙ্গের জ্ঞান, সংস্ত্যান—তিরোভাব—বিনাশ—বা স্ত্রীলিঙ্গ ও স্থিতি বা নপুংসকলিঙ্গ * জ্ঞান-বিরহিত হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না, এবং সংস্ত্যান—তিরোভাব—বিনাশ বা স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞান, কখন আবির্ভাব-ও-স্থিতি-জ্ঞান-শূন্য-হইয়া, থাকিতে সমর্থ নহে। আবির্ভাবের রূপ ধ্যান করিতে যাইলেই, তিরোভাবের রূপ অনাহূত হইয়া, হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়—আবির্ভাব, তিরোভাবছাড়া বা তিরোভাব, আবির্ভাববিরহিত হইয়া, অবস্থান করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে অপারগ।

অতএব, সকলপ্রকার ভাববিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই বিরাজমান। বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, ইহারা এক-মিথুন (Universally co-existent)।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সংস্ত্যান-বা-তিরোভাব-বিকারবিবক্ষাতে স্ত্রী-লিঙ্গ, প্রসব-বা-আবির্ভাব-বিবক্ষাতে পুংলিঙ্গ এবং স্থিতিবিকারবিবক্ষাতে নপুংসক-লিঙ্গের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কথাটীর তাৎপর্য্য সহজে ও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, আমরা নিরুক্তহইতে কতিপয় প্রয়োজনীয় বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"जायत इति पूर्व्वभावस्यादिमाचष्टे नापरभावमाचष्टे न प्रतिषेधत्य-स्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्। * * * विनश्यतीत्यपरभाव-स्यादिमाचष्टे न पूर्व्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति।"— নিরুক্ত।

উদ্ধৃত নিরুক্তবচনসকলের মর্ম্ম—ভগবান্ যাস্ক, পাঠকের, বোধ হয়, স্মরণ আছে, জন্মাদি ছয়টী ভাব-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ যাস্কের অভিপ্রায়, কার্য্যাত্মভাব, জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ষড়্ভাব-বিকারময়। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের যে প্রণালীতে নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রত্যেক ভাববিকার যেন স্বতন্ত্র, একটী ভাববিকারের সহিত অন্যের যেন কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; করুণার্দ্রহৃদয় ভগবান্ যাস্ক, শিষ্যের এতাদৃশ সন্দেহনিরসনের নিমিত্ত, উদ্ধৃত বচনসমূহের অবতারণা করিয়াছেন।

---

* "आविर्भावतिरोभावान्तरालावस्था स्थितिरित्युच्यते। सा च नपुंसकत्वेन व्यवस्थाप्यते।"— কৈয়ট।

জন্মাদি ষড়্ভাববিকারসমূহ পরস্পর কার্য্যকারণ-বা-দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ দেশকালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য (Priority and Posteriority)-ভাবব্যঞ্জক। কোন্ ভাববিকার, কাহার গর্ভধৃত—কোন্ বিকারাবস্থা, কোন্ বিকারাবস্থায় অবস্থিত, কে পূর্ব্ব, কে পর, এবং সকল ভাববিকারই সাক্ষাৎ-বা-পরম্পরা-সম্বন্ধে শৃঙ্খল-বা-বংশপর্ব্বের ন্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ থাকিলেও, কোন্ বিকার কাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে ও কাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে না, কে কাহাকে প্রতিষেধ করে না, ভগবান্ যাস্ক উদ্ধৃতবাক্যসকলদ্বারা এই সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জন্মশব্দবাচ্য ভাববিকার পূর্ব্ব, অস্তিশব্দবাচ্য ভাববিকার তাহাহইতে অপর। জন্মশব্দবাচ্য ভাববিকারে অস্তিশব্দবাচ্য ভাববিকার বিদ্যমান থাকে, কারণ, অবিদ্যমান বা অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না *। জন্ম-নামক ভাববিকার পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। জন্মশব্দের অর্থ, আবির্ভাব বা প্রকাশ, বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাববিকারই যে পূর্ব্বভাব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ, জন্ম বা আবির্ভাববিকার বুদ্ধিগোচর হইবার পর অস্ত্যাদি-ভাববিকারসমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে; যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার অন্যান্য ভাববিকার হইবে কিরূপে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, জন্মাদি-ভাববিকারসমূহ দ্বারদ্বারিভাবেই (Reciprocally) বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মবিকারদ্বারা অস্তিবিকার এবং অস্তিবিকারদ্বারা বিপরিণামবিকার অভিব্যক্ত হয়—বিশেষাত্ম লাভ করে। অজাতের—অনুৎপন্ন বা অনভিব্যক্তের অস্তিত্বব্যবহার এবং অবিদ্যমানের বিপরিণাম-প্রত্যয় হয় না †। ক্রিয়ার উপক্রম—প্রথমারম্ভ (Beginning)-হইতে অপবর্গ—সমাপ্তি (Completion)-পর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, পূর্ব্বাপরীভূত সেই ভাববিকারসমূহের আদ্যাবস্থা, জন্মভাববিকার। জায়মানাবস্থাতে অস্তিশব্দবাচ্য-বিকারও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু, ইহাদ্বারা তাহা আখ্যাত হয় না ‡। জন্মভাববিকার অস্তিভাববিকারের সূচনা করে না বটে, কিন্তু, তাহা বলিয়া, প্রতিষেধও করে না। অস্তিত্বাত্মবানেরই জন্ম বা আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, অনাত্মক পদার্থের জন্ম হইতে

* "तत्रैवं सति जनिशब्दवाच्ये भावविकारे अस्तेरप्यर्थोऽस्ति विद्यमानता। किं कारणम्? नह्यविद्यमानो जायते। अपिच कारणात्मनि भावे सर्वे एते भावविकाराः सन्ति। सर्वार्थप्रसवशक्तित्वात्तस्य। यथा पृथिव्यां घटादयो भावविकाराः।"— निरुक्तभाष्य।

† "ते तु द्वारद्वारिभावेन विशेषात्मलाभं प्राप्नुवन्ति। तद्यथा, जनिद्वारेणास्तिः, अस्तिद्वारेण विपरिणमतिः। किं कारणम्? नह्यजातोऽस्तीत्युच्यते। नाप्यविद्यमानो विपरिणमत इति।"— निरुक्तभाष्य।

"[illegible] शब्दो जायमानावस्थायामस्तित्वं विद्यमानमपि नाचष्टे।"— निरुक्तभाष्य।

পারে না *। অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করিলে, কি অবলম্বন করিয়া, জন্মপরিণাম সিদ্ধ হইবে ?

অস্তিশব্দবাচ্য-ভাববিকারের স্বরূপ—

"অস্তীত্যুৎপন্নস্য সত্ত্বস্যাবধারণম্।"— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, উৎপন্ন—অভিব্যক্ত—জাত সত্ত্বের অবধারণ অস্তিশব্দবাচ্যভাববিকার-দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। অপূর্ণত্ববশতঃ ইহা বিপরিণামভাববিকারের সংবাদ প্রদান করে না এবং উপস্থিতত্বপ্রযুক্তপ্রতিষেধও করে না।

বিপরিণাম-ভাববিকার—

"বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্।"— নিরুক্ত।

বিপরিণামভাববিকারদ্বারা তত্ত্ব (তদ্ভাব)-হইতে অপ্রচ্যবমান—অনপভ্রশ্যমান বিকারমাত্র উক্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিভাববিকার —

"বর্দ্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ম্, সাংযৌগিকানাং বার্থানাম্।"— নিরুক্ত।

স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, অর্থাৎ, শিরঃ, গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, অথবা সাংযৌগিক-হিরণ্যধান্যাদি অর্থের অভ্যুচ্চয়-বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধিভাববিকার বলে।

অপক্ষয়ভাববিকার—বৃদ্ধি যেমন স্বাঙ্গ বা সাংযৌগিক দ্রব্যের উপচয়ব্যঞ্জক, অপক্ষয় সেইপ্রকার ইহার (বৃদ্ধিভাববিকারের) প্রতিলোমভাববিকারের স্বাঙ্গ অথবা সাংযৌগিক দ্রব্যের অপচয়ব্যঞ্জক।

বিনাশভাববিকার—

"বিনশ্যতীত্যপরভাবস্যাদিমাচষ্টে।"— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, বিনাশ-বা-তিরোভাব-বিকারদ্বারা অপরভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। জন্ম যেরূপ পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ সেইপ্রকার অপর-ভাবের আদ্যাবস্থা।

"ন পূর্ব্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি।"— নিরুক্ত।

বিনাশভাববিকার পূর্ব্বভাবের কোন সংবাদ দেয় না—প্রতিষেধও করে না †।

---

* "অস্তিত্বস্য ন প্রতিষেধং করোতীত্যর্থঃ। কিং কারণম্? উচ্যতে—অস্তিত্বাদেবানপি অসৌ জায়েতৈতস্মিন্ প্রতিষিদ্ধে ঽনাত্মক এব স্যাৎ। কমাত্মন্যা জায়তে? তস্মান্ন প্রতিষেধত্যস্তিত্বম্।"— নিরুক্তভাষ্য।

† জন্ম, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত 'Birth, Growth, Development, Decline ও Death', এই সকল শব্দের সমানার্থক বলিয়া বুঝিলে, চলিবে। ভগবান্ যাস্ক বৃদ্ধি ও বিপরিণামের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কার্ক্‌স-কৃত Growth ও Developmentএর লক্ষণের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিচার করা আবশ্যক।

ভগবান্ যাস্ক জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের যেপ্রকার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, ইহারা দ্বারদ্বারিভাবে—পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের মধ্যে যদি আমরা, প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, জন্ম-স্থিতি-ও-বিনাশ, এই ত্রিবিধ ভাববিকারকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করি—অর্থাৎ, বৃদ্ধি ও বিপরিণামকে যদি আবির্ভাব-বা-বিকাশ-বিকারের এবং অপক্ষয়কে তিরোভাব-বা-বিনাশ-বিকারের অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে সহজেই প্রতীতি হইবে, অন্যোন্যজিগীষু, নিযুধ্যমান, সমবল মল্লদ্বয়ের ন্যায় আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, এই ভাববিকারদ্বয় প্রতিক্ষণই পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য **"জন্মাদ্যস্য যত ইতি"**, এই

কার্ক্স্ বলেন,—"Growth, or inherent power of increasing in size, although essential to our idea of life, is not a property of living beings only. A crystal of sugar or of common salt, or of any other substance, if placed under appropriate conditions for obtaining fresh material, will grow in a fashion as definitely characteristic and easily to be foretold as that of a living creature."— *Kirkes' Physiology. P. 2.*

অচেতনপদার্থের বৃদ্ধিতে, তাহার বহির্দ্দেশেই অভিনবপদার্থসংযোগ হইয়া থাকে।

"First, the growth of a crystal, to use the same example as before, takes place merely by additions to its outside; the new matter is laid on particle by particle, and layer by layer, and, when once laid on, it remains unchanged. The growth is here said to be *superficial.* In a living structure, on the other hand, as, for example, a brain or a muscle, where growth occurs, it is by addition of new matter, not to the surface only, but throughout every part of the mass; the growth is not *superficial* but *interstitial.*"— *Ibid. P. 2.*

সজীব পদার্থের বৃদ্ধিতে, নির্জীব পদার্থের ন্যায়, বহির্দ্দেশে নূতন পদার্থের সংযোগ হয় না। নির্জীব পদার্থের বৃদ্ধি, বহির্দ্দেশীয়, সজীব পদার্থের বৃদ্ধি, অন্তর্দ্দেশীয়।

"Development is as constant an accompaniment of life as growth. The term is used to indicate that change to which, before maturity, all living parts are constantly subject, and by which they are made more and more capable of performing their several functions. For example, a full-grown man is not simply a magnified child; his tissues and organs have not only grown, or increased in size, they have also *developed,* or become better in quality. * * * * Death—not by disease or injury—so far from being a violent interruption of the course of life, is but the fulfilment of a purpose in view from commencement."—

Kirkes' Physiology. P. 3-4.

শারীরকসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়, বুঝাইয়াছেন, জন্মাদি ষড়্ভাববিকারকে, জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারের এবং অপক্ষয়, তিরোভাব বা বিনাশ-বিকারেরই অন্তর্ভূত *।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন (ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে), আবির্ভাব

---

* "অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্।"—
শারীরকভাষ্য।

"বৃদ্ধিপরিণামযোর্জন্মনি অপক্ষয়স্য নাশেঽন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ।"—
গোবিন্দানন্দকৃতশারীরকভাষ্যটীকা।

ভগবান্ যাস্কও বলিয়াছেন,—'

"মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি।
সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী।"—

পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হ'ন, তখন তিনি সত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন। ভগবান্ যাস্ক, এরূপ কথা বলিয়া, ভাববিকারকে আবার ছয়ভাগে বিভক্ত করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

কোন প্রাকৃতিক বস্তু ক্ষণকালের জন্য একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) থাকিতে পারে না, প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী, প্রকৃতির আপূরণবশতঃ জাত্যন্তরপরিণাম হইয়া থাকে।

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"— পাং দং।

"The homogeneous is instable and must differentiate itself."—
First Principles.

ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম, যথাযথরূপে যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ভগবান্ যাস্ক কিজন্য প্রধানতঃ জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমীপে সুখবোধ্য সন্দেহ নাই। সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পরসমাবেশের ভিন্নতায় প্রধানতঃ ষড়্ভাববিকার হওয়াই প্রাকৃতিক। কারণসমূহের সমাবেশ ও পরস্পরসান্নিধ্যের তারতম্যই (Permutations and combinations), কার্য্য বা সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বৈষম্য বা প্রকৃতির বিসদৃশ-পরিণামহইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব, সত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যই যে সৃষ্টির কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী নামের পরিবর্ত্তে যদি আমরা যথাক্রমে ক, খ, ও গ, এই তিনটী অক্ষর ব্যবহার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, জগৎ প্রধানতঃ ষড়্ভাব বিকারই বটে।

১। ক, খ, গ।	৩। খ, ক, গ।	৫। গ, ক, খ।
২। ক, গ, খ।	৪। খ, গ, ক।	৬। গ, খ, ক।

তিনটী অক্ষরের ষড়্বিধ বিভিন্নরূপ সমাবেশ (Permutations) হইয়া থাকে।

"If I now take three letters P, Q, and R, I can make six permutations of them."— *Elementary Algebra, by J. H. Smith.*

পরে এ সকল কথা বিস্তারপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হইলেই তিরোভাব হইবে, কোন পদার্থের, কিছুকাল ব্যাপিয়া, ক্রমাগত আবির্ভাব বা বিকাশপরিণাম সংঘটিত হইল তখন তিরোভাব বা বিনাশ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না, তৎপরে কিছুকাল তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বিনাশপরিণাম চলিতে থাকিল, তখন আবির্ভাব বা বিকাশের লেশমাত্র নাই, এরূপ ঘটনা প্রাকৃতিকনিয়মে কদাচ ঘটিতে পারে না। কোন পদার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও কেবল-আবির্ভাব অথবা শুদ্ধ-তিরোভাব-বিকারের অধীন হইয়া অবস্থান করে না, সকলপদার্থই আবির্ভাবাদি (আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি) ত্রিবিধ প্রবৃত্তিতে নিত্যপ্রবৃত্তিমান *। তবে, কি দেখিয়া, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ নির্ব্বাচন হইয়া থাকে? পতঞ্জলিদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, সংস্ত্যান বিবক্ষায় স্ত্রী, প্রসববিবক্ষায় পুমান্ এবং উভয়বিবক্ষায় নপুংসক লিঙ্গের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

কথাটার মর্ম্ম—যে কোন-রূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হউক, বুঝিয়াছি, তাহার উপক্রমহইতে, অপবর্গ বা আরম্ভ-হইতে শেষ-পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় জড়িতভাবে বিদ্যমান, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয়ের পূর্ব্বাপরীভূতভাব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক পদার্থের সকল অবস্থাতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই বিরাজমান বটে, তবে যখন যে পদার্থে আবির্ভাবাপেক্ষায় তিরোভাবের বা বিকাশাপেক্ষায় বিনাশের মাত্রা অধিকতর—তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিনাশবিকারে বিক্রিয়মাণ এবং যখন যে পদার্থে তিরোভাবাপেক্ষায় আবির্ভাবের বা বিনাশাপেক্ষায় বিকাশের মাত্রা অধিকতর, তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিকাশবিকারে বিক্রিয়মাণ বলিয়া মনে করি। বিকাশ বা আবির্ভাবের প্রবলাবস্থায় বিনাশ বা তিরোভাবের অথবা বিনাশ বা তিরোভাবের সমৃদ্ধদশাতে বিকাশ বা আবির্ভাবের ক্রিয়াশীলত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। আবির্ভাব ও তিরোভাব, সকল পদার্থের সকল অবস্থাতেই এই দ্বিবিধ বিকার বিরাজমান থাকিলেও স্থূল-ব্যাবহারিকদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তা'ই বলিয়াছেন, লোকব্যবহারানুবাদিনী-বিবক্ষানুসারে লিঙ্গবিনির্ণয় হইয়া থাকে। যে পদার্থে সংস্ত্যানের আধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা স্ত্রী এবং যাহাতে প্রসবাধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা পুমান্, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-বিনির্ণয়ের ইহাই নিয়ম। স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে নপুংসকলিঙ্গবিনির্ণয়ের নিয়ম কি, তাহা দেখা যাউক।

* "প্রবৃত্তিরিতি সামান্যং লক্ষণং তস্য কথ্যতে।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চেত্যথ ভিদ্যতে।
প্রবৃত্তিমন্তঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ তিসৃভিশ্চ প্রবৃত্তিভিঃ।
[illegible] সম্ভবঃ॥"— বাক্যপদীয়।

"উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"— মহাভাষ্য।

আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই বিকারদ্বয়ের অন্তরালাবস্থার নাম স্থিতি, এই স্থিতিই নপুংসকলিঙ্গ *। একবার বিকাশের জয়, বিনাশের পরাজয়, আবার তাহার পরেই বিনাশের জয়, বিকাশের পরাজয়, বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাবের জয়-পরাজয় যাবৎ এইরূপ নিয়মে চলিতে থাকে, তাবৎ পদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে স্থির বা আবির্ভাবতিরোভাবশূন্য অবস্থা বলা হয়, পতঞ্জলিদেব এই অবস্থাকেই নপুংসকলিঙ্গ বলিয়াছেন।

আবির্ভাব ও তিরোভাব-বিকারের কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, কি শিক্ষা পাওয়া যায়, আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ কি, জানিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহা অবগত হওয়া উচিত, অতএব দেখা যাউক, আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ কি।

আবিস্+ভূ+ঘঞ্ এবং তিরস্+ভূ+ঘঞ্, আবির্ভাব ও তিরোভাব, পদদ্বয় যথাক্রমে এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবির্ভাব ও তিরোভাব এই পদদ্বয়ের উভয়েই 'ভাব'-শব্দটী বিদ্যমান আছে, সুতরাং, আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দ-দুইটীর ইহা অর্থগতভেদের কারণ নহে। আবিস্ ও তিরস্, পরস্পরবিপরীতার্থক এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের সংযোগবশত'ই ইহারা ভিন্নপদার্থ হইয়াছে। আবিস্, প্রকাশার্থবাচী এবং তিরস্, অপ্রকাশ-বা-অন্তর্দ্ধানার্থ-বাচী অব্যয়। আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়, সুতরাং, যথাক্রমে প্রকাশভাব ও অপ্রকাশভাবের বাচক। ভগবান্ যাস্ক এইনিমিত্তই জন্ম ও বিনাশ, উভয়কেই ভাববিকার বলিয়াছেন। যে সকলপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া থাকে, যাহাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, সেই সকল-পদার্থকে আমরা আবির্ভূত এবং যে সমস্তপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদিগকে আমরা তিরোভূত বা অন্তর্হিত বলিয়া থাকি।

যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহাদের স্বরূপ—পূজ্য-পাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত যোগসূত্রে বুঝাইয়াছেন, পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে। ভূত-সকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থা সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ যোগির নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়

---

* যাঁহারা চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের "First Principles"—নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার 'Evolution' ও 'Dissolution,' বুঝাইতে গিয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকৃত "স্ত্রিয়াম্", এই পাণিনীয়সূত্রের ভাষ্য, তাহাহইতে অধিকতর মূল্যবান্ কি না? ঋষিদিগের উপদেশ, স্বল্পাক্ষর, সারবান্, বিশ্বতোমুখ, ইহা বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, অস্থিরশোভাতিশায়ি-অলঙ্কার ইহার গাত্রে নাই, নিসর্গসুন্দর বলিয়া অলঙ্কার পরিধান করিবার প্রয়োজন ইহার হয় না, পাঠক! শাস্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপদেশের তুলনা করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই সকল কথা স্মরণ রাখিবেন।

হইলেও, আমাদের স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সন্দেহ নাই, সুতরাং, ভূতসকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বাষ্পীয় (Gaseous), উপস্থিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত, ভৌতিকপদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থাকেই আমার চিন্তার বিষয়ীভূত করিলাম *। হিমসংহতি (Ice), জল ও বাষ্প, এক ভৌতিকপদার্থের ইহারা যথাক্রমে কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থা। জল, সমধিক উত্তপ্ত হইলে, বাষ্পাকার ধারণ এবং অতিমাত্রশৈত্য-সংযোগে জড় বা ঘনীভূত হইয়া, হিমসংহতির (বরফ) রূপ গ্রহণ করে। হিমসংহতি, জলের স্থূল এবং বাষ্প, ইহার সূক্ষ্ম অবস্থা। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, তাপ-সংযোগে দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম এবং শৈত্যসংযোগে স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরমাণুবাদিদিগের মতে ভৌতিকপদার্থমাত্রই পরমাণু-†-সমষ্টি, পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ভূত ভৌতিক আকার ধারণ করে। শ্রুতির উপদেশ, বায়ু (Motion) অগ্নির তেজঃ, এইনিমিত্ত সর্ব্বদাই অগ্নির সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে ‡। এতদ্দ্বারা তাপের বৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের গতিবৃদ্ধি এবং তাপের হ্রাসে ইহাদের গতিহ্রাস হওয়া যে প্রাকৃতিক, তাহা সুখবোধ্য হইল। বুঝিতে পারা গেল, কোন দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলে, তাহার পরমাণুপুঞ্জ পরস্পরবিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহাদের স্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—তাপসংযোগে পরমাণুসকলের গতিবৃদ্ধি হয়। শৈত্যের ক্রিয়া ঠিক ইহার বিপরীত—শৈত্যে পরমাণুসকলের গতিহ্রাস হয় এবং ইহারা গাঢ়-তররূপে পরস্পরসংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত হইল, বস্তুসকল যখন স্থূলাবস্থা-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহাদের পরমাণুপুঞ্জের ঘনিষ্ঠতা ও গতিহ্রাস এবং যখন সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে, তখন ইহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও গতির বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাপ ও শৈত্য বা পূর্ব্বপরিচিত অগ্নি ও সোম, ইহারাই যথাক্রমে বিনাশ ও বিকাশ বা তিরোভাব ও আবির্ভাবের কারণ, জগতের সৃষ্টি ও লয়ের হেতু।

অগ্নি ও সোম-হইতেই যে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

* বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়, ভৌতিকপদার্থসমূহের এই ত্রিবিধ অবস্থা, যে কোন ভৌতিক পদার্থই হউক, তাহা প্রাগুক্ত তিনটী অবস্থার কোন-না কোন অবস্থায় অবস্থিত।

"Natural objects are presented to us in three states, or physical conditions—*viz.*, the *solid*, the *liquid*, and the *gaseous*, *aeriform*, or *vaporous*. Every substance exists in one or other of these conditions."—

Miller's Chemical Physics. P. 3.

† "যতো হি নাল্পতরমস্তি স পরমাণুরিতি।"— বাৎস্যায়নভাষ্য।

পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন যাহাহইতে বস্তুর অল্পতর অবস্থা আর হইতে পারে না, তাহাকে পরমাণু, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

‡ "[illegible] অগ্নেস্তেজঃ তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি।"—

"সর্ব্বং তূষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব জাতং জগৎ ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ উষ্ণাত্মকতেজকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি, এবং শীতাত্মকতেজকে সোম এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

অগ্নি ও সোমহইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের কারণ কি?—ঋষিশ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে, অগ্নির উৎপত্তি কোথাহইতে হয়, বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে *। ভগবান্,

* বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে অগ্নির এবং অগ্নিহইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কথাটির সহিত বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতের একতা আছে কিনা, দেখিয়া যাইব।

তাপ (Heat) কোন্ পদার্থ, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিযা, আমরা ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন উত্তর পাইয়াছি—তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। একমতে ইহা সমন্তাৎ ব্যাপ্ত ভেদবৃত্তি (Repulsive) সূক্ষ্ম তৈজস পরমাণুপুঞ্জ (Caloric) হইতে উদ্ভূত হইযা থাকে, অন্যমতে তাপ আণবিকতরঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ, একমতে ইহা দ্রব্য, অপরমতে ইহা দ্রব্যের ধর্ম্ম বা গুণ। তাপসম্বন্ধে যে দ্বিবিধ মত উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মতকে (Theory of Emission) এবং শেষোক্ত মতকে (Theory of Undulation) বলা হইয়া থাকে। পণ্ডিত টম্‌সম্ বলিয়াছেন—ইংরাজী ভাষাতে তাপ (Heat)-শব্দটী দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন ইহা ইন্দ্রিয়দ্বারোৎপন্ন অনুভূতিবিশেষের এবং কখন ইতস্ততঃ-বিদ্যমান পদার্থসমূহের তাপানুভবোদ্দীপক-অবস্থাবিশেষের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা তাপ (Heat) উপলব্ধি করিতেছি, ইহা প্রথমোক্ত অর্থে এবং অগ্নিতে তাপ আছে, ইহা শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত তাপশব্দের প্রয়োগস্থল বুঝিতে হইবে।

"The word *heat* in the English language is used to express two different things. It sometimes signifies a *sensation* excitedin our organs, and sometimes a certain *state* of the bodies around us, in consequence of which they excite in us that sensation. The word is used in the first sense when we say that we *feel heat;* and in the second when we say that there is *heat in the fire.*"— *T. Thomson's Heat and Electricity. P. 3.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারের উক্তি—

"Two principal views of the nature of heat have been entertained since experimental science has been actively cultivated. One of these views, which is supported chiefly by the phenomena of latent heat and chemical combination, regards heat as an extremely subtle material agent, the particles of which are endowed with high self-repulsion, are attracted by matter, but are not influenced by gravity. On the other

মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকটহইতে অগ্নির উৎপত্তিসম্বন্ধে এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে যে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে,

---

theory heat is supposed to be the result of molecular motions or vibrations."— *Chemical Physics. P. 210.*

শেষোক্ত মতটীই (Theory of Undulation) আজকাল সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। বেকন (Bacon) সর্ব্বাগ্রে এই মতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তৎপরে Count Rumford, ও Davy প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার সমর্থন করেন।

"Bacon was the first person, who formally investigated the nature of heat. * * * * The only conclusion, which he was able to draw from his premises, was the very general one that heat is motion."—

সার আইজাক্ নিউটন্ শেষে এই মতেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পণ্ডিত Davyর উক্তি—

"It seems possible to account for all the phenomena of heat if it be supposed that in solids the particles are in a constant state of vibratory motion &c."— *Chemical Philosophy. P. 95.*

পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে বহ্নির এবং বহ্নিহইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের Motion যে এখানে সমানার্থক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গ্রোভ বলিয়াছেন—

"It has been observed with reference to heat thus veiwed, that it would be as correct to say that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion, *i. e.* as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation, and being neonceivable as an abstraction."—

Correlation of Physical Foices. P. 48.

বিজ্ঞানামোদী পাঠক, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিচার করিয়া দেখুন, পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেবের প্রাগুক্ত সারতম উপদেশের পণ্ডিত গ্রোভের উদ্ধৃত মহামূল্য বচনসমূহকে প্রতিধ্বনি বলিতে পারা যায় কি না।

তাপ ও শৈত্য অথবা অগ্নি ও সোম,ইহারা আপেক্ষিক শব্দ (Relative terms), তাপ ও শৈত্য সাধারণতঃ পরিচিত ভাবাভাবসম্বন্ধে পরস্পরসম্বন্ধ নহে। শৈত্য বা সোম, তাপ বা অগ্নির নিবৃত্ত পদার্থক বা অভাবার্থক (Negative quality antagonistic to heat) নহে। তাপের স্বল্পতাই শৈত্য।

"কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেন দ্বয়োর্ব্বস্তুনোরতিশয়যুক্তত্বোপপত্তিঃ।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অপেক্ষাসামর্থ্য কাহাকে বলে, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা দুইটী বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ন্যূনাধিক্য উপপন্ন হয়, তাহার নাম,অপেক্ষাসামর্থ্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারও [illegible] যথা—

তাহা শুনিলাম, কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, সোমের উৎপত্তি কোথাহইতে হইল? বশিষ্ঠদেব, ভগবানের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিলেন—

"অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চৈতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য এবং পরস্পর পরস্পরের কারণ রূপে ব্যবস্থিত আছে, ইহারা উভয়েই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে।

কার্য্যকারণভাবের দ্বৈবিধ্য—যাহা না হইলে, যাহা হয় না, যদ্ব্যতিরেকে যাহার সিদ্ধি অসম্ভব, যাহা যাহার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, বুঝিয়াছি, তাহা তাহার কারণ। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বিদিত হইলাম, পূর্ব্বাপরীভূত কার্য্যাত্মভাবই জন্মাদি ষড়্ভাববিকাররূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; জন্মাদি ষড়্ভাববিকার পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, অস্তিপদবাচ্যভাববিকারের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। বিশ্বের সৃষ্টি, পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত।

"সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।"— ভাগবত।

উদ্ধৃত ভাগবতবচনের তাৎপর্য্য হইতেছে, কার্য্যাত্মভাব, ষড়্ভাববিকারময়, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, ইহাদের অবিরাম—ধারাবাহিকরূপে প্রবৃত্তিই জগৎশব্দবাচ্য পদার্থ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, পূর্ব্বভাব বা কারণ, অস্তিপদবাচ্যভাববিকার, ইহার অপরভাব বা জন্মপদবাচ্যভাববিকারের কার্য্য (Consequent); এইরূপ বৃদ্ধিপদবাচ্য ভাববিকার, অপরভাব বা কার্য্য, অস্তিপদবাচ্যভাববিকার, ইহার পূর্ব্বভাব বা কারণ (Antecedent)। অন্যান্য ভাববিকারসম্বন্ধেও এইপ্রকার কার্য্যকারণ বা পৌর্ব্বাপর্য্যভাব চিন্তনীয়। জন্মাদি ভাববিকারসমূহ যে পরস্পর কার্য্যকারণভাবে সম্বদ্ধ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, জন্মাদি প্রাগুক্ত ভাববিকারসকলের মধ্যে পরস্পর যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে, তাহা সমরূপ নহে, ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের দ্বিবিধ

"Heat and cold are, in fact, merely relative terms; cold implying not a negative quality antagonistic to heat, but simply the absence of heat in a greater or less degree,"—

অতিমাত্র শৈত্য ও সমধিক তাপের ক্রিয়াকারিত্ব সমান।

"It is singular that intense cold produces the same sensatoin as intense heat, and a freezing mixture, as well as boiling water, will blister the part to which it is applied."— *Chemical Physics. P. 212.*

বিভিন্ন রূপ আমাদের লক্ষ্য হইতেছে। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারকে, (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ভগবান্ বাদরায়ণ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী মুখ্যভাববিকারের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। জন্ম স্থিতি ও তিরোভাব, এই ভাববিকারত্রয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে, উপলব্ধি হয়, ভাব বা অস্তিত্ব ইহাদের মধ্যে সামান্য (Common)। আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এ সকলেই, এক সামান্যভাবের বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র। আবির্ভাব, পূর্ব্বভাব বা কারণ এবং স্থিতি (ব্যক্তাবস্থা) অপরভাব বা কার্য্য এবং স্থিতি পূর্ব্বভাব, তিরোভাব ইহার অপরভাব। আবির্ভাবের সহিত স্থিতিপদবাচ্য ভাববিকারের যেরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধ, স্থিতিপদবাচ্য ভাববিকারের সহিত তিরোভাব বা বিনাশপদবাচ্য-ভাববিকারের কার্য্যকারণসম্বন্ধ যে সেরূপ নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথমোক্ত কার্য্যকারণভাব সদ্রূপ-পরিণামোত্থ, শেষোক্ত কার্য্যকারণভাব বিনাশপরিণামজ। আদিভূত একটী পদার্থহইতে অপর একটীর উদ্ভূতি, ইহা সদ্রূপপরিণামোত্থকার্য্যকারণভাব এবং একটীর বিনাশ বা তিরোভাবে যে অপরটীর সদ্ভাব, ইহা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাব। বীজাঙ্কুর ও দিবসযামিনী, ইহারা যথাক্রমে সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণ-ভাবের দৃষ্টান্ত। সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, শৈত্য-তাপ ইত্যাদি, ইহারা সকলেই শেষোক্ত বা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ*।

"कार्य्यकारणभावस्य द्विविधः कथितोऽनयोः।
सद्रूपपरिणामोत्थो विनाशपरिणामजः॥
एकस्मादपरद्वितीयस्य सम्भवोऽङ्कुरबीजवत्।
कार्य्यकारणभावोऽसौ सद्रूपपरिणामजः॥
एकनाशे द्वितीयस्य यद्भावो दिनरात्रिवत्।
कार्य्यकारणभावोऽसौ विनाशपरिणामजः॥" —

যোগবাশিষ্ঠ, (নির্ব্বাণপ্রকরণ)।

ডাক্তার রিড (Reid), দার্শনিক পণ্ডিত মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিনাশপরিণামজ কার্য্য-কারণভাব অস্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যভাবদর্শনেই কার্য্য-কারণভাব নির্দ্ধারিত হয় না, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যভাবদর্শনেই যদি কার্য্যকারণভাব নির্দ্ধারিত হইত, তাহা হইলে দিন ও রজনীকে পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কারণ শব্দটী কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা যথাযথরূপে অবগত হইতে হইলে, জানা উচিত, অপরভাব (Consequent) পূর্ব্বভাবের কেবল নিয়তপরবর্ত্তীই নহে, পরন্তু, কার্য্য যাবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ তখন পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের অন্যথা হয় না।

[illegible] define the cause of anything (in the only sense in which

"অব্যাহতাঃ কলা যস্য কাল শক্তিমুপাশ্রিতাঃ।
জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষট্ ভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥"—

বাক্যপদীয়।

সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ, এই .দ্বিবিধ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, আমরা পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির অমূল্যগ্রন্থ—বাক্যপদীয়হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম।

শ্লোকটীর অর্থ—

এক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অব্যাহতকলা—নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন শক্তি, কালশক্তির আশ্রয়ে—কালশক্তির নিমিত্ততাপ্রযুক্ত ভাবভেদযোনিজন্মাদি ছয়টী ভাববিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে, জন্মাদি ষড়্ভাববিকার, এক অপরিচ্ছিন্নপরমেশশক্তির কালাবচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র—ইহারা এক অখণ্ডশক্তির কালখণ্ডিত .বিশেষ বিশেষ সত্তা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কালশক্তি কিরূপ ?—পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিলেন, অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাই জন্মাদি ভাববিকাররূপে উপলব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু, কালশক্তি কাহাকে বলে, তাহা না জানিলে, জন্মাদি ষড়্ভাববিকার যে অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না, করুণানিধান

the present inquiry has any concern with causes) to be "the antecedent which it invariably follows", we do not use this phrase as exactly synonymous with "the antecedent which it invariably has followed in our past experience". Such a mode of conceiving causation would be liable to the objection very plausibly urged by Dr. Reid, namely, that according to this doctrine night must be the cause of day, and day the cause of night; since these phenomena have invariably succeeded one another from the beginning of the world. But it is necessary to our using the word cause, that we should believe not only that the antecedent always has been followed by the consequent, but that, as long as the present constitution of things endures it always will be so. And this would not be true of day and night."—

পণ্ডিত মিল বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ চিন্তা করেন নাই। জগৎকে ষড়্ভাববিকারময় এবং প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া বুঝিলে, বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধ যে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ যে একমিথুন (Universally co-existent), পণ্ডিত মিলের তাহা লক্ষ্য হয় নাই। যথাস্থানে এই সকল কথার বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভর্ত্তৃহরি তা'ই স্বয়ংই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা কালশক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

কালশক্তির স্বরূপ—

"একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ॥"— বাক্যপদীয়।

ভাবার্থ।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে যে, জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা গতির (Motion) জ্ঞান, জগৎ পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, এবং ক্রিয়া বা কর্ম্ম, শক্তির আত্মভূত—শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা—শক্তির প্রকটিত রূপ। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; সুখ ও সুখের হেতুভূত পদার্থের ঈপ্সা এবং দুঃখ ও তদ্ধেতুভূত পদার্থের জিহাসা—ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইহারাই কর্ম্মপ্রয়োজন। সুখদুঃখভোগ অচেতন বা জড়ের হইতে পারে না, অচেতন বা জড়পদার্থ সুখদুঃখের ভোক্তা নহে। পুরুষ বা জীবাত্মাই সুখদুঃখের উপভোগকর্ত্তা। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়া বা কর্ম্ম ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। জীবাত্মা, ভোক্তা; ইন্দ্রিয়গ্রাম, ভোগ-করণ; এবং বিষয়, ভোগ্য। কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা প্রবিভক্ত ও কর্ত্তৃকরণাদি কারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই যে আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রিয়া, ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য ও কর্ত্তৃকরণাদিকারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্যপদার্থ, ইহার মর্ম্ম সমান, পাঠক এই কথা স্মরণ করিবেন। ক্রিয়াজ্ঞানই যখন জগতের জ্ঞান এবং ক্রিয়া যখন ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, তখন জগতের জ্ঞান যে ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্যশক্তি, এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পরসম্বন্ধজনিত পরিবর্ত্তনের (ভোগের) উপলব্ধিভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সর্ব্ববীজ—সর্ব্বকারণ—সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্নশক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য ও ভোগ-রূপে অনেকধা—বহুরূপিণী স্থিতিই, কালশক্তি। বুঝিলাম, কাল ও ক্রিয়া, এক পদার্থ।

"কল্ সংখ্যানে" এই 'কল্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' ও 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া অথবা **"কল্ প্রেরণে"** এই প্রেরণার্থক কল্' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' ও 'অচ' করিয়া 'কাল'পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে, যাহা জন্যপদার্থনিকলের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, পরত্বাপরত্ববুদ্ধির যাহা হেতু—পৌর্ব্বাপর্য্যবুদ্ধির যাহা কারণ, তাহা কাল, কালের এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে*। তিথিতত্ত্বে, যাহা সর্ব্বভূতের সৃষ্টিস্থিতি-

---

* "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
[illegible] ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

লয়কারণ, তাহা কাল এই নামে পরিকীর্ত্তিতপদার্থ বলা হইয়াছে *। পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট, কালের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিয়াছেন—কাল, ভাবমাত্রের (ভাববিকার বুঝিতে হইবে)-উৎপত্তি-স্থিতি ও নাশ-হেতু, কাল শরদাদি-রূপে আম্রাদি বৃক্ষের পুষ্পফলপ্রসবশক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে এবং কালই বসন্তাদিরূপে তাহাদের তচ্ছক্তিকে অনুগৃহীত করে †।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে কাললক্ষণ ;—

"লোকানামন্তকৃৎকাল: কালোঽন্য: কলনাত্মক:।
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে॥"—

অর্থাৎ, অখণ্ড-দণ্ডায়মান ও কলনাত্মক ভেদে কাল প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যে কাল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থিতিনাশকারণ, যে কাল অমৃত, তাহা, অখণ্ড-দণ্ডায়মান কাল, এবং যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—যাহা নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক বা খণ্ড কাল। কলনাত্মক কালও আবার স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। (ক্রিয়াও যে মূর্ত্তামূর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, তাহা স্মরণ করিবেন।)

বেদে কালের স্বরূপ অতিবিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অথর্ব্ববেদসংহিতায় বর্ণিত অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকালের স্বরূপ দর্শন করিবেন। কাল কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—

"সূর্য্যো মরীচিমাদত্তে। সর্ব্বস্মাদ্ভুবনাদধি॥
তস্যা: পাকবিশেষেণ। স্মৃতং কালবিশেষণং॥"

ক্রিয়া ও কাল যে এক পদার্থ এবং ক্রিয়ামাত্রেই যে অগ্নীষোমাত্মক, উদ্ধৃত মন্ত্রটী দ্বারা তাহাই বুঝান হইয়াছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃতবিবরণ প্রদত্ত হইবে।

"তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্র: পরপুরঞ্জয়:।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কাল: সর্ব্বসমাহর:॥"—

রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে।

রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্র, দুষ্কৃতবিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ—ভূভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাবণাদি অনন্যজেয় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে পর, পৃথিবী যখন শান্তা হইলেন, ধর্ম্ম যখন সুচারুরূপে সংস্থাপিত হইল,

* "কলনা{ সর্ব্বভূতানাং স কাল: পরিকীর্ত্তিত:।"— তিথিতত্ত্ব।

† "কালোভাবমাত্রস্যোৎপত্তিস্থিতিবিনাশহেতু: শরদাদিরূপেণাম্রাদীনাং পুষ্পফলপ্রসবশক্তী: প্রতিবধ্নাতি বসন্তাদিরূপেণ চ তা অনুজানাতীতি তদনুবিধায়কহেতুতা তস্য।"— মঞ্জুষা।

অর্থাৎ ভগবানের অবতরণোদ্দেশ্য যখন সংসিদ্ধ হইল, তখন কমলযোনি, ভগবানের মর্ত্তধামে অবস্থান করিবার আর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, কালকে দূতরূপে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাপসবেশধারী কাল, ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিবেদন করিলেন, হে মহাসত্ত্ব,—মহাবল রাজন্! আমি যেজন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। পিতামহ (ব্রহ্মা) আমাকে দূতরূপে ভবদন্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন *। আমি আপনার পূর্ব্বভাবের—পূর্ব্বাবস্থার (হিরণ্যগর্ভাবস্থার) পুত্র, পরপুরঞ্জয়, সর্ব্বসমাহর (সর্ব্ববস্তুসংহারকর্ত্তা) মায়া-সম্ভাবিত (মায়া—ভগবৎ-সঙ্কল্পশক্তি-দ্বারা সম্ভাবিত—উৎপাদিত) কাল †।

কাল তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল?—কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ। ক্রিয়া যেমন মূর্ত্ত-ও-অমূর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, কালও সেইপ্রকার মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে দুই-প্রকারের। ভাষাপরিচ্ছেদে কালকে, পরত্বাপরত্বধী-হেতু বলা হইয়াছে; একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে, কাল কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের ইহাই পর্য্যাপ্ত উত্তর। জগৎ, মায়াবিজৃম্ভিত চিজ্জড়াত্মক পদার্থ, জগৎ ক্রিয়ার মূর্ত্তি—ক্রিয়াজ্ঞানই জগতের জ্ঞান, এই সকল কথার মর্ম্মচিন্তা করিলে, আমরা কি বুঝিতে পারি? যাহা বুঝিতে পারি, ভাষাপরিচ্ছেদ কালকে পরত্বাপরত্বধী হেতু বলিয়া সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইতেছে। উৎপত্তিবিনাশশীল জ্ঞান, সম্বন্ধাত্মক (Relative) এবং সম্বন্ধজ্ঞান, দ্বৈতজ্ঞানমূলক। পরত্বাপরত্ব বা পৌর্ব্বাপর্য্য, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কার্য্যকারণসম্বন্ধই ইহাদিগের-দ্বারা অভিব্যক্ত হইতেছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, এ কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, পরভাবহইতে অপরভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অনাগত বা সূক্ষ্মাবস্থাতে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হইতে পারে না। সকলপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থই অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা-হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিতেছে। ধর্ম্মিমাত্রেই শান্ত; উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ধর্ম্মে অন্বিত, অতএব, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। ভাব ও ক্রিয়া, বুঝিয়াছি, এক পদার্থ, পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্বক্রিয়া, কারণ

* "শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল॥"—

† কালতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরবোধে পূজিত দার্শনিকদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দুরবগাহ কালতত্ত্ব পূজ্যপাদ মহর্ষি বাল্মীকির লেখনী হইতে লীলাচ্ছলে—অবলীলাক্রমে একটী শ্লোকদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং যাহা নির্ণীত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কোন চিন্তাশীল বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহদায়তন গ্রন্থদ্বারা এই একটীমাত্র শ্লোকনির্ণীত [illegible] অধিক তত্ত্ব কিছু দিতে পারিয়াছেন কি?

এবং অপরভাব বা অপর ক্রিয়া, কার্য্য। ক্রিয়া ও কাল, বুঝিলাম, সমান বস্তু, অতএব, বলিতে পারি, পূর্ব্বকাল, কারণ এবং অপরকাল, কার্য্য। সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ, জন্মাদিভাববিকারাত্মক বা পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধজ্ঞানমূলক—পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধিতে ভাসমান পদার্থ *।

চিন্তিতের প্রতিচিন্তন—কথায় কথায় আমরা বহুদূরে আসিয়াছি। বহুদূরে আসিয়াছি বটে কিন্তু,প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধহীনদেশে আগমন করিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত যে সকল কথা বলা উচিত, স্থান ও শক্তির অভাবে, নিজ বিশ্বাস, তাহা বলা হয় নাই। গ্রন্থের মধ্যে এই সকল প্রস্তাব পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবে, যথাশক্তি সেইসময় ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ যে যে বিষয়ের চিন্তা করা হইল, তত্তদ্বিষয়ের প্রতিচিন্তন করিতে করিতে মূলবিষয়ের অভিমুখে গমন করা যাউক।

আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সমাজ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক মনে হওয়ায়, আমরা সমাজ কাহাকে বলে, তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সমাজশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া, অবগত হইয়াছি, সমানমন্ত্র, সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূতভাবের নাম 'সমাজ'। শরীর বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সমাজ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিয়া, বিদিত হইয়াছি, সমাজ ও

---

* Time ও Space কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সিদ্ধান্ত সুগম ও সংশয়বিরহিত হয় নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের উক্তি,—

"Thus we cannot conceive Space and Time as entities, and are equally disabled from conceiving them as either the attributes of entities or as non-entities. We are compelled to think of them as existing; and yet cannot bring them within those conditions under which existences are represented in thought."—

দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ Space এবং Timeকে বৌদ্ধপরিণাম (Forms of the intellect) বলিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, Time এবং spaceকে বৌদ্ধপরিণাম বলাতে ইহাদের স্বরূপ অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। Space ও Timeকে বৌদ্ধপরিণাম বলিলে, ইহাদের অনুভব-যোগ্যতা থাকিত না।

"For if Space and Time are forms of thought, they can never be thought of; since it is impossible for anything to be at once the form of thought and the matter of thought."—

পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে ;—"The abstract of all sequences is Time."—

ইহা শাস্ত্রেরই কথা। আমরা পরে দেখাইব পণ্ডিত স্পেন্সার Time এবং Spaceএর স্বরূপ ভালরূপ বুঝাইতে পারেন নাই।

শরীর, সমানলক্ষণপদার্থ। সাধর্ম্মবৈধর্ম্ম্যবিচারই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়, কোন বস্তুকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, যে কোন বস্তুই হউক, তাহা, তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোন-রূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, জ্ঞাতবস্ত্বন্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়। সমাজের স্বরূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, আমরা এইনিমিত্তই নরশরীরের প্রতিকৃতি সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি *।

নরশরীরব্যাকরণ স্থূলতমভাবেই করা হইয়াছে, তথাপি এতদ্দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি, শরীর অসংখ্য ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্রবৃহৎ যন্ত্র-সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শারীরকার্য্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে, শাস্ত্রচরণপ্রসাদে বিদিত হইয়াছি, জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন, নরশরীরে এই ত্রিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন এই ত্রিবিধ কার্য্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ ও যতসংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন, করুণাময় পরমপিতা ঠিক সেইরূপ ও ততসংখ্যক যন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন। সংহতি বা সমষ্টি পরার্থ মূর্ত্তি, পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত, সংহতি বা সমষ্টির নিজপ্রয়োজন কিছুই নাই। সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের মূল-উদ্দেশ্য সমান এবং এইজন্য সকলে মিলিতহইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে; কোন যন্ত্রই অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারগ নহে। শারীরযন্ত্রসমূহ শরীরির বা আত্মার প্রয়োজনসাধনের নিমিত্তই পরস্পরমিলিত হইয়াছে। সমাজশব্দটার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম, সমাজ। অতএব সমাজ, একটী বৃহৎ শরীর। শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজও তদ্রূপ ভিন্নভিন্ন-শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্রসংহতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজ-শরীরের ইহারাই যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবে সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না।

আবির্ভাবাত্মক রজঃ ও তিরোভাবাত্মক তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির

---

* সমাজ কাহাকে বলে, বলিতে গিয়া, নীরস শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে এত কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে এই প্রকার মত প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা জানি। শারীরতত্ত্ব, সাধারণ পাঠকের সমীপে অপ্রীতিকর বলিয়া অনাদৃত হইলেও, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরমাদরের সামগ্রী, সন্দেহ নাই। কথা হইতেছে, অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে কি না? সকল বিষয়ই দেশ কাল-ও-পাত্রানুসারে উপাদেয়-বা-হেয়রূপে অবধারিত হইয়া থাকে। শারীরতত্ত্ব উপাদেয় পদার্থ হইলেও সকল দেশকালে বা সকল পাত্রের নিকটে ইহা সমভাবে আদৃত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত পুরুষের পার্থিব ধন এবং বিষয়বিরক্ত ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার পরমেশচরণ যেমন সার্ব্বভৌমরূপে প্রিয় সামগ্রী বোধ হয়, অন্য কোন বস্তু তেমন সার্ব্বভৌমরূপে প্রীতিকর নহে। লোকমাত্রেই ভিন্নরুচি। শারীরতত্ত্ব আমাদের [illegible] এবং এ স্থানে শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক

অন্যোন্যাভিভবভাব হইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ-ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করে, সেই অনন্তভাবতরঙ্গের সমষ্টিই জগৎ, প্রত্যেক জাগতিকপদার্থই এক-একটী ত্রিগুণময়ভাবতরঙ্গ। প্রত্যেক জাগতিকপদার্থই ত্রিগুণপরিণাম বটে, কিন্তু, ত্রিগুণের ভাগ সকল পদার্থেই সমান ভাবে নাই, থাকা সম্ভবও নহে। প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতেই বিবিধ বিচিত্র জগতের আবির্ভাব এবং ইহার সদৃশ-পরিণামহইতেই লয় হইয়া থাকে *।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্যভাব, নানাভাবে বিভক্ত (Differentiated) হইয়াই পরিদৃশ্যমান উচ্চাবচ জগদাকার ধারণ করিয়াছে, অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, এই সকল কথার সহিত জাতিভেদই সৃষ্টি, এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই শব্দচতুষ্টয়ের স্বরূপ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যবশতঃ প্রধানতঃ উপলভ্যমান কতপ্রকার জাতিভেদ হইতে পারে, শব্দচতুষ্টয় তাহাই বলিয়া দিতেছে। জাতিভেদ বেদাদি নিখিল শাস্ত্রানুমোদিত বলাই বাহুল্য, সুতরাং সূক্ষ্মদর্শির সমীপে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

জাতিভেদ প্রাকৃতিকপদার্থ বটে, কিন্তু, ভারতবর্ষভিন্ন অন্য দেশে ইহার ভিন্নতা সার্ব্বভৌমরূপে লক্ষিত হয় না। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী, ইহার একটী গতি বহির্মুখীন আর একটী গতি অন্তর্মুখীন, একটী পরাচীন আর একটী প্রতীচীন, একটী Centrifugal, অপরটী Centripetal। পরিণামিভাব যখন বহির্মুখীন হয়, ইহার পরাচীন গতি যখন প্রবল হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ এবং অন্তর্মুখীন গতি যখন (ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে) বেগবতী হয়, তখন লয়পরিণামসংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্কের চরণকৃপায় বুঝিয়াছি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং রজঃ ও তমঃ (Attractive and repulsive forces) উভয় পার্শ্বে, ত্রিগুণময়ী; প্রকৃতির এই রূপ। সত্ত্ব, কেন্দ্র বা সন্ধিস্থান, আবির্ভাবতিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের ধারক, এই অবিলোপিপদার্থের আশ্রয়েই ভাবাভাবময় রজঃ ও তমঃ ক্রীড়া করে †।

* "To say that the primary re-distribution is accompanied by secondary redistributions, is to say that along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous state to a heterogeneous state. The components of the mass while they become integrated also become differentiated."— *First Principles. P. 330.*

† "सन्धिरप्यविलोपः स्यादेतयोरेव मध्यगः ।
भावाभावैर्यथैकात्मा नित्या चेती तथैवहि ॥" যোগবাশিষ্ঠ।

ভগবান্ যাস্কের কথাই বশিষ্ঠদেব শব্দান্তরদ্বারা বুঝাইয়াছেন।

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি, একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চলি না, স্থিতিই গতির লক্ষ্য। একেবারে স্থির হইবার নিমিত্ত—চিরশান্তিনিকেতনে চিরদিনের জন্য প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিবে, এই উদ্দেশ্যেই জীবজগৎ, সদাচঞ্চল নিয়তগতিশীল। সাম্যই (Equilibrium অবস্থাই) গতির লক্ষ্যবিন্দু। যাহারা গতিশীল তাহারাই যে সত্ত্ব বা কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিবার চেষ্টা করে, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু, যাবৎ বাসনা না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সকামকর্ম্মজনিত সংস্কার ভোগদ্বারা যাবৎ-মন্দীভূত না হয়, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অবিদ্যাধ্বান্ত যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ কেন্দ্রাভিমুখীন গতি হয় না, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জীব তাবৎ গন্তব্যস্থানের বিপরীতদিকে গমন করে *। হিন্দুদিগের গতি কেন্দ্রাভিমুখীন, হিন্দু আধ্যাত্মিকজাতি। বৈষয়িক উন্নতি, হিন্দুজাতির চরমলক্ষ্য নহে, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ-সাধনের জন্যই হিন্দুজাতি ব্যাকুল। হিন্দুচিত্তনদী ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, হিন্দুহৃদয় সংসারকে গন্তব্যস্থানে যাইবার সহায়বোধে আদর করে, পথিকের কাছে পান্থনিবাসের যেরূপ আদর, হিন্দুর সমীপে সংসারের আদরও তদ্রূপ, তাহা হইতে অধিকতর নহে। সাংসারিকসুখসাধনকে হিন্দু কুঞ্জরশৌচবৎ দুঃখনির্বর্ত্তক

* "যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি॥"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ যে কালে হৃদয়শ্রিত কামনা সকল প্রলীন হয়, আত্মাই এক মাত্র কমনীয় পদার্থ এই জ্ঞানসূর্য্যের প্রখরকরে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার বিষয়বাসনা সমূলতঃ বিশীর্ণ হয়, তৎকালে মানব মরণধর্ম্মা হইয়াও বর্ত্তমান শরীরেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যালক্ষণ অনাত্মবিষয়ককামই মৃত্যু, অনাত্মবিষয়ককামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই মানব নানাবেশে বিবিধ দেশে ভ্রমণ করে, পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাববিকারে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়।

পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন ;—

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ সংযোগঃ।"

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১৭।

অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে উপরতমন যখন আত্মস্থ হয—আত্মেতরবিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া যখন অন্তর্মুখীনবৃত্তি হয তখন ইহার নিরোধ পরিণাম (Equilibrium mobile) হইতে থাকে ; মন এইকালে সর্ব্বদুঃখহর অনারম্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে যোগ বলে। ভগবান পতঞ্জলিদেবের 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এই অমূল্য সূত্রটীরও ইহাই তাৎপর্য্য। কামনাশূন্য হইতে না পারিলে মানব কদাচ সে ঈপ্সিততম অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিবে না তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। জড়বিজ্ঞান দ্বারাও ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে। আমরা পরে এ সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পাঠক ! পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের 'First Principles' নামক গ্রন্থের 'Equilibration' অধ্যায়টী মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন।

বলিয়া বুঝিয়া থাকে। হিন্দুর সংসার বিদেশীয়দিগের চিত্তপ্রতিবিম্বিত সংসার-প্রতিকৃতি হইতে স্বতন্ত্রপদার্থ। হিন্দু সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধন বা উপায়-বোধে ভালবাসে, বিদেশীয়দিগের সংসারই উদ্দেশ্য, হিন্দুর সংসার Means, বিদেশীয়দিগের সংসার Ends। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ, আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝেন না, পার্থিবতার আপাতমধুর মোহন আকর্ষণে তাঁহারা সদাকৃষ্ট,:অন্তর্মুখ হই-বার অবসর পান্ না, বিষয়কামনা তাঁহাদিগকে অন্তর্মুখ হইতে দেয় না, তা'ই বহির্দ্দেশের সংবাদ দিতেপারিলেও অন্তর্দ্দেশের কোন সংবাদ তাঁহারা জানেন না। অন্তর্দ্দেশের তত্ত্ব লইবার তাঁহাদের অবকাশও নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছা ও হয় না। এ জাতি আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিবেন কিরূপে? হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা-নুযায়িজাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু-দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায়, জাতিভেদ আছে, তা'ই তোমাদের মধ্যে সমত্ব নাই, তা'ই তোমরা দুর্ব্বল। জাতিভেদ নাই বলিলেই কি জাতিভেদের মূল উৎপাটিত হইতে পারে? যাহা প্রাকৃতিক, মানবীয়শক্তি তাহা নষ্টকরিতে পর্য্যাপ্ত নহে। যে প্রকৃতির প্রেরণায়, ইয়ুরোপ-আমেরিকাবাসী আধ্যা-ত্মিক জাতিভেদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, সেই প্রকৃতির উপদেশেই স্বভাবস্থিত আর্য্যজাতি, জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে অনিচ্ছুক। হিন্দু বেদ-ভক্তজাতি, হিন্দু বেদকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া পূজাকরে, যাহা বেদবিরুদ্ধ, হিন্দু তাহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করে। মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এই জন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ বেদানুমোদিত নহে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বেদে জাতিভেদের কথা বহুস্থানে আছে, সুতরাং অন্যান্য বেদ যে প্রকৃতবেদ নহে, প্রথমে তাহা সপ্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আয়াসস্বীকার করা হইযাছে। তাহাতে ও উদ্দেশ্যসংসিদ্ধির সুবিধা হইল না, কারণ যে বেদকে পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রকৃতবেদ (The Veda) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ যে প্রাকৃতিক, সেই ঋগ্বেদেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলর তথন বুঝাইতে লাগিলেন ঋগ্বেদের একটীমাত্র মন্ত্রে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়, ঋগ্বেদের অন্যকোথাও জাতিভেদের কথা নাই। আর 'শূদ্র' ও 'রাজন্য' এই শব্দদ্বয় যে অপেক্ষাকৃত নবীন, ইয়ুরোপীয় সমালোচক, অনায়াসেই তাহা বুঝিতে সক্ষম। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ঋগ্বেদরচনার কিশোরাবস্থায় জাতিভেদ ছিল না। যে ঋঙ্মন্ত্রটীতে জাতিভেদের কথা আছে তাহা অবরকালীন। কথাটা:নিখিলশাস্ত্র-ও যুক্তির অননু-মোদিত। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ, শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ অনন্ত, ঋগ্বেদাদি-সংহিতাচতুষ্টয়ই বেদ নহে, সাধুশব্দমাত্রেই বেদ।

বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ ও তাঁহাদের স্বভাবচ্যুতহিন্দুশিষ্যগণের কথাত দূরের, যাহা বলিলাম, অনেক বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিকহিন্দুরও ইহাতে বিশ্বাস হইবে না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শব্দের পরিণাম, এ কথা কতদূর যুক্তি-ও-শাস্ত্রসম্মত, তাহা জানিতে হইলে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-ও-নাশসম্বন্ধে, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, অগ্রে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়সম্বন্ধীয় প্রচলিতমত সকল বিদিতহইলে, বিশ্ব শব্দের পরিণাম, একথা যুক্তিসঙ্গত কি না তাহা সুগম হইবে, তা'ই আমরা সংক্ষেপে স্বদেশীয় ও বিদে-শীয় আস্তিক ও নাস্তিক মতসকলের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যেও আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুইপ্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত আছে,বটে কিন্তু আস্তিক ও নাস্তিক এই শব্দ দ্বয় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইংরাজী ভাষার 'Theistic' ও 'Atheistic' এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঠিক তদর্থের বাচক নহে, আমা-দের আস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Theistic' এবং আমাদের নাস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Atheistic' সমান পদার্থ নয়। আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে, তদনুসারে ষড়্বিধ আস্তিক ও ষড়্বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশপ্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা, এই ষড়্বিধ দর্শনকে আস্তিক এবং চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও জৈন, এই ছয় প্রকার দর্শনকে নাস্তিকদর্শনশ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতকে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে অসৎ কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-নামক গ্রন্থে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, সৎহইতে অসতের উৎ-পত্তি, সৎ হইতে সতের অভিব্যক্তি এবং এক সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) হইতে দৃশ্যমান কার্য্য-সমূহের বিবর্ত্ত, কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধীয় এই চতুর্ব্বিধমতের উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে যে ত্রিবিধ প্রস্থানভেদের কথা আছে, তাহার সহিত পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যের কোন মতবিরোধ নাই। বস্তুতঃ সকল বাদই অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ-বাদের অন্তর্ভূত। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক মতকে শাস্ত্রে যেমন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার বিশ্বকার্য্যের কারণনির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই-প্রকার, জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান্, জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট ও ইহা ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষদ্বারা সৃষ্ট, এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। *

---

* "Self-existence" আদি ত্রিবিধমতের স্বরূপ, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ ও সৎকার্য্যবাদ (Development from pre-existing forms) এই দ্বিবিধবাদের কথা বলিয়াছেন। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমতকে এই ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভূত করাহয় বটে, কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের অসৎকার্য্যবাদ এবং সৌগতাদি নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ সমান পদার্থ নহে। ভগবান্ গোতম ও কণাদ অসৎ শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, নাস্তিকেরা ইহার সে অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ভগবান্ গোতম ও কণাদ যে অর্থে অসৎ শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ভাব ও অভাব

"In the first place, it is clear that by self-existence we especially mean an existence independent of any other—not produced by any other: the assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation. In thus excluding the idea of any antecedent cause, we necessarily exclude the idea of a beginning; for to admit the idea of a beginning—to admit that there was a time when the existence had not commenced—is to admit that its commencement was determined by something or was caused, which is a contradiction. Self-existence therefore necessarily means existence without a beginning, and to form a concepion of self-existence, is to form a conception of existence without a beginning."

* * * * * * *

"The hypothesis of self-creation, which practically amounts to what is called Pantheism, is similarly incapable of being represented in thought. Certain phenomena, such as the precipitation of invisible vapour into cloud, aid us in forming a symbolic conception of a self-evolved universe."

* * * * * * *

"Really to conceive self-creation, is to conceive potential existence passing into actual existence by some inherent necessity; which we cannot do. We cannot form any idea of a potential existence of the universe as distinguished from its actual existence."

* * * * * * *

"There remains to be examined the commonly-received or theistic hypothesis—creation by external agency. Alike in the rudest creeds and in the cosmogony long current among ourselves, it is assumed that the genesis of the Heavens and the Earth is effected somewhat after the manner in which a workman shapes a piece of furniture."

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ ও মন্তব্য প্রকাশ।

১। Self-existence—জগৎ অনাদি কাল হইতেই আছে। যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, জগৎ যখন সাদি নহে তখন ইহার আবার কারণ কি হইবে? জগতকে অনাদি বলা ও ইহার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকারকরা সমান অর্থ।

এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ পরিচয়গ্রহণকরা আবশ্যক; এই নিমিত্ত আস্তিক অসৎ-কার্য্যবাদ এবং ভগবান কপিল ও পতঞ্জলিদেবের সৎকার্য্যবাদের কতকটা আভাস দিয়া আমরা ভাবও অভাব, এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। ভাব ও অভাব এই শব্দ দ্বয়ের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করাহইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি, জগৎ নিরন্তর

সংসার যে অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংসারের যে আদি নাই ইহাত শাস্ত্রের উৎসৃষ্ট, শাস্ত্রীয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিকৃত বলিয়া, জগৎ অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, এই অমূল্য শাস্ত্রীয় উপদেশের সারতম অংশটুকু ইহাতে নাই, ইহা উল্লিখিতশাস্ত্রীয়-উপদেশের মৃত-দেহ-মাত্র, ইহাতে প্রাণ নাই। পণ্ডিত স্পেন্সার বিশ্বের কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটী পরস্পরবিরুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন সর্ব্ব-সংশয়বিনাশিনী সর্ব্ব-বিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী এবং তাঁহার চরণসম্ভূত আস্তিক-দার্শনিকেরাও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই মতত্রয়কে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সমদর্শিশাস্ত্র ইহাদিগকে সে দৃষ্টিতে দেখেন নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের দৃষ্টিতে ইহারা অগ্নিজলের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত, সমদর্শক শাস্ত্রীয়সমীক্ষণে ইহারা বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত নহে।

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৩।১০।১৩০।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব যে অত্যন্তগহন—অতীব দুর্জ্ঞেয়, বিশ্ববিধাতা বা জগৎস্বামী ব্যতীত সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করা যে অন্য কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে, সৃষ্টিরহস্য সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসবৎ-আবির্ভূত বেদের চরণে শরণ-গ্রহণ করা ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই, উদ্ধৃত-মন্ত্রটীদ্বারা ভগবান্ তাহাই বুঝাইয়াছেন।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ।

যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে, বিবিধ গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপে বিচিত্র এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন জগৎকে আর কে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ? জগৎ কোন্ উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইতে সৃষ্ট, বিশ্বাধ্যক্ষ ব্যতীত তাহাই বা কে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিয়াদিতে সক্ষম? জগতের সৃষ্টিরহস্য-উদ্ভেদ করিতেগিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে; কাহার মতে জড়-প্রকৃতি হইতে অকর্তৃক জগৎ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে (পণ্ডিত স্পেন্সার এই মতের পক্ষপাতী)।

"জড়াৎপ্রধানাদকর্তৃকমিদং জগন্স্বয়মজায়তেতি।"— সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য।

কোন মতে প্রকৃতি, জগতের উপাদানকারণ, কেহ বলেন জগৎকার্য্যের পরমাণু সমবায়িকারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে এই প্রকার বহুবিধমত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরব্যতিরেকে সৃষ্টি তত্ত্বসম্বন্ধীয় সমীচীন উপদেশদিবার শক্তি অন্য কাহার নাই। বেদ ঈশ্বরোপদেশ, সুতরাং বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বই অভ্রান্ত। বেদে জগৎকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জগদাধার-বা-জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, প্রাণময়জগৎকে মৃত বলিয়া বুঝান হয় নাই। জগতের অনাদিত্ব-প্রতিপাদন করিতে গিয়া পণ্ডিত স্পেন্সার জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়াদিয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ববাদ তাঁহার কাছে নাস্তিক (Atheistic) বাদ। বেদ, এই অনাদিত্ব বাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

পরিবর্ত্তনশীল, কোন জাগতিকপদার্থ মুহূর্ত্তের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না, আবির্ভাবাদি প্রবৃত্তিতে জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিমান্, ক্রিয়া হইতেহইলে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন, গতি (Motion), তাপ ও শৈত্য, (অগ্নি, সোম, Heat and cold), অন্যোন্যাভিভব এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পরীণ ক্রিয়াফল ভিন্ন অন্য

পরিশেষে বক্তব্য, পণ্ডিত স্পেন্‌সার সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। একবার বলিয়াছেন, 'জগৎ অকৃতক', ইহা স্বয়ং আবির্ভূত ও অনাদি, আমরা অগত্যা এই মতের পক্ষপাতী হইতে বাধ্য হইলাম। "We are obliged therefore to fall back upon the first, Self existence, which is the one commonly accepted and commonly supposed to be satisfactory."—

আবার ইহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে—

"Thus these three different suppositions respecting the origin of things, verbally intelligible though they are, and severally seeming to their respective adherents quite rational, turn out, when critically examined, to be literally unthinkable."—

অর্থাৎ জগতের আদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যে তিনটী পরস্পর বিভিন্নমতের উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বাক্যনিষ্পাদিত-অর্থের যুক্তিসঙ্গতত্ব সুখবোধ্য হইলেও, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয়, ইহাদের তাত্ত্বিকার্থ, বুদ্ধির অবিষয়।

পণ্ডিত স্পেন্‌সারই বলিয়াছেন,—"Differing so widely as they seem to do, the atheistic, the pantheistic and the theistic hypotheses contain the same ultimate element." অর্থাৎ, নাস্তিকবাদ (Self-existence বাদকে পণ্ডিত স্পেন্‌সার নাস্তিকবাদ বলিয়াছেন), বিবর্ত্তবাদ (Self-creation-বাদ) ও আস্তিকবাদ, আপাতদৃষ্টিতে এই বাদত্রয় পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, সকলেই এক মূলপদার্থকে লক্ষ্য করিতেছে। তবেই বলিতে হইল, পণ্ডিত স্পেন্‌সার দুর্ব্বোধ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, বিপন্ন হইয়াছিলেন।

দার্শনিক পণ্ডিত ম্যান্‌সেল, তাঁহার "The Philosophy of the conditioned"-নামক গ্রন্থে—

১। Materialism বা জড়বাদ (জড়পদার্থ বা Matter-ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, মন, অন্তঃকরণ-প্রত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য—Phenomena of consciousness, ইত্যাদি সকলেই, যকৃৎহইতে পিত্তনিঃসরণের ন্যায়, জড়শক্তিহইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এই বাদ);

২। Idealism,—বিজ্ঞানবাদ (এ বাদ জড় বাদের ঠিক বিপরীত, এ বাদ Matterএর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। Mind-ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, ইহাই এ বাদের সিদ্ধান্ত);

৩। Indifferentism (এ বাদ Mind ও Matter, দুইকেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এ বাদের অভিপ্রায়, প্রকৃতবস্তুতত্ত্ব মন বা জড়পদার্থ-নিষ্ঠ নহে, মন ও জড়পদার্থহইতে বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, মন ও জড়পদার্থ তাহার ধর্ম্ম বা গুণ)।

ম্যান্‌সেলের উক্তি,—"In other words, it may be maintained, first, that matter is the only real existence, mind and all the phenomena of consciousness being really the result solely of material laws; the brain, for example, secreting thought as the liver secretes bile; and the distinct personal existence of which I am apparently conscious being only the result of some such secretion."—

The Philosophy of the conditioned. P. 7.

কিছু নহে। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, সুতরাং, ইহা অগ্নীষোমাত্মক, জগতের অনুভূতি, অগ্নি এবং সোম, এই দ্বিবিধ শক্তিজনিত ক্রিয়ার অনুভূতি; আমাদের জ্ঞান, দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আমরা স্থূলদর্শী, তা'ই জগৎ আমাদের কাছে ভাবাভাবময়, তা'ই আমাদের জ্ঞান সদসদাত্মক। ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, এই নিমিত্ত দেশ কাল তাঁহাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না—দেশকালের আবরণে তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত হয় না। যাহা সৎ বা বিদ্যমান—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা ভাব। যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা ক্রিয়া বা গুণ। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, তাহা অসৎ।

যাঁহারা নাস্তিক, দেশকালপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ এবং ক্ষীণযুক্তিই যাঁহাদের প্রমাণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কালের এই অবস্থাদ্বয়ের অস্তিত্ব তাঁহারা বিশ্বাসকরিতে পারেন না, তা'ই অভাব (Nothing)-হইতে জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারা এই মতের সমর্থক।

যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, আস্তিকেরা সেই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাকে অসৎ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। অতএব, আস্তিক-ও-নাস্তিক-দৃষ্টিভেদে অসৎ-শব্দের অর্থ ভিন্ন। তর্কশাস্ত্রে, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব—অভাবকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা, ইহা নয়,—ইহা, ইহাহইতেই ভিন্ন, এবম্প্রকার প্রতীতিসাক্ষিক—এইরূপ অনুভবাত্মক অভাব, অন্যোন্যাভাব (Mutual non-existence)। অশ্ব যাহা, গো তাহা নহে, অশ্বাত্মাতে গো অসৎ, এবং গবাত্মাতে অশ্ব অসৎ *। অন্যোন্যাভাবহইতে ভিন্ন অভাবের নাম 'সংসর্গাভাব', সংসর্গাভাব আবার 'প্রাগভাব' 'প্রধ্বংসাভাব' ও 'অত্যন্তাভাব'-ভেদে ত্রিবিধ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রাগভাব', উৎপত্ত্যনন্তর কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রধ্বংসাভাব', এবং নাই, হ'বে না, হয় নাই, এইরূপ অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংসর্গাভাব, 'অত্যন্তাভাব' নামে উক্ত হইয়া থাকে †।

পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন, অভাবহইতে ভাবোৎপত্তিবাদের নাম আরম্ভবাদ, এবং সৎহইতে সতের উৎপত্তিবাদ, পরিণামবাদ। কথাটা শাস্ত্রীয় মতের অনুকূল নহে।

* "अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः।"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

"नचेदमिदम भवति—इदमेतद्भिन्नमितिप्रतीतिसाक्षिकोऽभावोऽन्योन्याभावः, यदिदमाहुः-तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभाव।"— ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

পণ্ডিত ব্যালেন্টাইন্ (J. R. Ballantyne) অন্যোন্যাভাবকে 'Mutual non-existence' বা 'Difference' বলিয়া, অনুবাদ করিয়াছেন।

পণ্ডিত ব্যালেনটাইনের উক্তি—"Mutual non existence or difference(anyonyabhava) is that of which the relation to its counterpart is distinguished by the separate identity there of."

† "संसर्गोऽपि त्रिविधः। अत्यन्ताभावप्रागभावप्रध्वंसाभावभेदात्। नास्तीत्यनुभवसिद्धो नित्य-

ভাব ও অভাবের স্বরূপদর্শন করিয়া কি শিক্ষা পাইলাম ? — শিশুগণ, দেখিতে পাই, মাতৃকুক্ষিহইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে। যাঁহারা আধিব্যথিত—প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিরহজনিত দুঃখে পীড্যমান, দুঃসহ ব্যাধির যাতনায় যাঁহারা অস্থির, তাঁহারাইত রোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু, সদ্যোজাত নিরাময়-শিশু এ দেশে পদার্পণ করিয়াই মুষিতহৃদ্য, রোগার্ত্ত বা বিপন্নের ন্যায় ক্রন্দনকরে কেন ? অশিক্ষিতশাঠ্য, সুকুমার, সরল শিশুকে জাতমাত্রেই কে কাঁদাইয়া থাকে ? কপটতাবিহীন, নিরপরাধ শিশুকে কাঁদাইতে ইচ্ছা কাহার হয় ? যে কারণে, বালকযুবা ক্রন্দন করে, যে কারণে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ অশ্রুবর্ষণ করে, সদ্যস্কশিশুও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সেই কারণে কাঁদিয়া থাকে। স্নেহময়ীজননীর শান্তিময়-অঙ্কহইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই শিশুগণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করে। গর্ভবাসকালে শিশু যে ভাবে থাকে, গর্ভচ্যুত হইয়া, সে ভাবে থাকিতে পারে না। বুঝিয়াছি পরিবর্ত্তনই মৃত্যু, সংসার বা জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক, অতএব, ইহা মৃত্যুর রাজ্য। ভীষণ কঠোর-শাসন শমনগ্রাসে পতিত, শমনভয়নিবারিণী জননীর অঙ্ক-চ্যুত বিপন্ন শিশু, কালের ভীষণ-রূপ নিরীক্ষণ করিয়াই কাঁদিয়া উঠে। অবিরাম একভাবহইতে ভাবান্তরে গমন করার নামই সংসারবাস *। জন্মাদি-ভাববিকার-সকলকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, সূক্ষ্মদর্শির নয়নে ইহারা সে ভাবে লক্ষিত হয় না। জন্ম আমাদের সমীপে উৎসবের, এবং মৃত্যু শোকের সামগ্রী, কিন্তু, সূক্ষ্মদর্শী জন্ম ও মৃত্যুর প্রভেদ দেখেন না। জন্ম যে মৃত্যুহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, সুকুমার স্বল্পবোধ শিশুগণও তাহা জানে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তা'ই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে. মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকে না, আত্মীয়বর্গমাত্রেই আনন্দে নিমগ্ন হ'ন, কিন্তু, যাহার জন্য এত আনন্দ, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে। জন্মই হউক, অথবা মৃত্যুই হউক, জাতের বা মৃতের সমানোদকদিগের যে অশৌচ হইয়া থাকে, হিন্দু-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা কেন জন্মাশৌচব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা সাধারণতঃ চিন্তাকরি না। করুণাময় শাস্ত্রকারেরা, জন্ম ও মৃত্যু যে সমানসামগ্রী, নানাবিধ উপায়েই তাহাই বুঝাইবার চেষ্টাকরিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যুকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতে যিনি পারগ হইয়াছেন, ভাববিকারসমূহ পরস্পর-শৃঙ্খলিত, জন্ম ও মৃত্যু বা আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, ইহারা ভাব-

---

সংসর্গাভাবোঽন্যোন্যাভাবঃ। বিনষ্ট ইতি প্রতীতিবিষয়োবিনাশপ্রতিযোগিমানভাবো ধ্বংসঃ বিনাশ্যভাবঃ প্রাগ্‌ভাবঃ।"— ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

* 'সম্ + সৃ + ঘঞ্', 'সংসার'-শব্দটী এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।—

"সংসরত্যনেন। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কাররূপবাসনায়াম্।"

অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার। যাহাতে একভাবে থাকিবার উপায় নাই,—একভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাকে সংসার বলে। অতএব, সংসার যে মৃত্যুর রাজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বিকারের দেশকালকৃত-পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মক্রমসূচক-শব্দ-ভিন্ন আর কিছু নহে, যাহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, অভাবহইতে ভাবের এবং ভাবহইতে অভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আস্তিক-দার্শনিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই নিমিত্ত পরস্পর বিরোধী নহে। আস্তিকদর্শন-শাস্ত্রসকল ষড়্ভাববিকারের ন্যায় পরস্পরশৃঙ্খলিত, দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ *।

ভগবান্ কণাদকৃত সদসদ্বিচার—

"क्रियागुणव्यपदेशाभावात् प्रागसत्।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১।

অর্থাৎ, যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, তাহা অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না এই নিমিত্ত, ইহাকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, বুঝিতে পারা গেল, মহর্ষি কণাদ তাহাকেই অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণাত্মাতে অবস্থিত ভাবের কোনরূপ ক্রিয়া বা গুণের ব্যপদেশ হয় না, এই জন্য তাদৃশ অবস্থাকে অসৎ, অর্থাৎ, সাধারণতঃ পরিচিত সৎহইতে অন্যভাবের সৎ বলা হয়। অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ ছিল বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, গগনারবিন্দসদৃশ অসৎ ছিল, বুঝিতে হইবে না।

"असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्।"—

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ, যাহা গগনারবিন্দবৎ অসৎ, তাহার কখনই ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশ হয় না। গগনারবিন্দের ঘ্রাণ লইয়া, কাহার কখন তৃপ্তি হয় নাই, গগনারবিন্দের স্পর্শে কাহার তাপিত-অঙ্গ কখন শীতল হয় নাই, গগনারবিন্দ দেখিয়া, কাহার নয়ন চরিতার্থ হইয়াছে, কোন কালে কাহার শ্রবণ এ কথা শ্রবণ করে নাই, পদ্মিনীনাথের সম্পত্তিবিপত্তিতে গগনারবিন্দ প্রসন্ন বা বিষণ্ণহয়, একথাও কাহার কদাচ শ্রবণগোচর হয় নাই। কারণাত্মাতে অবস্থিত বা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান বস্তু, বস্তুতঃ বস্তুই।

* অভাবহইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা স্বীয় মতসমর্থনার্থ, বীজহইতে অঙ্কুরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াথাকেন। বীজের অভাব বা উপমর্দ্দহইতে যখন অঙ্কুরের আবির্ভাব হয়, তখন 'অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি'-বাদই যুক্তিসঙ্গত। ভগবান্ গোতম এতন্মতের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।২৭।

অর্থাৎ, বিনষ্টবীজহইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। উপমর্দ্দ (বিনাশ) ও প্রাদুর্ভাব, এই বিকারদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মক্রম স্বীকার করিলে, 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'বাদ সিদ্ধ হইতে পারে। 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'বাদের তাৎপর্য্য যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এ মতের প্রতিষেধ নিষ্প্রয়োজন।

"क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।১৮।

"সচ্চাসৎ।"— বৈশেষিকদর্শন।

একবস্তুই অবস্থাভেদে সৎ ও অসৎ উভয়রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।

"যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ।"— বৈশেষিকদর্শন।

যেরূপ অসতের কথা বলা হইল, যে অসৎ এতদ্বিলক্ষণ—ইহাহইতে ভিন্ন, তাহা গগনারবিন্দবৎ অসৎ, এ অভাব, অবস্তুভূত। এ গগনারবিন্দ বা খপুষ্পবৎ অভাব লইয়া, সৃষ্টি-তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোন ইষ্টাপত্তি নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ অসৎ বলিতে কোন্ পদার্থ লক্ষ্যকরিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। আস্তিক-অসৎকার্য্যবাদ যে সৎকার্য্যবাদহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, এতদ্বারা তাহাও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবনামে উক্ত করিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে অনাগত ও অতীত অবস্থা, এই শব্দদ্বয়দ্বারা লক্ষ্যকরিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদিদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদিগণের কেবল এই অংশে পার্থক্য।

"অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ লক্ষ্যমাণৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

আমরা যতদূর চিন্তা করিয়াছি, তাহা প্রতিচিন্তিত হইল, অতঃপর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করাযাউক।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অসৎ-কার্য্যবাদ সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই প্রস্থানত্রয়কে দার্শনিকেরা যথাক্রমে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই তিননামেও অভিহিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আরম্ভবাদাদি বাদত্রয়ের স্বরূপচিন্তা করিতেহইবে। আমরাত পূর্ব্বে বহু-বারই বলিয়াছি, সকলবাদই বেদের অর্থবাদহইতে সমুৎপন্নহইয়াছে, ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই বেদমূলক। অতএব, বলা বাহুল্য, আরম্ভাদি বাদ-ত্রয়ের বিশ্বপ্রসূতিশ্রুতিই উৎপত্তিস্থান।

আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্ত, এই শব্দত্রয়ের অর্থ ;—'আঙ্' পূর্ব্বক "রভ্" ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'আরম্ভ'শব্দ, 'পরি' পূর্ব্বক 'নাম'ধাতুর উত্তর'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'পরিণাম' শব্দ, এবং 'বি'উপসর্গ পূর্ব্বক 'বৃৎ'ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিবর্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রভ'ধাতুর অর্থ রাভস্য, সবেগগমন, ঔৎসুক্য নির্ব্বিচারপ্রবৃত্তি (To commence)। 'আরম্ভ' শব্দটীর তাহা হইলে ব্যুৎ-পত্তিলভ্য-অর্থ হইতেছে, উপক্রম, উৎপত্তি (A beginning)। আরম্ভের বাদ—আরম্ভ বাদ। 'আরম্ভ' কথাটী আমরা সচরাচর কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াথাকি ? পূর্ব্বে যে ভাবের অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতেছিল না—যে ভাবের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট

হইতেছিল না, তাদৃশ অস্তিত্ব যখন প্রথম জ্ঞানগোচর হয়, তখন আমরা তাহাকে 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি। ছিল না, হইল, ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'উৎপত্তি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারাযায়, 'আরম্ভ' শব্দটী 'উৎপত্তি'র সমানার্থক। 'উৎ' উপসর্গপূর্ব্বক 'পদ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'উৎপত্তি'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'পদ' ধাতুর অর্থ গতি—প্রাপ্তি (To go)। 'উৎ' এই উপসর্গটী, ঊর্দ্ধ, উৎকর্ষ ইত্যাদি অর্থের দ্যোতক। অতএব 'উৎপত্তি' শব্দটী, ঊর্দ্ধগতি—উৎকৃষ্টগতি, এতদর্থেরই বাচক হইতেছে। যে গতি বা কর্ম্ম জ্ঞানগোচর হয়, তাহার নাম ঊর্দ্ধগতি বা প্রকৃষ্টগতি। ভগবান্ কণাদ অসৎ শব্দটী যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, ইহা সুগম হইবে, ক্রিয়াগুণব্যপদেশ বিহীন অবস্থাহইতে ক্রিয়াগুণব্যপদেশ্য-অবস্থাপ্রাপ্তির নাম 'উৎপত্তি'।

'নম' ধাতুর অর্থ নতি—নমন, অবতরণ। 'পরি' উপসর্গের অর্থ—সর্ব্বতোভাব। 'পরিণাম' কথাটীর সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইল—সর্ব্বতোভাবে নমন—অবতরণ, সূক্ষ্ম বা অদৃশ্যাবস্থাহইতে স্থূল বা দৃশ্যমানাবস্থায় আগমন।

পূজ্যপাদ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

"অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মানিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি।"—

অর্থাৎ, বিদ্যমান্ দ্রব্য বা ধর্ম্মির পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্তহইয়া, ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম, 'পরিণাম'।

'বৃৎ' ধাতুর অর্থ, বর্ত্তন (To exist)। 'বি'-উপসর্গটীর অর্থ হইতেছে—বিশেষ বা বৈরূপ্য। 'বিবর্ত্ত' শব্দটীর তাহা হইলে অর্থ হইল, বিশেষ বা বিরুদ্ধরূপে স্থিতি।

আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতে কি শিক্ষা পাওয়াগেল?—অদূরদর্শী বা স্থূলজ্ঞান মানব বর্ত্তমানব্যতীত অতীতাদিকালের অস্তিত্ব যথাযথরূপে অনুমানকরিতে অপারগ, ক্রিয়াগুণব্যপদেশবিহীন অবস্থার সত্তা সাধারণবুদ্ধির অবিষয়। সৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়াথাকি, অনভিব্যক্তক্রিয়াগুণ দ্রব্যের সত্তা যে তাহাহইতে, আপাতদৃষ্টিতে একটু অন্যরূপের, তাহা নিঃসন্দেহ। স্থূলদর্শিরা অব্যক্ত বা অতীতানাগত, এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত ব্যক্ত বা বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তর প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন। করুণার্দ্রহৃদয়, পরহিতৈকব্রত, সমদর্শী ঋষিরা, যে যেভাবে দুরবগাহ-পদার্থতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী, তাহার জন্য সেই ভাবের উপদেশ সকল দিয়াছেন।

যাহা অব্যক্তাবস্থায় থাকে—সূক্ষ্মাবস্থায় যাহা বিদ্যমান, তাহাই স্থূলাবস্থায় অবতরণ করে, স্থূলদর্শির সমীপে এই কথা দুর্ব্বোধ্য, ভগবান্ কণাদ তা'ই বুঝাইয়াছেন, ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাবস্থা বা অসৎ-হইতে, সতের আরম্ভ—উৎপত্তি বা প্রকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। ভগবান্ গোতম ও কণাদ প্রথমাধিকারিদিগের উপদেষ্টা, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলিদেব, যাঁহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্মবিষয়ে বিচরণকরিবার উপযুক্ত, তাদৃশ-

শিষ্যদিগের শিক্ষাদাতা।ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলিদেব এইজন্য অসৎ-কথাটীর পরিবর্ত্তে সৎ, এই কথাটী ব্যবহারকরিয়াছেন, উৎপত্তির পরিবর্ত্তে অভিব্যক্তি-শব্দটীর প্রয়োগকরিয়াছেন। যে কারণ, কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি *। ভগবান্ আত্রেয় ইহাকে কার্য্যযোনি, এই নামে অভিহিত করিয়াছেন †। ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকার বিকৃতি ঘট।

ভগবান্ গোতম ও কণাদ পরমাণুকে জগতের প্রকৃতি, উপাদান বা সমবায়িকারণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। ভগবান্ কপিলও অচেতনা প্রকৃতিকে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণাত্রয়াত্মিকা) বিশ্বের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মই উপাদান-কারণ। প্রকৃতিত্ব সগুণ বস্তুতেই দেখা যায়, নির্গুণের তাহা সম্ভব হয় না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব হইবে কিরূপে?

পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—

"सर्व्वधर्म्मोपपत्तेश्च।"— শারীরকসূত্র। ২।১।৩৭।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি মহামায়, তা'ই তাঁহার প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয়। পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থমুনি এইকথাটী একটু বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, কার্য্যরূপে বিক্রিয়মাণত্বকে প্রকৃতি বলা যায় বটে, কিন্তু,এই বিক্রিয়মাণত্ব পরিণাম-ও-বিবর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাকে পরিণাম বলে, এবং রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। নির্গুণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্ত-রূপে প্রকৃতিত্ব সম্ভব হয়। ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে—

"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।"—

অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদিউপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা-নামে ব্যপদিষ্ট এবং স্বীয় অনাদি মায়াশক্তি-দ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃভোগ্য, এই উভয়রূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ যাস্ক মায়াশব্দটী প্রজ্ঞানামমালার অন্তর্ভূত করিয়াছেন। পদার্থসকল, যদ্দ্বারা মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে মায়া বলে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, ইহারা সমানার্থক, প্রকৃতি ও মায়া এক পদার্থ ‡।

* "प्रकृतित्वं नाम कार्य्याकारेण विक्रियमाणत्वम्।"— ব্যাসাধিকরণমালা টীকা।

"कार्य्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्य्यत्वमापद्यते।"— চরকসংহিতা।

প্রকৃতি শব্দটী উপাদানকারণবাচী।

† "माछाससिभ्यो यः।"— উণা। ৪।১০৬।

"मीयन्ते परिच्छिद्यन्तेऽनया पदार्थाः॥"—

‡ "मायान्तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनन्तु महेश्वरम्।"— শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

জগতের লয় ও সৃষ্টি—আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে দার্শনিকেরা জগতের লয় ও সৃষ্টিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিব। জগৎ যে অনাদিকালহইতেই বিদ্যমান, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই তাহা স্বীকারকরিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার "Self-existent" কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহার আদি নাই—যাহা অনাদিকালহইতেই বিদ্যমান, তাহার নাম Self-existent। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই জগৎকে অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জগৎ অনাদিকালহইতে বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার সর্ব্বজন-অনুভবসিদ্ধ সৃষ্টি ও লয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব (Evolution and dissolution) স্বীকার করিতেই হইবে। কিছু ছিল না, তৎপরে অকস্মাৎ জগৎ উৎপন্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, জগৎ অনাদিকালহইতেই আছে, এতদ্বাক্যদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। জগৎ যে অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় অনাদিকালহইতেই যাতায়াত করিতেছে, সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সৃষ্টিকে Creationএর অর্থদ্বারা বুঝিতে যাইলে, ভ্রমে পড়িতে হইবে।

কারক ও কর্ত্তা এই শব্দদ্বয়ের অর্থবিচার—কৃ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিয়া কারক-পদটি সিদ্ধ হইয়াছে *। কারক-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে তাহাকে কারক বলে †।

সংশয়—ণ্বুল্ ও তৃচ্, এই দুইটী সমানার্থক প্রত্যয়, উভয়েই কর্ত্রর্থক, 'কৃ'-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'কর্ত্তা', এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে, কর্ত্তা ও কারক এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, কারণ, উভয়ই কৃ-ধাতুর উত্তর সমানার্থক প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে। যখন কারক ও কর্ত্তা, এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, তখন আমরা কারকের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা-শব্দ, ('করণকর্ত্তা', 'কর্ম্মকর্ত্তা' এইরূপ) ব্যবহার করিতে না পারি কেন? করণাদিরও যখন কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ব আছে, করণাদির কর্ত্তৃত্বব্যতীত যখন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন করণাদিকে কর্ত্তা বলিতে না পারিবার হেতু কি?

"सिद्धः करणाधिकरणयोः कर्त्तृभावः। कुतः? प्रतिकारकं क्रियाभेदात्।" — মহাভাষ্য।

অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিও। মায়াস্বরূপ যাহা বুঝিয়াছি পরে বলিব, স্থানাভাব বশতঃ এখন বলিতে পারিলাম না।

* "ণ্বুল্ তৃচৌ।"— পা। ৩।১।১৩৩। † "যথা বিজ্ঞায়েত করোতীতি কারকমিতি।"

সংশয়নিরসন—ভগবান্ ভাষ্যকার এতাদৃশসংশয় নিরসনকরিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারক যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, তখন কর্ত্তৃভিন্ন কারকাদিরও যে কর্ত্তৃভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহাদিগকে কর্ত্তা না বলিবার কারণ হইতেছে, কর্ত্তা স্বতন্ত্র, ইহারা কর্ত্তার পরতন্ত্র, কর্ত্তার প্রবর্ত্তনা-ব্যতিরেকে স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া ইহারা, কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যটুকু অন্য কারকের নাই, ইহা কর্ত্তৃনামলক্ষ্য-কারকের বিশেষ গুণ।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি ? যৎসর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি ॥"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, কর্ত্তা যে প্রধান, তাহা কিরূপে জানা যায় ?

উত্তর—স্থালী, কাষ্ঠ, তণ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু, পাককর্ত্তা যতক্ষণ না ইহাদিগকে স্ব-স্ব-শক্ত্যনুরূপকার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত করেন, ততক্ষণ ইহারা কোন কর্ম্ম করে না, কর্ত্তা যে প্রধান, ইহাই তাহার প্রমাণ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ববশতঃ কর্ত্তৃকরণাদি সকলেরই কারকত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং প্রত্যেক কারকই ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে বলিয়া, ইহাদের পূর্ব্বে অন্যোন্য-বিশেষক-কর্ত্তৃকরণাদি-পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"এবং তর্হি সামান্যভূতা ক্রিয়া বর্ত্ততে তস্যা নির্ব্বর্ত্তকং কারকম্ ॥"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, ক্রিয়া, কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই সাধ্য বলিয়া, মূর্ত্তক্রিয়া কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই কর্ত্তৃত্বফলসমষ্টি বলিয়া, ইহা সামান্যভূতা—সাধারণী, * কারক ইহার নিবর্ত্তক।

কারক কাহাকে বলে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা অবগত হইলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে হইলে, স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন। ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে যাহা স্বতন্ত্র বা প্রধানশক্তি, তাহাকে কর্ত্তা এবং তদধীন অন্যান্যশক্তিকে করণাদি-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র শক্তির সন্নিকর্ষব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, করণাদির কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রধানকর্ত্তার প্রবর্ত্তন-বা-নিয়োগাপেক্ষ।

কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য কিসের জন্য ?—বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে স্বতন্ত্র বা নিয়ন্তৃ শক্তি এবং পরতন্ত্র বা নিয়ম্য-শক্তির প্রয়োজন। বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পাদককারক-সমূহের মধ্যে যিনি কর্ত্তৃকারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই স্বতন্ত্র। এখন জানিতে হইবে, কর্ত্তা কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র ? কেন তিনি করণাদি-অবান্তরকারক-সমূহের নিয়ামক ?

* "সর্ব্বেষাং কারকাণাং সাধ্যত্বেন সাধারণী ক্রিয়া।"— কৈয়ট।

একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, চিৎ, চিদচিৎ এবং অচিৎ বা জড়, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ অবস্থা, অচিদবস্থার অন্যনাম অবিদ্যা, মায়া বা তমঃ। শুদ্ধ বা নিরবচ্ছিন্ন চিদবস্থা, অবিদ্যাবিজৃম্ভিতজগতের বহির্ভূত, ইহা অমৃত, ইহা নিত্য, চিদচিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ অবস্থা লইয়াই জগৎ। প্রাণিজগৎ, ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা, জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। অচিদবস্থা বলিতে চৈতন্যের সহিত একেবারে বিরহিত সম্বন্ধাবস্থা বুঝিতে হইবে না, চিতের সম্বন্ধরহিত পদার্থ থাকিতে পারে না। নিয়মনকার্য্য চিতের, চিদ্ভিন্ন অন্যের নিয়ামকত্ব বা প্রধানকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। শ্রুতিতে এইজন্য চৈতন্যময় পুরুষকে নিখিলভূতের অন্তর্যামী—নিয়ন্তা বলা হইয়াছে *।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, তামস বা তমোগুণপ্রধান এবং রাজস বা রজোগুণ-প্রধান অহংকার হইতে তন্মাত্র বা পরমাণুসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, কর্তৃত্বাভিমানই অহংকার এবং ইহা চিদচিদংশ। তমোগুণ (Inertia) ও রজোগুণ (Energy) হইতে সর্ব্বপ্রকার ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না, স্বতন্ত্রভাবে ইহারা কার্য্য করিতে পারিলে, কোন কার্য্যের নিয়ম থাকিত না, বিশ্বপরিণাম তাহা হইলে অনিয়মিতরূপে পরিণত হইত। অতএব, স্বীকার করিতেই হইবে, চৈতন্যময় পুরুষ, নিখিল জড়শক্তির নিয়ামক, ইনিই কর্ত্তা বা প্রধান।

জগতে দেখিতে পাই, জড়পদার্থের বিবিধক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে বটে, অগ্নি, বায়ু, জল-প্রভৃতিদ্বারা কত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু, ইহারা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কোনরূপ নিয়মিতকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষই সর্ব্বত্র কর্ত্তা বা নিয়ামক, জড়ের প্রধানকর্তৃত্ব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, জড় চিরদিনই নিয়ম্য।

পরমাণুবাদী হউন, শক্তিবাদী হউন, আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, যে কেহই হউন না কেন, জগৎ যে চৈতন্য ও জড় বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই দ্বিবিধপদার্থের মিলিতমূর্ত্তি, সকলকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী এবং লৌহ, স্বর্ণ ও পাষাণ, ইহারা যে একজাতীয় পদার্থ নহে, বালক বৃদ্ধ, বিদ্বান্ মূর্খ-সকলেরই তাহা স্বানুভবসিদ্ধবিষয়। যাঁহারা জড়বাদী, জড়পদার্থব্যতীত চৈতন্যের

* "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरः। यं पृथिवी न वेद। यस्य पृथिवी शरीरम्। यः पृथिवीमन्तरो यमयति। एवं योऽप्सु तिष्ठन्, यस्तेजसि, यो वायौ, योऽन्तरिक्षे, यः प्राणे, यो वाचि, यश्चक्षुषि, यः श्रोत्रे, यो मनसि, यस्त्वचि, यो विज्ञाने, यो रेतसि, अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यतोऽस्ति द्रष्टा। नान्यतोऽस्ति श्रोता। नान्यतोऽस्ति मन्ता। नान्यतोऽस्ति विज्ञाता। एष आत्मान्तर्याम्यमृतोऽन्यदार्तम्।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, চৈতন্যকে যাঁহারা জড়ের গুণবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারাও চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করেন না। জড়বাদিদিগের মতে, হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু ইহাদের সংযোগে যেমন লোহিতবর্ণের উৎপত্তি হয়, গুড় তণ্ডুলাদি সুরাবীজদ্রব্যসমূহের প্রত্যেকে মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট না হইলেও উহাদের রাসায়নিক সংযোগে যেরূপ মদশক্তির অবির্ভাব হয়, পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় বা বিদেশীয়দিগের ত্রিষষ্টি মূলভূতের প্রত্যেকে চৈতন্যবিহীন হইলেও, ইহাদের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। *

গুণদ্বারাই আমরা পদার্থের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, বস্তুর স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বিস্তৃতি (Extension), বিভাজ্যতা (Divisibility) জড়ত্ব (Inertia) ইত্যাদিগুণবিশিষ্ট-পদার্থকেই আমরা জড়পদার্থ বলিয়া জানি; যে সকল পদার্থকে আমরা বিস্তৃতি, জড়ত্ব ও বিভাজ্যতাদি গুণবিশিষ্ট দেখি, তাহা-দিগকে জড়পদার্থরূপে আমরা গ্রহণ করি। জড়ের বিভাজ্যতাগুণ আছে, তা'ই ইহাকে অসংখ্যভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, জড়, জড়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট তা'ই, ইহা নিজ-ইচ্ছানুসারে চলিতে বা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বেচ্ছায় স্থির হইতে পারে না—তা'ই ইহা পরাধীন। চৈতন্যে এই সকল জড়োচিতগুণ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। চৈতন্য যদি জড় হইত, তাহা হইলে জড়ের গুণসকল ইহাতে থাকিত। এইরূপ চৈতন্যের গুণও জড়ে পরিদৃষ্ট হয় না।

গুণগতভেদবশতঃই আমরা একটী দ্রব্যকে অন্যহইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া থাকি, চৈতন্য ও জড়, এই বস্তুদ্বয় নিষ্ঠ গুণসকল যখন পরস্পরবিভিন্ন, তখন চৈতন্য ও জড় পৃথক্ পদার্থ। হরিদ্রা ও চূর্ণ, এই বিভিন্নবর্ণের বস্তুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, একটী উভয়াবৃত্তি নূতনবর্ণের আবির্ভাব হয়, জড়বাদিরা এতদ্দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, জড়পদার্থের প্রত্যেকে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না হইলেও ইহাদের মিলনে চৈত-ন্যের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। যুক্তি অতিক্ষীণ। হরিদ্রা ও চূর্ণ পরস্পর

---

* "तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि। तेभ्य एव देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत् चैतन्यमुपजायते, तेषु विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति। तदिह विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति। न प्रेत्य संज्ञास्तीति।"— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্‌দর্শন।

অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ, এই ভূতচতুষ্টয়ই চার্ব্বাক্‌মতের তত্ত্ব (Elements)। দেহা-কারে পরিণত এই ভূতচতুষ্টয়ের পরস্পরসংযোগে কিণ্বাদি (সুরাবীজদ্রব্য)-হইতে মদশক্তির ন্যায় চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ইহাদের বিনাশে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। ভগবান্ কপিল এতন্মতের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

'मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्ये तदुद्भवः।"—

অর্থাৎ, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ-দ্রব সকলের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বিদ্যমান আছে। তণ্ডুল-গুড়াদির পরস্পরসংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয়-মাত্র। অতএব, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় নাই।

সংযুক্ত হইয়া উভয় বিলক্ষণ নূতন বর্ণ উৎপাদন না করিয়া, যদি বর্ণরাহিত্যের জনক হইতে পারিত, তাহা হইলে দৃষ্টান্তটী সংলগ্ন হইত। হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর-সংযোগে, যখন বর্ণ বিলোপ না হইয়া, বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়পদার্থসকল পরস্পর মিলিতহইয়া, জড়ধর্ম্মবিলক্ষণ চৈতন্যের উৎপাদক হইবে কিরূপে?

নাস্তিকমতে, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি, অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহাও পূর্ব্বলক্ষিত বিষয় যে, আস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও নাস্তিকদিগের অসৎ-কার্য্যবাদ, সম্পূর্ণ বিভিন্নপদার্থ।

নাস্তিকদিগের মতখণ্ডনের নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হয় নাই, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, শব্দে জগৎ স্থিত এবং শব্দেই জগৎ বিলীন হইয়া থাকে—শব্দই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয়ের হেতু, এই অমূল্য শাস্ত্রীয়োপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং, উপস্থিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে সকল বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক, আমরা সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়েরই চিন্তা করিতেছি। প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রস্তাবিত বিষয়টী সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া সৃষ্টি-ও-প্রলয়-সম্বন্ধীয় আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকমতসমূহের উল্লেখ ও চিন্তা করিব, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাববশতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না। করুণাময় পরম-পিতা, উপযুক্তবোধে যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে স্থানান্তরে যথাশক্তি এ প্রতিজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট এবং শব্দেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে, এতৎসিদ্ধান্তের যতদূর সম্ভব, তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

জগৎ পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, জগতের আবির্ভাব আকস্মিক, মৃত্যুর পরে আত্মার * অস্তিত্ব থাকে না, চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম যকৃৎহইতে যেরূপ পিত্তের নিঃসরণ হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক (Brain) হইতে সেইরূপ চৈতন্যের উদ্ভব হয়, যাহাদের এবম্প্রকার বিশ্বাস, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে।

* "অত সাতত্যগমনে", এই 'অত'-ধাতুর উত্তর 'মনিন্'-প্রত্যয় করিয়া, 'আত্মা'-পদটা সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি সন্তত—পরিচ্ছেদ-রহিত—দেশকালদ্বারা যিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, যিনি কেবল নিরুপাধিক, জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই যিনি অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনি আত্মা। "অততি সন্ততভাবেন জাগ্রদাদিসর্ব্বাবস্থাসু অনুবর্ত্ততে।"

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ", ইত্যাদি শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য ব্যবহারবিশিষ্ট ও কেবল, এই দ্বিবিধ আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাবহারিক আত্মার আবার জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা। আত্মা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাতে, আত্মার যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ব্যাবহারিক আত্মার এই ত্রিবিধ অবস্থাই বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের যথাযথ রূপে প্রণীত হয় নাই। লর্ড লিটনের জেনোনী (Zanoni)-নামক নভেলে এতৎসম্বন্ধে যাহা উক্ত [illegible]

অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করাই যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, লোকে পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইবার জন্যই যাঁহাদের বিদ্যানুশীলন, নামপ্রসার বা যশের নিমিত্তই যাঁহারা ব্যাকুল, পরলোকের রূপ ধ্যান করিতে যাইলে যাঁহাদের ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তচিত্ত বাধা পাইয়া ফিরিয়া আ'সে, বাহিরে আস্তিকের ভাব ধারণ করিলেও অন্তর যাঁহাদের নাস্তিকতাকে সাদরে পোষণ করে, মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা করি-লেও বিষয়াসক্তিই যাঁহাদের হৃদয়বল্লভ, অর্থের জন্য যাঁহারা না করিতে পারেন, এরূপ কার্য্যই নাই, ধর্ম্মের গ্লানিতে যাঁহাদের চিত্ত গ্লান হয় না, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের প্রাণ ব্যথিত হয় না, বেদনিন্দক বিদেশীয়দিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদনার্থ—

"Even that third state of being, which the Indian sage (the Brahmins, speaking of Brahm, say—'To the Omniscient, the three modes of being—sleep, waking, and trance, are not'—distinctly recognising *trance* as a third and co-equal condition of being) rightly recognises as being between the sleep and the waking, and describes imperfectly by the name of Trance, is unknown to the children of the northern world and few but would recoil to indulge it, regarding its peopled calm, as the *mâyâ* and delusion of the mind". --

Zanoni. Book IV. Chapter X. Extracts from the letters of Zanoni to Mejnour.

যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন—যাঁহারা নাস্তিক, আত্মাকে যাঁহারা নশ্বরপদার্থ মনে করেন, তাঁহারা যে স্থূলদর্শী ও দুর্ভাগা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু, কেবল তাহাই নয়, নাস্তিকদিগের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, পার্থিবভাবভিন্ন অন্য কোন ভাব ইঁহাদের অপবিত্র হৃদয়ে স্থান পায় না। নাস্তিকের হৃদয় প্রেমশূন্য (প্রেম ও বিদেশীয়দিগের 'love' ঠিক সমান পদার্থ নহে), সুতরাং, ইহা প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণের আধার হইতে পারে না। বিদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Addison' এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"How can he exalt his thoughts to any thing great and noble, who only believes that, after a short turn on the stage of this world, he is to sink into oblivion, and to lose his consciousness forever?"

অর্থাৎ, যাঁহার বিশ্বাস, বর্ত্তমান জগন্মঞ্চহইতে স্খলিতপদ হইলেই, আমাকে অগাধ অভাবজলধি-গর্ভে চিরদিনের নিমিত্ত নিমজ্জিত হইতে হইবে—অনন্তকালের জন্য আমি বিনষ্টচৈতন্য হইব, অর্থাৎ; আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তিনি কখন কোন মহৎ ও প্রশস্ত বিষয়ক চিন্তাতে চিত্তকে উন্নমিত করিতে পারেন না।

"But I am amazed when I consider there are creatures capable of thought, who, inspite of every argument, can form to themselves, a sullen satisfaction in thinking otherwise. There is something so pitifully mean in the inverted ambition of that man who can hope for annihilation, and please himself to think that his whole fabrick shall one day crumble into dust, and mix with a mass of inanimate beings, that it equally deserves our admiration and pity."— *The Spectator. No. 210.*

তাঁহাদের নিকটহইতে কেবল ধন্যবাদ (Thanks) পাইবার নিমিত্ত, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন না করিয়া, শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের বেদসম্বন্ধীয় মতের উপরি নির্ভর করিয়া, বেদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর, দেশীয়প্রকৃতিকে অসতী জ্ঞানে ত্যাগ করিতে ও বিদেশীয়প্রকৃতিকে পরমসতীবোধে পূজা করিতে যাঁহারা সচেষ্ট, স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃত হইয়া, রাজ-ভাষাতে মনোভাব প্রকাশকরিতে সমর্থ না হইলে, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, সুমধুর সংস্কৃতশব্দ যাঁহাদের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, এক কথায় যাঁহারা দুর্ভাগ্য, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে। সকল মাতাপিতারইত ইচ্ছা যে, সন্তান সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ হউক, কিন্তু, সকল মাতাপিতারই কি তাদৃশ ইচ্ছা ফলবতী হয়? বেদ বিশ্বজনক, সুতরাং, বিশ্বপ্রজাই তাঁহার প্রজা, স্নেহময় বিশ্বপিতা সকলকেই সমানস্নেহে প্রতিপালন করেন, সকলের উন্নতিই সমভাবে প্রার্থনা করেন, সকলকেই যোগ্যতানুসারে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু, তথাপি অবশ্যভোক্তব্য, অনিবার্য্যগতি শুভাশুভ-অদৃষ্টানুসারেই প্রজাবর্গের সদসৎপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাঁহার, যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, প্রাকৃতিক নিয়মে যিনি যাহা বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা শাস্ত্রপ্রতি-বিদ্ধ কার্য্য; এরূপচেষ্টা কখন ফলবতী হয় না; অধিকার বা যোগ্যতানুসারে উপদেশ প্রদান করাই শাস্ত্রানুমোদিত।

তবে এ প্রস্তাব কাহাদের জন্য?— পরাচীন ও প্রতিচীন, এই দ্বিবিধগতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা বুঝিয়াছি, যে গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, তাহা প্রতী-চীন এবং যাহা কেন্দ্রবিমুখিনী, তাহা পরাচীন। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, প্রত্যেক জাগ-তিকপদার্থই, পরাচীন কিংবা প্রতীচীন, এই দ্বিবিধগতির কোন না কোন গতিতে গতিশীল-প্রবৃত্তিমান্। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস সমাধিপাদের দ্বাদশ যোগসূত্রের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন, চিত্তনদীর দ্বিবিধ গতি—ইহা উভয়তোবাহিনী। একটী গতি কল্যাণবহা, অন্যটী পাপবহা। যে গতি কৈবল্যপ্রাগ্ভারা—বিবেকবিষয়-প্রবণা, অর্থাৎ যে গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, তাহা কল্যাণবহা—তাহা ঈপ্সিততমকল্যাণ প্রদায়িনী এবং যাহা বিষয়প্রাগ্ভারা—সংসারাভিমুখিনী, তাহা পাপবহা। সংসারাভি-মুখিনী গতিকে বহির্মুখা এবং কৈবল্যাভিমুখিনী গতিকে অন্তর্মুখাও বলা হইয়া থাকে। নিরোধশক্তির আধিক্যে গতি কৈবল্যপ্রবণা এবং ব্যুত্থানশক্তির প্রাবল্যে সংসারপ্রাগ্ভারা হইয়া থাকে। * যে জাতিকে আমরা হিন্দু, এই নামে লক্ষ্য করি-য়াছি, তাহার গতি কৈবল্যপ্রাগ্ভারা, ইহাবই নাম আধ্যাত্মিকজাতি। যিনি

* "चित्त नदीनामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय। वहति पापाय च। या तु कैवल्य-प्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा। संसारप्राग्भाराऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा।"—

প্রকৃত হিন্দু, বিষয়ভোগবাসনা তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষীণ বিষয়বিতৃষ্ণা ও কৈবল্যলিপ্সা হিন্দুর ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। আমাদের এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি ব্যাধিসমুদ্দেশীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সুশ্রুতপ্রমুখশিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন, আত্মাতে দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি *। ভগবান্ গোতমের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, যাহা বাধা দেয়—স্বাভাবিকগতিকে যাহা রোধ করে, যাহা আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় তাহা দুঃখ †। স্ব, অর্থাৎ, আত্মার ভাবের নাম স্বভাব, এই স্বভাব যখন বাধিত হয়, তখন আমরা তাদৃশ অবস্থাকে রুগ্নাবস্থা বলিয়া থাকি। আত্মা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অবগত হইয়াছি, যিনি সন্তত—দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, শ্রুতিতে যাঁহাকে সত্যজ্ঞান ও অনন্ত-বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তিনি আত্মা।

সংশয়।—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।"—

ঐতরেয় উপনিষৎ।

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের অর্থ হইতেছে প্রলয়কালে একমাত্র অখণ্ডৈকরস আত্মা ছিলেন, 'অন্যৎ' অর্থাৎ, আত্মাহইতে বিলক্ষণ—বিজাতীয় পদার্থ তখন ছিল না। আত্মা, মায়া-প্রকৃতি বা শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহাও ত শ্রুত্যুপদেশ, তাহা হইলে আত্মাব্যতীত অন্য পদার্থ ছিল না, এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

সংশয়নিরসন।—পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য এতদুত্তরে বলিয়াছেন, মায়া আত্মারই শক্তি, আত্মাহইতে বিভিন্নপদার্থ নহেন। আত্মা বা সৎ-বিরহিত মায়া, অবস্তু—অস্তিত্ব-বিহীন বা অভাবপদার্থ। 'বস্' ধাতুর অর্থ বাস করা, অবস্থান করা, বিদ্যমান-থাকা। যাহা বাস করে, বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ, যাহা সৎ, তাহা বস্তু। বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহাই আত্মা; অতএব ইহা নিশ্চয়ই সুগম হইল যে সৎ বা-আত্মা-ভিন্ন সকলেই অবস্তু, সকলেই অসৎ—আত্মাছাড়া পদার্থান্তর থাকিতে পারে না। কার্য্যাত্মা-ও-কারণাত্মা ভেদে দ্বিবিধভাবের কথাবহুবারই উক্ত হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, আত্মা যখন স্বীয় শক্তি বা মায়াদ্বারা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হ'ন্ তখন তিনি ত্রিবিধ—ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন, অতএব, ইহাদ্বারা কতকটা আভাস পাইয়াছি,

---

* "তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইতি।"— সুশ্রুতসংহিতা।

"By *disease* is understood some deviation from the state of health".— *Green's Pathology and Morbid Anatomy. P. 1.*

"Health is indicated by that appearance of the body which is natural to it, and it is maintained by an operation of the vital principle, under which the functions of the body are perfomed in a natural and proper manner. Every deviation from this appearance and action is disease".— *Dr. Hooper's Medical Dictionary. P. 499.*

† "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।"— ন্যায়দর্শন। ১।১।২১।

যে, আত্মা সগুণ-ও-নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ আত্মা বা সগুণ ব্রহ্মই ব্যাবহারিক আত্মা এবং নির্গুণ আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মই কেবলাত্মা। সত্বাদিগুণত্রয়ের সংযোগ-বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যানুসারে ভাববিকার যে অনন্ত তাহাও অগ্রে সূচিত হইয়াছে। ব্যাবহারিক আত্মা এইজন্য উপাধিভেদে অসংখ্য। যাহা আত্মাকে বাধা দেয়—যাহা স্বাভাবিক গতিকে অবরোধ করে, যাহা প্রতিকূলবেদনীয়, শাস্ত্রোপদেশ তাহার নাম দুঃখ এবং আত্মাতে এই দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি। ব্যাবহারিক আত্মা যখন অসংখ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিগতপ্রকৃতি যখন বিভিন্ন তখন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা যে, আমার প্রকৃতি বা বিকৃতস্বভাবের যাহা প্রতিকূল, তাহা মৎপ্রকৃতির বিরুদ্ধ প্রকৃতির অনুকূল হইবে। অতএব, ব্যাধি ও স্বাস্থ্যের স্থির বা সার্ব্বভৌমলক্ষণ দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে রোগ বিনিশ্চয় কিরূপে হইবে?—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যত-প্রকার ভাববিকার আছে তদভিব্যঞ্জক ততপ্রকার শব্দ আছে, প্রত্যেক অভি-ধেয়েরই অভিধান বিদ্যমান। ভাববিকার অনন্ত, সুতরাং, তদভিধায়ক শব্দও যে অনন্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শব্দ যখন অনন্ত তখন তৎপ্রতিপত্তির উপায় কি? পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সারমর্ম্মহইতেছে সামান্যবিশেষবৎলক্ষণপ্রবর্ত্তনদ্বারাই মহৎ হইতে মহত্তর শব্দসংঘপ্রতিপত্তির একমাত্র উপায়। মনুষ্য, একটী সামান্য শব্দ *।

মনুষ্য কোন্ পদার্থ? এতদ্রূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য হইতেছে,—মনুষ্য, এই পদবোধ্য সামান্য ও বিশেষভাবের স্বরূপ কি? জীবত্ব, মনুষ্য এই পদবোধ্য-সামান্যভাব, এবং সাধারণ জৈবধর্ম্মহইতে মনুষ্যে মনুষ্যত্বপরিচায়ক যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহারা ইহার বিশেষ বিশেষ ভাব, ইতরব্যাবর্ত্তক গুণ। এইরূপ আর্য্য, অনার্য্য বা হিন্দু, মুসল্‌মান্, খৃষ্টান, বৌদ্ধ-ইত্যাদি-বিশিষ্ট-মনুষ্যবাচকশব্দসমূহ আবার মনুষ্য, এই পদবোধ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যঞ্জক। এক সামান্যভাব সম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়াই, নানাবিধ জাতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পদার্থমাত্রেই সামান্যবিশেষগুণসমষ্টি। সামান্যগুণ বা সামান্যধর্ম্ম, সামান্য প্রকৃতি, এবং বিশেষগুণ বা বিশেষধর্ম্ম—বিশিষ্টপ্রকৃতি। কেবলাত্মভাবের কখন ব্যাধি হইতে পারে না, কারণ, তিনি সদা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বভাবেই—স্বীয় অখণ্ড-সচ্চিদানন্দরূপেই-অবস্থিত আছেন। জীবভাবাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই ব্যাধিভোগ করিতে হয়। জাতি-ও-দেশ-ভেদে স্বভাব ভিন্ন হয়, অতএব, জাতি-ও-দেশ-ভেদে রোগও বিভিন্ন। হিন্দুর বিশিষ্টপ্রকৃতির যাহা বিরুদ্ধ, যাহা প্রতিকূল, অন্য জাতির বিশিষ্টপ্রকৃতির তাহা প্রতিকূল নহে। সাধারণ মানবীয় প্রকৃতির যাহা প্রতিকূল,

* পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরসামান্যবৎ পরব্রহ্ম-ব্যতীত সকল পদার্থই সামান্য ও বিশেষ, এতদুভয়াত্মক।

তাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রতিকূল—মানবমাত্রেরই দুঃখপ্রদ। রোগ কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, যাহা আত্মার (অবশ্য ব্যাবহারিক আত্মার) প্রতিকূল-বেদনীয়, তাহা রোগ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, সাধারণ-মনুষ্য-প্রকৃতির যাহা প্রতিকূলবেদনীয় তাহা মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখপ্রদ—মনুষ্যজাতির তাহা সামান্যব্যাধি, এবং জাতি-ও-দেশ-ভেদে প্রকৃতির ভিন্নতানিবন্ধন অনুকূলবেদনীয়ত্ব প্রতিকূল-বেদনীয়ত্বের ভিন্নতা হওয়াই প্রাকৃতিক।

ভগবান্ ধন্বন্তরি—(১) আগন্তুক (অভিঘাতনিমিত্ত রোগসমূহ Accidental diseases) (২) শারীর (বাত; পিত্ত, কফ ও শোণিত, ইহাদের বৈষম্যবশতঃ ব্যাধিসকল); (৩) মানস (ক্রোধ,শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা,অসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ প্রভৃতি ইচ্ছা-ও-দ্বেষ, বা রাগ-ও-বিরাগজাত চিত্তবিক্ষোভিক—মনের শান্তিনাশক—ঘোরা ও মূঢ়বৃত্তিপ্রসূত দুঃখসকল) (৪); স্বাভাবিক (ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি) ব্যাধিসকলকে, প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন*।

ভগবান্ ধন্বন্তরি মানস ও স্বাভাবিক, এই নামদ্বয়দ্বারা যে সকল ব্যাধিকে লক্ষ্য করিযাছেন, যাহাদের নিবৃত্তিতে অন্য ব্যাধিসকল বিনিবৃত্ত হয়, অন্য ব্যাধিসকল

* আমাদের আগন্তু ব্যাধিসমূহকে, বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে Thanatici-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ডাক্তার ফাব-কৃত রোগশ্রেণীবিভাগের Zymotic Constitutional, Monorganici, Developmental diseases এ সমস্তবিভাগই শারীরব্যাধিশ্রেণীর অন্তর্ভূত। নিদান, কাল, স্থান, গতি, স্বভাব, আয়তি, ঋতু, লিঙ্গ, বয়ঃ, দৈশিকপ্রকৃতি-ইত্যাদি ভেদে রোগসকলকে এতদ্ব্যতীত নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাধিকে আবার (১) আদিবলপ্রবৃত্ত, (২) জন্মবলপ্রবৃত্ত, (৩) দোষবলপ্রবৃত্ত, (৪) সংঘাতবলপ্রবৃত্ত, (৫) কালবল-প্রবৃত্ত, (৬) দৈব-বলপ্রবৃত্ত, (৭) স্বভাব-বলপ্রবৃত্ত, এই সপ্তবিধ অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিযাছেন। মূল কথা ব্যাধির যতপ্রকার ভেদ থাকুক, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনটী প্রধানতম; প্রধানতম বিভাগের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। ভগবান্ ধন্বন্তরি তাহাই করিয়াছেন।

"तत्र दुखं त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकमिति। तत्तु सप्तविधे व्याधावुपनिप तति। ते पुनः सप्तविधा व्याधयः।"— সুশ্রুতসংহিতা।

রোগসকল, সাধ্য বা (Curable)-যাপ্য (Recedive) ও অসাধ্য (Incurable বা Mortal)-ভেদও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার হুপার ব্যাধিসকলকে নানাবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ধন্বন্তরিকৃত রোগবিভাগশ্রেণীর সহিত ঐ সকল রোগবিভাগের তুলনা প্রার্থনীয়। ডাক্তার হুপার বলিয়াছেন,—

"There are also certain other differences from which diseases had received some trivial names and arrangements dependent on accidental circumstances regarding their origin, time, seat, course, nature, the occupation of the subject, the age, sex, or the climate, issue, &c."—

আমরা যথাস্থানে এই সকল কথার উল্লেখ করিব।

যাহাদের উপদ্রবমাত্র, আর্য্যেতর প্রকৃতিতে তাহারা এপর্য্যন্ত চিকিৎস্য বলিয়াই অবধারিত হয় নাই। কামক্রোধাদিকে যাঁহারা ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি যাঁহাদের সমীপে, অবশ্যপ্রতীকার্য্য ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এক কথায়, ভবব্যাধিই যাঁহাদের নিকটে প্রধানতম ব্যাধি—মূলরোগ, পূজ্যপাদ ঋষিদিগকে যাঁহারা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, বেদ ও ব্রহ্ম যাঁহাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থ, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের হৃদয় প্রাকৃতিক প্রেরণায় ব্যথিত হয়, ধন, ঐশ্বর্য্য, নাম, যশঃ প্রভৃতি ভঙ্গুর পার্থিবপদার্থসকল মরণোত্তরকালে—মৃত্যুর পরে কোনরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারগ হইবে না—পরমবন্ধু এক ধর্ম্মব্যতীত অন্যসকল পদার্থই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে পান্থশালা, আপনাদিগকে অনন্যগতি সম্বলবিহীন দিঙ্মূঢ় পথিক এবং শাস্ত্রকে একমাত্র নিঃস্বার্থপ্রেমপূর্ণহৃদয় পথপ্রদর্শক বলিয়া যাঁহারা আদর করেন, এই ভিক্ষুকের পাপমলীমস সংকীর্ণ হৃদয় ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে যেরূপে পূজা কবিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা অন্ততঃ সেই ভাবে ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে পূজা করিতে অভিলাষী, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয় স্মরণ করিতে হইবে।—সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দ-দ্বয়েব (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থদ্বারা ইহাদের স্বরূপ যেমন অনায়াসে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের বিশ্বাস, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। বিশ্বাসটা ভিত্তিশূন্য কি না, পরীক্ষা করিব।

'সৃজ্ বিসর্গে'—এই বিসর্গ বা ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্'—প্রত্যয় কবিয়া, 'সৃষ্টি' এবং **'লীঙ শ্লেষণে'** এই শ্লেষণ, বা আলিঙ্গনার্থক 'লী'-ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'লয়'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। জগৎ যে কর্ম্মের মূর্ত্তি এবং কর্ম্মমাত্রেই যে ত্যাগগ্রহণাত্মক, অনেকশঃ এ কথা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মমাত্রেই শক্তিসাধ্য, বিনা-শক্তিতে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। বুঝিয়াছি, আবির্ভাবাত্মক পুংশক্তি এবং তিরোভাবাত্মক স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিহইতেই নিখিল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, পুংশক্তি, প্রসব বা ত্যাগ করে এবং স্ত্রীশক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যে কোন বস্তুই হউক, তাহার একটী কেন্দ্রস্থান আছে, এই কেন্দ্রস্থানই বস্তুনিষ্ঠ নিখিলশক্তির আরামগৃহ—বিশ্রাম-মন্দির, সকল শক্তিই এই স্থানে নিবদ্ধ। কেন্দ্রাভিমুখিনী ও কেন্দ্রবিমুখিনী বা প্রতীচীনা ও পরাচীনা, এই দ্বিবিধ গতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা অবগত হইয়াছি, যে গতি কেন্দ্রেব অভিমুখে প্রবাহিত, তাহা কেন্দ্রাভিমুখিনী বা প্রতীচীনা এবং কেন্দ্রহইতে যাহা দূরে পলায়ন করিবাব চেষ্টা করে, তাহা কেন্দ্র-বিমুখিনী বা পরাচীনা।

জগৎ যখন শক্তি বা কর্ম্মেব মূর্ত্তি, তখন জগতের সৃষ্টি ও লয়ের স্বরূপ অবগত

হইতে হইলে, কোন একটী গতি বা কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিলেই, যথেষ্ট হইবে। পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, অগ্নি ও সোম, এই উভয়দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বশিষ্ঠদেবের এই অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একটী পরিচিত স্থূল কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম চিন্তা করিয়া দেখিব। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, নোদন, অভিঘাত (সংযোগবিশেষ) ও সংযুক্তসংযোগহইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে *। একটী শর ধনুকে আরোপিত করিয়া, আকৃষ্টপতঞ্চিকা (জ্যা, Bowstring)-দ্বারা নোদন করিবামাত্র, ইহা, সবেগে দূরে গিয়া, পতিত হয়, একটী লোষ্টকে বাহুদ্বারা নোদন করিলে, ইহা, বাহুহইতে বেগপ্রাপ্ত হইয়া, গতিশীল হয়। এতদ্দারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, গতিমাত্রেই কোন শক্তির নোদনদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে এক জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনাহইতে চলিতে বা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে, পারে না, এই জাতীয় পদার্থ, জড়পদার্থ-নামে পরিচিত। শর বা লোষ্ট, ইহারা আপনাহইতে চলিতে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, সুতরাং, ইহারা জড়-পদার্থ। কোনরূপ গতি বা কর্ম্মোৎপত্তি হইতে হইলে, বুঝিতে পারা গেল, নোদক ও নোদ্য, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন। † বেদে এই নোদক-ও-নোদ্য-শক্তিদ্বয়, অগ্নি ও সোম, অন্নাদ ও অন্ন বা সবিতা ও সাবিত্রী-ইত্যাদি-নামে অভিহিত হইয়াছে।

"अग्निरस्मिजन्मना जातावेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्।
अर्कस्त्रिधातूरजसोविमानोजस्रोघर्म्मोऽहविरस्मि नाम ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৩।২৬।

ভগবান্ উদ্ধৃত মন্ত্রটীদ্বারা জগতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জগৎ যে অগ্নি ও সোম, এই দ্বিবিধ পদার্থহইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে, জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে

---

* "नोदनाभिघातात् संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म्म।"— বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১।

† যে ধর্ম্মবশতঃ নোদ্যপদার্থসকল স্বয়ং চলিতে অথবা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব বলে। ইংরাজীতে ইহা ইনার্শিয়া-নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"Every body will continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it is compelled by impressed force to change that state".— *Newton's First Law of motion.*

"The First Law asserts that matter has no inherent power to change its state of motion or rest. If it be free from the action of external force, and be at rest, it will continue at rest; if it be in motion, it will continue in motion, and will move uniformly in a straight line. This incapacity of matter to alter its state of motion or rest is called its *inertia*."—

Elementary Statics and Dynamics. P. 32.

অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত কোন পদার্থ যে পাওয়া যায় না, ভগবান্ এতন্মন্ত্রদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

জগৎ কোন্ পদার্থ? ইহা কিজন্য সৃষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জগৎকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের স্বরূপ কি? বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা কি উত্তর পাই, উদ্ধৃত মন্ত্রটীর ভাবার্থ বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা দেখিব।

প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই যে অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় অবস্থাহইতে ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় আগমন এবং স্থিতিকালে নানাবিধ অবস্থা (বৃদ্ধিবিপরিণামাদি) প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পুনর্ব্বার গমন করে, বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন *।

পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অবক্তাবস্থায় গমন করাই যখন জগতের জগত্ব, তখন জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বচিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে ইহার ইন্দ্রিয়গোচরভাবধারণ করা হইতে অতীন্দ্রিয়ভাবধারণ করা পর্য্যন্ত যে যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়; তৎসমুদায়ের চিন্তা করা প্রয়োজনীয়। জগতের ইতিহাসে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই পরিণাম ত্রয়ের স্বরূপই জ্ঞাতব্য †। জগৎ এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্যঅর্থ স্মরণ করিলে

---

* প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর তাঁহাদের Unseen Universe নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন,—

"We are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term we desire to go back even further than ether, which according to one hypothesis has given rise to the visible order of things."— *Unseen Universe. P. 198.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন,—

"In this manner is presented to our contemplation the great theory of Evolution. Every organic being has a place in a chain of events. It is not an isolated, a capricious fact, but an unavoidable phenomenon. It has its place in the vast, orderly concourse which has successively risen in the past, has introduced the present, and is preparing the way for a predestined future."—

History of the conflict between. Religion and Science. P. 247.

† "An entire history of anything must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible"—

First Principles P. 278.

"May it not be inferred that Philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible."— *Ibid. P. 280.*

পাঠক বুঝিতে পারিবেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের উদ্ধৃত বচন সকলের মর্ম্ম ইহার মধ্যে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায় লুক্কায়িত আছে। সৃষ্টি ও লয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে পদার্থজাত যখন ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, তখন ইহাদের পরমাণু সকল পরস্পর যথাক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তমরূপে সংশ্লিষ্ট ও ইহাদের গতি হ্রাস, এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে যখন অব্যক্তাবস্থায় গমন করে অর্থাৎ যখন লয় পরিণাম সংঘটিত হয়, তখন পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে পরস্পর বিশ্লেষ ও বিচ্ছিন্নতা এবং গতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে *।

এইরূপ হইবার কারণ কি ?—পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংশ্লেষ ও গতির হ্রাস এবং লয়কার্য্যে ইহাদের বিশ্লেষ ও গতিরবৃদ্ধি হইয়াথাকে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে এইরূপ হইবার কারণ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, এতদুত্তরে বলিয়াছেন তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; পরমাণু সকলের পরস্পর সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ ও ইহারই ন্যূনাধিক্য বশতঃ হয়। তাপ একটী বিশ্বব্যাপিতরঙ্গ, এই তরঙ্গে পদার্থমাত্রেরই পরমাণুপুঞ্জ সদা তরঙ্গায়িত হইয়াথাকে। তাপের বৃদ্ধিতে বস্তুর পরমাণুসকল যে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়াথাকে, তাপ যে ভেদবৃত্তি, তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ বিষয়। জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকার ধারণ করে, এবং শৈত্যসংযোগে কঠিন হইয়া হিমসংহতিরূপে পরিণত হয় †; পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন বাষ্পের মেঘরূপ ধারণ ও জলরূপে অবতরণব্যাপার হইতে বিশ্বের সৃষ্টিব্যাপার কোন অংশে বিভিন্ন নহে। জলের বাষ্পাকার ধারণই লয়ের এবং ইহার পুনর্ব্বার জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণই সৃষ্টির রূপ ‡।

উদ্ধৃত মন্ত্রটীর ভাবার্থ—বেদের উপদেশ, (পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি), জগৎ

* "The change from a diffused, imperceptible state, to a concentrated, perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion ; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused, imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant disintegration of matter."— *First Principles. P. 287.*

† "All Things are varying in their temperatures, contracting or expanding, integrating or disintegrating. * * * * Continued losses or gains of substance, however slow, imply ultimate disappearance or indefinite enlargement ; and losses or gains of the insensible motion we call heat, will, if continued, produce complete integration or complete disintegration."— *First Principles. P. 282.*

‡ "But the universe is nothing more than such a cloud—a cloud of suns and worlds"—

History of the conflict between Religion and Science. P. 243.

ভোক্তৃভোগ্যভেদে দ্বিবিধ। কথাটীর মর্ম্ম হইতেছে, জগৎ গতি বা কর্ম্মের মূর্ত্তি। কোনরূপ গতি বা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে হইলে ভোক্তৃ ও ভোগ্য কিম্বা নোদক ও নোদ্য এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন *। জগৎ যে ভোক্তৃ ও ভোগ্যভাবে দ্বিবিধ তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্রটী এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। অগ্নি, বিশ্বের ভোক্তৃশক্তি। অগ্নি শব্দ দ্বারা শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিতেছেন, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বাজসনেয় শ্রুতি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ স্বকৃতভাষ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।"—

বৃহদরাণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যভেদে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন †। অগ্নি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা কি সেই জড় পদার্থ? ইহা কি বিদেশীয়দিগের (Heat) নামে

---

* এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ।"— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, জগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন এই দ্বিবিধ পদার্থের জড়িতরূপ। সোম, ভোগ্য বা অন্ন এবং অগ্নি ভোক্তা বা অন্নাদ। জগৎ অগ্নীষোমাত্মক।

† তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ।"— নিরুক্ত।

এক পরমাত্মাই যে অগ্নিবায়্বাদি দেবতা রূপে বেদে লক্ষিত ও স্তুত হইয়াছেন, উদ্ধৃত নিরুক্তবচন দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদ, অগ্নিবায়্বাদিদেবতাসকলকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা চিন্তা করি না। এক পরমাত্মাই বস্তুতঃ অগ্নি বায়্বাদির অভিধেয় পদার্থ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজ কাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এক মূলশক্তি হইতেই বিবিধ পদার্থের উদ্ভূতি হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) পঞ্চষষ্টি (৬৫) মৌলিক পদার্থবাদ, বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কাছে অযৌক্তিক বোধে অনাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, এক পারমার্থিক পদার্থ হইতে (Primordial) নিখিল বিকার বা কার্য্যপদার্থের বিকাশের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, বেদ এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝাইয়াছেন বেদভক্ত ঋষিরা এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব সে ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা হইতে আর অধিকতর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে আমরা আজ কাল বিদেশীয়শিক্ষাদোষে অথবা কালমাহাত্ম্যে এ বেদকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতেছি। পণ্ডিত বেকন, যিনি বিজ্ঞানের অভিনব জীবনদাতা বলিয়া বিদেশে আদৃত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত স্পেনসর যাঁহার চিন্তাশীলতা দেশ বিদেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এতৎসম্বন্ধে ইঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আড়ম্বরশূন্য স্বল্পভাষিণী, বিশ্বজননীর উপরি উদ্ধৃত বচন সকল কি তাহা হইতে অধিকতর মর্য্যাদার নহে?

পরিচিত বস্তু ? যে অগ্নিকে বিশ্বের ভোক্তা বা অন্নাদ বলা হইল, অন্নধী মনুষ্য পাছে, তাহাকে কেবল জড় অগ্নি বলিয়াই বুঝে, শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন—

"অগ্নিরস্মিজন্মনা জাতবেদা।"—

অর্থাৎ আমি (অগ্নির উক্তি) জন্ম হইতেই জাতবেদা—সর্ব্বজ্ঞ (জাত বা উৎপন্ন পদার্থ মাত্রকেই যিনি অবগত আছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে এমন জাতপদার্থ নাই যাহা সর্ব্বজ্ঞঅগ্নির অজ্ঞাত)—আমি সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ।

'ঘৃতংমেচক্ষুঃ।'—

অর্থাৎ বিশ্ববিভাসক মদীয় স্বভাবভূত প্রকাশাত্মক চক্ষুঃ ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে *।

"অমৃতং ম আসন্।"—

অর্থাৎ অমৃত—দিব্যাদিব্য বিবিধ বিষয়োপভোগাত্মককর্ম্মফল আমার আস্যে বিদ্যমান—আমিই বিশ্বের ভোক্তা। অগ্নি স্বীয় পৃথিব্যধিষ্ঠাতৃত্ব বর্ণন করিয়া, **"অর্কস্ত্রিধাতূরজসো বিমানঃ"** এই মন্ত্রাংশ দ্বারা আপনার বায্বাত্মাতে অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাতৃতা বর্ণন করিতেছেন :

আমিই অর্ক—জগৎস্রষ্টা প্রাণ আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া আমি বায্বাত্মাতে অন্তরিক্ষ লোকে প্রতিষ্ঠিত আছি।

"অজস্রো ঘর্ম্মঃ।"—

অর্থাৎ অজস্রঘর্ম্ম—অনুপক্ষীণপ্রকাশাত্মা আমিই আদিত্যরূপে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগৎ ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ ; জগতের ভোক্তৃভাব প্রদর্শিত হইল ; এক্ষণে **'হবিরস্মিনাম'** এতদ্দ্বারা ভোগ্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিরইত উপদেশ এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, শ্রুতিরইত উপদেশ, **'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং'**, তবে জগৎকে ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ বলা হইতেছে কেন ? সর্ব্বসংশয়নাশিনী শ্রুতিদেবী এতাদৃশ সংশয়নিরসনের নিমিত্ত বলিলেন—আমিই (অগ্নিই) হবি—ভোগ্য, অর্থাৎ ভোক্তৃরূপেও আমি, ভোগ্যরূপেও আমি, আমি সর্ব্বাত্মক।

"Francis Bacon, The great remodeller of science entertained this notion, and thought that, by experimentally testing natural phenomena we should be enabled to trace them to certain primary essences or causes whence the various phenomena flow."—

Grove's correlation of Physical forces. P. 8.

চিন্তাশীল পাঠক উভয়মতের গুরুত্ব বিচার করুন।

* ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া পাঠকের মনে নানাবিধ সংশয় হইতে পারে আর স্থান নাই, পরে এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি বলিব।

পাঠক,! বিদেশীয়পণ্ডিতদিগকে, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুত্যুপদিষ্ট সৃষ্টি কারণের তুলনা করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বেদোপদেশের তুলনা করিলে (তুলনা হইতে পারেনা তবে তর্কচ্ছলে বলিতেছি) দশদিগ্বিভাসক মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ও খদ্যোতিকার মধ্যে যে প্রভেদ, সুবিশাল সরিৎপতি ও সরিতের মধ্যে যে পার্থক্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভিন্নতা, উভয়ের মধ্যে তাদৃশ বা ততোধিক প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি?

জগতের সৃষ্টি ও লয় কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ও ড্রেপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, জড় অগ্নি ও সোম হইতে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্ত। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে বেদের অগ্নি ও সোম এবং উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের ভেদসংসর্গবৃত্তি-শক্তিদ্বয় একরূপ পদার্থ নহে বেদের উপদেশ জড়শক্তি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কখন কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের একজন নিয়ামক আছেন, জড়ের সংকল্প শক্তি নাই। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এ কথা বুঝিয়াছেন *। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট কি

পণ্ডিত জেবন্‌সের উক্তি,—

* "It is not uncommonly supposed that a law determines the character of the results which shall take place, as, for instance, that the law of gravity determines what force of gravity shall act upon a given particle. Surely a little reflection must render it plain that a law by itself determines nothing. It is *law plus agents obeying law which has results*, and it is no function of law to govern or define the number and place of its own agents."—

The Principles of Science. P. 740.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেটের উক্তি—

"Development was brought about by means of Intelligence residing in the invisible universe and working through its laws."—

Unseen Universe P. 214.

'One herd of ignorant People, with the sole prestige of rapidly increasing numbers, and with the adhesion of a few fanatical deserters from the ranks of Science, refuse to admit that all the phenomena even of ordinary dead matter are strictly and exclusively in the domain of physical science. On the other hand, there is a numerous group, not in the slightest degree entitled to rank as Physicists (though in general they assume the proud title of Philosophers), who assert that not merely Life, but even Volition and Consciousness are merely physical manifestations. These opposite errors, into neither of which it possible for a genuine scientific

জন্যই বা লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পণ্ডিত স্পেন্সার, বিজ্ঞানবিদ্ ড্রেপার তাহার যাহা উত্তর দিলেন, প্রেক্ষাবানের জিজ্ঞাসা কি ইহাতে বিনিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা হউক, যাহা কিছু সৎ তাহার ধ্বংস হয় না, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, উক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। এক প্রকৃতি হইতে বিকৃত-জগদ্বিকারের উচ্চাবচ বিবিধ স্বগত সজাতীয়-ও-বিজাতীয়ভেদের কারণও যাহা, জড়বাদ চৈতন্যবাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাদোৎপত্তির হেতুও তাহাই। যে প্রাকৃতিকনিয়মে, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, জাগতিক পরিণামের এই ত্রিবিধ প্রধান বিভাগ হইয়াছে, যে প্রাকৃতিকনিয়মে চেতনাদি পদার্থসমূহের মধ্যেও অসংখ্য অবান্তর ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নৈসর্গিকনিয়মে জগতে অমৃত গরল আছে, মধুর তিক্ত আছে, সাধু অসাধু আছে, হিংসা অহিংসা আছে, ক্রোধ ক্ষমা আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে, ঠিক সেই প্রাকৃতিকনিয়মে আস্তিক নাস্তিক আছে, দ্বৈত-বাদ অদ্বৈতবাদ আছে, সৎকার্য্যবাদ অসৎকার্য্যবাদ আছে, আরম্ভবাদ পরিণামবাদ আছে, Theism' 'Atheism' আছে, বেদভক্ত ও বেদদ্বেষী আছে। জগদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিকাশিত এবং জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিলীন হইয়া থাকে। কিছুই একেবারে ছিল না হইল, অথবা ছিল একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহা হয় না, হইতে পারে না।

এখন শব্দের স্বরূপ কি তাহা চিন্তা করিতে হইবে—সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, লেখক স্বয়ংই তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই, সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধ পাঠকগণ যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। লেখকের এরূপ শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা পাঠকদিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারে। আশা পূর্ণ না হইলে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন; পাঠকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, এব্যক্তি প্রথমহইতেই এরূপ আশাকে হৃদয়ে পোষণ করে নাই, সুতরাং তন্নিবন্ধন ইহার কোনই দুঃখ নাই। যাহা বলিবে মনে ছিল, সময় ও অর্থাভাববশতঃ তাহা বলা হইল না এই জন্য এ ক্ষুব্ধ হইয়াছে বটে, ইচ্ছা আছে, (পাঠকগণ যদি অকিঞ্চনবোধে ঘৃণা না করেন) ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবে। আপাততঃ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রস্তাবিত বিষয়টার উপসংহার করা হইতেছে।

শব্দের স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিলে জ্ঞানের পরিপাক শেষ হইবার নহে,

man to fall, so long at least as he retains his reason, are easily seen to be very closely allied. They are both to be attributed to that Credulity which is characteristic alike of Ignorance and of Incapacity. Unfortunately there is no cure; the case is hopeless, for great ignorance almost necessarily presumes incapacity, whether it show itself in the comparatively harmless folly of the Spiritualist or in the pernicious nonsense of the Materialist."—

Recent Advances in Physical Science. P. 24—25.

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট এই দুর্ভেদ্য গূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করিতে না পারিলে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারিবে না। এক পারমার্থিক শক্তি হইতে (Primordial force) জগৎ আবির্ভূত, এরূপ অনুমান এবং জড়বিজ্ঞানের দুই একটী বিভূতি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে, ভবযাতনা শান্ত হইবে না। পূর্ণ হইতে হইলে, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতধামে উপনীত হইতে হইলে, শব্দতত্ত্ব সন্দর্শন ও মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে, বেদাদি-শাস্ত্রমতে সাধন করিতে হইবে। শব্দ কোন্ পদার্থ, দুই এক কথায় তাহা বুঝা যাইতে পারে না। শব্দ কোন্ পদার্থ তাহা না বুঝিলেও বেদের স্বরূপাবগতি হইবে না, বেদ যে অনন্ত ও নিত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শব্দের স্বরূপবর্ণন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তা'ই কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার জন্য শব্দ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। আরম্ভবাদের পরমাণু, পরিণামবাদের প্রকৃতি এবং মায়াবাদের মায়া, শব্দহইতে ভিন্ন-পদার্থ নহে। পূজ্যপাদ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, নামরূপবিনির্মুক্তজগৎ যাহাতে অবস্থান করে—প্রলয় কালে যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু এই নামে উক্ত করিয়া থাকেন।

"নামরূপবিনির্মুক্তং যস্মিনাসন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামিকে পরেত্বণূন্॥" —

পরমাণু কোন্ পদার্থ—পূজ্যপাদ বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা হইতে আর অল্পতর পদার্থ নাই, বস্তুর যাহা অবিভাজ্য-অংশ তাহার নাম পরমাণু। বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের এটম্ (Atom) ও আমাদের পরমাণু এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ একরূপ। Atom-শব্দটী 'এটোমস্' (*Gratomos.—a, not, temno to cut*) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহা এটম্। এটম্ সম্বন্ধে বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে এটম্ বা পরমাণুশক্তির ক্রিয়া মূর্ত্তাবস্থা বা শক্তির কেন্দ্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বস্‌কোবিচ (Boscovich) প্রথমে এই মত (Dynamical theory) প্রকাশ করেন। স্যার আইজাক নিউটনের চিন্তা-শীল মস্তিষ্কে, স্পষ্টরূপে না হইলেও এই মতের আভাস যে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজবাক্য হইতেই সপ্রমাণ হয়। পণ্ডিত বস্‌কোবিচের মতে এটম্, শক্তির ক্ষুদ্রতমগোলক মাত্র *। আধুনিক এটমোমেকানিক্যাল Atomomecha-

* "Matter consists not of solid particles but of mere mathematical centres; from which proceed forces according to certain mathematical laws, by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again."— *A. Dictionary of Science by Rodwell.*

nical theory মতের ভিত্তি ইহার উপরি সংস্থাপিত। পণ্ডিত ষ্ট্যালো বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাই যে কেন্দ্রীভূতশক্তি পরিচালিত পারমাণবিকগতি হইতে হইতেছে, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান যখন একথা ঠিক অনুভব ও প্রমাণ করিতে পারিবে, তখনই ইহার পূর্ণতা হইবে *। কেবল বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতই বা কেন, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান পাশ্চাত্যদার্শনিক পণ্ডিতগণও বলিতেছেন, পরমাণুসকল ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিসমূহের কেন্দ্র †। এটম্‌সম্বন্ধীয় দ্বিতীয়প্রকার মতের মর্ম্ম হইতেছে, দ্রব্যের যে সূক্ষ্মতম অবস্থা সাংকর্য্য ভাবে (Incombination) অবস্থান করে, যৌগিক্‌ বা মোলিকিউল্‌ (Molecule) অবস্থায় পরিণত হয় তাহা এটম্‌।

পরমাণু শব্দটীর নিরুক্তি—পরমাণু শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে ইহার যে প্রকার স্বরূপ নিরূপিত হয়, চিন্তাশীল পাঠক তাহা অবগত হইলে আনন্দলাভ করিবেন। 'অণ্‌' ধাতুব উত্তর 'উন্‌' প্রত্যয় করিয়া 'অণু' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা অণু। **"অণতিসূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি।"**—

উণাদি সূত্রে অণু-শব্দটীর নিরুক্তি অনুরূপ করা হইয়াছে। **"অণুশ্চ"**—

উণা। ১।৮।

অণ শব্দার্থঃ অত উ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ অণুঃ সূক্ষ্মঃ।

উজ্জ্বলদত্তকৃত উণাদিসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ, শব্দার্থক অণ্‌ ধাতুর উত্তর উন্‌ প্রত্যয় করিয়া অণুপদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও অণুশব্দটীর ঐরূপ নিরুক্তিই করা হইয়াছে। যাহা শব্দ করে, তাহা অণু। কোন একটী বস্তু যখন অপর একটী বস্তুকে অভিঘাত করে, তখন অভিঘাতপ্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটী দ্রব্য অন্য একটী দ্রব্য-হইতে অভিঘাতপ্রাপ্তহইলে একটী বা উভয় দ্রব্যেই কেবল যে গতি বা স্থিতি (Position or motion) কার্য্যোৎপত্তি হয় তাহা নহে, অত্যল্পচিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ‡। বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের

---

* "The resolution of all changes in the material world into motion of atoms, caused by their constant central force would be the completion of natural science."—

Concepts of Modern Physics. P. 22.

† "The matters are centres of force attracting and repelling each other in all directions."—

‡ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসারের উক্তি—

"When one body is struck against another, that which we usually regard as the effect, is a change of position or motion in one or both bodies. But a moment's thought shows that this is a very incomplete view

পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাতহইতেই সকল প্রকার ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া, শক্তির বিকাশিতঅবস্থা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা গেল, অণু ও শব্দ ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এই কথাই বলিয়াছেন *।

কথাটা কি যুক্তিবিরুদ্ধ ?—আমরা বলিলাম (অবশ্য শাস্ত্র প্রমাণানুসারেই বলিয়াছি) শব্দ ও পরমাণু এক পদার্থ, কথাটা অনেকের কর্ণে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, কারণ, দুর্ভাগাবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যা আজকাল বিরল হইয়া আসিয়াছে. যাহাকে ঠিক চিন্তাশীলতা বলে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই আছে (এহতভাগ্যও তাহাদের মধ্যে একজন, আমরা নিজদিকে তাকাইয়াই বলিতেছি, অতএব পাঠক বিরক্ত হইবেন না)। সুখের বিষয় টেট্, টম্‌সন্ হেলম্‌হল্‌টস্ প্রভৃতি বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন ইথার (আকাশের রজোগুণ) হইতে আলোক, তাপ, তাড়িত ইত্যাদি ভৌতিকশক্তিসকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই আশা—

“सर्व्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्।”— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, আকাশহইতেই বায়ুাদি ভূতসকলের উৎপত্তি এবং লয়কালে আকাশেই ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, আকাশ সুতরাং ইহাদিগহইতে জ্যায়ান্—মহত্তর, আকাশ, অন্যান্য ভৌতিকশক্তির পরায়ণ—প্রতিষ্ঠা, এই শ্রুতিবচনসমূহ অসারবোধে পরিত্যাজ্য হইবে না। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ যখন পরমাণুকে ভৌতিকশক্তির কেন্দ্র † বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন ইহাও দুরাশা নহে যে, শব্দ ও পরমাণু এক-

---

of the matter. Besides the visible mechanical result sound is produced; or, to speak accurately, a vibration in one or both bodies, and in surrounding air.”—

First Principles. P. 432.

* “अणवः सर्व्वशक्तित्वाद् भेदसंसर्गवृत्तयः।
छायातप तमः शब्दभावेन परिणामिनः॥
स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः।
अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः॥”— বাক্যপদীয়।

আমরা বুঝিয়াছি জগৎ ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তি (Atractive and Repulsive forces) দ্বারা সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাণুই হউক, প্রকৃতিই হউক অথবা মায়াই হউক, ইহারা ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তি ভিন্ন যে অন্য কোন পদার্থ নহে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তিই শব্দ। অতএব শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতেছে না।

† “Material molecule is some kind of knot or coagulation of Ether.”—

“Matters are *centres of force* attracting and repelling each other in all direction.”

পদার্থ, কোন না কোন দিন এই শাস্ত্রীয় অমূল্যোপদেশ, এ দেশে না হইলেও, অভ্যুদয়শীল বিদেশে আদর হইবে।

নৈহারিক সিদ্ধান্ত (The nebular hypothesis.)—জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে নৈহারিক সিদ্ধান্ত (nebular hypothesis) নামে একটী সিদ্ধান্ত আছে। স্যার উইলিয়ম্ হার্শেল এই সিদ্ধান্তের প্রথম প্রতিষ্ঠাপক *। নৈহারিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিণামবাদের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া আমরা বুঝি নাই। পণ্ডিত ড্রেপার এই মতকে বিশেষ রূপে আদর করিয়াছেন। নিবিউলী শব্দটী, সংস্কৃত নীহার শব্দের সমানার্থক। নি+হৃ+ঘঞ্, নীহার পদটী এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। নীহার ঘনীভূত শিশির বা হিম। প্রলয়কালে পরমাণুসমষ্টি নীহার (nebulæ) ভাবে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত ছিল, তাহার পর আকর্ষণশক্তিবলে ইহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূরিতে আরম্ভ করে এবং অধিকতর ঘন হইতে থাকে। নৈহারিক সিদ্ধান্তে পরমাণুপুঞ্জের এইটী বায়ব্যাবস্থা। এই অবস্থা হইতে ক্রমে গ্রহগণের বিকাশ হয়। এইরূপ জাত্যন্তর-পরিণাম হইতে হইতে ক্রমশঃ জল ও ক্ষিতির বিকাশ হইয়া থাকে †।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি অণুর শব্দত্ব প্রতিপাদনকরিবার সময় বলিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত—সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান শক্তি সকল পুনরভিব্যক্ত্যুন্মুখ হইলে, প্রযত্ন প্রেরিত শব্দাখ্যপরমাণুপুঞ্জ, অভ্রন্যায়ে (অভ্র বা মেঘ যেমন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন করে) প্রচিত হয়—স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নৈহারিকসিদ্ধান্ত ইহার ছায়া।

* "It is to Sir William Herschel that we owe the most complete analysis of the great variety of those objects which are generally classed under the common head of Nebulæ."—

Outlines of Astronomy by Sir John Herschel. P. 595.

† পাঠক!

"তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।"— ঋগ্বেদসংহিতা।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ভূত ভৌতিক নিখিল জগৎ তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল,—সলিল অর্থাৎ কারণ সঙ্গত বা অবিভক্তাবস্থায় অবস্থিত ছিল। এই ঋক্ শব্দটীর অর্থ এবং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"— তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

অর্থাৎ, সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে শব্দগুণ অবকাশকর আকাশের, আকাশ হইতে স্বীয় স্পর্শগুণ ও পূর্ব্বকারণ গুণ শব্দতন্মাত্র উভয়ে মিলিত হইয়া দ্বিগুণ বায়ু, বায়ু হইতে স্বীয় রূপ গুণ ও পূর্ব্বকারণ গুণদ্বয় (শব্দ ও স্পর্শ) মিলিত হইয়া ত্রিগুণ তেজঃ, তেজ হইতে, স্বীয় রসগুণ এবং পূর্ব্বকারণত্রয় (শব্দ, স্পর্শ ও রূপ) মিলিত হইয়া চতুর্গুণ জল, এবং জল হইতে স্বীয় গন্ধগুণ এবং পূর্ব্বকারণ গুণ চতুষ্টয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস) মিলিত হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই শ্রুতিবচনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সকল সিদ্ধান্তের বেদই প্রসূতি।

জ্ঞানের শব্দত্ব—শব্দের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইল তাহাতে বুঝিলাম শব্দ, ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে ইহা কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দদিগের অন্ধ জড়শক্তি? অন্ধ জড়শক্তি হইতেই কি জগৎসৃষ্ট হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এতাদৃশ সংশয় নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন, শব্দ অন্ধ জড়শক্তি নহে। জড় কদাচ চৈতন্যের আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। চৈতন্য আছে তা'ইত জড়, জড়রূপে প্রমিত হইয়া থাকে।

"अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मनास्थितम् ।
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन निवर्त्तते ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান স্বকীয়রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শব্দ (ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি), মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক্ব (অনুগৃহীত) হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয়, এবং বায়ু, অন্তঃকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে তদ্ধর্ম্মসমাবিষ্ট হইয়া তেজ দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি। শব্দ নিত্য ও কার্য্য ভেদে দ্বিবিধ *। কার্য্যশব্দের রূপ বলা হইল; বুঝিতে পারা গেল, কার্য্যশব্দ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্যশব্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ।

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট—শব্দ হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব আছে?

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষা নামক উপাদেয়গ্রন্থে শব্দ হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, নিয়তকালপরিপক্ক নিখিল প্রাণিকর্ম্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া, স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। লয় প্রাপ্ত হয় বলাতে, ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে হইবে না। লয়, প্রাদুর্ভাবফলক, ইহা আত্যন্তিকনাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃতকর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়—পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির বিকাশ হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। এই বিন্দুর চিদংশ বীজ, চিদচিন্মিশ্রাংশ নাদ। অচিদংশ কাহাকে বলা হইল, পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—অচিৎ শব্দদ্বারা শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপ অবিদ্যা নামক পদার্থ লক্ষিতহইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই বিন্দুনামলক্ষিত পদার্থের অপর নাম শব্দব্রহ্ম †। শব্দব্রহ্মের পরা,

* "द्वौ शब्दात्मानौ। नित्यः कार्य्यश्च।"— মহাভাষ্য।

† "प्रलये नियतकालपरिपाकायां सर्व्वप्राणिकर्म्मणामुपभोगेन प्रलयात्लीन सर्व्वजगत्

পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। বৈখরী শব্দই আমাদের পরিচিত শব্দের অপর অবস্থাত্রয় আমাদের অবিদিত। শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা এই জন্যই আমাদের দুর্ব্বোধ্য, বা অসম্ভবজ্ঞানে উপেক্ষণীয় হইয়াছে।

বেদের স্বরূপ।—শব্দের স্বরূপ কতকটা চিন্তা করা হইল, শব্দ হইতেই জগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দেই যে জগৎ অবস্থিত আছে এবং শব্দেই যে ইহা বিলীন হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতে পারে না, অল্পবুদ্ধি বালকও ইহা বুঝিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, আমরা (যদি শক্তিমান্ শক্তি প্রদান করেন) পরে সেই সকল আপত্তির উত্থাপন ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব, এখন বেদের স্বরূপ বেদে যেরূপ বর্ণিত হইযাছে তাহা দেখিব।

"ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদকিমৃচাকরিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২১। অথর্ব্ববেদসংহিতা। ৯।১০।১৮।

ভাবার্থ।

ঋক্‌প্রধানভূত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ের অক্ষর—ক্ষরণ রহিত, অনশ্বর পরমব্যোম (বিবিধ শব্দজাত যাহাতে ওত-ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অকারোকারমকারলক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকেন, সেই শব্দ সামান্যের নাম পরম ব্যোম) যাহাতে বেদস্তুত নিখিল দেবতা অধিনিষণ্ণ আছেন, যে সেই পরম ব্যোমকে অবগত হইতে

কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়ন্তে। লয়শ্চায়ং পুনঃ প্রাদুর্ভাব ফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। * * * অপরিপক্ক প্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাত্ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টি-মায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভাবতঃ। তত পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া বৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপ-মব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব প্রকৃতিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশোবীজম্। চিদচিন্মিশ্রোংশো নাদঃ। অবিচ্ছেদেন শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপাঽবিদ্যোচ্যতে। অস্যাবিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ং।"—

মঞ্জুষা।

পাঠক।

'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীত্।'—

এই ঋঙ্‌মন্ত্রটী এবং পণ্ডিত গ্রোভের—

"In all phenomena, the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable.—Causation is the will, Creation the act, of God."—

Correlation of Physical forces. P. 218.

এ তত্ত্বচনসকলের তাৎপর্য্য-চিন্তা করিবেন।

পারে না—যথাবিধি সাধন দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে না, ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা সে কি করিবে? তাহার ইহা দ্বারা কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যে ভাগ্যবান্ ঋগাদি বেদপ্রতিপাদ্য নিত্যশব্দময় পরমব্যোম বা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারে, তিনি তাত্তাব্য প্রাপ্ত হ'ন, প্রণববিগ্রহপরমাত্মাতে অনুপ্রবেশ করিয়া শান্তশিখ অনলের ন্যায় তিনি নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন—আত্যন্তিকমোক্ষলাভ করেন।

সিদ্ধান্ত হইল, নিত্য ও কার্য্য এই উভয়াত্মক শব্দই 'বেদ'। বেদের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, সগুণব্রহ্ম যতপ্রকার ভাববিকারে বিবর্ত্তিত হইয়া জগদাকার ধারণ করেন, ততপ্রকার শব্দ আছে, বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ এবং যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না, বুঝিয়াছি জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য, অতএব বলিতে পারি শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচার, অদূরদর্শী পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানবই করিয়া থাকে। আমি যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, পূর্ব্বে যাহা কখন আমার বুদ্ধিগোচর হয় নাই, তাদৃশ পদার্থের প্রথম অনুভবকরাকালে আমি তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করিব, কিন্তু যিনি তৎপদার্থকে বহুবার সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে কখন নূতন বলিবেন না। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী—যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তিকে ভৌতিক পদার্থ সমূহ বাধা দিতে অক্ষম, তাঁহাদের সমীপে কোন পদার্থই নূতন নহে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচারকরিয়া থাকেন, এবং এই রূপ করাই তাঁহার প্রকৃত্যুচিত কার্য্য, ইহা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। শব্দ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এ সকল দুরবগাহ অমূল্যবাক্য সকলের মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেশে তাঁহার জন্ম হয় নাই। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয় পণ্ডিত মোক্ষমূলরের দৃষ্টিতে নবীনতর হইলেও বস্তুতঃ নবীনতর নহে। নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতির খরতর স্রোতে, অবশভাবে যাহারা ভাসমান, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তিভিন্ন জীবনের কমনীয় রূপ যাহাদের হতভাগ্য নয়নের বিষয়ীভূত হয় না, বর্ত্তমান কালের জ্ঞান ভিন্ন যাহাদের দুর্ব্বলচিত্ত অতীত কালের জ্ঞান ধারণ করিতে অপারগ তাহাদের সমীপে সকলই নূতন, কিন্তু তাহা বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পুরাণপুরুষের (বিষ্ণুর নামান্তর) দৃষ্টিতে কোন বস্তু নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে কেন? বেদ ও ব্রহ্ম সমান পদার্থ, সুতরাং আমার নিকট যাহা নূতন, বেদ তাহাকে নূতন বলিবেন কেন?

জাতিভেদ যে বেদসম্মত নহে, ইহাই ত পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের প্রতিপাদ্য বিষয়, অসভ্য, বর্ব্বরহিন্দুজাতিকে সভ্য করিবার নিমিত্তই ত তিনি ব্যতিব্যস্ত—এতদূর ত্যাগী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতিভেদ বেদসম্মত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাস্ত্র মনে করিয়া যে স্থূলমুখ ছুরিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয়কে নবীনতর বলিয়া মানিলেও ঋগ্বেদে জাতিভেদের কথা নাই ইহা সপ্রমাণ হয় না। ঋগ্বেদে রাজন্য শব্দটীর

ব্যবহার না থাকিলেও, ক্ষত্রিয় শব্দটীর বহুলপ্রয়োগ আছে। যে সকল মন্ত্রে ক্ষত্রিয় শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাহাদিগকেও কি নবীনতর মন্ত্র বলিতে চাহেন ?

প্রশ্ন।—সাধুশব্দমাত্রেই যদি বেদ হয়, তবে ঋগাদিসংহিতাচতুষ্টয় ও ইহাদের ব্রাহ্মণভাগসকলকেই বেদ বলা হয় কেন ? ভগবান্ পতঞ্জলিদেবই বা লৌকিক ও বৈদিকভেদে শব্দসমূহকে, কি নিমিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন *।

উত্তর।—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, চন্দ্রতারকবৎপ্রবাহরূপেনিত্য বাক্‌সমাম্নায়কে ব্রহ্ম বা বেদ এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লৌকিকশব্দের স্বরূপনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব এই কয়েকটী শব্দের উল্লেখ এবং বৈদিকশব্দ কাহাকে বলে বুঝাইবার নিমিত্ত ঋগাদি বেদচতুষ্টয়হইতে চারিটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈয়ট বলিয়াছেন, লোকে পদানুপূর্ব্বীনিয়মের অভাবহেতু ভাষ্যকার গো, অশ্ব প্রভৃতি কতিপয় পদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বেদে আনুপূর্ব্বীনিয়ম আছে বলিয়া বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। পরে প্রতিপাদিত হইবে, আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি যেরূপ ক্রমে হইয়া থাকে, পরমব্যোম হইতে বেদের বিকাশও সেই প্রকার তালে তালে হইয়া থাকে। বেদের ছন্দঃনাম হইবার কারণ কি বুঝিবার সময় আমরা এই সকল কথার তাৎপর্য্য চিন্তা করিব। সাধুশব্দমাত্রেই যে বেদ এবং বেদ যে অনন্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা সচরাচর যাহাদিগকে বেদ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহারা বেদ বটে, কিন্তু তাহারাই বেদ নহে, বেদ অনন্ত।

অতএব জাতিভেদ বেদানুমোদিত, এবং যুক্তিসঙ্গত। জাতিভেদকে যুক্তিসঙ্গত বলিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক তাঁহারা অদূরদর্শী।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমানচিত্র।—সমাজ কাহাকে বলে চিন্তা করিয়া অবগত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য ইতরেতরাশ্রয়িমনুষ্যযন্ত্রসমষ্টির নাম সমাজ, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে মনুষ্যের লক্ষ্য কি ?

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি তাহা বুঝিয়াছি এবং ইহাও চিন্তিতপূর্ব্ব কথা, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চঞ্চল নহি। ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই যখন কর্ম্মের আরম্ভ, তখন যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হইবে, ততদিন স্থির হইবার উপায় নাই। ব্যাকরণশাস্ত্র বলেন, যে সকলধাতুর অর্থ গতি তাহারা জ্ঞানার্থক

* "केषां शब्दानाम्। लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्। गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनि मृगो ब्राह्मण इति।"—

"तत्र लोके पदानुपूर्व्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति। गौरश्व इति। वेदेत्वानुपूर्व्वी नियमाद्वाक्यान्युदाहरति।"— কৈয়ট।

এবং প্রাপ্ত্যর্থকও হইয়া থাকে। কথাটা শুনিতে ক্ষুদ্র হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত সারগর্ভ—ইহার মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিকরহস্য লুক্কায়িত আছে। গতিমাত্রেই যে ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে—স্থিতিই যে গতির লক্ষ্য, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে,গত্যর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে, এই কথাটুকু দ্বারা কি না বলা হইয়াছে? ঈপ্সিততমের সমাগম যে কেবল জ্ঞানসাধ্য * ইহাদ্বারা তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি চিদচিৎ ও অচিৎ জগৎ, এই দ্বিবিধভাবাত্মক। জীবজগৎ ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা এবং জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। চিদচিৎ অচিদ্ভাব ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিন্ময়ভাবপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অচিৎ চিরদিনই অচিৎ থাকিবে। স্বভাবের কখন অন্যথা হয় না।

জড়ত্ব।—যে ধর্ম্মবশতঃ জড়পদার্থসকল পরবশগ—স্বেচ্ছায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব (Inertia) বলে। যাহা এই জড়ত্বধর্ম্ম বিশিষ্ট তাহার নাম জড়পদার্থ, জড়পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম, ইহা সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, যাহা জড় তাহা স্বয়ং চলিতে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্থির হইতে পারে না। জড়ের নিজ-প্রয়োজন নাই, পরপ্রয়োজনেই ইহা সপ্রয়োজন।

ইহার কারণ কি? জড়ের নিজ প্রয়োজন নাই কেন? বুঝিয়াছি ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্য বা অভাবমোচনের নিমিত্তই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা স্বভাব, তদ্ভাবেই নির্ব্বাতদেশস্থিত নিষ্কম্পপ্রদীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে সে অবস্থান করে। স্বভাবে অবস্থিত হইবার নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠান—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই চঞ্চলতা। স্বভাব-বা-স্বরূপচ্যুতিই 'অভাব'। বিপদ-শব্দটীর অর্থ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, স্বভাব বা স্বপদের অন্যথাভাবের নাম বিপদ। যাঁহারা বিপন্ন, স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট, তাঁহারাই সপ্রয়োজন। অচিৎ বা জড়ের, জড়ত্বই (Inertia) স্বভাব, সুতরাং, জড়জগৎ স্বভাবেই আছে; এইজন্য ইহার চঞ্চলতা নাই। চিদচিৎ বা জীবজগৎ—স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট, সেই নিমিত্ত ইহা অস্থির—স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য নিয়তগতিশীল।

জীবের স্বরূপ।—আমরা বলিলাম চিদচিৎ স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট এবং যাঁহারা স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট তাঁহারাই চঞ্চল, এক্ষণে জানিতে হইবে জীবের স্বভাব

* তাই বলি কোন্ মহাপাপে আর্য্যবংশধরদিগের ঈদৃশ দুরবস্থা হইল? যাঁহাদের সামান্য সামান্য কথার মধ্যে এত বিজ্ঞানপরিপূরিত, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাহাদিগকেও কেন বিদেশীয়-দিগের চরণাশ্রয় করিতে হয়? সূর্য্যলোকবাসী আলোকের নিমিত্ত চন্দ্রলোকের শরণ গ্রহণ করিতে যায় কেন! সার্ব্বভৌম-রাজার পুত্র, অন্নের জন্য দীন ভিক্ষুকের বেশে আজ পরের দ্বারে দণ্ডায়মান। দয়াময়! তুমি [illegible] আর কে উচ্ছেদ করিয়া দিবে?

কি? বেদাদিশাস্ত্রচরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি বিষ্ণুর পরমপদই জীবের স্বভাব—জীবের স্বপদ। চিদচিদ্ভাব তাহার বিকৃতভাব। সিদ্ধান্ত হইল, পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চঞ্চলতা, পূর্ণসনাতনীর সন্তান ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্যস্থান যে দিন সমাসাদিত হইবে, জননীর অঙ্কচ্যুত, স্বপদভ্রষ্ট সন্তান যে দিন আবার মার কোল পাইবে, জীবের গতি সেই দিন স্থগিত হইবে, সেই দিন ইহার চঞ্চলতা বিদূরিত হইবে, পরিণামস্রোত সেই দিন নিরুদ্ধ হইবে। কিরূপে তাহা হইবে? ত্রিতাপজ্বালা কিসে নিভিবে?

এ প্রশ্নের শ্রৌত উত্তর;—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"—

বাজসনেয়সংহিতা। ৪০।৪১।

বিদ্যা—দেবতাজ্ঞানানুশীলন এবং অবিদ্যা কর্ম্মানুষ্ঠান, মৃত্যু বা ভীমভবার্ণব-তিতীর্ষুপুরুষের এই উভয়েই অনুষ্ঠেয়—অবশ্যকর্ত্তব্য, বলিয়া যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি অবিদ্যা বা কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষিসকল, উভয় পক্ষের সাহায্যে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে, কেবল একটী পক্ষদ্বারা পক্ষী কখন উড়িতে পারে না। জীববিহগ-কুলও সেই রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী পক্ষ দ্বারা ভবধাম ছাড়িয়া শাশ্বত ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকে। কেবল জ্ঞানানুশীলন বা শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না *।

জীবের গতি কবে ও কিরূপে সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখীন হয়? বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব কবে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে?—শ্রুতি বলেন—শকুনি (পক্ষী) শকুনিঘাতক বা ব্যাধের হস্তগতসূত্রদ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া—ব্যাধপাশে পাশিত হইয়া, অগ্রে বন্ধনমোচন করিয়া পলাইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করে—মুক্তপাশ হইবার নিমিত্ত দিকে দিকে পতিত হয়, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারে না, কুত্রাপি বিশ্রামস্থান পায় না, যেস্থানে বিশ্রাম করিতে যায়, বন্ধনসূত্র

* বিদেশীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও বুঝিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief that Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness,."— *First Principles.*

পণ্ডিত স্পেন্সার্ যাহা বলিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তাহার সহিত শাস্ত্রীয় উপদেশের সাদৃশ্য উপলব্ধ হইলেও উভয়ের মধ্যে যে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান আছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যখন, তৎক্ষণাৎ তথাহইতে আকর্ষণ করে, তখন শ্রান্ত হইয়া, অনন্যগতি পক্ষী, বন্ধন স্থানেরই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, ব্যাধের হস্তেই আত্মসমর্পণ করে। অবিদ্যাকাম কর্ম্মোপদিষ্ট, মায়ামুগ্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিঙ্মূঢ় জীবসংঘও এইরূপ বিশ্রামায়তনের অন্বেষণার্থী হইয়া প্রথমে দিকে দিকে পতিত হয়, উচ্চাবচ নানাবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট বা ব্যুত্থানশক্তি (Centrifugal forcc)-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বিবিধ পরিণামে পরিণত হয়। স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে গিয়া, বনে বনে ভ্রমণ করে। যখন কোথাও আরামস্থান দেখিতে পায় না, তখনই তাপিতপ্রাণ শীতলকরিবার একমাত্র স্থান—সর্ব্বসন্তাপহর পরমেশচরণে নিপতিত হয়, কেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, চিত্তবৃত্তিকে নিবোধ করিবার চেষ্টা করে। দয়াময়! তুমিই আমার আত্মা বিশ্বজীবন! এ অধমের তুমিই প্রাণ, তুমিই একমাত্র গতি—আমি তোমারই অকৃতি-তনয়—তোমারই অকিঞ্চনপ্রজা, এই বলিয়া অবশভাবে, অনন্যচিত্ত ও অনন্যচেষ্ট হইয়া সদাখ্যপ্রাণের শরণ গ্রহণ করে। শক্তিহীনতাবশতঃ প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া নহে, প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে অপারগ হইয়া নহে, প্রকৃতির সকল রহস্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্ব্বহিঃ সম্যগ্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া, বায়ৃগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের বাবা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া, এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-পরমাত্মা-ভিন্ন দ্বিতীয়পদার্থ নাই জানিয়া, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, ভাব-অভাব, আমি-তুমি, ইদং-তৎ, এসমস্ত এক করিয়া ভিন্নভিন্নভাবে অবভাসমানপদার্থজাতকে একভাবে দেখিয়া, পরমপিতার চরণে আত্মসমর্পণ করে—জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, দ্বৈতবুদ্ধিকে আহুতিপ্রদান করে, জলবিম্ব-জলে মিশিয়া যায়, নদী, নদীপতিকে প্রাপ্ত হইয়া নদীনাম, নদীরূপ ত্যাগ করে, নদীপতি হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। বুঝিতে পারা গেল, জীব যখন কোথাও শান্তি পায় না, সেই সময়ই সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব সেই সময়ই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে, স্নেহময়ী বিশ্বজননীর আহ্বানধ্বনি সেই দিনই জীবের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; বিদেশীয় বসনভূষণ সেই দিন সে ত্যাগ করে। •

হিন্দু আধ্যাত্মিক জাতি।—যাঁহারা অন্তর্ম্মুখীনবৃত্তি, যাঁহাদের চিত্তনদী—কৈবল্যসাগরপ্রাগ্‌ভারা, যাঁহাদের গতি আত্মা বা কেন্দ্রের অভিমুখিনী,—বিষয়ভোগ-বাসনা যাঁহাদের ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক। হিন্দু এই আধ্যাত্মিক জাতি। হিন্দুর সকলকার্য্যই এই নিমিত্ত আধ্যাত্মিক। জাতিভেদ অন্য দেশেও আছে, কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ ও অন্যদেশের জাতিভেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী। হিন্দুর জাতিভেদ আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক, অন্যদেশের জাতিভেদ জাগতিক উন্নতি লইয়া। যিনি অকামহত, যিনি বেদাদিশাস্ত্রপারদর্শী, যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্ব-

ভূতকে সন্দর্শন করেন, স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়াও অন্যের কল্যাণসাধনের জন্য যিনি সদাব্যস্ত, সম্মানকে বিষবৎ এবং অপমানকে যিনি অমৃত তুল্য জ্ঞান করেন, সুখিতে যাঁহার মৈত্রী—দুঃখিতে যাঁহার করুণা, পুণ্যবানে যাঁহার মুদিতা, অপুণ্যবানে যাঁহার উপেক্ষা, ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাঁহার তৃণীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ বিষয়-বৈরাগ্য যাঁহার শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে, সর্ব্বজীবে আত্মবৎ প্রীতি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে—অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সুষুপ্তিকালে, বাহ্য-বিষয় বিস্মৃতির ন্যায় জাগ্রৎকালেতেও যিনি বিষয়ভোগবিস্মৃত, হিন্দু তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-জাতি বলেন। অন্যদেশে ঠিক ইহার বিপরীত। অন্যদেশে পার্থিব-উন্নতি-অবনতি লইয়াই জাতিভেদ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানহিন্দুর অবস্থা কি তা'ই?।—যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে নিজবিশ্বাস আর কিছুদিন পরে হিন্দুসমাজ না বলিয়া 'হিন্দুসমজ' বলিতে হইবে। সরলতা, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, বিবিদিষা, গুরুভক্তি, শাস্ত্রবিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল হিন্দু-জাতির ইতরব্যাবর্ত্তক স্বভাবজগুণ ছিল, কিন্তু বলিতে হৃদয় ব্যথিতহয়, হিন্দুর পবিত্রহৃদয় ক্রমে ক্রমে এ সকল গুণকে হারাইতেছে। হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অন্তঃসারশূন্য শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয়ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। কায়মনঃ ও বাক্যগত প্রবৃত্তির সমতাকে শাস্ত্রকর্ত্তারা সরলতা নামে লক্ষিত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য আমাদের এরূপ লক্ষণযুক্তহিন্দুর পবিত্রমূর্ত্তি আমরা অধিক দেখিতে পাই না। অনেকের চিত্তবিনোদী যুক্তিপূর্ণ ও সরলতাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া হৃদয় প্রথমে বিগলিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বাচনিক প্রবৃত্তির সহিত দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তির অসামঞ্জস্য দেখিয়া শেষে বিস্মিত ও মনোহত হইয়াছি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, দুঃখিতকে দেখিলে তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে, কি উপায় আশ্রয় করিলে তাহার দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, দুঃখিকে দেখিয়া কখন বিরক্ত হইও না, দুঃখির দুঃখনিবারণ করিতে পারিলে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হয়, ইহা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হইয়াথাকে। চিত্তপ্রসাদ সমুৎপন্ন হইলে, চিত্তের সর্ব্ব-সন্তাপহর নিরোধপরিণাম আরম্ভ হয়, রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই চিত্তবিক্ষেপ সমুৎ-পাদন করে। রাগ-দ্বেষ সমূলে উন্মূলিত হইলে চিত্তপ্রসাদ হয় এবং চিত্ত প্রসন্ন হইলেই ইহার একাগ্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলিব, বর্ত্তমান কালে অনেকের নিকট (যাঁহারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ মনে করেন) দুঃখিতে দয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সহানুভূতি, বিশ্ব-জনীনপ্রেম প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়লোকেরই মুখে শুনিতে পাই কিন্তু বুঝিতে পারি না, কালমাহাত্ম্যে শব্দের অর্থ কেমন করে পরিবর্ত্তিত হয়। বিবিদিষা প্রাচীনহিন্দুর আদর্শস্থানীয় ছিল। স্বভাবস্থিত হিন্দুর জ্ঞানপিপাসা কত প্রবল ছিল, তাহা হিন্দুর

অতুলনীয় গুরুভক্তির কথা স্মরণ করিলেই সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাবে স্থিত হিন্দু জ্ঞানদাতা গুরুকেই প্রকৃত মাতা পিতা বলিয়া জানিতেন, অবিকৃতহিন্দু, গুরুদেবের তুষ্টির জন্য স্বীয় দেহ-প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানকালে, জ্ঞানপিপাসা যাহাকে বলে তাহা আমাদের মধ্যে অল্পলোকেরই আছে। আজ যদি ইংরাজ ঘোষণ করিয়া দেন যে, যাহারা ইংরাজী ভাষা জানে না এবং পরেও জানিবার চেষ্টা করিবে না, যাহারা কোনরূপ বিদ্যার চর্চ্চা কখন করিবে না, তাহাদিগকে মূর্খতার মাত্রানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কল্য হইতে কোন মাতা-পিতাই সন্তানদিগকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না।

শাস্ত্রবিশ্বাস হিন্দুর অন্যতম লক্ষণ, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করাকে প্রকৃতিস্থ হিন্দু মহাপাপ মনে করিতেন। আপ্তোপদেশই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছিল, কিন্তু আমরা, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে হৃদয়ের সহিত শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন, এরূপ হিন্দুর সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই নাই, যাঁহারা ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ তাঁহারাত শাস্ত্রের মধ্যে সারপদার্থ অল্পই দেখিতে পান।

হিন্দুজাতি, তবেই বলিতে হইল, অসাধ্যরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, হিন্দুসমাজশরীরের সংযোজক তন্তু ছিন্ন হইয়াছে; বস্তুতঃ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

ধার্ম্মিক শব্দটী, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও আমাদের পরিচিত শব্দ সন্দেহ নাই। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, ইঁহার সঙ্গ প্রার্থনীয়, ও ব্যক্তি ধার্ম্মিক নহে, উহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেও ভয় হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; ধার্ম্মিক কথাটীর এইরূপ প্রায়ই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ ও যথাযথব্যবহারের উপরি প্রমা বা যথার্থজ্ঞান নির্ভর করে, শব্দের অসম্পূর্ণজ্ঞান ও অযথাব্যবহারই সংশয়াত্মক জ্ঞানোৎপত্তির হেতু—তত্ত্বাববোধের অন্তরায়। অতএব ধার্ম্মিক শব্দটী আমরা সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই ইহার প্রকৃত অর্থ কি না, তদবধারণার্থ বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।

ধার্ম্মিক শব্দটীর নিরুক্তি—'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া 'ধার্ম্মিক-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সতত ধর্ম্মানুশীলন করেন—ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা যিনি অবগত আছেন, যিনি ধর্ম্মকে (বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন তিনি ধার্ম্মিক *।

---

* "ধর্ম্মং চরতি।"— পা। ৪।৪।৪১।

"চরতির্গমিবাথা নানুষ্ঠানমাত্রে। ধর্ম্মং চরতি, ধার্ম্মিকঃ।"— কাশিকা।

ধার্ম্মিকশব্দটী অন্যরূপেও সিদ্ধ হইতে পারে যথা—

"তদধীতে তদ্বেদ।"— পা। ৪।২।৫৯।

"ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্।"— পা। ৪।২।৬০।

অর্থাৎ, ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন বা ধর্ম্মকে জানেন এতদর্থে ও 'ঠক্' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

ভগবান্ পাণিনিদেব, ধার্ম্মিক শব্দটী যেরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, বলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক কাহাকে বলে এতদ্দ্বারা তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ধার্ম্মিক কাহাকে বলে তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধর্ম্মপদার্থের স্বরূপ কি অগ্রে তাহা জানিতে হইবে।

অতএব দেখা যাউক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ ?—অবস্থিত্যর্থক তুদাদিগণীয়, আত্মনেপদী অকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর অথবা ধারণার্থক ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী সকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবস্থানকরে—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মাদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা 'ধর্ম্ম', ধর্ম্ম শব্দটীর এবম্প্রকার নিরুক্তি হইতে পারে।

ধর্ম্মশব্দের কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ—ধর্ম্ম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ব্যাকরণ চরণপ্রসাদে বিদিত হইলাম, এক্ষণে কোষশাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। অমরকোষে, পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ, ধর্ম্মশব্দের এই ছয় প্রকার অর্থ ধৃত হইয়াছে।

মেদিনীতে, ধর্ম্ম শব্দটীর, পুণ্য, আচার, স্বভাব, উপমা, ক্রতু, অহিংসা, উপনিষৎ, ধনু, যম, ও সোমপ, এই কয়েক প্রকার অর্থের উল্লেখ আছে।

বিশ্বকোষে, পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও ক্রতু, ধর্ম্মের এই কয়েক প্রকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

কোষশাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দটী কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিলাম, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখা যাউক—**ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।**—ঋগ্বেদ সংহিতা। ১।১।২২।১৮, সামবেদ সংহিতা উত্তরার্চ্চিক ৮ প্রং ২ অর্দ্ধ, শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা। ৩৪।৪৩।

মন্ত্রটীর বঙ্গানুবাদ।

অদাভ্য—অহিংস্য (যাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না—যাঁহার শাসন অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারই নাই, যিনি অপ্রতিহতশাসন—অমিতপ্রভাব অনন্তশক্তি) গোপা বিষ্ণু (জগৎপাতা—বিশ্বরক্ষক সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর) ধর্ম্মকে (অগ্নিহোত্রাদি—সায়ণাচার্য্য, পুণ্যকর্ম্ম মহীধরাচার্য্য) ধারণ করিবার নিমিত্ত—ধর্ম্ম পালনার্থ, পৃথিব্যাদি লোকত্রয় (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ) অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই পদত্রয়দ্বারা ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

"আহ দেবা বৈ ত্রয়ী দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ প্রতিবেদি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মজিন্বত্বাহ মনুষ্য বৈ ধর্ম্মী।"— কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা।

ভাবার্থ—

দেবতা—শক্তিই সকলের ক্ষয়—সকল পদার্থের আধার, শক্তি দ্বারাই সকল বস্তু ধৃত হইয়া থাকে—শক্তিই সকল বস্তুর আবাসভূমি। যজ্ঞ বা ক্রিয়া, শক্তিহইতে হইয়া থাকে, শক্তিব্যতিরেকে কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, যেখানে কর্ম্ম সেইখানেই দেবতা বা শক্তির অস্তিত্ব আছে। যজ্ঞ শব্দটীর অর্থ কর্ম্ম বটে, কিন্তু কর্ম্ম মাত্রকেই যজ্ঞনামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হয় নাই। যে কর্ম্ম 'প্রেতি' প্রকৃষ্টগতি অর্থাৎ যে কর্ম্ম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু, যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে, তৎকর্ম্মই যজ্ঞ, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। জগৎ কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মশূন্য হইয়া জগতে থাকিবার উপায় নাই, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায়, জগতে থাকিতে হইলে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করা যখন অপরিহার্য্য, তখন এরূপকর্ম্ম করা উচিত, যাহাতে কর্ম্মের মুখ্যফল সিদ্ধ হয়, কর্ম্মানুষ্ঠাতার যাহাতে নিঃশ্রেয়স, স্থির কল্যাণ বা ঈপ্সিততমের সমাগম হয়। যজ্ঞ তাদৃশ কর্ম্ম। যে কর্ম্মদ্বারা মানব উন্নতির অভিমুখে গমন ও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা 'ধর্ম্ম' তাহা 'প্রেতি' ভগবান্ বলিয়াছেন,

"যজ্ঞার্থাৎ্ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"— গীতা। ৩৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর। যজ্ঞ হইয়াছেন অর্থ—প্রয়োজন যাহার, তাহার নাম 'যজ্ঞার্থ'। যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞার্থ নহে—অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহারা বন্ধনকারণ। যজ্ঞই 'প্রেতি' প্রকৃষ্টতমগতি—যজ্ঞইধর্ম্ম। হে যজ্ঞ! ধর্ম্মের জন্য—প্রকৃষ্টগতির নিমিত্ত—তোমাকে আশ্রয় করিতেছি, তুমি ধর্ম্মকে তদনুষ্ঠাতৃবর্গ মনুষ্যবৃন্দকে প্রীত কর—উৎকৃষ্ট গতিদান করিয়া আপ্যায়িত কর। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, মনুষ্যকে এই মন্ত্রে 'ধর্ম্ম' এই নামদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবোন্নতি বা জীবসম্বন্ধীয় প্রকৃষ্টগতির মনুষ্যই মর্ত্ত্যধামের চরমাবস্থা। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণেও ঠিক এই কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, ধর্ম্ম, বিশ্বজগতের—নিখিলস্থাবর-জঙ্গমাত্মক জাগতিকপদার্থনিচয়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তন্নির্ণয়ার্থ লোকে ধর্ম্মিষ্ঠকেই—প্রকৃষ্টরূপে ধর্ম্মে বর্ত্তমান পুরুষকেই—আশ্রয় করিয়া থাকে—যথার্থ ধার্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হয়। ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়, ধর্ম্মেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মশূন্য হইলে কাহারই অবস্থানকরিবার সামর্থ্য থাকে না, অতএব ধর্ম্মই পরমপদার্থ—ধর্ম্মই সারতম-সামগ্রী। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্ম্মব্যাখ্যাশীর্ষক প্রস্তাবে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তিত হইবে, আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা এ স্থানে বলিব।

ধর্ম্ম তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল?—'ধর্ম্ম'-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ-হইতে অবগত হইলাম, যাহা অবস্থানকরে, বিদ্যমানথাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধরিয়ারাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম। আমরা যথাস্থানে বুঝিবার চেষ্টা করিব, ধর্ম্ম-শব্দটীর কোষোক্ত অর্থসকল এবং বেদাদিশাস্ত্রে ইহা যে যে অর্থে ব্যবহৃতহইয়াছে, ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থসমূহহইতে তাহারা অতিরিক্তপদার্থ নহে।

যাহা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে তাহা গুণ বা শক্তি, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, তাহাও গুণ বা শক্তি। একটী বিশেষগুণ বা বিশেষ-শক্তি, অন্যটী সামান্যগুণ বা সামান্যশক্তি; একটী কার্য্যাত্মভাব, অন্যটী কারণাত্মভাব, একটী পরিচ্ছিন্নসত্তা, অপরটী অপরিচ্ছন্নসত্তা। বুঝিয়াছি শব্দহইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, শব্দে স্থিত এবং শব্দে বিলীন হইয়া থাকে, সুতরাং বলিতেপারি নিত্যশব্দ নিত্যধর্ম্ম এবং কার্য্যশব্দ কার্য্যধর্ম্ম বা জগৎ। বেদ ও শব্দ সমানার্থক, অতএব ইহা অনায়াসবোধ্য যে, ব্রহ্ম বা বেদই ধর্ম্ম। ভগবান্ জৈমিনি এই জন্যই বলিয়াছেন ধর্ম্ম, শব্দ-বা-বেদমূলক, অর্থাৎ, যাহা বেদবোধিত তাহাই ধর্ম্ম *; শ্রুতিদেবী এই নিমিত্তই বলিয়াছেন, ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মে সকলবস্তু প্রতিষ্ঠিত। জগতে যত-পদার্থ আছে সকলেই এক একটী ধর্ম্ম। পদ-বা-শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ, পদার্থ-শব্দটীর এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-স্মরণ করিতে হইবে। জগৎ একটী শব্দ, জগৎ একটী ধর্ম্ম, মনুষ্য একটী শব্দ, মনুষ্য একটী ধর্ম্ম, আর্য্য একটী শব্দ, আর্য্য একটী ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ একটী শব্দ, ব্রাহ্মণ একটী ধর্ম্ম, তুমি একটী শব্দ, তুমি একটী ধর্ম্ম, তিনি একটী শব্দ, তিনি একটী ধর্ম্ম, আমি একটী শব্দ, আমি একটী ধর্ম্ম ইত্যাদি। শব্দ সামান্য-বিশেষাত্মক, ভাব বা সত্তা সামান্য-বিশেষাত্মক, ধর্ম্মও সুতরাং সামান্য-বিশেষাত্মক। জগৎ কিরূপধর্ম্ম? 'জগৎ' এই পদবোধ্য অর্থই জগদ্ধর্ম্ম। যাহা গতিশীল—যাহা উৎপত্তিস্থিত্যাদিভাববিকারময়, তাহার নাম জগৎ, অতএব গতিশীলত্বই জগদ্ধর্ম্ম। বুঝিয়াছি, কার্য্যশব্দ বা অপরব্রহ্ম চিদচিদাত্মক, জগৎ কার্য্যাত্মভাব, অতএব জগৎ চিদচিদাত্মক। জগৎ যখন চিদচিদাত্মক, তখন জাগতিকও চিদচিদাত্মক। সরলবক্রাদিভেদে † গতির নানাবিধ অবস্থা, জগদ্ধর্ম্মের সেইজন্য বিবিধ

* "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।১।

† জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেগতি সরলরেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখাক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সরল ও বক্র এই রেখাদ্বয়ের স্বরূপপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—যেরেখার মুখ পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম "বক্ররেখা", এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার নাম "সরলরেখা"।

"Motion is either rectilinear or curvilinear: rectilinear when the moving body travels along a straight line, as when a body falls to the

অবস্থা। স্থিতি, গতির চরমলক্ষ্য, অতএব যেগতি যেপরিমাণে স্থিতি বা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবের সমীপবর্ত্তিনী, সেগতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। শ্রুতি ইহাকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) এই নাম দিয়াছেন। প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতিই ধর্ম্মশব্দের লক্ষ্যপদার্থ; মর্ত্ত্যধামে, মনুষ্যই 'প্রেতি' বা প্রকৃষ্টগতি। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ প্রকৃষ্টতরগতি।

প্রকৃতধার্ম্মিক কে?—যিনি প্রকৃষ্টতমগতি, যিনি কেন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতম, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের—প্রকৃষ্টগতির সনাতনমূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্তপাত্র *। ব্রহ্ম বা বেদকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ভগবান্ পাণিনিদেবের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, যিনি ধর্ম্মকে জানেন, যিনি ধর্ম্মকে অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনি ধার্ম্মিক; বিদিতহইয়াছি, বেদ ও ধর্ম্ম সমানার্থক, সুতরাং যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক।

আমরা বলিলাম যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। কথাটা অনেকের কর্ণেই যে নূতন ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেদ কোন্ পদার্থ এবং প্রকৃতধর্ম্মেরই বা স্বরূপ কি, তাহা যাঁহারা অবগত নহেন, যাঁহাদের বিষয়তৃষ্ণা-সমাচ্ছাদিত, গর্ব্বান্ধতমসসমাবৃতবিক্ষিপ্তচিত্ত, জন্মান্তরকৃতদুষ্কৃতিনিবন্ধন বেদের স্বরূপদর্শন করিতে অনিচ্ছুক, বেদের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞবৃদ্ধজনের চরণসেবা ও তপঃসাধনকরা আবশ্যক †,

---

ground, curvilinear when it goes along a curved line, as in the case of a horse turning in a mill."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 15-16.

"A curved line is merely a line whose direction changes from point to point, while a straight line is one whose direction does not change."—

Recent Advances in Physical science, P. 350.

সরলগতিই প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতি, ইহারই নাম ধর্ম্ম।

* "उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्त्तिर्धर्म्मस्य शाश्वती।
स हि धर्म्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥" মনুসংহিতা।

† "न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा पारोवर्य्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति।"
নিরুক্ত, ১৩।১।১২।

মন্ত্রার্থসকল যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা সমর্থ, বেদের স্বরূপ কাহাদের চিত্তমুকুরে যথাতথরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

উদ্ধৃত নিরুক্তবচনসমূহের তাৎপর্য্য।—যাঁহারা ঋষি (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা) নহেন, যাঁহারা তপস্বী নহেন—তপঃসাধনদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত, নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই—বেদার্থপরিজ্ঞানপ্রতিবন্ধক-কারণসকল যাঁহাদের অপনোদিত হয় নাই, মন্ত্রমর্ম্মগ্রহণ করিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন, বেদের স্বরূপ তাহাদের চিত্তপটে প্রতিফলিত হয় না।

একথায় যাঁহারা আস্থাবান্ নহেন, বিদ্যার মুখ্যফললাভ করিতে প্রকৃতির প্রেরণায় যাঁহারা অনভিলাষী, "যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক" তাঁহারা ইহা কখন বিশ্বাস করিবেন না। বর্ত্তমানসময়ের শিক্ষিতম্মন্যসমাজ বলি-

---

"मन्त्रार्थ एव स्वयं विद्यावस्थानभावेन विष्वग्भूतो लोकव्यवहारभावेन च विप्रकीर्णो विजृम्भते। नानारूपेण विवर्त्तत इति" নিরুক্তভাষ্য। অর্থাৎ মন্ত্রার্থই বিদ্যাবস্থানভাবে—বিশ্ববিদ্যারূপে, বিষগ্‌ভূত—সমন্ততঃপরিব্যাপ্ত,—এবং লোকব্যবহারভাবে বিপ্রকীর্ণ হইয়া বিজৃম্ভিত হইতেছেন। নানারূপে বিবর্ত্তিত মন্ত্রার্থই জগৎ। জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক। অতএব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী না হইলে মন্ত্রার্থপরিজ্ঞান হয় না। জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক,—বেদই বিশ্ববিদ্যার মূল, এই শাস্ত্রীয় উপদেশকে যদি অগ্রাহ্য করা না হয়, তাহা হইলে, 'যিনি সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী, মন্ত্রার্থমর্ম্মগ্রহণ করিতে কেবল তিনিই সমর্থ,' কোনব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিবেন না। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা পারোবর্য্যবিদ্—পরোবরভাবে লব্ধমন্ত্রার্থ—যাঁহারা গুরুপরম্পরাক্রমে বেদবিদ্যালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা ভূয়োবিদ্য—বহুবিদ্যা-পারঙ্গত, মন্ত্রার্থবিজ্ঞানে তাঁহারাই প্রশস্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঋষিদিগের জ্ঞান আগমমূলক, কোনঋষি স্বকপোলকল্পিত কোনকথাই বলেন নাই। ভগবান্ যাস্ক, কাহারা মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানের অধিকারী তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত-মন্ত্রসকলই তাঁহার প্রমাণ।

'हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः। अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे।'—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ৮।২।২৫।

'इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः। ঐ, ৮।২।২৪।

(পরে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে।)

যাঁহার মন যেভাবে প্রস্তুত, বেদবিদ্যা তাঁহার সমীপে তদ্ভাবেই সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। মন্ত্র-মর্ম্ম যথাতথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা উপযুক্ত, তাহা বুঝাইবার সময় ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের স্বদেশীয় বিদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে নিশ্চয়ই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। নবীনবেদবিশারদগণ বলিবেন, আমরা বৃদ্ধজনের সেবা করি নাই, আমরা অকিঞ্চিৎকর ভুবাহব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করি নাই, আমরা তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যপালন করি নাই, বলবতী ইন্দ্রিয়লালসাই আমরা চরিতার্থ করিয়া থাকি, তথাপি বেদস্পর্শমাত্রেই যখন বেদজ্ঞ হইয়াছি, তখন যাস্কের প্রাগুক্তবচনসমূহে আমরা আস্থাবান্ হইব কেন? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি-ব্যক্তিগণ একথার কি উত্তর দিবে। বেদের মর্ম্মগ্রহণ কিরূপ হইয়াছে বিশ্বনিয়ন্তা কাল, যথাকালে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। নবীনবেদজ্ঞপণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন উদারহৃদয়পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন, মহর্ষি যাস্কও বেদজ্ঞ ছিলেন—তিনি বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। পণ্ডিতটীর উক্তি—"যাস্ক ও সায়ণ ঋগ্বেদের অর্থগ্রহণে অসমর্থ, এরূপতর্ক আমরা শুনি নাই, বোধ হয় কেহ করিবেন না। * * * কিন্তু যাস্ক একালের লোকও নহেন তিনি খ্রীষ্টের পঞ্চশত-বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিকবিশ্বাস, বৈদিক-অনুষ্ঠান, বৈদিক-আচারব্যবহারের কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও কি বৈদিক-অর্থগ্রহণে অসমর্থ?" নবীনবেদজ্ঞকেশরিকে জিজ্ঞাসা করি, যাস্ককে যদি বেদজ্ঞ বলিয়াই স্বীকার করেন তাহা হইলে যাস্ক বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তিনি ইহাকে সে দৃষ্টিতে দেখেন না কেন? মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষি বা তপস্বী না হইলে, বেদের মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব নহে, কিন্তু নবীনবেদজ্ঞকেশরিদিগের বিশ্বাস, নভেল-নাটক অধ্যয়ন করিতে যেরূপ আয়াসস্বীকার

বেন, "বেদ হিন্দুর মূলধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পারে, অদূরদর্শিতা বা মূর্খতাবশতঃ হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় মনেকরিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহা বেদবোধিত তাহাই প্রকৃতধর্ম্ম, একদেশদর্শী, সংকীর্ণহৃদয় অশিক্ষিতহিন্দু এই যুক্তিবিরুদ্ধমতকে সত্যজ্ঞানে আদর করিতে পারে, কিন্তু সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট বিবিধবিদ্যাপারদর্শী স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেকদেশদর্শী উদারহৃদয় মহাত্মাগণ বেদকে সেদৃষ্টিতে দেখিবেন কেন? যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক, এই যুক্তিহীন অসার-বাক্যসকল বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধেয় হইবে কেন?"

যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কখন কোনবিষয়, যথাশক্তি বিচার না করিয়া, ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না, সত্যানুসন্ধায়ী সকলবিষয়েরই সারাংশ-গ্রহণকরিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অহিতকররূপে পরিগণিত পদার্থসমূহেও হিতকরগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহাই নহে, আমরা অনেক-সময়ে ইহাও বিস্মৃত হইয়া থাকি, যে ভ্রমাত্মকবলিয়া নির্ব্বাচিতবিষয়সকলের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায় *।

শিক্ষিতম্মন্য সমাজের কাছে তা'ই বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, 'বেদই নিখিলধর্ম্মের মূল, যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' ইত্যাদি শাস্ত্রোপ-দেশ সকলের মধ্যে কিছুসার আছে, কি না, যথারীতি তাহা পরীক্ষা না করিয়া উন্মত্তপ্রলাপবোধে ইহাদিগকে যেন পরিত্যাগ করেন না। 'ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্ব্বাচিতবিষয়সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়', অন্ততঃ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই স্বপ্রমাণবচনসকলের উপরি বিশ্বাস-স্থাপনপুরঃসর শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহের তথ্যনিরূপণ করিবার চেষ্টাকরা পণ্ডিতম্মন্য-

---

করিতে হয়, বেদাধ্যয়ন ও তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে হইলে, তাদৃশ আয়াসস্বীকার করাই যথেষ্ট। কিছু ইংরাজীবিদ্যা, একটী ভাল চাকরী এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণ, বেদের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে হইলে, নবীনবেদজ্ঞদিগের মতে (ব্যবহারে যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে) এইসকল উপকরণের আবশ্যক। তবেই বলিতে হইল, ঋষিরা বেদের যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ইঁহারা বেদের সেরূপ দেখেন নাই। 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যে বেদ বলিতে আমরা যেপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে। 'তপসা য়াবলীপৃষিতব্য' নিরুক্ত। তাহার স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞ-গুরুচরণ সেবা করিতে হইবে, ঋষি-সেবিত-বেদরূপ সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, মনকে বাহ্যবিষয়হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য না হইলে এসকলই করা চাই।

* "We too often forget that not only is there "a soul of goodness in things evil" but very generally also, a soul of truth in things eroneous."—
First Principles, P. 3.

সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। কল্পনার মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে, যাহা সত্য-ভূমিক নহে, তাহা কখন অবস্থান করিতে পারে না। আর্য্যশাস্ত্রসকল বিদেশীয়-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় অচিরোৎপন্ন বা আধুনিক পদার্থ নহে, প্রবাহরূপেনিত্য চিরদ্যুতি আর্য্যশাস্ত্রের অবাধিত-দৃষ্টি-নয়নসম্মুখে স্বল্পপ্রাণবিদেশীয়শাস্ত্রনিচয় অচিরদ্যুতিবৎ ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে বিলীন হইয়া থাকে; তা'ই বলিতেছি আর্য্যশাস্ত্র সত্যভূমিক না হইলে চিরজীবী হইবে কেন *।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, বেদাদিশাস্ত্রসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা যে উত্তর প্রাপ্তহইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নিনীষুহৃদয় নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অন্য কোনদেশে কোনব্যক্তি ধর্ম্মের এরূপপূর্ণলক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের পূর্ণরূপ,—ধর্ম্মের কমনীয়সত্যমূর্ত্তি সন্দর্শনকরিয়া ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত করিতে হইলে, বেদোক্তধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ একপদার্থ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমানপদার্থ নহে। সমুদ্রের সহিত নদীর যেসম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলি-জনেরও তদ্রূপসম্বন্ধ। ধর্ম্ম পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ, ধর্ম্ম প্রকৃতি, রিলিজন ইহার বিকৃতি, ধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্নভাববিশেষ। যাঁহারা পূর্ণ-হইতে চাহেন না, পূর্ণহইতে চাহিলেও যাঁহাদের পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ-হৃদয়ে পূর্ণের রূপও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়াথাকে †, তাঁহারা ধর্ম্মকে রিলিজন্‌হইতে

* আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিলাম ব'লে বিস্মিত হইবেন না (অবিকৃতহিন্দুসন্তানকে বলিতেছি)। 'বেদ ও বেদ্য'-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা যথাশক্তি একথা প্রমাণীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, সংসার সদসদাত্মক—সুরাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র, সুতরাং বেদভক্ত ও বেদত্যক্ত, এই দুই চির-দিনের জন্য এখানে বিদ্যমান থাকিবে। পাঠক! চার্ব্বাক্-কথাটী আপনার পরিচিত সন্দেহ নাই, যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, পরলোকের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, যে কোন উপায়ে হউক, ঐন্দ্রিয়িকলালসা চরিতার্থ করাই যাঁহাদের মতে পরমপুরুষার্থ, শাস্ত্রে তাঁহারাই চার্ব্বাক্‌নামে লক্ষিত হইয়াছেন। চারু—লোকায়ত—সাধারণতঃ লোকচিত্তরঞ্জনবচন যাঁহার, তিনি চার্ব্বাক্। (চারু-বাক=চার্ব্বাক)। মুখে যিনি যাহাই বলুন, বেদভক্তহিন্দুব্যতীত অন্তরে অন্তরে সকলেই যে চার্ব্বাকমতের উপাসক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চার্ব্বাকের 'চার্ব্বাক' বা 'লোকায়ত' নাম হইবার ইহাই হেতু। যাঁহারা চার্ব্বাকমতের উপাসক, তাঁহারা কখন আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief, Evolution

ব্যাপকতরপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিকনিয়মে করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ যদি একপদার্থ হইত, তাহা হইলে বিদেশীয়পণ্ডিতগণ রিলিজন্ ও বিজ্ঞানকে (Science) পৃথক্‌সামগ্রী মনে করিতেন না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত জন্ উইলিয়াম্ ড্রেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধপ্রদর্শন

can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."—

First Principles, P. 517.

অর্থাৎ যাবৎ সর্ব্বাঙ্গীণপূর্ণত্বপ্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণসুখে সুখী হওয়া না যায়, তাবৎ জাত্যন্তর-পরিণাম (Evolution) নিরুদ্ধ হয় না। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের উক্তবচনসকল আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া মনেহয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে' (অথর্ব্ববেদসংহিতা) বা 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, 'পূর্ণ'-শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকর্ত্তৃক ব্যবহৃত 'Perfection'-শব্দটী ঠিক তদর্থের বাচক নহে। 'Perfect' 'পূর্ণের' সর্ব্বাংশে সমানার্থক হইতে পারে না। 'Perfect'-শব্দটী '*Per*, thoroughly and *facio*, to do' এইশব্দ-দ্বয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত (Done thoroughly or completely) তাহা 'Perfect'। শাস্ত্রের উপদেশ, যাহা কৃত বা কার্য্যপদার্থ তাহা বিকার, বিকার কখন পূর্ণ (অবশ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে) হইতে পারে না। যাহা বস্তুতঃ পূর্ণ, তাহা চিরদিনই পূর্ণ। শ্রুতি তা'ই বলিয়াছেন অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দব্রহ্মই একমাত্র 'পূর্ণ'। 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি' অর্থাৎ পূর্ণ-কারণহইতে পূর্ণকার্য্যই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদোক্তসাধনাদ্বারা অবিদ্যাধ্বান্ত তিরোহিত-হইলে, পূর্ণকার্য্য পূর্ণরূপেই বিকাশিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা বিনষ্টহইলে দ্বৈতজ্ঞান বিধ্বস্ত হয়, দ্বৈতজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব উপলব্ধ হইতে থাকে।

'সা চৈকৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেনৈব ব্যপদিশ্যতে'—শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ এক পূর্ণতাই, কার্য্যকারণভেদে ব্যপদিষ্ট হয়।

"যথা জলং সত্যং তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মিণঃ পরমার্থসত্যাঃ। এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ং সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম"—অগাধ-জলরাশি-সমুদ্র এবং তদুদ্ভূত তরঙ্গফেন ও বুদ্বুদাদি যেসম্বন্ধে পরস্পরসম্বদ্ধ, অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের সেইরূপসম্বন্ধ। তরঙ্গফেনাদি বস্তুতঃ সমুদ্রহইতে পৃথক্‌সামগ্রী নহে। তরঙ্গফেনাদিসমুদ্রবিকার-পদার্থজাত, তরঙ্গফেনাদি নামরূপবিনির্ম্মুক্ত হইলে যেমন এক অখণ্ডজল-রাশিই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ভাব-বিকারসমূহও সেইরূপ নামরূপবিনির্ম্মুক্তহইলেই অদ্বৈতব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম পূর্ণতাপ্রাপ্তি। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পূর্ণতা কার্য্যপদার্থ নহে, (অবশ্য কার্য্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) কার্য্যমাত্রেই (কার্য্য, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত স্মরণ করিবেন,) স্বরূপতঃ পূর্ণ, অবিদ্যা তিরোহিতহইলেই পূর্ণ, পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। অবিদ্যাকে নাশ করিতে হইলে বেদোক্তসাধনা করিতে হইবে, তরঙ্গফেনাদির ন্যায় কারণগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার 'Perfection'—বলিতে কি এইরূপপূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিশ্বাস, তাহা করেন নাই। বালক ও বৃদ্ধ, সংসারাসক্ত ও বিষয়বিরক্ত, 'অনন্ত'

করিয়া বৃহদায়তনগ্রন্থ লিখিতে হইত না *, তাহা হইলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যবিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ-আয়াসস্বীকার করিতে হইত না †, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন্ বাত্যাহতকদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিতকলেবর হইত না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন্ অকিঞ্চিৎকর পদার্থজ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, তাহা হইলে

এইশব্দটীর, সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'অনন্ত'-শব্দপ্রতিপাদ্য-অর্থ সকলের হৃদয়েই কি সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই তাহা হয় না। বালক 'অনন্ত' বলিতে যাহা বুঝে, জ্ঞান-বৃদ্ধ বৃদ্ধ ঠিক তাহা বুঝেন না। আবার বিষয়াসক্তহৃদয়ে প্রতিফলিত অনন্তের ছবি, বিষয়বিরক্ত-যোগসাধননিরতমহাত্মার হৃদয়মুকুর-প্রতিবিম্বিত অনন্তের রূপহইতে যে অন্যরূপ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন—আপাত-দৃষ্টিতে তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশের অনুরূপ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে বিস্তরপ্রভেদ আছে। অতএব পূর্ণহইতে চাহিলেও পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীনসংকীর্ণহৃদয়ে পূর্ণের রূপও যে অপূর্ণ-রূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণসত্য।

* বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত ড্রেপারকৃত "History of the conflict between Religion and Science,"-নামকগ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে,উক্তপণ্ডিত জড়বিজ্ঞানের উন্নতিকেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছেন। রিলিজন্ দ্বারা কল-কব্জা প্রস্তুত করা যায় না, রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতরদৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে রিলিজন্‌কে অকিঞ্চিৎকরপদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞানদ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানই ঈশ্বরের ভীষণতররূপ আমাদের নয়নসম্মুখে ধারণ করে।

"In that conflict Science alone will stand secure; for it has given us grander views of the universe, more awful views of God."—

পণ্ডিত ড্রেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, আমাদের 'ধর্ম্ম' নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"Hence we see not only, that judging by analogy, the essential truth contained in Religion is that most abstract element pervading all its forms; but also that this most abstract element is the only one in which Religion is likely to agree with Science."—

* * * * * * * * *

"It is at once manifest that Religion can take no cognizance of special scientific doctrines, any more than Science can take cognizance of special religious doctrines. The truth which Science asserts and Religion indorses cannot be one furnished by mathematics; nor can it be a physical truth; nor can it be a truth in chemistry: it cannot be a truth belonging to any particular Science."—

First Principles, P. 23.

যাহা কিছু সৎ তাহা 'ধর্ম্ম', শ্রুতি ও গুরুপ্রসাদে ধর্ম্মকে আমরা এই দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি, অতএব, আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকর্ত্তৃক লক্ষিত রিলিজন্ ও আমাদের ধর্ম্ম ভিন্নসামগ্রী।

নীতিপরায়ণতাকে (Morality) রিলিজনের সীমাবহির্ভূতপদার্থ মনে করিতেন না*। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, যাহাহইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধকল্যাণই সাধিত হয়—যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিতশ্রেয়ঃ—স্থিরকল্যাণ) হেতু তাহা ধর্ম্ম †, বিদেশীয়-পণ্ডিতগণ রিলিজন্‌কে যদি এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা হইলে রিলিজন্ ও ধর্ম্ম সমানপদার্থ হইত।

রিলিজন্ (Religion)*Re*, back and *ligo*, to bind, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে ‡। 'রিলিজন্'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থ হইতেছে, সংযমন (Restraint)। সংযমন, বন্ধন ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিলেই আমাদের মনে বেগ, গতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ-প্রতিপাদ্য-অর্থের রূপ প্রতিফলিত হয়, মনে হয় কোনরূপ বেগ, গতি বা প্রবৃত্তিকে রোধকরিবার—কোন চলচ্ছক্তিকে স্থগিতকরিবার, কোন উদ্দাম অত্যুগ্রশক্তিকে বাঁধিয়ারাখিবার কথা হইতেছে। রিলিজন্ মনুষ্যজগতের বিষয়, সুতরাং, এসংযমন মনুষ্যলোকসম্বন্ধীয়—এসংযমন কোনরূপ মানবীয়বেগের, কোনপ্রকার মর্ত্তকর্ম্মের সংযমন, এনিরোধ মানবসমীহাসম্বন্ধীয়নিরোধ, এবন্ধন মনুষ্যের অখিলীকৃত-প্রবৃত্তির বন্ধন।

রিলিজন্ তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল?—'রিলিজন'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে আমরা অবগত হইলাম, যাহা অবিবেকবিষয়নিম্না বা পাপবহা প্রবৃত্তিকে সংযত করে, উদ্দামবিষয়স্রোতস্বিনীবৃত্তিকে যাহা বন্ধন করে, তাহা রিলিজন্ §।

---

* "Let us with caution indulge the supposition that morality can be maintained without religion.

Washington.

"As distinguished from morality religion denotes the influences and motives to human duty which are bound in the character and will of God, while morality describes the duties to man, to which true religion always influences."—

Webster's Dictionary.

† 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः' বৈশেষিকদর্শন ১।১।২।

‡ Webster's Dictionaryতে 'রিলিজন্'শব্দটীর যেযেরূপ নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

["Fr. & Sp. *Religion*, Pr. *Religio*, It. *Religione*, Lat. *Religio*, either from *relegere*, to gather or collect again, to go through or over again in reading, in speech, or in thought, *Religens*, revering the gods, pious, religious; or from *Religare*, to bind anew or back, to bind fast.]

["L. *religio,-onis—re*,back, and *ligo*, to bind."] lit. *That which binds one back from* doing something"

Chamber's Etymological Dictionary.

§ বলা বাহুল্য 'রিলিজন্'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বিদেশীয়দিগের হৃদয়ে ঠিক এই ভাবে গৃহীত হয় নাই। '[illegible]' শীর্ষক প্রস্তাবে এবিষয় বিশেষরূপে চিত্রিত হইবে।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ

বা

সাধকোপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ

দ্বিতীয়াংশ।

দ্বিতীয়াংশের পূর্ব্বাভাস।

আমরা বলিয়াছি (২২৯ পৃ), 'ধর্ম্ম ও রিলিজন্' বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে। সমুদ্রের সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। ধর্ম্ম পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ; ধর্ম্ম প্রকৃতি, রিলিজন্ ইহার বিকৃতি; ধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। কথাটা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচার করিব।

বিদিত হইয়াছি, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য (Identity and Difference) বিচারদ্বারাই বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, কোন বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, আমরা বিদিততত্ত্ব বস্বন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের (Attributes) সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া থাকি। জগতের জ্ঞান আপেক্ষিক বা দ্বৈত (Relative, of dual character), উৎপত্তিশীলজ্ঞান সম্বন্ধাত্মক, যাঁহারা একথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোন পদার্থকেই যে আমরা কেবল তৎপদার্থ দ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই যে, তদ্ভিন্ন (Distinct from) অথচ তাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ (Related to it) পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, চিন্তন-ব্যাপার যে একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনাত্মক বা উপমান-মূলক (All thinking implies comparing one object with another) তাঁহারা

ইহা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।* রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে কেন, তাহা জানিতে হইলে অগ্রে যথাযথভাবে এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ সন্দর্শন করিতে হইবে, রাগ-দ্বেষ-শূন্য বা পক্ষপাত-বিরহিত হইয়া উভয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত এবং তৎপরে প্রতিমাদ্বয়কে অধোঽধঃ (Side by side) স্থাপনপূর্ব্বক উহাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে হইবে।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ যিনি সত্যবান্—সত্যাশ্রয়ী, তাঁহারই জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে, অনৃত-(মিথ্যা)-বাদীর কদাপি জয় হয় না, মিথ্যাবাদী যে সর্ব্বত্রই সত্যবাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম, এ নিয়মের কখন বিপর্য্যয় হয় না।

"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥"— মুণ্ডকোপনিষৎ।

যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণ-ধর্ম্মা জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দুঃখ-সঙ্কুল ভবধাম অতিক্রম করিয়া অমৃতধামে উপনীত হয়, যে পথের শরণ গ্রহণ করিয়া কুহকাদি† দোষবর্জ্জিত, বিগতস্পৃহ, ঋষিগণ সর্ব্বজনপ্রার্থিত পরমপদে আরোহণ

* উৎপত্তিশীলজ্ঞান প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ)-দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণই উৎপত্তিশীলজ্ঞানের করণ, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ এবং পণ্ডিত সালীর (Outlines of Psychology, 6th Ed. P. 342) নিম্নোদ্ধৃত বচন সকল স্মরণ করিবেন।

"The active mental process by which concepts are formed is commonly said to fall into three stages, comparison, abstraction, and generalisation. These are however very intimately related, and are only distinguishable aspects of the same mental operation.

First of all, it is needful that a number of objects having a certain degree of likeness should be somehow brought before the mind. As already pointed out, these objects may be actually present or may be called up by the representative imagination. We then compare them, that is, regard them by a special act of attention in their mental relation, in order to see how far, and in what respects, they resemble one another." দ্বৈতজ্ঞানেই প্রমাণের আবশ্যকতা, অর্থাৎ লোক-ব্যবহার প্রমাণাধীন—এতচ্ছীর্ষক স্তম্ভ (৪১, ৪২, ৪৩, ও ৪৪ পৃ) দ্রষ্টব্য।

† "কুহকমায়া-শাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা আপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ।" শাঙ্করভাষ্য।

করিয়াছেন, যে পথ পরমার্থতত্ত্বের পাদস্পর্শী,—যাহাতে সত্যময় পরমার্থতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই দেবযানাখ্য পথ সত্যদ্বারা বিতত—সত্যদ্বারা বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠা ; যিনি সত্যাশ্রয়ী, দেবযানাখ্য পথ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা অনাবৃতদ্বার।

"সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা—স্থিরাবস্থান, প্রামাণিক ব্যবহারজাত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যবচনই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা বা স্থিরাবস্থান নাই, মিথ্যা ব্যভিচারী, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি (উপক্রমণিকা ২৪ পৃষ্ঠ) যাহা নষ্ট হয় না, যাহার ধ্বংস নাই—যে তত্ত্ব নিয়ত স্থির, তাহা সৎ, এবং যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সত্যকথাটীর অর্থ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কদাচ সেরূপ ত্যাগ না করে—সে রূপের যদি কখন অন্যথা না হয়—ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে, অতএব যাহা সত্য বা সৎ তাহারই যে স্থিরাবস্থান হইবে, অসৎ বা মিথ্যার যে স্থিরাবস্থান হইতে পারে না, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য।

সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, সত্যই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, এসকল কথার এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন কি ?

সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রয়োজনসিদ্ধি-বা-অভাবমোচনার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, ঈপ্সিততমের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্তই কর্ম্মপ্রবৃত্তি, যাহা ঈপ্সিততম, যতদিন না তাহা সমধিগত হয়, ততদিন কর্ম্ম শেষ হয় না। জীবের ঈপ্সিততম কি, জীব কি চায়, কাহাকে পাইলে জীব কৃতকৃত্য হয়—জীবের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় ? শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া বিদিত হইয়াছি, সচ্চিদানন্দময় আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম, অনন্তজীবন—অখণ্ডিতস্থিতি, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার আনন্দ, একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সুন্দররূপে

কুহক—পরবঞ্চন, অন্তরে একভাব রাখিয়া বাহিরে অন্যভাব প্রকাশ করা, মায়াশাঠ্য—বিত্তানুসারে অপ্রদান, অহংকার—মিথ্যাভিমান, দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, অনৃত—অযথাদৃষ্টভাষণ।

"কুহকং পরবঞ্চনমন্তরন্যথা কৃত্বা বহিরন্যথা প্রকাশনম্। মায়াশাঠ্যং বিত্তানুসারেণা-প্রদানম্। অহঙ্কারো মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। অনৃতমযথাদৃষ্টভাষণম্"।

আনন্দগিরিকৃত টীকা।

হৃদয়ঙ্গম হইবে, এতদ্ব্যতীত জীবের অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই—বুঝুক আর নাই বুঝুক, জীব ইহাই চায়, আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম। যাহা ঈপ্সিততম, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যাইবে? শ্রুতির উপদেশ—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্যকথন, নিত্যতপশ্চরণ* (ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন), সম্যগ্‌জ্ঞান †—স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থতত্ত্বাবধারণ এবং অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য, সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে লাভ করিবার ইহারাই সাধন।

ঈশ্বর বা আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম, একথা সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী না হইতে পারে, ঈশ্বর বা আত্মা কোন্ পদার্থ, সকলেই তাহা বুঝিতে পারগ না হইতে পারেন, কিন্তু আমরা যে সচ্চিদানন্দময়কে পাইতে চাই, অনন্ত জীবন, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অপার আনন্দ ব্যতীত আমাদের যে আর কিছু প্রার্থনীয় নাই, বোধ হয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী, ঈপ্সিততমকে লাভ করিবার যে সকল সাধন বলিয়া দিয়াছেন, নিতান্ত দুরদৃষ্ট ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ঐ সকল সাধনের আশ্রয়গ্রহণার্থ যত্নশীল না হইবেন? ভাগ্যবান্ উন্নিনীষু মনুষ্যমাত্রেই শ্রুত্যুপদিষ্ট প্রাগুক্ত সাধন সকলের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত, সন্দেহ নাই। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী বা যে কোন দেশবাসীই হউন, যদি তিনি ঈপ্সিততমলিপ্সু, আত্মকল্যাণেচ্ছু বা দেবযানাখ্যপথে আরুরুক্ষু (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) হয়েন, যদি তাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়া থাকে, সদসদ্বিবেকশক্তি যদি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যকথন, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন, সম্যগ্‌জ্ঞানানুশীলন ও ব্রহ্মচর্য্যপালনকে নিশ্চয়ই তিনি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরমসাধন বোধে সমাদর করিবেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, পরকালের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা যাঁহাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক, প্রেম (Love) যাঁহাদের তত্ত্ব (Principle), নিয়ম (Order) যাঁহাদের মূল-

* "তপসা হীন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপ ইতি স্মৃতিঃ"। শাঙ্করভাষ্য।

"তেন তপসা তদেবাত্মদর্শনানুকূলং ন চান্দ্রায়ণাদি"।

নারায়ণ-বিরচিত দীপিকা।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ও মনের ঐকাগ্র্যই পরম তপঃ। শ্রুতি তপঃশব্দ দ্বারা এখানে আত্মদর্শনানুকূল ইন্দ্রিয়ও মনের ঐকাগ্র্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, চান্দ্রায়ণাদিকে লক্ষ্য করেন নাই।

† "সম্যগ্‌জ্ঞানশব্দেন বস্তুবিষয়াবগতি-ফলাবস্থানং বাক্যার্থজ্ঞানমুচ্যতে"।

আনন্দগিরিকৃত টীকা।

ভিত্তি (Basis) এবং জাগতিক উন্নতি (Progress) যাঁহাদের উদ্দেশ্য (End), জড়-বিজ্ঞানের সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের সাধন, রিলিজন্ যাঁহাদের দ্বেষ্য পদার্থ, তাঁহারাও অবাধে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট, প্রাগুক্ত সত্যাদি সাধনসমূহকে সাধন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারেন।*

সত্যলক্ষণ।

বুঝিয়াছি যাহা সত্য, তাহা অবিনাশী, তাহা অপরিণামী, নাম-দেশ-কালাদির নাশ হইলেও তাহা নষ্ট হয় না, কিন্তু জানিতে চাই, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল সংসারে এতাদৃশ-লক্ষণযুক্ত পদার্থ আছেন কি? এবং যদি থাকেন, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী, পরিণাম-স্রোতে অবশভাবে ভাসমান মানব কি কখন তৎপদার্থের দর্শনলাভে পারগ হইতে পারে?

পরিবর্ত্তন শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিয়া বিদিত হইয়াছি, বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তন—বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণের নাম পরিবর্ত্তন; সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিবর্ত্তনশীলপদার্থের বস্তুতত্ত্ব বা সত্তার (Principle of continuity) কদাচ ধ্বংস হয় না, সূক্ষ্মদর্শির নিকটে অতীত এবং অনাগতও বস্তুতঃ বর্ত্তমান। ভগবান্ যাস্ক জগতের স্বরূপ নির্দ্দেশকরিতে যাইয়া বলিয়াছেন, রাগাত্মক রজঃ ও দ্বেষাত্মক তমঃ (Attractive and Repulsive forces) উভয়পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, পরিবর্ত্তনশীল জগতের ইহাই স্বরূপ। অতএব সত্যপদার্থ আছেন, জগৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, অপরিচ্ছিন্নভাব—অব্যভিচারিণী সত্তা (Unconditioned, Absolute Reality) মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্নভাব থাকিতে পারে না, অপরিচ্ছিন্নভাব মূলে না থাকিলে জগতেরপ্রবাহনিত্যতা (Principle of continuity) সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলে জাত্যন্তরপরিণামবাদ (Evolution theory) অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অভাবহইতে ভাবোৎপত্তিবাদ অঙ্গীকার করিতে হয়। জগতে অপরিণামী, অব্যভিচারী বা সত্য-পদার্থ যে আছেন, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, রাগদ্বেষবশবর্ত্তিমানব তৎপদার্থের দর্শনলাভে সমর্থ কি না।

* আগষ্ট কোমত, ফিলজফীর নববিধানকর্ত্তা এবং রিলিজনের অভিনবজীবনদাতা বলিয়া, ইয়ুরোপে অনেকের সমীপে (বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার মতের পক্ষপাতী বা তাঁহার শিষ্য—Disciples) সম্মানিত হইয়া থাকেন। কোমত পজিটিভ্ ফিলজফীর প্রতিষ্ঠাপক। যে ফিলজফী জগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে বিমুখ, যে ফিলজফী পরমকারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (Laws of Nature) তথ্য নির্দ্ধারণই যাহার উদ্দেশ্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার লক্ষ্য, অতীত-ও-অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায় অনাবশ্যক, তাহা পজিটিভ্ ফিলজফী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এম্. ই. ক্যাজেলে (M. E, Cazelles) পজিটিভ্ ফিলজফীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

বাতায়ন (জানালা, Window)—দ্বারা নিরন্তর বহিঃ-স্থিত-বস্তু-নিরীক্ষণ-নিরত-ব্যক্তি যেরূপ গৃহে থাকিয়াও গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তি-বস্তুজাতকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারগ হয়েন না, আসন্নচেতন বা অদূরদর্শী যেরূপ শ্বস্তন বা লোকালোক-বিষয় অবগত হইতে পারেন না,* রাগ-দ্বেষবশবর্ত্তী, পরিণামস্রোতে অবশভাবে

"The variations of human opinion, says Comte, can never have been purely arbitrary. They obey a law that causes every theoretical conception to pass through three successive stages :—The first, by a pure mental fiction, gives to the absolute cause of events concrete form—this is the theological stage ; the second gives to the same absolute cause an abstract and purely ideal form—this is the metaphysical stage ; finally the third abandons 'the search after the origin and destiny of the universe,' the knowledge of the 'interior causes of phenomena,' and devotes itself merely to discovery of 'their effective laws, that is to say, their relations of succession and similitude'—this is the positive or real stage."—

Outline of the Evolution philosophy, P. 71.

আগষ্ট কোমতের উক্তি—

"Love, then, is our principle ; Order our basis ; and Progress our end."—

System of Positive Polity, P. 237.

জার্ম্মান-দেশীয় প্রসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পণ্ডিত বুক্‌নার (Buchner) বলিয়াছেন—

"Mankind is perpetually being thrown to and fro between science and religion, but it advances more intellectually, morally and physically in proportion as it turns away from religion and to science."

Man in the Past, Present and Future, P. 219.

* "एवमेते च गवादयः सत्यपि चैतन्ये आसन्नचेतनत्वान्न विदुः श्वस्तनम्, न लोकालोका-विति ज्ञायेते, तस्मादचेतना इवोपलक्ष्यन्ते। पुरुषस्तु वेद श्वस्तनम्, वेद लोकालोकौ, मर्त्त्येना-मृतत्वमीप्सतीति"। निरुक्तটীকা।

গো, অশ্ব প্রভৃতির চৈতন্য (Instinct) আছে সত্য, কিন্তু ইহারা বিবেকক্ষম—বিবেকশক্তি-বিশিষ্ট নহে, ইহারা আসন্নচেতন। বিবেকশক্তি (The Power of Discrimination), সাদৃশ্যপ্রথা (The Power of Detecting Identity), এবং স্মৃতিশক্তি (The Power of Retention), এই ত্রিবিধ মানসশক্তি দ্বারা পৌরুষজ্ঞান অর্জ্জিত হইয়া থাকে। পশ্বাদি ইতর জীববৃন্দে উক্ত শক্তিত্রয় সম্যগ্‌রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহারা এইজন্য আসন্ন-চেতন, ইহারা শ্বস্তন ভবিষ্যৎ (Future, what will happen to-morrow) ; বা লোকালোক—দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় অবগত হইতে পারে না। পশ্বাদি ইতর জীবগণের চৈতন্য থাকিলেও এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অচেতনের ন্যায় উপেক্ষা করা হয়—অচেতনপদার্থশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা হয়। পুরুষ বিশিষ্টচৈতন্য, পুরুষ শ্বস্তন জানিতে সমর্থ, পুরুষ ইহলোক, পরলোক, বিবিধ লোকেরই তত্ত্বানুসন্ধান করিবার যোগ্য, মর্ত্ত্য শরীরে অবস্থান

ভ্রাম্যমান মানবও তদ্রূপ সত্যের চরণ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না। রাগ-দ্বেষবর্ত্তী, স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে স্বভাবের নিয়মে অক্ষম। রাগ-দ্বেষ-বশগ-হৃদয়ের সমীপে সৎ যে অসদ্রূপে এবং অসৎ যে সদ্রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা অসম্ভব নহে।

যে পদার্থের প্রতি প্রাকৃতিক নিয়মে যাঁহার রাগ (Attraction) আছে, যদি তাহা প্রকৃতপক্ষে অসৎ হয়, রাগ-দ্বেষ-বশগ ব্যক্তি তথাপি তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে, এবং যে পদার্থ বস্তুতঃ সৎ, স্বভাবের প্রেরণায় যদি তাঁহার তৎপ্রতি দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে তিনি কদাচ তাহাকে সৎ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারগ হয়েন না। যিনি সত্যবান্, শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহারই জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে, দেবযানাখ্যপথ সত্য দ্বারা বিতত, যিনি সত্যাশ্রয়ী, দেবযানাখ্যপথ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা অনাবৃতদ্বার। সত্যের যে লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, অথণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, তদ্ভিন্ন সকলই ব্যভিচারী—সকলই মিথ্যা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যিনি সত্যবান্ তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে, বা দেবযানাখ্যপথ সত্য দ্বারা বিতত, ইত্যাদি স্থলে শ্রুতি সত্য শব্দ দ্বারা কোন্ পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেছেন ? সত্যশব্দটী যে এখানে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে না, অত্যল্পচিন্তাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে 'সত্য' শব্দকে এখানে কোন্ পদার্থের বাচকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ?

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" এই পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়, সত্যের যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, সত্যশব্দটীকে এস্থলে তল্লক্ষণযুক্ত পদার্থের বাচকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উদ্ধৃত শ্রুতিবচন সকলের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন—

"সত্যেনানৃতত্যাগেন—মৃষাবদনত্যাগেন"।

অর্থাৎ অনৃত বা মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ দ্বারা সত্যময় আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, সত্যভাষণই এস্থলে সত্যশব্দের লক্ষ্য পদার্থ। ভগবান্ বেদব্যাস সত্যের যে লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে—প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-(প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ)-দ্বারা যে বিষয় যেরূপে মনিত, বিদিত, প্রতিপন্ন বা অবগত (Known, understood or ascertained) হইবে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ—পরকে তাহা বুঝাইবার জন্য, উচ্চারিতবাক্ যদি অবিকল

করিয়াও পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে। যাঁহারা ইহলোক-পরলোক দ্বিবিধ লোক অবলোকন করিতে পারেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই পুরুষ শব্দে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অপারগ, শাস্ত্রমতে তাঁহারা আসন্নচেতন, তাঁহাদের চৈতন্য দূরদেশে গমন করিতে অশক্ত, তাঁহাদের চৈতন্য স্বল্পপ্রসারী, অস্তিকসঞ্চারী।

তদনুরূপ হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা—প্রতারণাক্ষমা (Deceptive) ভ্রান্তা—ভ্রমপ্রমাদ-পরিকল্পিতা (Mistaken), বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা—অবোধ্যা (Not to be understood—unintelligible—above or past comprehension) না হয়, তাহা যদি সর্ব্বভূতোপকারার্থ প্রবৃত্তা (Pronounced or uttered for the purpose of doing good to every being) হয়, ভূতোপঘাতপরা—কোন ভূতের অনিষ্টোৎপাদিকা (Capable of inflicting injury to any being) না হয়, ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, তবে তদ্বাক্যকে সত্য বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যোক্ত সত্য লক্ষণও ঠিক্ এইরূপ। মন দ্বারা যথাযথরূপে বস্তুতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক পরত্র স্ববোধ-সংক্রমণার্থ—যথামত বাগুচ্চারণের নাম সত্যভাষণ। *

* "सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे यथादृष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वबोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता, भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेत् इत्येषा सर्व्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्।"— যোগসূত্রভাষ্য।

যথাদৃষ্ট, যথানুমিত ও যথাশ্রুত এইশব্দত্রয় দ্বারা ভগবান্ যথাক্রমে প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ, অনুমান প্রমাণলব্ধ ও শব্দপ্রমাণলব্ধ এই ত্রিবিধ-প্রমাণ-প্রমিত অনুভবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মনুষ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়দ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, অপরকে তাহা জানাইবার নিমিত্তই বৈখরীশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থই বিশ্বনিয়ন্তা বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

"मनस्तत्पूर्व्वं वाचो युज्यते मनो हि पूर्व्वं वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति।"— তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ মনঃ যাহা উপলব্ধি করে, শব্দ দ্বারা তাহাই অভিব্যক্ত হয়। কোন প্রেক্ষাবান্ মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বলিতে ক্ষমবান্ নহেন। মন, বাক্ বা উচ্চারিত শব্দের পূর্ব্বভাব—কারণ। যদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভগবান্ যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে শক্তিকে ঠিক্ তদুদ্দেশ্যসাধনার্থ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম। স্বীয় ও পরকীয় উপকারার্থ আমরা বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, মনুষ্য মনু বা মননশক্তিবিশিষ্ট—হিতাহিতবিবেকক্ষম, তাই বিশ্বপিতা মানবের বাগিন্দ্রিয়কে অধিকতর শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মানব স্ফুটতর বাক্‌শক্তি দ্বারা আপনার ও পরের উপকার করিবে, মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার ইহাই অভিপ্রায়। ভগবান্ বেদব্যাস এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, যে বাক্ পরপ্রতারণার্থ প্রযুক্ত হয়, যে বাক্ ভ্রান্তিজ, যে বাক্যের অর্থপরিগ্রহ হয় না—যাহা অপরের অবোধ্য এবং যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা সত্যবাক্ নহে। যুধিষ্ঠিরের "अश्वत्थामा हत" অর্থাৎ "অশ্বত্থামনামক হস্তী হত হইয়াছে সত্য" এতদ্বাক্যদ্বারা দ্রোণাচার্য্য বঞ্চিত হইয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরের স্ববোধ—হস্তিহনন-রূপ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণলব্ধ অনুভব দ্রোণাচার্য্যের হৃদয়ে যথাযথভাবে সংক্রান্ত হয় নাই। দ্রোণাচার্য্য ইহা দ্বারা স্বীয়তনয় অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। অতএব উহা সত্যবাক্ হয় নাই, উহা বঞ্চিতা বাক্ হইয়াছিল।

"भ्रान्ता वा भ्रान्तिजा भ्रान्तिश्च विपर्य्यासमयी वा संशयावधारणसमयी वा।"— বাচস্পতিমিশ্র।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।"—

পাতঞ্জলদর্শন।

যিনি সত্যপরায়ণ—যিনি সত্যব্রত-পালন করেন, তাঁহার বাক্য অমোঘ—অব্যর্থ বা অবিতথ-ফল হয়। যাহাকে তিনি যাহা বলেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হয় না। সত্যব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। যাগাদি ক্রিয়া সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে, কামনানুরূপ স্বর্গাদি ফল প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু সত্যাভ্যাসবান্ যোগী কেবল সত্যব্রত পালন দ্বারা, যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়াও যাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর ভোক্তব্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার অমোঘবাক্‌শক্তি যাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠান-বিহীন অপর ব্যক্তিকেও স্বর্গাদিপদ প্রদান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থা। *

ভ্রান্তি হইতে যাহা জাত—উৎপন্ন তাহা ভ্রান্ত। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণত্রয়দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, অন্যকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত বাগ্‌ব্যবহার। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণত্রয়দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের অবধারণ-করণ-কালে যদি কোনরূপ ভ্রান্তি না হয়, জ্ঞেয়-পদার্থাবধারণকার্য্য যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্ববোধ বা স্বীয় অনুভূতি অন্যত্র সংক্রমণ করিবার সময় শক্তি-বৈকল্য কিংবা অসরলতা (Insincerity) নিবন্ধন, বাক্য যদি শুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হয়, তবে তাহাকে ভ্রান্তিজবাক্য বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। অতএব বিবক্ষা-সময়ে বা জ্ঞেয়পদার্থাবধারণ সময়ে, ভ্রান্তি এই দুই সময়েই হইতে পারে।

"প্রতিপত্তিবন্ধ্যা যথা আর্য্যান্ প্রতি ম্লেচ্ছভাষা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা নিষ্প্রয়োজনা বা স্যাৎ"।—

বাচস্পতিমিশ্র।

যে বাক্যের অর্থপরিগ্রহ হয় না, শ্রোতা যে বাক্যের কোনরূপ তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাও সত্যবাক্য নহে, তাহাও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। আর্য্যদিগের সমীপে ম্লেচ্ছভাষা প্রতি-পত্তিবন্ধ্যা। সত্যবাক্যের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, তল্লক্ষণবিশিষ্টবাক্যও যদি পরাপকারফলক হয়—অন্যের অনিষ্টজনক হয়, পরোপকারার্থ প্রযুক্ত না হইয়া, যদি তাহা কাহার অনিষ্টোৎপাদনার্থ প্রযুক্ত হয়, তবে তাহাও সত্য নহে, তাদৃশ সত্যাভাসবান্ সত্যব্রতপালনের ফললাভে বঞ্চিত হইবেন।

* "ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তি। তস্য তু সত্যাভ্যাসবতো যোগিনস্তথা সত্যং প্রকৃষ্যতে যথা স ক্রিয়ায়ামক্রিয়মাণায়ামপি যোগী ফলমাপ্নোতি। তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়ামকুর্ব্বতোঽপি ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তী ভবন্তীত্যর্থঃ।" ভোজবৃত্তি।

"ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি, অমোঘাস্য বাগ্‌ভবতি।"

যো. সূ. ভা.।

সত্যপরায়ণব্যক্তি, 'তুমি ধার্ম্মিক হও,' যাহাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, সে নিতান্ত পাষণ্ড হইলেও ধার্ম্মিক হইবে; 'তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হও,' যাহাকে এই কথা বলিবেন, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য হইলেও, স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। সত্যবানের বাক্ কদাচ মিথ্যা হয় না।

ভোজবৃত্তিহইতে বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকার ভাব একটু অন্যরূপ। যথাস্থানে সেকথার উল্লেখ করা হইবে। যিনি সার্ব্বভৌমরূপে সত্যব্রত পালন করেন, তাঁহার বাক্ যে অমোঘ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি।

কিরূপ ব্যক্তি যথোক্ত সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য।

সত্যের লক্ষণ বিদিত হইলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সত্যব্রত পালন করিবার অধিকারী কে। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি,

মহামতি বেকন্, তৎকৃত 'Truth' প্রবন্ধে, Truth এর তাত্ত্বিক (Philosophic), ও ব্যাবহারিক (Truth of civil business) এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

"Truth, in this Essay, is used in two senses, 1st of philosophic truth or faith, 2nd, of the 'truth of civil business,' or truth of actions, which we should call truthfulness."

Edwin A. Abbott.

পণ্ডিত বেকন্ সত্য কোন পদার্থ (What is truth) বুঝাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম—

"Truth has been despised by some sects of philosophers (as by jesting Pilate), and men naturally prefer some mixture of a lie, for its own sake, as well as for the variety of it. Yet truth is in human nature what light is in the world—the sovereign good. The prospect of errors from the hill of truth is full of pleasure, and to turn on the poles of truth is the true heavenly motion. As for truth in action, or truthfulness, it may be inconvenient but it is noble; falsehood is impious as well as base, and calls for divine vengeance."

Edwin A. Abbott.

বেকনের উক্তি—

"Certainly there be that delight in giddiness, and count it a bondage to fix a belief; affecting free will in thinking as well as in acting." * * * * *

"But however these things are thus in men's depraved judgments and affections, yet truth, which only doth judge itself, teacheth, that the inquiry of Truth, which is the love-making or wooing of it, the knowledge of Truth, which is the presence of it, and the belief of Truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature."

শাস্ত্র হইতে সত্যের যে লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পণ্ডিত বেকন্ সত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কি সত্য কোন্ পদার্থ (What is truth), এ প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাইয়াছি?

"Many objections have been urged against the very effort to cultivate such a habit One is, that we cannot be required to make Truth our main object, but happiness; that our ultimate end is not the mere knowledge of what is true, but the attainment of what is good to ourselves and to others. But this, when

দুর্লভ মানবজীবনের লক্ষ্য কি, তাহা যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, সত্যময় আত্মাই মানবের দ্রষ্টব্য, এই শ্রুত্যুপদেশ যাঁহার ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং যাবৎ চিত্ত শুদ্ধ না হইবে, যাবৎ হৃদয় রাগ-দ্বেষ-শূন্য না হইবে, স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থতত্ত্ব যাবৎ অভ্রান্তরূপে অবধারিত না হইবে, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি যাবৎ দৃঢ় না হইবে, যাবৎ হৃদয়ে বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় না হইবে, তাবৎ লক্ষ্য সমধিগত হইবে না,

---

urged as an objection to the maxim, that Truth should be sought for its own sake, is evidently founded on a mistake as to its meaning."—

Richard Whately.

সত্য কোন্ পদার্থ, সত্যব্রত পালনের উদ্দেশ্য কি, সত্যকে ভালবাসা ও সত্যাভ্যাসবান্ হওয়া এতদুভয়ের পার্থক্য কি, যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা সত্যব্রত অবলম্বন করা সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। একটী আপত্তি হইতেছে—সত্য কি, তাহা জানাই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সুখই বস্তুতঃ জীবনের ঈপ্সিততম। যাহা স্বকীয় ও পরকীয় হিতকর, কোন্ উপায়ে তাহা সম্পাদিত হইবে, মনুষ্যজীবনের তাহাই লক্ষ্য। সত্যের জন্য সত্য অন্বেষণীয়, এই উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই এতাদৃশ আপত্তি সকল উত্থাপিত হইবার অবসর হইয়াছে।

স্পাইনোজা (Spinoza) সত্যের লক্ষণ প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

Undoubtedly truth, in the literal, theoretical signification of this word, is the agreement between thought and that portion of reality to which thought is directed."

পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপ্রদত্ত 'যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা সেরূপ কদাচ ত্যাগ না করে—সেরূপের যদি কখন অন্যথা না হয়—ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে, এই সত্যলক্ষণের সহিত, স্পাইনোজার সত্যলক্ষণের তুলনা করিয়া দেখিবেন। স্পাইনোজা আরিষ্টটালের সত্যলক্ষণই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আরিষ্টটালকৃত সত্যলক্ষণের সারাংশটুকু তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। সত্যাসত্য-নির্ব্বাচন দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে, দ্বৈতজ্ঞান প্রমাণাধীন। অনন্যসম্বন্ধ বিজ্ঞানের (Isolated representation) সত্যাসত্য-নির্ব্বাচন হইবে কিরূপে? যে বিজ্ঞান কোনরূপ প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত না হয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। পণ্ডিত ইউবারওয়েগের (Ueberweg) History of Philosophyতে এই সকল কথার উল্লেখ আছে যথা—

" But it is not the isolated representation (idea) which is true or false, but only, the combination of representations in a judgment (an affirmation) ; when a representation does not enter into some form of assertion, there subsists neither the relation of truth nor of falsehood. This just observation of Aristotle Spinoza has here left unnoticed.''

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সত্যলক্ষণে এ দোষ স্পর্শ করে নাই।

তাবৎ প্রাণের প্রাণকে দেখিতে পাইব না, তাবৎ জন্ম-জরাদি-দুঃখ-সঙ্কুল ভীমভবার্ণবে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত—নিমজ্জিত হইতে হইবে, যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আপ্তব্যক্তিই সত্যবান্ এবং তিনিই উপদেষ্টার আসন অধিকার করিবার যোগ্য।

অনুভব দ্বারা যিনি সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, যাহার হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, শাস্ত্রে তাদৃশ পুরুষকে 'আপ্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সত্যের যে লক্ষণ পাইয়াছি, বলা বাহুল্য, সে লক্ষণ এই আপ্ত পুরুষেই লক্ষিত হইতে পারে, আপ্তব্যক্তিই সত্যবান্। আপ্তপুরুষবৃন্দ যাহা উপদেশ দেন, আত্মহিতার্থীর অবনতমস্তকে তৎপালনের চেষ্টা করা উচিত। যাঁহার হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হয় নাই, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হয় নাই, তাঁহার বাণী সর্ব্বথা সত্য হইতে পারে না, তাঁহার বাণী বঞ্চিতা, ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তি-বন্ধ্যা হওয়া সম্ভব, তাঁহার বাণী সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবৃত্ত না হইতে পারে, তদুক্ত বাণীদ্বারা পরের অপকার হওয়া অসম্ভব নহে।

আমরা বেদচরণাশ্রিত, আমাদের বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়, বেদ অভ্রান্ত, বেদ নিত্য, বেদই সত্যজ্ঞানপ্রসূতি, বেদই নিখিলধর্ম্মের মূল, আমাদের স্বভাবজ দৃঢ়প্রত্যয়, বেদের উপদেশ শিরোধার্য্য ও পালন করিতে না পারিলে আমাদের কদাচ কল্যাণ হইবে না। বেদ বলিয়াছেন, সত্যবানেরই জয়লাভ হইয়া থাকে, সত্যব্রতেরই কর্ম্মসিদ্ধি হয়, সত্যব্রত-পরায়ণ হইতে না পারিলে সত্যময় আত্মার দর্শনলাভ হইবে না, দেব-যানাখ্য পথ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের লক্ষণ অবগত হইয়াছি, বুঝিয়াছি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপে মনিত, বিদিত, প্রতিপন্ন বা অবগত হইবে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ উচ্চারিতবাক্ যদি অবিকল তদনুরূপ হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা, ভ্রান্তা ও প্রতিপত্তিবন্ধ্যা না হয়, তাহা যদি সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবৃত্তা হয়, তদ্দ্বারা যদি কাহারও কোনরূপ অপকার না হয়, তবে তাহা সত্যবাক্। অবগতি হইয়াছে, রাগ দ্বেষ-বশবর্ত্তী সর্ব্বদা সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহেন। রাগ-দ্বেষ-বশবর্ত্তী, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তি যদি সর্ব্বথা সত্যব্রত পালন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সংসারে কাহারও সহিত কাহারও মতবিরোধ থাকিত না, তাহা হইলে এক ব্যক্তি অদ্য একরূপ কল্য অন্যরূপ মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, তাহা হইলে ফিলজফী, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী থিওলজীর মত ও সিদ্ধান্ত সকল কখন গ্রহণ কখন বা ত্যাগ করিত না, তাহা হইলে ইহাকে (ফিলজফী) একবার জড়-

বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতে, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে, অন্যবার জড়বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিতে, জড়বিজ্ঞানের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে দেখিতে হইত না,* তাহা হইলে আজ রিলিজন্ পূজিত, বিজ্ঞান (Science) অবমত, কল্য বিজ্ঞান পূজিত, রিলিজন অবজ্ঞাত হইত না, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতেন না, তাহা হইলে জ্ঞানী (অবশ্য প্রকৃতজ্ঞানী নহেন) ভক্তকে, ভক্ত কর্ম্মীকে নিন্দা করিতেন না। অতএব রাগ-দ্বেষ-বশগ ব্যক্তি সার্ব্বভৌম সত্যব্রত পালন করিবার যোগ্য নহেন। †

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ নাম দিয়া গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনও ইহা পাঠ করিতে পারেন, সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনের হৃদয়েও আমার অনুভব সংক্রমণ করিতে পারে। আমার হৃদয় আমি ত জানি রাগ-দ্বেষ-শূন্য নহে, আমি ত জানি ইহা অবিদ্যার শাসনাধীন, সময়ে সময়ে তাই মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়, অর্থের জন্য আবার কোন মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব ভাবিয়া বিহ্বল হই। অযথাভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলে যে মহাপাপ হয়, পার্থিবলাভের আকাঙ্ক্ষায় ভ্রান্তজ্ঞান সত্য বলিয়া অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করিলে যে দুরত্যয়, দুঃখসঙ্কুল, ঘোর অন্ধকারময় লোকে নিপতিত হইতে হয়,

* "Philosophy, as we have seen in the various phases of its history, has always had one aim, that of furnishing an Explanation of the world, of man and of Society; but it has sought that aim by varions routes. To solve the problems of existence and to supply a rule of life, have constituted its purpose more or less avowed. Steady in this purpose, it has been vacillating in its means: now borrowing and now rejecting the principles and conclusions of its rival Theology; now claiming and now violating the methods of Science; unwilling to follow either, incapable of advancing alone. * * * * * With respect to general doctrines, then, we find the state of Europe to be this: Theologies opposed to Theologies; Philosophies opposed to Philosophies; and Theology and Philosophy at war with each other.

The History Of Philosophy by G. H. Lowes. The Positive Philosophy.

† রাগ-দ্বেষ-বশবর্ত্তী মনুষ্য যে সার্ব্বভৌমরূপে সত্যব্রত পালন করিতে পারে না, শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন, যথা—

"অথো খল্বাহুঃ কোঽর্হতি মনুষ্যঃ সর্ব্বং সত্যং বদিতুং সত্যসংহিতা বৈ দেবা অনৃতসংহিতা মনুষ্যা ইতি বিচক্ষণবতীং বাচং বদেৎ।"— ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

আমি তাহা বিশ্বাস করি। উপদেষ্টার আসন আজকাল যেপ্রকার সুগম হইয়াছে, পূর্ব্বে ইহা সেপ্রকার সুগম বলিয়া বিবেচিত হইত না, রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ, পরহিতৈকব্রত মহাজন ভিন্ন, এ আসনে অন্য কোন ব্যক্তি (অবশ্য পাপে যাঁহার ভয় আছে, সত্যে যাঁহার আস্থা আছে) উপবেশন করিতে সাহস করিতেন না। উপদেষ্টার দায়িত্ব যে কত গুরুতর, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ তাহা চিন্তা করা হয় না। পূর্ব্বে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষি বা তপস্বী ভিন্ন বিপদাস্পদ এ গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আর কেহ অগ্রসর হইতেন না। পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা ঋষি (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা) বা তপস্বী (নির্দগ্ধকল্মষ—নিষ্পাপ) নহেন, তাঁহাদের কখন বেদের প্রকৃত অর্থ দর্শন হয় না। যাঁহারা ঋষি বা তপস্বী, বেদাদি শাস্ত্রের তাঁহারাই উপদেষ্টা হইবার মুখ্য অধিকারী, উপদেষ্টার আসনগ্রহণ করিবার তাঁহারাই যোগ্য।

ঋষি বা তপস্বী ভিন্ন উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করিবার অধিকার যদি অন্য কাহার না থাকে, তবে ঋষি বা তপস্বীদিগের তিরোভাবের পর হইতেই বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কার্য্য একেবারে স্থগিত হয় নাই কেন ?

ভগবান্ যাস্ক লোকের মনে এইরূপ সংশয় উত্থিত হইবে জানিয়াই বলিয়াছেন,—

"পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতীত্যুক্তং পুরস্তান্মনুষ্যা বা ঋষিষূৎক্রামৎসু দেবানব্রুবন্ কো ন ঋষির্ভবিষ্যতীতি তেভ্য এতং তর্কমৃষিং প্রায়চ্ছন্।"

নিরুক্ত।

অর্থাৎ যাঁহারা পারোবর্য্যবিৎ—গুরুপরম্পরাক্রমে যাঁহারা বেদবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বহুবিদ্য—বিবিধবিদ্যাপারদর্শী, বেদার্থপরিজ্ঞানে তাঁহারা প্রশস্য। ভগবান্ যাস্কের এতদ্বাক্যের মর্ম্ম হইতেছে, ঋষি বা তপস্বিকুল যখন অন্তর্হিত হইবেন, তখন গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধবিদ্য নানাশাস্ত্রবিদ্ পুরুষদিগকেই উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করাইতে হইবে; এতাদৃশ গুণসম্পন্নব্যক্তিগণই তখন ঋষির কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রদত্ত উপদেশের প্রামাণিকত্ব প্রদর্শনার্থ ভগবান্ এইস্থলে নিম্নব্যাখ্যাত ঐতিহাসিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে কোন সময়ে—ঋষিরা যখন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিলেন, তখন বেদবিদ্যাপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু মনুষ্যবৃন্দ, হতাশহৃদয়ে দেবতাগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

অতঃপর আমাদের কি গতি হইবে? আমরা কাহার শরণ গ্রহণ করিব, কে কে আমাদের ঋষি হইবেন? দেবতাগণ এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, অতঃপর তর্ককে ঋষিস্থানীয় করিবে, আমরা তোমাদিগের জন্য তর্ককেই ঋষিরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। একথার তাৎপর্য্য হইতেছে, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অবিদ্যমানে, বহুবিদ্যাপারগ পুরুষবৃন্দকেই উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করাইতে হইবে, ইহাঁদিগকেই ঋষিবৎ মান্য করিতে হইবে। *

---

* সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অবিদ্যমানে 'তর্ককে' ঋষিস্থানীয় করিবে, দেবগণের এবম্প্রকার উপদেশের তাৎপর্য্য কি, চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে পাঠকদিগকে জানাইতেছি।

কার্য্য বা বিকার—পদার্থের অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা। কার্য বা বিকার পদার্থের যে অবস্থা ব্যক্ত—স্থূল, যে অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত বা দৃষ্ট হয় (Which lies nearer the senses) তাহা ইহার বাহ্যাবস্থা, এবং যে অবস্থা তদ্বিপরীত—যে অবস্থা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম (Invisible, Unseen), ইহা ইহার আন্তরাবস্থা। 'বহিঃ'-শব্দটীর নিরুক্তি হইতেই পূর্ব্বোক্ত অর্থের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে।

'बहिर्बाह्ये'—

অমরকোষ।

অর্থাৎ বহিঃ ও বাহ্য ইহারা সমানার্থক। 'বহ প্রাপণে' এই প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস্' প্রত্যয় করিয়া 'বহিঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাহ্য—প্রাপ্য—ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা 'বহিঃ'।

"व्यक्ताव्यक्तमात्रभेदौ आन्तरबाह्ययोः।"

সাংখ্যসার।

অর্থাৎ ব্যক্ততাব্যক্ততা ভেদ ব্যতীত আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার ভেদ নাই। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা স্থূল-সূক্ষ্ম অবস্থাদ্বয়ই যথাক্রমে কার্য্য ও কারণ এই শব্দদ্বয়দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।

"तदा सर्व्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्।"—

পাং দং কৈঃ পা, ৩০ সূত্র।

ভাবার্থ।

যথাশাস্ত্র সাধনাদ্বারা চিত্ত যখন নিখিল আবরণমলবিনির্ম্মুক্ত হয়—সর্ব্বতোভাবে বিমল হয়, তখন ইহা অনন্ত বা পরিচ্ছেদরহিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের (যদ্দ্বারা জানা যায়, এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে)—চিত্ত-সত্ত্বের আনন্ত্যবশতঃ জ্ঞেয়—প্রকাশ্য—তৎকালে তদপেক্ষায় অল্প হয়; শরৎকালীনঘনপটলবিমুক্ত, সুতরাং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমান শুভ্রকর-শশধরের প্রকাশানন্ত্যনিবন্ধন, প্রকাশ্য ঘট-পটাদি তাহার তুলনায় যেপ্রকার অল্প হইয়া থাকে, অপেতমলমেঘ—চিত্তসত্ত্বের সমীপে জ্ঞেয়ও সেইপ্রকার অল্প হয়। জ্ঞানোৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা অবগত না হইলে, এই অমূল্য পাতঞ্জল-সূত্রটীর যথাযথ মর্ম্মোপলব্ধি হইবে না, ভগবান্ ভাষ্যকার তজ্জন্যই ইহার ভাষ্য করিবার সময়ে সংক্ষেপে জ্ঞানোৎপত্তিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ভগবান্ ভাষ্যকারের উক্তি—

সাধুলক্ষণ।

লক্ষ্যভ্রষ্টদিগের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া, দিঙ্‌মূঢ়দিগের গন্তব্য দিক্ নির্ণয় করিয়া দেওয়া, বিভ্রান্তমতিদিগের ভ্রমাপনোদন করিয়া দেওয়া সাধূচিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। 'সাধ সংসিদ্ধৌ' সংসিদ্ধ্যর্থক এই 'সাধ' ধাতুর উত্তর 'উণ্' প্রত্যয় করিয়া 'সাধু' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। *

"তমসাভিভূতমাবৃতং জ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতম্ উদ্ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি। তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে।"—

প্রাবৃট্‌কালে জলধরপটলসমাবৃত শশধর, জগৎপ্রাণ পবনদেবের অনুগ্রহে, কখন কখন মেঘ-কবলবিমুক্ত হওয়ায়, যেমন স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইতে সমর্থ হয়েন, বারিপর্ণী-(পানা)-সমাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর বারি, করদ্বারা আস্ফালিত হইলে, কিয়ৎক্ষণের জন্য (করাপসারিতবারিপর্ণীগুলি যাবৎ নিজস্থান পুনরাক্রমণ না করে,) যেমন পরিদৃষ্ট ও তৎপতিত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারগ হয়, তমোঽভিভূত জ্ঞানসত্ত্বও সেইরূপ কখন কখন ক্রিয়াশীলরজোগুণপ্রসাদে উদ্ঘাটিত বা অপগতমল হইয়া জ্ঞেয়কে—তৎপ্রতিবিম্বিতপদার্থজাতকে—গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত মলিনচিত্তের জ্ঞানোৎপত্তি এইপ্রকারে হয়। চিত্ত যদি কোন উপায়ে সর্ব্বতোভাবে, ও সর্ব্বকালের জন্য তমো-বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ইহা তখন অপরিমেয় হয়—অনন্ত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তজ্ঞানের তুলনায় পরিচ্ছিন্নজ্ঞেয় এইকালে নিশ্চয়ই অল্প। যোগসাধনদ্বারা মানব যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, যোগসাধনব্যতিরেকে সর্ব্বজ্ঞ হইবার যে অন্য উপায় নাই, এবং বিষয়াসক্ত মলিনহৃদয়ে যে প্রকৃতজ্ঞানের বিকাশ হয় না, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল।

স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত পদার্থের এই দ্বিবিধ অবস্থাই যিনি সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করেন, দেশকাল যাঁহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না—যিনি ত্রিকালদর্শী, তাদৃশপুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, কোন পদার্থের কোন অবস্থাই তাঁহার প্রত্যক্ষের অবিষয় নহে। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান—অনুমান (Reasoning—Inference) প্রমাণের মুখাপেক্ষা করে না। যাঁহাদের দৃষ্টি স্থূল, যাঁহারা লোকালোকদর্শী নহেন, যাঁহারা আসন্নচেতন, তাঁহাদিগকেই অনুমান প্রমাণের উপরি নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাদিগকেই তর্কের শরণগ্রহণ করিতে হয়। অম্লজনক (Oxygen) ও জলজনক (Hydrogen) এই দুইটী মূল পদার্থ (অবশ্য বিদেশীয় রসায়ন-শাস্ত্রমতে) জলের উপাদান, অম্লজনক ও জলজনক এই পদার্থদ্বয়ের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে, যিনি ইহা অবগত আছেন, জল কোন্ পদার্থ তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে আর তর্কের আশ্রয় লইতে হয় না।

তপস্তানির্দ্দগ্ধকল্মষ, আবির্ভূতপ্রকাশ, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের অন্তর্দ্ধানের পর তর্ককে ঋষিস্থানীয় করিবে এতদ্বাক্যের তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, পদার্থের স্থূল—সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার শক্তি যখন বিলুপ্ত হইবে, তখন অগত্যা অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ-তত্ত্ব নিরূপণার্থ অনুমান বা তর্কাদিঃরূপ শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

* "ক্রিয়াপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্।"— উ ১।১

"সাধ্নোতি পরকার্য্যমিতি সাধুঃ।"—

উণাদিবৃত্তি।

অর্থাৎ যিনি পরকার্য্য সাধন করেন, যিনি পরহিতৈক-ব্রত, তিনি 'সাধু'। অতএব সাধু শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতেই প্রতিপন্ন হইল, লক্ষ্যভ্রষ্টদিগের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া, দিঙ্মূঢ়দিগকে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা বলিয়া দেওয়া, ভ্রান্তমতি-দিগের ভ্রমাপনোদন করিয়া দেওয়া, সাধুচিত কর্ম্ম। এসকল সাধুচিত কর্ম্ম তাহা বুঝিলাম, এবং যিনি এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি যে সাধুপদবাচ্য * তাহাও বিদিত হইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কিরূপ ব্যক্তি ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার যোগ্য ? এপ্রশ্নের নিশ্চয়ই, যাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, গন্তব্যমার্গ যাঁহার অভ্রান্তরূপে অবধারিত হইয়াছে, যিনি স্বয়ং ভ্রান্তিশূন্য, এবং যাঁহার রাগ-দ্বেষ-বিহীন পবিত্র হৃদয়গগনে বিশ্বজনীনপ্রেমসুধাকর নিত্য বিরাজমান, তিনিই ঐ সকল সাধুচিত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র, ইহাই সদুত্তর। স্বকার্য্য যাঁহার সাধিত হয় নাই, তাঁহাদ্বারা কখন পরকার্য্য সাধিত হইতে পারে না ; যিনি স্বয়ং চক্ষুষ্মান্ নহেন, তিনি কদাচ অন্যের পথপ্রদর্শক হইতে পারেন না ; অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবিনী।

শাস্ত্রমাত্রেই চিকিৎসা-শাস্ত্র।

দুর্ব্বিষহ-যাতনাপ্রদ-ব্যাধিকর্ত্তৃক উপদ্রুত, সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় বিচেষ্ট-মান, রোদনপরায়ণ প্রাণীর উপযুক্ত ভেষজ † ব্যবস্থা দ্বারা রোগোপশম করিয়া দেওয়া সাধুচিত কার্য্য বটে, বিপন্নকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিতে পারিলে হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদয় হয় সত্য, যে মানব যেপরিমাণে পরহিতসাধন করিতে সমর্থ, তিনি যে সেইপরিমাণে মহৎ তাহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু রোগপ্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য যাঁহার নাই—যিনি চিকিৎসাবিদ্যা-পারদর্শী নহেন, যদি তিনি কোন আর্ত্তের আর্ত্তনাদে করুণার্দ্র কিংবা যশের আকাঙ্ক্ষায় বা ধনলোভে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার রোগ-নিরসনার্থ ঔষধ-ব্যবস্থা করেন—তাঁহাকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা উপকার না হইয়া তীব্র অপকারই হইয়া থাকে। এরূপ কার্য্য কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকেরই কল্যাণ-নাশক, ইহা কদাচ শুভফল প্রসব করে না,—এতাদৃশকর্ম্ম নিরয়গমনমার্গ পরিষ্কার করে। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া

---

* আজকাল 'সাধু' কথাটীর নিশ্চয়ই সাধারণতঃ অপব্যবহার হইয়া থাকে।

† "ভেষং রোগং জয়তীতি ভেষজম্।"—

অমরকোষটীকা।

অর্থাৎ যাহা ভেষ—রোগকে জয় করে, তাহা 'ভেষজ'।

দেখিলে প্রতীতি হয়, শাস্ত্রমাত্রেই চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাক্ষাৎপরম্পরাভাবে রোগনিবারণার্থই সকলশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এইত্রিবিধরোগের প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই নানাবিধ শাস্ত্রের উদয় হইয়াছে। তবে কোন শাস্ত্র মূলব্যাধির তত্ত্বানুসন্ধান ও ভেষজ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, কেহ উপদ্রবের চিকিৎসার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ব্যাধি-ও-চিকিৎসা-লক্ষণ।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"—

সাং দং ১।১

পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিই অত্যন্তপুরুষার্থ। ভগবান্ ধন্বন্তরি ব্যাধি-সমুদ্দেশীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উপদেশ করিয়াছেন,—

"তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইতি, তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি।"—

আত্মাতে দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি। দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ।

"চিকিৎসা রুক্প্রতিক্রিয়া।"—

অমরকোষ।

অর্থাৎ রোগের প্রতিক্রিয়া—নিরসনের নাম চিকিৎসা। অতএব শাস্ত্রমাত্রেই যে চিকিৎসা-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিকাদি রোগত্রয়ের নিবারণার্থই যে সকল শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

মুখ্য-ও-গৌণ চিকিৎসা-শাস্ত্র।

রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ভৈষজ্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রের এই কয়টী প্রতিপাদ্য বিষয়। মূলরোগ, মূলরোগের অত্যন্ত-নিবৃত্তি, মূলরোগ-নিদান ও মূলরোগের ভৈষজ্য, যে চিকিৎসা-শাস্ত্র এইসকলবিষয়ের উপদেশ করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাই মুখ্য-চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইহারই নাম মোক্ষশাস্ত্র, এবং যে সকল শাস্ত্র উপদ্রবের চিকিৎসার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ যাহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহারা গৌণ-চিকিৎসা-শাস্ত্র।

জ্ঞান-ও-বিজ্ঞান।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"—

অমরকোষ।

অমরসিংহ মোক্ষফলিকাধীকে (মোক্ষোপযোগিবুদ্ধিকে) 'জ্ঞান' এবং তদন্যফলিকা শিল্প (Art) ও শাস্ত্র (Material Science)-বিষয়ক বুদ্ধিকে 'বিজ্ঞান' এই নাম দিয়াছেন। মুকুট ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুকুটের মতে মোক্ষনিমিত্ত শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক ধী—'জ্ঞান,' এবং অন্যনিমিত্ত (জাগতিক সুখভোগার্থ) শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ক ধী—'বিজ্ঞান'। * অমরসিংহ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যেরূপ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বলিতে পারি, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক হইলেও জ্ঞানী নহেন, উপদ্রবের চিকিৎসার্থ তাঁহাদের শরণ গ্রহণীয় হইলেও, মূল-রোগপ্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁহাদের শরণ গ্রহণীয় নহে। মূলরোগ যাঁহাদের সমীপে রোগ বলিয়াই নিশ্চিত হয় নাই, ক্ষুৎপিপাসা, জন্মজরা, মৃত্যুনিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাধিসমূহকে যাঁহারা ব্যাধি বলিয়া গণ্য করেন না, দুর্ব্বিষহভবরোগনিবারণেচ্ছুর তাঁহাদিগদ্বারা কি উপকার হইতে পারে ?

চিকিৎসক-লক্ষণ।

"একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ ॥"—

সুশ্রুতসংহিতা।

যিনি একটীমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অধীতশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মোপলব্ধি হয় না, প্রত্যেকশাস্ত্রের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেকশাস্ত্রে প্রত্যেকশাস্ত্রের কথা আছে, অতএব কোন শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে বহুশাস্ত্র শ্রবণ করা প্রয়োজনীয়। যে চিকিৎসক বহুশ্রুত—বিবিধ-শাস্ত্রদর্শী, তিনিই চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল হইতে পারেন, তাঁহাদ্বারাই চিকিৎসাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যে কোন বিদ্যাই হউক (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) তাহা আগমকাল—গুরুসকাশহইতে গ্রহণকাল, স্বাধ্যায়কাল—অভ্যাসকাল, প্রবচনকাল—অধ্যাপনকাল ও ব্যবহারকাল এই চারিপ্রকারে উপযুক্তা—অভীষ্টফলদানসমর্থা হইয়া থাকে। যাঁহার বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ে উপযুক্তা হয় নাই, তাঁহাদ্বারা কাহারও

* "মোক্ষ ইতি নিমিত্তসপ্তমী। মোক্ষনিমিত্তং শিল্পশাস্ত্রয়োর্ধীর্জ্ঞানমুচ্যতে। অন্যনিমিত্তং তু তয়োর্ধীর্বিজ্ঞানম্।"

ভানুজিদীক্ষিত বলেন, মুকুটের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে। শিল্প-জ্ঞান মোক্ষোপযোগী হইতে পারে না।

"নচ। শিল্পশাস্ত্রস্য মোক্ষেঽনুপযোগাৎ।"

ভানুজিদীক্ষিতকৃত অমরকোষটীকা।

বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে না। ভগবান্ ধন্বন্তরিও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুরুমুখোদ্গীর্ণ (গুরুমুখোচ্চারিত) শাস্ত্র গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাসপূর্ব্বক—পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে গুরুমুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্রার্থ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই বৈদ্য, অন্যে তস্কর। *

চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য, কিরূপ গুণসম্পন্ন চিকিৎসকের হস্তে রোগী চিকিৎসার্থ নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে। যিনি স্বয়ং রোগের যাতনায় অস্থির, যিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্ম-নিষ্ণাত—কর্ম্মনিপুণ (Practical man) নহেন, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, বোধ হয়, তাঁহার হস্তে চিকিৎসার্থ নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন না। পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্ম্মনিপুণতা (Practical Knowledge), চিকিৎসকের এইদ্বিবিধ গুণ থাকাই অত্যাবশ্যক। যিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহার কর্ম্ম-কুশলতা নাই, অথবা যিনি কর্ম্মকুশল, কিন্তু শাস্ত্রবহিষ্কৃত (শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন), এতদুভয়ের কেহই সুবৈদ্য নহেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ না হইয়া, লোভবশতঃ যে ব্যক্তি চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, যমদূতস্বরূপ তাদৃশ চিকিৎসক রাজার দণ্ডার্হ, তাঁহাদ্বারা অনেকের নিধনকার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। †

"চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।"

চিকিৎসাবৃত্তি প্রায়ই (বিশেষতঃ যখন রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়) নিষ্ফলা হয় না, ইহাদ্বারা কিছু না কিছু লাভ হইয়াই থাকে, এইজন্য যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, অন্য কোনপ্রকার বৃত্তি সুগম না হইলে, অনেকে দেখিতে পাওয়া যায় এই বৃত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৃত্তিসঙ্কট দিনে তা'ই অজ্ঞ-বিজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

* "शास्त्रं गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपास्य चासकृत्।
यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः॥" সুশ্রুতসংহিতা।

† "यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः।
स मुह्यत्यातुरम्प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम्॥
यस्तु कर्मसु निष्णातो धार्ष्ट्याच्छास्त्रबहिष्कृतः।
स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं चार्हति राजतः॥
* * * * * *
स निहन्ति जनं लोभात् कुवैद्यो नृपदोषतः॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

মূলরোগ-নিদান ও ইহার ভৈষজ্যতত্ত্ব, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির উপায়-চিন্তা ভারতবর্ষ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত যথাযথভাবে অন্যত্র হয় নাই, অপরদেশে উপদ্রবের প্রশমনোপায়-নির্দ্ধারণই সাধারণতঃ পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উপদ্রব প্রশমিত করিবার নিমিত্তই সদা ব্যস্ত, মূলরোগের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই, অনেকেই ইহার প্রয়োজনও বুঝেন না।

ভারতবর্ষে মূলরোগ-নিদান ও ইহার ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুগধর্ম্মবশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ভবরোগবৈদ্য বা ঋষিদিগের তিরোধানের পর হইতে, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে ভবরোগচিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিয়াছে। মোক্ষ-শাস্ত্রের উপদেষ্টা ও উপদেশ্য এই দুইএরই এখন অভাব হইয়াছে। যে চতুর্ব্বিধপ্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বান্ বলিয়া সমাদৃত সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের বিদ্যাও তাদৃশপ্রকারে উপযুক্তা হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী, রাগ-দ্বেষ-শূন্য গুরুও (নিভৃত গিরিগুহা অথবা নির্জ্জন বনভূমিতে থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যস্থলে) আর নাই, জ্ঞান-পিপাসু—ভবরোগমুমুক্ষু—পাপভীরু শিষ্যেরও এখন অভাব হইয়াছে, সুতরাং, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিদ্যাকে উপযুক্তা করিবার কাল এ নয়। যে দেশে বা যে কালে কৃতবিদ্য কর্ম্মকুশল চিকিৎসক সকল বিদ্যমান থাকেন, যমদূতোপম কুবৈদ্যসমূহের প্রাদুর্ভাব তদ্দেশে বা তৎকালে মন্দীভূত এবং যে দেশে বা যে কালে সুবৈদ্যদিগের অভাব হয়, তদ্দেশে বা তৎকালেই কুবৈদ্যদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্গত ভারতবর্ষে বর্ত্তমানকালে, প্রকৃতভবরোগচিকিৎসকের নিতান্ত অভাব হইয়াছে, কুবৈদ্যের সংখ্যা তাই এখানে, এখন এত অধিক।

দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কুবৈদ্যদিগেরও আদর হইয়া থাকে।

চিকিৎসাবৃত্তি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রায় কখন নিষ্ফলা হয় না, ইহাদ্বারা কিছু না কিছু লাভ হইয়াই থাকে, সেইজন্য যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, বৃত্তিসঙ্কটদিনে অনেকেই এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। রোগী যখন ব্যাধির যাতনায় অধীর হইয়া পড়ে, যখন সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় ব্যাকুল হয়, কোন উপায়েই যখন শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন ইহার হিতাহিত-বিবেক-শক্তি ক্ষীণ হয়, আরাম-প্রার্থী রোগী তখন কোনরূপ বিচার না করিয়া, যম-সহায় কুবৈদ্যদিগেরও শরণাগত হয়, প্রাণরক্ষার্থ তাহাদের হস্তেও তখন আত্মসমর্পণ করে। অতএব দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কুবৈদ্যদিগেরও আদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

মূলরোগনাশই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের প্রধান লক্ষ্য।

ভবরোগই যে মূলরোগ, সনাতন বেদ এবং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, পরহিতৈকব্রত ঋষিদিগের চরণ-প্রসাদে ও ভারতবর্ষীয় বিশিষ্টপ্রকৃতির প্রেরণায়—স্বভাবস্থ ভারতবর্ষীয়গণ তাহা জানেন, মূলরোগের নাশ না হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ চিরস্বাস্থ্য উপভোগ করা যে সম্ভব নহে, অবিকৃত ভারতবর্ষবাসীরা তাহা বুঝেন। অস্মদ্দেশীয় রোগ-নির্ব্বাচন-প্রণালী ও চিকিৎসা-পদ্ধতির স্বরূপ চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, মূল রোগ নাশ করাই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের প্রধান লক্ষ্য। স্বভাব কখন একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় না, দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের শলাকাকে সহস্রবার পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেও উহা যেরূপ উত্তরাভিমুখেই অবস্থান করে, সহজভাবও সেইরূপ কোন কারণে বিকৃত হইলেও কালান্তরে পুনর্ব্বার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপদ্রব-নিবারণের উপায়ান্বেষণকারী, জড়বিজ্ঞানামোদী, শিল্পকুশল, বিদেশীয় কোবিদগণদ্বারা উপদ্রব-শান্তিকর বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, বর্ত্তমান জীবনই জীবন, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম অসভ্য কবিকল্পনামাত্র, পার্থিব উন্নতিই মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বর্ত্তমান জীবনের অবসান হইলে, পরে কি হইবে, চিরদিনই তাহা অস্মৎসমীপে রহস্য থাকিবে, আমরা কখন এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারগ হইব না;* মৃত্যু উৎকৃষ্টতর অভিনব জীবনের দ্বারস্বরূপ (Death is but a door which opens into new and more perfect existence); যাঁহারা ক্রাইষ্ট্‌কে ঈশ্বর-পুত্র ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী, মৃত্যুর পর তাঁহারা অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন, এবং যাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টানদিগের দৃষ্টিতে যাঁহারা বিধর্ম্মী (Heathen), তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অনন্ত-নরকযাতনা-ভোগ করিতে হইবে, ঈশ্বর-বিশ্বাস আদিভূত বা স্বভাব-সিদ্ধ (original or innate) নহে, ইহা কৃতক—কল্পনাপ্রসূত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বর্ব্বর মনুষ্য-বুদ্ধি হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সমীচীনজ্ঞানাভাবনিবন্ধন, নৈসর্গিক-নিয়মে সংঘটিত চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি-ঘটনাপুঞ্জের প্রকৃতকারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়াই, স্বল্পজ্ঞান অশিক্ষিত মনুষ্যগণ, প্রথমে অজ্ঞেয় ঈশ্বর-নামক পদার্থকে সকল

---

* "For even if we admit that it is due only to the limitation of our knowledge or the imperfection of our means of knowledge that the destiny of the individual man or mankind beyond this earthly life must ever remain hidden from us, or that we can never attain a clear insight into the true essence of things, even this admission would not do the least injury".

Man in the Past, Present and Future, by Dr. L. Buchner, P. 182.

কার্য্যের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিল ; যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, নাস্তিক-বিদূষণে বিপ্রলব্ধ ও কৈতববাদে বিমুগ্ধ হইতে যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নাস্তিক হইতেই হইবে ; * স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবিরাম এবম্প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলেও আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রবণা ভারতবর্ষীয় চিত্ত-নদী কৈবল্যসাগরকে একেবারে ভুলিতে পারে নাই, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মকে ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য কবিকল্পনা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই, মৃত্যুকে পুণ্যবান্ পাপী সকলেরই স্বর্গদ্বার বলিয়া স্বীকার করিতে ক্ষমবান্ হয় নাই, পার্থিব উন্নতিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হয় নাই, ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রাকৃতিকবিজ্ঞানানভিজ্ঞ বর্ব্বর মনুষ্য-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বতোভাবে এবম্প্রকার অনালোচিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে পারগ হয় নাই, উপদ্রবের ক্ষণিকনিবৃত্তিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয় চিত্ত কুশিক্ষাবিষে জর্জ্জরীভূত হইলেও, যুগধর্ম্মবশতঃ মলীমস হইলেও, কৈতববাদদ্বারা সহস্রশঃ প্রতারিত হইলেও, আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রবণা প্রকৃতির প্রেরণায় মূলরোগ-চিকিৎসার্থ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হয়, জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারমরুভূমির পারে যাইবার জন্য কখন কখন ব্যগ্র হয়, ভবরোগ-বৈদ্যের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, শান্তিময় স্বদেশ-মার্গ-প্রদর্শক গুরুর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। ভারতবর্ষে এতদ্দিনেও তা'ই ভবরোগ-বৈদ্যের কিছু কিছু আদর আছে, কর্ম্মনৈপুণ্যশূন্য, শাস্ত্রবহিষ্কৃত, যমদূতোপম কুবৈদ্যগণেরও তা'ই এখানে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রমতে চিকিৎসিতহইতে এক্ষণে অত্যল্প লোকেরই ইচ্ছা হয়।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, যে দেশে বা যে কালে কৃতবিদ্য, কর্ম্মকুশল, সুবৈদ্যগণের অভাব হয়, তদ্দেশে বা তৎকালে কৃতান্তসহচর কুবৈদ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, হতভাগ্য ভারতবর্ষে প্রকৃত ভবরোগবৈদ্যের এক্ষণে নিতান্ত অভাব হই-য়াছে, বহু হেয়স্বার্থপর ব্যক্তি তা'ই সুযোগ বুঝিয়া ভবরোগচিকিৎসাবৃত্তি

---

* "The belief in a God is not anything original or innate, but something made or grown, and first results from a certain amount of reflection by the uneducated human mind on the surrounding natural phenomena, which from defective knowledge of the laws of nature and of their intimate connection he cannot explain in a natural way, and hence refers them to an invisible mysterious cause ; * * * * Hence every science and especially every philosophy, that seeks reality instead of appearance, the truth instead of pretence must necessarily be atheistic ; otherwise it blocks up against itself the path to its end, the truth".

Ibid. P. 328-330.

অবলম্বন করিতেছে, স্বদেশীয়-বিদেশীয় নানামতাবলম্বী ধর্ম্মোপদেষ্টার দল এস্থানে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। চিররোগীর প্রায়ই কুপথ্যে লোভ হইয়া থাকে; যিনি দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করেন, তিনি কখন কোন নিয়মের বশ-বর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারেন না। নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা আত্মহিতার্থী, অভ্রান্তমতি শক্তিমান্ পুরুষের কার্য্য। যে চিকিৎসক রোগীর পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, রোগীকে চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন করিতে বাধ্য করেন, দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশস্থলেই তিনি রোগীর অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। অর্থার্জ্জনপ্রয়োজন কুবৈদ্যগণ এইজন্য অথবা অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন পথ্যাপথ্য-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যতদূর সম্ভব মুক্তহস্ত (Liberal)। বর্ত্তমানসময়ের ভবরোগবৈদ্যাভাসসমূহও রোগীর পথ্যাপথ্যনির্ব্বাচন-বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত, রোগীকে নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে ইঁহারা অনিচ্ছুক। চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ-পালনের প্রয়োজন, বর্ত্তমান কালে রোগী ও রোগহারী এতদুভয়ের কেহই সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না। রোগী রোগের মূল কারণ কি, তাহা জানেন না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও অবিদ্যার প্রেরণায় বুঝেন না, এবং ইদানীন্তন রোগহারিগণের মধ্যে অনেকেই স্বীয় রোগের জ্বালায় অস্থির, আপনারাই বিধিনিষেধ পালন করিতে অসমর্থ, সুতরাং প্রকৃত ভবরোগবৈদ্যদিগের উপদেশ এখন গ্রাহ্য হইতে পারে না, শাস্ত্রমতানুসারে চিকিৎসিত হইতে এখন অত্যল্প লোকেরই ইচ্ছা হয়।

রোগী ও চিকিৎসক যেরূপ গুণসম্পন্ন হইলে রোগপ্রতীকার হইয়া থাকে।

"भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्।
गुणवत् कारणं ज्ञेयं विकारव्योपशान्तये॥"—

চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, ভিষক্ (বৈদ্য, Physician), দ্রব্য, উপস্থাতা (পরিচারক, Attendants) এবং রোগী যেরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত, যদি উঁহারা ঠিক সেইরূপ গুণসম্পন্ন হয়, তবে রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

"श्रुते पर्य्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्म्मता।
दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्यगुणचतुष्टयम्॥
स्मृतिर्निर्द्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च।
ज्ञापकत्वञ्च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः॥"—

চরকসংহিতা।

অর্থাৎ শাস্ত্রপারদর্শিতা, বহুশঃ দৃষ্টকর্ম্মতা, দাক্ষ্য—কার্য্যকুশলতা এবং শৌচ—আন্তর-বাহ্য-শুচিত্ব, এইচারিটী বৈদ্যের এবং স্মৃতিশক্তি, নির্দ্দেশকারিত্ব—চিকিৎসকের আজ্ঞাপালকত্ব, অভীরুত্ব এবং রোগজ্ঞাপকত্ব, এইচারিটী রোগীর গুণ।

বলাই বাহুল্য, বর্ত্তমানসময়ের বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রাগুক্তগুণসম্পন্ন নহেন, এবং অধিকাংশ রোগীতেও যে আতুরোচিত স্মৃত্যাদিগুণসমূহ পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। চিকিৎসকের প্রতি আস্থা ও চিকিৎসকের নিদেশবর্ত্তিতা—চিকিৎসকের আজ্ঞাকারিতা রোগীর প্রধান গুণ, কিন্তু এখনকার রোগীদিগের সে গুণ কোথায় ? চিকিৎসককেই এক্ষণে অনেকস্থলে রোগীর আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হয়। চিকিৎসার ফলও এইনিমিত্ত বিষময় হইতেছে।

"प्रशमज्ञानविज्ञानपूर्णाः सेव्या भिषक्तमाः।
समग्रं दुःखमायत्तमविज्ञाने द्वयाश्रयम्।
सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्॥"—

চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

অর্থাৎ যাঁহারা ব্যাধিনাশকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ—চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী, কোন্ উপায়ে রোগোপশম হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা সম্যগ্রূপে বিদিত আছেন, রোগোপশমনার্থ সেইসকল ভিষক্তম—চিকিৎসকপ্রবরকেই আশ্রয় করিবে। ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখই অনভিজ্ঞতা বা অবিদ্যার ফল, এবং সমগ্র-সুখ বিমল-বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত,—জ্ঞানই নিখিল-সুখের কারণ।

"यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्व्वभैषज्यकोविदः।
देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम्॥"—

চরকসংহিতা।

যিনি রোগসমূহের প্রভেদ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন (Well-versed in the science, which considers the most appropriate names of diseases and to their methodical arrangement or classification [Nosology]) যিনি সর্ব্ব-ভৈষজ্যবিদ্, যিনি দেশ-কাল-প্রমাণজ্ঞ, যেদেশে, যেকালে, যেমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ-করা উচিত, তাহা যিনি বিদিত আছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াথাকে।

"शास्त्रं ज्योतिःप्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः।
ताभ्यां भिषक् सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन् नापराध्यति॥"—

চরকসংহিতা।

শাস্ত্র প্রকাশপ্রয়োজন জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিজবুদ্ধি দর্পণস্বরূপ, অতএব যে চিকিৎসক শাস্ত্র ও বুদ্ধি মিলাইয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাকে দোষী হইতে হয় না।

যেসকল চিকিৎসক অসৎপক্ষাবলম্বী—অসৎপক্ষকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে যাহারা সচেষ্ট, প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উত্তর দিবার অবকাশ নাই বলিয়া কিংবা অসুস্থতার ভান করিয়া, যাহারা প্রশ্নকর্ত্তাকে উপেক্ষা বা তাহা হইতে আত্মরক্ষা করে, যাহারা দাম্ভিক, যাহারা পরুষ —নিষ্ঠুর—কর্কশভাষী, যাহারা পরনিন্দক, তাহারা কখন নিজশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় না। এরূপ লোককে কখন বিশ্বাস করা উচিত নহে, এবম্প্রকার শাস্ত্রদূষক চিকিৎসকসমূহকে কালপাশবৎ (কৃতান্ত-সহচরের ন্যায়) পরিহার করিবে। *

কিরূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য ?

কিরূপগুণসম্পন্ন: চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ করা উচিত, কিরূপলক্ষণযুক্ত রোগহারী রোগ হরণকরিতে সমর্থ, তাহা শুনিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ভব-রোগ-চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্পলোকেই যে ঐ সমস্ত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কয়জন শাস্ত্রাভিজ্ঞ-ও-কর্ম্মকুশল ধর্ম্মোপদেষ্টা আমাদের নয়নে পতিত হয়েন? যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, তন্মধ্যে কয়জন শাস্ত্রশাসনানুসারে আচার্য্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন? কয়জনের বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ে উপযুক্তা হইয়াছে? কিরূপব্যক্তির হৃদয়ে বেদবিদ্যা যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়েন, কিরূপগুণসম্পন্ন পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রমর্ম্মোপলব্ধি করিবার অধিকারী কে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—

“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥”—

ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ।

বিদ্যাধিদেবতা, বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সংযতাত্মা কোন ব্রাহ্মণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, বিদ্বন্! ‘যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর,’ তাহা হইলে আমি

---

* অতত্ত্বাভিনিবিষ্টা নির্দম্ভপাত্যসাধনা:।
অবদ্ধনামা: কে তস্মৈ দায: পরবিজ্ঞতা:।
তস্মাদপায়বহুমান্ সর্ব্বাংস্তাজ্ঞাক্ষুদ্রকান্॥

চরকসংহিতা।

তোমার সর্ব্বসুখনিধান হইব, তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিব। ব্রাহ্মণ কামরূপিণী বিদ্যাদেবীর ঐকথা শ্রবণকরিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, মাতঃ! আমি আপনাকে কোথাহইতে রক্ষা করিব ? যাহারা অসূয়ক—পরাপবাদশীল—গুণেতে যাহারা দোষারোপ করে, যাহারা অনৃজু—অসরল—যাহাদের মানসিক, বাচিক ও দৈহিক প্রবৃত্তির সমতা নাই, ভাব, ভাষা ও কার্য্য যাহাদের একরূপ নহে, যাহারা অযত—সংযতেন্দ্রিয় নহে—যাহারা যম-নিয়ম-সাধন-তৎপর নহে, তাহাদিগহইতে আমাকে রক্ষা করিবে, এরূপ অপাত্রে কদাচ আমাকে দান করিও না। এইরূপ করিলে আমি বীর্য্যবতী হইব।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন, মাতঃ! যাহাদিগহইতে আপনাকে রক্ষা করিব, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে কাহাদিগকে আপনাকে দান করিব, কাহারা বিদ্যার অধিকারী, তাহা বলিয়া দিন।

"যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মা ব্রূয়াঃ নিধিপায় ব্রহ্মন্॥"—

যাহাদিগকে শুচি, অপ্রমত্ত, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যোপপন্ন দেখিবে, অর্থাৎ যাহাদিগকে অস্খলিতভাবে যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ)-নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান)-সাধনতৎপর ও দৃঢ়গ্রাহী দেখিবে, যাহারা কখন তোমার অনিষ্টাচরণ করিবে না, তাহাদিগকে আমাকে দান করিবে।

কি বুঝিলাম ?

যাহা শুনিলাম তাহাতে প্রতীতি হইল, যোগাভ্যাস-নিরত, সংযত-চিত্ত, অপাপবিদ্ধ, অনসূয়ক, সরল-চরিত্র, মেধাবী-ও-গুরুভক্ত পুরুষের হৃদসেই বিদ্যা যথাযথভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, যাঁহারা সাক্ষাৎকৃতবস্তু, যাহাদের চিত্ত রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, যাঁহারা বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল, তাঁহারাই চিকিৎসা-কার্য্য সম্পাদন করিবার যোগ্য, তাঁহারাই সুবৈদ্য, রোগীর রোগ-প্রশমন-ও-স্বাস্থ্য-সংস্থাপনের শক্তি তাঁহাদেরই আছে।

সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, সত্যই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, এসকল কথার এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন কি, তাহা বলিবার এখন অবসর হইয়াছে, আর অধিক বিরক্ত না করিয়া 'সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে' ইত্যাদি বচনসমূহ যে উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে, পাঠকগণকে এইবার তাহা জানাইব।

চিকিৎসাশাস্ত্র যে যে রোগের যে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে যে রোগীর নিমিত্ত যে যে রূপ পথ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, যে যে রোগীর যে যে নিয়ম অবশ্য-পালনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, রোগমুমুক্ষুর, বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী-ও-কর্ম্মকুশল চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুসারে সেই সেই ঔষধ-ও-পথ্য সেবন, এবং তত্তৎনিয়ম-পালন অবশ্যকর্ত্তব্য। দুরদৃষ্ট না হইলে, কোন রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞা পালনকরিতে বিমুখ হয়েন না। পূর্ব্বে বহুবার নিবেদন করিয়াছি, আমি রোগী, চিকিৎসক নহি; আমি জ্ঞান-পিপাসু, জ্ঞানী নহি; দুর্ব্বিষহ ভবব্যাধির চিকিৎসার্থ যদি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি এই আশায় আমি ভিক্ষাপত্র লিখিতেছি। ভবরোগবৈদ্য স্বপ্রণীত বিশ্বরোগচিকিৎসাগ্রন্থে উপদেশ করিয়াছেন, সর্ব্বদা সত্যভাষণ, নিত্যতপশ্চরণ, সম্যগ্-জ্ঞানানুশীলন, এবং অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্যপালন, সর্ব্বাঙ্গীণ চিরস্বাস্থ্য উপভোগ করিতে হইলে এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য, ভবরোগশান্তির ইহারাই সাধন। ইহাও পূর্ব্ববিদিত কথা যে, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে বিশ্বজনীনপ্রেম-সুধাকর নিত্য বিরাজমান, অর্থাৎ যাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থ-তত্ত্ব অভ্রান্তরূপে অবধারিত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তই রাগ-দ্বেষ-মল-বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে, এবং রাগ-দ্বেষ-মল-বিনির্ম্মুক্ত-হৃদয়ই সার্ব্বভৌম সত্যব্রত পালনের যোগ্য। জগতে আসিয়া, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত হইয়াছে, জীব যাহা প্রার্থনা করে, অস্থির জগতে বা এ মরণ-সাগরে তাহা নাই, জীবের অভাব-মোচনের শক্তি চঞ্চল-জগতের নাই। পরলোক নাই, প্রেত্যভাব-বা-পুনর্জ্জন্ম অজ্ঞকবি-কল্পনামাত্র, ঈশ্বর নাই, বিজ্ঞান-সম্পর্ক-বিহীন বর্ব্বর মনুষ্যগণই ঈশ্বরনামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং যথাসম্ভব স্বার্থের অবি-রোধে পরহিতসাধনই 'ধর্ম্ম,' মৃত্যু অনন্ত স্বর্গের বা অনন্ত নরকের দ্বারস্বরূপ, যাঁহারা এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস সত্যভূমিক বলিয়া মনে হয় না, সত্যবিগ্রহময়ী সনাতনী শ্রুতি-দেবীর উপদেশ ঠিক্ ইহার বিপরীত। যাঁহারা শ্রুতিবিরুদ্ধ প্রাগুক্তপ্রকার মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। বহুদিন দুঃখময় সংসার-বিদেশে নানাবেশে ভ্রমণ করিয়া, সংসারাঙ্গারে পচ্যমান-হৃদয় কোথাও শান্তিবারি না পাইয়া, সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী বিশ্ব-জননীর চরণ দর্শন ভিন্ন তাপিতপ্রাণ শীতল করিবার উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া,কেহ দ্রুত-পদে মা'র কাছে যাইতেছে, এমন সময়ে যে দুর্ম্মুখ,"ভ্রান্ত! দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? মা কি আছেন? সংসারের বাহিরে কি স্থান আছে?" এইরূপ নিষ্ঠুর-বাক্য উচ্চারণ করে, নিশ্চয়ই সেই ভীষণব্যক্তির সঙ্গ কমনীয় নহে। দেবযানাখ্য-মার্গে যে কখন বিচরণ করে নাই, সে কখন দেবযানাখ্য-মার্গের তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারে না, দেব-যানাখ্যপথের তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার শরণ গ্রহণ করিলে ইষ্টাপত্তি না হইয়া ঘোর

অনিষ্টোৎপত্তিই হইয়া থাকে। বিশ্বজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতিদেবী ও তৎপাদসম্ভূত অবিকৃত শাস্ত্রসকলব্যতীত, আমার বিশ্বাস, দেবযানাখ্য-পথের সন্ধান বলিয়া দিবার সম্পূর্ণ শক্তি আর কাহারও নাই। আমার হৃদয় যে রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত নহে, তাহা আমি জানি, এবং যে হৃদয় রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত নহে, তাহাতে যে সর্ব্বদা সত্য-জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি, তা'ই সনাতনধর্ম্ম বেদমূলক, বেদ-বোধিতধর্ম্মহইতেই স্থির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইয়া থাকে, অন্যান্য ধর্ম্ম বেদ-বোধিতসনাতনধর্ম্মের বিকৃতি—ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাব-বিশেষ, দেবযানাখ্য-পথের সন্ধান বলিয়া দিবার সম্পূর্ণশক্তি আর কাহারও নাই, এবম্প্রকার বিশ্বাস ভ্রান্তিজ কি সত্য-ভূমিক, তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

স্বর্ণ যদি ম্লেচ্ছদেশস্থখনিহইতে আনীত ও ম্লেচ্ছদ্বারা মুদ্রাকারে আকারিত হয়, তাহা হইলে ম্লেচ্ছ-দেশ-জাত ও ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ-দোষ-দূষিত বলিয়া কোন্ দরিদ্র অমেধ্য-বোধে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ম্লেচ্ছোপদিষ্ট সত্যও সত্য। যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি কখন ম্লেচ্ছোপদিষ্ট সত্যকে অমেধ্য-জ্ঞানে বর্জ্জন করেন না, সত্যসন্ধের সমীপে সত্যবাদী আর্য্য ও ম্লেচ্ছের সমান আদর।

"ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

সত্য যে কোন দেশে ও যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হউক না কেন, শাস্ত্রের শাসন, তাহা গ্রাহ্য, কদাচ ত্যাজ্য নহে। সত্যবানেরই জয় হইয়া থাকে, '**সত্যমেব জয়তে,**' অনৃত বা মিথ্যার কদাচ জয় হয় না, '**নানৃতম্,**' শ্রুতিদেবী কোন জাতি-বা-দেশবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই, ইহা সার্ব্বভৌম উপদেশ। আমি শ্রুতিদেবীর চরণসেবকপদপ্রার্থী, এইনিমিত্ত ম্লেচ্ছমুখ-বহির্গত সত্যও অবনতমস্তকে গ্রহণকরিতে আমি প্রস্তুত, দ্বেষ-বশবর্ত্তী হইয়া বিদেশাবিষ্কৃত সত্যকে ত্যাগকরিতে আমি অনিচ্ছুক। দেবযানাখ্যপথ সত্যে বিতত, সত্যের অপলাপকরিলে সত্যময় আত্মাকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব যদি আমার আত্মাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, শ্রুতিচরণে যদি আমার কিছু ভক্তি থাকে, ভাব, ভাষা ও কার্য্য যাহার একরূপ নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল (Sincere) নহে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাকে কখন কৃপা করেন না, এই শাস্ত্রশাসনে যদি আমার আস্থা থাকে, ভবরোগই মূল-রোগ এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই এ রোগের নিদান, এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য যদি কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, মাৎসর্য্যমলীমসচিত্ত, পরনিন্দা-মোদ ব্যক্তিদিগের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনদ্বারা হেয়স্বার্থসিদ্ধি করা যদি আমার ঈপ্সিত না হয়, তাহাহইলে সত্য বলিতে আমি অভ্যাস করিব, যথাশক্তি সরল হইতে চেষ্টা

করিব। বলিয়াছি, রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে, কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যতদূর সম্ভব, পক্ষপাত-বিরহিত হইয়া রিলিজন্ ও ধর্ম্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া উভয়ের তুলনা করিতে যাইতেছি। রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এইপদার্থদ্বয়ের চিত্র যদি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত এবং ইহাদের তুলনাকার্য্য যদি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা প্রভূত উপকার সংসাধিত হওয়া সম্ভব, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহা না হয়, রাগদ্বেষবশবর্ত্তিতা-বা-শক্তিহীনতা-বশতঃ যদি ইহাদের চিত্রাঙ্কন ও তুলনা-কার্য্য অন্যথাভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে আমাকে পাপভাক্ হইতে হইবে, সত্যের অপহ্নব করাতে শ্রুত্যুপদিষ্ট দেবযানাখ্য-পথ আমার দুরধিগম্য হইবে। রিলিজন্ ও ধর্ম্মের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তা'ই একবার ভবরোগ-বৈদ্যের ভবরোগহর ভেষজব্যবস্থা বা আত্মদর্শনের সাধনগুলি স্মরণ করিয়া লইলাম। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও রিলিজনের হীনত্ব প্রতিপাদন করা বস্তুতঃ উদ্দেশ্য নহে, সত্যানুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম বা রিলিজনের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় স্বীয় কল্পনাশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিব না, চিত্রকরের মৌলিকত্ব (Originality) * নাই বলিয়া যদি কেহ ইহার আদর না করেন, ক্ষতি নাই। শ্রুত্যাদিশাস্ত্রে ধর্ম্মের চিত্র যেরূপে চিত্রিত হইয়াছে, বিদেশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টৃবর্গ রিলিজনের স্বরূপ যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথাশক্তি এই উভয় চিত্র সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক, উহাদের অনুলিপি করিব মাত্র। তবে অশিক্ষিতহস্ততাবশতঃ অঙ্কনকার্য্য যথাযথভাবে সম্পাদিত না হইতে পারে, মদঙ্কিতচিত্র অস্ফুট বা বিরূপিত হইতে পারে, যাহাই হউক, আমার বিশ্বাস, এই অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আদর্শচিত্র সঙ্গে থাকিবে, মিলাইয়া দেখিলেই দর্শকের সকল সংশয় বিদূরিত হইবে, আদর্শচিত্রের প্রকৃতরূপ নয়নে পতিত হইবে, অনুকৃতির অঙ্গহীনতা বা বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। সত্যবানেরই জয় লাভ হইয়া থাকে, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না, দেবযানাখ্য-পথ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এই শ্রুতি বচনসকল স্মরণপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয়ও জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইবে, শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফল-বিশ্বাসী, শ্রেতাভাবে দৃঢ়মতি ব্যক্তির চিত্ত ভীত ও সাবধান হইবে, যথাশক্তি সত্য বলিবার চেষ্টা করিবে।

* আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে লেখকের মৌলিকত্বের কোন পরিচয় পাইলাম না, ইহা ত নানাশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত কতিপয় বচন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা যে কতকটা সফল হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস শাস্ত্রব্যতীত কাহারই মৌলিকত্ব নাই—থাকিতেও পারে না। শাস্ত্রব্যতীত মৌলিকত্ব অলীকবোধে আমাদের ত্যাজ্য।

আমরা প্রথমে বিদেশীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মোপদেশক ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুধীগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'রিলিজন-চিত্র' সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিলিপি করিব, ধর্ম্মের ছাবি পশ্চাৎ অঙ্কিত হইবে।

ইহা উপক্রমণিকা, সুতরাং বলা বাহুল্য, কি রিলিজন্ কি ধর্ম্ম, কোন পদার্থের চিত্রই এখানে পরিস্ফুটভাবে বা বিস্তারপূর্ব্বক লিখিত হইবে না। ধর্ম্মব্যাখ্যাই আমাদের উদ্দেশ্য, (অথবা কেবল আমাদের কেন, ধর্ম্মকে রিলিজনের সমানপদার্থ বলিয়া না বুঝিলে, শাস্ত্রনেত্রদ্বারা ধর্ম্মের রূপ নিরীক্ষণ করিলে, বলিতে পারি, কি আস্তিক—নাস্তিক, কি দার্শনিক—বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মব্যাখ্যা সকলেরই উদ্দেশ্য, শাস্ত্র মাত্রেই ধর্ম্মশাস্ত্র, উপদেশমাত্রেই ধর্ম্মোপদেশ।) 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ' যথাশক্তি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই চেষ্টা করিবে, ধর্ম্মের রূপই ইহাতে চিত্রিত হইবে; অতএব ধর্ম্ম ও রিলিজনের চিত্রাঙ্কন-কার্য্য গ্রন্থপরিসমাপ্তির সহিত সম্পূর্ণ হইবে, উপক্রমণিকা যথাপ্রয়োজন ইহাদের আভাসমাত্র দিবে।

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ?

'রিলিজন্' বিদেশীয় কথা, সুতরাং বৈদেশিক ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের সমীপে ইহা প্রসিদ্ধ বা পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ বা পরিচিত শব্দের অর্থ-নির্ব্বাচন অনর্থক, প্রসিদ্ধ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসিতব্য নহে। তবে 'রিলিজন্' শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইল কেন ?

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ প্রশ্নোত্থাপনের প্রথম কারণ।

'রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে,' এই প্রশ্ন উত্থাপনের দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ—বিদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের সমীপে ইহা প্রসিদ্ধার্থক শব্দ নহে; অতএব রিলিজন্ শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এ জিজ্ঞাসা উদিত হইবে। বিদেশীয়-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই প্রাগুক্ত প্রশ্নোত্থাপনের প্রথম কারণ।

রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ প্রশ্নোত্থাপনের দ্বিতীয় কারণ।

পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের লক্ষণ কি, ধর্ম্মের সাধন কি, ধর্ম্মের সাধনাভাস (আভাসমান ধর্ম্মসাধন) কি, এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই বা কি, এইসকল প্রশ্নের মীমাংসার্থ দ্বাদশলক্ষণী পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা ধর্ম্মমীমাংসাগ্রন্থ।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।"—

মহর্ষি-জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের এইটী আদ্যসূত্র। পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা। উদ্ধৃত সূত্রটীর ভাষ্যে ভাষ্যকার ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সার্থকত্ব-প্রতিপাদনার্থ নিম্নলিখিতরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ ? যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহা জিজ্ঞাসিতব্য নহে। অপ্রসিদ্ধ পদার্থেরও জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। তা'ই বলিতেছি, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-প্রকরণ অনর্থক কি সার্থক ?

ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইলেও, 'ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ' এইপ্রশ্নের মীমাংসাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুজ্ঞ পুরুষেরাও পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের আশ্রয় করিয়াছেন, বিপ্রতিপন্ন ভিন্ন-ভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে ব্যাখ্যাতহইয়াছে।

যে পদার্থের নানাবিধ মীমাংসা আছে, যে পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ-প্রবৃত্ত পণ্ডিতগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ বহুমতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, বিনা বিচারে তৎপদার্থের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত নহে। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের যখন কেহ একরূপ, কেহ অন্যরূপ সমাধান করিয়াছেন, তখন পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্ম-লক্ষণসমূহের কোন লক্ষণকেই বিনা বিচারে প্রকৃতলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ভ্রমে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অতএব 'ধর্ম্ম' প্রসিদ্ধপদার্থ হইলেও তাহা জিজ্ঞাসিতব্য, ধর্ম্মজিজ্ঞাসাপ্রকরণ অনর্থক নহে। *

'রিলিজন্' প্রসিদ্ধার্থক হইলেও, 'ধর্ম্মের ন্যায় বিদেশীয় বহুজ্ঞ পুরুষগণকর্ত্তৃক ইহা বহুরূপে লক্ষিত হইয়াছে, 'রিলিজন্' কোন্ পদার্থ? এই প্রশ্নের কেহ একরূপ, কেহ অন্যরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এবং অভ্যুদয়শীল জাতি বলিয়া এখনও করিতেছেন, সুতরাং পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী, 'ধর্ম্ম' প্রসিদ্ধ পদার্থ হইলেও, যে যুক্তিবলে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার সার্থকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, আমরাও সেই যুক্তিবলে বহুজ্ঞকর্ত্তৃক বহু-রূপে নির্ণীত 'রিলিজন্' পদার্থের স্বরূপজিজ্ঞাসা আবশ্যক মনে করিয়াছি।

আর এক কথা—রিলিজন্‌কে অনেকেই ধর্ম্মের সমানার্থক বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ভারত-সন্তানদিগের মধ্যে দেখিতে পাই, অনেকে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আজকাল রিলিজন্ শব্দেরই বহুল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও রিলিজন্ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে ইহাই আমাদের 'প্রতিজ্ঞা', ইহাকেই আমরা এস্থলে সাধ্য-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সুতরাং বলা বাহুল্য রিলিজন্ শব্দটী যে অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমরা ইহার তদর্থগ্রহণ করি নাই, ইহাকে ধর্ম্মনামধেয় পদার্থের সর্ব্বাংশে সমানার্থক বলিয়া আমরা বুঝি নাই। অতএব রিলিজন্ শব্দের, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অগ্রে বক্তব্য। রিলিজন্ শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হই-তেছে, এই প্রশ্নোত্থাপনের ইহাই অন্য কারণ।

* ধর্ম্মঃ প্রসিদ্ধো বা স্যাৎ, অপ্রসিদ্ধো বা? স চেৎ প্রসিদ্ধঃ, ন জিজ্ঞাসিতব্যঃ। অথা-প্রসিদ্ধঃ, নতরাম্। তদেতদনর্থকং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাপ্রকরণম্, অথবাঽর্থবৎ? "অর্থবৎ ধর্ম্মং প্রতি হি বিপ্রতিপন্না বহুবিদঃ,—কেচিদন্যং ধর্ম্মমাহুঃ, কেচিদন্যম্। সোঽয়মবিচার্য্য প্রবর্ত্তমানঃ কঞ্চিদেবোপাদদানো বিহন্যেত, অনর্থঞ্চ ঋচ্ছেৎ, তস্মাদ্ধর্ম্মো জিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"

শ্রীশবরস্বামিকৃতভাষ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামিকৃত মীমাংসা-দর্শন-ভাষ্যের যে অংশ উদ্ধৃত হইল, মূলে তাহার ভাবার্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে।

'রিলিজন্'কে আমরা উপধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছি।

রিলিজন্‌কে উপধর্ম্মের সমানার্থক বলাতে পাঠকদিগের মধ্যে কেহ বিরক্ত হইবেন, কেহ আমাদিগকে বিকৃতমস্তিকবোধে উপেক্ষা করিবেন, কেহ উপহাস করিবেন, কেহ বা (সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে) কথাটীর মধ্যে কিছু সার আছে কিনা জানিতে চেষ্টা করিবেন, বিনা বিচারে ইহাকে ত্যাগ করিবেন না। প্রকৃতির বৈষম্যভাব হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বৈষম্যময় সংসারে সুতরাং সর্ব্বাংশে সমান দুইটী বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এরূপ কোন দৃশ্যই এখানে নাই যাহা অন্ততঃ দুইজনের নয়নে ঠিক একভাবে প্রতিফলিত হয়, যাহাকে সকলেই সমভাবে উপাদেয় বা হেয় জ্ঞান করে। অতএব 'রিলিজন্' উপধর্ম্মের সমানার্থক, একথা যে সকলের সমীপে সমভাবে গৃহীত হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষীয় মস্তিষ্কের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, 'রিলিজন্' উপধর্ম্মের সমানার্থক, অধিকাংশ ব্যক্তিই যে এতদ্বাক্যের প্রতি অনাস্থাবান্ হইবেন, সাধারণের সমীপে ইহা যে যুক্তিশূন্য উন্মত্তপ্রলাপ-বোধে অনাদৃত হইবে, অনেক সময়ে বরং এবম্প্রকার বিশ্বাসই হৃদয়ে স্থান পায়। যাহাই হউক, যাহা বুঝিয়াছি, তাহা জানাইব।

উপধর্ম্ম কথাটীর অর্থ।

যেযুক্তিবশতঃ 'রিলিজন্'কে আমরা উপধর্ম্মের সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা পরে নিবেদন করিব, আপাততঃ উপধর্ম্ম কোন্ পদার্থ,—উপধর্ম্ম শব্দে আমরা কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

'উপ' উপসর্গের সহিত 'ধর্ম্ম'পদের সমাস হইয়া 'উপধর্ম্ম' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"উপমিতঃ ধর্ম্মেণ উপধর্ম্মঃ"

অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মের সহিত উপমিত হইয়া থাকে—যাহা ধর্ম্মের সদৃশরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা 'উপধর্ম্ম'। উপবেদ, উপপুরাণ, উপবন, উপধাতু, উপলিঙ্গ ইত্যাদি শব্দসমূহে 'উপ' উপসর্গটী দ্বারা যে অর্থ দ্যোতিত হইতেছে, 'উপধর্ম্ম' শব্দেও 'উপ' উপসর্গ তদর্থেরই দ্যোতক বুঝিতে হইবে।

উপবেদ যেরূপ বেদের সহিত উপমিত হইলেও, সর্ব্বাংশে বেদের সমান নহে, উপপুরাণ যেরূপ পুরাণের সদৃশরূপে গৃহীত হইলেও, ঠিক পুরাণ নহে, উপবন, বন, উপধাতু, ধাতু, উপলিঙ্গ, লিঙ্গ, ইহারাও যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সমান সামগ্রী নহে, উপধর্ম্মও সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত উপমিত হইলেও ঠিক ধর্ম্ম-পদার্থ নহে। বেদের সহিত উপবেদের, পুরাণের সহিত উপপুরাণের, বা বিদের সহিত উপবিদের যেপ্রকার সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত উপধর্ম্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ, ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ উপধর্ম্মে নাই। উপধর্ম্ম-

জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইলেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয় না, উপধর্ম্মের স্বরূপাবগতি হইলেই ধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভ হয় না।

উপধর্ম্মের সমানার্থক 'রিলিজন্' শব্দ দ্বারা আমরা কোন বিশেষ উপধর্ম্ম বা রিলিজন্‌কে লক্ষ্য করিয়াছি কি না ?

উপধর্ম্ম শব্দটীর অর্থ কি, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, উপধর্ম্মের সমানার্থক 'রিলিজন্' শব্দ দ্বারা আমরা কোন বিশেষ উপধর্ম্ম বা রিলিজন্‌কে লক্ষ্য করিতেছি, কি উপধর্ম্মমাত্রেই আমাদের লক্ষ্য বিষয় ? যাহা বেদ-বোধিত,—'ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা * * * ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তৈত্তিরীয় আরণ্যক। অর্থাৎ ধর্ম্ম বিশ্বজগতের—নিখিল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জাগতিক পদার্থ-নিচয়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, ধর্ম্মেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত'; শ্রুতিদেবী ধর্ম্মশব্দদ্বারা এস্থলে যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা তৎপদার্থকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়াছি, এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ—তদ্ভিন্ন, তাহাকে আমরা ধর্ম্মের সমানার্থক বলি না, পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনির বচনানুসারে বলিতেছি, তাহা আমাদের ত্যাজ্য। * যাহা বেদমূলক নহে, আমরা তাহাকেই উপধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি, বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মমাত্রেই আমাদের লক্ষিত 'রিলিজন্' পদার্থ। বৌদ্ধ, জৈন, জুডিয়িজম্, জোরেস্ত্রান, খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি এসকলই রিলিজন্ বা উপধর্ম্ম, কেহই ধর্ম্ম নহে।

ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন কি ?

'প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ' নিরূপণকরিতে যাইয়া বুঝিয়াছি, 'ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ' অগ্রে তাহা অবগত না হইলে, প্রকৃতধার্ম্মিকের লক্ষণ যথাযথভাবে নিরূপিত হইবে না। প্রকৃতধার্ম্মিক কাহাকে বলে, তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ধর্ম্মপদার্থের স্বরূপ অগ্রে নির্দ্দেশ্য। প্রকৃতধার্ম্মিকের লক্ষণনিরূপণার্থ, তা'ই আমরা 'ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ' তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ,' শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে উপলব্ধি হইয়াছে, ধর্ম্ম ও বিদেশীয়ভাষার রিলিজন্-পদবোধ্য অর্থ সর্ব্বাংশে সমান নহে। ভারতবর্ষ এক্ষণে ইংরাজরাজের শাসনাধীন। যেজাতি যখন যেদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন, তদ্দেশবাসীকে তখন তজ্জাতির ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়া থাকে। ঘনিষ্ঠসম্বন্ধনিবন্ধন তজ্জাতীয়

---

* "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।"

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।১।

অর্থাৎ ধর্ম্ম, শব্দ-বা-বেদমূলক। যাহা বেদবিরুদ্ধ, বা যাহা বেদমূলক নহে, তাহা অনপেক্ষ্য— তাহা ত্যাজ্য।

প্রকৃতিও শনৈঃ শনৈঃ জিতজাতিতে সংক্রমণ করে, উহার হৃদয় ক্রমশঃ জেতৃজাতীয়-ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, অধিক কি, জিতজাতি দীর্ঘকালব্যাপী বিদেশীয়জেতৃজাতির সংসর্গপ্রভাবে পরিশেষে স্বদেশীয় ভাষাপর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়, স্বদেশীয় ভাষাহইতে রাজভাষা তাহার সুখবোধ্য হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেই একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। ধর্ম্মকে অনেকে—(অবশ্য যাঁহারা রাজভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, যাঁহারা শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধপালনবিমুখ)—রিলিজন্ শব্দের সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; ধর্ম্মশব্দহইতে 'রিলিজন্' শব্দটী এক্ষণে অনেকের সুগম হইয়া উঠিয়াছে। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র, ইত্যাদি স্বদেশীয় শব্দের পরিবর্ত্তে ইদানীং মাদার্ (Mother), ফাদার্ (Father), ব্রাদার্ (Brother), সিষ্টার্ (Sister), ওয়াইফ্ (Wife), সন্ (Son) প্রভৃতি শব্দের বহুল-প্রয়োগ হইতেছে। ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এইজন্য আমাদের দৃষ্টি রিলিজন্ পদার্থোপরি নিপতিত হইয়াছে। ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের ইহাই প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন—

পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারদ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে, চিন্তন-ব্যাপার একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনাত্মক বা উপমান-মূলক। *

উপমান ও এনালজীর (ANALOGY) লক্ষণ।

যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়, প্রমা-বা-যথার্থজ্ঞানের যাহা করণ, বুঝিয়াছি (উপ, ১ম অংশ, ৪৪ পৃষ্ঠা) তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। ইহাও পূর্ব্ববিদিত কথা যে, ব্যাবহারিক জ্ঞান প্রমাণাধীন। ভগবান্ গোতম, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সন্নিকৃষ্ট ও অসন্নিকৃষ্ট, প্রমেয় পদার্থজাতকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা সন্নিকৃষ্ট অর্থ এবং অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা অসন্নিকৃষ্ট অর্থ প্রমিত হয়। এক্ষণে দেখাযাউক, উপমান কিরূপ জ্ঞানের করণ, উপমান-প্রমাণের স্বরূপ কি?

"উপমীয়তেऽনেনেতি করণে ল্যুট্।"—

মল্লবা।

---

* "We think in relations. This is truly the form of all thought; and if there are any other forms, they must be derived from this."

First Principles. P. 162.

'উপ' উপসর্গপূর্ব্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'উপমান' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যদ্দ্বারা উপমিতি হয়, নিয়তধর্ম্ম-সমানাধিকরণ-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত জ্ঞানের উদয় হয়, উপমিতি-বা-সাদৃশ্য-প্রমার যাহা করণ, তাহাকে 'উপমান' বলে।

ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন,—

"প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।৬

প্রসিদ্ধ—পূর্ব্বপ্রমিত (known or ascertained previously) অর্থের সাধর্ম্ম্য—সাদৃশ্যজ্ঞান (knowledge of similarity) হইতে সাধ্যের প্রজ্ঞাপনীয়, সাধনীয়-বা-প্রমেয় অর্থান্তরের যে সাধন—সিদ্ধি-বা-নিশ্চয়করণ, তাহার নাম 'উপমান'।

গবয়-নামক একজাতীয় গো-সদৃশ আরণ্য পশু আছে। একজন গ্রামবাসী, যিনি কখন গবয় প্রত্যক্ষ করেন নাই, গবয় যাঁহার সম্বন্ধে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ, একদিন তিনি কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে (মনে করুন কুমারসম্ভব) গবয় শব্দটীর প্রয়োগ পাইলেন। 'গবয়' কাহাকে বলে ? গবয়-পদবাচ্য অর্থ কি ? গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, গোসদৃশ আরণ্য পশুবিশেষের নাম 'গবয়'। কোন অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একটী গবয় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গবয়টী দেখিবামাত্র ইহাতে গোসাদৃশ্য উপলব্ধ এবং 'গোসদৃশ আরণ্য পশুবিশেষের নাম গবয়,' গুরুমুখশ্রুত এইউপদেশবচন স্মরণ হওয়াতে, তিনি স্থির করিলেন, নয়নপথিপতিত পশুটী গবয়। যদ্দ্বারা গবয়কে তিনি গবয়রূপে নিশ্চয় করিলেন, তাহা উপমান-প্রমাণ।

"তদীয়মিতিকরণমুপমানম্।"—

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

অর্থাৎ, উপমিতির যাহা করণ, তাহা 'উপমান'।

উপমিতির করণ কি ?

"সাদৃশ্যজ্ঞানকরণকং জ্ঞানম্।"—

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

সাদৃশ্য-জ্ঞানকরণক জ্ঞানের নাম 'উপমিতি'। অতএব বুঝিতে পারা গেল, সাদৃশ্য-প্রমাই (Knowledge of Similarity) উপমিতির করণ। * উপমান-

---

* তর্কসংগ্রহকার শ্রীযুক্ত অন্নংভট্ট 'উপমান'-প্রমাণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

প্রমাণ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথাস্থানে উক্ত হইবে, এক্ষণে পাশ্চাত্য-ন্যায়শাস্ত্র (Logic) এনালজী-(Analogy)-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একবার স্মরণ করিব।

এনালজী (ANALOGY)।

এনালজীকে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র অনুমান-প্রমাণের (Inference) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বৈশেষিক, সাংখ্য, ও পাতঞ্জল দর্শনও উপমান-প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। * ভগবান্ কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই

"उपमितिकरणमुपमानम् । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः । तत्करणं सादृश्यज्ञानम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः ।"

তর্কসংগ্রহ।

অর্থাৎ উপমিতির যাহা করণ (Instrumental cause), তাহার নাম 'উপমান' (Comparison)। 'উপমিতি' কাহাকে বলে? সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সম্বন্ধ-জ্ঞানের নাম 'উপমিতি'। সংজ্ঞা—পদ; সংজ্ঞী—পদার্থ (A name and a thing named)। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর বা পদ ও তদ্বোধ্য অর্থের যে সম্বন্ধ—(বাচ্যবাচকভাব), তজ্জ্ঞানের নাম 'উপমিতি' (The act of comparing is the knowledge of the relation which exists between a name and a thing named)। সাদৃশ্যজ্ঞানই (Knowledge of Similarity) উপমিতির করণ। অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ উপমিতির অবান্তর ব্যাপার। (The recollection of the extension of the signification of a word by analogy is a step involved in the operation.)

"एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्धः ।"

অর্থাৎ একত্র শ্রুতের অন্যত্র সম্বন্ধের নাম 'অতিদেশ'।

"यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममर्थमिन्द्रियार्थसन्निकर्षादुपलभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञेति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत इति ।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

যথা 'গো' তথা গবয়, গবয় গোসদৃশ, এতদ্বাক্যশ্রবণান্তর 'গো'র সমানধর্মক অর্থ প্রত্যক্ষ হইলে, উপলভ্যমান পদার্থটী গবয়সংজ্ঞক এইরূপ যে প্রতীতি হয়—সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধের প্রতিপত্তি হয়, তাহা উপমানকরণক প্রতীতি।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"गवयत्वविशिष्टो धर्मी गवयशब्दवाच्य इति प्रवृत्तिनिमित्तविशेषपरिच्छिन्नविषयमुपमानफलम् ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, উপমানখণ্ড।

অর্থাৎ, 'গবয়ত্ববিশিষ্টধর্মী গবয়শব্দবাচ্যপদার্থ,' এইরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তবিশেষপরিচ্ছিন্নবিষয়—ন্তিপ্রিমান্তু-ভুক্তি—পরিচ্ছিন্ন-বা-সোপাধিক উপলব্ধিই উপমান-প্রমাণের ফল।

* "[illegible]।"—

বৈশেষিকদর্শন, [illegible]।

দুইটীকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়াছেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটী প্রমাণ। বৈশেষিক-দর্শনোক্ত প্রমাণবাদের সহিত পাশ্চাত্য-ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রমাণবাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন,—"The Inference of Analogy (exemplum analogia) is an inference from particulars or individuals to a co-ordinate particular or individual."—System of Logic. P. 491-492.—অর্থাৎ কোন জ্ঞাত বিশেষ-বা-ব্যক্তি হইতে, কোন অজ্ঞাত তুল্যবৃত্তিক বিশেষ-বা-ব্যক্তির যে অনুমান, তাহার নাম সাদৃশ্যাত্মক-বা-উপমানমূলক অনুমান (The Inference of Analogy)।

বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (The Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), প্রাচীনদিগের পরিজ্ঞাত এইসমস্তগ্রহই স্ব-স্ব অক্ষে পশ্চিমদিক্‌হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বুধ, শুক্র ইত্যাদি ইহারা এই সৌর জগতের গ্রহ। ইউরেনস্ (Uranus) নামক একটী গ্রহ আছে, তাহাও এই সৌরজগতের অন্তর্ভূত। অতএব ইউরেনস্‌ও সম্ভবতঃ স্বীয় অক্ষে পশ্চিমদিক্‌হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করে। ইউরেনসের পশ্চিমদিক্‌হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণানুমান, সাদৃশ্য-জ্ঞানাত্মক বা উপমানমূলক অনুমান।*

ধরিত্রী (The Earth) সকরণ জীবসত্ত্বকে (Organic Life) ধারণ করে, পৃথিবী সকরণ জীব সকলের বাসভূমি। পৃথিবী একটী গ্রহ, ইহা স্বমার্গে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণিত হয়, ইহার বায়বপরিবেষ্ট (Atmosphere) আছে, ঋতু-পরিবর্ত্তন আছে; মঙ্গলও একটী গ্রহ, ইহাও পৃথিবীর ন্যায় স্বমার্গে সূর্য্যকে প্রদ-

---

অর্থাৎ এই ব্যাপকের ইহা ব্যাপ্য, এই কারণের ইহা কার্য্য, এই জ্ঞাপকের ইহা জ্ঞাপ্য, এক কথায় উহার সহিত ইহা এই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ইত্যাকার বুদ্ধি, প্রমিতাপ্রমিত অর্থদ্বয়ের এইরূপ সম্বন্ধ-দর্শন সর্ব্বত্র (অনুমান উপমান, সকল প্রমাণেই) অপেক্ষিত (Necessary), অতএব সাদৃশ্যপ্রতিপত্তি-হেতু উপমান প্রমাণান্তর নহে। ইহা অনুমান-প্রমাণেরই রূপান্তর।

"সমীপবর্ত্তং নামবত্ত্বমাপলমিব ময়ূষাদা।"

উপস্কার।

উপমান, শব্দাত্মক-অনুমান-প্রমাণান্তর্ভূত। ভগবান্ গোতম যে কারণে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করিয়াছেন, তাহা পরে উক্ত হইবে।

* "Mercury, Venus, the Earth, Mars, Jupiter and Saturn (the whole of the planets known to the ancients) revolve on their axes from west to east; all these are planets of our system;—Uranus also belongs to planets of this system: Hence it probably revolves on its axis from west to east."—

Ueberweg's Logic. P. 494.

ক্ষিণ করে, স্বীয় অক্ষে ঘূর্ণিত হয়, ইহারও বায়বপরিবেষ্ট আছে, ঋতুপরিবর্ত্তন আছে, অতএব মঙ্গলগ্রহও সম্ভবতঃ সকরণজীবসমূহের আবাসস্থল, মঙ্গলগ্রহেও পৃথিবীর ন্যায় সকরণ জীব বাস করে। পৃথিবীগ্রহে জীবের বাস আছে সন্দর্শন করিয়া এবং মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীগ্রহের সাদৃশ্য উপলব্ধি পূর্ব্বক, ইহাতেও পৃথিবীগ্রহের ন্যায় সকরণ জীব সমূহের বাসসম্ভাবনা, সাদৃশ্যপ্রতিপত্তিমূলক অনুমানের ফল। *

এনালজী ও ইন্‌ডক্‌শন্ (INDUCTION)।

সামান্য-(General)-হইতে বিশেষের (Particular) এবং বিশেষহইতে সামান্যের অনুমান হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-ন্যায়-শাস্ত্র, সামান্য হইতে বিশেষের অনুমানকে ডিডক্‌শন্ (Deduction) এবং বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমানকে ইন্‌ডক্‌শন্ (Induction) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইন্‌ডক্‌শন্ (Induction) পূর্ণ (Perfect) ও অপূর্ণ (Imperfect) ভেদে দ্বিবিধ। † পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ বলিয়াছেন, সাদৃশ্যজ্ঞানাত্মক অনুমান (The Inference by Analogy) কেবল অপূর্ণ ইন্‌ডক্‌শনের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে অপূর্ণ ইন্‌ডক্‌শনের তুল্য নহে। ‡ পণ্ডিত বেন্ (Bain) এনালজীর স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, এনালজী ইন্‌ডক্‌শন্ হইতে ভিন্ন অনুমানবিশেষ।

একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় লক্ষণ যদি অন্য একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় লক্ষণের সংবাদী হয়, একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় ধর্ম্মের সহিত যদি অন্য একটী ধর্ম্মী বা বস্তুর কতিপয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে যদ্দ্বারা উক্ত বস্তুদ্বয়গত অন্যান্য

* "The Earth supports organic life; the Earth is a planet revolving in an orbit round our sun, turning on its axis, having an atmosphere, the change of season, &c.; Mars is a planet revolving in an orbit round our sun, turning on its own axis, having an atmosphere, the change of seasons, &c.: Hence Mars also will probably support organic life."—

Ibid. P. 494.

† "Induction is the inference from the individual or special to the universal."—

Ibid. P. 478.

‡ "Hence the Inference of Analogy can only be joined to an Imperfect Induction."—

Ibid. P. 495.

অপরীক্ষিত ধর্ম-বা-গুণসমূহেরও পরস্পর সাম্য আছে, এবপ্রকার অনুমান হইয়া থাকে, তাহা এনালজী (Analogy)। *

আরিষ্টটাল বলিয়াছেন, পূর্ণ হইতে অংশের বা অংশ হইতে পূর্ণের, এনালজীদ্বারা এইদ্বিবিধ নিগমনের (Conclusion) কোনরূপ নিগমনই সিদ্ধ হয় না। এনালজী-দ্বারা অংশহইতে অংশের নিগমন হইয়া থাকে। অতএব ইহা ইন্‌ডক্‌শন্‌ও নহে, ডিডক্‌শন্‌ও নহে। † পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ইন্‌ডক্‌শন্ ও এনালজী এইপদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তকধর্ম্ম-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ ইন্‌ডক্‌শনে (Real Induction) এক বা ততোঽধিক পূর্ব্ব-ধর্ম্মের সহিত অপর-ধর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু এই সাদৃশ্যজ্ঞানমূলক অনুমানে তাদৃশ নিয়ত সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না। ‡

* "Analogy, as different from Induction, and as a distinct form of inference, supposes that two things, from resembling in a number of points, may resemble in some other point, which other point is not known to be connected with the agreeing points by a law of causation or of co-existence."—

Bain's Logic. Part II. P. 143.

পণ্ডিত জেবন্‌স্ (Jevons) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—

"The rule for reasoning by Analogy is, then, that if two or more things resemble each other in many points, they will probably resemble each other also in more points."—

Logic. P. 107.

† "Aristotle distinguishes the Inference from Analogy on the one hand from Induction, and on the other hand from Syllogism, in this way, that conclusion is made neither from the part to the whole, nor from the whole to the part, but from the part to the part."—

System of Logic by Ueberweg. P. 496-497.

‡ "Analogical reasoning, in this sense, may be reduced to the following formula :—Two things resemble each other in one or more respects ; a certain proposition is true of the one ; therefore it is true of the other. But we have nothing here by which to discriminate analogy from induction, since this type will serve for all reasoning from experience. In the most rigid induction, equally with the faintest analogy, we conclude because A resembles B in one or more properties, that it does so in a certain other property. The difference is, that in the case of a real induction it has been previously shown, by due comparison of instances, that there is an invariable conjunction between the former property or properties and

এনালজী ও জেনারালাইজেশন্ (Generalisation)।

পণ্ডিত জেবন্‌স্ তাঁহার প্রিন্‌সিপল্‌স্ অভ্ সায়ান্স (Principles of Science) নামক গ্রন্থের এনালজী-শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, যখন আমরা অনেকগুলি পদার্থের কতিপয় বাহ্যধর্ম্মগতসাদৃশ্য সন্দর্শন করি, অর্থাৎ যখন অনেকগুলি পরীক্ষ্যমাণ পদার্থের সাদৃশ্যের গভীরত্ব হইতে বাহ্যবিস্তৃতি প্রধানতঃ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই, তখন আমরা উক্ত পদার্থ সকলকে জাতিশঃ গণীকৃত (Generalise) করিয়া থাকি, এবং যখন অল্পসংখ্যক পদার্থকে পরীক্ষণীয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা উহাদের অনেকবিষয়কসাদৃশ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই, তখন পরীক্ষার্থ-গৃহীত পদার্থজাতের প্রকটীকৃত বা নিরূপিত সাদৃশ্য গভীরতর হইতে পারে—অধিকবিষয়ব্যাপী হইতে পারে, এনালজী হইতে আমাদের চিত্তে এবম্প্রকার তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এনালজী ও জেনারালাইজেশনের মধ্যে মাত্রিকপ্রভেদ ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রভেদ নাই। *

পণ্ডিত জেবন্‌স্ অপিচ বলিয়াছেন,—এনালজী দ্বারা দ্রব্যগতসাদৃশ্য সূচিত হয় না, ইহা দ্বারা দ্রব্যের ধর্ম্ম-বা-সম্বন্ধগতসাদৃশ্যই দ্যোতিত হইয়া থাকে। পোতনায়ক (Pilot), প্রধানসচিব—মুখ্যমন্ত্রী (Prime-minister) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, উভয়ের ব্যক্তিগত সাদৃশ্য নাই, তথাপি পোতনায়ক পোতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, প্রধানসচিব রাজ্যের সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; পোতনায়ক পোতসম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন, প্রধানসচিব রাজ্যসম্বন্ধে তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, এইজন্য আমরা প্রধানসচিবকে রাজ্যের পোতনায়করূপে উপমিত করিতে পারি। †

---

the latter property: But in what is called analogical reasoning, no such conjunction has been made out."—

Mill's Logic. Vol. II. P. 85.

* "We are said to generalise when we view many objects as agreeing in a few properties, so that the resemblance is extensive rather than deep. When we have only a few objects of thought, but are able to discover many points of resemblance, we argue by analogy that the correspondence will be even deeper than appears."—

The Principles of Science. P. 627.

† It has been said, indeed, that analogy denotes not a resemblance between things, but between the relations of things. A pilot is a very different man from a prime-minister, but he bears the same relation to a ship that the minister does to the state, so that we may analogically describe the prim e-minister as the pilot of the state."—

The Principles of Science. P. 627.

উপমান বা এনালজীর উপযোগিতা (USEFULNESS)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান (Science) এইশব্দদ্বয় আমাদের বহুশঃ শ্রুত সন্দেহ নাই। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শাস্ত্রে এইশব্দদ্বয় যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পূর্ব্বে সংক্ষেপে পাঠকদিগকে তাহা জানাইয়াছি। বিজ্ঞানশীর্ষকপ্রস্তাবে, ইহাদের বিস্তৃতব্যাখ্যা থাকিবে, আপাততঃ জ্ঞানের সামান্যতঃ জানার ভাব, এবং বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপে জানার ভাব, এই অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক, অথবা বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'সায়ান্স' (Science) যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন বিজ্ঞানকে তদর্থের বাচকরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রস্তাবিতবিষয়টীর বোধসৌকর্য্যার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

যাঁহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ণে পণ্ডিত জেবন্সের উদ্ধৃত বচনসমূহ নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। কাব্যপ্রকাশকার পূজ্যপাদ মম্মটভট্ট বলিয়াছেন,—

"সাধর্ম্ম্যমুপমা ভেদে।"—

কাব্যপ্রকাশ।

অর্থাৎ উপমানোপমেয়ের ভেদ-সত্ত্বেও—দ্রব্যগত পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের সাধর্ম্ম্য—সমানধর্ম্মগত সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। উপমানোপমেয়ের সাধর্ম্ম্য বা সমানধর্ম্মগত সম্বন্ধই 'উপমা'।

"যত্র কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যথাভূতং প্রতীয়তে।

উপমা নাম সা, তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।"—

কাব্যাদর্শ।

অর্থাৎ, কাব্যধর্ম্মে যথাকথঞ্চিৎ—যেকোনপ্রকারে উদ্ভূত সাদৃশ্যের প্রতীতি হয়, তাহাই উপমানামধেয় পদার্থ।

"সাম্যঞ্চ ক্রিয়াগতং, গুণগতম্, উভয়গতঞ্চেতি ত্রিবিধম্।"—

কাব্যদীপিকা।

ক্রিয়াগত, গুণগত-ও-উভয়গতভেদে সাম্য ত্রিবিধ।

চন্দ্রের ন্যায় মুখ। এস্থলে চন্দ্র উপমান এবং মুখ উপমেয়। চন্দ্র ও মুখ নিশ্চয়ই বস্তুতঃ সমান পদার্থ নহে, কিন্তু উভয়ের মনোজ্ঞত্বাদি সাধর্ম্ম্য-নিবন্ধন, মুখকে চন্দ্রের সহিত উপমিত করা হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত উপমানচিন্তামণিতে এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিব।

[illegible] অতএব [illegible] [illegible] সদৃশ এব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

উপমানচিন্তামণি।

উৎপত্তিশীল-বা-কার্য্য পদার্থের জন্মস্থিত্যাদি অবস্থাগত ভেদের কথা আমাদের স্মরণ আছে, কার্য্যমাত্রেই যে ক্রমপরিণামী, অণুর সমষ্টিই যে মহৎ, তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। মাতৃকুক্ষিহইতে ভূমিষ্ঠ সুকুমার, স্বল্পকায়, পরবশ, অজ্ঞপিণ্ডবৎ শিশুর অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কালপরিণামে পরিণম্যমান ক্ষুদ্র শিশুই যে ক্রমশঃ বাল্য-যৌবনাদি অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা আমাদের সুবিদিত।

যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ, বলা বাহুল্য, যদি অকালে কালকবলে কবলিত না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াদি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। কোন কার্য্যপদার্থের পূর্ণভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, তাহার জন্মাদিভাব-বিকারসমূহের তত্ত্ব নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, যে জ্ঞানের উপচয়াপচয় আছে, তাহা যে কার্য্যপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞানের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে ইহার জন্মাদি পরিণাম সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে।

সজাতীয়-বিজাতীয় ভৌতিক-অণুসকল সংসর্গবৃত্তিকশক্তিপ্রভাবে পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া যেরূপ স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিবিধ আকারে আকারিত হয়, বিকারাত্মকজ্ঞানও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ বিবিধসংবেদনের (Sensation) সম্মূর্চ্ছন-নিবন্ধন প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় প্রত্যক্ষসমূহের—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ অনুভূতি-সকলের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার হয় না, এ অবস্থায় জ্ঞানের সামান্যবিশেষ-ভাবোপলব্ধি হয় না, প্রত্যেক প্রত্যক্ষই যেন অনন্তসম্বন্ধ, অসমানপ্রসবাত্মক বলিয়া এ অবস্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বৃক্ষহইতে ফলের পতন, ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্তলোষ্টের ভূমিতে প্রত্যা-গমন, নদীপ্রবাহ, ইত্যাদি ভাববিকারজাতের মধ্যে যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, জ্ঞানের কিশোরাবস্থা, তাহা উপলব্ধি করিতে অপারগ। জ্ঞানের বয়োবৃদ্ধিসহকারে, উপ-লভ্যমান পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার আরম্ভ হয়, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান পদার্থসকলের সামান্য-বিশেষভাব লক্ষিত হইতে থাকে, অনুভূতিসমূহের জাতিবিভাগ হইতে থাকে। জ্ঞানের এই অবস্থায় বিজ্ঞান (Science) জন্মগ্রহণ করে। একটী শিশুর সমীপে ঘট ও মৃত্তিকা, পট ও তন্তু, রৌপ্য ও রৌপ্যমুদ্রা পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামগ্রীরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে তাহা হয় না, প্রাপ্তবয়স্ক বুঝেন, ঘট মৃত্তিকারই বিকার, পট তন্তুরই কার্য্য, রৌপ্যমুদ্রা রৌপ্যেরই আকারান্তর। সিদ্ধান্ত হইল, যদ্দ্বারা আমরা বিভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান পদার্থজাতের সাদৃশ্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই, বৈষম্যভাবসকলের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার করিতে পারগ হই, তাহা 'বিজ্ঞান বা বিশিষ্টজ্ঞান' (Science)।

'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্ঞান' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'ল্যুট্' প্রত্যয় বহু অর্থে বিহিত হইয়া থাকে।

"কৃত্যল্যুটো বহুলম্।"—

পা ৩।৩।১১৩।

ভগবান্ পাণিনিদেব, 'ল্যুট্' প্রত্যয়টী যে বহু অর্থে বিহিত হয়, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

"করণাধিকরণয়োর্ভাবে চ ল্যুট্। অন্যত্রাপি ভবতি।"—

কাশিকা।

অর্থাৎ করণ ও অধিকরণ কারকে, ভাববাচ্যে এবং অন্যত্রও 'ল্যুট্' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

'জ্ঞান' শব্দটী তাহা হইলে, যদ্দ্বারা জানা যায়—যাহা জ্ঞানকরণ; যাহাতে জানা যায়,—যাহা জ্ঞানাধিকরণ, এবং জানার ভাব—ইত্যাদি অর্থের বাচক। 'বিজ্ঞান' শব্দটীও সুতরাং, যদ্দ্বারা বিশিষ্টরূপে জানা যায়—বিশিষ্ট-বা-অভ্রান্ত জ্ঞানের যাহা করণ এবং বিশিষ্ট-বা-অভ্রান্তরূপে জানার ভাব, ইত্যাদি অর্থের বাচক হইতে পারে।

প্রমাণই জ্ঞানের করণ।

পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, যদ্দ্বারা কোন কিছু প্রমিত হয়, বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। অতএব বলিতে পারি, প্রমাণই জ্ঞানের করণ। প্রমাণদ্বারাই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।*

"——————বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজে॥"

ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, বুদ্ধি—জ্ঞান—উপলব্ধি, অনুভূতি-ও-স্মৃতিভেদে দ্বিবিধ। অনুভূতি আবার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ, এই চতুর্ব্বিধ। ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ প্রত্যক্ষাত্মক-প্রমা-বা-বুদ্ধির, লিঙ্গদর্শন † অনুমিতির, এবং সাদৃশ্যজ্ঞান (Knowledge of resem-

* "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি।"—

সাংখ্যকারিকা।

"প্রমাণাধীনা সর্ব্বেষাং ব্যবস্থিতিঃ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি।

† "লিঙ্গ্যতে জ্ঞাপ্যতেঽনেনার্থঃ ইতি লিঙ্গম্।"—

ন্যায়বিন্দু।

অর্থাৎ যদ্দ্বারা অর্থ লিঙ্গিত বা জ্ঞাত হয়, তাহা লিঙ্গ।

"ব্যাপ্তিবলেন লীনমর্থং গময়তি ইতি লিঙ্গম্।"—

[illegible]

blance) উপমিতির করণ; ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, লিঙ্গদর্শন এবং সাদৃশ্যজ্ঞান, ইহারা ক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও উপমিতি, এই ত্রিবিধ অনুভূতির প্রমাণ। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, পদার্থ সকলের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বা-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্‌স্‌ও (Jevons) বলিয়াছেন, প্রত্যেক জ্ঞানকার্য্য-বা-বৌদ্ধব্যাপারে (In every act of intellect) আমরা পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য-বা-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিচারে প্রবৃত্ত হই, সংবেদন-(Sensations)-সমূহের পরস্পর তুলনা করিয়া থাকি। জগৎ সজাতীয়-বিজাতীয় বা সদৃশ-বিসদৃশ অসংখ্যের পদার্থে পরিপূর্ণ। যে পদার্থটীকে আমরা কতিপয় পদার্থের সদৃশ বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহাই আবার আমাদিগদ্বারা তদ্বিজাতীয় বহু অপর পদার্থের বিসদৃশরূপে অবধারিত হইয়া থাকে। 'ইহা এইরূপ' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইহা অমুকের—পূর্ব্ব-প্রমিত বা প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের সদৃশ। 'ইহা এইরূপ, বা এইরূপ নহে' এবম্প্রকার নিশ্চয়ই, প্রত্যেক বিশিষ্টজ্ঞানের স্বরূপ। 'বিবেচন,' 'বিবেক' এইপদদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ চিন্তা করিলে আমরা কি শিক্ষা পাই? 'বি' উপসর্গপূর্ব্বক 'বিচির্ পৃথগ্-ভাবে' (To discriminate), পৃথগ্‌ভাববোধক এই 'বিচ' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' ও 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'বিবেচন' ও 'বিবেক' এইপদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। পৃথগ্‌ভাব-বিচারই (The act of discriminating বা Discrimination) উক্ত পদদ্বয়ের মূল অর্থ। পৃথগ্‌ভাববিচার-বা-বিবেকদ্বারাই বস্তুর স্বরূপাবধারণ হইয়া থাকে। পণ্ডিত জেবন্‌স্—'The perception of an object involves its discrimination from all other objects' অর্থাৎ, একটী পদার্থসম্বন্ধীয় সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি, তাহার পদার্থান্তরহইতে বিবেচন-বা-পৃথগ্‌ভাব-বিচারদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এত-দ্বাক্যদ্বারা ভাবান্তরে বিবেচন-বা-বিবেক শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরস্পর অসম্বদ্ধ-বা-ভিন্নভাবে উপলভ্যমান পদার্থজাতের সম্বন্ধনির্ণয় বা বৈষম্য-ভাবের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্করণ হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা আমাদের পূর্ব্ববিদিত কথা। সাদৃশ্যজ্ঞান, বুঝিয়াছি উপমিতির করণ, সমানধর্ম্মসম্বন্ধ-বা-সাদৃশ্যজ্ঞান হইতেই উপমিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল,

অর্থাৎ ব্যাপ্তিশক্তিদ্বারা যাহা লীন অর্থের গমক হইয়া থাকে, তাহাকে লিঙ্গ বলে।
"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমো বহ্নের্লিঙ্গম্।"—
যেখানে ধূম থাকে, তথায় বহ্নি থাকে। পর্ব্বতে ধূম আছে, অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্। ধূম-ব্যাপ্য পর্ব্বতের বহ্নিমত্ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং ধূম বহ্নির লিঙ্গ।

উপমান—সাদৃশ্যজ্ঞান (Analogy) বিজ্ঞানাবিষ্কারের প্রধান সাধন।* কি রসায়ন-বিদ্যা, কি গণিত-বিদ্যা, কি জড়পদার্থ-বিদ্যা, একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, উপমান-বা-সাদৃশ্যজ্ঞান হইতেই সকল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার হইতেই বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়া থাকে।

'ব্যাখ্যা' শব্দটীর অর্থ।

'বি' পূর্ব্বক 'আঙ্' পূর্ব্বক 'খ্যা' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ব্যাখ্যা' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'খ্যা' ধাতুর অর্থ কথন। 'ব্যাখ্যা' শব্দটীর সুতরাং, ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল বিশিষ্টরূপে কথন, সমানার্থবোধক, পরিচিত-বা-জ্ঞাত-শব্দান্তরদ্বারা বিবরণ।

"पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणम्।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

অর্থাৎ 'পচতি' এই শব্দটীর 'পাকং করোতি'—পাক করিতেছে, ইহা বিবরণ—ইহা ব্যাখ্যা।

"अथ सकलशब्दमूलत्वाद्धात्वर्थो निरूप्यते। तत्र फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थ इति सिद्धान्तः। यत्तु फलं धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययार्थ इति तन्न।"—

মঞ্জুষা।

ভাবার্থ।

ধাতুই শব্দযোনি—ধাতুই নিখিল শব্দের মূল, ধাতু হইতেই নিখিলশব্দের বিস্তার হইয়াছে। অতএব পদার্থতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর ধাত্বর্থ নিরূপণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ফলানুকূলযত্নসহিতব্যাপারই ধাত্বর্থ। ফল (Effect) ধাত্বর্থ, এবং ব্যাপার (Action) প্রত্যয়ার্থ, এই মত সমীচীন নহে।

আমরা বলিয়াছি, একটী পদ-বা-শব্দের ব্যাখ্যা—বিবরণ সমানার্থবোধক পরিচিত-বা-জ্ঞাত শব্দান্তর দ্বারা হইয়া থাকে। পদ-বা-শব্দমাত্রেই ধাতু হইতে জন্মলাভ করে, যে কোন পদ-বা-শব্দ হউক, তাহা কোন-না-কোন-ধাতুহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ফলানুকূলযত্নসহিতব্যাপার ধাত্বর্থ। পাকানুকূলযত্নসহিতব্যাপার 'পচ' ধাতুর অর্থ।

---

* "All Science, it has been said, at the outset, arises from the discovery of identity, and analogy is but one name by which we denote the deeper-lying cases of resemblance. I shall only try to point out at present how analogy between apparently diverse classes of phenomena often serves as a guide in discovery."

The Principles of Science. P. [illegible]

"ভূবাদয়ো ধাতবঃ"—

পা ১।৩।১

এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকার ক্রিয়াবচন ও ভাববচন, ধাতুর এই দ্বিবিধ অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি? যদেষাং করোতিনা সামানাধিকরণ্যম্। কিং করোতি? পচতি, কিং করিষ্যতি? পক্ষ্যতি, কিমকার্ষীৎ? অপাক্ষীদিতি। * * * যদি পুনর্ভাববচনো ধাতুরিত্যেতল্লক্ষণং ক্রিয়েত।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ পচাদিধাতুসকল যে ক্রিয়াবচন, তাহা কিরূপে জানা যায়? 'কৃ'ধাতু-নিষ্পন্ন পদের সহিত পচাদি ধাতুর সামানাধিকরণ্য আছে, এইজন্য জানা যাইতেছে, পচাদি ধাতু সকল ক্রিয়াবচন। কি করিতেছে? উত্তর, পাক করিতেছে; কি করিবে? উত্তর, পাক করিবে; কি করিয়াছে? উত্তর, পাক করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, 'কৃ'ধাতুনিষ্পন্নপদের সহিত 'পচ'ধাতুর সামানাধিকরণ্য আছে। 'ক্রিয়া' পদটী 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'শ' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে।

ক্রিয়াবচন ও ভাববচন, একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে, ইহারা পৃথগর্থ-বোধক পদদ্বয় নহে। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন;—

"ভাবয়তি যঃ স ভাব ইতি। ক্রিয়া চৈব হি ভাবয়তি।"—

মহাভাষ্য।

'ভূ সত্তায়াম্' এই সত্তার্থক (বিদ্যমানবাচী) 'ভূ' ধাতুর উত্তর ভাব, কর্ত্তৃ, কিংবা কর্ম্ম বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভাব' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা ভাবিত-বা-উৎপন্ন হয়, যাহা বিদ্যমান, বা যাহা ভাবিত হইয়াছে, তাহা 'ভাব' পদার্থ। ক্রিয়াই ভাবিত হয়। অতএব ক্রিয়া ও ভাব একপদার্থ।

"ক্রিয়া হি দ্বিবিধা, সর্ব্বো ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থশ্চ। তত্রৈকঃ পরি-স্পন্দনসাধনসাধ্যো গমনাদিঃ, অন্যো অপরিস্পন্দনসাধনসাধ্যোঽবস্থা-নাদিঃ।"—

সুপদ্মব্যাকরণের মকরন্দাখ্যটীকা।

অর্থাৎ পরিস্পন্দনসাধনসাধ্য গমনাদি এবং অপরিস্পন্দনসাধনসাধ্য অবস্থানাদি ভেদে 'ক্রিয়া' দ্বিবিধ। অতএব ধাতুকে ক্রিয়াবচন বলিলে,—অস্তি, ভবতি ইত্যাদি

অবস্থানাদি ধাতুসকলের 'ধাতু'-সংজ্ঞা অনুপপন্ন হয়, এবম্প্রকার আশঙ্কা নিরস্ত হইল। 'পচতি' এই পদের 'পাক করিতেছে,' এইরূপ ব্যাখ্যা করা কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

পদার্থ-ব্যাখ্যা কিরূপে হয় ?

পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। একটী পদ-বোধ্য অর্থ তৎসমানধর্ম্মী বা তৎসমানধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-শক্ত-প্রতিপাদিতার্থক প্রসিদ্ধ-প্রমিত-বা-জ্ঞাতপদদ্বারা ব্যাখ্যাত (বিবৃত) হইয়া থাকে।

অনুমান শব্দটীর অর্থ স্মরণ করিতে হইবে।

"মিতেন লিঙ্গেনার্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, মিত-বা-প্রসিদ্ধ-লিঙ্গদ্বারা কোন অর্থের পশ্চান্মানের নাম 'অনুমান'। যে স্থানে ধূম থাকে, তথায় বহ্নি থাকে, এইরূপ প্রত্যক্ষ করিবার পর কোন বস্তুকে বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবান্ দেখিয়া, আমরা তাহাকে যে বহ্নিমান্ বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহা অনুমানপ্রমাণের ফল।

"প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৪৪।

অর্থাৎ, ধূম-প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রত্যক্ষ বহ্নির গ্রহণ, অনুমান।

ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শ।

"অনুমিতিকরণং দ্বিবিধম্। তত্র প্রথমং ব্যাপ্তিজ্ঞানম্। দ্বিতীয়ং তু লিঙ্গপরামর্শঃ।"—

তর্ককৌমুদী।

অর্থাৎ, অনুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শ এই দুইটী করণ।

"যত্র যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ।"—

তর্কসংগ্রহ।

যে যে স্থানে ধূম থাকে, তত্তৎস্থলে বহ্নি থাকে। ধূমের সহিত বহ্নির এইসাহচর্য্য-নিয়মের (Invariable concomitance) নাম ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির জ্ঞান = ব্যাপ্তিজ্ঞান।

"व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ।"—

তর্কসংগ্রহ।

পর্ব্বতে ধূমদর্শনানন্তর, 'যে যে স্থানে ধূম থাকে তত্তৎস্থানে বহ্নি থাকে,' এই ব্যাপ্তি—সাহচর্য্যনিয়ম স্মরণ হওয়াতে ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ নিশ্চয় হয়, বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার নাম পরামর্শ। *

অনুমান-ত্রৈবিধ্য।

"अथ तत्पूर्व्वकं त्रिविधमनुमानम् पूर्व्ववच्छेषवत् सामान्यतो-दृष्टञ्च ।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।৫।

তৎ (সাধ্য-সাধনের সহচারপ্রত্যক্ষ) হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, তাহার নাম 'তৎপূর্ব্বক'। অনুমান তৎপূর্ব্বক, অর্থাৎ তাদৃশপ্রত্যক্ষপূর্ব্বক—তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্য। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ-ও-সামান্যতোদৃষ্টভেদে অনুমান ত্রিবিধ। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ। উন্নতমেঘবিশেষ-দর্শনপূর্ব্বক বৃষ্টি হইবে বা সাংঘাতিকরোগবিশেষ-দর্শনানন্তর মৃত্যু হইবে এইরূপ অনুমান, পূর্ব্ববৎ অনুমান। কার্য্য দেখিয়া, কারণের অনুমান শেষবৎ। ধূমাদি দর্শনকরিয়া বহ্নির অনুমান বা নদীবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত। কার্য্য-কারণ-ভিন্ন-হেতুক যে অনুমান, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট। জন্যত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের অনুমান, শৃঙ্গ দেখিয়া পশুতে পুচ্ছের অনুমান, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত। নব্যন্যায়ে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমান যথাক্রমে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই নামত্রয়ে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—

"प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् ।"—

সাং দং ১।

প্রতিবন্ধ=ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিদর্শন হইতে প্রতিবদ্ধের—ব্যাপকের যে জ্ঞান, তাহা 'অনুমান'। অনুমানের সংক্ষিপ্ত উপদেশ পাইলাম, এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ 'Inference' শব্দটার যে অর্থে প্রয়োগ করেন, তাহা দেখিব।

---

* যাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাহার নাম 'ব্যাপ্য'। বহ্নি-শূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকে না, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমের অসদ্ভাব আছে, এইজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য।

"व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्श उच्यते।
व्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वं प्रकीर्त्तितम् ॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

ইন্‌ফারেন্স (INFERENCE)।

পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—কোন জ্ঞাত তথ্যদ্বারা, তদ্ভিন্ন তথ্যান্তরে উপনীত হওয়ার নাম ইন্‌ফারেন্স (Inference)।* পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন, এক-বা-ততোঽধিক-জ্ঞাত-তত্ত্বহইতে কোনরূপ নির্দ্ধারণ বা বিজ্ঞানের সমাগমের নাম ইন্‌ফারেন্স (Inference)। †

কি বুঝিলাম ?

উপমান ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের স্বরূপ চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, উৎপদ্যমান জ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ নহে, কোন পদবোধ্য অর্থ বা পদার্থকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থ তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পূর্ব্বপ্রমিত পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। পদার্থজ্ঞান প্রমাণাধীন—সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-মূলক। একটী পদ-বোধ্য-অর্থের ব্যাখ্যা-বা-বিবরণ করিতে হইলে, তৎসমানার্থবোধক জ্ঞাতপদার্থের উল্লেখ করিতে হয়। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ ? এইরূপপ্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেছে, 'ধর্ম্ম' এই পদ-বোধ্য-অর্থ কোন্ জ্ঞাত পদ-বোধ্য-অর্থের সমান। 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কি করা উচিত ? 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে 'ধর্ম্ম' শব্দটী যে ক্রিয়া-বা-ভাব-বচন ধাতু ও যে প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, অগ্রে তাহা জানিতে হইবে, 'ধর্ম্ম'-শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইবে ; তৎপরে যদি সম্ভব হয়, ধর্ম্মপদার্থের সমানার্থবোধক পরিচিতপদার্থের তুলনায় ইহার ইদন্তা নিরূপণ করিতে হইবে। যে কোন পদার্থই হউক না, তাহা নিশ্চয়ই কাহারও সদৃশ ও কাহারও বিসদৃশ, কোন পদার্থের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, কাহারও সহিত বৈসাদৃশ্য আছে। ‡ একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, প্রত্যেক অভিধান-বা-শব্দেরই বিপরীত অভিধান বা বিরুদ্ধার্থক শব্দ আছে, প্রত্যেক অভিধান-বা-শব্দের প্রতিশব্দ

---

* "J.S. Mill defines inference to be the setting out from known truths to arrive at others really distinct. He refuses the name to the so-called immediate inferences."—

System of Logic by Ueberweg. P. 227.

† "INFERENCE in the widest sense is the derivation of a judgment from any given elements."

Ibid. P. 222.

‡ "Our knowledge of a fact is the Discrimination of it from differing facts, and the agreement or identification of it with agreeing facts."

Bain's Logic, Part. I. P. 4.

Synonyme আছে। শব্দ সকল একএকপ্রকার ভাবের ব্যঞ্জক। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভাব-বিকার-মাত্রেই সপ্রতিযোগিক, ভাব-বিকারমাত্রেই কাহারও স-রূপ, কাহারও বিরূপ। আমরা যখন পরস্পর কথাবার্ত্তা করি, যখন স্ব-স্ব মনোভাব প্রকাশ করি, তখন ইহা এই, বা এই নহে; উহা হইবে, বা হইবে না; উহা ভাল, ইহা মন্দ; উহা সৎ, ইহা অসৎ; ইহা উচিত, উহা অনুচিত; তখনই এইরূপ বিধি-নিষেধার্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি।

ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কারণে রিলিজন্ চিত্র অঙ্কন করিতে যাইতেছি, এইবার তাহা জানাইব। পূর্ণহইতে অংশের, কারণহইতে কার্য্যের, অংশহইতে পূর্ণের, কার্য্যহইতে কারণের, অনুমান হইয়া থাকে; প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা সাধ্যের সাধন হইয়া থাকে, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারদ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। ইহা কোন্ পদার্থ? বুঝিয়াছি, ইহা কোন্ জ্ঞাত পদার্থের সরূপ, তাহা বলাই এইরূপ প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষিত সদুত্তর। রিলিজন্‌কে আমরা উপধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছি; ধর্ম্ম আমাদের বিবেচনায় পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ—ধর্ম্মের পরিচ্ছিন্নভাববিশেষ; রিলিজন্ কাহাকে বলে ইদানীং তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, রিলিজন্-পদ-বোধ্য-অর্থ দ্বারাই আজকাল ধর্ম্মপদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, ধর্ম্মের রূপ শাস্ত্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ধর্ম্মের সেই ব্যাপক রূপ দেখিতে চাহেন না বা পারেন না, ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তা'ই রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন করিতেছি. ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্র তা'ই আবশ্যক হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ধর্ম্ম ও রিলিজন্ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে। প্রতিজ্ঞা (Proposition) কাহাকে বলে, তাহা অবগত হইলে, আমরা যে কারণে রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সুখবোধ্য হইবে। সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না জানিয়াও, আমরা প্রতিজ্ঞা কোন্ পদার্থ, তাহা অগ্রে চিন্তা করিব।

প্রোপোজিশন্ (PROPOSITION)।

যাঁহারা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র (Logic) অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রোপোজিশন্ (Propo-

---

অর্থাৎ কোন একটী বিষয়কে যখন আমরা বিশিষ্টরূপে জানিতে যাই, তখন নিশ্চয়ই, আমরা উহাকে, উহার বিসংবাদি-বিষয়সমূহহইতে পৃথগ্‌ভাবে বিচার এবং উহার সংবাদি-বিষয়সমূহের সহিত উহাকে সমীকৃত করিয়া থাকি। ইহারই নাম সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার। সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-দ্বারাই পদার্থতত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে, ভগবান্ কণাদের এই উপদেশই পণ্ডিত বেন্ ভাবান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন কি, এতদ্দ্বারা তাহারও উত্তর পাওয়াগেল।

sition) কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা অবগত আছেন, সন্দেহ নাই; অতএব প্রোপোজিশন্ কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার যত্ন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহারা পাশ্চাত্য-শ্রীকাতর ও পাশ্চাত্য-বিদ্যা-দ্বেষী নহেন, সদুপদেশ যেকোনপ্রভবহইতে প্রসূত হউক, তাহা গ্রাহ্য, কখন ত্যাজ্য নহে, যাঁহাদের এইরূপ মত, প্রোপোজিশন্ কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার যত্ন কেবল তাঁহাদের জন্য বুঝিতে হইবে। পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন;—"A Proposition is, discourse which affirms or denies something of some other thing."—(System of Logic, Vol. I, P. 49). অর্থাৎ কোনকিছুসম্বন্ধে কিছু স্বীকার-বা-অস্বীকারাত্মক প্রবচন (Discourse) বা বাক্যের নাম প্রোপোজিশন্ (Proposition,—প্রতিজ্ঞা)। পণ্ডিত বেন্ বলিয়াছেন;—"A Proposition either affirms or denies a Predicate of a subject; 'Wine is good,' 'Wine is not good.' " (Logic, Part I, P 83). প্রোপোজিশন্ (প্রতিজ্ঞা) হয় কোন সাধ্য-বা-উদ্দেশ্যের (Subject) কোন বিধেয় (Predicate) স্বীকার, না হয় অস্বীকার করিয়া থাকে। 'সুরা হয় সাধু,' 'সুরা নহে সাধু'; এই দুইটী প্রবচন যথাক্রমে, স্বীকারাত্মক ও অস্বীকারাত্মক প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত। 'সুরা' সাধ্য (Subject), 'সাধু' বিধেয় (Predicate)। পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন;—"Propositions may assert an identity of time, space, manner, quantity, degree, or any other circumstances in which things may agree or differ." (Principles of Science, P. 36). অর্থাৎ প্রোপোজিশন্, পদার্থসকলের কালগত, দেশগত, ক্রমগত, পরিমাণগত, অংশগত, অথবা অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ, যদ্দ্বারা পদার্থসমূহ সমীকৃত বা বিশেষিত হইয়া থাকে, সমান-বা-অসমানরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, তদ্গত সাদৃশ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'প্রোপোজিশন্' (Proposition) পদার্থের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা দেখিলাম, এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত 'প্রতিজ্ঞা'-লক্ষণ দেখিব। 'ইহা এইরূপ' বা 'ইহা এইরূপ নহে'; বুঝিলাম, এবম্প্রকার অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রতিজ্ঞা-বাক্যদ্বারা প্রব্যক্ত হইয়া থাকে। বেদাদিশাস্ত্র-চরণ-সেবা করিয়া বুঝিয়াছি, ধর্ম্ম বিশ্ব-জগতের প্রতিষ্ঠা, যাহা কিছু অবস্থান করে, যাহা কিছু সৎ, তাহা 'ধর্ম্ম'; ধর্ম্ম, ব্রহ্ম, শব্দ, বেদ, ইহারা সমানার্থক শব্দ। অতএব বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, পর ও অপর ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, জগৎ-অজগৎ দ্বিবিধ পদার্থের বিবরণ করিতে হইবে। বিদিত হইয়াছি, আমরা কোন পদার্থকেই তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, যে কোন পদার্থই হউক, তাহাকে আমরা তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থের তুলনায় অবগত হইয়া থাকি।

"लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः। अतएवाहुः मानाधीना मेयसिद्धिर्मानसिद्धिश्च लक्षणादिति।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

অর্থাৎ, লক্ষণ (সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্ত্তক লক্ষ্যগত লোকপ্রসিদ্ধ আকার)-ও-প্রমাণ-দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রমেয়সিদ্ধি প্রমাণাধীন, এবং মানসিদ্ধি লক্ষণাধীন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাহা জগতের প্রতিষ্ঠা, যাহা নিখিল পদার্থের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, অন্যান্য পদার্থ যাহার বিকার, যাহার পরিচ্ছিন্নভাব, তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে? কোন্ প্রমাণে তাহা প্রমাণীকৃত হইবে?

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি এইজন্য বলিয়াছেন, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসাধ্য পদার্থ নহে, একমাত্র বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ।

যাঁহার সমান পদার্থান্তর নাই, যাঁহার দ্বিতীয় নাই, তাঁহাকে জানিতে হইলে 'নেতি নেতি,' অর্থাৎ, 'তাহা ইহা নহে,' 'তাহা ইহা নহে,' এইরূপে নিখিলজ্ঞাতপদার্থহইতে তাঁহাকে ব্যাবর্ত্তিত, অথবা কোন অংশে সদৃশ পদার্থের সহিত তুলনা করিতে হয়। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট রহিল না।

প্রতিজ্ঞা কোন্ পদার্থ?

'প্রতি' পূর্ব্বক 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাব, কর্ম্ম বা করণ বাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া (আতশ্চোপসর্গে, পা ৩।৩।১০৬) 'প্রতিজ্ঞা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।* 'প্রতি' উপসর্গটী এ স্থলে 'ইত্থম্ভূতকথন' বা 'অঙ্গীকৃতি এই অর্থের দ্যোতক, † 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ 'অববোধ' —জানা।

"प्रतिज्ञा बायमेवमिति कथनम्।"—

শব্দেন্দুশেখর।

---

* "प्रतिज्ञायत इति प्रतिज्ञा। आतश्चोपसर्ग इति कर्म्मण्यङ्।"—

মনোরমা।

† "प्रति—लक्षण-व्याप्ति-इत्थम्भाव-चिह्न-भाग-प्रत्यर्पण-साहाय्य-विरोध-वीप्सा-स्वल्पा-दिषु।"—

মুগ্ধবোধটীকা।

"दाशरथिवाक्यीमनी प्रतिनिधी कश्चित् आत्मनिष्ठयवीप्सायां यादृशी प्रतिज्ञापनी।"—

সারস্বতব্যাকরণের বাসুদেবভট্টবিরচিত প্রসাদ-টীকা।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাকার বৈয়াকরণ-শিরোমণি পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, 'ইহা এইরূপ,' কোন পদার্থসম্বন্ধে এবম্প্রকার কথনের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

"प्रतिज्ञायत इति प्रतिज्ञा।"—

মনোরমা।

পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত এস্থানে যাহা প্রতিজ্ঞাত হয়—অঙ্গীকৃত হয়, 'ইহা এই বা এই নহে', এবম্প্রকারে কোন পদার্থ সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, তাহা 'প্রতিজ্ঞা,' 'প্রতিজ্ঞা' শব্দটীর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রতি'-উপসর্গ-পূর্ব্বক 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'প্রতিজ্ঞা' শব্দ, বলা বাহুল্য, যদ্দ্বারা কিছু প্রতিজ্ঞাত হয়, কোন-ধর্ম্মী-বা-বস্তুসম্বন্ধে কিছু স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, এইরূপ অর্থের বাচক।

"साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा।"—

ন্যায়দর্শন।

'প্রতিজ্ঞা' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ অবগত হইলাম, এক্ষণে 'দর্শনশাস্ত্রে' ইহা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিব। পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—সাধ্যের—সাধনীয়-বা-প্রতিপাদ্যধর্ম্মবিশিষ্টপক্ষের—প্রজ্ঞাপনীয়-বা-বিধেয়-ধর্ম্মবিশিষ্টধর্ম্মীর নির্দ্দেশের—(সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানজনকবাক্যের)—নাম 'প্রতিজ্ঞা'।*

* "प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

দীধিতিকার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শিরোমণি 'साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा,' ভগবান্ গোতমকৃত এই প্রতিজ্ঞা-লক্ষণসূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। "साध्यो विधेयधर्मविशिष्टो धर्मी—तस्य च पक्षतावच्छेदकपर्वतत्वादिविशिष्ट-साध्यतावच्छेदकवह्नित्वादिविशिष्ट-वैशिष्ट्यमान-जनक-न्यायावयव इति पर्यवसितोऽर्थः।" বৃত্তিকারও ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন। ন্যায় বা তর্কতত্ত্ব ও লজিক্ (Logic) নামক প্রবন্ধে এই সকল বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তিত হইবে।

"साध्यं निर्दिश्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या साध्यप्रतिपादकं शब्दरूपमर्थः।"—

শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ-বিরচিত রহস্যাখ্য তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।

'সাধ্য যদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়' এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে "সাধ্যপ্রতিপাদক শব্দের নাম 'প্রতিজ্ঞা।'" প্রতিজ্ঞার ইত্থম্ভূতলক্ষণপ্রতিপত্তি হয়।

"साध्यस्य—विधेयधर्मविशिष्टधर्मिणः निर्देशः तद्बोधकशब्दः इत्यर्थः।"—

জাগদীশীব্যাখ্যা।

অর্থাৎ সাধ্যের—বিধেয়ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর নির্দ্দেশের—তদ্বোধকশব্দের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

বাক্যার্থ।

'প্রতিজ্ঞা' পদার্থের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। বুঝিলাম, যথানিয়মে উচ্চারিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবসম্বন্ধ পদসমূহের নাম 'প্রতিজ্ঞা'।

"পদার্থানাং মিথোঽন্বয়রূপ উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবসম্বন্ধঃ।"—

ন্যায়কোশ।

শাব্দিকদিগের মতে, পদার্থসকলের পরস্পর অন্বয়রূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবসম্বন্ধই বাক্যার্থ।

'পর্ব্বত বহ্নিমান্' ইহা একটী বাক্য। 'পর্ব্বত বহ্নিমান্' এইবাক্যে 'পর্ব্বত' উদ্দেশ্য (Subject) এবং বহ্নিমান্ বিধেয় (Predicate)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, অপরকে তাহা জানাইবার জন্য মনুষ্য বাগ্‌ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব শব্দ বা বাক্য একএকরূপ অনুভূতির প্রকাশক। অনুভূতির স্বরূপ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবাত্মক, ইহা সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-মূলক। উৎপদ্যমানজ্ঞান কোন পূর্ব্বজ্ঞানের মানে প্রমিত বা প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, যে কোন জ্ঞানই হউক, তাহা কোন পূর্ব্বার্জ্জিতজ্ঞানের সদৃশ-বা-বিসদৃশরূপে গৃহীত হয়। 'আমি ইহা জানিলাম' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আমি কোন পূর্ব্বজ্ঞাতভাবের সহিত তুলনা করিয়া, ইহা অমুকের সমান ও অমুকের অসমান এবম্প্রকারে ইহার স্বরূপাবধারণ করিলাম। বুঝিলাম, শব্দ-বা-বাক্যদ্বারা এক-একরূপ ভাব বা অনুভূতি (স্বার্থ-বা-পরার্থসিদ্ধির জন্য) প্রকটিত হইয়া থাকে। অনুভূতিমাত্রেই বুঝিলাম, পৌর্ব্বাপর্য্যভাবাত্মক,—সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-মূলক; অতএব, সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রত্যেক বাক্য, বাক্যঘটকপ্রত্যেকপদ-প্রতিপাদিত সাম্য-বৈষম্য-বা-সমানাসমানভাবের ব্যঞ্জক, বাক্যঘটকপ্রত্যেকপদের অন্যোন্যসম্বন্ধের প্রকাশক। অনুমিতিদ্বারা যেরূপ পরস্পর অন্বয়িভাবাপন্ন দুই-বা-ততোঽধিক বাক্যের সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, একটী বাক্যদ্বারা সেইরূপ পরস্পর অন্বয়িভাবাপন্ন দুই-বা-ততোঽধিক পদের সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। *

'প্রতিজ্ঞা' পদার্থের স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, ভাববিকারের সাধারণতত্ত্বজ্ঞান ও উপলব্ধির স্বরূপাববোধ, অথবা এক কথায় ব্যাকরণের দার্শনিকতত্ত্ব-

* বিদেশীয় পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন,—

Every proposition exprsses the resemblance or difference of the things denoted by its terms. As inference treats of the relation between two or more propositions, so a proposition expresses a relation between two or more terms.

Principles of Science, P. 24.

দর্শন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম-ও-রিলিজনের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে, ষড়্‌ভাব-বিকারের তত্ত্বানুসন্ধান এবং উপলব্ধির স্বরূপ চিন্তা করিতেই হইবে, নতুবা উক্তপদার্থদ্বয়ের চিত্রাঙ্কন-চেষ্টা সফল হইবে না। প্রোপোজিশন্-ও-প্রতিজ্ঞার রূপ যতদূর দেখা হইল তাহাতে নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কোন পদার্থের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, 'উহা অমুকের সমান' ও 'অমুকের অসমান' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেই হয়। ধর্ম্মপদার্থ-ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এইজন্য আমরা, 'ধর্ম্ম-ও-রিলিজন্ সর্ব্বাংশে সমান পদার্থ নহে,' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, এবম্প্রকার 'প্রতিজ্ঞা' করিয়াছি। এক্ষণে ধর্ম্ম-ও-রিলিজন্ এই পদার্থদ্বয়ের চিত্র যে রীতিতে চিত্রিত হইবে, পাঠকদিগকে তাহার একটু আভাস দিব।

ধর্ম্ম ও রিলিজনের চিত্র যে রীতিতে চিত্রিত হইবে।

চিত্র শব্দটীর অর্থ।

'চিঞ্ চয়নে' চয়নার্থক (To collect, to accumulate, to cover, to inlay) এই 'চি' ধাতুর উত্তর 'ক্ত্র' প্রত্যয় করিয়া, * অথবা 'চিত্র চিত্রকরণে' চিত্রকরণার্থক ণ্যন্ত 'চিত্র' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া (পা ৩।১।১৩৪) অথবা চিত্তশব্দপূর্ব্বক 'ত্রৈ' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া (পা ৩।২।৩) 'চিত্র' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যাহা—যদ্দ্বারা বা যাহাতে চিত হয়, অর্থাৎ, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকলের সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব, বা যদ্দ্বারা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকল সংগৃহীত (collected) হয়; যদ্দ্বারা বা যাহাতে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকলকে একীভূত করিয়া লিখিত—অঙ্কিত-বা-গ্রথিত করা হয়, যাহা চিত্তরমণ, যাহা বিস্ময়জনক, তাহা 'চিত্র'; 'চিত্র' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিহইতে এইসকল অর্থ পাওয়া যায়।

"আলেখ্যাশ্চর্য্যয়োশ্চিত্রম্।"—

অমরকোষ।

পূজ্যপাদ অমরসিংহ আলেখ্য (A portrait, a picture, a painted resemblance) ও আশ্চর্য্য (Wonder) চিত্র শব্দটীর এই দ্বিবিধ অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপলব্ধিমাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি।

চিত্র শব্দটীর যে অর্থ পাইলাম তাহাতে বলিতে পারি, আমরা যাহা কিছু উপলব্ধি করি, তাহাই 'চিত্র।' পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক এইজন্যই বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ-সত্ত্বোপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়দ্বারা রঞ্জিত বা চিত্রিত আলেখ্যই 'জগৎ'। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ॥"—

পঞ্চদশী চিত্রদীপ ৫ শ্লোক।

---

* "অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ।"—

উণা ৪।১৬৩।

"চিত্রমালেখ্যম্।"—

উণাদিসূত্রবৃত্তি।

... াচী।

অর্থাৎ, পটেতে যেরূপ উত্তমাধমভাবে চিত্রিত পুত্তলিকাদি অবস্থান করে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চেতন, অচেতন, সমুদায় পদার্থই সেইরূপ যথাক্রমে উত্তমাধমভাবে পরব্রহ্মচৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত আছে।

চিত্রাঙ্কনে চিত্রকরের কার্য্য।

"স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ॥"—

পঞ্চদশী।

চিত্রকর (Painter) চিত্রাঙ্কন-কালে যথাক্রমে ধাবন, ঘট্টন, লাঞ্ছন ও রঞ্জন এই চতুর্ব্বিধ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, চিত্রাঙ্কন-কার্য্যের এই চারিটী অবস্থা। রজকীয়কর্ম্মদ্বারা পটের শুক্লত্ব-সম্পাদন (Whitening) ধৌতাবস্থা, মণ্ডলেপনসহকারে প্রস্তরাদিদ্বারা পটের সমবিস্তৃতি-করণ ঘট্টিতাবস্থা, রেখাপাতদ্বারা আকৃতিবিশেষ অঙ্কিত করা লাঞ্ছিতাবস্থা এবং রঙ্গ-পূরণদ্বারা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করা, রঞ্জিতাবস্থা।

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"—

সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

আমরা বুঝিয়াছি, শব্দ-বা-পদ এক-একরূপ মনোগত-ভাবের প্রকাশক। ইন্দ্রিয় ও তদ্গ্রাহ্য অর্থের সন্নিকর্ষজনিতক্রিয়াই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহার সংস্কার (Impression) আমাদের চিত্তক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে, ভাবনা-বা-বাসনারূপে চিত্তপটে গ্রহা অবস্থান করে। অনুভূতবিষয়সকল অপসারিত হইলেও আমরা যে তাহাদের রূপ ধ্যান করিতে পারি, ইহাই তাহার কারণ। আলোকালেখ্যের (Photograph) কথা আজকাল অনেকেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। আলোকালেখ্যকারদিগের রাসায়নিকপ্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা প্রস্তুত আলোকস্থাপকফলকের (Sensitive plate) সহিত চিত্তক্ষেত্রের ক্রিয়াগত কতকটা সাদৃশ্য আছে। একটী আলোকস্থাপকফলকে যখন কোন বস্তু-বা-ব্যক্তির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন ইহা অন্য কোন বস্তু-বা-ব্যক্তির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, চিত্তদর্পণও একসময়ে একাধিক পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারগ হয় না।

রজকেরা যখন কোন বস্ত্র রঞ্জিত করে, তখন তাহারা বস্ত্রখানিকে যে ধৌত-বা-নির্ম্মল করে, তাহার কারণ, শুভ্র বসনেই রঙ্গ সুন্দররূপে ফলিত হয়, মলিন-বা-কষায়িতবস্ত্রে রঙ্গের ফলন ভাল হয় না। সাহিত্যদর্পণকার 'ভাব' কোন্ পদার্থ বুঝাইবার সময় বলিয়াছেন, বিকাররহিতচিত্তের যে আদ্যবিক্রিয়া, তাহার নাম 'ভাব'। চিত্র

যখন যে বিষয় গ্রহণ করে, যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজক্রিয়ার উপলব্ধি করে, তখন ইহা তদাকারে আকারিত হইয়া যায়, তদ্ভাবে ভাবিত হয়, অতএব, বলা বাহুল্য, আলোক-স্থাপকফলকের ন্যায় যখন ইহা যে ভাবে ভাবিত হয়, তখন ঠিক্ সেই সময়ে অন্যভাব গ্রহণ করে না—করিতে পারে না।

"একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।"—

পাং দং কৈ, পা, ২০ সূত্র।

চিত্ত অনন্যভাবসম্বদ্ধ না হইলে,—নির্ব্বিকার না হইলে, নূতনভাবে ভাবিত হইতে পারে না। চিত্রকারকে এইজন্য চিত্রাঙ্কন-কালে চিত্তকে যথাসম্ভব নির্ব্বিকার করিতে হয়, অনন্যাসক্ত করিতে হয়।* শব্দ-বা-পদ যে ভাবপ্রকাশক, আমাদের চিত্তপট-প্রতিফলিত চিত্রের অভিব্যঞ্জক, তাহা আমরা বিদিত হইয়াছি। শব্দ-বা-পদদ্বারা আমরা মানসপটাঙ্কিত চিত্রকে বহির্দ্দেশে স্থাপন করি। চিত্রকরগণ কোন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া, চিত্রখানি যেরূপে চিত্রিত করিবেন, অগ্রে মনে মনে তাহা ভাবিয়া স্থির করেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত উপকরণদ্বারা মানসপটচিত্রিতচিত্র ধৌত-ও-ঘট্টিতবহির্দ্দেশে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। জগৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিফলিত রূপ। বেদ ও তন্মুখাপেক্ষী বৈয়াকরণেরা এইজন্য জগৎকে শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়াছেন।

লাঞ্ছন, রেখাপাত বা লিখন।

শুনিলাম, রেখাপাতদ্বারা আকৃতিবিশেষ অঙ্কিত করা চিত্রাঙ্কনের লাঞ্ছিতাখ্য তৃতীয়াবস্থা। বলা বাহুল্য, চিত্রাঙ্কন-কার্য্যের ইহা বিশেষাপেক্ষিত অবস্থা। এক্ষণে এই তৃতীয় অবস্থা-সম্বন্ধে আমরা একটু চিন্তা করিব।

বিন্দু-সমষ্টি রেখা।

রেখা-(Line)-পদার্থকে বিশ্লেষ বা বিভাগ করিলে, আমরা দেখিতে পাই, রেখা বিন্দুসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, বিন্দু সকল পরস্পর সংহত হইলেই রেখা-পদার্থের

* পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন,—

"The more immediate object of the painter is to produce in us by his palette a lively visual impression of the objects which he has endeavoured to represent. * * * We must look upon artists as persons whose observation of sensuous impressions is particularly vivid and accurate, and whose memory for those images is particularly true."

Popular Lectures on Scientific Subjects. Vol. II. P. 75.

উৎপত্তি হয়। যেপদার্থ বিভাগানর্হ (অবিভাজ্য), যাহা পরিমাণবিরহিত, তাহাকে বিন্দুনামধেয় পদার্থরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।

পরমাণুলক্ষণ ও বিন্দুলক্ষণ একরূপ।

বিন্দু (Point), পরমাণু (Atom) ও ক্ষণ, ইহারা মূর্ত্ত বা সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব না হইলে ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। বিন্দু, পরমাণু ও ক্ষণ ইত্যাদি পদার্থসমূহের অস্তিত্ব অনুমান-প্রমাণসাধ্য, সাধারণপ্রত্যক্ষসাধ্য নহে। বিন্দু যখন সমষ্টীভূত হইয়া রেখা হয়, পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া যখন স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষণ যখন ক্রম-পরম্পরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পলদণ্ডাদিতে পরিণত হয়, তখনই আমরা ইহাদিগকে বুদ্ধিগোচর করিতে পারগ হই।

"यथापकर्षपर्य्यन्तद्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्य्यन्तकालः क्षणः।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

ভিদ্যমানলোষ্টাদি দ্রব্যসমূহের অবিভজনীয়, সূক্ষ্মতম অবয়ব যেরূপ পরমাণু-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, কালের পরমাপকর্ষপর্য্যন্ত অবস্থা সেইরূপ 'ক্ষণ' এই আখ্যায় আখ্যাত হয়। শ্রুতির উপদেশ, কাল স্বর্গের উৎপাদক, কাল পৃথিবীর জনক, বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত, এইত্রিবিধ জাগতিক অবস্থার কালই প্রবর্ত্তক, কালই ভোক্তৃভোগ্য এইদ্বিবিধভাবে অবস্থান করিতেছেন, ভূতজাত কালে প্রতিষ্ঠিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ কালাশ্রিত, মনঃ প্রাণ, সকলেই কালাধিষ্ঠিত। কাল সর্ব্বেশ্বর, কাল প্রজাপতির পিতা, কালহইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। *

"स एव संभुवनान्यभरत् स एव संभुवनानि पर्य्यैत् ।
पिता सन्नभवत् पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत् परमस्ति तेजः ।"—

অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১৯।৫৩-৫৪।

---

* "कालोऽमूं दिवमजनयत् काल इमाः पृथिवीरुत ।
कालेन भूतं भव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते ॥
काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्विपश्यति ।
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् ॥
कालो ह सर्व्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः ।
तेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम् ॥"—

অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১৯।৫৩,৫০।

কাল, নিখিলভুবনের পোষণ-বা-ধারণকর্ত্তা, কাল সমগ্রভুবন ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, পিতৃরূপেও তিনি, পুত্ররূপেও তিনি, অর্থাৎ কাল বিশ্বকারণ, এবং কালই বিশ্বকার্য্য; কাল হইতে অন্য পদার্থ নাই, কাল পরমকারণ।

অখণ্ডদণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক-ভেদে কাল-দ্বৈবিধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্তনামক জ্যোতিষগ্রন্থে (উপ, ১ম অংশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা) অখণ্ড-দণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক-ভেদে কালকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেকাল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থিতিনাশকারণ, যেকাল অমূর্ত্ত, তাহা অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল এবং যেকাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—যাহা নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক-বা-খণ্ড-কাল। কলনাত্মক কালও আবার স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অক্ষয্য (ক্ষয়রহিত) প্রভব (উৎপত্তিস্থান)-হইতে সমুৎপন্ন নদীর ন্যায় কালনদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-নদীসকল যেমন মহানদীতে মিলিত হইয়া থাকে, মহানদীর সহিত সংযুক্ত হয়, মহানদী ক্ষুদ্র নদীর মেলন-বশতঃ যেরূপ বিস্তীর্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হয়, ক্ষণমুহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কালনদী, সেইপ্রকার সংবৎসরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ কালাবয়ব সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বিস্তীর্ণ হয়, কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। *

"अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढ़: प्रदृश्यते।
संवत्सर: प्रत्यक्षेण साधिसत्त्व: प्रदृश्यते॥"—

তৈত্তিরীয়-আরণ্যক।

ক্ষণমুহূর্ত্তাদি স্বল্প, এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কালাবয়বসকলদ্বারা সমারূঢ় হওয়াতে সংবৎসর প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে—মূর্ত্তকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু অধিসত্ত্ব অর্থাৎ মূর্ত্ত-বা-ব্যাবহারিক কালের যিনি উৎপাদক, শ্রুত্যন্তরে 'কালকাল' এইনামে যিনি লক্ষিত হইয়াছেন, সেই অখণ্ডচৈতন্যময় পরমাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টিভিন্ন অন্যদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হয়েন না।

* "नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यात् स्यन्दते यथा।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

तां नद्योऽभिसमायन्ति सोरु: सती न निवर्त्तते। एवं नानासमुत्थाना: काला: संवत्सरं श्रिता:॥ अणुशश्च महशश्च सर्व्वे समवयन्तितम्। स तै: सर्व्वै: समाविष्ट: उरु: सन्न निवर्त्तते॥"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

পরমাণু ও কাল।

“चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा।
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः॥”—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।১।

বিভজ্যমান কার্য্য-পদার্থের যাহা চরমাবস্থা, যেকার্য্যাংশের আর বিভাগ হয় না, তাহাকে ‘পরমাণু’ শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

“सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्।
कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः॥”—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।২।

যে সৎপদার্থের চরমাবয়বকে পরমাণুশব্দে লক্ষ্য করা হয়, স্বরূপাবস্থিত, অপ্রাপ্ত-পরিণামান্তর সেই সৎপদার্থেরই কৈবল্যাবস্থা—ঐক্যভাবই পরমমহান্ এই শব্দের অভিধেয় পদার্থ।

“स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्।
सतोऽविशेषभुग् यस्तु स कालः परमो महान्॥”—

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।৪।

অর্থাৎ কালাখ্যভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণ্বস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমাণু-শব্দে এবং যখন তিনি অবিশেষ-বা-সাকল্যাবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরম-মহান্ নামে উক্ত হইয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে পারা গেল, কাল, শক্তি, পরমাণু ইহারা স্বরূপতঃ এক পদার্থ, কার্য্যকারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

বিন্দুশব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ।

‘বিদ’ ধাতুর উত্তর ‘উ’ প্রত্যয় করিয়া ‘বিন্দু’ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। * ‘বিদ’ ধাতুর অর্থ জানা, পাওয়া বা গমন। অতএব ‘বিন্দু’ শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেছে—বেত্তা, বেদিতব্য; প্রাপ্তা, প্রাপ্তব্য; বা গন্তা, গন্তব্য। কাহারও মতে ‘অবয়বীভূত-

---

* “बिन्दुरिच्छुः।”—

পা ৩।২।১৬৯।

“वेत्ति तच्छीलो बिन्दुः।”—

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

হওয়া' এই অর্থবাচী 'বিন্দ্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া 'বিন্দু'পদটী সিদ্ধহইয়াছে। যাহা অবয়বীভূত হয়, তাহা 'বিন্দু'। রেখাগণিত বলেন, যাহা বিভাগানর্হ, বিস্তাররহিত, তাহা 'বিন্দু'। অতএব বিন্দু ও পরমাণুর লক্ষণ একরূপ।

যাঁহারা জ্যামিতি বা রেখাগণিত (Geometry) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিন্দু (Point), রেখা (Line), তল (Surface), ঘন (Solid) ইত্যাদি শব্দের অর্থ অবগত আছেন। যে কোনরূপ জ্যামিতিক-সংস্থান (Figure) হউক, তাহা যে রেখা-পরিচ্ছিন্ন আকাশ (Space), তাহাতে সন্দেহ নাই। রেখা বিন্দুসমষ্টি, রেখাকে বিভাগ করিলে বিন্দুসমূহ (Points) ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'বিন্দু' অবিভাগার্হ (Indivisible) বস্তু। অতএব বলিতে পারা যায়, আকাশ (Space) ও বিন্দু (Point) সংস্থানমাত্রের এই দুইটী উপাদান। বিন্দুর পরিচালনে (By the movement) রেখা অঙ্কিত হয়, রেখার পরিচালনে রেখা বা তল অঙ্কিত হয়, তলের পরিচালনে তল বা ঘন অঙ্কিত হয়, কিন্তু ঘনের পরিচালনে ঘনই অঙ্কিত হইয়া থাকে, আর কিছু হয় না। *

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম ও বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন;—রেখার—বিন্দুসমষ্টির—অণুব্যূহের পরিচ্ছিন্নসংস্থানই ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডলাদি আকৃতি বা মূর্ত্তি। †

একরেখাই বিবিধভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া
বিবিধ আকার ধারণ করে।

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্ব পরিস্বাম্।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৩৷৫৩৷৮।

* পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন,—

"As in the propositions, that a solid is bounded by a surface, a surface by a line and a line by a point, that the point is indivisible, that by the movement of a point a line is described, by that of a line a line or surface, by that of a surface a surface or a solid, but by the movement of a solid a solid and nothing else is described."

Popular Lectures on Scientific Subjects, 2nd Series, P. 31.

† "মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাবঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৪৷২।

"পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অথবা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়া *-বা-পরিচ্ছেদিকাশক্তিদ্বারা স্বীয় তনুকে—অবিশেষসত্তাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন, একহইয়া মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। নানারূপে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-তনুই 'জগৎ'।

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, এক স্ত্রী যেরূপ—স্বামীর সম্বন্ধে পত্নী-নামে, মাতা-পিতার সম্বন্ধে কন্যা-নামে, ভগিনীর সম্বন্ধে স্বসা-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, একসামান্যসত্তা সম্বন্ধিভেদে যেরূপ বিবিধরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, একরেখা সেইরূপ শতস্থানে শতরূপে, দশস্থানে দশরূপে, এবং একস্থানে একরূপে, গৃহীত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, বিন্দুসমষ্টিই (রেখাই) রূপ বা আকার নির্ম্মাণ করে, রেখাপাতদ্বারাই চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

রেখা বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ ?

রেখা যে বিন্দুসমষ্টি তাহা বুঝিলাম, কিন্তু রেখাকে বিন্দুসমষ্টি বলিয়া বুঝিলেই কি ইহা কোন্ পদার্থ তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধ হয় ? নিশ্চয়ই তাহা হয় না। রেখা বস্তুতঃ সম্মূর্চ্ছিতশক্তি বা মূর্ত্তক্রিয়া। শক্তি-সম্মূর্চ্ছনের—অমূর্ত্তক্রিয়ার মূর্ত্তাবস্থা-প্রাপ্তির তত্ত্বচিন্তা করিলে, তবে 'রেখা' কোন্ পদার্থ ? এইপ্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাওয়া যাইবে।

শাস্ত্রপাঠে বিদিতহইয়াছি, সূক্ষ্ম, অবিভক্ত শক্তি বা অমূর্ত্তক্রিয়া, কর্ত্তৃকরণাদি-কারকদ্বারা বিভক্ত-বা-পরিচ্ছিন্ন হইলে মূর্ত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়,—আকৃতি-বা-রূপ গ্রহণ করে।

যাঁহারা গতিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কোনরূপ গতির বা কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রান্তবিন্দু বা লক্ষ্যস্থল, আদ্যবিন্দু ও প্রান্তবিন্দুর মধ্যবর্ত্তিস্থানব্যাপি-রেখা এবং বিন্দু-সমূহন, এইতিনটী বিষয়ের তত্ত্বচিন্তা করা আবশ্যক। ক্রিয়া-বা-গতির (Motion) তত্ত্বচিন্তা, রেখাতত্ত্ব-চিন্তার ন্যায়ে নিষ্পাদ্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এইত্রিবিধকারকদ্বারা কর্ম্ম

* নিঘণ্টুতে 'মায়া' শব্দটীর নিম্নলিখিতরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।"

অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদার্থসকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) হয়, তাহা 'মায়া'। 'মা মানে' ('মা' to measure) এই পরিমাণার্থক 'মা' ধাতুর উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া 'মায়া' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

সংগৃহীত—সমবেত (composed) হইয়া থাকে। * একটী সরল-রেখা-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ করিতে হইলে যেমন প্রান্তবিন্দু (The extremity of the line), আভবিন্দুহইতে প্রসারিত রেখার প্রান্তবিন্দুর অভিমুখে গতি (The direction of the line) এবং আন্ত-ও-প্রান্তবিন্দু-মধ্যবর্ত্তি-দেশে বিন্দুব্যাপ্তি—রেখাসন্ততি (Length of the line), এইতিনটী বিষয়ের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হয়; মূর্ত্তক্রিয়া-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলেও সেইরূপ কর্ম্ম, করণ ও কর্ত্তা এইকারকত্রয়ের স্বরূপ নিরূপণ আবশ্যক হইয়া থাকে। †

বিন্দু বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ?

শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া এপ্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্তমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'সারদাতিলক'-নামক-তন্ত্রগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, শক্তিময় পরব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করিবার সময় 'বিন্দু,' 'নাদ' ও 'বীজ' এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন; পুরুষ, প্রকৃতি ও কাল এইত্রিবিধভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক এবং নাদ উভয়াত্মক—নাদ শিবশক্ত্যাত্মক-বা-চিদচিদাত্মক। বিন্দু, নাদ ও বীজ ইহারা শক্তিময় পরব্রহ্মের বিশেষ, বিশেষ অবস্থা। ‡ পূজ্যপাদ নাগেশভট্টও বলিয়াছেন

---

* "ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म्मचोदना।
करणं कर्म्म कर्त्तेति त्रिविधः कर्म्मसंग्रहः॥"—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।১৮।

† পণ্ডিত রডওয়েল বলিয়াছেন;—"The principles of the composition of forces depend on geometrical theorems, by means of the fact that the three elements which define a force, may be represented by a straight line; for example, the extremity of the line may represent the position of the point of application of the force, the direction of the line, the direction of the force; and by selecting a unit of length to represent a unit of force, the length of the line will represent the magnitude or intensity of the force."

Dictionary of Science. P. 128.

‡ "परः शक्तिमयः साक्षात् त्रिधासौ भिद्यते पुनः।
बिन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः॥
बिन्दुः शिवात्मकः बीजं शक्तिर्नादस्तयोर्मिथः।
समवायः समाख्यातः सर्व्वागमविशारदैः॥"— সারদাতিলক।

स च बिन्दुः शिवशक्त्युभयात्मकः, बीज-बीजवदुभयमप्यस्तीति त्रिविधः। शिवात्मतया बिन्दुसंज्ञः शक्त्यात्मतया बीजसंज्ञः उभयात्मतयैव नादसंज्ञः।"—

ধ্যানবিন্দূপনিষদ্দীপিকা।

(উপ, ৩য় অংশ, ২১৩।২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিয়তকালপরিপাক-নিখিলপ্রাণিকর্ম্ম উপভোগ দ্বারা ক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগপূর্ব্বক স্বকারণ পরমেশ্বরে প্রলীন হয়। প্রলয়াবস্থাতে কিছু কাল অবস্থানের পর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে প্রাণিদিগের নকাল ভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী—সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্ট মায়া-ও-পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। তদনন্তর বিন্দুরূপী, ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই 'শক্তিতত্ত্ব'। বিন্দুর অচিদংশ 'বীজ' এবং চিদচিন্মিশ্রাংশ 'নাদ'॥ 'অচিৎ' এইশব্দদ্বারা, নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপা অবিদ্যা লক্ষিতা হইয়াছেন। চৈতন্যাধিষ্ঠিত-প্রকৃতি-বা-শক্তির পুং-কালাদি-ব্যপদেশই—ক্রিয়াপ্রধান অবস্থাই 'নাদ' শব্দের অভিধেয়।

বিন্দুকে বিদেশীয় বিজ্ঞান বা দর্শন নিশ্চয়ই এভাবে বুঝিতে পারেন নাই; পারিলে চৈতন্য-জড়বাদের বিবাদ থাকিত না; পারিলে, শব্দহইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই সারতম শাস্ত্রোপদেশের মূল্য বুঝিতেন।

> "অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
> সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৩।

অর্থাৎ অণু-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়দ্বারা সংযুক্ত—সকলেই প্রকৃতি-পুরুষ এই উভয়াত্মক। যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাদের মীমাংসা যথাসাধ্য পরে করা হইবে, আপাততঃ প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

শব্দ, পরমাণু, কাল, ত্রিগুণ, মায়া, ইহারা বস্তুতঃ সমান পদার্থ।

আমরা পরে শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিব, শব্দ, পরমাণু, কাল, ত্রিগুণ, মায়া, ইহারা বস্তুতঃ সমান পদার্থ।

> "যদন্তঃ শব্দতত্ত্বং তু নাদৈরেকং প্রকাশিতম্।
> তদাহুরপরে শব্দং তস্য বাক্যে তথৈকতা॥"—

বাক্যপদীয়।

অনবয়ব, বোধস্বভাব—চৈতন্যস্বরূপ—স্ফোটাত্মা, শব্দার্থময়, নির্ব্বিভাগ শব্দতত্ত্ব-নামে যিনি গীত-বা-শব্দিত হইয়া থাকেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার নাদাভিব্যক্ত—নাদদ্বারা বহিঃপ্রকাশিত অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ 'শব্দ' বলিয়া বুঝিয়া থাকি। শব্দতত্ত্ব বস্তুতঃ অবিক্রিয়াধর্ম্মক, নাদাভিব্যঙ্গ্যস্ফোট, স্বরূপতঃ এক—অদ্বিতীয় নিত্য পদার্থ। নাদাভিব্যক্তিক্রমনিবন্ধন ইনি সক্রম—ভেদবান্ রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন, নতুবা ইঁহার পূর্ব্বাপরস্বরূপতক্রম বা ভেদ বাস্তব নহে। চন্দ্রাদির প্রতি-

বিষ যে-যে আধারে পতিত হয়—সংস্থ হয়, তত্তৎ আধারের স্পন্দনশীলতা বশতঃ স্বরূপ অচঞ্চল বা নিষ্ক্রিয় হইয়াও যেরূপ চঞ্চল-বৎ প্রতীত হইয়া থাকে, নিষ্ক্রিয় কোটাস্থ শব্দতত্ত্বও সেইরূপ নাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতত্ব, উদাত্তানুদাত্ত-স্বরিতত্ব ও দ্রুতমধ্য-বিলম্বিতত্বাদি বৃত্তি-নিবন্ধন সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন। কথা হইল, চৈতন্যাধিষ্ঠিতভেদ-সংসর্গবৃত্তিকশক্তিই ব্যাবহারিক শব্দ পদার্থ, বলা বাহুল্য, পরমাণ্বাদি পদার্থ এতদ্ব্যতিরিক্ত নহে।

সরল ও বক্র রেখা।

জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে গতি সরলরেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখাক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সরল ও বক্র এই দ্বিবিধরেখার স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—যে রেখার মুখ পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা 'বক্র রেখা,' এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা 'সরল রেখা'।

বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম আরব্ধ হয় না, কর্ম্মমাত্রেরই প্রয়োজন আছে। যাহা পাইতে হইবে, যাহা না পাইলে চলিবে না, অভাববোধ বিলীন হইবে না, আপনাকে পূর্ণ মনে করিতে পারা যাইবে না, তৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টাই—ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবার ঈহাই, কর্ম্মের আত্মরূপ। কর্ত্তা ও ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত, অপ্রাপ্ত-পদার্থ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি-ব্যবধান অতিক্রম করাই কর্ম্মলীলা। কর্ত্তা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রাপ্তব্যপদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কোন্ অভিমুখে গতি প্রবাহিত করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া থাকেন। একটী বিন্দু হইতে অপর একটী বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রান্তবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হয়, প্রান্তবিন্দুর প্রতি দৃষ্টি যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে, রেখাটী সরলভাবে অঙ্কিত হয়, নচেৎ বক্র হইয়া যায়। সংসারে লক্ষ্যভ্রষ্টদিগেরই গতি বক্র (curve) হয়,—বিবিধ আকারে আকারিত হয়।

রেখাপাতের নিয়ম।

বুঝিয়াছি, রেখা বিন্দুসমষ্টি বা চৈতন্যাধিষ্ঠিতভেদ-সংসর্গবৃত্তিক-শক্তিগ্রন্থির লক্ষ্য-পদার্থাভিমুখে প্রসারিত অবস্থা; বুঝিয়াছি, এক রেখাই সন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া—নানাকার প্রাপ্ত হয়; বুঝিয়াছি, লক্ষ্যভেদ-নিবন্ধন গতি ভিন্ন হয়, এবং গতিভেদবশতই রেখা-ভেদ হইয়া থাকে; বুঝিয়াছি সকামভাবে অনুষ্ঠিত—মানসপ্রাণানুবিদ্ধ কর্ম্মসংস্কারই ভোগায়তন শরীর নির্ম্মাণ করে; অতএব বলা বাহুল্য,

সকামভাবে কৃত কর্ম্ম-জেনিস্থলাই মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে; যাহার যেরূপ কর্ম্মসংস্কার, তাহার তদ্রূপ আকার হয়। সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী বিশ্ব-চিত্রকর পরমেশ্বর কর্ম্মসংস্কারানুরূপ নিখিল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ধৌত-ও-ঘটিত আকাশফলকে নিখিলপদার্থের চিত্র অঙ্কিত করেন। মানসপটাঙ্কিতসংস্কারই নিখিল গতি-বা-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক (All motion is thought)। এই মানসপটাঙ্কিতসংস্কার শাস্ত্রে বুদ্ধিস্থ-শব্দ নামেও অভিহিত হইয়াছে। * অতএব এক্ষণে বলিতে পারা যায় বুদ্ধিস্থ-শব্দই জগতের গতি-বা-কর্ম্মের অব্যক্ত অবস্থা। অমূর্ত্তক্রিয়া কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা বিভক্ত ও কারক শরীরে শরীরিণী হইলে, তবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, এইকথা এইস্থলে স্মরণ করিতে হইবে।

বিশ্ব-চিত্রকর পরমেশ্বর যেরূপে জগৎকে চিত্রিত করিয়াছেন, মানব তাহার অনুলিপি করে মাত্র, বিশ্বচিত্রকর-চিত্রিত চিত্র সকল যে মানবের চিত্তে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই মানব তদ্ভাবেই বহির্দ্দেশে তচ্চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। আদর্শ-চিত্রের যে রেখা যেভাবে যে দিক্‌হইতে যে দিকে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, বিশ্বচিত্র-

---

* "অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্ ।
তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্ ॥"

বাক্যপদীয়।

অরণিস্থ—অগ্নিমন্থনকাষ্ঠগর্ভে লুক্কায়িত জ্যোতিঃ যাবৎ অবিবৃতভাবে—তদবস্থায় অরণি (Wood used for kindling a fire) গর্ভে বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না, অরণিমধ্যে যে অগ্নি আছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন না, ঘর্ষণদ্বারা তদবস্থায় (Potential state) অবস্থিত-অগ্নি যখন অভিজ্বলিত হয়, তখন ইহা, স্বরূপ-ও-পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। শব্দভেদভাবনাধ্যস্তগ্রাহ্যগতবুদ্ধিস্থিত শব্দজ্যোতিঃ ও সেইরূপ যাবৎ অব্যাকৃতাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসংবেদ্যভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ-শব্দজ্যোতিঃ স্থানকরণাদিদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা ব্যঞ্জক-ও-ধ্বনি, প্রকাশক-ও-প্রকাশ্য, বা গ্রাহক-ও-গ্রাহ্য ভেদে উপলব্ধ হইয়া থাকে, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় তখন ইহা স্বরূপ-ও-পররূপের প্রকাশক হয়।

বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কিলী বলিয়াছেন,—

"When our learned men are forced to admit that all motion is thought, that all nature is the language of One in whom we live, and are moved, and have our being, the attempts to evolve life out of chemical elements will cease; the Mosaic records will no longer be denied, which tell us that the Creator's law for living organisms is that each plant seeds, and each animal beats, after his kind; not that each seeds and beats after another kind."

True Science or Keely's Latest Discoveries. P. 11-12.

কর যে চিত্রের যেরূপে রেখাপাত করিয়াছেন, অনুলিপি করিবার সময় যদি কেহ ঠিক সেইরূপে তাহার অনুকরণ করিতে পারে—যদি সেইরূপে রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে, অনুলিপি আদর্শচিত্রের সদৃশ হওয়া সম্ভব।

বিশ্বচিত্রের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ-সম্বন্ধে মতভেদ।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে আমরা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধান বাদের উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশীয় পণ্ডিতগণও, বুঝিয়াছি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতিলয় এইত্রিবিধপরিণামের রহস্য-ভেদ করিতে যাইয়া, জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট, অথবা ইহা ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষদ্বারা সৃষ্ট, পরস্পরবিসংবাদী এইত্রিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। * এই মত-ভেদ-নিবন্ধন সকলপদার্থই প্রধানতঃ ত্রিবিধদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রিলিজন্‌ও পদার্থবিশেষ, সুতরাং, ইহাকেও কেহ অসভ্য-বর্ব্বরমনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাকে আদিভূত বা সহজ পদার্থ বলেন না; কোন মতে, ইহা ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ, মানববুদ্ধি-কল্পিত নহে; কোন মতে ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত পদার্থ। আমরা এস্থলে ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে, রিলিজন্‌-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতেরই বিশেষ প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* পণ্ডিত হক্‌স্‌লী বলিয়াছেন,—

So far as I know, there are only three views—three hypotheses—which have ever been entertained, or which well can be entertained, respecting the past history of nature. Upon the first of these the assumption is that the order of nature which now obtains has always obtained—in other words, that the present course of nature, the present order of things, has subsisted from all eternity. The second hypothesis is, that the present state of things, the present order of nature, has had only a little duration, and that at some period in the past the state of things, which we now know substantially, though not of course in all details, but the state of things which we now know, arose and came into existence without any precedent similar condition from which it proceeded. The third hypothesis also assumes that the present order of nature has had but a limited duration, but it supposes that the present order of things proceeds by natural process from an antecedent order, and that from another antecedent order and so on."

The Theory of Evolution. P. 4.

'ধর্ম্ম' শব্দটার ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ।

'ধর্ম্ম' শব্দটার ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতে বুঝিয়াছি, যাহা অবস্থান করে,—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে,—ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, তাহা 'ধর্ম্ম' নামক পদার্থ। 'ধর্ম্ম' শব্দটার ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে ধর্ম্মের যে রূপ বুদ্ধিগোচর হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারি, ভাবমাত্রেই ধর্ম্মশব্দের অভিধেয়।

কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাব।

কার্য্যাত্মক-ও-কারণাত্মকভেদে দ্বিবিধভাবের কথা আমাদের স্মরণ আছে, আমরা বুঝিয়াছি কার্য্যাত্মভাব ষড়্‌ভাববিকারময়। কার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক এইদ্বিবিধভাবই যখন ধর্ম্মপদার্থ, তখন ধর্ম্মপদার্থের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে উক্ত দ্বিবিধভাবেরই স্বরূপ-চিন্তা করিতে হইবে, সামান্য-বিশেষ দ্বিবিধ শব্দতত্ত্বের রূপ নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—"The first element of pure religion is the idea of the Almighty."—(The mind of man by A. Smee, P. 137), অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিশুদ্ধ রিলিজনের বীজ।

কথাটী সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কোন্ পদার্থ তাহা জানিবার চেষ্টা ও কার্য্যমাত্রের পরমকারণানুসন্ধান এক কথা। সৃষ্টি-বা-কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইয়া থাকে, কিন্তু এবম্প্রকার অনুমান, পূর্ণরূপে কারণের স্বরূপনির্ণায়ক নহে।

অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন এই পদার্থদ্বয়ের সম্মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়, এতাবন্মাত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান নহে। পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিকপরিণাম সকলের কার্য্য-কারণসম্বন্ধনির্ণয় এবং নির্ণীতকার্য্যকারণসম্বন্ধকে গাণিতিকপ্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ, কোন একটী কার্য্য, কোন্ কোন্ উপাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে ও যে যে উপাদান-কারণ-সমবায়ে উহা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মাত্রিকসম্বন্ধ কিরূপ, তন্নির্দ্ধারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কার্য্য।* পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে অগ্রে জগৎকে জানিতে হইবে, চতুর্ব্বিধ বিদ্যার্জ্জনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে হইবে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল জাগতিকপদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে।

---

* That which is properly called Physical Science is the knowledge of relations between natural phenomena and their physical antecedents, as necessary sequences of cause and effect; these relations being investigated by the aid of Mathematics. * * *

Recent Advances in Physical Science, P. 342.

কি উপায়ে তাহা হইতে পারে?

অন্যান্যদেশে এ প্রশ্নের উত্তর পান নাই বলিয়াই রিলিজন্ ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বেদের চরণসেবা করিলে, বেদসমুদ্রসমুত্থিত আর্য্যশাস্ত্রের শরণ লইলে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়। রিলিজন্ ও ধর্ম্ম এই পদার্থদ্বয়ের চিত্র যে রীতিতে অঙ্কিত হইবে, পাঠকদিগকে এইবার তাহা জানাইব।

রিলিজন্ কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার, কারণ রিলিজনের জন্মস্থিত্যাদিপরিণাম আছে। কার্য্যাত্মভাবের বা ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়। রিলিজন্ চিত্রাঙ্কন করিবার সময়ে আমরা এইজন্য পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক চিত্রিত ত্রিবিধ রিলিজন্ চিত্রকে আদর্শ করিয়া উহার ষড়্‌ভাববিকারের তথ্যানুসন্ধান করিব, রিলিজনের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করিব, নীতিপরায়ণতা-ও-রিলিজনের সম্বন্ধ বিচার করিব।

ধর্ম্মের চিত্র যেভাবে চিত্রিত হইবে।

ধর্ম্মকার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক এইদ্বিবিধভাবের বাচক। অতএব ধর্ম্মচিত্রাঙ্কনে এই দ্বিবিধভাবের রেখাপাত করিতে হইবে। শাস্ত্রচরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম, শব্দ ও বেদ, এইপদচতুষ্টয় সমানার্থক। বেদ-ও-বেদ্যপদার্থ নিরূপণ ও ধর্ম্মচিত্রাঙ্কন এক কথা। শব্দ-বা-বেদের স্বরূপ দর্শন করিলেই ধর্ম্মের রূপ নয়নগোচর হইবে।

ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয়।

"सर्व्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्म्मणो वापि कस्यचित्।
यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत् केन गृह्यते॥
सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्त्तते।
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः साभिधेयक इति प्राञ्चः॥"

শ্রীদুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশকৃত-মুগ্ধবোধটীকা-ধৃত প্রাচীন-বচন।

যে কোন শাস্ত্র বা যে কোন কর্ম্ম হউক, যাবৎ তাহার প্রয়োজন উক্ত না হয়, তাবৎ তৎশাস্ত্র কেহ গ্রহণ করেন না, তাবৎ তৎকর্ম্মে কেহ প্রবৃত্ত হয়েন না। প্রয়োজনবোধই অখিলকর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। সিদ্ধার্থ-ও-সিদ্ধসম্বন্ধকে * শ্রবণকরিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা এইজন্য 'গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রণীয়মান গ্রন্থের প্রয়োজন এবং ইহার সাভিধেয়ক-সম্বন্ধ-নির্ণয় অবশ্য কর্ত্তব্য' এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

প্রয়োজন-লক্ষণ।

"यमर्थमधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प্রयोजनम्।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।২৪।

অর্থাৎ যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা 'প্রয়োজন-পদার্থ'। সুখবিশেষ ও পরিশ্রমাদিজন্য-দুঃখনিবৃত্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকে ভোজন-শয়নাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব সুখবিশেষ-বা-পরিশ্রমাদিজন্য-দুঃখনিবৃত্তিই ভোজন-শয়নাদি কর্ম্মের প্রয়োজন। ভোজনাদিকে ইচ্ছা করিয়া লোকে পাকাদি কার্য্য-সম্পাদন করে, এইনিমিত্ত ভোজনাদিকার্য্যকেও, উক্ত প্রয়োজনলক্ষণানুসারে পাকাদিকার্য্যের প্রয়োজন বলিতে হইবে।

"येन प्रयुक्तः प्रवर्त्तते, तत्प्रयोजनम्। तेनानेन सर्व्वे प्राणिनः सर्व्वाणि कर्म्माणि सर्व्वाश्च विद्या व्याप्ताः।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।১।

---

* অর্থাৎ, সিদ্ধ হইয়াছে—প্রথিত হইয়াছে অর্থ—প্রয়োজন যাহার, তাহা সিদ্ধার্থ, এবং সিদ্ধ-বা প্রতিপাদিত হইয়াছে সম্বন্ধ যাহার তাহা সিদ্ধসম্বন্ধ। যে পদার্থদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধহইতে পারে তাহা অবগত না হইলে কেহ তৎপদার্থ গ্রহণ করে না, তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, এবং অসিদ্ধসম্বন্ধ-পদার্থও লোকে উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 'প্রয়োজন'। নিখিল প্রাণীই প্রয়োজনবিশিষ্ট, কর্ম্মমাত্রেই সপ্রয়োজন, সকলবিস্তাই প্রয়োজনব্যাপ্ত। বিনাপ্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; চেতন, অচেতন, সকলপদার্থই কর্ম্মশীল, কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য নহে,—অতএব নিখিল জাগতিকপদার্থই প্রয়োজনব্যাপ্ত।

"কেন প্রযুজ্যতে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈরিতি কেচিৎ। বয়ং তু পশ্যামঃ সুখদুঃখাপ্তিহানিভ্যাং প্রযুজ্যত ইতি। সুখদুঃখসাধনভাবাত্তু সর্ব্বৈরর্থৈশ্চেতনং প্রযোজয়ন্তীতি।"—

ন্যায়বার্ত্তিক।

শুনিলাম, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে, এক্ষণে জানিতে হইবে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্মারম্ভ করে, তাহা কি। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। উদ্যোতকরাচার্য্য বলিয়াছেন, আমাদের মতে সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখহানি এই দ্বিবিধ অর্থদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজন।

"তচ্চ দ্বিবিধং মুখ্যং গৌণঞ্চেতি। তত্র সুখদুঃখাভাবৌ মুখ্যে প্রয়োজনে তৎসাধনং গৌণং প্রয়োজনম্।"—

বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটী মুখ্য-প্রয়োজন এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণ-প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার মুখ্য-ও-গৌণ এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের স্বরূপ-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন—

"তত্র নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্ম্মুখ্যপ্রয়োজনত্বং, তদুপায়স্য তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্গৌণপ্রয়োজনত্বমিতি।"—

ন্যায়সূত্রবৃত্তি ১।১।২৪।

পাককার্য্যের প্রয়োজন—পাকেচ্ছার বিষয় ভোজন, ভোজনের জন্য পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভোজনকার্য্যের প্রয়োজন সুখবিশেষপ্রাপ্তি। সুখবিশেষপ্রাপ্তি-প্রয়োজনের অন্যপ্রয়োজন নাই, ইহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে, ইহা নিরুপাধীচ্ছা-বিষয়। দুঃখাভাবরূপ প্রয়োজনও এইরূপ অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে, সুতরাং

ইহাও নিরুপাধীচ্ছাবিষয়। যাহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় নহে (Not dependent on other motive or end) তাহাই 'মুখ্য-প্রয়োজন', এবং যাহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয় (Dependent on other motive or motives) মুখ্য-প্রয়োজনসিদ্ধির যাহা করণ বা সাধন, তাহা 'গৌণ-প্রয়োজন'।

সাতিশয় সুখ ও নিরতিশয় সুখ।

বুঝিলাম, প্রয়োজন (Motive) ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম আরব্ধ হয় না, এবং যৎ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, যাহাকে অভিলাষ করিয়া বা যদুদ্দেশ্যে কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়, তাহা প্রয়োজনপদার্থ। প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণভেদে দ্বিবিধ। যে প্রয়োজন অন্যেচ্ছাধী-নেচ্ছাবিষয়ক নহে, যে প্রয়োজনের প্রয়োজনান্তর নাই বা যাহা স্বমাত্র-বিষয়ক-জ্ঞান-জন্য ইচ্ছা-বিষয়, তাহা 'মুখ্যপ্রয়োজন,' অপিচ যাহা ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়, তাহা 'গৌণপ্রয়োজন'; বুঝিলাম, সুখবিশেষপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি এই দুইটী 'মুখ্যপ্রয়োজন'। সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখহানির জন্যই সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুখ সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ।

"সুখঞ্চ দ্বিবিধং সাতিশয়ং নিরতিশয়ঞ্চেতি।"—

বেদান্তপরিভাষা।

যাহার অতিশয় আছে, যাহা অতিশয়ের সহিত বিদ্যমান, অর্থাৎ যাহা পরিচ্ছিন্ন বা স্বল্প, তাহা 'সাতিশয়'। নাই অতিশয় যাহার, অর্থাৎ যাহা অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, তাহা 'নিরতিশয়'।

"তত্র সাতিশয়ং সুখং বিষয়ানুষঙ্গজনিতান্তঃকরণবৃত্তিতারতম্যকৃত আনন্দলেশাবির্ভাববিশেষঃ। * * * নিরতিশয়ং সুখঞ্চ ব্রহ্মৈব।"—

বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ, বিষয়ানুষঙ্গজনিত অন্তঃকরণবৃত্তিতারতম্যকৃত আনন্দলেশাবির্ভাববিশেষের নাম 'সাতিশয় সুখ' এবং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই 'নিরতিশয় সুখ'।

'সুখ' এই শব্দটার নিরুক্তি হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

অনুকূল-বা-ইষ্টবিষয়ানুষঙ্গজনিত মানসবিকারবিশেষকেই আমরা সাধারণতঃ 'সুখ' বলিয়া বুঝিয়া থাকি; বৈষয়িকসুখই আমাদের সমীপে সুখনামে পরিচিত পদার্থ। বৈষয়িক সুখ বিষয়াসক্তের যে পরিচিতপদার্থ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু পাছ-

শালাতে মিলিত স্বল্পস্থিতি-পথিকসমূহের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পরিচয় হইয়া থাকে; বৈষয়িকসুখ ও বিষয়াসক্তের মধ্যেও তাদৃশ পরিচিতিই আছে। পথিক পূর্ব্বদৃষ্ট পথিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নাম-ধাম বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্তও সুখভোগকালে 'ইহা তজ্জাতীয় পদার্থ, যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম', বৈষয়িকসুখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, আয়তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'সুখ' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ স্মরণ করিলে, আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, সুখের অসম্পূর্ণ পরিচয়ই আমাদের আছে। 'খ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খহেতুক—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত মানসবিকার বিশেষের নাম 'সুখ'; অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহা 'সুখ', কিংবা পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখকে যাহা খনন করে—নাশ করে—পরিচ্ছিন্ন করে—আবৃত করিয়া রাখে, তাহা 'সুখ'।*

নিরুক্ত ও তাহার টীকাতে 'সুখ' শব্দের যে সকল ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, সুখ পরিচ্ছিন্ন-ও-অপরিচ্ছিন্ন-ভেদে দ্বিবিধ। 'পরিচ্ছিন্ন সুখ'—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত মানসবিকার, 'অপরিচ্ছিন্ন সুখ'—অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপাবস্থিতি।

সাতিশয়সুখ নিরতিশয়সুখহইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে।

অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্তু, অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখান্বেষণকারিচিত্ত সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখপ্রদ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়,—সুখান্বেষণার্থ-বহির্মুখচিত্ত অন্তর্মুখ হয়,—নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া স্বস্থানে

* "सुखं कस्मात्? सुहितं खेभ्यः। खं पुनः खनतेः।"—

নিরুক্ত ৩।৩।১।

"सुहितं सुष्ठु हितमेतत् खेभ्यः इन्द्रियेभ्यः। खं पुनः इन्द्रियम् खनतेः धातोः।"—

দুর্গাচার্য্যকৃতটীকা।

अतिशयेन हितं पुरुषस्य, खेभ्यः खहेतुकमित्यर्थः। हितं वा पुरुषे आत्मधर्मत्वात् सुखादीनां धर्म्माधिकरणत्वाच्च धर्म्मिणाम्। * * * 'खं' पुनः खनतेः, तत्पूर्व्वक खनुकनति निखनयति, किम्? परब्रह्मप्राप्तिसुखम्, कथम्? आवृत्तसुखमहतीरधीनत्वात् इति सुखम्।"—

শ্রীদেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টুটীকা।

প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইলেই কান্তিযুক্তদর্পণে মুখপ্রতিবিম্বের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, ইহাকেই বিষয়প্রাপ্তিজন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। * অল্পবুদ্ধি মানব মনে করে; বিষয়ে সুখ দিল—বিষয়োপভোগ করিয়া সুখপ্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা, সুখোপলব্ধি হইল, চিত্ত-বৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া, সুখ হইল, চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল এইনিমিত্ত, কিয়ৎক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন-বা-মরণযাতনা ভোগ করিতে হয় নাই তন্নিবন্ধন। আত্মার স্বরূপাবস্থাই 'সুখ'। বৈষয়িকসুখ প্রকৃতসুখের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা।

"एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ, বৈষয়িক আনন্দ বস্তুতঃ পরমানন্দব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা পরমানন্দেরই মাত্রা, তাঁহারই কলা-বিশেষ। জীব সকল এই পরমানন্দের কণামাত্র উপভোগ করে, পরমানন্দের কণা-মাত্র আশ্রয় করিয়া জীবজগৎ অবস্থান করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জনিত সুখ 'সাতিশয় সুখ'—'সাতিশয় আনন্দ,' এবং অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম 'নিরতিশয়সুখ'—'পরমানন্দ'। এই নিরতিশয়সুখই মুখ্যপ্রয়োজন, ইনিই জীবের ঈপ্সিততম, ইহাঁকে পাইবার জন্যই জীবজগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল—সতত চঞ্চল।

নিরতিশয়সুখপ্রাপ্তি ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্যপ্রয়োজন।

সুখপ্রাপ্তি ও অহিতনিবৃত্তি—দুঃখহানি, জীবমাত্রেরই এই দুইটী প্রয়োজন, তাহা আমরা অবগত হইলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীব কিরূপ সুখ প্রার্থনা করে, এবং দুঃখের কিরূপ নিবৃত্তিই বা জীবের আকাঙ্ক্ষিত।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক-ও-আধিভৌতিকভেদে আত্মার বাধনালক্ষণ—আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় দুঃখপদার্থকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। শরীর-ও-মনোমাত্রজন্য দুঃখকে 'আধ্যাত্মিক দুঃখ' বলে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষত্রয়ের বৈষম্য-জন্য যে দুঃখ তাহা শারীর, এবং কামক্রোধাদিজনিত বাধনালক্ষণ-পদার্থ মানস দুঃখ। দেবতাসমূহ (অগ্নি, বায়ু ও গ্রহাদি) অধিকার করিয়া যে সকল দুঃখ উপস্থিত

---

* "विषयसुखमपि न स्वरूपसुखादतिरिच्यते। विषयप्राप्तौ तस्मात् अन्तर्मुखे मनसि स्वरूपसुखस्यैव प्रतिबिम्बनात्। आत्मसुखमेव हर्षे हि सुखप्रतिबिम्बनम्।"—

अद्वैतब्रह्मसिद्धि

হয়, অগ্নিবায়্বাদি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যে সকল দুঃখের হেতু, তাহারা 'আধিদৈবিক দুঃখ' এবং ভূতসকল (মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিসমূহ ও স্থাবর-পদার্থজাত) অধিকার করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শারীর-দুঃখোপশমনার্থ চিকিৎসাশাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, কতিপয় মানব শারীর-দুঃখ-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য কর্ম্মশীল, ঔষধাবিষ্কার-ও-রোগোৎপত্তির কারণনির্দ্দেশের নিমিত্ত সচেষ্ট। মানস-দুঃখ-নিবারণের জন্য, মানস-ব্যাধির ঔষধ যাহাতে সুখলভ্য হয়, মনুষ্যমাত্রেই তন্নিবন্ধন যত্নশীল। * বরস্ত্রী, সুস্বাদু অন্ন প্রভৃতি পদার্থজাত সাধারণতঃ মানস-ব্যাধির ভেষজরূপে পরিদৃষ্ট হয়। নীতিশাস্ত্রোপদিষ্ট নিরত্যয়-স্থানে বাস, শত্রুদমনের নানাবিধ উপায় আবিষ্কার আধিভৌতিক-দুঃখ-নিবারণার্থ মানব ইত্যাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ, একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, মানব যে কোন কর্ম্ম করে, তাহাই দুঃখনিবৃত্তি-ও-সুখ-প্রাপ্ত্যর্থ করিয়া থাকে।

জীব সুখের ভিক্ষুক বটে, জীব দুঃখপরিহারার্থী, তাহা সত্য, কিন্তু জীব কিরূপ সুখ প্রার্থনা করে? জীব দুঃখের কিরূপ নিবৃত্তি ইচ্ছা করে? পারুক না পারুক, বুঝুক

---

* মানসদুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে সকলেই প্রস্তুত নহেন। কামক্রোধাদিকে যদি মানসদুঃখ সুতরাং, ত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে বৃত্ত্যধীন, বিষয়াসক্ত-চিত্ত মানব কি লইয়া থাকিবে? কামক্রোধ যদি দুঃখ হয় হউক, তথাপি ইহা ত্যাজ্য নহে, লোকে এই মতই আয়ত্ত। যাহারা চরিতার্থ হইলে সুখ হয়, যাহাদের চরিতার্থজনিত মানসবিকার মনুষ্যের সুখদায়ক পদার্থ, যাহাদের অবাধে তৃপ্ত করাই সচরাচর মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহারা যদি দুঃখ হয়, তবে তাহা দুঃখদায়ক সুখবীজ, মোহমুগ্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবের ইহাই ধারণা। যাঁহাদের প্রকৃতি রজোগুণপ্রধান বা তমোগুণবহুল, মানসদুঃখসমূহ তাঁহাদের দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান না হইবার কথা। কাহারা দুঃখ-নিবারণের—দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির পথ স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং কাহারা উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাহারা চরমোন্নতিতে উন্নীত হইতে পারিয়াছিলেন, মনুষ্যজীবনের মুখ্যলক্ষ্য কাহাদের হস্তগত হইয়াছিল, কোন্ মহাত্মারা কৃতকৃত্য হইয়া চিরশান্তি উপভোগ করিতেছেন, এতদ্দ্বারা ইহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত কোন দেশে, জীবের প্রকৃত ব্যাধিই অদ্যাপি নির্ব্বাচিত হয় নাই, অন্যদেশে ব্যাধিকেই স্বাস্থ্য বলিয়া আজপর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে। রোগ, রোগ বলিয়াই ঠিক হয় নাই, কাহাকে সুখ বলে, কাহাকে দুঃখ বলে, আমরা কি চাই, এ পর্য্যন্ত তাহাই নিঃসংশয়রূপে—সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া নিরূপিত হয় নাই, সুতরাং চিকিৎসা হইবে কিরূপে? ব্যাধি-নির্ব্বাচন, ঔষধ আবিষ্কার, পথ্যাপথ্য-বিচার, রোগীর চিকিৎসাধীনত্ব—চিকিৎসকের বশে থাকা,—এ সকল না হইলে চিকিৎসা হওয়া কি সম্ভব? তাহা হইতে এখন অনেক বিলম্ব। এখন পর্য্যন্ত মুখই সে দিকে ফেরে নাই।

না বুঝুক, জীব যে নিরতিশয়—ভূমা সুখের প্রার্থী, জীব যে দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির অভিলাষী—তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এইত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই (যেরূপে নিবৃত্ত হইলে নিবৃত্তপদার্থের পুনরাবৃত্তি হয় না, আর কোন কালে দেখা দেয় না, তাহাকে অত্যন্তনিবৃত্তি বলে) পরমপুরুষার্থ—মুখ্যপ্রয়োজন।

রোগ যদি প্রকৃতরূপে নির্ব্বাচিত হয়, যদি তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগোপশম হয় বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ঔষধ কি আছে, যাহা সেবন করিলে নিবৃত্তরোগের পুনরাবৃত্তি হইবে না? দেখিতে পাই, জরাদিরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার সেই রোগ অথবা তদধিকযন্ত্রণাপ্রদ রোগান্তরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এরূপ রোগ আছে, যাহার প্রকৃত ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতিদেবী, মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনসংহারক দুরাধর্ষ অসংখ্য নবনব রোগের সৃষ্টি করিতেছেন, স্বল্পবল, স্বল্পবুদ্ধি মানব তৎপ্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবে কি, তাহাদের বীর্য্য, পরাক্রম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সকল রোগোৎপাদন করিতে পারেন, মানব শত-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপক চেষ্টা দ্বারাও তৎ-প্রশমনোপায়-নির্দ্ধারণে পারগ হয় না। সমরোগে আক্রান্ত দশটী রোগীকে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে পাঁচটী আরোগ্য লাভ করিল, দুইটীর কিছু উপশম-বোধ হইল, অবশিষ্ট তিনটীর কোনই উপকার হইল না, তাহাদের ইহাতেই জীবন-শেষ হইল, এরূপ ঘটনা কি চিকিৎসক, কি অচিকিৎসক, সকলেই নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয়? মনে হয়, আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির নিগ্রহানুগ্রহাধীন, প্রকৃতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষিত হয়, প্রকৃতি যাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন সে সংহৃত হয়, প্রকৃতি যাহাকে নিগৃহীত করিতে বাঞ্ছা করেন সে নিগৃহীত হয়, কোন মানবীয় শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

"ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।"—

সাং দং ১।২।

অর্থাৎ লৌকিক উপায় (ঔষধ-ধনাদি)-দ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, কারণ ঔষধ-বা-ধনাদি দ্বারা নিবৃত্ত দুঃখের অনুবৃত্তি হয়, ঔষধ-ধনাদিদ্বারা উপশমিত—কথঞ্চিৎ শান্ত দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়।

ঔষধ-ধনাদি লৌকিক উপায়সমূহদ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় না, জানিয়া শুনিয়াও লোকে দুঃখনিবারণের জন্য সাধারণতঃ লৌকিক উপায় সকলেরই আশ্রয়

গ্রহণ করে কেন? মনুষ্য জগতের কি নিমিত্ত লৌকিকদুঃখনিবারণোপায় ধনাদির অর্জ্জন, ঔষধ ও বিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি দুঃখশমন, দৃষ্টসাধন-সমাগমের প্রবৃত্তি এত বলবতী?

"प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्।"—

সাং দং ১।৩।

অর্থাৎ, দৃষ্টসাধনজন্ত দুঃখনিবৃত্তিতে অত্যন্ত-পুরুষার্থত্ব না থাকিলেও যথাকথঞ্চিৎ পুরুষার্থত্ব আছে, দৃষ্ট-বা-লৌকিক দুঃখশমনসাধনাদিদ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি রূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ না হইলেও ক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তাৎকালিক প্রতীকার হয়, ইহাদিগদ্বারা মন্দপুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব দুঃখ-নিবারণের এরূপ চেষ্টা অনর্থক নহে। ক্ষুধারোগের একেবারে শান্তিকারক ভেষজ যাবৎ না পাওয়া যায়, তাবৎ ক্ষুদ্রোগের আশুপ্রতীকারক ঔষধের শরণ লইতেই হইবে।

প্রমাণকুশল বিজ্ঞপুরুষেরা মন্দ-পুরুষার্থ-সিদ্ধিকে হেয় জ্ঞান করেন, দুঃখাদুঃখ-বিবেক-শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বজ্জনেরা দৃষ্ট-সাধনজ-দুঃখ-প্রতীকারকে দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধনাদিদ্বারা লব্ধ সুখও তাঁহাদের বিবেচনায় সুখনামক দুঃখপদার্থ। দৃষ্টসাধন বা উপায় সর্ব্বত্র দুঃখপ্রতীকারক হইতে পারে না, সকল দেশে চিকিৎসক সুলভ নহেন, সুলভ হইলেও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি প্রশমিত করিবার শক্তি চিকিৎসকের নাই; সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য-বা-প্রত্যাখ্যেয় ভেদে রোগ ত্রিবিধ। * অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইলে, কেহই তাহাকে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি স্বভাব-বল-প্রবৃত্ত ব্যাধি সকলের একেবারে প্রতীকার হওয়া অসম্ভব, শারীর-রোগের যদি কিছু প্রতীকার হইল, অমনি মানস-রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, মানব এইরূপে নিরন্তর কোন-না-কোনরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে, মুহূর্ত্তকালও কোন মানব সুখী নহে। বিশুদ্ধ সুখ—দুঃখাবিমিশ্রিতসুখ সদসদাত্মক সংসারে দুর্লভ পদার্থ। আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয়, তাহাও পরিণাম-তাপ ও সংস্কার-দুঃখ-রক্ষিত, সুতরাং তাহা বিষমিশ্রিত অন্ন, বিবেকীর সমীপে তাহা দুঃখপদার্থরূপে পরিগণিত।

---

* "व्याधिविशेषास्तु प्रागभिहिताः सर्व्वएवैते त्रिविधा साध्या याप्याः प्रत्याख्येयाश्च।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষের বিবরণ পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, ঐ পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাধিসমূহের মধ্যে সকলেই সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়-ভেদে ত্রিবিধ, সকল ব্যাধিরই এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।"—

পাং দং।

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত এক-একপ্রকার মনোবিকারই আমাদের নিকটে সুখ-নামে পরিচিত পদার্থ। সংসারের সকলবস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সকলপদার্থই পরিণামী, সুতরাং, যাহাকে যে সুখজনক পদার্থ বলিয়া মনে করে, তাহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা যে শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিশ্চিত। সুখজনকপদার্থের নাশে যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। সুখকরপদার্থ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহা অনতিবিলম্বে বিলীন বা দুষ্প্রাপ্য হয়, সুখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিকসুখভোগের পরিণামদুঃখানলে দগ্ধহইতে হয়। যাহা মধুর, যাহা সৎ, তাহা এই অসৎ ক্ষণপরিণামী সংসারে পাওয়া যাইবে কেন? মায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয়, এ নশ্বর, এ সতত চঞ্চল, এ অসার সংসারে তাহা থাকিবে কেন? ভবসাগরে ভাসিতে-ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, কত লোকের সঙ্গ ভাল লাগিয়াছে, কত দ্রব্য মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আত্মহারা আত্মবিস্মৃত আমি কত লোককে আত্মীয়-বোধে ধরিয়াছি, কিন্তু কেহই স্থির হয় নাই; নদীতে ভাসমান তরঙ্গতাড়িত, বায়ুবিচালিত তৃণসমূহের পরস্পর মিলনের ন্যায়, সংসারের সকল মিলনই ক্ষণস্থায়ী, এ বিয়োগ-সাগরে চির-সংযোগের আশা, দুরাশা। যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যথায় সংযোগ ক্ষণকালও বিয়োগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, সে রাজ্যে স্থায়ি-ভাবের নিত্য অভাব। মরুভূমিতে কি কখন পিপাসার শান্তি হইতে পারে? অমাবস্যাতে কি পূর্ণশশধরের চিত্তবিনোদ-রূপ-দর্শন-লালসা মিটিতে পারে? পরিবর্ত্তনশীলসংসারে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগযাতনা ভোগ করিবার নিমিত্ত সংযোগ হইয়া থাকে। সাংসারিক সুখ সুতরাং পরিণামদুঃখের প্রসূতি (Premature consolation is but remembrancer of sorrow)।

সুকুমার শিশুর সুধামাখা সহাস্য আস্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক জননী মর্ত্ত্যে থাকিয়া ত্রিদিব-সুখ ভোগ করিতেছেন, শিশুর অমৃতনিষ্যন্দিনী অর্দ্ধস্ফুট 'মা' 'মা' বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অঙ্কস্থিত শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, সুধায় হাসিমাখা মুখ বিকৃত হইল, জননীর মুখশশী বিষাদমেঘে আবৃত হইল। পূর্ণিমার সুধাকরকে কোন্ রাহু গ্রাস করিল, নিরূপণার্থ চিকিৎসক আসিলেন, নানাবিধ চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শিশু

একদিন মা'র ক্রোড় ত্যাগ করিয়া 'মাগো! সংসারের কেহই কাহারও নহে, তুমিও আমার মা নও, আমিও তোমার সন্তান ন'ই,' এই শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল; আহা! দুইদিন পূর্ব্বে যে মাতা তাঁহার অসেচনক হৃদয়রত্নকে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, যাহার মুখ নিরীক্ষণকরিলে তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, জগৎকে বিস্মৃত হইতেন, শোক-তাপের আক্রমণ অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেন, আজ তাঁহার কি দুরবস্থা; প্রস্ফুটিত গোলাপ আজ ধূলি-ধূসরিত, আজ বিবর্ণ; যে বক্ষঃ সুকুমার শিশুর অঙ্গস্পর্শে স্নিগ্ধ হইত, পুত্র-বিয়োগ-বিধুরার সেই কোমল বক্ষঃ আজ করাঘাতে শতধা বিদীর্য্যমাণ। পুত্র চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল জননীর হৃদয়ভেদিনী স্মৃতি, দিয়া গেল জীবনব্যাপী পরিণামদুঃখের উৎস। অতএব ক্ষণভঙ্গুর বৈষয়িকসুখের পরিণাম যে দুর্ব্বিষহ দুঃখময়, তাহা বলা বাহুল্য।

বৈষয়িকসুখের পরিণাম দুঃখময় হয় হউক, কিন্তু বৈষয়িক-সুখভোগকালে ত কোন দুঃখ থাকে না, তখন ত বিশুদ্ধ সুখ-ভোগ হইয়া থাকে, ক্ষণভঙ্গুর হইলেও লৌকিক-সুখ-ভোগ-সাধন-ধনাদিদ্বারা যখন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং বৈষয়িক-আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার উৎকৃষ্টতর আনন্দের আস্বাদ যখন আমরা পাই নাই, তখন বৈষয়িকসুখকে আমরা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করিতে পারি না, ধ্রুব ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের আশ্রয় করিলে, অধ্রুবত নষ্ট হয়ই, অপিচ ধ্রুবপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নিরতিশয়সুখ থাকে থাকুক, তদধিগমের জন্য আমরা বৈষয়িকসুখভোগ ত্যাগ করিতে পারি না।

সাংসারিকসুখ যে সুখ নহে, সাংসারিকসুখ যে সুখনামক দুঃখপদার্থ, তাহাই বা কে বলিল? সাংসারিকসুখ যদি সুখনামক দুঃখপদার্থ হইত, তাহা হইলে ইহা দুঃখের ন্যায় সকলেরই দ্বেষ্য হইত, জীব তাহা হইলে ইহার জন্য লালায়িত হইত না, দুঃখকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ পাইতে চাহিত না। যাঁহারা স্থূলদর্শী, যাঁহারা সংসার-সীমা-বদ্ধদৃষ্টি, যাঁহারা শক্তিহীন, যাঁহারা দুর্ভাগ্য, তাঁহারা প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক এইরূপ তর্ক উত্থাপন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষয়িকসুখকে সূক্ষ্মদর্শী, সাক্ষাৎ-কৃত-ধর্ম্মা মহর্ষিগণ যেকারণে দুঃখরূপে পরিগণিত করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে, সকল সংশয় নিরস্ত হইবে—সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবে। বৈষয়িকসুখও সুখ-নামক দুঃখপদার্থ, ইহাকে দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করা উচিত, এবম্প্রকার উপদেশের ইহা তাৎপর্য্য নহে, যে সুখ ও দুঃখ এক পদার্থ, অনুকূল-বেদনীয় ও বাধনা-লক্ষণ এই দ্বিবিধপদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; পরহিতৈকব্রত, অধিকারানুসারে উপদেষ্টা, দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বাচনক্ষম, পরমদয়ালু মহর্ষিগণ, এতদ্দ্বারা সংসারবাসী বদ্ধ, মুমুক্ষু জীবমাত্রকেই সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ করেন নাই। মহর্ষিরা ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য

কাহাকেও এরূপ উপদেশ-শ্রবণের অধিকার দেন নাই কেন; এই দুর্দ্দিন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝাইতেছে। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই শাস্ত্রনিদেশবর্ত্তী ছিলেন, শাস্ত্রশাসন অতিক্রম করিতে অত্যল্প লোকেই সাহসী হইতেন,. এইজন্ত শাস্ত্রমর্ম্ম তখন যথাযথভাবে গৃহীত হইত, শাস্ত্রশাসন যে নির্দ্দোষ, অনায়াসেই তাহা তখন সপ্রমাণ হইত। একণে সেদিন গিয়াছে, রাজা অন্যরূপ হইয়াছেন, সচিবমণ্ডলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; ধর্ম্মরাজ্য একণে ব্যক্তিতন্ত্র—স্বেচ্ছাপ্রভুত্বাধীন। শাস্ত্র কি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সন্ন্যাসাধিকার দিয়াছেন ? জগৎ মিথ্যা, সাংসারিক সুখ বস্তুতঃ বিষমিশ্রিত অন্ন; যাবৎ বৈরাগ্যোদয় না হইবে, যাবৎ চিত্ত কামনাশূন্য না হইবে, তাবৎ কেহ প্রকৃতসুখে সুখী হইতে পারিবে না, ইত্যাদি উপদেশবাক্যের মূল্য কত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণাশ্রমমূলক। যে-যে বর্ণ ও যে-যে আশ্রমের জন্য শাস্ত্র যে-যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সেই বর্ণ ও তত্তদাশ্রমস্থিতব্যক্তিই তত্তদুপদেশ শ্রবণ ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্র-শাসন, ইহাই ঋষিদিগের অভিপ্রায়। শাস্ত্রশাসনানুসারে যদি মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণই বৈরাগ্যোদ্দীপক জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিতেন, মুদ্রাযন্ত্রের ও অর্থার্জ্জন-প্রয়োজন, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন মহোদয়বৃন্দের প্রসাদে অযথা-শাস্ত্রব্যাখ্যা যদি এরূপ সুলভ না হইত, শাস্ত্রশাসনহইতে স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ-প্রয়োজন ও ক্ষীণ-যুক্তিকে যদি এতদূর প্রাধান্য দেওয়া না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের ঈদৃশী দুরবস্থা হইত না, অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ সকল তাহা হইলে কপর্দ্দকমূল্যে বিক্রীত হইত না, পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালকও, তাহা হইলে, ভগবান্ গোতম-কণাদ, জৈমিনি-বাদরায়ণ বা কপিল-পতঞ্জলির দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হইত না।

"ইষ্টানিষ্টকারণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ মিথঃ সুখদুঃখয়োরর্থান্তর-ভাবঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন ১০।১।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কণাদ সুখ ও দুঃখ যে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, সূত্রটীদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সুখ ও দুঃখ যে এক পদার্থ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে মহর্ষি কণাদ-প্রদর্শিত যুক্তি—কারণভেদে কার্য্যভেদ হইয়া থাকে ;. সুখ ও দুঃখের কারণ পরস্পর বিভিন্ন, ইষ্ট—ইষ্যমাণ স্রক্-চন্দন-বনিতাদি সুখের এবং অনিষ্ট—অনিষ্যমাণ অহিকণ্টকাদি দুঃখের কারণ।

"অন্যথৈবাত্মাধীনং কার্য্যমেবাত্মমাবয়বকম্ ।"—

উপস্কার।

স্রক্-চন্দন-বনিতাদি যে পদার্থ; অহিকণ্টকাদি নিশ্চয়ই তজ্জাতীয় পদার্থ নহে,

সুতরাং স্রক্-চন্দন-বনিতাদির কার্য্য যে অহিকণ্টকাদির কার্য্য হইতে বিভিন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সুখ ও দুঃখ যে এক পদার্থ নহে, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি—'বিরোধাৎ'; অর্থাৎ সুখভোগকালে চিত্তে যেপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, দুঃখভোগকালে তাদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; সুখ-দুঃখের কার্য্য পরস্পর-বিরোধী। অনুগ্রহ, অভিষঙ্গ, ইন্দ্রিয়প্রসাদ প্রভৃতি সুখের কার্য্য, এবং মুখমালিন্য বাধাবোধ ইত্যাদি দুঃখের কার্য্য। ঈপ্সিত-বা-সুখকর পদার্থের সহিত বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়গ্রামের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে যে পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎ-পরিণাম-বা-পরিবর্ত্তনের অনুভূতি সুখানুভূতি, এবং অনীপ্সিত-বা-বাধাপ্রদ-পদার্থসমূহের সহিত সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে-যেরূপ পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎ-পরিণাম-বা-পরিবর্ত্তনের অনুভূতি দুঃখানুভূতি। অতএব সুখ দুঃখ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ; সুখ সুখ, দুঃখ দুঃখ। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে যোগীরা বৈষয়িকসুখকে দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন কেন? পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সাংসারিক সুখকে পরিণাম-দুঃখের প্রসূতি বলিয়াছেন কেন?

সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ বলেন, বৈষয়িকসুখভোগকালেও একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, বৈষয়িকসুখভোক্তা, বহুবিধদুঃখে জড়িত থাকে, নানা-প্রকারতাপে সন্তপ্ত হয়। সাম্রাজ্যাধিপতির সর্ব্বজনকমনীয় সুখও নিষ্কণ্টক নহে, তাহাতেও দুঃখ অনুস্যূত আছে, শিরোর্দ্ধবিলম্বিতখড়্গ-মানবের ন্যায় সম্রাট্‌ও সদা-শঙ্কিত। কিছুই চিরদিনের জন্য নহে, অদ্য আমি সর্ব্বজনপূজিত সম্রাট্, অমরলোভ-নীয় সুখে সুখী, কিন্তু কল্য পথের ভিক্ষুক হইতে পারি, যে হৃদয়াকাশ এক্ষণে সুখক্ষণ-প্রভার ক্ষণিকপ্রভায় প্রভাত হইতেছে, পরক্ষণেই ইহা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইতে পারে, যে দেশের রাজা হইয়া আমি অদ্য আপনাকে সুখী মনে করিতেছি, অভিমানে স্ফীত হইতেছি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলকে তৃণজ্ঞান করিতেছি, সকলের প্রতি অত্যাচার করিতেছি, আমার পূর্ব্বে কত লোক এই দেশের রাজা হইয়া ক্ষণে উত্থিত ক্ষণে বিলীন জলবুদ্বুদের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও যে অচিরে তৎপথ অনুসরণ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রাজ্যে-শ্বরও রাজ্যসুখভোগকালে এইরূপ নানাবিধ চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব সুখভোগকালেও ভাবিদুঃখের ভয়ে সকলেই সদাভীত থাকে, শঙ্কাশূন্য, নিষ্কণ্টক সুখ দৃষ্টসাধনাদিদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, ভোগ্য সকল বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়।*

---

* "শিরোর্দ্ধলম্বিতখড়্গনরবৎ সভয়ং নৃপাঃ।
যাপয়ন্তি সদা কালং মহারাজ্যেশ্বরা অপি॥

কোনরূপ বৈষয়িক সুখভোগ করিবার পর চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হইয়া থাকে, এইসংস্কার আমাদিগকে পূর্ব্বানুভূত সুখের সমান সুখভোগ করিবার জন্য নিরন্তর চঞ্চল করে, যাবৎ পূর্ব্বানুভূত সুখ-সদৃশ সুখ সুলভ না হয়, তাবৎ দুঃখের পরিসীমা থাকে না, তাবৎ কিছুতেই শান্তি প্রাওয়া যায় না, সুতরাং, সুখ-ভোগের সংস্কারও দুঃখপ্রদ। ভোগার্থ সঙ্কল্পিত সুখ, যদি বর্ত্তমানদেহে ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে স্ব-স্ব-কর্ম্মফলানুরূপ দুঃখসঙ্কুল বিবিধভোগায়তন শরীর ধারণ করিতে হইয়া থাকে, অতএব ক্ষণপরিণামী, ক্ষণভঙ্গুর ভোগমাত্রেই যে দুঃখ, তাহা বিবেকীর অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। বৈষয়িকসুখ অবিবেকীর সুখ বলিয়া পরিগণিত হইলেও বিবেকী প্রাগুক্ত দোষে দূষিত বলিয়া, তাহা দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, এ সুখনামক দুঃখপদার্থকে বিবেকী হেয়জ্ঞান করেন, এতৎপ্রাপ্তিকে তিনি পরমপুরুষার্থ মনে করিতে পারেন না; পরিণাম, তাপ ও সংস্কার, এই ত্রিবিধ-দুঃখ-জড়িত বিষয়ানন্দ তাঁহার ঈপ্সিত নহে, পরস্পর-বিরোধিগুণপরিণাম-সংসারে অপরিণামিসুখের বা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের আশা বিবেকী করেন না, মরু-ভূমিতে যে পিপাসা শান্ত হইতে পারে না, তাহা তিনি জানেন, তা'ই অপরিণামদর্শী প্রাকৃতজনবৎ মায়ামরীচিকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া সুখপিপাসা শান্ত করিতে যাইয়া প্রাণ হারান না।

"स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्व्वैर्मानु-ष्यैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणा-मानन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्व्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्व्व-लोक आनन्दाः स एकः कर्म्मदेवानामानन्दो ये कर्म्मणा देवत्वमभि-सम्पद्यन्ते। अथ ये शतं कर्म्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवा-नामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ते शतमाजानदेवा-नामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनो-ऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथैष एव परम आनन्दः।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

सुखस्यान्तेऽपि दुःखस्य यथाहि धर्म्मजन्तवः।
तिष्ठन्ति महिताः सदा तस्मात् भीष्म विभावयन्॥"—

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

ভাবার্থ।

পূর্ব্বে বুঝিয়াছি বৈষয়িক-আনন্দ, পরমানন্দহইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, মাত্রিকভেদ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই, অল্পত্ব-মহত্বব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। সংসারী বিষয়সুখ উপভোগ করে বটে, বৈষয়িকসুখের জন্য সে লালায়িত সত্য, কিন্তু বিষয়সুখ কোন্ পদার্থ, তাহা তাহার সম্যগ্‌রূপে বিদিত নহে বলিয়াই পরমসুখ-বা-পরমানন্দকে লাভ করিতে সে পারগ হয় না, বৈষয়িক-আনন্দকে হেয় জ্ঞান করিতে পারে না, বৈরাগ্যোদ্দীপক কথা স্বচ্ছন্দে-বা-নির্ভয়ে শ্রবণ করিতে পারে না, প্রিয়-পদার্থ-বিরহ-জনিত দুঃখাশঙ্কায় বৈরাগ্যবানের সঙ্গ করিতে সাহস করে না, সংসারবিরক্ত মহাপুরুষদিগকে স্বার্থপর বিভ্রান্তমতি বা অকর্ম্মোদ্যুক্ত অলস-(Inactive, idle)-বোধে ঘৃণা করে।* সুখ কাহাকে বলে, কোন্ উপায়ে সুখী হওয়া যায়, তাহা অবগত হইলে, সাতিশয়সুখ নিরতিশয়-সুখের অংশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যাহার কণামাত্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহার কণামাত্র লাভের জন্য আমরা সদাব্যস্ত, যাহার স্বল্পমাত্রা জাগতিক জীবনের আলম্বন, তাহাই আমাদের ঈপ্সিততম, তাহাই আমাদের মুখ্যপ্রয়োজন।

---

* ভগবচ্চরণসেবানিরত, বিষয়বিরক্ত, আত্মদর্শনেচ্ছু, প্রেমপূর্ণহৃদয় মহাত্মাদিগকে পাশ্চাত্য-সভ্যতা, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের বিশ্বাস, তাদৃশ পুরুষদিগদ্বারা সমাজের কোন উপকার সংসাধিত হয় না, এবং যাহাদিগদ্বারা সমাজের কোন উপকার সংসাধিত হয় না, তাহারা সমাজভারভূত, অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য-সভ্যতার পক্ষপাতী, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি আর্য্যসন্তানগণের মধ্যেও ইদানীং অনেকে সন্ন্যাসীদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন, সমাজপীড়াকর, অকর্ম্মণ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। আত্মোদর-পূরণনিরত, পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞান, বিষয়াসক্ত সামাজিকগণদ্বারা যে জগতের কখন কোন উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয় বিশ্বাস করে না, মানবীয় উন্নতির ইতিহাসও তদনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদান করে না। কোন দেশে, কোন কালে, বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরবশ, সঙ্কীর্ণচিত্ত পুরুষদিগদ্বারা যে সমাজের কোন হিতসাধন হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। যাঁহাদিগদ্বারা জগতের কোন উপকার হইয়াছে, ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায়, তাঁহারা বৈষয়িক সুখ-ভোগ-নিরত, সাধারণসংসারী নহেন, তাঁহারা ঠিক্ সন্ন্যাসী না হইলেও, সাধারণবিষয়ী হইতে ভিন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহ জাগতিক দৃষ্টিতে উন্নতপদস্থ (জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি) ছিলেন না, অধিক বিত্তশালী ছিলেন না, মান-যশের ভিখারী ছিলেন না। সকলেই একরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন। কাহাকে সন্ন্যাস বলে, কাহাকে উপকার বলে, কিরূপ পুরুষ সমাজের উপকার করিবার যোগ্য, কাহাদিগদ্বারা জগতের উপকার হইয়াছে, নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে অনেকটা উপকার হইবে। ত্যাগশীল না হইলে, আত্মজ্ঞান বিস্তীর্ণ না হইলে, ঐন্দ্রিয়িক আকর্ষণকে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য না জন্মিলে, কেহ জগতের উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না।

শ্রুতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ব্রহ্মাদি মনুষ্যপর্য্যন্ত পরমানন্দের মাত্রা আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। মাত্রা-বা-অবয়বজ্ঞানদ্বারা মাত্রী-বা-অবয়বীর জ্ঞান হইয়া থাকে, তাই উদ্ধৃতবচনসমূহদ্বারা কোন্ লোক পরমানন্দের কিয়ন্মাত্রা উপভোগ করিয়া থাকে, শ্রুতি তাহা বুঝাইয়াছেন।

মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি রাদ্ধ—সংসিদ্ধ—অবিকল—সমগ্রাবয়ব, যিনি সমৃদ্ধ—উপভোগোপকরণযুক্ত, যিনি অন্যের—সমানজাতীয়দিগের অধিপতি, স্বতন্ত্র, যিনি সর্ব্বপ্রকার মানুষভোগোপকরণসম্পন্ন, মনুষ্যলোকে তিনিই পরমানন্দ ভোগ করেন—তিনিই পরম সুখী। মনুষ্যলোকে ঈদৃশব্যক্তিহইতে কেহই অধিকতর সুখী নহেন। প্রাগুক্তগুণসম্পন্ন মনুষ্য পরমানন্দের যেমাত্রা উপভোগ করেন, জিতলোক * পিতৃগণের আনন্দ তাহাহইতে শতগুণ অধিক; জিতলোক পিতৃগণ যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ তাহাহইতে শতগুণ অধিক; গন্ধর্ব্বলোক যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, কর্ম্মদেবতাগণের † আনন্দ তাহাহইতে শতগুণ অধিক; কর্ম্মদেবতাগণ যে পরিমাণ আনন্দভোগ করেন, আজানদেবতাদিগের ‡

---

* "श्राद्धादिकर्मभिः पितॄंस्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो लोको येषां ते जितलोकाः पितरस्तेषाम्।"—

শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, যাঁহারা শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মদ্বারা পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, পিতৃগণের মনস্তুষ্টিসম্পাদনরূপকর্ম্মফলে জিতলোক হইয়াছেন, যাঁহারা পিতৃলোককে প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতৃশব্দের তাঁহারা লক্ষ্য পদার্থ।

† "अग्निहोत्रादिश्रौतकर्मणा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते कर्मदेवाः।"—

অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা 'কর্ম্মদেবতা'।

‡ "आजानज एवोत्पत्तित एव ये देवास्ते आजानदेवाः।"—

যাঁহারা উৎপত্তিহইতেই দেবতা, যাঁহারা কর্ম্মদেবতাহইতে ভিন্ন, তাঁহারা 'আজানদেবতা'।

যাঁহারা শ্রুতিবাক্যে আস্থাবান্, তাঁহারা পিত্রাদিলোকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবেন না, কিন্তু যাঁহাদের সমীপে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রোপদেশহইতে পাশ্চাত্যসুধীবৃন্দের উপদেশ অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাঁহারা পিত্রাদি লোকের কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন, এসকল বাক্য অসভ্যাবর্ব্বরোচিত-বোধে তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যবচনসাদর, পরাধীনচিত্ত, পরাধীনচিন্তাশীল, এইরূপ দুর্ভাগা ভারতসন্তানদিগের জন্য আমরা এই স্থলে ফ্রান্সদেশীয় পণ্ডিত Louis Figuiorএর কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিলাম। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তা করা হইবে।

"Notwithstanding the daring of such an attempt, let us now endeavour to form some idea of the radiant creatures which float in the mysterious and sublime regions of that empyrean which hides them from our view. * * * Like the

আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক; যাঁহারা শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ—বেদবিদ্, যাঁহারা অবৃজিন—অপাপবিদ্ধ, যাঁহারা অকামহত—বিগততৃষ্ণ—কামনাশূন্য, তাঁহাদিগের আনন্দ আজানদেবতাদিগের আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক; শ্রোত্রিয়, অপাপবিদ্ধ ও অকামহত পুরুষের আনন্দ প্রজাপতি লোকের আনন্দহইতে শতগুণ অধিক; প্রজাপতিলোকহইতে ব্রহ্মলোকের আনন্দ শতগুণ অধিক।

"अत:परं गणितनिवृत्तिः।"—

শাঙ্করভাষ্য।

যে পরমানন্দের মাত্রা—অবয়ব আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছে, ব্রহ্মলোকাদি-আনন্দ, সেই পরমানন্দ-সাগরের বিন্দুবিশেষ। প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, ইহা গণনীয় বা সংখ্যেয় নহে। মনুষ্যলোকহইতে ব্রহ্ম-লোকপর্য্যন্ত যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন, গণনীয় বা সংখ্যেয় আনন্দ, তদূর্দ্ধ গণিতের সীমা-বহির্ভূত (Cannot be defined numerically)। যিনি শ্রোত্রিয়—বেদবিদ্, যিনি অবৃজিন—অপাপবিদ্ধ, এবং যিনি অকামহত—বিগততৃষ্ণ—বৈরাগ্যবান্, একমাত্র তিনিই-ব্রহ্মানন্দময়। বলা বাহুল্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঈদৃশ মহা-পুরুষই পরম সুখী—পরমানন্দময়। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক এই পরমা-নন্দের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই সদা সচেষ্ট, নিয়ত গতিশীল।

জগতের সৃষ্টি হইতে, দুঃখ-দূরীকরণ ও সুখ-সম্প্রাপ্তির জন্যই জীব চেষ্টা করিতেছে, জীব যাহা কিছু করে, তাহাই জিহাসা বা দুঃখ-ও-দুঃখের হেতুভূত দ্রব্য-নিচয়ের ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ-ও-সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি-কামনায় করিয়া থাকে, জিহাসা ও ঈপ্সা জীবকে কর্ম্মশীল করিবার এই দুইটীই কারণ;—জিহাসা-ও-ঈপ্সা ব্যতিরেকে জীবের অন্য কোন ইচ্ছা নাই, ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই, জীবের সকল কার্য্যই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, কে হিতকর, কে অহিতকর, তাহা নির্দ্ধারণ, ও যাহা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে, কোন্ উপায় দ্বারা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারা যাইবে, কি করিলে চিরদিনের জন্য

human, the superhuman being possesses the three elements of the aggregate, the body, the soul and the life."

The Day after Death. P. 80.

"We believe, with M. Camille Flammarion, that organized beings exist in all the planets."—

Ibid.-P. 195.

ানজ্ঞানং সূর্য্যে संयमात्"এই পাতঞ্জল-সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

তাহা দূরীভূত হইবে, কোন কালেই আর নিকটে আসিতে পারিবে না, এবং যাহা আমার অনুকূল বা আত্মীয়, সুতরাং যাহা ঈপ্সিত—যাহা গ্রাহ্য, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, তাহা সুগম হইবে, তাহা হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে না, তাহা স্থির করিবার নিমিত্তই জীবশ্রেষ্ঠ মানব নিরন্তর চিন্তামগ্ন। আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, বৌদ্ধ হউন, খ্রীষ্টান হউন, জৈন হউন, জোরেস্ত্রান হউন, জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, সকলেই এই জন্য ব্যস্ত; সকলের ইহাই প্রয়োজন, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। কি চিকিৎসা, কি জ্যোতিষ, কি রসায়ন, কি দর্শন, কি শিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-চর্চ্চাই ঈপ্সিত-প্রাপ্তি ও জিহাসিত-হানির জন্য হইয়া থাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন এতদুদ্দেশ্য-মূলক।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, পারগ হউক, আর নাই হউক, বুদ্ধিপূর্ব্বক হউক, অবুদ্ধি-পূর্ব্বক হউক, জীব নিরতিশয়-সুখই প্রার্থনা করে। যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ না হইবে, যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হইবে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে বা সংসার-কারাগারে তাবৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে। যাঁহারা বৈষয়িকসুখকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত, তাঁহারা মায়া-প্রতারিত।

আমরা নিরতিশয়সুখ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারি না, জগতের বাহিরে চির-শান্তি-নিকেতন আছে—অমৃতধাম আছে, তথায় যাইতে পারিলে, সকল যাতনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়, চিরশান্তি-সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়, ভীমপরাক্রম শমন-ভয় নিবারিত হয়, ইত্যাদি বাক্য সকল আমাদের সমীপে অর্থ-শূন্য বলিয়া প্রতীয়-মান হইয়া থাকে, তা'ই আমরা জগৎ লইয়াই থাকিতে চাই, যেরূপ কর্ম্ম করিলে বর্ত্তমানজীবন শান্তিপ্রদ হয়—সুখকর হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করিতে চাই, কল্পনাসূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক মনোরম পার্থিব-কুসুম পরিত্যাগ করিয়া, আকাশ-কুসুম-চয়ন করিতে আমরা অনভিলাষী, ধ্রুব ত্যাগ করিয়া, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ জাগতিকসুখ পরিহার-পূর্ব্বক, মনোরথসৃষ্ট, অমূলক নিরতিশয়-সুখে আস্থাবান্ হইতে আমরা অনিচ্ছুক। বিজ্ঞানের (অবশ্য জড়-বিজ্ঞান) উন্নতিসাধন, বৈজ্ঞানিক-বিভাবনা সকলের জাতিশঃ গণীকরণ এবং সামাজিক-জীবনের—লোক-ব্যবহারের নিয়ম-ব্যবস্থাপন, এইদুইটী-কেই আমরা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, যাঁহারা সঙ্কীর্ণ-প্রত্যক্ষবাদী (Positivists) বা যাঁহারা চার্ব্বাক, তাঁহাদের এইরূপ মত। *

---

* যাঁহারা পজিটিভিষ্ট—যাঁহারা পণ্ডিত আগষ্ট কোমতের শিষ্য, তাঁহারা এইমতের পক্ষপাতী। সত্য কথা বলিতে কি, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি নিরতিশয়-সুখ মুখ্যপ্রয়োজনবোধে হৃদয়ের সহিত আদৃত হয় নাই, নিরতিশয়-সুখ-লাভার্থ সাতিশয়-সুখ পরিত্যাগকরার দৃষ্টান্ত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত কোমত বলিয়াছেন;—"The primary object,

আমরা বুঝিয়াছি, যাহাকে অভিলাষ করিয়া—যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে; প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ; সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটী মুখ্যপ্রয়োজন, এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণপ্রয়োজন; সুখ, সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ; দুঃখাভাবও অত্যন্তনিবৃত্তি-ও-ক্ষণিক-নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ; নিরতিশয়সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিই বস্তুতঃ মুখ্য-প্রয়োজন। সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্যপ্রয়োজন, একথা যাঁহারা স্বীকার করেন, নিরতিশয়সুখ-ও-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিকে মুখ্যপ্রয়োজন বা পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত, সন্দেহ নাই; যাহার অত্যল্পমাত্রার জন্য আমরা লালায়িত, তাহার পূর্ণমাত্রা আমাদের ঈপ্সিত নহে, ইহা কি সম্ভব? নিরতিশয়-সুখ আমরা চাই না, সাতিশয়-সুখ-বা-পরিচ্ছিন্ন-সুখই আমাদের ঈপ্সিততম, সাতিশয়-বা-পরিচ্ছিন্ন-সুখে সুখী হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইলাম মনে করিব, কোন প্রেক্ষাবান্ই বোধ হয়, এইরূপ মত পোষণ করেন না। নিরতিশয়-সুখ যদি মনুষ্যের সমধিগম্য (Attainable) হইত, নিরতিশয়সুখ-লাভার্থ সচেষ্ট হইতে হইলে যদি বৈষয়িকসুখভোগ পরিত্যাগ করিতে না হইত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে না হইত, তাহা হইলে, আমরা নিরতিশয়-সুখই প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক-সুখকে মানব-জীবনের মুখ্যপ্রয়োজনরূপে আমরা নির্দ্দেশ করিতাম না, নিরতিশয়-সুখকে তাহা হইলে মনঃকল্পিত পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে আমরা যত্নশীল হইতাম না; যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সঙ্কীর্ণপ্রত্যক্ষবাদী, যাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাঁহাদের সম্ভবতঃ ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়।

প্রয়োজন কাহাকে বলে, প্রয়োজনের লক্ষণ কি, তাহা একরূপ বুঝিলাম; সুখ ও দুঃখাভাবই যে নিখিল কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজন, কর্ম্মায়তন সংসারে যে-কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই যে ত্যাগ-বা-গ্রহণাত্মক, তাহাই যে সংযোগ-বিভাগমূলক, তাহা উপলব্ধি হইল; যাবৎ প্রাপ্তব্য সমধিগত না হইবে, যাবৎ হাতব্য সম্যগ্রূপে হীন না হইবে, ততদিন কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা অসম্ভব, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জন্মাদি-পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিয়া যাইতে হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। সংসারে কর্ম্ম-শূন্য হইয়া থাকা যখন অসম্ভব এবং কর্ম্ম যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, তখন সংসারের সকলেই যে অবিরাম ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যকে পাইবার নিমিত্ত এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যকে ত্যাগ করিবার জন্য সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং আস্তিক, নাস্তিক, আর্য্য,

---

then, of Positivism is twofold; to generalise our scientific conceptions, and to systematise the art of social life."—

System of Positive Polity. Vol. 1. P. 2.

অনার্য্য, যে কেহই হউন, কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু বা প্রয়োজন যে সকলেরই সমান, তাহা নিশ্চিত ; নিরতিশয়ই হউক অথবা সাতিশয়ই হউক, 'সুখ' যে ব্যক্তিমাত্রেরই অভিলষ, এবং অত্যন্ত দুঃখাভাবই হউক অথবা ক্ষণিক দুঃখাভাবই হউক, দুঃখাভাবও যে সর্ব্বজনের ইষ্ট, তাহা অবিসংবাদিত কথা। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু (Motive) বা মানবজীবনের উদ্দেশ্য (End) সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিব।

মোটিভ্ (MOTIVE) শব্দটীর অর্থ।

মোটিভ্ (Motive) শব্দটী ল্যাটিন্ 'মোটিভস্' (Motivus) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোটিভস্ (Motivus) শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রবর্ত্তক—কার্য্য-বা-গতি-প্রবৃত্তিহেতু (Causing motion)। ইংরাজী অভিধানে কার্য্যপ্রবৃত্তিহেতু (That which incites to action), কারণ, নিমিত্ত, প্রলোভন (cause, reason, inducement) মোটিভ্ (Motive) শব্দটীর এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। পণ্ডিত এডোয়ার্ড্স্ বলিয়াছেন ;—"By *motive* I mean the whole of that which *moves*, excites, or invites the mind to volition,—whether that be one thing singly, or many things conjunctively." —(Freedom of Will, Part I. Sec. II.) অর্থাৎ, যাহা মনের সঙ্কল্প-বা-ইচ্ছাশক্তিকে প্রক্ষোভিত করে, প্রোৎসাহিত, উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করে, একশই হউক, সংশ্লিষ্ট-বা-সংহতভাবেই হউক, মোটিভ্ (Motive) বলিতে আমি তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

এণ্ড (END) শব্দটীর অর্থ।

'এণ্ড' কথাটী সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দের অপভ্রংশ।* জর্ম্মান্ এন্টি (*enti*) এংলো স্যাক্‌শন্ (A. S.) এন্ডে (*ende*), ওল্ড স্যাক্‌শন্ (O. S.) এন্ডি (*endi*), ইত্যাদি এ সকল সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দেরই রূপান্তর। উভয়ের অর্থগত সাদৃশ্যও বিস্তর আছে। ইংরাজী অভিধানে এণ্ড (End) শব্দটীর পর্য্যন্ত-বা-শেষ অংশ (The extreme or last portion), সমাপ্তি (Conclusion), অভিপ্রায় (The purpose in view), ফল (Result), হেতু, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য (Drift, aim), ইত্যাদি অর্থসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে।

"অন্তমুপক্রমমধ্যমপবর্গপর্য্যন্তমিতি।"—

নিরুক্তটীকা।

* "Sans. *anti*, according to Wilson, from *anta*, the end, death."—

The Student's English Dictionary by J. Ogilvie.

আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, কোন কর্ম্ম-বা-কার্য্যের স্বরূপচিন্তা বা কোন ভাববিকারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পরস্পর-শৃঙ্খলিত জন্মাদি ছয়টী অবস্থার স্বরূপাবধারণ করা উচিত। নিরুক্তটীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য—'जन्माद्युप-क्रमसम्बन्धापवर्गपर्य्यन्तानिति' এতদ্বাক্যদ্বারা সেই কথাই বলিলেন। 'উপক্রম' বা আরম্ভ, এবং 'অপবর্গ' বা অবসান—নিবৃত্তি, কোন কর্ম্মের এই দুইটী অবস্থার স্বরূপ সম্যগ্রূপে নির্ণীত বা পরীক্ষিত না হইলে, তৎসম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় না। কর্ম্মমাত্রেরই উপক্রম বা আদ্য অবস্থা আছে, এবং সকল কর্ম্মই সান্ত বা নিবৃত্তিশীল। যাহাকে পাইলে কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, কর্ম্ম-শীলের গতি স্থির হয়, তাহাই কর্ম্মশীলের ঈপ্সিততম। পূজ্যপাদ জ্ঞাননিধি ভগবান্ পাণিনিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন ;—

"कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म्म।"—

পা ১।৪।৪৯।

অর্থাৎ কর্ত্তার যাহা ইষ্টতম পদার্থ, যাহাকে পাইবার জন্য কর্ত্তা ক্রিয়া করিয়া থাকেন, যাহাকে পাইলে কর্ত্তার ক্রিয়া বিনিবৃত্ত হয়, তাহা 'কর্ম্ম'।

'অপবর্গ' শব্দটী শাস্ত্রে ত্যাগ, মোক্ষ, ক্রিয়াবসান, সাকল্য এই সকল শব্দের বাচকরূপে গৃহীত হইয়াছে। * যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ সকলকেই এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইবে, তাবৎ সকলকেই পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিতে হইবে, কর্ম্ম-নিয়মে তাবৎ সকলকেই ভবসাগরে উন্মজ্জিত-ও-নিমজ্জিত হইতে হইবে, এবং অপবর্গ বা মোক্ষই যে কর্ম্মের অন্ত্যাবস্থা, কর্ম্ম-বা-গতির পর্য্যন্তস্থল (Termination), 'অপবর্গ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-ও-ভগবান্-পাণিনিদেবকৃতকর্ম্মলক্ষণদ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মোটিভ্ (MOTIVE) ও এণ্ড (END) এক অর্থে ব্যবহৃত হয় কেন ?

মোটিভ্ (Motive) ও এণ্ড (End) এই শব্দদ্বয়ের অর্থ জ্ঞাত হইলাম ;—বুঝিলাম যাহা কার্য্যপ্রবৃত্তির হেতু, যাহা মনের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষোভিত করে, উত্তেজিত করে, তাহা মোটিভ্ (Motive) ; এবং কর্ম্মের পর্য্যন্ত বা শেষ অংশ, কর্ম্মের সমাপ্তি,

* "'অপ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'वृजी वर्ज्जने' বর্জ্জনার্থক এই 'বৃজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'অপবর্গ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।"

"अपवर्गस्त्यागमोक्षयोः। क्रियावसाने साकल्ये।"—

হৈম।

অমরকোষে অপবর্গ মোক্ষেরই প্রতিশব্দরূপে ধৃত হইয়াছে।

ক্রিয়াবসান, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি অর্থে এণ্ড (End) শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে মোটিভ্ (Motive) ও এণ্ড (End), ইহারা এক অর্থে ব্যবহৃত হয় কেন? যাহা কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতু, যাহা মনের ইচ্ছাশক্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা ও কর্ম্মের পর্য্যন্ত বা অবসান কি সমান পদার্থ?

মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা, পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের (Voluntary action) জন্মাদি-পরিণাম-পর্ব্বসমূহের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন ;—

"इह य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्व्वकारी भवति, स बुद्ध्या तावत् कञ्चि-दर्थं संपश्यति, सन्दृष्टे प्रार्थना, प्रार्थनायामध्यवसायः, अध्यवसाये आरम्भः, आरम्भे निर्वृत्तिः, निर्वृत्तौ फलावाप्तिः।" *—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসম্পাদনে কর্ত্তা প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা পদার্থ সন্দর্শন করেন; সন্দৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর কর্ত্তার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের অধ্যবসায় বা ইচ্ছা হয়, তৎপরে সেই ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ সমীহা বা চেষ্টা হয়—কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তৎ-পরে অভীপ্সিত বা জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলেই—অভীপ্সা বা জিহাসা—(ত্যাগেচ্ছা)-প্রণোদিত শক্তি ঈপ্সিত-বা-জিহাসিত পদার্থ গ্রহণ-বা-ত্যাগ করিতে পারিলেই, ফলের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইলেই, কর্ম্মশেষ হয়। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের তিনটী প্রধান পর্ব্ব আছে। অথবা কেবল বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কেন, মূর্ত্তক্রিয়ামাত্রেরই ত্রিবিধ (মতান্তরে চতুর্ব্বিধ) অবস্থা বা পর্ব্ব আছে। যাঁহারা স্থিতি-বিজ্ঞান ও গতি-বিজ্ঞান (Statics ও Dynamics) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, যে পরিমাণ (Magnitude), দিক্ (Direction), এবং প্রয়োগবিন্দু (The point of application), কোন শক্তির এই ত্রিবিধ অঙ্গের স্বরূপদর্শন না হইলে তাহা পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় না, কোন শক্তির পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইলে, উহার প্রাগুক্ত ত্রিবিধ অঙ্গের স্বরূপ অবশ্য দ্রষ্টব্য। † অমূর্ত্ত ক্রিয়া বা

* "प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाता अर्थमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा, तस्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरित्युच्यते, सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः।"—

বাৎস্যায়ন-ভাষ্য।

† "A force will be completely known when we know (1) its magnitude, (2) its direction, and (3) its point of application, i. e. the point of the body at which the force acts."—

The elements of Statics and Dynamics by Loney.

শক্তি কর্ত্তৃকরণাদিকারকদ্বারা অভিব্যক্ত ও কারক-শরীরে শরীরিণী না হইলে, তাহা উপলব্ধিযোগ্যা হয় না, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ স্মরণ করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সালী (Sully) বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ম্মের (Voluntary action) স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা ভগবান্ পতঞ্জলিদেব-ও-বাৎস্যায়ন-মুনি-প্রদত্ত প্রাগুক্ত উপদেশের অনুরূপ। অধ্যবসায়-বা-ইচ্ছাকে (The rise of some desire in the mind) তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আদ্যাবস্থা (Initial stage), সমীহা, চেষ্টা বা আরম্ভকে দ্বিতীয়াবস্থা এবং ক্রিয়াকে অন্ত্যাবস্থা বলিয়াছেন। *

একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, অধ্যবসায় বা ইচ্ছা, আরম্ভ, সমীহা বা চেষ্টা এবং 'ক্রিয়া' ইহারা এক শক্তিরই স্থান-ও-অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাভেদমাত্র, ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। ইচ্ছাশক্তির অন্ত্যাবস্থাই কর্ম্মনামে পরিচিত পদার্থ (This last stage of the process of volition is known as the act), এবং যাহা কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, যদ্দ্বারা কর্ম্ম সঙ্কল্পিত হয়, তাহা ইহার প্রণোদনশক্তি (Moving force), তাহাই ইহার প্রয়োজন বা মোটিভ্ (Motive)। † এই প্রণোদনশক্তি

জে. উইল্‌সন্ তাঁহার Elementary Dynamics নামক গ্রন্থে শক্তির চতুর্ব্বিধ অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—There are four elements which completely determine a force; (1) its point of application, (2) the line in which it tends to produce motion, (3) the direction along the line to which the motion tends, (4) its magnitude or intensity.

* The process involved in the simplest type of voluntary action may be described as follows. The initial stage is the rise of some desire in the mind. This desire is accompanied by the representation of some movement (motor representation) which is recognised as subserving the realisation of the object. The recognition of the causal relation of the action to the result involves a germ of belief in the attainability of the object of desire, or in the efficacy of the action. Finally we have the carrying out of the action thus represented. This may be described as the direction of the active impulse involved in the state of desire into the definite channel of action suggested. This last stage of the process of volition is known as the *act*. The desire which precedes and determines this is called its moving force, stimulus or *motive*.

Outlines of Psychology, 6th edition. P. 588.

† যদ্দ্বারা চিকীর্ষাবৃত্তি উত্তেজিত হয়, কর্ম্মসম্পাদনেচ্ছা উদ্দীপিত হয়, বুঝিয়াছি তাহাই প্রয়োজন বা প্রণোদনশক্তি। পণ্ডিত সালী বলিলেন, যে ইচ্ছা (Desire) কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তিনী, যদ্দ্বারা কর্ম্ম সঙ্কল্পিত হয়, তাহার নাম 'মোটিভ্'। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদ্দ্বারা চিকীর্ষাবৃত্তি উত্তেজিত হয়, কর্ম্মসম্পাদনেচ্ছা উদ্দীপিত হয়, তাহা ও পণ্ডিত সালীর কর্ম্মপূর্ব্ববর্ত্তী, কর্ম্মসঙ্কল্পক ইচ্ছা কি

বা মোটিভের গর্ভে নিবৃত্তির—কর্ম্মনিষ্পত্তির পূর্ব্বাস্বাদন (পূর্ব্বানুভূতি, Anticipation of the final realisation) আবেষ্টিত থাকে, অন্তর্নিবদ্ধ থাকে, এই নিমিত্ত ক্রিয়াবসানাত্মক (Consummation) কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (object, purpose or end) এবং ইতরেতর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন (Correlatively) কর্ম্মকে ঈপ্সিতবস্তু-সমাগমের সাধন-(means)-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, যাহাকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়, বুঝিয়াছি তাহা 'প্রয়োজন' (Motive)। সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটাই যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির মুখ্যপ্রয়োজন, আমরা সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখহানির জন্যই যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সুখই কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং সুখই কর্ম্মের ফল, সুখেপ্সা বা দুঃখ-জিহাসা কর্ম্মের আভাবস্থা, এবং সুখ ও দুঃখাভাব কর্ম্মের ফল; কর্ম্ম সুখ বা দুঃখাভাবের কারণ, এবং সুখ ও দুঃখাভাবের পূর্ব্বাস্বাদন বা পূর্ব্বানুভূতি (Anticipation of pleasure) কর্ম্মের কারণ। পণ্ডিত সালী বলিয়াছেন, মোটিভ্ ও এণ্ড এইজন্য এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

অধ্যবসায় (Desire) নামক পদার্থ কি এক সামগ্রী? আমরা পরে এই প্রশ্নের যথাবুদ্ধি মীমাংসা করিব, আপাততঃ পাঠকদিগকে বৈয়াকরণদিগের নিম্নোদ্ধৃত উপদেশটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"स्वतन्त्रः कर्ता ।"—

পা ১।৪।৫৪।

"यः करोति स कर्ता ।"—

কলাপব্যাকরণ।

"तत्प्रयोजको हेतुश्च ।"—

পা ১।৪।৫৫।

"कारयति यः स हेतुश्च ।"—

কলাপ ব্যাকরণ।

অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদক কারকসমূহের মধ্যে যে কারককে স্বতন্ত্র বা অগুণীভূতরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার নাম 'কর্ত্তৃ'কারক, এবং যে পদার্থ এই কর্ত্তৃসংজ্ঞক কারকের প্রযোজক—প্রবর্ত্তক, তাহাকে 'হেতু' এই নামে অভিহিত করা হয়। স্বতন্ত্রের প্রয়োজক এই হেতুসংজ্ঞকপদার্থ কর্ত্তৃসংজ্ঞকও হইয়া থাকে, ইহাকেও কর্ত্তৃনামে উক্ত করা হয়। অতএব দেখা গেল, কর্ত্তা স্বতন্ত্র-ও-স্বতন্ত্র-প্রযোজক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রয়োজক কর্ত্তা-বা-হেতুসংজ্ঞকপদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রয়োজন' (Motive).

* "Since this motive involves the anticipation of the final realisation, this consummation is spoken of as the object, purpose, or *end* of the action and correlatively, the action as the *means* of gaining or realising the object of desire. * * * The representation of the end, or the resulting pleasure, precedes the representation and performance of the action. Thus while the action is the cause of the

কর্ম্মের মোটিভ্ (MOTIVE)-ও-এণ্ড (END) সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতসংগ্রহ।

পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন ;—

"From the nature or definition of Will, pure and proper, the Motives, or Ends of action, are our Pleasures and Pains."—

Mental and Moral Science, P. 346.

অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বিশুদ্ধ-বা-যথোচিত ধর্ম্ম ও লক্ষণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, যে সুখ দুঃখই কর্ম্মের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখনিবৃত্তির জন্যই আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। *

সুখ ও দুঃখাভাবই প্রয়োজন (Motivo) এই শাস্ত্রোপদেশের সহিত পণ্ডিত বেনের উদ্ধৃত বচনসমূহের কোন বিরোধ নাই বটে, কিন্তু এ কথা আমরা অবাধে বলিতে পারি, পণ্ডিত বেনের দৃষ্টি সাতিশয়-বা-বৈষয়িক সুখের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, বৈষয়িক-আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনরূপ আনন্দের সন্ধান করিতে তিনি পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত আরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, সুখই মানবীয় প্রবৃত্তির লক্ষ্য, সুখই মানবের প্রিয়তম বস্তু। † প্লেটোর মতে আনন্দ (Pleasure) বা জ্ঞান মানবের পরমভদ্র (The highest good) নহে, যতদূর সম্ভব ঈশ্বরসারূপ্যপ্রাপ্তিই (Possible likeness to God) পরমভদ্র, ইহাই নিঃশ্রেয়স। ‡ ষ্টোয়িকদিগের (Stoics) সিদ্ধান্ত,

(actual) pleasure, the anticipation of the pleasure is the cause of the action. Hence the tendency to use—'Motive' and 'end' as synonymous terms."—

Outlines of Psychology, 6th Ed. P. 588-589.

শাস্ত্রদ্বারা এইরূপ তর্কের কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে, আমরা পরে জানাইব।

* "In the feelings, as formerly laid out, if the enumeration be complete, there ought to be found all the ultimate motives or ends of human action. The pleasures and pains of the various *Senses* (with the Muscular feelings), and of the Emotions,—embracing our whole susceptibility to happiness or misery,—are, in the last resort, the stimulants of our activity, the objects of pursuit and avoidance."—

Mental and Moral Science. P. 346-347.

† "The end of human activity or the highest good for man, is happiness."—

A History of Philosophy by Ueberweg. Vol. I. P. 169.

‡ "The highest good is, according to Plato, not pleasure, nor knowledge alone, but the greatest possible likeness to God, as the absolutely good;"—

Ibid. P. 123.

আনন্দ কর্ম্মের ফল বটে, কিন্তু ইহা মানুষপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মই (Virtue) বস্তুতঃ মানবের প্রধান উদ্দেশ্য, ধর্ম্মই পরমতত্ত্ব, এবং জিতেন্দ্রিয় যোগিগণই পূর্ণরূপে মানবজীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ। *

ইপিকিউরিয়ান্(Epicurean)দিগের মতেও সুখই (Happiness) পরমতত্ত্ব পদার্থ, এবং ধর্ম্মই সুখসমাগমের একমাত্র শক্য (Possible) ও সর্ব্বথা স্থির পথ। প্রাজ্ঞ সাধুগণ ধর্ম্মপরায়ণ, এইজন্ত তাঁহারাই নিয়তসুখী। †

ডেকার্টে (Descartes) বলিয়াছেন, কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মধ্যে ত্রিবিধ মত পরিদৃষ্ট হয়। ইপিকিউরিয়ান্‌দিগের মতে প্রীতি বা আনন্দই (Pleasure) কর্ম্মের উদ্দেশ্য, জেনো-(Zeno)-দিগের মতে ধর্ম্ম (Virtue) কর্ম্মের উদ্দেশ্য, পণ্ডিত আরিষ্টটলের মতে শরীর ও মনের সমগ্রতাই (Perfection) নিখিলকর্ম্মের প্রয়োজন। পণ্ডিত Descartes বলিয়াছেন, আমার মতে, এই ত্রিবিধ মতই সত্যরূপে গ্রাহ্য, ইহারা একীভূত (Reconciled) হইবার যোগ্য, এই মতত্রয় স্বরূপতঃ পরস্পর বিসংবাদী নহে। ‡

* "The supreme end of life, or the highest good is virtue, *i. e.*, a life conformed to nature, the agreement of human conduct with the all-controlling law of nature, or of the human with the divine will. * * * Pleasure follows upon activity, but should never be made the end of human endeavour. * * * The sage alone attains to the complete performance of his duty. The sage is without passion, although not without feeling ; he is not indulgent, but just toward himself and others ; he alone is free."—

Ibid. P. 197-198.

† "The Epicurean Ethics is founded on the Ethics of the Cyrenaics. In it the highest good is defined as happiness. * * * * * Virtue, then, is the only possible and the perfectly sure way to happiness. The sage, who as such possesses Virtue, is consequently always happy."—

Ibid. P. 208-209.

‡ "There are, then, three theories amongst the ancients, concerning the end of our actions,—that of Epicurus, asserting it to be pleasure ; of Zeno, who held it to be virtue ; and of Aristotle, who compounded it of all the perfections of both mind and body ;—which three opinions, it seems to me, can be received as true, and reconciled, provided they receive a fair interpretation."—

Descartes by J. P. Mahaffy. P. 191.

স্পাইনোজা (Spinoza) সুখ (Pleasure), দুঃখ (Pain), এবং ইচ্ছা (Desire), এই তিনটীকে মূল অনুভূতি (Primary feelings) বলিয়াছেন। এবং সুখেপ্সা ও দুঃখজিহাসাই তাঁহার মতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতু। *

পণ্ডিত বেন্থাম্ (Bentham), পণ্ডিত জেম্স্ মিল্, তৎপুত্র খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, পণ্ডিত বেন্ (বেনের মত সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে) ইহাঁরা (পরস্পরের কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও) সকলেই সুখেপ্সা ও দুঃখ-জিহাসাকেই কর্ম্মের প্রয়োজন (Motive) বলিয়াছেন। যাঁহারা পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ (Utilitarianism) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁর মত অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত ক্যাল্ডার্উড্ (Calderwood) তাঁহার 'Moral Philosophy' নামক গ্রন্থে ইউটিলিটারিয়ান্ (Utilitarian) মত সংগ্রহ করিবার সময় বলিয়াছেন ;- "Pleasure, as agreeable to our nature, is a common object of desire; pain, as disagreeable to our nature, is a common object of dislike."— (*Hand-book of Moral Philosophy, P.* 126.) অর্থাৎ, সুখ আমাদের অনুকূলবেদনীয় এই নিমিত্ত ইহা সার্ব্বলৌকিক অভীষ্ট-পদার্থ, এবং দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয় বলিয়া ইহা সাধারণের দ্বেষ্যবিষয়। 'নৈসর্গিক-সুখেপ্সাই আমাদিগের ক্রিয়াশক্তিকে উত্তেজিত করে, স্বভাবসিদ্ধ সুখপ্রাপ্তীচ্ছাই আমাদিগকে আমাদের ক্রিয়াশক্তিকে নিরন্তর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে ব্যগ্র করে, মনোবৃত্তিবিকাশের সমধিক উপকার করে, আমাদের জীবনকে অবিরাম কর্ম্মোদ্যুক্ত করে। সুখই যে আমাদের অনুকূলবেদনীয় সুতরাং অভীষ্ট পদার্থ, তাহা সর্ব্বজনসম্মত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, ইহার প্রমাণাপেক্ষা নাই। সুখ যে শুভ বা ভদ্র, তাহার আবার অন্য প্রমাণ কি দেওয়া যাইতে পারে ? †

* "The feelings are described in two ways, which at first appear to be contradictory. * * * They are only various forms of the self-affirming *Conatus*, which is our inward essence set in *action*. * * * Of the three Primaries recognised by Spinoza, Pain, Pleasure and Desire, the last alone supplies the mind's reaction; the others go no further than prior condition into which it is thrown."—
A Study of Spinoza by J. Martineau. P. 240-241.

† "Under all its modifications, the theory of these writers follows the general course of the empirical psychology; assuming that we start with only the animal outfit of sensibility to pleasures and pains, which, on ceasing, leave behind them fainter vestiges in idea; of muscular mobility; and of a tendency in all sensa-

ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ (Utilitarianism) হিডোনিজ্‌মের (Hedonism) ব্যাপক-রূপ, হিডোনিজ্‌ম্ হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। সুখ (Happiness) উভয়েরই উদ্দেশ্য, তবে হিডোনিজ্‌ম্ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মসুখকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়াছেন; ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ সাধারণের সুখকে উদ্দেশ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

জার্ম্মান্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন, বিষয়সুখাসক্ত প্রাকৃতজনেরা, বিষয়সুখান্বেষণার্থই নিরত কর্ম্মশীল বটে, বিষয়পরায়ণব্যক্তির অখিল শক্তিই যে ইন্দ্রিয়সুখলালসার অধীন হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়ের সুখপ্রদানের সামর্থ্য বস্তুতঃ নাই, পরিবর্ত্তনশীল সংসার সুখভূমি নহে, অতএব বিষয়সুখ মানবের চরম উদ্দেশ্য নহে। †

tions, ideas, and movements, once associated in a certain order, to recur in the same, whenever the prior term presents itself."—

A Study of Religion by Martineau. Vol. II. P. 193.

"The natural desire of pleasure stimulates to the use of our powers, gives zest to their continued employment, and contributes largely to mental development, and to continuance in a life of activity. * * * That pleasure is agreeable and as such desirable, is simple matter of fact, and needs no proof. What proof is it possible to give that pleasure is good?"—

J. S. Mill's Utilitarianism. P. 6.

* "The so-called Utilitarian theory of morals, starting from this hedonistic basis, may be said to universalise it. The merit of action is by the utilitarian represented as its tendency (in the most unlimited sense) to promote the greatest happiness of the generality."—

Kant by W. Wallace. P. 209.

† But what can man make out of a nature which is thus put at his disposal? What is the ulterior aim, the final purpose of man himself in the order of nature? It cannot be happiness; for not merely is the idea of a condition of being in which man's instincts receive their full satisfaction a vague and changeable one, but it could never be realised, for his nature is not of a kind ever likely to acquiesce in possession and enjoyment. As a *natural* being, indeed, man is bound to pursue happiness; such is the law of his sensuous nature, and to that end all his energies must be subordinate. Yet all the while happiness is beyond the power of nature to give."—

Ibid P. 205.

পণ্ডিত ফিক্‌টে (Fichte) ঊৰ্দ্ধস্রোতস্বিনী ও অধঃস্রোতস্বিনী এই দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, চিত্তনদীর দ্বিবিধ প্রবাহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। ফিক্‌টে বলিয়াছেন, কেবল সাংসারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি সাংসারিক উদ্দেশ্যের অনুসরণ করি না, সাংসারিক উদ্দেশ্যকে (The earthly purpose) আমি চরম উদ্দেশ্য (Final aim) বলিয়া স্থির করি নাই। *

পণ্ডিত স্মী (Smee) বলিয়াছেন, যে কোন কর্ম্ম হউক, তাহা, পরসামান্যতঃ নিরূপিত বা চিন্তিত হইলেই চিত্তে অনন্ত সুখ (Infinite pleasure) কিংবা অনন্ত দুঃখের ভাবনা উৎপাদন করে। ভাবিসুখের ভাবনাকে (Idea) আশা (Hope) এবং ভাবিদুঃখের ভাবনাকে ভয় বলে। মনুষ্য-জগৎ আশা ও ভয় এই দুইএর শাসনাধীন হইয়া কর্ম্ম করে। †

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, সাম্যভাবই (Equilibration) নিখিল প্রবৃত্তির চরমলক্ষ্য, সাম্যভাবই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য (End)। যাবৎ সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি না হইবে, তাবৎ কি জড়, কি চেতন, কি উদ্ভিদ্, সকল পদার্থকেই অবিরাম পরিণাম-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। সাম্যভাব-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণতা, ইহাই পরমানন্দ। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সুখকেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। ‡

* "The earthly purpose is not pursued by me for its own sake alone, or as a final aim, but only because my true final aim—obedience to the law of conscience—does not present itself to me in this world in any other shape than as the advancement of this end. This, then, is my whole vocation, my true nature. I am a member of two orders—the one purely spiritual, in which I rule by my will alone, the other sensuous, in which I operate by my deed."

Fichte by R. Adamson, M. A. P. 196.

† "All action in the higher generalisations would give the idea either of infinite pleasure or of infinite pain.

The idea of future pleasure is called hope ; of future pain,—fear. The government of mankind is conducted by exciting hope and fear."—

Mental Philosophy by A. Smee, P. 188.

‡ "After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief, that Evolution can end

'প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না,' অর্থ ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-দ্বারা এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা।

শুনিলাম প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রয়োজনবোধই কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু, যে কোন পদার্থ হউক, যাবৎ তাহার প্রয়োজনোপলব্ধি না হয়, তাবৎ তৎপদার্থের প্রতি কাহারও রাগ (Attraction) হয় না, তাবৎ কেহ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না; প্রয়োজনবোধের মাত্রানুসারে দ্রব্যের আদর হ্রসিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; রাম যাহাকে আদর করেন, মূল্যবান্ পদার্থ বলিয়া মনে করেন, শ্যামের নিকটে তাহার অনাদর হওয়া অসম্ভব নহে;—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে দ্রব্যের আদরের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, প্রয়োজনবোধের তারতম্যই তাহার হেতু। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রয়োজনবোধের যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, শক্তি-বৈষম্যই তাহার কারণ; যাঁহার যেরূপ শক্তি, যে যোগ্যতাবচ্ছিন্নধর্ম্মীর যেরূপ ধর্ম্ম, তিনি তদনুরূপ বিষয় প্রার্থনা করেন, এবং যাঁহার শক্তি যে বিষয় প্রার্থনা করে, যাহাকে ঈপ্সিত বলিয়া স্থির করে,—তদ্বিষয়ে তাঁহার আসক্তি হয়, তদ্বিষয়কে তিনি আদর করেন, তদধিগমের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."—

First Principles, P. 517.

"Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusions, that the changes which Evolution presents, cannot end until equilibrium is reached; and that equilibrium must at last be reached."

First Principles, P. 516.

"Equilibration is the final result of these transformations which an evolving aggregate undergoes."—

Outline of the Evolution Philosophy by Dr. M.E. Cazelles, P. 155.

আমরা পরে দেখাইব, এসকল কথা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি; শাস্ত্র যাহাকে সাম্যাবস্থা বলিয়াছেন, পণ্ডিত স্পেন্সার নিশ্চয়ই সাম্যাবস্থা বলিতে তৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই। যে উপায় অবলম্বন করিলে, সর্ব্বজনেপ্সিত সাম্যাবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কেহ তদুপায়ের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন না।

"ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।"—

পাং দং কৈ পা ৩২ সূ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই অমূল্য সূত্রটির দ্বারা যে অমৃত উপদেশ করিয়াছেন, পাঠক! [illegible] চিন্তা করিবেন।

জ্ঞানপিপাসুর সমীপে জ্ঞানের আদর হয়, জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানসাধনের আদর করেন, কিন্তু যাঁহার জ্ঞানপিপাসা নাই, জ্ঞানের প্রয়োজন যিনি বুঝেন না, জ্ঞানী বা গ্রন্থের তিনি আদর করেন না; যাঁহার ধনাভাব আছে, তাঁহার সকাশে ধন ও ধনীর যথেষ্ট সম্মান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ একসময়ে ধর্ম্মের প্রয়োজন বুঝিতেন, ধর্ম্মকে অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এইজন্ত এস্থানে ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বোপরি আদর ছিল, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজন কি, স্বভাবস্থিত ভারতবর্ষ-বাসীদিগকে তাহা বুঝাইতে হইত না। অতএব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, শক্তির ভিন্নতানুসারে প্রয়োজনবোধের ভিন্নতা হয়, প্রয়োজনবোধের ভিন্নতানুসারে বিষয়ের আদর ভিন্ন হয়, প্রয়োজন অবগত না হইলে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। এক্ষণে দেখিব, 'অর্থ' শব্দটীর অর্থ হইতে এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা পাওয়া যায়।

'ঋ গতৌ' (ভ্বাং পং অং) এই গত্যর্থক 'ঋ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'থন্'—(উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্, উণাদি ২।৪) অথবা 'অর্থ উপযাচ্ঞায়াম্' (চুং আং সং)—এই উপযাচ্ঞার্থক 'অর্থ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'অর্থ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। গত্যর্থক ধাতু সকল (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) প্রাপ্ত্যর্থক এবং জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে। যাহা ঋত (গত, প্রাপ্ত বা জ্ঞাত) হয়, অথবা যাহা অর্থিত-বা-উপযাচিত হয়, তাহাকে 'অর্থ' বলে। অমরকোষে অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও নিবৃত্তি, 'অর্থ' কথাটীর এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। মেদিনীতে, বিষয়, অর্থন, ধন, কারণ, বস্তু, শব্দের অভিধেয়, নিবৃত্তি এবং প্রয়োজন, 'অর্থ' কথাটীর এই সকল অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। অমরকোষে বা মেদিনীতে—'অর্থ' কথাটীর যে সকল অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, অত্যল্প চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা অর্থ শব্দের প্রাগুক্ত ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থেরই বিশিষ্ট-বিশিষ্টরূপ। * চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা যাহা ঋত, প্রাপ্ত-বা-গৃহীত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যাহারা প্রার্থিত-বা-যাচিত হয়, তাহারা উহা-

---

* "যস্মিংস্তূচ্চরিতে শব্দে যদা যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
তমাহুরর্থং তস্যৈব নান্যদর্থস্য লক্ষণম্॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ যে শব্দ উচ্চরিত হইলে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে তৎশব্দের অর্থ বলে, অর্থের এতদতিরিক্ত অন্য লক্ষণ নাই। যে শব্দ উচ্চরিত হইলে, যবস্তু প্রতিপন্ন হয়, তাহা সেই শব্দের অভিধেয় বা অর্থ।

"অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু।"—

অমরকোষ।

দের অর্থ। চক্ষুরাদিপঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যাহারা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহারা রূপাদি-(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ)-পঞ্চ-বিষয়।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ।

"কস্তর্হি শব্দঃ। येनोच्चारितेन * * * सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः।"—

মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক।

শব্দের স্বরূপ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন, প্রকরণভঙ্গদোষভয়ে আমরা সেই সকল কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না; যাহা উদ্ধৃত হইল, 'শব্দ কোন্ পদার্থ' এই প্রশ্নের তাহা সিদ্ধান্ত বাক্য। ভগবান্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা উচ্চারিত হইলে সম্প্রত্যয় হয়, কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'শব্দ' বলে। 'অর্থ' কথাটার অর্থ কি? জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইলাম, যাহা ঋত (গত, প্রাপ্ত, বা জ্ঞাত) হয়, অথবা যাহা অর্থিত বা যাচিত হয়, তাহা 'অর্থ'। অতএব বলিতে পারি, শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ।

"सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।১১৪।

অর্থাৎ, জগৎ-কারণ 'ব্রহ্ম' স্বীয় মায়াদ্বারা যত সংখ্যায়—যাবৎ পরিমাণে, যতরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ-বা-শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত, প্রত্যেক অভিধেয়ের এক একটী অভিধান বা নাম আছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ, এবং যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'অর্থ,' যাহা প্রকাশ করে, তাহা 'শব্দ'। আর বুঝিলাম।—

"अर्थो विषयार्थनयोर्धनकारणवस्तुषु।
अभिधेये च शब्दानां निवृत्तौ च प्रयोजने॥"—

মেদিনী।

সুপদ্ম-ও-কলাপ ব্যাকরণের টীকাতে লিখিত হইয়াছে, অর্থ শব্দের যদিও অভিধেয়াদি বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি ইহার অভিধেয়ার্থই মুখ্য অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য অর্থ ইহারই অন্তর্ভূত। অর্থের অভিধেয়ার্থই ব্যাপক অর্থ।

"तथाप्यभिधेयवचन एवायमर्थशब्दो गम्यते। व्याप्यव्यापकीभावादिह [illegible] [illegible]। अभिधेये हि तेषामन्तर्भावात्।"—

সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

"एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थवत् पृथक्स्थितौ ।
प्रकाशकः प्रकाश्यश्च कार्य्यकारणरूपतेति ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ. শব্দ ও অর্থ পারমার্থিকদৃষ্টিতে অভিন্ন। আত্মাই শব্দ, আত্মাই অর্থ; ব্রহ্মই প্রকাশক ব্রহ্মই প্রকাশ্য। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে, শব্দ ও অর্থ কার্য্য-কারণ বা প্রকাশ্য-প্রকাশক-ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

"ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा ।
तथैव सर्व्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥"—

বাক্যপদীয়।

ঘটাদি পদার্থকে গ্রাহ্য, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে গ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে গ্রাহ্য-গ্রাহক-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দর্শন করিলে প্রতীতি হয়, গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব এক তেজেরই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি—ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণপ্রধান তেজঃ গ্রাহক, তমোগুণপ্রধান তেজঃ গ্রাহ্য। পৃথগবস্থিত—বিষয়ীভাবাপন্ন তেজঃ বা শক্তিই গ্রাহক, এবং বিষয়ভাবাপন্ন তেজঃ বা শক্তিই গ্রাহ্য। শব্দ ও অর্থও এইরূপ স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, আত্মভূত এক নিত্যশক্তিই ব্যাবহারিক দশাতে পৃথগ্‌রূপে—প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক এই দ্বিবিধভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। *

* "यद्यपि घटादयो ग्राह्या एव चक्षुरादीनि ग्राहकाण्येव, तथापि तेजो यथा उपलब्धौ विषयीभावमापन्नमेव विषयोपलब्धौ कारणत्वं प्रतिपद्यते, तथा शब्दोऽपीत्यर्थः । तौ ग्राह्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकत्वशक्ती नित्यमात्मभूते पृथगिव प्रत्यवभासेते ।"—

পুণ্যরাজকৃত প্রকাশাখ্যটীকা।

বিষয়ীভাবাপন্ন তেজ'ই গ্রাহক এবং বিষয়ভাবাপন্ন তেজ'ই গ্রাহ্য, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা নিতান্ত সুখসাধ্য নহে। ভর্ত্তৃহরি 'তেজঃ' বলিতে কোন্ পদার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অবগত না হইলে, অস্মদ্দেশীয় আধুনিক পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই, ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া ইহার আদর করিবেন না। না করুন্, অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অমূল্যোপদেশকে যে একদিন অমূল্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিবেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এনার্জী ও ম্যাটার (Energy ও Matter) এই পদার্থদ্বয়কে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহাতে আশা হয়, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির উক্ত উপদেশের মূল্য তাঁহারা পরে বুঝিবেন। যিনি "Every change in the world simply consists in a variation in the mode of appearance of this store of energy." (Helmholtz) এই কথা বুঝিয়াছেন, ভর্ত্তৃহরির উক্ত উপদেশ তাঁহার সমীপে সমাদৃত হইবে, এইরূপ আশাকরা অসঙ্গত

"ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েষ্বনাদির্যোগ্যতা যথা।
অনাদিরর্থৈঃ শব্দানাং সম্বন্ধো যোগ্যতা তথা॥"—

বাক্যপদীয়।

শব্দ-ও-অর্থ পরমার্থতঃ অভিন্নপদার্থ হইলেও, ব্যাবহারিকজ্ঞানে ইহারা যে গ্রাহ্য-গ্রাহক, বাচ্য-বাচক, বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, দুইটী ভিন্ন পদার্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়াছি। উদ্ধৃতকারিকাটীদ্বারা পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি, বস্তুতঃ অভিন্ন হইয়াও ব্যাবহারিকজ্ঞানে ভিন্নরূপে প্রত্যবভাসমান শব্দ-ও-অর্থের যোগ্যতা বা শক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের রূপ-রসাদি-বিষয়-বা-অর্থে যেরূপ অনাদিযোগ্যতা—চাক্ষুষাদি ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানকারণতা আছে, চক্ষু, তুমি রূপ গ্রহণ করিবে, রূপ-ভিন্ন অন্য কোন বিষয় তুমি গ্রহণ করিও না; কর্ণ, তুমি শব্দই গ্রহণ করিবে, শব্দ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ তুমি গ্রহণ করিও না; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে এইরূপ উপদেশ না দিলেও, ইহারা যেমন স্বত'ই স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব-বিষয়-গ্রহণযোগ্যতা যেমন অনাদি—স্বভাবসিদ্ধ, শব্দ সকলেরও অর্থবোধ-কারণতা—অর্থবোধক-যোগ্যতা—অর্থজ্ঞাপক-শক্তি সেইরূপ অনাদি—স্বভাবসিদ্ধ, শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক, গ্রাহ্য-গ্রাহক, বাচ্য-বাচক, বা প্রকাশ্য-প্রকাশক-সম্বন্ধ, মানব-বুদ্ধি-স্থাপিত নহে; লৌকিক বা সাঙ্কেতিক (Conventional) নহে; শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ।

অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত শব্দ।

"বাগ্‌বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকু-

---

নহে। হরিকারিকার টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পুণ্যরাজ উদ্ধৃত কারিকাটীর টীকা করিবার সময়ে বলিয়াছেন—"দীপ্তি জ্যোতীংষি, ত্রয়ঃ প্রকাশাঃ, যোঽয়ং জাতবেদা যশ্চ পুরুষেষ্বান্তরঃ প্রকাশঃ, যশ্চ প্রকাশয়োঃ প্রকাশয়িতা শব্দাখ্যঃ প্রকাশঃ তত্রৈতৎসর্ব্বমুপনিবদ্ধং যাবৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চেতি।" পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু—"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।"—এই পাতঞ্জল সূত্রের বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—"প্রকাশো বুদ্ধ্যাদিরূপালোকো ভৌতিকালোকশ্চ।"—অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ আলোক ও ভৌতিক আলোক 'প্রকাশ' শব্দটী এই দ্বিবিধ আলোকের বাচক। পুণ্যরাজ বলিলেন, জাতবেদা (অগ্ন্যাদি ভৌতিক-প্রকাশ—ভৌতিক-আলোক), পুরুষের আন্তরপ্রকাশ (বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ আলোক) এবং ভৌতিক-ও-বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ প্রকাশের যিনি প্রকাশয়িতা, সেই শব্দাখ্য প্রকাশ, এই ত্রিবিধ জ্যোতিঃ—ত্রিবিধ প্রকাশ স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেই উপনিবদ্ধ আছে। শব্দ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিয়া লউন।

विति * * * तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते।"—

কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা ৬।৪।৭।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বাক্ (শব্দ) অব্যাকৃতাবস্থায় অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন, সমুদ্রধ্বনিবৎ একাত্মিকা ছিলেন ; তখন ইহাঁর প্রকৃতি, প্রত্যয়, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। বাক্ বা শব্দের ঈদৃশী অবস্থা 'অব্যাকৃত' নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, ইন্দ্র—সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই অব্যাকৃত বাক্-বা-শব্দকে প্রকৃত্যাদিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রুতি এতদ্দারা বুঝাইলেন, অবিভাগাপন্ন—অপ্রাপ্তরূপবিভাগ—অভিন্ন—সংহৃতক্রম-(Unconditioned)-শব্দতত্ত্ব হইতে বর্ণপদবাক্যলক্ষণরূপ বিভাগপ্রাপ্ত বাক্-বা-শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধ এবং অবিভাগাপন্ন বাক্-বা-শব্দতত্ত্বই বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থরূপে অবস্থান করেন। *

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ভাষাকে মনুষ্যকৃতি (The work of man) বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত, পূর্ব্বে (নিতান্ত অসভ্যাবস্থায়) মনুষ্যগণ ইঙ্গিতদ্বারা স্ববোধ পরত্র সংক্রমণ করিত ; পরে মনোভাব যখন উপচিত হইতে লাগিল, মুখভঙ্গি বা ইঙ্গিত বিবিধ মনোভাব-প্রকটনের যে যথোপযুক্ত উপায় নহে, মানবের তখন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ইহার পরেই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাষা পুরুষ-পরম্পরার সমবেতচেষ্টা হইতে জাত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শব্দ সকল মনুষ্য-কল্পিত-সঙ্কেত—কৃত্রিম সংজ্ঞা (Artificial signs) †। শব্দ মানব-কল্পিত-

* "अभिन्नात्संहृतक्रमाच्छब्दतत्त्वाद्वर्णपदवाक्यलक्षणं रूपविभागं प्राप्ताया वाचोऽभिधेय-तेनार्थविभागोपपन्नार्थे नित्येनार्थसम्बन्धेन प्राप्ताया वाचः यतो वागेवाविभागापन्ना गवादिरूपेणाव-तिष्ठते। गवादयश्च वाच्यार्थविभागाः पुनः श्रुतिरूपत्वेन परिणमन्ते। अतएव शब्दार्थयोः कार्य्यकारणभावसम्बन्धं ब्रुवते।"—

পুণ্যরাজকৃত—

"प्राप्तरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः।
यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः॥"—

এই হরিকারিকার টীকা দ্রষ্টব্য।

† Language is the work of man. It was invented by men as a means of communicating his thoughts, when mere looks of gesture proved insufficient ; and it was gradually, by the combined efforts of succeeding generations, brought to

সঙ্কেতবিশেষ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, শব্দসম্বন্ধীয় প্রাগুক্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রকৃত-মর্ম্মোপলব্ধি করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; শব্দ নিত্য পদার্থ, শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশসমূহ, তাঁহাদের সমীপে উন্মত্তের প্রলোপবোধে উপেক্ষিত হওয়াই সম্ভব।

শব্দার্থ-সম্বন্ধ মানব-বুদ্ধি-কল্পিত কি নিত্য, তদ্বিচারের ইহা উপযুক্ত স্থল নহে। অতএব আমরা যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

শাস্ত্র যে শব্দকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন, যে শব্দকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়াছেন, * যে শব্দকে ব্রহ্মবোধে পূজা করিয়াছেন,—বিদেশীয়দিগের ওয়ার্ড (Word) নামক পদার্থ হইতে তাহা যে ভিন্ন, চিন্তাশীল পাঠক! আপনি কি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন? পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ওয়ার্ড (Word) বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন, শাস্ত্র যে তৎ-পদার্থকে নিত্য বলেন নাই, শাস্ত্র যে তৎ-পদার্থকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই, শাস্ত্র-দৃষ্টিতে তৎপদার্থ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন-বোধে গৃহীত হয় নাই, তাহা কি নিঃসংশয় নহে?

মানবকৃতির স্বরূপ।

ভাষা মানবকৃতি, 'এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, এই অর্থ বোদ্ধব্য' এবম্প্রকার লৌকিক-সঙ্কেত বা লোক-সম্মতি (Convention) হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, পাশ্চাত্যদার্শনিকদিগের ভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কি না,

that perfection which we admire in the idiom of the Bible, the Vedas, the Koran, and in the poetry of Homer, Virgil, Dante, and Shakespeare."—

The Science of Language by F. Max Muller, M. A. Vol. I. P. 31.

* "বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্ব্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যম্।"—

বাক্যপদীয়-টীকাধৃত বচন।

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দই নিখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, অমৃত, মর্ত্ত্য বা নিত্যানিত্য, সকল পদার্থই শব্দ বা তদ্বিকার। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—"দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ।"—অর্থাৎ শব্দ নিত্য ও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্য-শব্দ 'পরব্রহ্ম,' অনিত্য-শব্দ অপরব্রহ্ম বা জগৎ। 'অমৃত মর্ত্ত্য সকল পদার্থই শব্দ,' শ্রুতিচরণসেবক ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই শ্রুতি-বাক্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণও "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—(শা. সূ. ১।৩।২৮) এই সূত্র দ্বারা শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। যথাস্থানে এই বিষয়ের চিন্তা করা হইবে।

তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা 'মানবকৃতির' স্বরূপোপরি নয়নক্ষেপ করিব, একটী প্রসিদ্ধ মানবকৃতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিচার করিব, তাবার উৎপত্তি ও দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত ঐ প্রসিদ্ধ মানবকৃতির উৎপত্তি সর্ব্বাংশে এক-নিয়মাধীন কি না?

একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে কোন কার্য্য হউক, তাহা কর্ত্তৃ-করণাদি-কারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যমাত্রেরই 'কারণ' আছে; বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এবং যে কোন কার্য্য হউক, তাহা কর্ত্তৃকরণাদি-কারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কর্ত্তৃকরণাদি-ক্রিয়া-নিবর্ত্তক পদার্থ ব্যতীত কোন কর্ম্মের নিষ্পত্তি হয় না, এ সকল একার্থবোধক বাক্য।

যে পদার্থ যৎ-কার্য্যের কর্ত্তৃকারকরূপে নিশ্চিত হয়, লোকে তৎকার্য্যকে তৎ-কৃতি বা তৎপদার্থের কার্য্য বলিয়া থাকে। মানব যে কার্য্যের কর্ত্তা, তাহা মানবীয় কার্য্য—তাহা মানবকৃতি। ঘট, পট, ঘটিকাযন্ত্র, বাষ্পীয়যন্ত্র, আসন্দী (Arm-chair) ইত্যাদি কার্য্যের মানবই কর্ত্তৃকারক, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে মানবকৃতি বা মানব-কার্য্য (The work of man) বলা হইয়া থাকে। যে কার্য্যসমূহের কারকতত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া, আমরা মানবকে কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি না, মানব যে কার্য্যজাতের প্রবর্ত্তক-বা-নিবর্ত্তকরূপে অবধারিত হয় না, তাহাদিগকে আমরা মানবীয় কার্য্য বলি না, তাহাদিগকে আমরা হয় প্রাকৃতিক-কার্য্য (Nature's works) না হয় ঈশ্বর-কার্য্য (The works of God) বলিয়া থাকি। বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, অশনি, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বায়ু ইত্যাদি ইহারা মানবীয় কার্য্য নহে, মানব ইহাদের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক নহে, ইহারা প্রাকৃতিক-বা-ঈশ্বর কার্য্য।

উপাদান-ও নিমিত্ত কারণ।

কার্য্য-কারণ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ উপাদান বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন। *

* "अनन्यथासिद्ध-कार्य्यनियतपूर्ब्बवर्त्ति-कारणम् ।"—

তর্কসংগ্রহ।

অর্থাৎ যদ্ব্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না (That cannot else be), যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী (That which invariably precedes), তাহা তাহার কারণ।

পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন—

"We may define, therefore, the cause of a phenomenon, to be the antecedent

যাহা সমবেত বা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়—কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম উপাদান-বা-সমবায়িকারণ।

"कार्य्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्य्यत्वमापद्यते।"—

চরকসংহিতা, বিমানস্থান।

চরকসংহিতা উপাদান-বা-সমবায়িকারণকে 'কার্য্যযোনি' এই আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা 'কার্য্যযোনি'। মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডলের উপাদান, সমবায়ী বা কার্য্যযোনি। কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া যাহা কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা 'নিমিত্তকারণ'। কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি ঘটকার্য্যের নিমিত্তকারণ।

বিদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ উপাদান ও নিমিত্ত, কারণের এই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন নাই। মিল্ বলিয়াছেন, উপাদান (Patient) ও নিমিত্ত (Agent) উভয়ই যে কার্য্যের অবস্থা-বিশেষ (Conditions of the phenomenon), তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। 'কারণ' (Cause) কথাটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে উপাদানকে পৃথক্-কারণরূপে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই

---

or the concurrence of antecedents, on which it is invariably and *unconditionally* consequent."—

Mill's Logic. Vol. I.

তর্কশাস্ত্র সমবায়ী, অসমবায়ী, এবং নিমিত্ত এই ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন।

"कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्।"—

তর্কসংগ্রহ।

কারণের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পণ্ডিত হব্‌স্ (Hobbes) বলিয়াছেন—

"A cause is the sum or aggregate of all such accidents, both in the agents and the patients, as concur in the producing of the effect propounded."—

পণ্ডিত ব্রাউন্ বলিয়াছেন—

"A cause may be defined to be the object or event which immediately precedes any change, and which existing again in similar circumstances will be always immediately followed by similar change."—

Observations on the Nature and Tendency of the Doctrine of Mr. Hume, concerning the relation of Cause and Effect. 2nd Ed. P. 44.

"कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूतं कार्य्यम्।—

শারীরকভাষ্য।

অর্থাৎ কারণের আত্মভূত শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য।

উপাদান ও নিমিত্ত, এইকারণদ্বয়ের পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়, অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়, ইহা বৈকল্পিক (Only verbal), শুদ্ধ বাগ্ব্যবহার প্রসঙ্গ হইতে এইরূপ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে (Arising from an incident of mere expression)। আমরা উপক্রমণিকার প্রথমাংশের ১০৬ ও ১০৭ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীতে পণ্ডিত মিলের বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দেখিবেন।

পণ্ডিত মিল্ উপাদানকারণকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক কেন?

পণ্ডিত মিল্ বলেন, উপাদান (Patient) কারণকে কারণান্তর বলিয়া স্বীকার করিলে, কর্ম্মকর্তৃত্বদোষ ঘটে, তাহা হইলে, কর্ম্ম স্বয়ংই কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই কথা অঙ্গীকার করিতে হয়। পণ্ডিত মিল্ স্বমতস্থাপনার্থ কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্যের অধঃপতনব্যাপার তৎপ্রদর্শিত প্রথম দৃষ্টান্ত। একটী উপলখণ্ডের অধঃপতনকর্ম্মের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, উপলখণ্ডই ইহার কারণ, যদি এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে, মিল্ বলেন, 'কারণ' কথাটীর অর্থ-বিরোধ হয়—কারণলক্ষণ তাহা হইলে দূষিত হয়। যাঁহারা কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ পৃথক্ কারণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, উপলখণ্ডের অধঃপতন কর্ম্মে, উপলখণ্ডকে নিশ্চয়ই তাঁহারা উপাদান (Patient) কারণ, এবং পৃথিবীকে (অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসানুসারে বলিতে হইলে পৃথিবীর অদৃষ্টধর্ম্মকে) নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণকরেন। একটু চিন্তাকরিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, উপলখণ্ড স্বয়ংই স্বীয় পতনকর্ম্মের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত উপলখণ্ডের পতন-কার্য্যে, উপলখণ্ড উপাদানকারণ (Patient), একথার অর্থগত পার্থক্য নাই। আমরা বলিতে পারি, প্রস্তরখণ্ডটীর পতনব্যাপার যদি এইভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, প্রস্তরখণ্ডকেই তাহার অধঃপতনকর্ম্মের নিমিত্তকারণ (Agent) বলিয়া স্বীকার করিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। জড়বস্তু স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই প্রতিষ্ঠিতমতের রক্ষণার্থ, লোকে, উপলখণ্ডের অধঃপতনব্যাপারে, উপলখণ্ডকে নিমিত্তকারণ বলিতে চাহেন না; কিন্তু সকলবস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণকরে, একথা স্মরণ করিলে, উপলখণ্ডের পতনকার্য্যে পৃথিবীর ন্যায় ইহারও যে কর্তৃত্ব আছে, পৃথিবীর ন্যায় একার্য্যে উপলখণ্ডেরও যে নিমিত্তত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পৃথিবীই কেবল অন্যান্য বস্তুকে আকর্ষণ করে না, অন্যান্য বস্তুকর্তৃক ইহাও আকৃষ্ট হয়। *

* "The distinction, however, vanishes on examination, or rather is found to be only verbal, arising from an incident of mere expression, namely, that

পণ্ডিত মিলের স্বমতসমর্থক দ্বিতীয়দৃষ্টান্ত ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া (Sensation produced in our organs)। ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াতে বিষয় (Objects), ইন্দ্রিয় (Organs) ও মন (Mind) এই তিনেরই যে ক্রিয়া-নির্বর্ত্তকত্ব (Agency) আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; দর্শনকার্য্যের আলোকই কর্ত্তা নহে, আলোক, নয়নেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক এবং দ্রষ্টব্য বস্তু, দর্শনকার্য্য এই সমুদায়ের কর্তৃত্বফলসমষ্টি। *

the object said to be *acted upon*, and which is considered as the scene in which the effect takes place, is commonly included in the phrase by which the effect is spoken of, so that if it were also reckoned as part of the cause, the seeming incongruity would arise of its being supposed to cause itself. In the instance which we have already had, of falling bodies, the question was thus put :—What is the cause which makes a stone fall? And if the answer had been 'the stone itself,' the expression would have been in apparent contradiction to the meaning of the word *cause*. The stone, therefore, is conceived as the patient, and the earth (or, according to the common and most unphilosophical practice, some occult quality of the earth) is represented as the agent, or cause. * * * We might say that the stone moves towards the earth by the properties of the matter composing it; and according to this mode of presenting the phenomenon, the stone itself might without impropriety be called the agent; although, to save the established doctrine of the inactivity of matter, men usually prefer here also to ascribe the effect to an occult quality, and say that the cause is not the stone itself, but the weight or gravitation of the stone. * * *

Thus, in the example of a stone falling to the earth, according to the theory of gravitation the stone is as much an agent as the earth, which not only attracts, but is itself attracted by the stone. * * *

The distinction between agent and patient is only verbal; patients are always agents."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 347-348.

* "In the case of a sensation produced in our organs, the laws of our organization, and even those of our minds are as directly operative in determining the effect produced, as the laws of the out-word 'object' * * * * It is not light alone which is the agent in vision, but light coupled with the active properties of the eye and brain, and with those of the visible object."

Mill's Logic, Vol. I. P. 349.

এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি ?

পণ্ডিত মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের বিকৃত প্রতিধ্বনি, শাস্ত্র এবিষয় যেরূপ বিশুদ্ধভাবে বুঝাইয়াছেন, পণ্ডিত মিল্ সেরূপ বিশুদ্ধভাবে ইহা বুঝাইতে পারেন নাই। উপাদানকারণ ও বিদেশীয়ভাষার 'পেশেণ্ট' (Patient) শব্দ, সমানার্থক নহে। উপাদান-কারণ শাস্ত্রে কোথাও একেবারে কর্ত্তৃত্ববিরহিত বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় নাই। এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমরা প্রথমে ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। যে-কোনরূপ সংশয়ই হউক, পরমকারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের চরণ সন্দর্শনমাত্র তাহা অপনোদিত হয়।

যাহা ক্রিয়ানিবর্ত্তক, তাহাকে কারক বলে। 'কারক' ও 'কর্ত্তা' (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) এই শব্দদ্বয় 'কৃ' ধাতুর উত্তর যথাক্রমে 'ণ্বুল্' ও 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ণ্বুল্' ও 'তৃচ্' উভয়ই কর্ত্রর্থক। 'কারক' ও 'কর্ত্তা' এই শব্দদ্বয়ের সুতরাং ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এক। কারক ও কর্ত্তা, ইহারা সমানার্থক শব্দ বটে, কিন্তু কারক বুঝাইতে 'কর্ত্তৃ' শব্দ, অথবা কর্ত্তা বুঝাইতে 'কারক' শব্দের প্রয়োগ করা হয় না।

কেন হয় না ?

'কারক' ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বের সামান্যসংজ্ঞা, কর্ত্তৃকরণাদি ইহারা বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বের বাচক। কর্ত্তৃকরণাদি সকলকারকই ক্রিয়ানিষ্পাদন করে সত্য, কিন্তু সকলেই একরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে না, প্রত্যেক কারকই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার নিবর্ত্তক। ক্রিয়া বলিতে আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়া বা ক্রিয়ার স্থূলরূপ বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্তক্রিয়া সকলকারকেরই কর্ত্তৃত্বফলসমষ্টি। *

প্রত্যেক কারকের কর্ত্তৃত্ব (Agency) থাকিলেও সকল কারককে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, তাহার কারণ, প্রধান কর্ত্তার বা কর্ত্তৃকারকের কর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য কারকের কর্ত্তৃত্ব একরূপ নহে। প্রধান কর্ত্তা স্বতন্ত্র, অন্যান্য কারক ইহার নির্দেশবর্ত্তী, ইহার নিয়ম্য (Patient)। প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ইহারা কোন নিয়মিত কর্ম্ম করিতে পারে না। পরমাণু সকলকে বিশ্লেষ করিবার

ভগবান্ গোতমও বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়ৈর্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৩।২।২২।

অর্থাৎ গন্ধাদিবিষয়োপলব্ধিতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়-মনঃসন্নিকর্ষও কারণ। তথাপি, উপাদান-বা-সমবায়িকারণকে তিনি ত্যাগ করেন নাই।

* উ. ১৯২ ও ১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শক্তি অগ্নির আছে, কিন্তু ইহা স্বয়ং প্রেরিত হইয়া পাককার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা অন্ধ জড়-শক্তি। পাকক্রিয়া শেষ হইয়াছে, তণ্ডুল সকল বিক্লিন্ন হইয়াছে; কিন্তু পাককর্ত্তা যদি তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে অগ্নি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া পাককার্য্য স্থগিত করিবে না; তাহাকে যাহা করিতে বলা হইয়াছে, যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সে তাহাই করিবে, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কিছু করিবার শক্তি নাই। * অন্ন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি অগ্নি স্বকার্য্য করিতে বিরত হইবে না; দগ্ধই হউক, আর যাহাই হউক, অগ্নির তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহা পরতন্ত্র। রাজা স্বীয় কর্ম্মচারিগণের স্কন্ধে যে সকল কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন, কর্ম্মচারিগণ, যথানির্দেশ সেই সমস্ত কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া থাকেন, রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি ইহাঁদের নাই, তা'ই ইহাঁরা পরতন্ত্র।

"तद्यथा। अमात्यानां राज्ञा सह समवाये पारतन्त्र्यं अवाये स्वातन्त्र्यम्।"—

মহাভাষ্য।

অগ্নি পাক করিতেছে, স্থালী পাক করিতেছে, ইত্যাদি-বাক্যে অগ্ন্যাদির স্বাতন্ত্র্য বা প্রধানকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ করা হয় কেন? জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহার কারণ কি? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এতাদৃশ-সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, প্রধান কর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ বা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেও অবান্তরকর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ প্রধান কর্ত্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধান কর্ত্তা হইতে যখন ইহারা দূরে বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহারাই প্রধানকর্ত্তৃরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার সমীপে অবস্থান করেন, তাবৎ তাঁহাদের পারতন্ত্র্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যে স্থানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্য-বা-রাজকর্ম্মচারিগণই তৎস্থানে রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, রাজাকে দেখি-

---

* "स्थाली परतन्त्रा स्यात्। यत्साधनं परिवर्तनं वा। न वा स्वतन्त्रा स्यात्सुपाची-यती यथासनं परिवर्तनं च करिष्यामीति। किं तर्हि संप्रज्वलितायां नावतरिष्यति च करिष्यतीति तेन स्थाली स्वतन्त्रा।"—

মহাভাষ্য।

বার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, রাজদর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, সুতরাং রাজাকে যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন না, অমাত্যগণকেই তাঁহারা প্রধান কর্ত্তা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র-ও-পরতন্ত্রশক্তির পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে তাঁহারা অক্ষম।

ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন—করণাদিকারকসমূহের সৌকর্য্যাতিশয়-দ্যোতনার্থ প্রধানকর্ত্তৃব্যাপার যখন বিবক্ষিত হয় না, তখন অন্যান্য কারকও (স্ব-স্ব ব্যাপারে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে, এই জন্য) কর্ত্তৃ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'অসি (খড়্গ) সুন্দর ছেদন করিতেছ,' 'কাষ্ঠ পাক করিতেছ,' 'স্থালী পাক করিতেছে,' ইত্যাদি প্রয়োগে, অস্যাদির কর্ত্তৃসংজ্ঞা পাইবার ইহাই কারণ। * 'উপলখণ্ড ভূমিতে পতিত হইতেছে' এখানেও যেস্বতন্ত্রশক্তির আদেশে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে,— যাঁহার নিয়োগানুসারে উপলখণ্ড পৃথিবীর অঙ্কে পতিত হয়, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, ইহাদের অন্তরে থাকিয়া, যিনি ইহাদিগকে নিয়ামিত করেন, তিনি লক্ষিত বা বিবক্ষিত হয়েন নাই। উক্ত হইয়াছে, প্রধান কর্ত্তা যেস্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও যে স্থলে তিনি বিবক্ষিত হয়েন না, তৎস্থলে অন্যান্য কারক, কর্ত্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপাদান (Patient) তখন নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়রূপেই পরিদৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত মিলের উপাদান-কারণকে পৃথক্ কারণরূপে অঙ্গীকার করিবার আপত্তি নিরাকৃত হইল।

পাঠক! কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্যের কথা স্মরণ করিবেন। † ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, যে স্থলে কর্ম্ম (ক্রিয়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম-বা-ক্রিয়া-নিবর্ত্তক কর্ত্তৃকারক পরিদৃষ্ট হয় না, তৎস্থলে তাদৃশ কর্ম্ম-বা-ক্রিয়া, প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যাকরণ এই সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অদূরদর্শী এইজাতীয় কর্ম্মকে প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া থাকেন।

---

* "यदा सौकर्य्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते, तदा कारकान्तराण्यपि कर्तृसंज्ञां लभन्ते। स्वव्यापारे स्वतन्त्रत्वात्। तेन पूर्व्वकरणत्वादित्वेऽपि संप्रति कर्तृत्वात् कर्त्तरि लकारः। साध्वसिश्छिनत्ति। काष्ठानि पचन्ति। स्थाली पचति।"—

सिद्धान्तकौमुदी।

† "क्रियमाणन्तु यत्कर्म्म स्वयमेव प्रसिध्यति।
सुकरैः स्वैर्गुणैः कर्तुः कर्म्मकर्त्तेति तद्विदुः॥"—
"न चान्यः कर्त्ता दृश्यते क्रिया चोपलभ्यते।"—

महाभाष्य।

উপাদানকারণের স্বরূপচিন্তা।

যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং প্রত্যেক কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই দুইটী কারণ আছে। বিষয়টী বিশদরূপে বুঝিবার নিমিত্ত আমরা এই স্থলে উপাদানকারণের স্বরূপ চিন্তা করিব।

ঘটকার্য্যের মৃত্তিকা, পটকার্য্যের তন্তু, অথবা (সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে) কার্য্যমাত্রেরই, পরমাণু বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ,—ভেদ-সংসর্গ-বৃত্তিক-পরমাণু বা প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল-সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই নিখিলকার্য্যের প্রকৃতি, ইহারাই কার্য্যযোনি।

"নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।"—

সাং দং ১।১১৪।

অসৎ—প্রাগবিদ্যমান—যাহা বস্তুতঃ নাই, (What exists not), তাহাকে কোনরূপেই কেহ 'সৎ' করিতে পারে না। মনুষ্যের কখন শৃঙ্গোৎপত্তি হয় না, বালুকা নিষ্পীড়ন করিয়া কেহ কখন তৈল বহির্গত করিতে পারগ হয়েন না, মাতা-পিতা বা শিক্ষকের পক্ষপাতবিরহিত সমানচেষ্টা, সকল পুত্র বা ছাত্রের হৃদয়ে সমান ফল প্রসব করিতে পারে না, বিনা উপদেশে (বরং কোন কোন স্থলে অবিরাম অসদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও) একব্যক্তি পরমধার্ম্মিক হইতেছেন, বিবিধবিদ্যাপারদর্শী হইতেছেন, পরোপকারকে জীবনের ব্রত করিতেছেন; আবার অন্য একজন সদুপদেশ পাইয়াও উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না, সৎপথ অবলম্বন করিতে পারেন না। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মানবের হৃদয়ে, যাহা সৎ, অব্যপদেশ্য-বা-সূক্ষ্মভাবে যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাই উৎপন্ন হয়, তাহারই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, যাহা অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না, সৎকে কেহ অসৎ বা অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না, নৈসর্গিকনিয়মে এবম্প্রকার বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হইয়া থাকে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তের ইহাই যুক্তি। সৎকার্য্যবাদের ইহাই বীজ। শ্রুতি এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন;—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য কারণাত্মাতে বিলীন হইয়াছিল, অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ বাদরায়ণও কার্য্য যে কারণ হইতে বস্তুতঃ পৃথক্

নহে, অসতের যে সত্তাব হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত "सत्त्वाच्चावरस्य" * এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও 'सत्त्वाच्चावरस्य' এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন ;—

"यच्च यदात्मना यत्र न वर्त्तते न तत्ततोत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तैलम् ।"—

শারীরক-ভাষ্য।

অর্থাৎ, যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে না, সূক্ষ্মভাবে,—অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মরূপে অবস্থান করে না, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। বালুকাতে তৈল বিদ্যমান নাই, এই-জন্য বালুকা নিষ্পীড়ন করিলে তৈল বহির্গত হয় না। ভগবান্ কপিলও তা'ই বলিয়াছেন ;—

"उपादाननियमात् ।"—

সাং দং ১।১১৫।

অর্থাৎ কার্য্য সকলের উপাদানকারণের নিয়ম আছে। মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, তন্তু হইতে পট জন্মায় ; মৃত্তিকা ঘটেরই উপাদানকারণ, পটের নহে ; তন্তুও পটেরই উপাদানকারণ, ঘটের নহে। কার্য্য সকলের উপাদানকারণের যদি নিয়ম না থাকিত, তাহা হইলে সকল পদার্থ হইতেই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকাও পটোৎপাদন করিতে সমর্থ হইত, তন্তু হইতে ঘট নির্ম্মাণকরাও অসম্ভব হইত না। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কার্য্যমাত্রের উপাদানকারণের নিয়ম আছে, যাহা, যাহাতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, অব্যপদেশ্যধর্ম্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইতেই তাহার অভিব্যক্তি হয়। †

"शक्तस्य शक्यकरणात् ।"—

সাং দং ১।১১৭।

যে ধর্ম্মী-বা-বস্তুতে যেরূপ কার্য্যোৎপাদনের শক্তি আছে, তদ্ধর্ম্মী-বা-বস্তুহইতেই যখন তদ্রূপকার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন বলিতে পারা যায় ;—

* अवरस्य = अवरकालीनस्य कार्य्यस्य। सत्त्वात् = कारणात्मना कारणे विद्यमानत्वात्।

† প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্‌টন্ তাঁহার 'Lectures on Metaphysics' নামক গ্রন্থে কারণের (cause) লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। উপক্রমণিকার ২৯ পৃষ্ঠার অধস্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

"কার্য্যশক্তিমত্ত্বমুপাদানকারণত্বম্।"—

সাং, প্র, ভা।

অর্থাৎ, কার্য্যশক্তিমত্ত্বই উপাদানকারণত্ব, তখন বলিতে পারা যায়;—"যা শক্তিঃ সা কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈব।"—অর্থাৎ, কার্য্যের অনাগত অবস্থা বা ধর্ম্মীর অব্যপদেশ্যধর্ম্মই কার্য্যশক্তি, এবং এই কার্য্যশক্তিই উপাদানকারণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তিরই আত্মভূত কার্য্য। *

মানবকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, তাহা শুনিলাম, সকল কার্য্যেরই উপাদানকারণের যে নিয়ম আছে, যে কোন বস্তুহইতে যে কোন বস্তুর যে উৎপত্তি হয় না তাহা বুঝিলাম, উপাদানকারণের স্বরূপও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইল, এক্ষণে মানবকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ কি, তাহা দেখিব। যে মানবের কার্য্যতত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিতে যাইতেছি, সেই মানবের তত্ত্ব অগ্রে অবধার্য্য। মানবের

---

* পূজ্যপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ, ভগবান্ কপিল-প্রণীত 'সৎকার্য্যবাদস্থাপক' পাঁচটী সূত্র নিম্নোক্ত কারিকাতে গ্রথিত করিয়াছেন।

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥"—

সাংখ্যকারিকা।

ভগবান্ কপিলের এই সৎকার্য্যবাদ-সমুদ্রের বুদ্বুদ হইতেই পাশ্চাত্যদেশে ক্রমবিকাশ-বাদের (Evolution Theory) প্রচার হইয়াছে। 'কারণভাবাচ্চ' অর্থাৎ, কারণভাব হইতে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়।

"কারণং যদ্রূপং তদ্রূপমেব কার্য্যমপি, যথা যবেভ্যো যবা ব্রীহিভ্যো ব্রীহয়ঃ।"—

গৌড়পাদাচার্য্যকৃত-ভাষ্য।

কারণ যদ্রূপযুক্ত, কার্য্যও তদ্রূপযুক্ত হইয়া থাকে। যব হইতে যবের উৎপত্তি হয়, ব্রীহি হইতে ব্রীহির উৎপত্তি হয় (Like is produced from like)। সজীব পদার্থ হইতেই সজীব পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নির্জীব পদার্থ কখন সজীব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারে না। পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন,—"Life, however, can be produced from life only."—

Unseen Universe. P. 230.

পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট যে যুক্তিবলে, নির্জীব পদার্থ সজীব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া—স্বাধীনভাবে (Spontaneously) প্রাণাত্মক পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে,' স্থূলদর্শী জড়বাদিগণের এইরূপ অজোচিত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিয়াছেন, 'কারণভাবাচ্চ' এই সূত্র-সূচিত-সত্যই তদ্যুক্তির প্রাণ।

যখন জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তখন মানব যে কার্য্যপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে কোন কার্য্যই হউক, শাস্ত্রপাঠে অবগত হইয়াছি, চৈতন্যাধিষ্ঠিত, ভেদসংসর্গ-বৃত্তিক-পরমাণু, ত্রিগুণ বা মায়া তাহার কারণ। শ্রুতি বলিয়াছেন, (উপ. ১০৭ ও ১০৮ পৃ. দ্রষ্টব্য) কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা-ও-দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর সেইরূপ গতিশীল-পরমাণুপুঞ্জ-ও-ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জগৎকার্য্য সম্পাদন করেন। মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদানকারণ, পরমাণু সেইরূপ জগৎকার্য্যের উপাদান-কারণ, এবং দণ্ডচক্রাদি যেরূপ ঘটের নিমিত্তকারণ, সৃজ্যমানপদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম সেইরূপ জগৎকার্য্যের নিমিত্তকারণ। পরমাণু ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, বৈশেষিকদর্শনোক্ত পরমাণু-পদার্থকেই আমরা 'গুণ' শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। * শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে অবগতি হইয়াছে, অণু-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়দ্বারা সংযুক্ত—সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক (উপ. ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব মানবও যে চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কার্য্য, মানবকে বিশ্লেষ করিলে প্রকৃতি-ও-পুরুষ বা পরমাণু-ও-চৈতন্য এইপদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত পদার্থ যে পাওয়া যায় না, তাহা স্বীকার্য্য। জিজ্ঞাস্য হইবে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা পরমাণুই যদি বিশ্বের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টিবৈচিত্র্য হইবার হেতু কি? শাস্ত্র এইরূপ প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিয়াছেন, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, পরমাণু-বা-সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভিন্নরূপ সম্মূর্চ্ছনের, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মবিচিত্রতাই কারণ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৩০০ ও ৩০১ পৃ. দ্রষ্টব্য) মানসপটানুবিদ্ধ কর্ম্মসংস্কারই ভোগায়তন শরীর নির্ম্মাণ করে, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী বিশ্বচিত্রকর পরমেশ্বর কর্ম্মসংস্কারানুসারে নিখিলপদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ধৌত-ও-ঘট্টিত আকাশমণ্ডলে অখিল পদার্থের চিত্র অঙ্কিত করেন; †
সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, মানব = চৈতন্যাধিষ্ঠিত পরমাণু বা ত্রিগুণ + মানবীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মসংস্কার।

"সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্॥"—

পঞ্চদশী।

---

* যোগসূত্রবার্ত্তিক দ্রষ্টব্য।

† "আনজহয়ি সমবর্ত্তনাধিমনশ্চীরিত: যদাসীৎ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।১১।

এই খণ্ডমন্ত্রটীর অর্থ চিন্তনীয়।

অর্থাৎ, সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ। জগৎ ব্রহ্ম-কার্য্য, কার্য্য কারণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, সুতরাং জগৎও সত্তাদি প্রাগুক্ত ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। জগৎ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। ত্রিগুণময়ী মায়া-বা-অবিদ্যাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বত্র উক্ত ব্রহ্মস্বভাবত্রয়কে অভিব্যক্ত হইতে দেয় না। তমোগুণবহুল, বৃক্ষাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি ইহাতে হয় না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, উদ্ভিদ সকল বহুবিধ-দুঃখফল, অধর্ম্মহেতুক তমোগুণবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে, এইজন্য ইহারা বহির্ব্যাপারশূন্য। কিন্তু বহির্ব্যাপারশূন্য হইলেও ইহাদের অন্তঃসংজ্ঞা আছে, সুখ-দুঃখের অনুভব আছে। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই শাস্ত্রীয় উপদেশের কিয়দংশে সদৃশ কথা বলিয়াছেন। † মানবকার্য্যের উপাদান-ও-নিমিত্ত-

---

* তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥৪৯—

মনুসংহিতা ১।৪৯।

† পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার 'A Study of Religion' নামক গ্রন্থে এবিষয়ের বিচার করিয়াছেন, যদি ইচ্ছা হয়, পাঠক তাহা দেখিতে পারেন। আমরা যথাস্থানে এ সকল কথার উল্লেখ করিব, আপাততঃ উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"In conformity with the primitive intuition 'everything that begins to exist is put forth by a will-directed power' all nature is at first alive."—

Vol. I. P. 219.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদের 'Unseen Universe' নামক গ্রন্থে সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তি হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টরূপে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"It has also been seen that in this endless chain of conditioned existence, we cannot be satisfied with a make-believe universe, or one consisting only of dead matter, but prefer a living intelligent universe, in other words one fully conditioned. Finally, our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the unseen."—

The Unseen Universe. P. 217-218.

"If matter in reality be something quite different from what we have been hitherto in the habit of thinking it to be; if we include within itself from the beginning not merely life but mind, then the appearance of both in the course of its development need excite no surprise and puzzle. * * * For undoubtedly our primary

কারণের স্বরূপ সংক্ষেপে দেখা হইল, এক্ষণে মানবকৃতির তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। মানবকার্য্যের তত্ত্ব-পর্য্যালোচনার্থ আমরা একটী প্রসিদ্ধ মানবকার্য্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিব। 'ঘট' প্রসিদ্ধ বা সর্ব্বজনসম্মত 'মানবকার্য্য', সন্দেহ নাই। কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে। ঘটকার্য্যের, মৃত্তিকা উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ, এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্তকারণ। ঘটকার্য্যের উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ মৃত্তিকা যে মানবকার্য্য নহে, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কুম্ভকার ঘটোপাদান মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না, মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হইবার শক্তি কুম্ভকারহইতে প্রাপ্ত হয় না। কোন কার্য্যেরই, একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ মানুষসৃষ্ট নহে, যাহাতে যে শক্তি বা ধর্ম্ম নাই, পরিচ্ছিন্নশক্তি মানব তাহাতে তচ্ছক্তি-বা-ধর্ম্ম প্রদান করিতে পারে না। মনু-বা-মননশক্তিবিশিষ্ট, হিতাহিতবিবেকক্ষম মানব কেবল শক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

বুদ্ধিপূর্ব্বক-ও-অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম।

বুদ্ধিপূর্ব্বক-ও-অবুদ্ধিপূর্ব্বক-(Voluntary and involuntary)-ভেদে কর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্মের স্বরূপ আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে চিন্তা করিয়াছি (৩২৫পৃ. দ্রষ্টব্য)। যে সকল কর্ম্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক, মানস-কর্ম্ম যাহাদের আভাবস্থা, অধ্যবসায়াদি সূক্ষ্ম অবস্থা সকল অতিক্রমপূর্ব্বক যাহারা স্থূলাবস্থায় উপনীত হয়, যাহারা মনের শাসনাধীন, অবগত হইয়াছি, তাহারা বুদ্ধি-পূর্ব্বক-(Voluntary)-কর্ম্ম। অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্ম তদ্বিলক্ষণ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্ম (Involuntary action) সঙ্কল্পপূর্ব্বক নহে, এইজাতীয় কর্ম্মে মনের কোন শাসন নাই। প্রাণনক্রিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। প্রাণধারণের জন্য যে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত মড্‌স্‌লী (Maudsley) বলিয়াছেন, সমীক্ষ্যকারিণী প্রকৃতি, অস্থির ও অপেক্ষাকৃত অবরকালীন মানস-শক্তিকে (Uncertain and comparatively late-appearing force) তৎকর্ম্মের শাসনভার অর্পণ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন নাই। * যে শক্তি দ্বারা দেহের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা

---

and our highest analogue of force is not matter but what we called mind—the operation of our own self-consciousness."—

Blackwood's Edinburgh Magazine,—November MDCCCLXXIV. *No.* DCCIX.

* "The will has no power whatever over certain movements that are essential to the continuance of life. Not only do such motions as those of the heart and

প্রাণশক্তি। শ্রুতি উক্ত মুখ্য প্রাণশক্তিকে ক্রিয়াগত-ভেদানুসারে প্রাণ, সমান, অপান, ব্যান ও উদান, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাণশক্তি—অত্যন্ত চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, বিসর্গ (ত্যাগ), আদান (গ্রহণ) ও বিক্ষেপ (সঞ্চালন) এই ত্রিবিধক্রিয়াত্মিকা। বিসর্গাদি-ক্রিয়াত্মিকা (উপ. ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রাণশক্তি যে ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে, মন বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, মানসশক্তির আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে প্রাণশক্তিকে আমরা যে মনের শাসনাধীন বলিব না, তাহা নিঃসন্দেহ। যখন দেখিতে পাইতেছি, আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি, শ্বাসযন্ত্র স্বকার্য্য সাধন করে, পাকযন্ত্র পাককার্য্য নিষ্পাদনে অমনোযোগী হয় না, হৃদ্‌যন্ত্রের অবিরাম নর্ত্তন স্থগিত হয় না, যখন দেখিতে পাই, নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিরও প্রাণশক্তি জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বকার্য্য-সাধনে অনলস, তখন প্রাণশক্তি যে মনের

---

the intestines go on without any co-operation of the will and in spite of any intervention on its part, but movements that are only microscopically visible, such as the contractions of the small arteries, which are of so great importance in nutrition, are not under its direct influence. Nature has been far too prudent to rely upon such an uncertain and comparatively late-appearing force for the movements essential to the continuance of life."—

The Physiology of mind by H. Maudsley. M. D. P. 434.

তা'ই বলিয়াছি—'মনঃ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি,' 'মানসশক্তির আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি'। মনের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম যাঁহাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্ত, চিত্তের এই ত্রিবিধ অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা আছে, তাহা যাঁহারা বিদিত হন নাই, মনঃ যাঁহাদের বিশ্বাসে অবরকালীন (Late-appearing force) তাঁহারা এতদ্ব্যতীত আর কি বলিতে পারেন ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্মী (Smee) বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"The actions which are governed by the mind are called voluntary, and are determined by two distinct causes. The one emanating from the external world; the second originating in the mind itself."—

"The muscular action which is performed by the body is sometimes purely automatic, for when a sensor nerve is irritated certain definite muscular movements are determined, and really many of our muscular movements are of this character, and are not governed by mental action."—

The Mind of Man by A. Smee. F. R. S. P. 28-29.

নিয়োগ অপেক্ষা করে না, মনঃ যে ইহার প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহে, সুতরাং ইহা যে মনের কর্তৃত্বাধীন নহে, তাহা অবিশ্বাস করিব কেন?

শাস্ত্রের উপদেশ, সকল কর্ম্মই সঙ্কল্পপূর্ব্বক।

"यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किं चन कर्म्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥"—

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩৪।২।

অর্থাৎ যাহা প্রজ্ঞান—নিখিল বহির্বিজ্ঞানের প্রকাশক, যাহা চেতঃ—সামান্য-বিশেষ-জ্ঞান-জনক, যাহা ধৃতি, ধৈর্য্যের মূর্ত্তি—ধারণশক্তি, মনুষ্যহৃদয়ে যাহা অমৃত-জ্যোতিঃ, যদ্ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের যাহা প্রবর্ত্তক এবং নিবর্ত্তক, আমার সেই মনঃ শান্তসঙ্কল্প হউক।

"मनसा साधु पश्यति मानसा प्रजा असृजन्त।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

শুদ্ধচিত্ত—শিবসঙ্কল্প যোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া অতীত-অনাগত, ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করেন; অধিক কি, বিশ্বামিত্রাদি ঋষি-গণ স্ব-সঙ্কল্পমাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* ছান্দোগ্যশ্রুতি বুঝাইয়াছেন, সঙ্কল্পই মন প্রভৃতির আশ্রয়, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সঙ্কল্পমূলক, সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্ট হয়, সঙ্কল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্কল্পে জগৎ প্রলীন হইয়া থাকে, শৈত্য ও তেজের বা অগ্নি ও সোমের সঙ্কল্পে জল বাষ্পাকার ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে আগমন করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সঙ্কল্প, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্রের সঙ্কল্প, মন্ত্রের সঙ্কল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সঙ্কল্পে লোকের সঙ্কল্প, এবং লোকের সঙ্কল্পে জগতের সঙ্কল্প হইয়া থাকে। অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-তত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারে,

* "एकाग्रेण 'मनसा' 'साधु पश्यति' अतीतानागतव्यवहितादिवस्तुजातं योगी सम्यक् साक्षात्करोतीति। 'मानसाः' एकाग्रमनोयुक्ता विश्वामित्रादयः ऋषयः सङ्कल्पमात्रेण बह्वीः 'प्रजाः' 'असृजन्त'।"—

সায়ণাচার্য্যকৃত-ভাষ্য।

সে কামচার হয়, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে। *

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः।
व्रतनियमधर्म्माश्च सर्व्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः॥"

২।৩।

অর্থাৎ সঙ্কল্প সর্ব্বক্রিয়ার মূল। কাম সঙ্কল্পমূলক, যজ্ঞসকল সঙ্কল্পসম্ভব, ব্রত-নিয়মরূপ ধর্ম্মসমূহ সঙ্কল্পজ। †

যে সঙ্কল্পপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি সঙ্কল্পতত্ত্বজ্ঞ, শ্রুতিপরায়ণ মহর্ষিগণ বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে সঙ্কল্পপ্রভাবে যোগী অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যে সঙ্কল্পপ্রভাবে মৃত জীবিত হয়, ব্যাধিত স্বাস্থ্যলাভ করে, বদ্ধ মুক্ত হয়, প্রাণ

* "तानि ह वैतानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पात्मकानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समक्लृपतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशञ्च समकल्पन्तामापश्च तेजश्च तेषां संक्लृप्त्यै वर्षं सङ्कल्पते वर्षस्य संक्लृप्त्या अन्नं सङ्कल्पतेऽन्नस्य संक्लृप्त्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणानां संक्लृप्त्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्राणां संक्लृप्त्यै कर्म्माणि संकल्पन्ते कर्म्मणां संक्लृप्त्यै लोकः सङ्कल्पते लोकस्य संक्लृप्त्यै सर्व्वं सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपास्स्वेति। स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते संक्लृप्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति यावत् सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

† "अथ कोऽयं सङ्कल्पो नाम यः सर्व्वक्रियामूलम्। उच्यते। यस्तेन: सन्दर्शनं नाम यदनन्तरं प्रार्थनाध्यवसायौ क्रमेण भवतः। एते हि मानसा व्यापाराः सर्व्वक्रियाप्रवृत्तिषु मूलतां प्रतिपद्यन्ते। नहि भौतिकव्यापारास्तमन्तरेण सम्भवन्ति।"—

মেধাতিথি-ভাষ্য।

অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকর্ম্মের মূল, সেই সঙ্কল্প কোন্ পদার্থ? মেধাতিথি এতদুত্তরে বলিয়াছেন—সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-ক্রিয়াপ্রবৃত্তির মূল-বা-আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। ভৌতিক-ক্রিয়াও সন্দর্শনাদি মানসব্যাপার ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, ভৌতিক ক্রিয়ারও সন্দর্শনাদি মানসব্যাপার আদ্যাবস্থা। সন্দর্শন-বা পদার্থ-স্বরূপনিরূপণদ্বারা, এই পদার্থ এই অর্থক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এবম্প্রকার কার্য্যনিষ্পাদনের সামর্থ্য আছে, ইহা ঈদৃশশক্তিসম্পন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সন্দর্শনদ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলে, তদনন্তর প্রার্থনা, তৎপরে অধ্যবসায় হয়। এই পদার্থ দ্বারা এইরূপ কার্য্যসিদ্ধি হইবে, মেধাতিথি বলেন, এতাদৃশী বুদ্ধিই 'সঙ্কল্প' নামে অভিহিত হয়। মহাভাষ্য হইতে উদ্ধৃত "বৃদ্ধ ব. এব মনুষ্যঃ" ইত্যাদি বচন স্মরণ করিবেন।

প্রাণায়ামকে পাইয়া কৃতকৃত্য হয়, সত্যস্বরূপিণী শ্রুতিদেবী যে সঙ্কল্পকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, এ দুর্দ্দিনেও যে সঙ্কল্পের অমোঘবীর্য্যে চিকিৎসক-প্রত্যাখ্যাত কত অসাধ্যরোগাক্রান্তকে নিমেষমধ্যে নীরোগ হইতে দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সেই সঙ্কল্পশক্তিকে নগণ্য পদার্থ বলিয়া বুঝাইতেছেন, প্রাণনক্রিয়োপরি তাহার কোন প্রভুত্ব নাই বলিতেছেন; যে মনকে শ্রুতি মানব-হৃদয়ের অমৃতজ্যোতিঃ বলিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক বলিয়াছেন,—জড়-দৃষ্টি পণ্ডিত মড্‌স্‌লী (Maudsley) তাহাকে অবরকালীন ও অস্থির বলিয়া হেয় করিতেছেন, স্বল্পবল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সঙ্কল্পশক্তিকে নগণ্য পদার্থ বলিয়া বুঝুন ক্ষতি নাই, তাঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কল্পশক্তিকে শাস্ত্রনিরূপিত, মহর্ষিগণপ্রমাণীকৃত মর্য্যাদা দিতে তাঁহারা যে প্রাকৃতিকপ্রেরণায় অক্ষম হইবেন, মানসশক্তির সম্যক্ ইয়ত্তাবধারণ করিতে যে স্বভাবের নিয়মে অসমর্থ হইবেন, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু যাঁহারা ঋষিদিগের বংশধর হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই বাস করিতেছেন, তাঁহারা কেন শ্রুত্যুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া, অদূরদর্শী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের মতে আস্থাবান্ হইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না, কোন্ পাপে আর্য্যবংশধরদিগের এরূপ দুর্ম্মতি হইল, তাহা স্থির করিতে পারি না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে চিকিৎসা ভিন্ন হইয়া থাকে, ঔষধ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বর্ত্ত-মান ভারতবর্ষ যে ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে ফলমূলভোজী, পর্ণকুটীরবাসী, বাহ্যৈশ্বর্য্যবিহীন, স্বল্পভাষী, অকপট ঋষিদিগের ঔষধব্যবস্থা এস্থানে এক্ষণে সমা-দৃত হইবে না, ঋষিদিগের অমোঘ ঔষধব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ত্তমান দুর্গত ভারতবর্ষ বুঝিবে না, পরমকারুণিক ভগবান্, তা'ই বুঝি, পাশ্চাত্যদেশবাসী সুধীকুলের অন্তঃ-করণে ধীরে-ধীরে সুমতি দিতেছেন, তা'ই বুঝি, থিওসফিষ্টদলের আবির্ভাব হই-য়াছে। একজন পাশ্চাত্য থিওসফিষ্ট পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়াছেন, বাহ্যজগতে বা মনুষ্য-দেহযন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ব্বক-অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা নাই পারি, তৎসমস্তই সঙ্কল্পমূলক। ভৌতিকজগতে ইচ্ছাশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া থাকে, অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে; আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক, রাসায়নিক-ও-দৈহিকক্রিয়া বিনিয়মন করে, মানবীয় সঙ্কল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিধান করে। মানব স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির প্রব্যক্ত অবস্থা (Manifestation of will)। *

* "All voluntary and involuntary actions in nature and in the organism of man originate in the action of will, whether or not we are conscious of it.

কর্ম্মমাত্রেই সঙ্কল্পমূলক এই কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ যতদূর অবগত হইলাম, তাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে সঙ্কল্পমূলক তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী প্রথমে পদার্থ-সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ করেন, এই পদার্থ এইরূপ অর্থ-ক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এইরূপ কার্য্য-নিষ্পাদনের সামর্থ্য আছে, এতৎপদার্থ ঈদৃশ-শক্তিসম্পন্ন, তাহা নিশ্চয় করেন; সংদৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত-বা-বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ যদি তাঁহার ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, তবে তিনি তাহা প্রার্থনা করেন, তদনন্তর প্রার্থিত পদার্থ কোন্ উপায়ে সমধিগত হইবে, তাহা স্থির করেন, তৎপরে কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। যে-কোনরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হউক, তাহাই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। এক্ষণে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও যে সঙ্কল্পমূলক, তাহা বুঝিতে পারিলে, কর্ম্ম-মাত্রেই সঙ্কল্পমূলক এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ইচ্ছা কোন্ পদার্থ?

বুদ্ধিপূর্ব্বক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক দ্বিবিধ কর্ম্মই যে সঙ্কল্পমূলক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে 'ইচ্ছাশক্তি' কোন্ পদার্থ তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

"ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।১০।

ইচ্ছা, ন্যায়মতে, আত্মধর্ম্ম—আত্মার গুণ। গুণ-বা-ধর্ম্মদ্বারা দ্রব্য-বা-ধর্ম্মী লক্ষিত হয়, দ্রব্য-বা-ধর্ম্মীকে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ গোতম এইজন্য আত্মার স্বরূপ-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান ইহারা আত্মধর্ম্ম—আত্মগুণ, সুতরাং ইহারা আত্মার লিঙ্গ। যাহা ইচ্ছাদ্বেষাদিগুণ-বিশিষ্ট, তাহা 'আত্মা'। পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, স্বার্থ বা পরার্থ অপ্রাপ্তপ্রার্থনার নাম 'ইচ্ছা'। কাম (মৈথুনেচ্ছা), অভিলাষ (অভ্যবহার-বা-ভোজনেচ্ছা), রাগ (পুনঃ পুনঃ বিষয়া-নুরঞ্জনেচ্ছা), সঙ্কল্প (অনাসন্ন-ক্রিয়েচ্ছা), কারুণ্য (নিঃস্বার্থ-পরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা), বৈরাগ্য

Upon the physical plane the will acts, so to say, unconsciously carrying out blindly the laws of nature, causing attractions, repulsions, guiding the mechanical, chemical, and physiological functions of the body, without man's intelligence taking any part of the process. Man is himself a manifestation of will,"—

Occult Science in Medicine by F. Hartmann, M. D. P. 66-67.

(দোষদর্শননিবন্ধন বিষয়-পরিত্যাগেচ্ছা), উপধা (পরবঞ্চনেচ্ছা), ভাব (অন্তর্নিগূঢ়েচ্ছা), ইত্যাদি ইহারা ইচ্ছারই প্রকারভেদ। *

"सा आत्ममनसोः संयोगात् सुखाद्यपेक्षात् स्मृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यते, प्रयत्नस्मृतिधर्म्माधर्म्महेतुः।"—

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

অর্থাৎ, প্রযত্ন † (প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি-ও-জীবনযোনি-যত্ন—কৃতি)-স্মৃতি-ও-ধর্ম্মাধর্ম্মহেতু 'ইচ্ছা' আত্মা-ও-মনের সংযোগ হইতে সুখাদি বা স্মৃতির অপেক্ষাবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"आत्मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः।
कृतिजन্যা भवेच्चेष्टा चेष्टाजन्या भवेत्क्रिया॥"—

---

* "स्वार्थं परार्थं वाप्राप्तप्रार्थनमिच्छा। * * * कामोऽभिलाषो रागः सङ्कल्पः कारुण्यं वैराग्यमुपधा भाव इत्येवमादय इच्छाभेदाः। मैथुनेच्छा कामः। अभ्यवहारेच्छाभिलाषः। पुनः पुनर्विषयानुरञ्जनेच्छा रागः। अनासन्नक्रियेच्छा सङ्कल्पः। स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्। दोषदर्शनाद्विषयपरित्यागेच्छा वैराग्यम्। परवञ्चनेच्छा उपधा। अन्तर्निगूढ़ेच्छा भावः। चिकीर्षा जिहीर्षेत्यादि क्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति।"—

প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

† "प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्य्यायाः। स द्विविधो जीवनपूर्व्वक इच्छाद्वेषपूर्व्वकश्च। तत्र जीवनपूर्व्वकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तानप्रेरकः प्रबोधकाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुः। अस्य जीवनपूर्व्वकस्यात्ममनसोः संयोगाद्धर्म्माधर्म्मापेक्षादुत्पत्तिः। इतरस्तु (इच्छा-द्वेषपूर्व्वकस्तु) हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः। शरीरविधारकश्चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षात्, द्वेषापेक्षाद्वोत्पद्यत इति।"—

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

প্রযত্ন (Effort, Attempt) সংরম্ভ, উৎসাহ, ইহারা পর্য্যায়শব্দ—একার্থবোধক। ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষাবশতঃ আত্মা-ও-মনের সংযোগ হইতে জাত জীবনযোনি-ও-ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ। ভাষাপরিচ্ছেদে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি, প্রযত্নকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীবনযোনিপ্রযত্ন, সুপ্ত-বা-নিদ্রিতের প্রাণাপান-সন্তানপ্রেরক, প্রবোধকালে—জাগ্রদবস্থায় ইহাই অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ান্তরপ্রাপ্তিহেতু। ফুস্ফুস ও হৃদযন্ত্রের যে অবিরাম আকুঞ্চন-প্রসারণ হইতেছে, জীবনযোনি প্রযত্নই (Vital power) তাহার হেতু। ইচ্ছা-দ্বেষ-পূর্ব্বক-প্রযত্ন হিতপ্রাপ্তি-ও-অহিতপরিহার-সমর্থ ব্যাপারের হেতু এবং শরীর-বিধারক।

আত্মা হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি—প্রযত্নের উৎপত্তি হয়, কৃতি-বা-প্রযত্ন হইতে চেষ্টার এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া—কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে, ফলবিষয়িণী-ও-তদুপায়বিষয়িণী-ভেদে ইচ্ছাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, সুতরাং জিজ্ঞাস্য হইবে, ইচ্ছার কারণ কি? পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন এতদুত্তরে বলিয়াছেন—ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার কারণ। ফলেচ্ছা অন্যকারণের অপেক্ষা করে না, ফলজ্ঞান-বিশিষ্ট আত্মা হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

ফলেচ্ছা সুতরাং স্বতঃ পুরুষার্থ।

পুরুষের অর্থ—প্রয়োজন = পুরুষার্থ। প্রয়োজন কাহাকে বলে, বুঝিবার সময়ে উপলব্ধি হইয়াছে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া বা যদুদ্দেশ্যে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে; প্রয়োজন মুখ্য-ও-গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ, এবং সুখ ও দুঃখাভাবই মুখ্যপ্রয়োজন; সুখেপ্সা ও দুঃখজিহাসা ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছা নহে; যে প্রয়োজন ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছা নহে, বুঝিয়াছি, তাহাই মুখ্যপ্রয়োজন। মুখ্যপ্রয়োজন ও 'স্বতঃ পুরুষার্থ' এক পদার্থ।

ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয়, তজ্জ্ঞান, উপায়েচ্ছার কারণ। *

শ্রুতি ইচ্ছাকে মনের বৃত্তিবিশেষ বলিয়াছেন।

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যে-তৎসর্ব্বং মন এব।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (অদৃষ্টার্থ কর্ম্ম ও দেবতাদিতে আস্তিক্য-বুদ্ধি), অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী, ইত্যাদি মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি। সাংখ্য-ও-বেদান্ত-মতেও ইচ্ছা মনোধর্ম্ম।

---

* "इच्छा हि फलविषयिणी उपायविषयिणी च। फलन्तु सुखं दुःखाभावश्च। तत्र फलेच्छां प्रति फलज्ञानं कारणम्। अतएव स्वतः पुरुषार्थः सम्भवति। यज्ज्ञानं यदिच्छां जनयति स स्वतः पुरुषार्थः इति तत्त्वार्थात्। इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फलितोऽर्थः। उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम्।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন, ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম।

"अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। वदन् वाक्, पश्यं-श्चक्षुः, शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

কার্য্য স্বরূপতঃ কারণহইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, বিমল স্ফটিকে নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উহা যেপ্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াদ্বারা বিবিধ-নাম-রূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিচিত্র বিশ্ব-রূপ ধারণ করেন। এক ব্যক্তি ক্রিয়া-ও-কর্ম্মভেদে যেরূপ ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন, মহৈশ্বর্য্য পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ-নামরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর-নৃত্য-বিমোহিত-চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য করে—মায়ামুগ্ধ-ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণহইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। *

আত্মবিদের নয়নে জগৎ আত্মময়—আত্মবিদ্ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পান না। আত্মাই বস্তুতঃ অখিল অভিধানের অভিধেয় পদার্থ, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অভিধেয় নাই। † প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই আত্মবাচী, আত্মাই সকলের বাচ্য। আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি 'প্রাণ' নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন তিনি 'বাগিন্দ্রিয়' নামে, যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়িক কার্য্য সম্পাদন করেন, তখন 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়' নামে, যখন মনন-কার্য্য নিষ্পাদন করেন, তখন 'মনঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণ, বাক্ (বাক্ শব্দ দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ লক্ষিত হইয়াছে), চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—প্রাণ-ও-বাক্ এই শব্দদ্বয়দ্বারা ক্রিয়া-শক্তি-বিকার এবং চক্ষুঃ-ও-শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞান-শক্তি-বিকার লক্ষিত হইয়াছে। মনঃ, জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের সাধারণ করণ ‡। অববোধার্থক 'মন' ধাতুর উত্তর করণ

---

* "मायैवैका हि नृत्यन्ती मोहयन्त्यखिला धियः।
पुंसां भेदो बुद्धिभेदादम्बुभेदाद्यथा रवेः॥"—

সাংখ্যসার।

† "सर्वो वेदोऽस्य च सर्वा वाक्, न ह्यात्मनोऽन्यद्व्यतिरिक्तमभिधेयमस्ति, न चात्मनोऽन्य-दभिधानमभिदध्यात्।"—

নিরুক্তটীকা।

‡ "प्राणन्नेव प्राणो वदन्वागित्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रदर्शितो भवति पश्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्र-

ধাতো 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া 'মনঃ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ; মত হয়—জ্ঞাত হয়, বিষয় সকল যদ্দ্বারা—জ্ঞানবিকাশের যাহা সাধারণ করণ, তাহা মনঃ। ঐতরেয় আরণ্যকও বুঝাইয়াছেন, চক্ষুরাদি বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্‌পাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়; মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ; মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি (জব, প্রাপ্তকার্য্যে মনের অব্যগ্রতা, অথবা মনের রোগাদিজনিত দুঃখিত্ব। [সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য]), স্মৃতি, সঙ্কল্প ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ; ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতা; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত; মনুষ্যাদি পিপীলিকান্ত নিখিল জীব; এক কথায় স্থাবর-জঙ্গম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পদার্থই প্রজ্ঞানের—শুদ্ধচৈতন্যের—অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার ভিন্ন-ভিন্ন নাম, তাঁহারই সোপাধিক বা পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) অবস্থা। * অতএব বুঝিতে পারা গেল, ইচ্ছা আত্মধর্ম্ম এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত, 'ইচ্ছা' মনোধর্ম্ম এই সিদ্ধান্তের বস্তুতঃ বিরোধী নহে।

কর্ম্মের রূপ নিরীক্ষণ করিতে যাইলে পরিবর্ত্তনের (change), একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তির রূপ বুদ্ধিগোচর হয়, পরিবর্ত্তনই বস্তুতঃ কর্ম্মের স্বরূপ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। কারণের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাহা থাকিলে যাহা হয়, যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ। † উপাদান-বা-সম-

---

नित्याभ्यां विज्ञानमनुग्रहः प्रदर्श्यते। मन्यतेऽनेन मनो मनुत इति ज्ञानशक्तिविकाशानां साधारणं करणं मनः मनुतेऽनेनेति पुनरपि कर्त्ता तन्मन्यमानो मन उच्यते।"—

শঙ্করভাষ্য।

* "कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति यदेतद्धृदयं मनश्चैतत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किञ्चेदं प्राणि जङ्गमञ्च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वन्तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञा नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म।"—

ঐতরেয় আরণ্যক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

† "कारणं हि नामैतत्, यस्मिन् सति भवति, यस्मिन् असति न भवति।"—

ন্যায়বার্ত্তিক।

"अनन्यथासिद्धिनियतस्य नियता पूर्ववर्त्तिता।
कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्त्तितम्॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

বায়ী ও নিমিত্ত, অবগত হইয়াছি, কারণকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেবল্ বলিয়াছেন, যে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব-বা-ভাবসমূহ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, যাহার-বা-যাহাদের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা ব্যতিরেকে যে কার্য্য সংঘটিত হয় না, তৎকার্য্যের তাহা-বা-তাহারা কারণ।

The cause of an event is that antecedent or set of antecedents from which the event always follows."—

Logic. P. 293.

পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন, ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবই (Sequence or Succession) কার্য্য-কারণের রূপ। প্রথম বা পূর্ব্বভাব 'কারণ' (Cause), দ্বিতীয় বা অপরভাব 'কার্য্য' (Effect)।

"To appearance, cause and effect are a sequence or succession, the cause being first or the antecedent ; the effect, second or the consequent."—

Logic, Part II. P. 37.

"कारणं तावत् द्विविधम् ; मुख्यम्, अमुख्यं च। तत्र घटादिकं प्रति मृदादिकं (कपाला-दिकम्) मुख्यम्। मुख्यभिन्नं त्वमुख्यं कारणम् ; तच्च सहकारिकारणमुच्यते। मुख्यमपि न्याय-मते त्रिविधम्। समवायि, असमवायि, निमित्तं चेति। तत्र घटादिकं प्रति कपालादिकं समवायिकारणम् ; कपालद्वयसंयोगादि असमवायिकारणम् ; दण्डादयो निमित्तकारणानि इति। तत्र समवायिकारणासमवायिकारणे असाधारणे एव कारणे भवतः। निमित्त-कारणं तु साधारणासाधारणभेदेन द्विविधमप्यस्ति। तत्र साधारणनिमित्तकारणानि अष्ट-विधानि। ईश्वरः, तज्ज्ञानेच्छाकृतयः दिक्कालौ, अदृष्टम् (धर्माधर्मौ), प्रागभावः चेति। * * * असाधारणनिमित्तकारणानि तु कार्यभेदेनानेकविधानि इति। अमुख्यं कारणं तु असाधारणं निमित्तमेव ; अनेकधा चेति।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ, কারণ মুখ্য-ও গৌণ ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ঘটাদি কার্য্যের মৃদাদি (কপালাদি) মুখ্য কারণ। যাহা মুখ্য-ভিন্ন কারণ, তাহা 'অমুখ্য' কারণ। সহকারিকারণ অমুখ্যকারণ। মুখ্যকারণ আবার, ন্যায়মতে, সমবায়ি-অসমবায়ি-ও-নিমিত্ত-ভেদে ত্রিবিধ। ঘটাদির কপালাদি সমবায়িকারণ, কপালদ্বয়-সংযোগ, অসমবায়িকারণ এবং দণ্ডাদি নিমিত্তকারণ।

"अथायं नियमः समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति इति। असमवायिकारणं तु गुणः कर्म च भवति ; असमवायिकारणं गुणकर्मातिरिक्तं न भवतीत्यर्थः।"—

দ্রব্য সমবায়িকারণ এবং গুণ ও কর্ম্ম অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে। অসমবায়িকারণ কদাচ গুণ-বা-কর্ম্মাতিরিক্ত হয় না। সমবায়ি-ও-অসমবায়িকারণ অসাধারণ কারণ। নিমিত্তকারণ সাধারণ-ও-অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ নিমিত্তকারণ ঈশ্বর, তজ্জ্ঞান, তদিচ্ছা, তৎকৃতি, দিক্, কাল, অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও প্রাগভাব, এই অষ্টবিধ। অসাধারণ নিমিত্তকারণ বহুবিধ। অসাধারণ নিমিত্ত-কারণই অমুখ্য কারণ।

হইয়া থাকে। উপাদান-বা-সমবায়িকারণের যে লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে,—কার্য্যের অনাগতাবস্থা, কার্য্যের অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম, কার্য্যশক্তিমত্বই উপাদান-বা-সমবায়ি-কারণ। যে কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই কারণদ্বয় একাধিকরণস্থিত (Co-existent) বলিয়া বোধ হয়, যে কার্য্যের উপাদান-কারণ নিমিত্ত-কারণ হইতে ভিন্নাধিকরণে অবস্থান করিতেছে, বুঝিতে পারা যায় না, তৎকার্য্যকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধ-কার্য্যরূপে পরিগণিত করা হইয়া থাকে। ঘটকার্য্যের কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত-কারণ, এবং মৃত্তিকা উপাদান-কারণ। ঘটকার্য্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং ইহার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি যে একাধিকরণে অবস্থান করে না, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মৃত্তিকা যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে না, সকরণ কুম্ভকার মৃত্তিকাকে যাবৎ ঘটাকারে পরিণত না করে, তাবৎ যে ইহা মৃত্তিকাবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, ঘট, পট ইত্যাদি—মানবকার্য্যের উপাদান-কারণ স্বতন্ত্র নহে, ঘট-পটাদি মানবকার্য্যের উপাদান-কারণ স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, ইহাকে নিমিত্ত-কারণের মুখাপেক্ষা করিতেই হয়।

এরূপ কার্য্যও আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, যে কার্য্যের উপাদান-কারণকে ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না, যে কার্য্যের উপাদান-কারণ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে,—কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। পুষ্পের ফলরূপে পরিণতি-ব্যাপারে, বীজের অঙ্কুরাকার-প্রাপ্তিতে, বাষ্পের মেঘাকার-ধারণে, পুষ্পাদিকে ভিন্নাধিকরণস্থিত নিমিত্তকারণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, ইহারা স্বতন্ত্রভাবেই ফলাদি কার্য্য উৎপাদন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের স্বরূপ-চিন্তা করিলে আপাত-দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, কার্য্যমাত্রেরই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, একথা সত্য নহে, অথবা যে সকল কার্য্যকে প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই সকল কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পৃথক্ আধারে বিদ্যমান থাকে না, সেই সকল কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ একাধিকরণে অবস্থান করে।

ঘট-পটাদি মানবীয় কার্য্যের স্বরূপ দর্শন যদি না হইত, কার্য্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এই সিদ্ধান্তকে আমরা তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত বলিতে পারিতাম, কিন্তু যখন দেখিতে পাইতেছি, মৃত্তিকা কুম্ভকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে না, তখন নিমিত্ত-কারণের অস্তিত্ব কিরূপে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করিতে পারি?

"দৃষ্টাদদৃষ্টসিদ্ধিঃ।"—

শারীরক-ভাষ্য।

দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব মানবীয় কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন প্রাকৃতিক-বা-স্বভাবসিদ্ধরূপে পরিগণিত কার্য্যসমূহেরও উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এবম্প্রকার অনুমান হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

উপাদানকারণ, নিমিত্তকারণ-সাপেক্ষ কেন?

কার্য্যমাত্রেরই নিমিত্ত ও উপাদান এই দ্বিবিধ কারণ আছে, উপাদান-কারণ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি, তাহা অবগত হইলেই, সকল সংশয় অপনোদিত হইবে। অতএব দেখা যাউক, উপাদান-কারণ নিমিত্ত-কারণের মুখাপেক্ষা করে, উপাদান-কারণ পরতন্ত্র, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

'বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না', 'কর্ম্মমাত্রের উদ্দেশ্য (End) আছে,' 'যে কোন কর্ম্ম হউক তাহা সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তিকামনায় অথবা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয়,' এই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যাহারা কর্ম্মশীল, তাহারা সুখবিহীন, তাহারা বাধাযুক্ত, অর্থাৎ, তাহারা অভাববিশিষ্ট—অপূর্ণ; এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি-কামনায় এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগেচ্ছায় যখন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অভাব-মোচন—বাধাপনোদন বা পূর্ণত্ব-প্রাপ্তিই যখন কর্ম্মের প্রয়োজন, যে কোন কর্ম্মকর্ত্তা, যে কোন পদার্থকে যখন-ইষ্ট-রূপে গ্রহণ বা অনিষ্ট বলিয়া ত্যাগ করেন না, তখন কর্ম্মমাত্রেই জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্নপূর্ব্বক—সকল কর্ম্মই সকর্ত্তৃক। যে কোনরূপ পরিণাম হউক, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদসংসর্গবৃত্তিক-পরমাণু ত্রিগুণ-বা-মায়া তাহার কারণ, পূর্ব্বোক্ত এই কথা স্মরণ করিবেন।

চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্মমাত্রেই জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নপূর্ব্বক—সকর্ত্তৃক, সকল কর্ম্মেরই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ আছে, এবং উপাদানকারণ নিমিত্তকারণের নির্দেশবর্ত্তী, এই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য, আমরা কর্ত্তৃকারকের স্বরূপ-চিন্তন

আবশ্যক মনে করিলাম

"প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ কারকাণাং য ঈশ্বরঃ।
অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা স কর্ত্তা নাম কারকম্॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, কারকসমূহের মধ্যে যে কারক, অন্যান্য কারকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঈশ্বর, যে কারক স্বতন্ত্র—স্বাধীন, যে কারকের প্রণোদনব্যতীত অন্যান্য কারক কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহার নাম কর্তৃকারক।*

* "কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি। যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ কর্ত্তা যে প্রধান—স্বতন্ত্র তাহা কিরূপে জানা যায়? কর্ত্তা করণাদি-সাধনসমূহের প্রবর্ত্তয়িতা, কর্ত্তার প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে উহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এইজন্য কর্ত্তা প্রধান—স্বতন্ত্র।

"কর্তৃত্বং চেতরকারকাপ্রযোজ্যত্বে সতি সকলকারকপ্রযোক্তৃত্বলক্ষণং জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নাধারত্বম্।"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন।

জ্ঞান (Knowledge of the proper means), চিকীর্ষা (Will or desire to act) এবং প্রযত্নের (Volition) যাহা আধার, যাহা অন্যান্য কারকের প্রযোক্তা—প্রবর্ত্তয়িতা (which sets in motion all other causes) অন্যান্য কারক যাহার নির্দেশবর্ত্তী, তাহা কর্তৃকারক।

"ন্যায়মতে কর্তৃত্বং দ্বিবিধম্। মুখ্যং গৌণং চেতি। তত্রাদ্যং কৃতিমত্ত্বম্, দ্বিতীয়ম্ ব্যাপারবত্ত্বম্ প্রতিযোগিত্বাদি।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ ন্যায়মতে মুখ্য-ও-গৌণভেদে কর্তৃত্ব দ্বিবিধ। কৃতিমত্ত্ব—জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবত্ত্ব মুখ্যকর্তৃত্ব, এবং ব্যাপারাশ্রয়ত্ব '(রথ গমন করিতেছে' এখানে ব্যাপারাশ্রয়ত্ব রথের কর্তৃত্ব), প্রতিযোগিত্ব ('ঘট বিনষ্ট হইতেছে' এখানে ঘটের ভদভাবপ্রতিযোগিত্বই কর্তৃত্ব), ও কৃত্যবচ্ছেদকত্ব (কৃতি—প্রযত্ন, তদবচ্ছেদকত্ব—তন্নিয়ামকত্ব) গৌণকর্তৃত্ব। অচেতন-পদার্থের কর্তৃত্ব গৌণকর্তৃত্ব।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন (২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ফলানুকূলযত্ন-সহিত ব্যাপার ধাত্বর্থ। ক্রিয়ামাত্রেই যে (সাক্ষাৎভাবেই হউক, গৌণভাবেই হউক) জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবিশিষ্ট-কর্তৃশক্তিপ্রেরিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে।

"বৈয়াকরণাস্তু অচেতনস্থলেঽপি কর্ত্তৃত্বপ্রয়োগাৎ অচেতনেঽপি কর্ত্তৃপ্রয়োগাৎ ক্রিয়াশ্রয়ত্বমেব কর্তৃত্বম্।"—

কারকবাদার্থ।

অর্থাৎ বৈয়াকরণেরা যখন অচেতন পদার্থকেও কর্তৃরূপে প্রয়োগ করেন, তখন বুঝা যাইতেছে, ক্রিয়াশ্রয়ত্বই কর্তৃত্ব, তাঁহাদের এইরূপ মত। আমরা যথাস্থানে এই বিষয় আলোচনা করিব,

অচেতনের কর্তৃত্ব নাই।

অচেতন বা জড় (Inert) কাহাকে বলে, শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইয়াছি, যাহা পরবশ—পরাধীন, স্বেচ্ছানুসারে বা স্বাধীনভাবে যাহা কোন কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না, যাহা নিশ্চেষ্ট, যাহা ইষ্টানিষ্টানভিজ্ঞ, তাহা 'অচেতন' বা 'জড়'। * কর্তৃকারক-ও-জড়ের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ স্মরণ করিলে, জড়পদার্থ যে কর্তৃকারক হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, যাহা পরবশগ, তাহা কর্তৃকারক হইবে কিরূপে? চৈতন্যই কর্তৃকারক—চৈতন্যই স্বতন্ত্র।

আপাততঃ পাঠকদিগকে ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের কর্তৃকারকসম্বন্ধীয় প্রাগুদ্ধৃত উপদেশসমূহ স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"क्रियायाः कृतेर्वा समवायित्वम्।"—

তত্ত্বচিন্তামণি।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা গৌণ-ও-মুখ্য এই দ্বিবিধ কর্তৃত্বলক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন। ক্রিয়াসমবায়িত্ব—ক্রিয়াশ্রয়ত্ব বা কৃতিসমবায়িত্বের নাম কর্তৃত্ব।

"क्रियानुकूलकृतिमत्त्वं कर्तृत्वम्। यत्नार्थक-डुकृञ्धातु व्युत्पन्नत्वात्। अतोऽन्यत्राचेतनादौ कर्तृत्वं भाक्तमिति।"—

সারমঞ্জরী।

অর্থাৎ যত্নার্থক ডুকৃঞ 'কৃ' ধাতু হইতে যখন কর্তৃপদ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন অনুকূলকৃতিমত্ত্বই কর্তৃত্ব। অচেতনের কর্তৃত্ব ভাক্ত—গৌণ।

"अनुकूलकृतिमदन्तःकरणप्रकृतिकत्वं कर्तृत्वमिति साङ्ख्या आहुः।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ অনুকূলপ্রযত্নবিশিষ্ট অন্তঃকরণপ্রকৃতিত্ব—কর্তৃত্ব।

* 'জল' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া জড় পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"जडति—घनीभवतीति जडः।"—

অর্থাৎ, যাহা জলিত হয়,—ঘনীভূত হয়,—একাধিকপদার্থের মিলনে যাহা উৎপন্ন হয়,—যাহা সংহত্যকারী—সহকারিসাপেক্ষব্যাপারক, তাহা 'জড়'।

"इष्टं वानिष्टं वा सुखदुःखे वा न वेत्त्ययं मोहात्।
विन्दति परवशगः स भवेदिह जडसंज्ञकः पुरुषः॥"—

অমরকোষটীকা।

চৈতন্যই স্বতন্ত্র—চৈতন্যই কর্তৃকারক, জড়ের কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই, এ সম্বন্ধে আপত্তি।

দেখিতে পাই, অচেতন বা জড় দুগ্ধ পুরুষপ্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়; দেখিতে পাই, জল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিম্নদেশাভিমুখে প্রধাবিত হয়, দেখিতে পাই, ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্তলোষ্ট পুরুষপ্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া ভূমিতে প্রত্যাগমন করে; দেখিতে পাই, শীত ঋতু অতীত হইলেই বসন্ত আগমন করে, বসন্ত অতিবাহিত হইলেই গ্রীষ্ম আবির্ভূত হয়; দেখিতে পাই, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, ধাতু সকলের চিত্রতা, পাষাণের শ্লক্ষ্ণতা, পুরুষপ্রযত্ন অপেক্ষা না করিয়াই হইয়া থাকে; দেখিতে পাই, একটী কাচদণ্ড এক হস্তে ধারণপূর্ব্বক অপরহস্তধৃত একখানি পরিশুষ্ক পট্টবস্ত্রদ্বারা কাচদণ্ডটীকে ঘর্ষণ করিলে, কাচদণ্ডটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাগজ, লাজ (খই) প্রভৃতি লঘু দ্রব্যজাতকে আকর্ষণ করে; দেখিতে পাই, অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, অচেতন জল স্বতই বাষ্প-ও-মেঘরূপে পরিণত হয়, অতএব অচেতন-বা-জড়ের কর্তৃত্ব নাই, অচেতন-বা-জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিব কেন? যাঁহারা জড়বাদী, চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য যাঁহারা অস্বীকার করেন, চৈতন্যই কর্তৃকারক, জড়ের মুখ্যকর্তৃত্ব নাই, এতদ্বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহারা এইরূপ তর্ক উত্থাপন করেন। *

শাস্ত্রোপদেশ, চিন্ময় পুরুষ ব্যতীত সকল পদার্থই 'জড়'। পঞ্চদশীতে জড়ের নিম্নোদ্ধৃত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

"অস্থিদারুঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।"—

ইনার্ট (Inert) শব্দটী 'In' not, and 'aro,' 'artis,' art, এই শব্দদ্বয়ের যোগে, এবং আর্ট (Art) Gr. 'aro' to fit, এই ধাতু হইতে সম্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত "অর্হ যোগ্যত্বপূজয়োঃ।"—এই যোগ্যত্বার্থক 'অর্হ' ধাতুর সহিত গ্রীক্ 'aro' to fit, এই ধাতুর সাদৃশ্য চিন্তনীয়।

* পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস অচেতন প্রধান-বা-প্রকৃতির যে স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য, "প্রবৃত্তেশ্চ।"—শা. সূ. ২।২।২। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।"—ঐ ২।২।৩। "ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।"—ঐ ২।২।৪। "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।"—ঐ ২।২।৫। "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।"—ঐ ২।২।৬। "পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি।"—ঐ ২।২।৭, ইত্যাদি সূত্র রচনা করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতমও আত্মার নিত্যত্ব, ভূতসকলের পারতন্ত্র্য, কোন কর্ম্মই অকস্মাৎ বা নির্নিমিত্ত হয় না, কর্ম্মমাত্রেই সঙ্কল্পপূর্ব্বক, এই সকল কথা বুঝাইবার নিমিত্ত স্বপ্রণীত 'ন্যায়দর্শনে' নিম্নোদ্ধৃত সূত্র সকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আপ্তোপদেশ-প্রমাণ-দ্বারা এই আপত্তি-খণ্ডন।

"तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः।"—

বেদান্তদর্শন, ২।৩।১৩

"पूर्व्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात् जातस्य हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः।"—न्यायदर्शन ৩।১।১৯। "पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः।"—ঐ ৩।১।২০। "नोष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात् पञ्चात्मकविकाराणाम्।"—ঐ ৩।১।২১। "प्रेत्याहाराभ्यासकृतात् स्तन्याभिलाषात्।"—ঐ ৩।১।২২। "अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसर्पणम्।"—ঐ ৩।১।২৩। "नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात्।"—ঐ ৩।১।২৪। "वीतरागजन्मादर्शनात्।"—ঐ ৩।১।২৫। "सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्तदुत्पत्तिः।"—ঐ ৩।১।২৬। "न सङ्कल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्।"—ঐ ৩।১।২৭। "शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म्म।"—ঐ ৩।২।৭০। "एतेनानियमः प्रत्युक्तः।"—ঐ ৩।২।৭১।

তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য স্বীয় ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে জগৎ যে নিমিত্ত-কারণ-নিরপেক্ষ নহে, ইহা যে আকস্মিক নহে, ইহা যে স্বভাবসিদ্ধ নহে, কর্ম্মমাত্রেই যে সকর্তৃক ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবাদাস্পদ বিষয়সমূহ অতিসুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। আমরা মূলে 'চৈতন্যই কর্তৃকারক' 'চৈতন্যই স্বতন্ত্র' এই সিদ্ধান্তের যে সকল আশঙ্কা উপন্যস্ত করিয়াছি, বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত সূত্র সকলই তাহাদের প্রকৃষ্ট—উৎপত্তিস্থান।

যাঁহারা স্থূলদর্শী নাস্তিক, তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মসমূহের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত John William Draper বলিয়াছেন,—

"We assign optical reasons for the brightness or blackness of the cloud; we explain, on mechanical principles, its drifting before the wind; for its disappearance we account on the principles of Chemistry. It never occurs to us to invoke the interposition of the Almighty in the production and fashioning of this fugitive form. We explain all the facts connected with it by physical laws, and perhaps should reverentially hesitate to call into operation the finger of God."—

History of the conflict between Religion and Science. P. 242-243.

অর্থাৎ মেঘের উজ্জ্বল্য-বা-কৃষ্ণিমার (শ্যামত্বের) কারণ আমরা দৃক্‌শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করি, ইহার বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চলন-ব্যাপার আমরা যান্ত্রিক ব্যাপারের নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি; রাসায়নিক-ক্রিয়া-তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, ইহার তিরোধান-ব্যাপার-রহস্যের আমরা উদ্ভেদ করিতে পারি। মেঘের উৎপত্তি ও ঐ সকল অস্থির-পরিণামের কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সাহায্যকে আমন্ত্রণ করিতে হয় না। প্রাকৃতিক-নিয়ম-তত্ত্বদ্বারাই আমরা এতৎসম্বন্ধীয় অখিল ব্যাপারের কারণ নির্ব্বাচন করিতে পারগ হই।

ভাবার্থ।

আকাশাদি ভূত সকল স্বয়ংই স্ববিকার ভৌতিক পদার্থজাত সৃষ্টি করে, জগতে যতপ্রকার ভৌতিক পদার্থ আছে, বা আবির্ভূত হইতেছে, অনন্যাপেক্ষ আকাশাদি-ভূত সকলই (বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের Matter and Energy) কি তাহাদের একমাত্র কারণ, অথবা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তত্তদ্ভূতাত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া যথাযোগ্য বিবিধ পরিণাম সংঘটিত করেন ? স্থূলদৃষ্টিতে ভূতসকল স্বয়ংই বিবিধ পরি-ণামে পরিণত হয়, এ প্রশ্নের ইহাই সদুত্তর বলিয়া মনে হয়। শ্রুতিতে আছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। * এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভূত সকল অনন্যাপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করিতে পারে, উক্ত শ্রুত্যুপদেশের ইহাই তাৎপর্য্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ ভূত সকল স্বতন্ত্রভাবে স্ববিকার ভৌতিক পদার্থজাত সৃষ্টি করে, উক্ত শ্রুতি-বচনের যে ইহা তাৎপর্য্য নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত শারীরক সূত্রটী রচনা করিয়াছেন। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে, পরমেশ্বর তত্তদ্ভূতাত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া যথাযোগ্য বিবিধ পরিণাম সংঘটিত করেন, ভূত সকল স্বতন্ত্রভাবে স্ববিকার উৎপাদন করে না, স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য উৎপাদন করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হইলে যেরূপ মনুষ্যাদি দেহাভিমানি-জীবকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, শ্রুতিতে আকাশাদি শব্দসমূহ সেইরূপ তত্তদ্ভূতাভিমানিদেবতার বাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আপ্তোপদেশকে যাঁহারা প্রধান ও অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন, শ্রুতিপ্রমাণই তাঁহাদের সমীপে যথেষ্ট। ভগবান্ বাদ-রায়ণ এইজন্য বলিয়াছেন;—"তল্লিঙ্গাৎ।" অর্থাৎ, যিনি পৃথিব্যাদিভূতসমূহে অবস্থান করেন, পৃথিব্যাদিভূতসমূহের যিনি অন্তর, পৃথিব্যাদিভূতসমূহ যাঁহাকে জানে না, পৃথিব্যাদিভূত সকল যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী—ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য পরিণামে পরিণত করেন, এইরূপ যিনি প্রাণে, বাক্-পাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মনে ও বিজ্ঞানে অবস্থান করেন ; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধির যিনি অন্তর ; প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না ; ইহারা যাঁহার শরীর ; যিনি ইহাদের অন্তর্যামী,—তিনিই সত্য, তিনিই পূর্ণ, তিনিই অমৃত। †

---

* "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"—

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

† "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্।

আকাশাদি ভূত সকল যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইত্যাদি শ্রুতিবচনসমূহ তাহার প্রমাণ।

আপ্তোপদেশকে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, 'বেদ' যাঁহাদের সমীপে অসভ্যাবস্থার সরলহৃদয়োচ্ছ্বাস-বা-গানরূপে গৃহীত হয়, শাস্ত্রকে যাঁহারা নগণ্য পদার্থ মনে করেন, ঋষিগণ যাঁহাদের দৃষ্টিতে অর্দ্ধসভ্য অনভিজ্ঞ কৃষক,—জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, জড় কর্ত্তৃকারক নহে, চৈতন্যই কর্ত্তৃকারক, তাঁহাদিগকে একথা কিরূপে বুঝান যাইতে পারে? কোনরূপেই না।

যাঁহার যৎকর্ম্মসম্পাদনের শক্তি নাই, প্রকৃতির প্রেরণায় তৎকর্ম্মসম্পাদনের প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না; যিনি যাহা প্রার্থনা করেন না, যাঁহার যে সামগ্রীর অভাব-বোধ নাই, অন্যের সমীপে প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও তিনি তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করেন। শাস্ত্রোপদেশ, যাঁহার যৎকর্ম্মসম্পাদনের শক্তি নাই, তাঁহাকে তৎকর্ম্মনিষ্পাদনার্থ নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে; যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে না, তাহাকে তাহা অর্পণ করা উচিত নহে। মানব অকস্মাৎ আস্তিক বা অকস্মাৎ নাস্তিক হয় না, কোন কার্য্যই বস্তুতঃ আকস্মিক (Result of chance) নহে। যে যে কারণসমবায়ে মানবের আস্তিক্যবুদ্ধি উদিত হয়, সেই সেই কারণ যে পাত্রে সমবেত হইবে, সেই পাত্র আস্তিক হইবে, এবং যে যে কারণসমবায়ে নাস্তিক্যবুদ্ধি জন্মে, যে পাত্রে সেই সেই কারণ সমবেত হইবে নিশ্চয়ই সে নাস্তিক হইবে, সহস্র চেষ্টাদ্বারা কেহ তাহাকে আস্তিক করিতে পারগ হইবেন না। দেবাসুর-সংগ্রামক্ষেত্র সংসারে চিরদিনই আস্তিক নাস্তিক থাকিবে। তর্ক-যুক্তি দ্বারা নাস্তিককে আস্তিক করিবার যত্ন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাদৃশ যত্ন সর্ব্বত্র বিফল হইয়া থাকে। অধিকারি-বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ করার রীতিই শাস্ত্রসম্মত, এই রীতিই বস্তুতঃ সর্ব্বত্র সুফল প্রসব করে। জিজ্ঞাস্য হইবে, তর্ক-যুক্তিদ্বারা আস্তিককে নাস্তিক বা নাস্তিককে আস্তিক করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তর্ক-যুক্তির উপযোগিতা কি?

यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। यश्चक्षुषि तिष्ठंश्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। * * * यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

তর্ক-যুক্তি যাহা হইলে নিরর্থকরূপে পরিগণিত না হইবে কেন? তাহা হইলে আস্তিক নাস্তিক উভয়েই স্ব-স্বমত সমর্থনার্থ তর্ক-যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন কেন? যাঁহারা কার্য্য-কারণ-রহস্যবিদ্, তাঁহারা কখন অসৎকে সৎ করিবার জন্য তর্ক-যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, প্রেক্ষাবানের অসৎকে সৎ করিবার প্রবৃত্তি কদাচ হয় না। তমালবৃক্ষহইতে আম্রফলোৎপাদনের চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, জ্ঞানবানের তাহা অবিদিত নহে, আম্রার্থী হইয়া তা'ই তিনি আম্রবৃক্ষেই জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তমালবৃক্ষে করেন না। আম্রার্থী যে উদ্দেশ্যে আম্রবৃক্ষেই জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করিয়া থাকেন, যে উদ্দেশ্যে গো-ছাগাদি পশুহইতে ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষটীকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সদসদ্বিবেকশালী কার্য্য-কারণ-রহস্যবিদ্ ঠিক্ তদুদ্দেশ্যে তর্ক-যুক্তির শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তর্ক-যুক্তি নিরর্থক নহে; ইহার উপযোগিতা আছে। ফল-প্রসবশক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষে জলসেকাদি পরিকর্ম্মের বা গো-ছাগাদি পশু হইতে তৎ-সংরক্ষণের যে উপযোগিতা, তর্ক-যুক্তিরও তাদৃশ উপযোগিতা আছে।

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"—

পাং দং কৈ, পা, ৩ সূ।

অর্থাৎ, ক্ষেত্রিক বা কৃষকেরা যখন এক কেদার (ক্ষেত্র) হইতে কেদারান্তরে জল প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্তযন্ত্রদ্বারা স্বভাবতঃ নিম্নদেশ-প্রবাহি-জলের কেবল ভৌম আবরণ ভেদ করিয়া দেয়; কেদার হইতে কেদারান্তরে জল—পিপ্লাবয়িষু—জলপ্লাবনেচ্ছু কৃষককে বরণভেদ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম করিতে হয় না,—ভৌম আবরণ ভিন্ন হইলে জল স্বয়ংই কেদারান্তরে প্রবাহিত হয়। পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব এই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইলেন যে, ধর্ম্মাদি নিমিত্তকারণের প্রয়োজকত্ব নাই; যাহাতে যে ধর্ম্ম বা শক্তি স্বভাবতঃ থাকে না, নিমিত্তকারণ তাহাকে তদ্ধর্ম্ম বা শক্তি প্রদান করিতে পারে না, নিমিত্তকারণ অব্যপদেশ্য-বা-সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান শক্তির প্রতিবন্ধাপনয়নপূর্ব্বক তাহাকে যথাযোগ্য কর্ম্মনিষ্পাদনে সমর্থ করে মাত্র। *
তর্ক-যুক্তির উপযোগিতা কি, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল।

* পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জড়ত্বকে (Inertia) বস্তুনিষ্ঠ স্থিরধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড়ত্ব (Inertia) শুদ্ধ ক্রিয়াশীলত্বের অভাব, ইহা নিষেধদ্যোতী বা অভাবাত্মক পদার্থ। সাধারণের বিশ্বাস, জড়পদার্থ সকলকে স্থানান্তরিত করিতে যাইলে, ইহারা সর্ব্বথা বাধা দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সমুদায় বাহ্যপ্রতিবন্ধক অপসরণ করিলেই একটী অতি সূক্ষ্ম শক্তি গতি প্রবর্ত্তন করে। ইনার্শিয়া যদি শক্তি-বিশেষ হইত, তাহা হইলে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের গ্রাহিক-গতি-গণনা প্রামাদিকী হইত। *Vis inertia* নামটী মিথ্যানাম—অযথার্থসংজ্ঞা (Misnomer)।

চৈতন্যই মুখ্য কর্ত্তৃকারক, জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, তর্ক-যুক্তিদ্বারা এতৎপ্রতিপাদন।

যাহা যুক্তিসঙ্গত, প্রেক্ষাবানের সমীপে তাহাই আদৃত হইয়া থাকে, সংখ্যাবান্ যুক্তিবিরুদ্ধবচন কদাচ গ্রাহ্য করেন না। আমাদের 'আপ্তোপদেশ' বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতম্মন্য উন্নতাভিমানিব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, এইজন্য তাঁহারা ইহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা যাহাকে 'আপ্তোপদেশ'—সুতরাং অভ্রান্ত—বোধে পূজা করিয়া থাকি, যদি তাহা বস্তুত'ই যুক্তি-

---

"But inertia is not a force : it is simply the negation of activity. It is not a positive attribute : it is a purely negative one. There is a very general belief that matter offers some absolute opposition to anything tending to displace it. This is not the fact. Take away all extrinsic hinderance—all friction, all resisting medium—and an infinitesimal force will produce motion. * * * Were inertia a force,—all the calculations of astronomers respecting planetary perturbations and the like, would be erroneous. The term *vis inertia* is a misnomer."—

The Principles of Psychology, Vol. II. P. 155.

বেদ যে বিশ্ববিজ্ঞানপ্রসূতি, বেদসমুদ্রহইতে সমুদ্ভূত শাস্ত্র সকল যে পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিতবর্গ অবিরত অধ্যবসায় ও বহুবর্ষব্যাপিনী অবিরাম চেষ্টাদ্বারা যে সকল তথ্যের অসম্পূর্ণ সন্ধান পাইতেছেন, অগাধশাস্ত্রসমুদ্রে অবগাহন করিলে সেই সকল তথ্যের পূর্ণরূপ নয়নগোচর হয়, শাস্ত্রসমূহ যে পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, ইহা হইতে তাহার অধিকতর প্রমাণ কি হইতে পারে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জড়ত্বকে নিষেধ-দ্যোতী বা অভাবাত্মক বলিয়াছেন, ইহাকে বস্তুনিষ্ঠ স্থিরধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব "নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—এই সূত্রদ্বারা বুঝাইয়াছেন—

চৈতন্যময়পুরুষনিয়ামিত প্রকাশশীলসত্ত্ব, ক্রিয়াশীলরজঃ ও স্থিতিশীলতমঃ অন্যোন্যাভিভব, অন্যোন্যাশ্রয়, অন্যোন্যজনন-ও-অন্যোন্যমিথুন-বৃত্তি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অপনীতপ্রতিবন্ধক হইলে স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত করিতে পারে। চিন্তাশীল! একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উদ্ধৃত সূত্রদ্বারা যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইনার্শিয়ার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, তাহারই অতি পরিচ্ছিন্নরূপ দেখিয়াছেন কি না। প্রতিবন্ধক কারণ অপনীত হইলে, জড়বস্তু সকল স্বয়ং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রতিবন্ধক কারণ অপনীত হইলে, উঁহারা স্বয়ং গতি স্থগিত করিতে পারে কি না, প্রতিবন্ধক কারণ অপসারণ করা উঁহাদের সাধ্যায়ত্ত কি না, এক কথায় জড়ের মুখ্যকর্ত্তৃত্ব বা জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবত্ত্ব আছে কি না? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এসকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

বিরুদ্ধ হয়, তবে দোষজ্ঞ পুরুষবৃন্দ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন. কেন? যে যুক্তির বিরোধী হওয়াতে, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণসেবিত, অনেকশঃ-পরীক্ষিত, অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত আপ্তবচনসমূহও ভ্রমপ্রমাদপরিকলিতজ্ঞানে অবধারিত হইতেছে, আমরা অগ্রে সেই 'যুক্তির' স্বরূপ চিন্তা করিব।

যুক্তি (REASON) কাহাকে বলে?

'যুজির্ যোগে' (To join) এই যোগার্থক 'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'যুক্তি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'যুক্তি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেছে, 'যোগ' বা যদ্দ্বারা যুক্ত হয়—সঙ্কলনপ্রক্রিয়া। যুক্তি বা যোগ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিতে যাইলেই আমাদের চিত্তমুকুরে একাধিক পদার্থের মূর্ত্তি পতিত হয়, কারণ, একাধিক পদার্থ ব্যতিরেকে যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। এক কি? এবং দুই বা কোন্ পদার্থ? পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, একরূপ ক্রিয়ানুভূতি এক, এবং দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি দুই। এক যুক্ত এক (১+১)=দুই (২)। এক যুক্ত এক, এতদ্বাক্য পূর্ব্বাপর অনুভূতিদ্বয়ের সমাহারসূচক। পূর্ব্বানুভূতি ও অপরানুভূতি বা পূর্ব্বানুভূতি-যুক্ত-অপরানুভূতি এক ও আর এক, বা এক যুক্ত এক, এতদ্বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক (Relative) আমরা পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। 'অনুভূতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয়, অনুভূতি পূর্ব্বাপরীভূতভাবাত্মিকা। 'অনু' পূর্ব্বক সত্তাবাচী 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'অনুভূতি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'অনু' উপসর্গের অর্থ পশ্চাদ্ভাব। 'অনুভূতি' শব্দের সুতরাং, ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল 'পশ্চাদ্ভূতি'। 'পশ্চাৎ' শব্দ অপর শব্দের উত্তর প্রথমা, পঞ্চমী-বা-সপ্তম্যর্থে 'আতি' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। * পূর্ব্ব, অপর ইত্যাদি, ইহারা আপেক্ষিকভাববোধক বা ভাববিকারবাচী (Relative terms)। পূর্ব্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে অপরের জ্ঞান হইতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (উপ. ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই তদ্ভিন্ন অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়। কোন বস্তুর স্বরূপজ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমরা বিদিত-তত্ত্ব বস্ত্বন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিচার

---

* "पश्चात्।"—

পা ৫।৩।৩২।

"पश्चादित्ययं शब्दो निपात्यतेऽस्तातिरर्थे। अपरस्य पश्चभाव आतिश्च प्रत्ययः।"—

काशिका।

করিয়া থাকি। * কোন পূর্ব্বানুভূতিদ্বারা কোন অপরানুভূতিকে মাপিত করিতে না পারিলে, ইহা উহার সমান বা অসমান, তাহা নির্দ্ধারিত না হইলে, বিজ্ঞান-বা-বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানই বস্তুতঃ বিশিষ্টজ্ঞানোৎপত্তির মূল-কারণ। † জগতের জ্ঞান মায়িক, একথার তাৎপর্য্য হইতেছে, জগতের জ্ঞান পরিমাণজ। যদ্দ্বারা পদার্থজাত মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে 'মায়া' বলে। অতএব জগতের জ্ঞান দ্বৈত, জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক, জগতের জ্ঞান পরিমাণজ, জগতের জ্ঞান মায়িক, এসকল একার্থবোধক বাক্য।

যোগ (ADDITION) ও বিয়োগ (SUBTRACTION) এই শব্দদ্বয়ের অর্থচিন্তা।

যোগার্থক 'যুজ' ধাতুহইতে 'যুক্তি' ও 'যোগ' এই শব্দদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। 'যোগ' শব্দটীর সহিত আমাদের বহুদিনের পরিচয় আছে। যোগ কাহাকে বলে, পাটীগণিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াই, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি, অতএব 'যুক্তি' কথাটীর সহিত পরিচয় হইবার অনেক পূর্ব্বে 'যোগ' শব্দের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

"অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, অপ্রাপ্ত—পরস্পর অসম্মিলিত দেশ-কাল-ব্যবহিত পদার্থদ্বয়ের যে প্রাপ্তি—যে মিলন—যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে 'সংযোগ' বলে। ‡ একভাব হইতে

---

* পণ্ডিত বেন্ (Bain) এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ২৮৩ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীতে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

† পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন ;—

"The first, the deepest, the most fundamental experience of the human mind is Relation, or Relativity ; this is implicated in the very nature of consciousness. The doubleness, the essential two-sidedness of every conscious experience is a fact that has no forerunner."—

Logic, Part II. P. 199.

‡ পণ্ডিত বেন্ (Bain) যোগের (Addition) স্বরূপনির্দ্দেশার্থ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—

"When we bring two detached groups or successions from different places to the same place or into one continuous group or succession, we are said to *add*; the implicated contrary is to *subtract*."—

Logic, Part II. P. 201.

ভাবান্তরে গমন বা পরিবর্ত্তনই (change) যে জগতের রূপ, কোন জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্ত কালও যে একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) অবস্থান করিতে পারে না, জগৎ গতির (Motion) মূর্ত্তি বলিলেই যে ইহার পূর্ব্বাপরীভূত-ভাবদ্বের অঙ্গীকার করা হয়, ক্রিয়া-বা-গতিজ্ঞানে পূর্ব্বাপরীভূতভাবের মূর্ত্তিই যে প্রতিজ্ঞাত হয়, * তাহা আমাদের পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ক্রিয়ার লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, গুণভূত (অপ্রধান—অনির্দ্দেশ্য) অবয়বসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মিকা বুদ্ধি-প্রকল্পিত,—একভাবে উপলব্ধ, ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া'। অতএব মূর্ত্তক্রিয়া যে সংযোগমূলক, তাহা নিশ্চিত।

বিয়োগ যোগের বিপরীত, অর্থাৎ প্রাপ্ত বা সম্মিলিত পদার্থদ্বয়ের যে অপ্রাপ্তি—যে বিভাগ—যে বিপ্রকর্ষ, তাহার নাম 'বিয়োগ'।

রাশি, সংখ্যা ও মূর্ত্তক্রিয়া।

গণিতশাস্ত্রের উপদেশ, দুই বা ততোঽধিক সংখ্যা পরস্পর সংযুক্ত হইলে, তাহাদের যোগফলকে (The Result) রাশি, সমূহ (Sum) বলে, এবং যে প্রক্রিয়াদ্বারা ঐ যোগফল নির্ণীত হয়, তাহার নাম যোগ—সঙ্কলন (Addition)। †

'রাশি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, রাশিমাত্রেই দুই বা ততোঽধিক পদার্থের যোগফল। 'অশূ ব্যাপ্তী' ব্যাপ্ত্যর্থক এই 'অশ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয়

---

* বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার গতি (Motion) কিরূপে উপলব্ধ হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"Respecting Motion, we know that as through it only are changes in consciousness originally produced, through it only can relations of position among successive states of consciousness be disclosed; and that, for the same reason, through it only can be disclosed the relations of position among co-existences. At the same time we know that whether Motion is or is not originally cognizable in any other way, it is from the beginning cognizable through the changes of consciousness it produces."—

Psychology, Vol. II. P. 219.

† **"When two or more quantities are united together the result is called their *sum* and the process of finding the result is called *addition*."—**

Algebra by K.P.Basu.

"Addition is the process of finding a number which is equal to the sum of two or more given numbers taken together."—

Arithmetic by P. Ghose.

করিয়া 'রাশি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। মেদিনীতে মেষবৃষাদি ও পুঞ্জ (সমূহ) 'রাশি' শব্দটীর এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। * রাশি যখন দুই বা ততোঽধিক পদার্থের সমূহ—যোগফল, তখন কোন একটী রাশির স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে জ্ঞানার্জ্জনের রীত্যনুসারে তাহাকে তাহার ঘটকাবয়বসকলের (Components, Factors) সহিত সমীকৃত করিতে হয়। পঞ্চ (৫) কোন্ পদার্থ? এই প্রশ্নের ১+১+১+১+১ =৫, অর্থাৎ, পঞ্চ=পঞ্চ একের যোগফল, ইহাই উত্তর।

'সম্' পূর্ব্বক 'খ্যা প্রকথনে' এই 'খ্যা' ধাতুর উত্তর 'অঙ্' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'সংখ্যা' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সংখ্যাত হয়—সম্যগ্রূপে কথিত বা জ্ঞাত হয় পদার্থ সকল যদ্দ্বারা, তাহার নাম 'সংখ্যা'—Number। †

"গণনব্যবহারে তু হেতুঃ সংখ্যাঽভিধীয়তে।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

গণনব্যবহার-হেতু এক, দুই ইত্যাদিকে নৈয়ায়িকেরা 'সংখ্যা' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা দ্বারা এক, দুই বা ততোঽধিক বস্তু বুঝায়, তাহাকে 'সংখ্যা' বলে, গণিতশাস্ত্রে সংখ্যার এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। গণনা করিতে হইলে যাহাকে আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা আরম্ভ হয়, সেই আদি সংখ্যাকে—মৌলিক এক (Unit) বলা হয়। ভাষাপরিচ্ছেদে নিত্যানিত্যভেদে একত্বকে (Unit or Unity)

* "অস্ত্রিয়াং মেষাদ্যাস্তথা পুঞ্জে চ।"—

৪।১৩২।

"রাশির্মেষাদিপুঞ্জয়োঃ।"—

মেদিনী।

† 'Nemo,' to distribute, এই ধাতু হইতে 'Number' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, 'Number', অনেকত্ব বা নানাত্বের অপরপর্য্যায়।

"Number is but another name for diversity."—

Principles of Science. P. 156.

পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন, পরিমাণ (Quantity), বিষয় (Object) ও বিষয়ী (Subject) এই উভয়েরই অনুবর্ত্তী (Quantity adheres both to subject and object)। পরিমাণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রেরই অনুবর্ত্তী বটে, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট বা নিয়ত (Definite) নহে। নিয়তপরিমাণই এক, দ্বি, ত্রি, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা নিশ্চিত হইয়া থাকে। পরিমাণের নিয়ত-রূপই সংখ্যা (Number)।

"The most definite form of quantity is Number or discrete quantity—One, two, three, &c —

Logic, Part II. P. 200.

দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্বিত্বাদি পরার্দ্ধ সংখ্যা, অপেক্ষাবুদ্ধিজা—আপেক্ষিক-জ্ঞান (Knowledge of relations)-সম্ভূত। *

মূর্ত্তক্রিয়ার লক্ষণ আমাদের স্মরণ আছে, আমরা বুঝিয়াছি, ক্রমজাত, বহু-সূক্ষ্ম-ক্রিয়াভিসংশ্রিত, পূর্ব্বাপরীভূতভাবাত্মক ব্যাপারসমূহের নাম মূর্ত্তক্রিয়া। জগতের জ্ঞান যে ক্রিয়াজ্ঞান, এবং একপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি 'এক' এবং দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতি 'দুই,' পূর্ব্বোক্ত এই কথাগুলিও আমাদের স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, জাগতিকজ্ঞান রাশি-বা-সংখ্যাজ্ঞান, জাগতিকজ্ঞান যোগ-বিয়োগের জ্ঞান। পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিথাগোরাস্ (Pythagoras) বলিয়াছেন, জগৎ সংখ্যা-দ্বারা শাসিত—নিয়ামিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, পিথাগোরাসের এই কথা অযৌক্তিক নহে। সর্ব্বপ্রকার বিচার-বা-চিন্তন-কার্য্যই সংখ্যানুষক্ত, এবং যে বিচার-বা-চিন্তন-কার্য্য যে মাত্রায় সংখ্যানুষক্ত, তাহা তন্মাত্রায় সংখ্যাত (সম্যক্-খ্যাত) হইয়া থাকে। সংখ্যাবদ্বিচারদ্বারাই আমরা বিশ্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। সংস্কৃত অভিধানে 'বিচারণা' 'সংখ্যা'-শব্দের অর্থান্তররূপেই ধৃত হইয়াছে। সংখ্যাবান্ পণ্ডিতের অপরপর্য্যায়। অতএব পিথাগোরাস্ বা পণ্ডিত জেবন্স যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্রচরণ-সেবক আর্য্যসন্তানের সমীপে তাহা নূতন কথা নহে। †

---

* "नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ।
द्वित्वादयः परार्द्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ নিত্য পরমাণ্বাদিতে নিত্য একত্ব, এবং অনিত্য ঘটাদিতে অনিত্য একত্ব। দ্বিত্বাদি ব্যাসজ্যবৃত্তিসংখ্যা—অপেক্ষাবুদ্ধিজা।

† "Not without reason did Pythagoras represent the world as ruled by number. In almost all our acts of thought, number enters, and in proportion as we can define numerically we enjoy exact and useful knowledge of the Universe.

The Principles of Science. P. 153.

"चर्चा संख्या विचारणा ।"—

অমরকোষ।

"धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पण्डितः ।"—

অমরকোষ।

সমান ও অসমান, একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়, উৎপত্তিশীল-বা-বিকারাত্মক জ্ঞানের এই দ্বিবিধ আত্মা। বিচারণা সমানাসমানবোধমূলক (The chief notion is Equality, with its opposite Inequality. *Bain's Logic, Part. II. P. 200.*)। 'সম্ মানেন বর্ত্ততে, সমানং মানমস্য, যদি বা'। অর্থাৎ 'সমান' শব্দটি, মানের সহিত বর্ত্তমান, বা সমান হইয়াছে মান যাহার,

গণিতশাস্ত্রপারদর্শী পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য 'যুক্তি' শব্দটীর যে অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন।

'যুক্তি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে হৃদয়ঙ্গম হইল, 'যুক্তি' যোগ বা—যদ্দ্বারা যুক্ত হয়,—সঙ্কলন-প্রক্রিয়া এই অর্থের বোধক। উৎপত্তিশীল জ্ঞানের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, উৎপত্তিশীল জ্ঞানমাত্রেই যুক্তিমূলক। আমরা পূর্ব্বার্জ্জিতজ্ঞানের সহিত যোগ-বিয়োগ না করিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সহিত তুলনা (সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার) না করিয়া, অপরকাল-সম্ভূত সংবেদনের তত্ত্বনিরূপণ করিতে পারগ হই না। যুক্তি-শব্দটীর যে অর্থ পাইলাম, শাস্ত্রে এই অর্থেই ইহার প্রয়োগ হয় কি না, এক্ষণে তাহা দেখিব। গণিতশাস্ত্রপারদর্শী পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

এই অর্থের বাচক। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 'আমি ইহা জানিলাম' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আমি কোন পূর্ব্বজ্ঞাতভাবের সহিত তুলনা করিয়া, ইহা অমুকের সমান বা অসমান এবম্প্রকারে ইহার স্বরূপাবধারণ করিলাম; অতএব উৎপত্তিশীল-বা-বিকারাত্মক জ্ঞান যে সমানাসমানাত্মক—সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-মূলক, তাহা নিঃসন্দেহ। সাম্য-বৈষম্যই গণিতশাস্ত্রের সাধারণ অভিধেয় (The prevailing predicate in Mathematics)।

পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন—

"We can both discriminate and classify, apart from Mathematics, but when we declare things equal or unequal, we are announcing propositions purely mathematical."—

Logic, Part. II. P. 200.

অর্থাৎ, পদার্থ সকলের বিবেচন ও বর্গক্রমে বিন্যাস এই উভয়ই আমরা গণিতনিরপেক্ষ হইয়া করিতে পারি, কিন্তু যখন আমরা উহাদিগকে সমান-বা-অসমানরূপে নির্ব্বাচন করি, তখন আমরা বিশুদ্ধগণিতবিষয়ক প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া থাকি। পণ্ডিত বেনের (Bain) উদ্ধৃত বচনসমূহের মর্ম্ম যাহাই হউক, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, উহারা অসন্দিগ্ধার্থক হয় নাই। বিবেচন (Discrimination) বা বর্গক্রমে বিন্যাস (Classification) কি সমানাসমান-জ্ঞান-মূলক নহে? পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন—"There may be likeness in other properties, as sound, colour, pleasure; but except in quantity, there cannot be equality."—(*Logic, Part II. P. 200.*) অর্থাৎ, শব্দ-রূপাদি অন্যান্যধর্ম্মগত সাদৃশ্য (Likeness) থাকিলেও সংখ্যাগত সাদৃশ্য ব্যতিরেকে সমানতা (Equality) হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত বেন্ (Bain) Likeness ও Equality এই শব্দদ্বয়কে একার্থকরূপে গ্রহণ করেন নাই। সংখ্যাগত (Quantity) সাদৃশ্য তাঁহার মতে *Equality*, এবং অন্যান্যধর্ম্মগত সাদৃশ্য *Likeness*। আমরা মূলে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

"অয়ি বালে ! লীলাবতি ! মতিমতি ! ব্রূহি সহিতান্
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশত্ত্রিনবতিশতাষ্টাদশ দশ।
শতোপেতানেতানযুতবিযুতাংশ্চাপি বদ মে,
যদি ব্যক্তে যুক্তিব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা ॥"—

লীলাবতী।

অর্থাৎ, অয়ে মতিমতি লীলাবতি! যদি তুমি ব্যক্ত সঙ্কলন-ব্যবকলন-মার্গ-কুশলা হইয়া থাক, তবে যুক্তি দ্বারা ২+৫+৩২+১৯৩+১৮+১০+১০০ এবং বিযুক্তি দ্বারা ১০০০০−৩৬০ কত হয়, তাহা বল দেখি। পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য যুক্তি শব্দটী এস্থলে যোগ-বা-সঙ্কলন-প্রক্রিয়া (Addition) বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

"অনুমানম্। ননু সাধ্যসাধকলিঙ্গজ্ঞানম্।"—

ন্যায়কোশ।

'যুক্তি' শব্দটীর সাধ্য-সাধক-লিঙ্গজ্ঞান বা অনুমান (Inference, Reasoning) বুঝাইতে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অনুমান (Inference) কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্ব্বে (২৮১ ও ২৮২ পৃষ্ঠা) অতি সংক্ষেপে চিন্তা করিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি, মিত-বা-প্রসিদ্ধ লিঙ্গ দ্বারা কোন অর্থের পশ্চান্মানের নাম 'অনুমান'। 'ব্যাপ্তি' ও 'পক্ষধর্ম্মতা,' অনুমানের এই দুইটী অঙ্গ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় অনুমানের লক্ষণ-নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন—

"ননু ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানম্।'

তত্ত্বচিন্তামণি, অনু. খণ্ড।

ব্যাপ্তি-ও-পক্ষধর্ম্মতা এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় 'অনুমানের' যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'ব্যাপ্তি' ও 'পক্ষধর্ম্মতা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি, অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

বাচকপদ ও পারিভাষিকপদ।

তর্কশাস্ত্রপারদর্শী সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি স্বপ্রণীত শক্তিবাদনামক উপাদেয় গ্রন্থে সঙ্কেতরূপা-ও-লক্ষণারূপা (Convention এবং In-

direct secondary application of a word) এই দ্বিবিধ অর্থবোধক পদবৃত্তি (The power or force of a word by which it expresses, indicates, or suggests a meaning,—Connotative power of a word) স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্কেত ও লক্ষণা এই দ্বিবিধ বৃত্তিদ্বারা পদপ্রতিপাদ্য—পদবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। 'এই পদ এইরূপ অর্থের বোধক হউক,' 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য,' এবম্প্রকার ইচ্ছাই সঙ্কেতরূপা বৃত্তি। সঙ্কেত আধুনিক-ও-ঈশ্বরীয়-ভেদে দ্বিবিধ। শক্তিবাদে আধুনিক সঙ্কেতকে পরিভাষা এবং ঈশ্বরীয় সঙ্কেতকে শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক সঙ্কেত-বা-পরিভাষা-বোধক—শাস্ত্রকারাদি-সঙ্কেতিত 'পদ' 'পারিভাষিক' (Technical) এবং ঈশ্বর-সঙ্কেত বা শক্তিবোধক 'পদ' 'বাচক'। গদাধর বলিয়াছেন, 'ধাত্বর্থ' ঈশ্বর-সঙ্কেতিত। 'ভূ সত্তায়াম্' 'এধ বৃদ্ধৌ,' 'স্পর্ধ সংঘর্ষে,' অর্থাৎ 'ভূ' ধাতুর অর্থ 'সত্তা,' 'এধ' ধাতুর অর্থ 'বৃদ্ধি,' 'স্পর্ধ' ধাতুর অর্থ 'সংঘর্ষ,' ধাতু সকলের এইরূপ অর্থ-নির্ব্বাচন মানববুদ্ধিকৃত নহে, ইহা ঈশ্বর-সঙ্কেতিত। * বাচক ও পারিভাষিক-ভেদে সাঙ্কেতিক পদ যখন দ্বিবিধ, তখন ইহা অনায়াস-বোধ্য হইতেছে যে, সাঙ্কেতিক-পদবোধ্য অর্থও বাচ্য-ও-পারিভাষিক-ভেদে দ্বিবিধ।

---

* "सङ्केतो लक्षणा चार्थे पदवृत्तिः। वृत्त्या पदप्रतिपाद्य एव पदार्थ इत्यभिधीयते। इदम्पदमिममर्थं बोधयत्विति अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति वा इच्छा सङ्केतरूपा वृत्तिः। तत्राधुनिकसङ्केतः परिभाषा तया चार्थबोधकं पदं पारिभाषिकं यथा शास्त्रकारादिसङ्केतित-नदीवृद्ध्यादिपदम्। ईश्वरसङ्केतः शक्तिः। * * * * * वाच्यवाचकादिपदे ईश्वरेच्छाया बोधजनकत्वेन या विषयता सैव धात्वर्थः।"—

শক্তিবাদ।

নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বৈয়াকরণদিগের মধ্যে শব্দার্থ-সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িকগণ শব্দকে নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সুতরাং বলা বাহুল্য, শব্দার্থ-সম্বন্ধও তাঁহাদের মতে অনিত্য। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দার্থসম্বন্ধ সাঙ্কেতিক (Conventional)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দার্থ-সম্বন্ধ-বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জিজ্ঞাস্য হইবে, নৈয়ায়িকগণের শব্দার্থ-সম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্তও কি তদ্রূপ? আমরা এ প্রশ্নের, 'সর্ব্বাংশে তদ্রূপ নহে' এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিলাম।

"न सामयिकत्वाच्छब्दार्थसम्प्रत्ययस्य।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৫৫।

অর্থাৎ, এই শব্দের এই অর্থজাত অভিধেয়, এবম্প্রকার অভিধানাভিধেয়-সম্বন্ধ সাময়িক—সাঙ্কেতিক (Stipulated, Convontional)।

ব্যাপ্তি-শব্দটীর পারিভাষিক অর্থ।

বি উপসর্গ পূর্ব্বক 'আপ্‌লৃ ব্যাপ্তৌ' (to pervade) ব্যাপ্ত্যর্থক এই 'আপ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'ব্যাপ্তি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৫৫।

অর্থাৎ, শব্দার্থসম্বন্ধ সাময়িক, স্বাভাবিক নহে। শব্দার্থসম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক বা নিত্য হইত, তাহা হইলে জাতিভেদে ভাষা-ভেদ হইত না; ঋষি, আর্য্য বা ম্লেচ্ছেরা, তাহা হইলে যথাকাম—যদৃচ্ছা-ক্রমে (Inoidentally) শব্দ বিনিয়োগ করিতেন না। জাতিবিশেষে স্বাভাবিক যোগ্যতার ব্যভিচার হয় না। তৈজস-প্রকাশের রূপপ্রত্যয়-হেতুত্ব কি জাতিবিশেষে অন্যথা হয়?

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনির মতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ নিত্য, কৃতক-বা-সাময়িক নহে।

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ।"—

মীমাংসাদর্শন।

শব্দ নিত্য এবং শব্দার্থসম্বন্ধও সাময়িক নহে, ভগবান্ জৈমিনি এতৎপ্রতিপাদনার্থ, পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনে যে সকল সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে সেই সকল সূত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিব। বৈয়াকরণদিগের মতে, শব্দ নিত্য-ও-কার্য্য-ভেদে দ্বিবিধ। বৈয়াকরণেরা যাহাকে নিত্য শব্দ বলিয়াছেন, তাহা বর্ণব্যতিরিক্ত স্ফোটাখ্য পদার্থ। মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, মঞ্জুষা, বৈয়াকরণভূষণসার ইত্যাদি গ্রন্থে, এবং পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত 'শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—এই শারীরক-সূত্রের ভাষ্যে স্ফোটবাদ-রহস্য বিস্তারপূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে। মীমাংসকদিগের সহিত বৈয়াকরণদিগের শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে-কোন বিরোধ না থাকিলেও স্ফোটবাদ-বিষয়ে বিরোধ আছে। আমরা পরে এই বিষয়ের সমালোচনা করিব।

আলঙ্কারিকেরা বাচক, লাক্ষণিক-ও-ব্যঞ্জক-ভেদে শব্দকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

"স্যাদ্বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা।"—

কাব্যপ্রকাশ।

বাচকশব্দের বাচ্যার্থ, লাক্ষণিকশব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঞ্জকশব্দের ব্যঙ্গ্যার্থ।

"অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গ্যশ্চেতি ত্রিধা মতঃ।
বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"—

সাহিত্যদর্পণ।

অভিধা (The literal power or sense of a word that conveys to the understanding the meaning which belongs to the word by common consent or convention—সঙ্কেত), লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা (Insinuation) আলঙ্কারিকদিগের মতে শব্দশক্তি এই ত্রিবিধ।

"ব্যাপ্তির্ব্যাপনলব্ধ্যয়োঃ।"—

মেদিনী।

অর্থাৎ ব্যাপন (Pervading) ও লব্ধ (Attainment) ব্যাপ্তিশব্দটী এই অর্থদ্বয়ের বাচক। ব্যাপন ও লব্ধ ব্যাপ্তিপদের ইহারা বাচ্যার্থ, এক্ষণে ইহার পারিভাষিক অর্থ কি, দর্শনশাস্ত্রে ইহা কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিব।

ব্যাপ্তিশব্দের পারিভাষিক অর্থ নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া নৈয়ায়িকেরা যে সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, এস্থলে তদুল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই, ঐ সকল তর্ক প্রয়োজনীয় হইলেও সুবোধ্য নহে, সুতরাং উহারা সাধারণের রুচিকর না হইবারই কথা। অতএব উপস্থিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য 'ব্যাপ্তি' শব্দটীর যাদৃশ পরিচয় অপেক্ষিত হইয়াছে, আমরা ইহার সহিত তাদৃশ পরিচয় করিয়াই আপাততঃ নিরস্ত হইব। তর্কশাস্ত্রে 'ব্যাপ্তি' শব্দের যে যে পারিভাষিক অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, 'সম্বন্ধবিশেষই' তৎসমুদায়ের লক্ষ্য।

জগতের জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক (Relative), বহুবারই তাহা উক্ত হইয়াছে। 'জগৎ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থহইতে বিদিত হইয়াছি, যাহা গতিশীল, ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন (change) যাহার নির্দ্দেশ্য রূপ, তাহা 'জগৎ'। ক্রিয়া কি? অপিচ পরিবর্ত্তনই বা কোন্ পদার্থ? পরিজ্ঞাত হইয়াছি, পূর্ব্বাপরীভূত ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া' এবং বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থানের, পূর্ব্বভাব হইতে অপরভাবে গমনের নাম 'পরিবর্ত্তন'। অতএব ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তনের জ্ঞান পূর্ব্বাপরীভূত-ভাবাত্মক, সন্দেহ নাই।

"পৌর্ব্বাপর্য্যং হি দৈশকালজ্ঞনম্।"—

নিরুক্তটীকা।

অর্থাৎ, পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-ও-কাল-কৃত, দৈশিক-ও-কালিক-ভেদে পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বিবিধ। *

বর্জ্জন-বা-ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, এক ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণের নাম পরিবর্ত্তন, অতএব পরিবর্ত্তনের রূপ-চিন্তায় ক্রম-ও-যৌগপদ্য বা সামানাধিকরণ্য (Succession, Simultaniety or co-existence) এই সকল পদবোধ্য অর্থের রূপ প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইবে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন;—

"পরত্বাপরত্বে দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
দৈশিকং কালিকঞ্চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকম্॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

"द्वावप्युपायौ शब्दानां प्रयोगे समवस्थितौ।
क्रमो वा यौगपद्यं वा यौ लोको नातिवर्तते।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, শব্দ সকলের প্রয়োগে ক্রম (Succession) ও যৌগপদ্য (Simultaniety) এই দুইটী উপায় বিদ্যমান আছে। ক্রম-ও-যৌগপদ্য অতিক্রমপূর্ব্বক কোনপ্রকার লৌকিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মূর্ত্তক্রিয়া সকল (The phenomena of nature) ক্রম-ও-যৌগপদ্য এই দুইটী ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন;—জাগতিক পদার্থসমূহ ক্রম-ও-যৌগপদ্য (Succession and Simultaniety) এই দ্বিবিধ সম্বন্ধে পরস্পর অন্বিত। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ সমানাধিকরণ এবং পূর্ব্ব-ও-পরবর্ত্তী পদার্থান্তরের সহিত সম্বদ্ধ। *

ক্রম-ও-যৌগপদ্য এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বুঝিয়াছি, জগৎ ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি। 'ক্রিয়া' কোন্ পদার্থ, পূজ্যপাদ ভর্তৃহরিকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, গুণভূত (অপ্রধান—অনির্দ্দেশ্য) অবয়ব-সমূহদ্বারা উপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মিকা-বুদ্ধি-প্রকল্পিত—একভাবে উপলব্ধ ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া'। পরমকারুণিক পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত মহাভাষ্যে ক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় বলিয়াছেন,—পরমাণু যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে, পরমাণুর অস্তিত্ব যেরূপ অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষগম্য নহে, অসংখ্য পরমাণু পরস্পর সমাকৃষ্ট, পিণ্ডীভূত-বা-সংহত হইয়া যাবৎ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় সমুপস্থিত না হয়, তাবৎ যেমন ইহা প্রত্যক্ষগম্য হয় না, ক্রিয়াও সেইরূপ অপিণ্ডীভূতাবস্থায়, বহুক্রিয়া-ক্রম অতিক্রমপূর্ব্বক স্থূলদশায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষগোচর হয় না। অমূর্ত্তক্রিয়া পরমাণুর ন্যায় প্রত্যক্ষের অবিষয়। অতএব আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা মূর্ত্ত-বা-সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব, তাহা ক্রমোৎপন্ন পূর্ব্বাপরীভূত ব্যাপারসমূহ। এক্ষণে জানিতে হইবে, 'ক্রম' কোন্ পদার্থ? ক্রিয়া যখন ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহ, তখন ক্রিয়ার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, 'ক্রমের' স্বরূপ অগ্রে অবধার্য্য।

* "The phenomena of nature exist in two distinct relations to one another, that of simultaniety, and that of succession: Every phenomenon is related, in an uniform manner, to some phenomena that co-exist with it, and to some that have preceded or will follow it."

Logic, Vol. I. P. 334.

'ক্রমু পাদবিক্ষেপে' পাদবিক্ষেপ-বা-গত্যর্থক এই 'ক্রম' ধাতুর উত্তর ভাব-বা-করণ-বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ক্রম' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। একভাব হইতে ভাবান্তরে বা একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করার নাম 'পাদবিক্ষেপ'।

"क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः।"—

পাং দং কৈ. পা. ১৩ সূ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'ক্রম' ক্ষণপ্রতিযোগী। ভগবান্ বেদব্যাস 'ক্ষণপ্রতিযোগী' এই বিশেষণ পদটার অর্থ করিয়াছেন,—

'क्षणानन्तर्य्यात्मा'

ক্ষণের—সূক্ষ্মতম কল্পিত কালাংশের আনন্তর্য্য—অব্যবহিতত্ব বা অন্তররাহিত্য (Absence of interval) হইয়াছে আত্মা—ধর্ম্ম যাহার, তাহা 'ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা'। একটী ক্ষণের পর অন্য এক ক্ষণ আসিতেছে, তৎপরে অন্য এক ক্ষণ, তৎপরে আবার অন্য এক ক্ষণ, এইরূপে অনন্তক্ষণপ্রবাহ চলিতেছে। ক্রমবান্ ব্যতীত ক্রম নিরূপিত হইতে পারে না, এবং একটী ক্ষণেরও ক্রম হইতে পারে না, অতএব 'ক্রম' ক্ষণপ্রতি-যোগী—ক্ষণপ্রতিসম্বন্ধী—ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, 'ক্রম' ক্ষণপ্রচয়াশ্রয়। ক্রমের দ্বিতীয় বিশে-

'परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः'—

অর্থাৎ, 'ক্রম' পরিণামের অপরান্ত—অবসান—চরমাবয়ব (End)—দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। * এক বৎসর ব্যাপিয়া আমি একখানি বস্ত্র পরিধান করিতেছি,

* কালের (Time) লক্ষণ করিবার সময় বিদেশীয় পণ্ডিত সালী (Sully) যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবৃন্দের সমীপে প্রার্থনা, উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় বচনসমূহের সহিত ইহার সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

The perfect representation of time involves a combination of the two kinds of representation just described. Time is for us a succession of events having individually and collectively a certain duration. Just as we only clearly intuit a certain length of space, or distance, when this is marked off or defined by two tangible or visible objects : So the distinct representation of any duration involves that of two defining points, a beginning and an end. And the representation of a time series is incomplete without that of the time intervals between the successive members of the series."—

Out lines of Psychology, 6th Edition, P. 262.

একবৎসর পরে, একদিন হঠাৎ হস্তস্পর্শমাত্রেই মদীয় পরিধের বসনের কিয়দংশ বিগলিত হইয়া গেল। আমি তখন বুঝিলাম, ইহা জীর্ণ হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, এই জীর্ণতা একদিনে হয় নাই, বস্ত্রখানি যে ক্ষণে বস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই ইহার পাকক্রিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। বস্ত্রখানির জীর্ণতা, সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক যখন স্থূলদশায় সমুপস্থিত হইল, আমি তখনই বুঝিলাম, ইহা জীর্ণ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল, পরিণামমাত্রেই ক্রমোৎপন্ন-ব্যাপারসমূহ, পরিণামের অপরান্ত ও অবসান দ্বারা ক্রম-পৌর্ব্বাপর্য্য অনুমিত হইয়া থাকে, এবং 'ক্রম'—ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা—পূর্ব্বাপরীভাব। *

'ক্রম' (Succession) কোন্ পদার্থ, শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, ক্রিয়ামাত্রেই অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক ও অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম, জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তকালও একভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিস্বভাব; আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা 'প্রবৃত্তি'; আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি (Pause), পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া বা গতি (Motion) মাত্রের ইহাই স্বরূপ; ঘাত, প্রতিঘাত ও বিরাম সকল ক্রিয়াই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। 'ক্রিয়া' এই শব্দদ্বারা আমরা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ পরিণামের সমূহ-বা-সমাহারাত্মক, বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিচ্ছেদ (Demarkation)।

"क्रमो हि धर्म्मः कालस्य * * *।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, 'ক্রম' (Succession) কালধর্ম্ম। 'ক্রম কালধর্ম্ম' এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কাল-লক্ষণটী একবার স্মরণ করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

---

* "न जातु क्रमः क्रमवन्तमन्तरेण शक्यो निरूपयितुं न चैकस्यैव क्षणस्य क्रमः तस्मात् क्षण-प्रचयाश्रयः परिच्छिद्यते तदिदमाह क्षणानन्तर्य्यात्मा इति।"—

वाचस्पतिमिश्रकृतटीका।

"क्षणानन्तर्य्यात्मा—क्षणानन्तर्य्यधर्म्मकः। क्षणानन्तर्य्यं क्षणाव्यवधानं क्रमस्तु पूर्व्वापरीभावः।"—

योगवार्त्तिक।

"क्षणानन्तर्य्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः।"—

योगसूत्रभाष्य।

“सूर्य्यो मरीचिमादत्ते सर्व्वस्माद्भुवनादधि।
तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणम्॥”—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

ভাবার্থ।

বীজ হইতে অঙ্কুর হইতেছে, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড জন্মিতেছে, কাণ্ড পত্র পুষ্পাদি উৎপাদন করিতেছে, পুষ্প ফলরূপে পরিণত হইতেছে, ফল হইতে পুনর্ব্বার বীজ উৎপন্ন হইতেছে; মানব যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই এইরূপ পরিণাম-প্রবাহের আবর্ত্ত সন্দর্শন করে। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই যে প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কেন এরূপ হয়? কেন জগৎ অবিরাম পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিয়া যায়? শ্রুতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইলেন, জগতের এই অবিরাম পরিবর্ত্তনের কারণ—‘সূর্য্যরশ্মি’ সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তি (Heating effect of the sun’s rays)। সূর্য্যদেব স্বীয় সন্তাপনী শক্তিদ্বারা জগৎকে নিরন্তর সন্তাপিত করিতেছেন, জগৎ যে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের এই পাকক্রিয়াই তাহার কারণ। তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকল, অগ্নিসন্তাপে পক্ক হইয়া অন্নাদিরূপে পরিণত হয়, জল অগ্নিসন্তপ্ত হইলে, বাষ্পাকার ধারণ করে। প্রত্যেক ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই এইপ্রকার সূর্য্যমরীচি-বা-তাপকৃত পাকবিশেষ। যেখানে পরিবর্ত্তনের ছবি নয়নে পতিত হইবে, সেইখানেই সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তিকে তাহার হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। * কোন দ্রব্যকে যখন উত্তাপিত করা হয়,

* সবিতা সূর্য্যের একটি নাম। সবিতা সূর্য্যের পর্য্যায় হইয়াছে কেন, যিনি তাহা অবগত আছেন, বেদভক্ত, বেদজীবন, আর্য্যদিগকে সূর্য্যের উপাসনা করিতে দেখিয়া, তিনি কখন বিস্মিত হইবেন না, অসভ্য বর্ব্বরজ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না। সূর্য্য হইতেই যে জগৎ প্রসূত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালের অভ্যুদয়শীল বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"Since the sun is the first cause of life on our globe, since he is as we have proved, the origin of life, feeling and thought, since he is the determining cause of the existence of every thing possessing organization upon the earth, why may we not hold that the rays which the sun pours upon the earth and the other planets are nothing else than the emanations from these souls? that they are emissions from the pure spirits dwelling in the central star, directed towards us, and the other planets, under the visible form of rays?"—

The Day after Death, P. 105-10 6.

তখন উত্তাপিত দ্রব্যে তাপের তারতম্যানুসারে বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ১ম, উত্তাপিত বস্তুর অণুপুঞ্জের পরিস্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; ২য়, উহার আণবিক বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সংঘটিত হয়—উত্তাপিত বস্তুর আণবিক আকর্ষণশক্তি (Cohesion) শিথিল হয়, দ্রব্যের ধর্ম্ম, লক্ষণ-ও-অবস্থাগত পরিণাম হয়, ইহারই নাম 'পাকক্রিয়া'। শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূতজাতোপরি তাপ প্রদান করাতে যে পাকক্রিয়া হইতেছে, সেই পাকক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ক্ষণমুহূর্ত্তাদি কলনাত্মক কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব কলনাত্মক কাল ও মূর্ত্তক্রিয়া এক পদার্থ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ক্রিয়া ক্রমজাত, পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব সমূহাত্মিকা। ক্রম (Succession) ক্রিয়ার ধর্ম্ম; কলনাত্মক কাল ও ক্রিয়া বুঝিলাম—সমানপদার্থ, অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারি 'ক্রম' কালধর্ম্ম, ক্রমের রূপ কলনাত্মক কাল-বা-ক্রিয়া-জ্ঞানের নিয়ত অনুষক্ত. কলনাত্মক কাল-বা-ক্রিয়ার রূপ চিন্তা করিতে যাইলেই ক্রমের কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্যের রূপ নয়নে পতিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়াজ্ঞানে ক্রমের (Succession) রূপ ভিন্ন, একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, অপর একটী পদার্থের রূপ বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। সে পদার্থটী কি? সেটী যৌগপদ্য (Simultanioty)। যৌগপদ্যের রূপদর্শন না হইলে শুদ্ধ ক্রমের রূপদ্বারা কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

যৌগপদ্য কোন্ পদার্থ?

'যৌগপদ্য' শব্দটী 'যুগপৎ' শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'যু মিশ্রণাদী' মিশ্রণার্থক এই 'যু' ধাতুর উত্তর 'গপতক্,' অথবা 'যুগ' শব্দপূর্ব্বক 'পয় গতৌ' গত্যর্থক এই 'পয়' ধাতুর উত্তর 'ডৎ' প্রত্যয় করিয়া, অথবা 'যুগ' শব্দপূর্ব্বক 'পদ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'যুগপদ্' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এককালে যুত বা মিলিত, এককালে দুইএর প্রাপ্তি, গতি বা জ্ঞান 'যুগপদ্' শব্দটীর উদ্ভূত ব্যুৎপত্তি হইতে এই অর্থ পরিগ্রহ হয়। *

"যুগপদেকদা।"—

অমরকোষ।

অর্থাৎ, 'যুগপদ্' একদা—এককালে (Simultaneously, at the same time) এই অর্থের দ্যোতক।

* "যুগপদ্যজিন্ স্বাপ্তি। যু মিশ্রণাদী গপতক্ প্রত্যয়:। যুগং পয়তীঃভিন্। পয় গতৌ ডৎ-প্রত্যয়:। পদ্যজিন্ স্বাপ্তি।"—

অমরকোষটীকা।

পূজ্যপাদ গদাধর শিরোমণি বলিয়াছেন,—এককালবৃত্তিত্বের—অনেকের একক্ষণ-সম্বন্ধের নাম 'যৌগপদ্য'। *

"इदमत्रेति भावानामभावानां च कल्पने।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, ইহা এই স্থানে—এই আধারে আছে বা নাই, ভাবাভাব দ্বিবিধ পদার্থ-চিন্তাতেই এইরূপ আধারশক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়। কোন বস্তুই যখন একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, আমরা যাহাকে 'বিনাশ' বলি, তাহা যখন স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমনের ভাব, তখন পরিবর্ত্তনাত্মক বস্তুজাত যে একটী স্থির বা অপরিবর্ত্তনীয় আধারে ধৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। মৃত্যু-বা-বিনাশ বিকারের পরে বিনষ্ট পদার্থের আর অস্তিত্ব থাকে না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, বর্ত্তমান কালই সৎ যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহাদিগকেও পরিণামিবস্তু-জাতের ধারক অপেক্ষাকৃত স্থির বা স্থিতিশীল কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে কালকে আমরা 'বর্ত্তমান' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহাও ক্রমোৎপন্ন পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব অসংখ্য ক্রিয়াসমূহ। 'বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হইতেছে'। আরব্ধক্রিয়ার পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত বর্ত্তমানকালের সীমা, সুতরাং 'পতিত হইতেছে' ইহা একটী বর্ত্তমান ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'পতিত হইতেছে' এই ক্রিয়ার কোন্ অবস্থাকে 'বর্ত্তমান' বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? উপ-ক্রমাদি অপবর্গান্ত ক্রিয়া বা বর্ত্তমান নামে লক্ষ্য কালও অসংখ্য পূর্ব্বাপরীভূত সূক্ষ্ম-ক্রিয়াক্রমসমষ্টি। যাহাকে বর্ত্তমান বলিয়া ধরিতে যাই, সেই ত অতীতের গর্ভে প্রবেশ করে। বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত পত্রের ভূমিতে সংলগ্ন হওয়া ব্যাপারে বর্ত্তমান কাল বা বর্ত্তমান ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয় কৈ? যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা অতীত কাল বা অতীত ক্রিয়া। পত্রটী বৃক্ষ ও ভূমি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি-পথ বা অবকাশের যতদূর অতিক্রম করিয়াছে, ততদূর পতিত-পথ, তৎসংযুক্ত কাল পতিত-কাল, এবং যে পথ বা অবকাশ অতিক্রম করিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা পতিতব্য-পথ বা পতিতব্য অবকাশ, তৎ-সংযুক্ত কাল, পতিতব্য কাল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৃক্ষ ও ভূমি এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তি-পথের পতিত ও পতিতব্য এই অংশদ্বয়ের অতিরিক্ত অংশ কোথা, যদংশ-সংযুক্তকাল-বা-ক্রিয়াকে বর্ত্তমান-নামে অভিহিত করা যাইবে?

আবার ইহাও জ্ঞাতব্য বিষয়, বর্ত্তমান না থাকিলেই বা অতীত ও অনাগত থাকিবে কিরূপে? বর্ত্তমানের জ্ঞান ব্যতিরেকে অতীতানাগতের জ্ঞান হওয়া কি সম্ভব?

---

* 'एककालवृत्तित्वम्'। গং, সৎপ্রতিপক্ষ।

"तयोरप्यभावो वर्त्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्।"—

ন্যায়দর্শন ১।২।৩৪।

ভগবান্ গোতম উদ্ধৃত সূত্রটীর দ্বারা বুঝাইয়াছেন, বর্ত্তমানের অভাবে অতীতানাগতেরও অভাব হইবে, বর্ত্তমানের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলে অতীতানাগতের অস্তিত্ব অসাধ্য হইবে, কারণ অতীতানাগত বর্ত্তমানাপেক্ষ।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি উত্থিত সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন—

"क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं गृह्णाति वर्त्तमानः।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, ক্রিয়া ও তদাশ্রয় দ্রব্য এই উভয়ের সম্বন্ধদ্বারা বর্ত্তমান লক্ষিত হইয়া থাকে। পত্র পতন-ক্রিয়ার আশ্রয়। পতন-ক্রিয়াশ্রয় পত্রটী যাবৎ পতন-ক্রিয়াশূন্য না হইবে, তাবৎ ইহা পতিত হইতেছে, এই বর্ত্তমান-ক্রিয়াপদানুষক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইবে। এতদ্দ্বারা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম, স্থির আলম্বন বা আধারের জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান হইতে পারে না, বুঝিলাম, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল পদার্থজাতের একটী স্থির আধার আছে, ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন নিরাধার থাকিতে পারে না। বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত মার্টিনিউ (Martineau) বলিয়াছেন, উপলব্ধিমাত্রেই 'দ্বৈত'। একটী পদার্থ জানিতে যাইলে দুইটী পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সে দুইটী পদার্থ কি? একটী পরিবর্ত্তন বা পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বসমূহাত্মিকা ক্রিয়া (Change), অপরটী স্থিতিশীল আধার। * পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তন (change) সমূহের অন্তরে কোন অপরিবর্ত্তনীয় আধার আছে। †

সামানাধিকরণ্য শব্দটীর অর্থ।

সমান + অধিকরণ = সমানাধিকরণ। সমানাধিকরণ + ণ্য = সামানাধিকরণ্য। সমানাধিকরণের ভাব 'সামানাধিকরণ্য'। অধিকরণ = আশ্রয়। অতএব, সমানাধিকরণ শব্দটী 'সমান-বা-একাশ্রয়' এই অর্থের বাচক। 'সামানাধিকরণ্য' শব্দেরও তাহা হইলে, অর্থ হইতেছে, সমান-বা-একাশ্রয়ের ভাব, সমান-বা-একাশ্রয়বৃত্তিত্ব।

---

* "In all such instances it is a direct consequence of the *duality* of intellectual apprehension, that in knowing one thing you must know two: that in so far as one is a change, the other is a permanent."—

The Study of Religion, Vol. I. P. 121.

† "So that among all the changes there is something permanent."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 481.

অধিকরণ শব্দের অর্থ ইহার প্রকারভেদ।

"आधारोऽधिकरणम् ।"—

পা ১।৪।৪৫।

অর্থাৎ, কর্ত্তৃ-কর্ম্মদ্বারা তন্নিষ্ঠ ক্রিয়ার আধার—অধিকরণ। *

"अधिकरणं त्रिःप्रकारम् । व्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकमिति ।"—

(संहितायाम् । পা ৬।১।৭২, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

অর্থাৎ, অধিকরণ ব্যাপক, ঔপশ্লেষিক ও বৈষয়িক ভেদে ত্রিবিধ। † আপাত-

---

* "आध्रियन्तेऽस्मिन् क्रिया इत्याधारः । कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रयभूतयोर्धारणक्रियां प्रति य आधारस्तत्कारकमधिकरणसंज्ञं भवति ।"—

কাশিকা।

অর্থাৎ, আধৃত হয় ক্রিয়া যাহাতে তাহা আধার। ক্রিয়াশ্রয়ভূত কর্ত্তৃকর্ম্মের ধারণক্রিয়ার প্রতি যাহা আধার, তৎকারকের নাম অধিকরণ।

"कर्तृकर्मान्यतरद्वारा क्रियाश्रयत्वे सति तत्क्रियोपकारकत्वम् अधिकरणत्वमिति नैयायिकाः ।"—

ন্যায়মঞ্জরী।

† "अधिकरणं त्रिधा । औपश्लेषिकं वैषयिकमभिव्यापकञ्चेति ।"—

মঞ্জুষা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বোপদেব গোস্বামী সামীপ্য (সমীপের ভাব), আশ্লেষ (একদেশসম্বন্ধ), বিষয় (প্রতিপাদ্যাদি) ও ব্যাপ্তি (সাকল্যসম্বন্ধ) আধারকে এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

"सामीप्याश्लेषविषयैर्व्याप्त्याधारश्चतुर्विधः ।"—

মুগ্ধবোধ।

সুপদ্মব্যাকরণপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাভদত্তের মতেও আধার, সামীপ্যক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক ও ঔপশ্লেষিক এই চতুর্ব্বিধ।

"आश्रयोऽधिकरणसंज्ञं स्यात् । स च सामीप्यको वैषयिक अभिव्यापक एव च । औपश्लेषिक इत्येवं स्यादाधारश्चतुर्विधः ॥"—

সুপদ্মব্যাকরণ।

কলাপব্যাকরণের টীকাকার বলিয়াছেন, ঔপশ্লেষিক, অভিব্যাপক, বৈষয়িক-ও-সামীপিক-ভেদে আধার চতুর্ব্বিধ। টীকাকার মহাভাষ্যোপজীবী বাক্যপদীয় বা হরিকারিকার মত স্বীয় টীকাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্জীকার ও কবিরাজ, ইঁহারা মহাভাষ্য ও তদুপজীবী বাক্যপদীয়ের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পঞ্জীকার বলিয়াছেন—"स आधारस्त्रिविधः औपश्लेषिकोऽभिव्यापको वैषयिकश्चेति ।"—

দৃষ্টিতে অধিকরণের ঔপশ্লেষিকাদি ত্রিবিধ ভেদ উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু অন্তরে চিন্তাতেই বুঝিতে পারা যায়, উপশ্লেষ তিনেই আছে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, উপকারের—সম্বন্ধের ভেদ-নিবন্ধন অধিকরণের ঔপশ্লেষিকাদি ত্রিবিধ ভেদের ব্যবহার হইয়াছে। 'তিলে তৈল আছে,' 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে,' 'রাম কটে (তৃণাসন—মাদুর, A straw mat) আসীন আছেন,' এই বাক্যত্রয় যথাক্রমে ব্যাপকাধিকরণ, বৈষয়িকাধিকরণ-ও-ঔপশ্লেষিকাধিকরণের দৃষ্টান্ত। 'তিলে তৈল আছে,' এ স্থলে সমবায়ি-তিলে সমস্তাবয়বব্যাপ্তিকরণক উপশ্লেষ (সম্বন্ধ), 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে' এস্থলে আকাশের তাত্ত্বিক-অবয়ব না থাকিলেও কল্পিত দেশাপেক্ষায় অন্যতর উপশ্লেষ, এবং 'কটে আসীন আছেন' এস্থলে সংযোগী আধারে কতিপয়াবয়বব্যাপ্তিকরণক উপশ্লেষ উক্ত হইয়াছে। 'তিলে তৈল আছে' এখানে তিলকৃত অবিনাশ 'উপকার,' তিল বিনষ্ট হইলেই, তৈল বিনষ্ট হয়; 'পর্য্যঙ্কে বা খট্বাতে শয়ান আছে' এখানে শয়ান-বা-শয়নকারি-পুরুষের গুরুত্ব-প্রতিবন্ধে পর্য্যঙ্কের স্বতন্ত্রতা—মাধ্যাকর্ষণাভিভবকর্ত্তৃতা, 'উপকার'; 'আকাশে পক্ষিগণ উড়িতেছে' এখানে দিগ্বিশেষসম্বন্ধহেতু অপরিবর্ত্তন 'উপকার'। অতএব দেখা যাইতেছে, সংযোগি-সমবায়ি-পদার্থ সকলের উপকার-বা-সম্বন্ধ-ভেদবশত'ই ত্রিবিধ অধিকরণের ব্যবহার হইয়াছে। *

"আধ্রিয়ন্তে ক্রিয়া যস্মিন্নিত্যাধারঃ স্মৃতিঃ। আধ্রিয়ন্তে আনিহন্তি ক্রিয়া যস্মিন্নিত্যর্থঃ।"—

কবিরাজ।

অর্থাৎ, আধৃত হয় ক্রিয়া যাহাতে, তাহা 'আধার,' আধার শব্দটীর এই বুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে সাধারণজ্ঞানে আধারের যে রূপ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা ইহার মূর্ত্তধারকত্বের (Solid, material or physical support) রূপ। কিন্তু আধার বা অধিকরণ শব্দটী কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, আধারের এই স্থূলরূপই পূর্ণরূপ নহে। অধিকরণ বা আধারের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বৈয়াকরণশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।"—

অর্থাৎ যাহা পরম্পরাসম্বন্ধে (Indirectly) ক্রিয়ার ধারক—ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিত ক্রিয়াকে অসাক্ষাৎভাবে ধারণপূর্ব্বক যাহা ক্রিয়াসিদ্ধির উপকার করে, তাহা 'অধিকরণ'; সাক্ষাৎ-ক্রিয়াশ্রয়কর্ত্তৃ-বা-কর্ম্মশক্তি, অধিকরণদ্বারা ধৃত না হইলে কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

* "উপশ্লেষস্য চাভেদস্তিলাকাশকটাদিষু।
উপকারাস্তু ভিদ্যন্তে সংযোগিসমবায়িনাম্॥"

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি বলিয়াছেন,—

"आधाराधेयभावश्च न संयोगादिरूपसम्बन्धात्मकः। कुण्डादिसंयोगिनो बदरादेरपि कुण्डाधारताप्रसङ्गात्। अपि तु पदार्थान्तरमेव।"—

ব্যুৎপত্তিবাদ।

অর্থাৎ, আধারাধেয়ভাব (Relation of the support or recipient upon the thing received or supported) সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক নহে। আধারাধেয়ভাবকে সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক বলিয়া স্বীকার করিলে আধেয়ের আধারত্বপ্রসঙ্গ হইতে পারে। 'কুণ্ডে (A bowl-shaped vessel) বদর আছে' এই বাক্যে 'কুণ্ড' আধার এবং 'বদর' আধেয়। আধারাধেয়ভাবকে যদি সংযোগাদিরূপ সম্বন্ধাত্মক বলা হয়, তাহা হইলে, আধেয় বদরকে কুণ্ডের, (সংযোগসম্বন্ধনিবন্ধন—কুণ্ড ও বদরের পরস্পর সংযোগসম্বন্ধ আছে এইজন্য), আধার বলিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। সংযোগাদিরূপ-সম্বন্ধই, যদি আধারাধেয়ভাববোধ্য অর্থ হয়, তাহা হইলে, সংযোগিপদার্থদ্বয়ের যে কোনটীকে আধার-বা-আধেয়রূপে গ্রহণ করিবার বাধা হইতে পারে না। অতএব আধারাধেয়ভাব পদার্থান্তর।

সম্বন্ধতত্ত্ব।

'জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক,' 'চিন্তনব্যাপার একের সহিত অপরের সম্বন্ধনির্ণয়াত্মক' (We think in relations), 'ব্যাপ্তি' শব্দটী সম্বন্ধবিশেষের বাচক, 'সম্বন্ধ' কথাটীর আমরা এইরূপে বহুশঃ ব্যবহার করিয়াছি। 'যুক্তি' কাহাকে বলে, বুঝিতে

अविनाशो गुणत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता।
द्विष्ठिभावादवच्छेद इत्याद्या भेदहेतवः॥"—

वाक्यपदीय।

"उपकारः सम्बन्धः तद्भेदास्तु चित्रेण व्यवहारः। कटे आस्ते इत्यादौ संयोगिन्याधारे कतिपयावयवव्याप्त्यैव सम्बन्धः। तिलेष्वित्यादौ समवायिनि समस्तावयवव्याप्त्या च। खे शकुनय इत्यनाकाशस्य तात्त्विकावयवाभावेन कल्पितदेशत्वादवैषयिकं कल्पितदेशापेक्षया चाधाराधुक्तान्तर उपश्लेषः। * * * उपकारानाच्छाविनाश इत्यादि। अविनाशविवक्षित उपकारस्यैवाश्र नित्यविनाशी हि तैलं विकीर्णं नश्येत्। पर्यङ्के शेत इत्यादौ गुणत्वस्य प्रतिबन्धे पर्यङ्कस्य स्वतन्त्रतोपकारः। खे शकुनय इत्यादौ द्विष्ठिभावसम्बन्धात् व्यापरिवर्तनमुपकारः।"—

मञ्जूषा।

গিয়া 'ব্যাপ্তি' কোন্ পদার্থ অবধারণ আবশ্যক হইয়াছে, ব্যাপ্তির স্বরূপাবধারণ করিতে যাইয়া বুঝিয়াছি, 'ক্রম' (Succession) ও 'যৌগপদ্য' (Simultaniety) এই শব্দদ্বয়-বোধ্য অর্থের পরিচয় ব্যতিরেকে, ব্যাপ্তির স্বরূপনির্ণয় হইবে না; 'ক্রম'-ও-'যৌগপদ্য' এই পদদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, 'সামানাধিকরণ্য' কোন্ পদার্থ, তাহা অবগত না হইলে, ব্যাপ্তির রূপ নিরূপিত হইবে না, ক্রম এবং যৌগপদ্যেরও প্রকৃত অর্থপরিগ্রহ হইবে না। 'সামানাধিকরণ্য' শব্দটী, অবগত হইয়াছি, 'সমানাধি-করণ' শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সমান + অধিকরণ = সমানাধিকরণ; সমানাধিকরণের ভাব — সামানাধিকরণ্য; অতএব বলা বাহুল্য, সামানাধিকরণ্যের অর্থবোধ অধিকরণপদার্থ-বোধাধীন।

'যুক্তি' কাহাকে বলে চিন্তা করিতে যাইয়া যে কারণ-বশতঃ আমাদের চিন্তা-স্রোত ক্রমশঃ অধিকরণপদার্থপর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, তাহাও সম্বন্ধতত্ত্বমূলক। যে সম্বন্ধনামক পদার্থের এতাদৃশী প্রয়োজনবত্তা, আমরা এক্ষণে সেই সম্বন্ধপদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিব।

'সম্' উপসর্গ পূর্ব্বক 'বন্ধ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'সম্বন্ধ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ বন্ধন করা (বাঁধা, To bind or tie together, unite, join, connect), 'সম্বন্ধ' শব্দটীর সুতরাং ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইল, বন্ধনের ভাব, সংসর্গ, সন্নিকর্ষ (Connection, union, relation)।

"सम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्व्वकः।
अश्रुतायां श्रुतायां वा क्रियायामभिधीयते।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সম্বন্ধ কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি-কারকহইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা ক্রিয়াকারকপূর্ব্বক— ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়া ব্যতিরেকে সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, ক্রিয়াই নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় (সোপানবৎ, Like a ladder or staircase) সিদ্ধস্বভাব দ্রব্যদ্বয়ের অথবা দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ করিয়া থাকে। ক্রিয়াকারকভাবসম্বন্ধ কারণ (Original), শেষসম্বন্ধ ফলভূত (Derivative)। * 'রাজপুরুষ' এই শব্দটীর অর্থ চিন্তা করিলে, আমরা

* "सिद्धस्वभावानां द्रव्याणां (क्रियां) विना परस्परसम्बन्धाभावात्। क्रिया हि निःश्रयणीव सम्बन्धं करोति। * * * क्रियाकारकभावसम्बन्धः कारणं शेषसम्बन्धस्तु फलभूतः।"—

মঞ্জূষা।

বুঝিতে পারি—রাজার সহিত লক্ষিত পুরুষের অবশ্য সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে দেখা যাউক, রাজা-ও-লক্ষিত বা উদ্দিষ্ট পুরুষ এই উভয়কে কে সম্বদ্ধ করিয়াছে এবং এই সম্বন্ধের স্বরূপই বা কি? অত্যল্প চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, দান-প্রতিগ্রহাদি ক্রিয়াকারকত্ব পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ করিয়াছে এবং উপকার্য্যোপকারকভাবই এই সম্বন্ধের স্বরূপ। রাজা লক্ষিতপুরুষকে অন্নধনাদি দান করেন, লক্ষিতপুরুষের অভাব-মোচন করেন, পুরুষও যথাশক্তি, কায়-মনঃ-ও-বাক্যদ্বারা রাজার প্রত্যুপকার করে, তা'ই রাজার সহিত উক্ত পুরুষের সম্বন্ধ হইয়াছে। *

ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন (change) যে জগতের রূপ, ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিতপদার্থের গ্রহণার্থ এবং অনীপ্সিতরূপে নির্ণীতপদার্থের ত্যাগের জন্যই যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কোন জাগতিক পদার্থই যে পূর্ণ নহে, জগতের উপাদান-কারণ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও যে ইতরেতরাশ্রয়ী—পরস্পরসাহায্যসাপেক্ষ, আমরা বহুবারই এই সকল কথা বলিয়াছি। সম্বন্ধতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বহুশঃ উক্ত ও বিজ্ঞজনসুপরিচিত এই কথাগুলি একবার স্মরণ করিতে হইবে।

রাসায়নিক পণ্ডিতগণের উপদেশ, যে বস্তুদ্বয় রাসায়নিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরস্পর যত বিষম, তদ্বস্তুদ্বয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা তত প্রবল। † রসায়নশাস্ত্র পরীক্ষাদ্বারা

* "যথা রাজ্ঞः পুরুষ ইত্যত্র রাজপুরুষৌ কর্তৃসংপ্রদানরূপাবভূতাং রাজা পুরুষায় দদাতীতি।"—

† "Sir Humphrey Davy, in his admirable paper on Galvanism, endeavoured ot show that substances having an affinity for each other are in different states of electricity ; the one plus and the other minus ; that the more intensely these two different states exist in two bodies, the stronger is their affinity for each other ; and that in order to decompose a compound, or to put an end to the union between its constituents, we have only to bring them into the same electrical state."—

A System of Chemistry of Inorganic Bodies by T. Thomson, M. D. P. 86.

অর্থাৎ স্যার হম্‌ফ্রী ডেভী তাঁহার তাড়িতাকর্ষণসম্বন্ধীয়, প্রশংসনীয় প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সকল বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা—ইতরেতর-সংসক্তি আছে, তাহারা পরস্পর বিভিন্নতাড়িতাত্মক, তাহাদের মধ্যে একটী ধনতাড়িতধর্ম্মী, অন্যটী ঋণতাড়িত-ধর্ম্মী। এই বিরুদ্ধ-তাড়িতধর্ম্মবত্ত্ব যে পদার্থদ্বয়ে যে পরিমাণে অধিক, তৎপদার্থদ্বয়ের পরস্পর-সংযুযুক্ষা সেই পরিমাণে প্রবলা। একটী মিশ্র পদার্থকে পৃথক্‌কৃত বা তাহার ঘটকাবয়ব-(constituents)-সমূহের সন্ধি ভঙ্গ করিবার সময়ে আমরা উহাদিগকে কেবল সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করি, সমতাড়িতাবস্থায় আনয়ন করিলেই উহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

স্থির করিয়াছেন, যখন যৎসম্বন্ধে ধনধর্ম্মী (Positive), তখন তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই তাহার প্রতি রাগ বা আকর্ষণ (Attraction) হইয়া থাকে। ধনের প্রতি ধনের, ঋণের প্রতি ঋণের (Negative) আকর্ষণ না হইয়া বিরাগ (Repulsion) হয়। অক্সিজেন্ (Oxygen), ক্লোরিন্ (Chlorin), ব্রোমিন্ (Bromine), এবং আইওডিন্ (Iodine)—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টি টম্‌শন্ বলিয়াছেন; রূঢ় পদার্থজাতের মধ্যে ইঁহারা সর্ব্বদাই ঋণধর্ম্মী এবং এই নিয়ত ঋণধর্ম্মবত্ত্বনিবন্ধন ইহাদের অন্যান্য রূঢ় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা। পটাশিয়ম্ অতিমাত্র ধনধর্ম্মী (Strongly positive) এবং অক্সিজেন্ ভূশ ঋণধর্ম্মী (Strongly negative), এইজন্য উভয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা নিতান্ত বলবতী, পরস্পর-সংযুক্ত এই পদার্থদ্বয়কে পৃথক্ করা কষ্টসাধ্য।

একবস্তুও সম্বন্ধিভেদে ধন-ঋণ উভয়ধর্ম্মী হইয়া থাকে, গন্ধক অক্সিজেনের সম্বন্ধে ধন (Positive), কিন্তু হাইড্রোজেনের সম্বন্ধে ঋণ। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, প্রত্যেক অণুতেই (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত বিদ্যমান আছে। *

পণ্ডিত এলিস্ (Ellis) বলিয়াছেন ;—

"It is now found to be a general rule, that the more unlike to each other. in their chemical properties bodies are, the stronger is their tendency to unite with one another."—

The Chemistry of Creation. P. 38.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট (Balfour Stewart) তাঁহার 'Conservation of Energy' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"At any rate, electricity and Chemical affinity are only manifested between bodies that are, in some respects, dissimilar."—

P. 64.

* "Oxygen, Chlorine, Bromine, and Iodine are always in a *negative* state, while the other simple bodies are positive. Hence the reason why these four bodies have a tendency to combine with all the others. Potassium is very strongly *positive*, while—Oxygen is equally strongly negative. Hence the strong affinity which exists between these two bodies, and the difficulty of decomposing them when they are united. * * * Thus it appears that sulphur with respect to oxygen is *positive* ; but with respect to hydrogen *negative*. Its state then is neither essentially positive nor negative, since it changes according to the substance with which it combines. * * * * It is much more probable that both electricities exist in every atom ; though in most cases one of the two fluids preponderates over the other."—

A System of Chemistry of Inorganic Bodies by T. Thomson, M. D. P. 36-39.

(পণ্ডিত টম্‌শনের পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক [Self-contradictory] বচনসমূহ লক্ষ্য করিবেন।)

এইজন্যই বলিতে হয়—'[illegible]'। শ্রুতির উপদেশ, জগৎ ভোক্তৃ-ভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, কোন জাগতিক বস্তুই সর্ব্বথা পূর্ণ বা পর্য্যাপ্ত (Absolute or perfect) নহে; সংসার অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, ক্রিয়াশূন্য বা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবার স্থান নহে। পথের ভিক্ষুক হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই এখানে পরমুখাপেক্ষী—পরসাহায্যসাপেক্ষ, সকলেই ধন-ও-ঋণ এই উভয়াত্মক। পরমাণুও ভোক্তৃ এবং ভোগ্য এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মূর্চ্ছিত ভাব। ঐতরেয় আরণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে জাগতিক পদার্থসমূহের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত আরণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায় অধ্যয়নপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, পঞ্চভূতের মধ্যে জল ও পৃথিবী এই দুইটী ভোগ্য-ভূত—অন্ন, এবং তেজঃ ও বায়ু ইহারা ভোক্তৃ-ভূত—অন্নাদ। আকাশ আবপনস্থানীয়—ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধাত্মক নিখিলপদার্থের আধার। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ম্যাটার (Matter) ও এনার্জ্জি (Energy) এই শব্দদ্বয়দ্বারা সম্ভবতঃ ভূতচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভোগ্য-ভূত বা পৃথিবী ও জল বিদেশীয় বিজ্ঞানের 'ম্যাটার' এবং ভোক্তৃ-ভূত বা তেজঃ ও বায়ু ইহারা 'এনার্জ্জী'। *

'প্রত্যেক অণুতেই (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত বিদ্যমান আছে' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টি টম্‌শনের (T. Thomson) এবম্প্রকার অনুমানকেই আমরা সঙ্গত (Well-reasoned) মনে করি; পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুত্যুপদেশের সহিত ইহার কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা একটী বস্তু সম্বন্ধে ধন (Positive), বস্ত্বন্তর-সম্বন্ধে তাহা ঋণ (Negative) হওয়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। পূর্ণত্বপ্রাপ্তিই যখন ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য, সংসারের কোন বস্তুই যখন সর্ব্বথা পূর্ণ নহে, অতএব কোন জাগতিক পদার্থই যখন ত্যাগগ্রহণাত্মক-কর্ম্মশূন্য নহে, তখন ধনের সহিত ঋণের সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম, তখন ধন যে তৎসম্বন্ধে ঋণকে বা ঋণ যে তৎসম্বন্ধে ধনকে আকর্ষণ করিবে, পরস্পর সংবদ্ধ হইবে তাহা অনায়াস-বোধ্য। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

* भवत्यस्यान्नमापश्च पृथिवी चान्नमेतन्मयानि ह्यन्नानि भवन्ति ज्योतिश्च वायुश्चान्नादमेताभ्यां हीदं सर्व्वमन्नमत्त्यावपनमाकाश आकाशे हीदं सर्व्वं समोप्यत आवपनं ह वै समानानां भवति य एवं वेद ।"—

ঐতরেয় আরণ্যক।

नुपकारप्रत्युपकारावन्तरेण लोके कस्यचित् केनचित् सम्बन्ध उपपद्यते ।"—*

অর্থাৎ, সংসারে উপকার প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারও সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধমাত্রেই উপকারপ্রত্যুপকারমূলক। এই উপকার-প্রত্যুপকারমূলক সম্বন্ধকেই ব্যাকরণ স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধ বলিয়াছেন, এবং অবয়বাবয়বী, আধারাধেয়, প্রতিযোগ্যনুযোগী-ও-বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাদি অন্যান্য সম্বন্ধ যে ইহারই অবান্তর ভেদ, ব্যাকরণ স্পষ্টরূপে তাহা বুঝাইয়াছেন। † ক্রিয়াজ্ঞানই জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধাত্মক; অতএব সিদ্ধান্ত হইল, জগতের জ্ঞান ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধমূলক। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

"एकस्य सर्व्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा ।
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ।"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ সর্ব্ববীজ—সর্ব্বকারণ—সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য-ও-ভোগরূপে অনেকধা—বহুরূপিণী স্থিতিই কালশক্তি। বুঝিয়াছি, খণ্ড-কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ। অতএব বলিতে পারি, সর্ব্ববীজ—সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়া-পরিচ্ছিন্ন—শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য ও ভোগরূপে অনেকধা স্থিতিই ক্রিয়া বা জগৎ। ভাষাপরিচ্ছেদে যাহা জন্যপদার্থ সকলের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির যাহা হেতু—পৌর্ব্বাপর্য্যবুদ্ধির যাহা কারণ, তাহা 'কাল,' কালের এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাল-ও-ক্রিয়া এক পদার্থ' এই কথা স্বীকার করিলে বলিতে পারি, ক্রিয়াই জন্য-পদার্থ সকলের জনক, ক্রিয়াই জগতের আশ্রয়, ক্রিয়াই পরত্বা-পরত্ব-বা-পৌর্ব্বাপর্য্যবুদ্ধির হেতু। বৈয়াকরণেরা যেজন্য সম্বন্ধকে ক্রিয়া-কারকপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি হইল। অমূর্ত্তা ক্রিয়া—শক্তি, কর্ত্তৃকরণাদি-কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী না হইলে তাহা বুদ্ধিগোচর হয় না, কর্ত্তৃকরণাদি-কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই 'জগৎ,' পূর্ব্বোক্ত এই কথাটী এই স্থানে স্মরণ করিতে হইবে।

---

* "सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भं बिभर्ति ।"—

এই শ্রুতির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† "अतएव स्वस्वामिभावेऽवयवावयविभाव आधाराधेयभावः प्रतियोग्यनुयोगिभावः विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्ध इत्यादिर्व्यवहारः ।"—

মঞ্জুষা।

সম্বন্ধের প্রকারভেদ।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে 'সম্বন্ধ কাহাকে বলে ও ইহার প্রকারভেদ' শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছি, বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রয়োজক সন্নিকর্ষের নাম 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধ সাক্ষাৎ-ও-পরম্পরা-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সাক্ষাৎসম্বন্ধ, সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ ইত্যাদি বহুবিধ। অবয়বের সহিত অবয়বীর, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়-সম্বন্ধ।

"द्विविधो हि लोके सम्बन्धः। संयोगः समवायश्च। तत्र संयोगो नाम युतसिद्धयोः सम्बन्धः यथा घटरज्जुसम्बन्धः। समवायः पुनरयुतसिद्धानामेव।"—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

অর্থাৎ, সংযোগ ও সমবায় এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ লোকে পরিচিত আছে। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধের উৎপত্তি-বিনাশ মানবের গোচর হইয়া থাকে, যুতসিদ্ধ-সম্বন্ধ যাহার অপর নাম, তাহা সংযোগ-সম্বন্ধ। সমবায়-সম্বন্ধ, ন্যায়-বৈশেষিক-মতে, নিত্যসম্বন্ধ। সমবায়সম্বন্ধকে 'অযুত-সিদ্ধ সম্বন্ধ' নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—

"इहेदमिति यतः कार्य्यकारणयोः स समवायः।"—

বৈশেষিকদর্শন৭।২।২৬।

অর্থাৎ যে সম্বন্ধ হইতে কার্য্য-কারণের ইহা (এই কার্য্য, এই আধেয়), ইহাতে—এই কারণে—এই আধারে বিদ্যমান আছে, এবম্প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা 'সমবায়'। * 'ভূতলে ঘট নাই,' 'বায়ুতে রূপ নাই,' ইত্যাদি স্থলে ভূতলের সহিত

---

* "घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः।
तेषु जातेश्च, सम्बन्धः समवायः प्रकीर्त्तितः।"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

"युतसिद्धयोः संयोग इवायुतसिद्धयोः समवायः आवश्यकः।"—

অর্থাৎ যুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের যেরূপ 'সংযোগ' আবশ্যক, অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সেইরূপ 'সমবায়' আবশ্যক।

"अयुतसिद्धानामाधार्य्याधारभूतानां यः सम्बन्धः इह प्रत्ययहेतुः, स समवायः।"—

পদার্থ-ধর্ম্মসংগ্রহ।

ঘটাভাবের, বায়ুর সহিত রূপাভাবের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম 'স্বরূপসম্বন্ধ'। * সংযোগ, সমবায়, ও স্বরূপ ইহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রকারভেদ। অতঃপর পরম্পরা-সম্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহা দেখিব।

মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'যুত' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যুত—মিশ্রণ—সংযোগদ্বারা সিদ্ধ—যুতসিদ্ধ। যাহা তদ্বিপরীত, যাহা মিশ্রণ-বা-সংযোগদ্বারা সিদ্ধ নহে, যে সম্বন্ধ নিত্য, তাহা অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ। 'সমবায়' অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ। সংযোগসম্বন্ধ সংযোগি-পদার্থদ্বয়ের অন্যতর-বা-উভয়কর্ম্মজ, সংযোগসম্বন্ধ সম্বন্ধীর অন্যতরের বা উভয়ের কর্ম্ম—চেষ্টা হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। অযুতসিদ্ধ-বা-সমবায়ি-সম্বন্ধ তাদৃশ কর্ম্মজ নহে, ইহা নিত্যসম্বন্ধ।

"অস্য চায়মর্থঃ যুতসিদ্ধিরুভয়োরপি সম্বন্ধিনোঃ পরস্পরপরিহারেণ পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বং বা যয়োর্নাস্তি তাবযুতসিদ্ধৌ তয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ যথা তন্তুপটয়োঃ।"—

চিৎসুখাচার্য্যবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা।

ভট্ট, বেদান্তী, সাংখ্য, ইহাঁরা সমবায়-সম্বন্ধকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।"—

শারীরকসূত্র ২।২।১৩।

এই সূত্র ও ইহার ভাষ্যের অর্থ স্মরণ করিবেন। আমরা পরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

* স্বরূপ—স্বসাধারণ—স্বাত্মক পদার্থ (One's own form or shape, Natural state or condition, the natural character or form)।

"সম্বন্ধান্তরং বিনা বিশিষ্টপ্রতীতিজননযোগ্যত্বম্।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

অর্থাৎ, সম্বন্ধান্তর-ব্যতিরেকে বিশিষ্টপ্রতীতিজনকত্বের নাম স্বরূপসম্বন্ধত্ব। 'ভূতলে ঘট নাই' (ভূতলে ঘটো নাস্তি) এখানে ঘটাভাবের সহিত ভূতলের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বরূপসম্বন্ধ। ("স্বরূপ-সম্বন্ধত্বঞ্চ সম্বন্ধান্তরমন্তরেণ বিশিষ্টপ্রতীতিজনকত্বম্")। "স দ্বিবিধঃ,—কেবলস্বরূপঃ বিশেষণতা চেতি।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ, স্বরূপ-সম্বন্ধ কেবল-স্বরূপ-ও-বিশেষণতা-ভেদে দ্বিবিধ। আদ্য (কেবল-স্বরূপ-সম্বন্ধ) ভাবাভাবের অন্যতর-প্রতিযোগিক। দ্বিতীয় (বিশেষণতা) দৈশিক বিশেষণতা, দিক্‌কৃতবিশেষণতা ও কালিকবিশেষণতা এই ত্রিবিধ। দৈশিকবিশেষণতা অভাবমাত্রপ্রতিযোগিক। ভূতলাদির সহিত ঘটাভাবাদির সম্বন্ধ, দৈশিকবিশেষণতা। দিক্‌কৃত-ও-কালিক-বিশেষণতা দিকালানুযোগিক এবং জন্যমাত্রপ্রতিযোগিক। অনুযোগী, অনুযোগিক এবং প্রতিযোগী, প্রতিযোগিক এই পদ-চতুষ্টয়ের অর্থপরিগ্রহ হইলেই উক্ত-বাক্য সকলের তাৎপর্য্যনিরূপণ হইবে।

"তত্রাদ্যো ভাবাভাবান্যতরপ্রতিযোগিকঃ। যথা আধেয়ত্ব-প্রতিযোগিকাদীনাং সম্বন্ধঃ। দ্বিতীয়স্ত্রিবিধঃ,—দৈশিকবিশেষণতা, দিক্কৃতবিশেষণতা, কালিকবিশেষণতা চেতি। তত্রাদ্যা-ভাবমাত্রপ্রতিযোগিকঃ, যথা ভূতলাদিনা ঘটাভাবাদীনাং সম্বন্ধঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ তু দিক্কালানু-যোগিকৌ জন্যমাত্রপ্রতিযোগিকৌ চ।"—

ন্যায়কোশ।

যে সম্বন্ধ সম্বন্ধান্তরঘটিত—যে সম্বন্ধের নির্ম্মাণে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে, তাহা পরম্পরা-সম্বন্ধ। পরম্পরা-সম্বন্ধ সমবায়-সম্বন্ধঘটিত ও সংযোগ-সম্বন্ধঘটিত এই দ্বিবিধ হইতে পারে। তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, তন্তু পটের সমবায়িকারণ। যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়, যাহা সমবায়িকারণ, তাহা 'দ্রব্য'। তন্তু দ্রব্যপদার্থ। তন্তুতে রূপ আছে, তন্তু তন্তুরূপের সমবায়ী। তন্তু-সমবেত পটেও, সুতরাং (স্বসমবায়ি-সমবেতরূপ-সামানাধিকরণ্যনামক পরম্পরা-সম্বন্ধদ্বারা) তন্তুর রূপ আছে। যে সম্বন্ধদ্বারা তন্তুসমবেত পট, তন্তু-রূপবান্ হইয়াছে, তাহা সমবায়-ঘটিত-পরম্পরা সম্বন্ধ। 'দণ্ড-কমণ্ডলুধারিপুরুষ গৃহে বিদ্যমান আছেন' বলিলে, পুরুষের সহিত সংযোগাখ্য-সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দণ্ডকমণ্ডলুর ও গৃহের সহিত যে সম্বন্ধ আছে বোধ হয়, তাহা সংযোগঘটিত পরম্পরা-সম্বন্ধ। সমবায়াদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের ন্যায় দৈশিক-বা-কালিক ব্যবধান—দৈশিক-বা-কালিক বিপ্রকর্ষ, পরম্পরা-সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। দৈশিক-বা-কালিক ব্যবধানে ব্যবহিত পদার্থদ্বয় পরস্পর পরম্পরা-সম্বন্ধ-সম্বদ্ধ হইতে পারে।

বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ।

বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক, সম্বন্ধকে পুনরপি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বৃত্তির নিয়ামক—অবচ্ছেদক (Limiting, Restricting) = বৃত্তিনিয়ামক। যাহা তদ্বিপরীত, যে সম্বন্ধ বৃত্তির নিয়ামক নহে, তাহা বৃত্ত্যনিয়ামক।

'বৃত্তি' শব্দটীর অর্থ।

'বৃতু বর্ত্তনে' বর্ত্তনার্থক এই 'বৃৎ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'বৃত্তি' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'বৃত্তি' শব্দটী শাস্ত্রে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বৃত্তি' শব্দ শাস্ত্রে যতপ্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হউক, অত্যল্প চিন্তাতেই প্রতীতি হয়, তৎসমুদায় ইহার ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থেরই বিস্তার। পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট শাব্দবোধ-প্রয়োজক তত্তদর্থ-নিরূপিত শব্দ-ধর্ম্মকে, * এবং পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় শাব্দবোধ-হেতু পদার্থোপস্থিত্যনুকূল পদ-পদার্থ-সম্বন্ধকে, বৃত্তি বলিয়াছেন। † 'বৃত্তি' সন্নিকর্ষ, জ্ঞান, আধেয়ত্ব ইত্যাদি অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

---

* "शाब्दबोधप्रयोजकतत्तदर्थनिरूपितः शब्दधर्मः।"—

মঞ্জুষা।

† "शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूलः पदपदार्थयोः सम्बन्धः।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড।

যে সম্বন্ধে সম্বন্ধি-বস্তুদ্বয়ের একে অপরের বৃত্তিতা—আধারাধেয়-বা-আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রতীত হয়, তাহা 'বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ'।

"सम्बन्धत्वाविशिष्टव्यावृत्तविशिष्टधीनियामकः ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি প্র., খ., সমবায়বাদ।

অর্থাৎ অবশিষ্ট-(Unconditioned)-ব্যাবৃত্ত—অবশিষ্ট-ভিন্ন (Different from) বিশিষ্টধী-নিয়ামক—আধারত্বাধেয়ত্বের অন্যতরাবচ্ছেদক সম্বন্ধের নাম 'বৃত্তিনিয়ামক'। 'ঘটবদ্ভূতল'—এস্থলে ঘট ও ভূতলের সংযোগ বৃত্তিনিয়ামক, এসংযোগে ঘট ও ভূতলের আধারাধেয়ভাব উপলব্ধ হইতেছে, এ সম্বন্ধে ঘট আধেয়—আশ্রয়ী, এবং ভূতল আধার—আশ্রয়।

যে সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ আধারাধেয়ভাব উপলব্ধ হয় না, তাহা 'বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ'। মন্ত্রীর সহিত রাজার সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ নহে। বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে আধারে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে তাহা হয় না।

পরম্পরা-সম্বন্ধ প্রায়শঃ বৃত্ত্যনিয়ামক। * সম্বন্ধ, বলা বাহুল্য, উভয়নিষ্ঠ (Of dual character)। 'সম্বন্ধ' যদিও উভয়নিষ্ঠ, তথাপি উভয়সম্বন্ধীর ধর্ম্ম সমান নহে। সম্বন্ধি-পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটী কোন-না-কোন সম্বন্ধে অন্যটীতে অবস্থান করে। 'পাত্রে জল আছে,' 'গৃহে ঘট আছে,' এবম্প্রকার ব্যবহার যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু 'জলে পাত্র আছে,' 'ঘটে গৃহ আছে,' এইরূপ প্রয়োগ নিশ্চয়ই সাধারণের অনুভব-বিরুদ্ধ। পাত্র ও জলের সম্বন্ধে পাত্র অনুযোগী, জল প্রতিযোগী। আধার অনুযোগী, আধেয় প্রতিযোগী। যে সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী, তৎসম্বন্ধে তাহা অবস্থান করে, এবং যে সম্বন্ধের যাহা 'অনুযোগী,' তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগী তাহাতে অবস্থান করে।

---

* "वृत्तिनियामकसम्बन्धाश्च संयोग-समवाय-स्वरूप-कालिक-दैशिक-विशेषणताद्यः । तदन्यसम्बन्धास्तु वृत्त्यनियामका बोध्याः ।"—

ন্যায়কোশ।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধই মূল-সম্বন্ধ; অবয়বাবয়বি-সম্বন্ধ, আধারাধেয়-সম্বন্ধ, প্রতিযোগ্যনুযোগি-সম্বন্ধ, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ইত্যাদি স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধেরই অবান্তরভেদ। কথাটী যে নৈয়ায়িক-মত-বিরুদ্ধ, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর এক কথা, সম্বন্ধকে সর্ব্বত্র ক্রিয়াকারকপূর্ব্বক বলা যাইবে কিরূপে? যদি বৈয়াকরণদিগের উক্ত মতের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, সমবায়সম্বন্ধের নিতান্ত অস্বীকার করিতে হয়। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, পরে নিবেদন করিব।

যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার আধেয়—আশ্রিত, তাহা বৃত্তি, এবং যাহাতে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার অধিকরণ, আধার, বা আশ্রয়। 'গৃহে ঘট আছে,' 'কুণ্ডে বদর আছে,' অতএব গৃহ-ও-কুণ্ড যথাক্রমে ঘট-ও-বদরের অধিকরণ, আধার বা আশ্রয়, এবং ঘট-ও-বদর যথাক্রমে গৃহ-ও-কুণ্ডের আধেয়—আশ্রিত। বৃত্তিতা ও অধিকরণতা পরস্পর নিয়ত-সাপেক্ষ (Invariably correlative)। বৃত্তিতা-ব্যতিরেকে অধিকরণতা বা অধিকরণতা-ভিন্ন বৃত্তিতা সিদ্ধ হয় না। বৃত্তিতা ও অধিকরণতা এই উভয়ের মধ্যে সুতরাং নিরূপ্য-নিরূপক-ভাব আছে। বৃত্তিতা-দ্বারা অধিকরণতা নিরূপিত—বিশিষ্টরূপে অবধারিত (Marked, ascertained) হয়, এবং অধিকরণতা-দ্বারা বৃত্তিতা নিরূপিত হয়। আধেয় না থাকিলে আধারের আধারত্ব, এবং কোন আধার বা অধিকরণে বিদ্যমান না থাকিলেও—কোন আধার বা অধিকরণে ধৃত না হইলেও আধেয়ের আধেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন (এই হরিকারিকা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে), ইহা এ স্থানে বা এই আধারে আছে বা নাই, ভাবাভাব দ্বিবিধ-পদার্থ চিন্তাতেই এইরূপ আধার-শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়।

"अन्तर्बहिश्च कार्य्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्य्ये तदभावः ।"—

ন্যায়দর্শন ৪।২।২০।

অর্থাৎ, যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ—যাহা উৎপত্তি-বিনাশ-শীল, যাহা পরিচ্ছিন্ন (Conditioned), তাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, তাহা তৎকারণ-বা-ব্যাপক-দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট। যাহা অকার্য্য—যাহা কাহার বিকার নহে, যাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, তাহার একাবস্থা, একভাব, তাহা অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ-অবস্থা-বিশিষ্ট নহে। মহাভাষ্যপ্রদীপকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় কৈয়ট বলিয়াছেন,—

"सर्व्वकार्य्यसिद्ध्यर्थं व्यापकं कर्त्तव्यमित्यर्थः ।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ, কার্য্য-বা-ব্যাপ্যের সিদ্ধি কারণ-বা-ব্যাপকদ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং, কোন কার্য্যের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, তাহার ব্যাপক বা কারণকে ধরিতে হয়, কার্য্যসিদ্ধি কারণ-জ্ঞানাধীন। কথা হইল, যাহার উৎপত্তি-ও-বিনাশ আছে, যে ভাব বিকারাত্মক, তাহা কার্য্য, এবং যাহা কার্য্য, তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট, তাহা পূর্ব্বাপরীভূত, তাহা কারণ-গর্ভধৃত, তাহা সম্বন্ধাত্মক (Relative)। কার্য্যমাত্রের কারণ বা পূর্ব্বভাব আছে, কার্য্যমাত্রেই অন্তঃ ও বহিঃ এই অবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট, এইরূপ বাক্য-বোধ্য অর্থের সহিত, বুঝিতে পারা গেল, 'জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক' এতদ্বাক্যার্থের কোন পার্থক্য

নাই। 'ধর্ম্ম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে অবগত হইয়াছি, যাহা অবস্থান করে, তাহা 'ধর্ম্ম'। যাহা অবস্থান করে, যদি তাহা অকার্য্য, অপরিচ্ছিন্ন বা অবৃত্তি পদার্থ না হয়, যদি তাহা কার্য্য, বিকার বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই কোন আধারের আধেয়, কোন ব্যাপকের ব্যাপ্য, কোন কারণের কার্য্য, কোন পূর্ব্বভাবের অপর ভাব। যাহা যে আধার-বা-অধিকরণে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে তাহার 'ধর্ম্ম' বলে, অর্থাৎ, 'ধর্ম্ম' শব্দটী আধেয়ার্থ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। * জাতি-ও-উপাধি-ভেদে 'ধর্ম্ম' প্রধানতঃ দ্বিবিধ। † ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৭১।

যে ধর্ম্মবশতঃ পরস্পর বিভিন্নরূপ দ্রব্যসমূহও একশ্রেণ্যন্তর্ভাবিত হইয়া থাকে, যে ধর্ম্ম সমানাকার-বুদ্ধিজননযোগ্য, তাহা 'জাতি'। জাতি-ভিন্ন ধর্ম্ম 'উপাধি'। উপাধি আবার সখণ্ড-ও-অখণ্ড-ভেদে দ্বিবিধ।

খণ্ডের (অংশ) সহিত যাহা বিদ্যমান, যাহা অংশতঃ বিভাজ্য (That can be differentiated), তাহা 'সখণ্ডোপাধি-ধর্ম্ম'। অখণ্ডোপাধি-ধর্ম্মের অংশ-বিশেষ নাই, ইহা অংশতঃ বিভাজ্য নহে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ও, কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্ট জাতিকে 'অখণ্ডোপাধি' বলিয়াছেন।

মম্মট ভট্ট উপাধিকে 'বস্তুধর্ম্ম' ও 'বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিত' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্তুধর্ম্মও 'সিদ্ধ'-ও-'সাধ্য'-ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধনামক বস্তুধর্ম্মও আবার 'প্রাণপ্রদ' ও 'বিশেষাধানহেতু' এই দুইভাগে বিভক্ত। প্রাণপ্রদাখ্য সিদ্ধবস্তুধর্ম্মকেই

* "আশ্রিতঃ। যথা—দ্রব্যং গুণবদিত্যাদৌ গুণো ধর্ম্মঃ। চরিতলক্ষণলক্ষ্যধর্ম্মস্য বচনম্। যস্য ক্রমবিবর্ত্তীতি যঃ, তত্তন্নিত্যর্থঃ।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ, যাহা কোন আধারে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার 'ধর্ম্ম'। দ্রব্য গুণবৎ—গুণ-বিশিষ্ট, গুণ দ্রব্যাশ্রিত, অতএব 'গুণ' দ্রব্যের 'ধর্ম্ম'।

† "ধর্ম্মসামান্যম্ (জাত্যাদিম্)। স চ ধর্ম্মঃ জাতিরূপোপাধিঃ; জাতিভিন্নোঽপি ভবতি। তথা ; পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বমিত্যাদৌ পদার্থবিভাজকোপাধয়স্তাবৎ, দ্রব্যত্ব-গুণত্ব-কর্ম্মত্ব-সামান্যত্ব-বিশেষত্ব-সমবায়ত্ব-অভাবত্বরূপাঃ সন্তি ; তত্র দ্রব্যত্বাদয়ো জাতিরূপাঃ, সামান্যত্বাদয়স্তু উপাধয়ঃ। জাতিভিন্নো ধর্ম্মোঽপি দ্বিবিধঃ। সখণ্ডোপাধিঃ, অখণ্ডোপাধিশ্চেতি।"—

ন্যায়কোশ।

কাব্যপ্রকাশকার 'জাতি' বলিয়াছেন। * বিশেষাধানহেতু সিদ্ধবস্তুধর্ম্ম তাঁহার মতে 'গুণ' পদার্থ। পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব ক্রিয়াই 'সাধ্যবস্তুধর্ম্ম'। †

ভাব (POSITIVE) ও অভাব (NEGATIVE)।

"पदार्थो द्विविधः। भावः, अभावश्चेति।"-

কিরণাবলী।

তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, ভাব-ও-অভাবভেদে পদার্থ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। ভাব-পদার্থ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ষড়্বিধ, এবং অভাব-পদার্থ, প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই চতুর্ব্বিধ, অথবা সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব-ভেদে দ্বিবিধ। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন সংসর্গাভাব (Relative non-existence) ও অন্যোন্যাভাব (Mutual non-existence or negation) অভাবকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সংসর্গাভাব (Relative non-existence) প্রাগভাব (বিনাশ্যভাব—Antecedent non-existence), প্রধ্বংসাভাব (জন্যাভাব—Emergent non-existence),

---

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অখণ্ডোপাধির ন্যায় 'জাতির'ও অংশ-বিভাগ নাই বটে, কিন্তু জাতির সমবায়সম্বন্ধদ্বারা সত্ত্ব নিয়ত, অখণ্ডোপাধির তাহা নহে, অখণ্ডোপাধির স্বরূপসম্বন্ধদ্বারা সত্ত্ব নিয়ত। পূজ্যপাদ জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—"तत्र द्रव्यत्व-गुणत्व-कर्म्मत्वादि जातयः सामान्यत्वादीनि उपाधयः। * * * आकाशत्व-कालत्व-दिक्त्वादि उपाधयः अन्यानि जातयः।"—

তর্কামৃত।

† "उपाधिश्च द्विविधः। वस्तुधर्म्मो वक्तृयदृच्छया सन्निवेशितश्च। वस्तुधर्म्मोऽपि द्विविधः। सिद्धः साध्यश्च। सिद्धोऽपि द्विविधः। पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च। तत्राद्यो जातिः। उक्तं हि वाक्यपदीये न हि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः इति। द्वितीयो गुणः शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। साध्यः पूर्व्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः।"—

কাব্যপ্রকাশ।

মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—

"चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः।"—

অর্থাৎ, শব্দসমূহের প্রবৃত্তি—অর্থবোধনশক্তি, প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদনিবন্ধন, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বক্তার স্বেচ্ছাসন্নিবেশিত এই চতুষ্টয়বৃত্তি হইয়াছে। পূজ্যপাদ মম্মটভট্ট স্বীয় গ্রন্থে মহাভাষ্য হইতে 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः' এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অত্যন্তাভাব (নিত্যসংসর্গাভাব—ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব—Absolute non-existence) এই ত্রিবিধ। * অন্যোন্যাভাব (Reciprocal non-existence) ও ভেদ (Difference) সমান পদার্থ। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন অন্যোন্যাভাবের নিম্নলিখিত লক্ষণ করিয়াছেন;—

"तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम् ।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

তাদাত্ম্য † = তৎস্বরূপতা—তদ্বৃত্তিধর্ম্মবিশেষ—অভেদ—ঐক্য (Sameness of nature, Identity), তাদাত্ম্য-নামক সম্বন্ধ = তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। তাদাত্ম্যসম্বন্ধকে অভেদ-সম্বন্ধ বলে। ঘটত্ব ঘটের তাদাত্ম্য, গোত্ব গোএর তাদাত্ম্য। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ-দ্বারা তৎসম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর অভেদ—ঐক্য প্রতীত হইয়া থাকে। 'নীল ঘট' এ স্থানে নীলের সহিত ঘটের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে; কারণ নীল ও ঘট এই উভয়ের ঐক্য—অভেদ (Unity—sameness) প্রতীত হইতেছে। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়—নিরূপিত (Marked, ascertained or conditioned) হয়, প্রতি-যোগিতা—বিরোধিত্ব—প্রতিকূলসম্বন্ধবত্ত্ব (Counterpart—Counter-entity) যাহার —যে অভাবের, তাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-বা-'অন্যোন্যাভাব'। ঘট পট হইতে ভিন্ন, পট ঘট নহে, গো অশ্ব হইতে ভিন্ন, অশ্ব গো নহে, ইত্যাদিস্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহা 'অন্যোন্যাভাব' (Reciprocal non-existence or difference)।

"संसर्गेण सम्बन्धेन (तादात्म्यातिरिक्तेन) अवच्छिन्नप्रतियोगिता-कोऽभावः इति मध्यमपदलोपी समासः शाकपार्थिववत् ज्ञातव्यः ।"—

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ সংসর্গসম্বন্ধ (তাদাত্ম্যাতিরিক্ত সংযোগাদিসম্বন্ধ--Connection)-দ্বারা অব-চ্ছিন্ন হয়—নিরূপিত হয় প্রতিযোগিতা যে অভাবের, তাহা 'সংসর্গাভাব'। 'সংসর্গা-ভাব' শাকপার্থিবের ন্যায় (শাকপ্রিয় পার্থিব = শাকপার্থিব) মধ্যমপদলোপী সমাস।

---

* "अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः ।
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

† "स आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावः तत् ।"—

'গৃহে ঘট নাই,' 'বায়ুতে রূপ নাই,' এই দুইটী অত্যন্তাভাবের দৃষ্টান্ত। 'অন্তকে'—অবধিকে অতিক্রমপূর্ব্বক যাহা বিদ্যমান, তাহা 'অত্যন্ত'। অত্যন্তাভাব সুতরাং নিত্য অভাব। *

"विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वम्। जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

উৎপত্তির পূর্ব্বে সমবায়িকারণে কার্য্যের যে সংসর্গাভাব প্রতীয়মান হয়, তাহা 'প্রাগভাব'।

"इह कपाले घटो भविष्यति इति प्रतीतिसाक्षिकोऽभावः।"—

তর্ককৌমুদী।

'এই কপালে ঘট হইবে,' 'এই সূত্রে বস্ত্র হইবে,' 'এই স্বর্ণে অলঙ্কার হইবে,' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে, আমাদের ঘট-কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কপালে ঘটের, বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে সূত্রে বস্ত্রের, অলঙ্কারোৎপত্তির পূর্ব্বে স্বর্ণে অলঙ্কারের যাদৃশ অভাবের (Non-existence) প্রতীতি হয়, তাহা 'প্রাগভাব'। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই বটে, আদি বা পূর্ব্ব নাই সত্য, কিন্তু বিনাশ আছে (Though without any beginning, is not ever-lasting)। যাবৎ কপালে ঘট না হয়, যাবৎ সূত্রে বস্ত্র না হয়, তাবৎ কপালে ঘটের বা সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব থাকে,—কিন্তু ঘট বা বস্ত্র উৎপন্ন হইলেই উহা আর থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন এইজন্য ইহাকে বিনাশ্যভাব বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ অন্নভট্ট ইহাকে অনাদি ও সান্ত বলিয়াছেন। †

"उत्पत्तेरनन्तरं समवायिकारणे कार्य्यस्य संसर्गाभावः।"—

তত্ত্বকৌমুদী।

অর্থাৎ, উৎপত্ত্যনন্তর সমবায়িকারণে কার্য্যের যে সংসর্গাভাব তাহা প্রধ্বংসাভাব। 'ঘট বিনষ্ট হইবে,' 'বস্ত্র ধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইতেছে,' 'আমার পক্ষীটী বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে,' এবম্প্রকার বাগ্ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ধ্বংসের উৎপত্তি—

---

* अन्तोऽवधिमतिक्रान्तो नित्योऽभाव इति व्युत्पत्तिः।

"यत्तु यत्र न कदापि भविष्यति न च कदाचिद्भूतं तत्र तदत्यन्ताभावो मन्तव्यः।"—

বৈ. উপ.।

† "अनादिः सान्तः प्रागभावः।"—

তর্কসংগ্রহ।

(Beginning) আছে। তর্কসংগ্রহকার বলিয়াছেন যে যা কিন্তু অন্ত নাই (Which though having a beginning, is ever-lasting) তাহা 'প্রধ্বংসাভাব'। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ পঞ্চানন ইহাকে 'জন্যাভাব' বলিয়াছেন। *

আদি-ও-অন্ত এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

'প্রাগভাব'-ও-'প্রধ্বংসাভাব' এই পদার্থদ্বয়ের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, জ্ঞান-পিপাসু মানবের অদ্বিতীয়-বন্ধু, জ্ঞানসিন্ধু, পরমকারুণিক, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব আদি-ও-অন্ত এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক মনে হইল। বিদিত হইলাম, যে অভাব অনাদি কিন্তু সান্ত, তাহা 'প্রাগভাব' এবং যে অভাব সাদি কিন্তু অনন্ত, তাহা 'প্রধ্বংসাভাব,' অতএব প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের স্বরূপজ্ঞান যে আদি ও অন্ত এই শব্দদ্বয়-বোধ্য-অর্থ-জ্ঞানাধীন, তাহা নিঃসন্দেহ। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—

"সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরমস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে।
সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পরং নাস্তি পূর্ব্বমস্তি সোঽন্ত ইত্যুচ্যতে।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক-ভাবসমূহের মধ্যে যে ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবান্তর লক্ষিত হয় না, যাহার আর পূর্ব্ব নাই, তাহাকে 'আদি' এবং যে ভাবের পরবর্ত্তী ভাবান্তর উপলব্ধ হয় না—যাহার আর পর নাই, তাহাকে 'অন্ত' বলা হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব 'আদি' ও 'অন্ত' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারি, প্রাগভাব-ও-আদি, এবং প্রধ্বংসাভাব-ও-অন্ত সমানার্থক।

* বৈয়াকরণেরা কারণে শক্তিরূপে—সূক্ষ্মভাবে অবস্থানকে 'প্রাগভাব' বলিয়াছেন। সাংখ্যমতেও ভাবের অনাগত অবস্থাই প্রাগভাব। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,—

"অয়মেব সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ নৈয়ায়িকানাং প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্য-বাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে ইষ্যেতে।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

অর্থাৎ নাস্তিক অসৎকার্য্যবাদীরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে 'প্রাগভাব' ও 'প্রধ্বংসাভাব' বলিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদীরা সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে ভাবরূপ অনাগত ও অতীত অবস্থা বলিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদীদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদীদিগের কেবল এই অংশে পার্থক্য।

প্রতিযোগী, অনুযোগী, প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদ, অবচ্ছেদক, অবচ্ছিন্ন ও অবচ্ছেদকত্ব এই পারিভাষিক পদসমূহের অর্থচিন্তা।

প্রতিযোগী, অনুযোগী; প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা ইত্যাদি পারিভাষিক পদসমূহের দর্শনশাস্ত্রে (বিশেষতঃ নব্যন্যায়ে) বহুলপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রতিযোগ্যাদি পারিভাষিক শব্দসমূহই ন্যায়শাস্ত্রের উপাদান বলিলে চলে, উহাদের অর্থ যথাযথ-ভাবে পরিগৃহীত হইলেই নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মে। নব্য-ন্যায়শাস্ত্র-গহনের প্রবেশ-পথে উহারাই ভীমদর্শন দ্বারপালের ন্যায় প্রবেশার্থীর গতিরোধ করে, উহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই নাতিক্লেশে নব্য-ন্যায়-গহনে বিচরণ করিতে পারা যায়।

তাৎপর্য্যগ্রহণের সামর্থ্যসত্বেও দেখিয়াছি, অনেকে ভাষার দুরবগাহতানিবন্ধন অধীয়মানগ্রন্থের প্রকৃতমর্ম্মোপলব্ধি করিতে অক্ষম হয়েন। নব্যন্যায়শাস্ত্রের প্রমেয়-গহনতা হইতে ভাষার গাম্ভীর্য্য (দুরবগাহত্ব) অধিকতর, এই বিশ্বাসে বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। ইহাঁদের ধারণা, নবীন নৈয়ায়িক মহাশয়েরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রকে জটিল করিয়াছেন,দুর্ভেদ্য ভাষা-প্রাকার-(A fence, a wall)-দ্বারা ইহাকে সাধারণের দুরধিগম্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। নব্য-ন্যায়শাস্ত্রের প্রমেয়-গাম্ভীর্য্য হইতে ভাষার গাম্ভীর্য্য অধিকতর,—আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। প্রাচীন-ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত, নব্য-ন্যায়শাস্ত্র বিশুদ্ধ প্রমাণ-শাস্ত্র (Logic), প্রমাণ-পদার্থ-নির্ব্বাচনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পূজ্যপাদ গঙ্গেশো-পাধ্যায় 'প্রত্যক্ষ,' 'অনুমান,' 'উপমান' ও 'শব্দ,' ভগবান্ গোতমোক্ত এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ-তত্বেরই বিস্তারপূর্ব্বক উপদেশ করিয়াছেন; তৎকৃত 'তত্বচিন্তামণি' প্রত্যক্ষ-খণ্ড, অনুমান-খণ্ড, উপমান-খণ্ড ও শব্দ-খণ্ড, এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ প্রমাণশাস্ত্র নহে, ইহাতে জড়বিজ্ঞানের (Physical Science) উপদেশ আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের (Metaphysics—Psychology and Ontology) উপদেশ আছে, প্রমাণতত্বও ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। নব্যন্যায়ে ঐ সকল বিষয়ের যথাপ্রয়োজন কিছু কিছু উপদেশ আছে সত্য, কিন্তু উহারা ইহার মুখ্য অভিধেয় নহে, প্রমাণতত্বই নব্য-ন্যায়ের মুখ্য অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্রই হউক অথবা অন্য কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রই হউক, 'পারিভাষিকশব্দ' (Technical terms) যে সকল শাস্ত্রের জন্যই নিতান্ত আবশ্যক, উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যতিরেকে যে কোন বিষয়ের যথাযথ উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে, বিজ্ঞজনমাত্রেই

নৈয়ায়িকেরা ন্যায়-শাস্ত্রের উপযুক্ত পারিভাষিক

শব্দসমূহের ব্যবহার করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন, জ্ঞান-পিপাসু মনুষ্যসমাজ তাঁহাদের সমীপে তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। যে সকল ভাব প্রকাশ করিতে বহু বাক্য ব্যয় করিতে হয়; নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যল্প কথায় পর্য্যায়রূপে সেই সকল ভাবপ্রকাশের অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ কি এইজন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ নহেন? প্রতিযোগ্যাদি শব্দের অর্থপরিগ্রহ হইলে, পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ, ন্যায়শাস্ত্রকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জটিল বা দুর্ব্বোধ্য করেন নাই, দুর্ভেদ্য ভাষা-প্রাকারদ্বারা ইহাকে সাধারণের দুরধিগম্য করেন নাই; অনায়াসে ন্যায়শাস্ত্র-গহনে বিচরণ করিবার অভিনব পথ নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশার্থীর পরমোপকারই করিয়াছেন।

'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ঘিনুণ্' প্রত্যয় করিলে, 'যোগী' এই পদটী সিদ্ধ হয়। 'প্রতিযোগী,' 'অনুযোগী,' এই শব্দদ্বয়ে যে 'যুজ' ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা 'যুজির্ যোগে' এই সংযোগার্থক 'যুজ' ধাতু বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, 'প্রতি'-ও-'অনু' এই উপসর্গদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়াতেই 'যোগী' শব্দ যথাক্রমে পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক 'প্রতিযোগী'-ও-'অনুযোগী' এই পদদ্বয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব 'প্রতি' ও 'অনু' এই উপসর্গ দুইটীর অর্থ জানিলেই 'প্রতিযোগী' ও 'অনুযোগী' এই শব্দদ্বয়ের অর্থপরিগ্রহ হইবে।

প্রতি—প্রতিনিধি, আভিমুখ্য, ইত্থম্ভূতকথন, সাদৃশ্য, সমীপ, বিরোধ ইত্যাদি বহু অর্থের দ্যোতক। অনুরও পশ্চাৎ, সদৃশ, সমীপ, সহ প্রভৃতি অনেক অর্থ আছে। উপসর্গের অর্থ-ভেদ-নিবন্ধনই 'প্রতিযোগী'-ও-অনুযোগী' এই পদদ্বয়ের বিবিধ অর্থ হইয়াছে। বিরোধ-বা-প্রতিকূলার্থক প্রতি+যোগী, প্রতিকূলসম্বন্ধবান্—প্রতিপক্ষ, বিরোধী, অন্বয়ী (A counter-part boing or forming a counter-part of anything; opposing, related or corresponding to) এই সকল অর্থের বাচক। সাদৃশ্যার্থক প্রতি+যোগী, সমযোগী (Who what co-operates with) এই অর্থের বোধক হইয়া থাকে। 'অনুযোগী' শব্দও 'অনু' উপসর্গের অর্থভেদ-বশতঃ অনেকার্থে প্রযুক্ত হয়। পশ্চাদর্থদ্যোতক 'অনু+যোগী,' সম্বন্ধের আধার (Situated in or on) এবং সমীপ-বা-সহার্থক 'অনু+যোগী' যাহা সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট বা মিলিত হয় (What combines or unites) এই অর্থের বাচক। 'প্রতিযোগী'-ও-'অনুযোগী' এই শব্দদ্বয়ের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে প্রতিযোগিতা-ও-'অনুযোগিতা' এই দুইটী পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

"তস্য ভাবস্ত্বতলৌ।"—

পা ৫।১।১১৯।

অর্থাৎ, তাহার 'ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। ঘটের ভাব ঘটত্ব বা ঘটতা, পটের ভাব পটত্ব বা পটতা, প্রতিযোগীর ভাব 'প্রতিযোগিত্ব' বা 'প্রতিযোগিতা,' অনুযোগীর ভাব 'অনুযোগিত্ব' বা 'অনুযোগিতা,' অবচ্ছেদকের ভাব 'অবচ্ছেদকত্ব' বা 'অবচ্ছেদকতা'।

ভাব কোন্ পদার্থ ?

'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে, শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'ভাব' শব্দের অর্থ কি ? বৃত্তিকার বলিয়াছেন,—

"शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं भावशब्देनोच्यते ।"—

কাশিকা।

শব্দপ্রবৃত্তির—শব্দের অর্থবোধন-শক্তির 'নিমিত্ত' 'প্রয়োজক' (Reason for the use of any term in a particular signification) = 'শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত'। কাশিকাকার বলিয়াছেন, সূত্রস্থ ভাবশব্দদ্বারা শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তই—'পদশক্যতাবচ্ছেদকই' লক্ষিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন—সম্বন্ধিভেদনিবন্ধন ভিদ্যমানা—কল্পিতভেদা (Differentiated by the various subjects in which it resides) গো-অশ্ব-মনুষ্যাদিনিষ্ঠা পরসত্তা বা পরসামান্যই (Summum genus) 'জাতি' পদার্থ। গোত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি অপরসামান্য (Species) পরমার্থতঃ পরসত্তা, পরসামান্য বা জাতি হইতে ভিন্ন নহে। গোসত্তাই 'গোত্ব,' অশ্বসত্তাই 'অশ্বত্ব' (গোত্ব, অশ্বত্ব &c. are not really new subjects, but each is 'existence' as residing in the subject 'cow' and 'horse')। নিখিল শব্দই স্বরূপতঃ পরসত্তার বাচক। যে কোন শব্দ হউক, তাহা যে ব্রহ্মবাচী, কোন একটী সাধু শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে অপ্রতিহত-গতিতে ক্রমশঃ অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, শেষে যে প্রাণারাম—নিখিল-পদার্থের প্রাণপ্রদ আত্মার দর্শন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহের তাৎপর্য্য চিন্তনীয়।

"तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्व्वं सितं सर्व्वं ह्यीदं नामनी सर्व्वं वाचाभिवदति वहन्ति ह वा एनन्तन्तिसम्बद्धा य एवं वेद ।"—

ঐতরেয় আরণ্যক।

ভাবার্থ।

বহুবলীবর্দ্দ-স্বামী এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সকল বলীবর্দ্দের (বলদ, A bull, an ox) চারণ-ও-রক্ষণার্থ যেরূপ একটী মূলরজ্জু শঙ্কুদ্বয়ে বন্ধনপূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া দেয়, প্রত্যেক বলীবর্দ্দকে মূলরজ্জুসংযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যত ভাববিকার আছে, সকলেই সেইরূপ শব্দ-সামান্যরূপ প্রসারিত দীর্ঘরজ্জু-দ্বারা মূলতঃ বদ্ধ; যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত বা অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ নাম সকল মূলরজ্জুসম্বদ্ধ পৃথগ্‌বন্ধনহেতু শাখা-রজ্জুস্থানীয়। শাখারজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিলে যেরূপ মূলরজ্জুও আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন একটী নাম বা শব্দ যথাবিধি উচ্চারিত ও সম্যগ্‌জ্ঞাত হইলে, পরিশেষে শব্দসামান্য বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিতে পারা যায়, সাধুশব্দমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্মবাচী, সকল ভাববিকারই, শব্দ, ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে আবির্ভূত। শব্দ কাহাকে বলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে, এই শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উদ্ধৃত শ্রুত্যুপদেশই শব্দান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, সম্বন্ধিভেদনিবন্ধন ভিদ্যমানা পরসত্তাই 'জাতি' এবং নিখিলশব্দই পর-সত্তা-বা-জাত্যাশ্রিত, শব্দমাত্রেই বাচ্যরূপে পরসত্তা বা জাতিতে ব্যবস্থিত। সত্তাই প্রাতিপদিকার্থ, সত্তাই ধাত্বর্থ (Existence is the meaning of the stem and of the root)। 'ত্ব,' 'তল্' প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়যুক্তপদসমূহ পরাপরসত্তাবাচী, সত্তাই ইহাদিগদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। *

'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রের বার্ত্তিকে পূজ্যপাদ ভগবান্ কাত্যায়ন বলিয়াছেন;—

"যস্য গুণস্য ভাবাদ্ দ্রব্যে শব্দনিবেশস্তদভিধানে ত্বতলৌ। যদ্বা সর্ব্বে ভাবাঃ স্বেন ভাবেন ভবন্তি স তেষাং ভাবস্তদভিধানে।"—

বার্ত্তিক।

* "সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

উদ্ধৃত বার্ত্তিকের ভাবার্থ।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন, 'ত্ব' ও 'তল্' এই প্রত্যয়দ্বয় কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, দেখা যাইতেছে, দুইটী পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, 'জাতি,' 'গুণ' ও 'ক্রিয়া' শব্দসমূহের প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি—অর্থবোধন-শক্তি, যে কোন শব্দ হউক, তাহা হয়, জাতিবাচক, না হয় গুণবাচক, না হয় ক্রিয়াবাচক। ইহাও পূর্ব্ববিদিত কথা যে সিদ্ধ-ও-সাধ্য-ভেদে বস্তুধর্ম্ম দ্বিবিধ; সিদ্ধবস্তুধর্ম্মও আবার 'প্রাণপ্রদ' ও 'বিশেষাধানহেতু' এই দুই ভাগে বিভক্ত। 'প্রাণপ্রদ সিদ্ধবস্তুধর্ম্ম' 'জাতি,' 'বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধবস্তু-ধর্ম্ম' 'গুণ' এবং 'পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব-ক্রিয়া' 'সাধ্যবস্তুধর্ম্ম'। 'প্রাণপ্রদসিদ্ধবস্তুধর্ম্ম,' 'জাতি' বা 'পরাপরসামান্য,' বিশেষাধানহেতুসিদ্ধবস্তুধর্ম্ম-বা-গুণের ও 'সাধ্যবস্তুধর্ম্ম' বা ক্রিয়ার আশ্রয়—ইহাদের ধারক—ইহাদের প্রাণ। বিমল স্ফটিক যখন নীল-পীতাদি দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সংযুক্ত হয়, তখন যেমন উহা, স্বরূপতঃ বিমল-বা-বর্ণশূন্য হইলেও তত্তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হইয়া থাকে, এক সামান্য সত্তাও সেইরূপ সম্বন্ধি-ভেদ-নিবন্ধন ভিদ্যমানা হইয়া বহুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সামান্যভাব পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) হইয়াই বিশেষ-বিশেষ রূপ ধারণ করে।* 'যাহা কার্য্য বা বিকার পদার্থ, তাহার অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, তাহা কারণগর্ভধৃত, ব্যাপ্যের ব্যাপক আছে,' এই সকল কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, ভাববিকার মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন-সত্তাক, এবং পরিচ্ছিন্ন-বা-বিশিষ্ট-সত্তার নিশ্চয়ই ব্যাপক বা সামান্য-সত্তা আছে। পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন,

"गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति।"—

নিরুক্ত।

অর্থাৎ গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি, ইহারা এক সামান্য-সত্ত্বের বিশিষ্ট-বিশিষ্ট অবস্থার বাচক, এবং 'আস্তে,' 'শেতে' ইত্যাদি আখ্যাত পদসমূহ এক ভাবেরই (সত্তাবাচী 'ভূ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ এই 'ভাব' শব্দ, বিদ্যমান আছে, সৎ এই অর্থের বাচক) বিশিষ্ট-বিশিষ্ট অবস্থার বোধক।

---

* "स्फटिकं विमलं द्रव्यं यथा युक्तं पृथक् पृथक्।
नीलपीतादिभिर्भावैस्तद्वर्णमुपलभ्यते इति॥"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

'ভূ সত্তায়াং' সত্তাবাচী এই 'ভূ' ধাতুই অন্যান্য ধাতুর মূল, অন্যান্য ধাত্বর্থ ভূ-ধাতুরই বিশিষ্ট-বিশিষ্ট রূপ। সামান্যবৃত্তি ও বিশেষবৃত্তি শব্দ এই দ্বিবিধবৃত্তিদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।* ভগবান্ যাস্ক এতদ্দ্বারা 'জাতি' বা পরসামান্যই যে মূল পদার্থ, সকল শব্দই যে স্বরূপতঃ পরসত্তার বোধক, ভাব বা সত্তাই (Existence) যে প্রাতিপদিকার্থ এবং ভাব বা সত্তাই যে ধাত্বর্থ, † ভাববিকারসমূহ যে সামান্য ও বিশেষ এই অবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট, এই সকল বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন।

জাতিশব্দার্থবাদ ও ব্যক্তিশব্দার্থবাদ।

শব্দের অভিধেয়তা (Meaning)-সম্বন্ধে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে, এক পক্ষ জাতিশব্দার্থবাদী, অপর পক্ষ ব্যক্তিশব্দার্থবাদী। পূজ্যপাদ মহর্ষি বাজপ্যায়নের মতে 'গো' 'অশ্ব' ইত্যাদি শব্দসমূহ, ভিন্নদ্রব্যসমবেত জাতিরই বাচক (All words mean a genus)। জাতিজ্ঞান হইলেই, তৎসম্বন্ধবশতঃ দ্রব্যজ্ঞান হইয়া থাকে। শুক্লাদিশব্দও গুণসমবেত জাতিরই বাচক (Words like 'white' &c. denote a genus which similarly resides in qualities) দ্রব্যসম্বন্ধি-সম্বন্ধ হইতে সংজ্ঞা-শব্দের প্রত্যয় হইয়া থাকে—অর্থাৎ, জাতিসম্বন্ধ হইতে আমাদের গুণজ্ঞান হয়, এবং গুণসম্বন্ধ হইতে সংজ্ঞা-শব্দ সকলের (Individual substance) জ্ঞান হইয়া থাকে (Through the connection with genus we apprehend the quality, and through the connection with the quality we apprehend the individual substance)। ক্রিয়াশব্দসমূহদ্বারাও 'জাতি' লক্ষিত হইয়া থাকে।

* सामान्यवृत्त्या विशेषवृत्त्या चोभयथा शब्दः प्रवर्तते इत्युभयमुपदर्शितम्। 'भवतीति' 'भावस्य'। सामान्येनोपदेशः। अथ हि सर्व्वेषां सत्तावाचिनामध्यर्थे प्राप्ते भवतिरेवैक उदाहरणार्थः परिगृहीतः। विद्यमानलक्षणानुगमनः सर्व्वो भवति-शब्दवाच्या धात्वभिधेयक्रियाभि-रभिसम्बध्यते। तत्र भवतीति सर्व्वक्रियासामान्यबीजभूतमस्तित्वमात्रमेव निरुपपदेन भवति-शब्देनोच्यत इत्युपपन्नं भवति।"—

নিরুক্তটীকা।

† ভাববচন ও ক্রিয়াবচন ধাত্বর্থ-সম্বন্ধে এই দ্বিবিধ মত আছে। কেহ বলিয়াছেন, সত্তাই (Existence) ধাত্বর্থ, কাহারও মতে ক্রিয়া (Action) ধাত্বর্থ। একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, ধাতুকে 'ক্রিয়াবচন' বলিলেও ইহার সত্তার্থ অনুপপন্ন হয় না। ক্রিয়ার জাতিত্ব অঙ্গীকার করিলেই,—ইহার সত্তাবাচিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।

দ্রব্যপদার্থবাদী পূজ্যপাদ মহর্ষি ব্যাড়ির মতে ব্যক্তিই (Individual things) শব্দের অভিধেয়। ভগবান্ পাণিনিদেবের উভয় মতই সম্মত। *

"का पुनराकृतिः, का व्यक्तिः ? इति। द्रव्यगुणकर्म्मणां सामान्यमात्रमाकृतिः असाधारणविशेषा व्यक्तिः।"—

শবরস্বামিকৃত মীমাংসাদর্শনভাষ্য।

'আকৃতি' শব্দার্থ না, 'ব্যক্তি' শব্দার্থ তন্মীমাংসার্থ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমৎশবরস্বামী অগ্রে 'আকৃতি' ও 'ব্যক্তি' এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম ইহাদের সামান্যমাত্র—সামান্যভূত 'আকৃতি' এবং অসাধারণ-বিশেষ 'ব্যক্তি' পদার্থ। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—

"यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतः स शब्दः। नेत्याह आकृतिर्नाम सा।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, দ্রব্যাদি ছিন্ন হইলেও যাহা অচ্ছিন্ন থাকে, ভিন্ন হইলেও যাহা অভিন্ন থাকে, সেই সামান্যভূতই 'আকৃতি'। 'আকৃতি' শব্দটী জাতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

"आकृतिरिति। जातिरित्यर्थः। आक्रियते व्यवच्छिद्यते स्वाश्रयोऽनयेति व्युत्पत्तेः।"—

মহাভাষ্যবিবরণ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনির মতে 'আকৃতি' (জাতি) শব্দার্থ।

"आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्।"—

মীমাংসাদর্শন ১।৩।৩৩।

* जातिशब्दार्थवादिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दाः भिन्नद्रव्यसमवेतजातिमभिदधति। तस्यामवगम्यमानायां तत्सम्बन्धात् द्रव्यमवगम्यते। शुक्लादयः शब्दा गुणसमवेतां जातिमाचक्षते गुणे तत्सम्बन्धात्। प्रत्ययः द्रव्यसम्बन्धिसम्बन्धात् संज्ञाशब्दानामुत्पत्तिप्रभृत्या विनाशात् बालकौमारयौवनाद्यवस्थादिभेदेऽपि स एवायमित्यभिप्रत्ययबलात् डित्थ देवदत्तादि-जातिरभ्युपगन्तव्या क्रियास्वपि जातिराश्रीयते सैव पचतीत्यादावनुवृत्तप्रत्ययस्य प्रादुर्भावात्। द्रव्यपदार्थवादिव्याडिमते शब्दस्य व्यक्तिरेवाभिधेयतया प्रतिभासते। जातिरुपलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोषावकाशः। पाणिन्याचार्यस्योभयं सम्मतम्।"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পাণিনিদর্শন।

অর্থাৎ আকৃতির- [illegible]সূত্রের ক্রিয়ার্থত্ব—ক্রিয়াপ্রবৃত্তিনিমিত্ত[illegible] প্রতিযোগিতানিবন্ধন আকৃতিরই কার্য্যান্বয় পরিদৃষ্ট হয়, এইজন্য 'আকৃতিই' শব্দার্থ।* ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৬৮।

অর্থাৎ ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনই পদার্থ, পদাভিধেয়। ঘটত্বাত্মক-জাতি ও কম্বুগ্রীবাদি-রূপ-আকৃতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তি-বিশেষ 'ঘট পদার্থ'। †

* আকৃতিঃ শব্দার্থঃ। কুতঃ? ক্রিয়ার্থত্বাৎ শ্যেনচিতং চিন্বীত ইতি এবমাকৃতৌ সম্ভবতি, যদ্যাকৃত্যর্থঃ শ্যেনশব্দঃ। ব্যক্তিবচনে তু ন শক্যেত শ্যেনব্যক্তিমুপাদাতুং শক্যতে ইতি অসম্ভবার্থবচনাৎ অনর্থকঃ। তস্মাৎ আকৃতিবচনঃ।"—

মীমাংসাদর্শনভাষ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামি-কৃত মীমাংসাদর্শনের আকৃতি-শব্দাধিকরণের ভাষ্য অধ্যয়ন করিলে, আকৃতি-বা-জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদ-সম্বন্ধে যতপ্রকার মত আছে তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূজ্যপাদ শবরস্বামী একস্থানে বলিয়াছেন— আকৃতির্হি ব্যক্ত্যা নিত্যসম্বদ্ধা, সম্বন্ধিনাঞ্চ তদা-অবগতায়াং সম্বন্ধ্যন্তরমবগম্যতে।'—অর্থাৎ আকৃতি ব্যক্তির সহিত নিত্যসম্বন্ধ, আকৃতি ও ব্যক্তি এই পদার্থদ্বয় যখন নিত্যসম্বন্ধ, তখন উহাদের একটী অবগত হইলে অপরটীও অবগত হয়। ভগবান্ গোতমও বলিয়াছেন, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি ইহারা যখন অবিনাভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তখন 'গো' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, জিজ্ঞাস্য হইবে, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, ইহাদের অন্যতমকে 'গো' এই পদবোধ্য অর্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কি ব্যক্ত্যাদি তিনটীই গো পদার্থ?

"তদর্থে ব্যক্ত্যাকৃতিজাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৬১।

"অবিনাভাবেন বর্ত্তমানাসু ব্যক্ত্যাকৃতিষু জাতিষু গৌরিতি প্রযুজ্যতে তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থঃ উত সর্ব্ব ইতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

† ব্যাকরণ ও মীমাংসাদর্শনে 'আকৃতি' ও 'জাতি' একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ গোতম 'আকৃতি' ও 'জাতি' এই পদার্থদ্বয়কে সমানার্থকরূপে গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা জাতি ও জাতিলিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহা 'আকৃতি'।

"আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা।"—

ন্যায়দর্শন ২।২।৭১।

ভগবান্ গোতমকৃত জাতিলক্ষণ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"—

ঐ ২।২।৭২।

শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত, পদাভিধেয় বা পদার্থ (পদবোধ্য অর্থ) সম্বন্ধীয় এইরূপ মত-ভেদ-নিবন্ধন 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রস্থ 'ভাব' শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন এবং 'ত্ব' ও 'তল্' এই প্রত্যয়দ্বয়যুক্ত 'প্রকৃতি' কিরূপ অর্থের বাচক হইবে, তদবধারণ করিতে যাইয়া, আচার্য্য ও টীকাকারদিগকে একাধিক পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত স্বপ্রণীত শব্দকৌস্তুভ নামক উপাদেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"প্রাগুক্তরীত্যা মতভেদস্তত্রাজ্জাতিবিশেষঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। অস্তি-বিশেষোপস্থিতাস্তসৈব বা। স্বস্বরূপং বা।"—

শব্দকৌস্তুভ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন—সূত্রস্থ 'আকৃতি' পদটী সংস্থানপর—সংস্থান-বাচী নহে, আকৃত হয়—ব্যবচ্ছিন্ন হয় আশ্রয় যদ্দ্বারা, অর্থাৎ যাহা আকার-নিরূপণার্থক, তাহা 'আকৃতি'। 'আঙ্' পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'আকৃতি' শব্দ জাতি ও ব্যক্তির সমবায়াত্মক সংসর্গপর।

"সৌত্রমাকৃতিপদং ন সংস্থানপরং পরন্তু ব্যবচ্ছিদ্যতেঽনয়েত্যাকৃতিপদার্থবৎ জাতিব্যক্ত্যোঃ সংসর্গ-পরমেব।"—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন,—"সময়ঃ শক্তিরেব ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়ঃ পদার্থা ইতি তন্ত্রাঃ নবাদিপদানামিব শক্তিঃ, গুণকর্ম্মাদিবাচকপদানান্তু জাতিব্যক্তী পদার্থ ইতি সমূহে বিপশ্চিতম্।"—

ভগবান্ কণাদ 'সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ।'—বৈ, দং, ৭।২।২০, এই সূত্র দ্বারা বুঝাইয়াছেন, 'এই শব্দের এই অর্থ বোদ্ধব্য' এবম্প্রকার ঈশ্বর-সঙ্কেতের নাম 'সময়'; ভগবান্ যে শব্দকে যদর্থে সঙ্কেতিত করিয়াছেন, তচ্ছব্দ তদর্থের প্রতিপাদক, অতএব শব্দার্থ-প্রত্যয় সাময়িক, সময়াধীন। বৃদ্ধ-গণেরা এই সময়কে 'শক্তি' বলিয়াছেন। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনটীই বৃদ্ধসম্মত পদার্থ। শঙ্কর মিশ্রের উক্ত বচনাভিপ্রায়, গো প্রভৃতি পদের ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই ত্রিবিধ অর্থ বটে কিন্তু গুণকর্ম্মাদিবাচক পদসমূহের জাতি ও ব্যক্তি এই দুইটী পদার্থ। 'ন সাময়িকত্বা-চ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য' এই ন্যায়সূত্রের সহিত 'সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ' এই বৈশেষিক সূত্রের সাদৃশ্য চিন্তনীয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গদাধর শিরোমণি স্বপ্রণীত 'শক্তিবাদ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ' এই ন্যায়সূত্রে মহর্ষি গোতম বহুবচন উদ্দেশ্যের ('ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়ঃ') যখন একবচন বিধেয় ('পদার্থঃ') পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনটীই যে পদার্থ, বুঝা যাইতেছে, মহর্ষি গোতমের ইহাই অনুমত।

"ব্যক্ত্যাকৃতিবিশিষ্টায়াং ব্যক্তৌ শক্তিরেকৈব, ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ ইতি ন্যায়সূত্রে বহুবচনমপেক্ষ্য পদার্থ ইত্যেকবচনান্তং নির্দিশতো মহর্ষেরনুমতম্।"—

শক্তিবাদ।

অর্থাৎ, প্রাগুক্তরীত্যনুসারে মতভেদ থাকাতে, 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয়ার্থ-শব্দে জাতিবিশেষ 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত' (পদশক্যতাবচ্ছেদক), অথবা ব্যক্তিবিশেষোপহিতরূপ 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত,' অথবা শব্দস্বরূপই 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত,' এই ত্রিবিধ পক্ষ হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন, 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই পাণিনীয় সূত্রের বার্ত্তিকে 'ত্ব' ও 'তল্' এই প্রত্যয়দ্বয় কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনি-দেবের 'তস্য ভাবঃ'—'তাহার ভাব' এতদ্বচনের অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, পক্ষদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি কাত্যায়ন উক্ত সূত্রের বার্ত্তিকে যে দুইটী পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, তাহার প্রথমটী 'অর্থপর,' দ্বিতীয়টী 'শব্দ-স্বরূপপর'। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন,—

"प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः।"—

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

প্রত্যয়বিধানাবধিভূত (যাহার উত্তর প্রত্যয় বিহিত হয়), অর্থাববোধহেতু শব্দ-বিশেষের নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি 'নাম' (প্রাতিপদিক)-ও-ধাতুভেদে দ্বিবিধ। ঘট, পট, গো ইত্যাদি, ইহারা নাম বা প্রাতিপদিক, এবং ভূ, গম্ ইত্যাদি, ইহারা ধাতু। *

"कृत्तद्धितसमासाश्च।"—

পা ১।২।৪৬।

অর্থাৎ কৃদন্ত (কর্ত্তা, হর্ত্তা ইত্যাদি), তদ্ধিতান্ত (ঔপগব, কাপটব ইত্যাদি) ও সমাস (রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণকম্বল ইত্যাদি) ইহাদেরও প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত এবং সমাসও 'প্রকৃতি'।

"सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः।"—

মনোরমা ও কাশিকা।

অর্থাৎ সামান্যের যাহা ভেদক বিশেষ (Differentia), যাহা প্রকৃত্যর্থ-বিশেষণ (Which is always an Attributive, applicable to a genus) তাহা 'প্রকার'। 'দণ্ডবান্ পুরুষ' এই বাক্য-জন্ত বোধে 'দণ্ড' 'প্রকার'—বিশেষণ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—

* "सिद्धा प्रकृतिर्द्विधा नामधातुप्रभेदतः।
प्रातिपदिकमेवात्र नाम नो नातिरिच्यते।"—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

অর্থাৎ নাম-ও-ধাতুভেদে 'প্রকৃতি' দ্বিধা। প্রাতিপদিক, 'নাম' হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

"भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वम् प्रकारत्वम्। यथा 'अयं घटः'— इत्यत्र अयं विशेष्यः घटत्वं प्रकारः।"—

তর্কামৃত।

নির্ব্বিকল্পক-ও-সবিকল্পক-ভেদে দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা আমরা পূর্ব্বে (উপ. ১৫২ পৃ.) উল্লেখ করিয়াছি; আমরা বুঝিয়াছি, বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ-রহিত-জ্ঞান 'নির্ব্বিকল্পক;' এবং বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাবগাহি-জ্ঞান 'সবিকল্পক'। *

"तत्र निर्विकल्पकं विशेष्यप्रकारादिरहितं वस्तुस्वरूप-मात्रज्ञानं, सविकल्पकं सप्रकारकम्।"—

তর্কামৃত।

অর্থাৎ বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিত-বস্তুর স্বরূপমাত্রজ্ঞান 'নির্ব্বিকল্পক'। নাই বিকল্প —বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ যাহার—যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ প্রতিভাত হয় না, যাহা জাত্যাদি-যোজনা-রহিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহী—যাহা নিষ্প্রকারক, তাহা নির্ব্বিকল্পক; এবং যে জ্ঞান সপ্রকারক—যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণভাব উপলব্ধ হয়, যাহা বিকল্পের সহিত বিদ্যমান, তাহা 'সবিকল্পক'। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র প্রথমে কোন কিছু আছে, ইত্যাকার অবিকল্পিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহী, নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ 'ইহা এই' এতদ্রূপ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্বমাত্র নির্দ্ধারণ করে। পদার্থ-সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান—সবিকল্পক অনুভূতি, সঙ্কল্পাখ্য-মানস-শক্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। মনের ধৃতিশক্তি আছে, অনুভূত বিষয়ের উপরাগ চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া থাকে; মন বিবেক-শক্তি-বিশিষ্ট,—ইহা একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতি হইতে পৃথক্ করিতে পারে, পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বিচারশক্তিতে মন শক্তিমান্, তা'ই আমরা সবিকল্পক-বা-সপ্রকারক জ্ঞানে জ্ঞানী। 'অয়ং ঘটঃ' অর্থাৎ 'ইহা হয় ঘট' এই বাক্যজন্যবোধের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, 'অয়' বা 'ইহা' এইপদ-বোধ্য অর্থ 'বিশেষ্য' এবং 'ঘটত্ব' 'প্রকার' বা বিশেষণ। 'ঘটত্ব' 'অয়' বা 'ইহা' এই পদবোধ্য অর্থকে বিশিষ্ট করিতেছে, পরিচ্ছিন্ন (Mark out) করিতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

---

* "तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्चेति। तत्र नामजात्यादियोजना-रहितं वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं निर्विकल्पकम्। * * * सविकल्पकन्तु विशिष्टज्ञानं यथा गौरयमिति।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

"সবিকল্পকং গৌরিতি প্রত্যক্ষং জ্ঞানং জন্যবিশেষণ-জ্ঞানজন্যং, জন্য-বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ অনুমিতিবৎ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

অর্থাৎ, 'ইহা গো' গো-সম্বন্ধীয় এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্যবিশেষণ-জ্ঞান-জন্য জ্ঞান, অনুমিতির ন্যায় ইহা জন্য (পূর্ব্বোৎপন্ন) বিশেষণ-জ্ঞানের তুলনায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, প্রত্যেক পদার্থই, পূর্ব্বজ্ঞাত তৎসম্বন্ধ পদার্থান্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়, বহুশঃ উক্ত এই কথাটী স্মরণ করিবেন। প্রকার-বা-বিশেষণ-জ্ঞান-ব্যতিরেকে সবিকল্পক-বা-বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশো-পাধ্যায়ের উদ্ধৃত বচন সকলের ইহাই তাৎপর্য্য।

গোত্বের জ্ঞান যাঁহার নাই, 'গো' প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কদাচ 'ইহা গো' গো-সম্বন্ধীয় এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞান হয় না। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রকার বা বিশেষণের জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞানে অবশ্য প্রয়োজনীয়। * 'প্রকৃতি' কাহাকে বলে

* চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার কতকটা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। 'ইহা হয় একটী জন্তু,' 'ইহা হয় একটী বৃত্ত,' 'ইহা হয় রোহিত বর্ণ,' যিনি এইরূপ সবিকল্পক-জ্ঞান-প্রকাশক প্রবচনের প্রয়োগ করেন, 'জন্তু' (Animal) 'বৃত্ত' (circle), ও 'রোহিত বর্ণ' নিশ্চয়ই ইহারা তাঁহার পূর্ব্বানুভূত বিষয়। 'ইহা হয় একটী জন্তু', 'ইহা হয় একটী বৃত্ত,' 'ইহা হয় রোহিত বর্ণ,' এই প্রবচনত্রয়ের প্রয়োগ-ব্যাপার, পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত, স্মৃতিপথবিহিত বিষয়ের সহিত তদনুরূপ নূতন প্রত্যক্ষের একীকরণ বা বর্গক্রমে বিন্যাসমূলক।

"To say—'This is an animal', or 'this is a circle,' or 'this is the colour red', necessarily implies that animals, circles and colours have been previously presented to consciousness. And the assertion that this is an animal, a circle, or a colour is a grouping of the new object perceived with similar objects remembered."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 114.

জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহা হইলে 'অনুমিতি' ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি? (How then, does knowing a relation by Reason differ from knowing it by Perception?) পণ্ডিত স্পেন্সার এতদুত্তরে বলিয়াছেন—ব্যবহিতত্বাব্যবহিতত্বই উভয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম।

"It differs by its *indirectness.* A cognition is distinguishable as of one or the other kind according as the relation it embodies is disclosed to the mind *directly or indirectly.* If its terms are so presented that the relation between them is immediately cognized—if their co-existence, or succession, or juxta-position, is know-

তাহা অবগত হইলাম; 'প্রকার' শব্দের অর্থও সংক্ষেপে চিন্তা করা হইল, এক্ষণে 'প্রকৃতিজন্যবোধে প্রকারই ভাব' পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিতের এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা দেখিব।

'ভূ সত্তায়াং' সত্তাবাচী এই 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ভাব' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বাচ্য-ভেদ-নিবন্ধন 'ভাব' শব্দটী বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"भवन्ति अर्थबोधाय प्रवर्त्तन्ते अनेनेति भाव इति।"—

শব্দেন্দুশেখর।

করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দ, যদ্দ্বারা শব্দ সকল স্ব-স্ব অর্থের বোধক হয়, শব্দার্থবোধের যাহা করণ, যাহা শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত, তাহা 'ভাব,' ভাব-শব্দটী এই অর্থের বাচক হইয়া থাকে। 'গোত্ব' শব্দের 'গো' প্রকৃতি এবং 'ত্ব' প্রত্যয়। ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন 'গো' এই প্রকৃতিজন্যজ্ঞানে যাহা প্রকার—যাহা বিশেষণ, তাহা 'ভাব'। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, প্রকার বা বিশেষণের জ্ঞান ব্যতিরেকে সবিকল্পক-বা-বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, বিশেষণতাজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞানোৎপত্তির সাধকতম—করণ; 'ভূ' ধাতুর উত্তর—করণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দটী, বিদিত হইলাম, যদ্দ্বারা শব্দ সকল স্ব-স্ব অর্থের বোধক হয়, যাহা শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত, এই অর্থের বোধক; অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে প্রকৃতিজন্যবোধে প্রকারই—বিশেষণই 'ভাব' পদার্থ। শব্দের উত্তর, এই 'ভাব' পদার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। গো-এর ভাব—গো এই প্রকৃতি-জন্যবোধের 'প্রকার'—বিশেষণ, শক্তি বা ধর্ম্মই 'গোত্ব'।

মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—বিশেষণতারূপে ভাসমান যদ্গুণের বিদ্যমানতা-নিবন্ধন দ্রব্যে—সত্ত্বে—বিশেষ্যে শব্দ-নিবেশ—শব্দপ্রবৃত্তি হয়, তদ্গুণাভিধানার্থ 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভট্টোজিদীক্ষিত নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বারা উক্ত বার্ত্তিকেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। *

---

able through the senses; we have a perception. If their co-existence, or sequence, juxta-position, is not knowable through the senses—if the relation between them is mediately cognized; we have a ratiocinative act."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 115.

* यस्य गुणस्य भावाद्द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने 'त्वतलौ' এই বার্ত্তিকের পূজনীয় কৌণ্ডভট্ট যেরূপঅর্থ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

“প্রয়োগোপাধিমাশ্রিত্য প্রকৃত্যর্থপ্রকারতাম্ ।
ভাসমানং ভাবমিতি যদ্বা সম্বন্ধমেব বা ।
জায়েতে তজ্জন্যবোধপ্রকারে ভাবসংজ্ঞিতে ।”—

বৈয়াকরণভূষণসারধৃত কারিকা।

প্রয়োগোপাধি = শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত—শব্দশক্তি। প্রয়োগোপাধিকে আশ্রয়পূর্ব্বক প্রকৃত্যর্থে প্রকারতা (বিশেষণতা)-রূপে ভাসমান ধর্ম্মই ভাবপদার্থ। এই ভাবই ‘ত্ব’ ও ‘তল্’ প্রত্যয়ের অর্থ। আমরা পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া এই তিনটী প্রধান শব্দপ্রবৃত্তি—শব্দশক্তি, অতএব ইহা সুখবোধ্য হইতেছে, জাতিবাচক শব্দের ‘জাতি,’ গুণবাচক শব্দের ‘গুণ,’ এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের ‘ক্রিয়া,’ শব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্ত—প্রয়োগোপাধি। রূপাদি শব্দ গুণমাত্রবৃত্তি, সুতরাং রূপাদি গুণমাত্রবৃত্তি শব্দসমূহের উত্তর গুণ-সমবায়িসামান্য বা জাতিতে, শুক্ল, মহৎ, অণু, হ্রস্ব, ইত্যাদি শব্দের উত্তর গুণে এবং পাচকাদি ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহের উত্তর ক্রিয়াতে ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে। *

কৃত্তদ্ধিত-সমাস-ও-প্রাতিপদিক, ইহাদের উত্তরও ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে,

---

“যস্য গুণস্য -বিশিষ্টবলতয়া ভাসমানস্য ভাবাৎ—আশ্রয়ত্বাৎ, দ্রব্যে - বিশিষ্টে শব্দনিবেশঃ— শব্দপ্রবৃত্তিঃ, তস্মিন্ বাচ্যে ত্বতলাবিত্যর্থঃ ।”—

বৈয়াকরণভূষণসার।

উক্ত বার্ত্তিকের, পূজ্যপাদ কৈয়টকৃত ব্যাখ্যা—“যস্য গুণস্যেতি । গুণশব্দেন ভাবাৎ কথিত্ পরাশ্রয়ো ভেদকো জাত্যাদিরর্থঃ স সর্ব্ব ইহ গৃহ্যতে । * * * ভাবাদিত্যস্যাশ্রয়াদিত্যর্থঃ । দ্রব্যশব্দেন বিশিষ্টমূর্ত্তস্বভাবাপন্নোঽর্থ উচ্যতে । তস্মিন্ দ্রব্যে শব্দনিবেশঃ শব্দস্য প্রবৃত্তিঃ ।”—

কৈয়ট।

অর্থাৎ মহর্ষি কাত্যায়ন ‘যস্য গুণস্য’ এই স্থানে যে ‘গুণ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পরাশ্রয়ভেদক, জাত্যাদিধর্ম্মের এবং তৎপ্রযুক্ত ‘দ্রব্য’ শব্দ, বিশেষ্য-ভূত সত্ত্বভাবাপন্ন অর্থের বাচক।

* “তত্র হি রূপাদয়ঃ শব্দা গুণমাত্রবৃত্তয়ঃ তেভ্যো গুণবচনত্বাদিতি ত্বাদয়ো ভাবপ্রত্যয়াঃ । রূপত্বমিতি । যে তু শুক্লাদয়ো গুণগুণিবচনাঃ গুণগুণিনোরভেদোপচারাদ্দ্রব্যোপাধয়ঃ তেভ্যো গুণবৃত্তিভ্যো গুণবচনাদিতি ত্বাদয়ো ভাবপ্রত্যয়াঃ । শুক্লস্য ভাবঃ শুক্লত্বম্ । মধুরাদয়োঽপি নিত্যং গুণিবৃত্তিত্বাৎ ন তু গুণমাত্রে । তেন তেভ্যঃ গুণিবৃত্তিভ্যঃ ভাবপ্রত্যয়াঃ । এবং পাচকাদিভ্যঃ ক্রিয়াবৃত্তিভ্যঃ ক্রিয়ায়াং প্রত্যয়ঃ । দ্রব্যবাচিভ্যস্তু জাত্যাদিষু ভাবে প্রত্যয়ঃ ।”—

কৈয়ট।

সুতরাং জিজ্ঞাস্য হইবে, কৃত্তদ্ধিত-সমাসের উত্তর কোন্ অর্থে ভাবপ্রত্যয় হয়। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট, ভট্টোজিদীক্ষিত এতত্ত্রয়ে বলিয়াছেন, কৃত্তদ্ধিত-সমাসের উত্তর সম্বন্ধে ভাবপ্রত্যয় হইয়া থাকে, সম্বন্ধই ইঁহাদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। 'রাজপুরুষত্ব' স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধের, 'পাচকত্ব' ক্রিয়া-কারক-সম্বন্ধের, 'ঔপগবত্ব' অপত্যাপত্যবৎ-সম্বন্ধের বোধক। *

পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়নের 'ভাব' পদার্থের প্রথম পক্ষীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি তাহা যথাপ্রয়োজন চিন্তিত হইল; এক্ষণে, "যদ্বা সর্ব্বে ভাবাঃ স্বেন ভাবেন ভবন্তি স তেষাং ভাবঃ," উক্ত মহর্ষিকৃত ভাবপদার্থের এই দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অবগত হইয়াছি, 'ভূ' ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়াও 'ভাব' পদটী সিদ্ধ হইতে পারে। 'ভূ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'ভাব' শব্দ যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, এই অর্থের বাচক।

নিখিল ভাবই—সত্তামাত্রেই স্বীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। এক একটী শব্দ এক-একরূপ ভাবের প্রকাশক। যে শব্দ উচ্চারিত হইলে, যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তচ্ছব্দই তদ্ভাবের স্বরূপ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ।

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি পাণিনি, অনুতন্ত্র-(বার্ত্তিক)-কার মহর্ষি কাত্যায়ন (বররুচি) ও ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি, ইঁহারা শব্দার্থসম্বন্ধকে নিত্য—অকৃতক বলিয়াছেন।

---

* "समासकृत्तद्धितेषु यद्यपि केवलं सम्बन्धं नाभिदधति तथापि सम्बन्धिनि वर्तमानाः सम्बन्धं प्रवृत्तिनिमित्तमपेक्षन्त इति तेभ्यः सम्बन्धे भावप्रत्ययः। तथा च राजपुरुषत्वमिति स्व-स्वामिभावः प्रतीयते। पाचकत्वमिति क्रियाकारकसम्बन्धः। औपगवत्वमिति अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः।"—

कैयट।

"एवं स्थिते कृत्तद्धितसमासेषु एकार्थीभावाभ्युपगमात् तद्गुणत्वतत्त्वादिभिरपि तदर्थीभावार्थ-बोधनिर्वाहे तत्र नापूर्वं प्रयत्नान्तरं कार्यं। किन्तु तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः पूर्वोत्तरपदार्थयोश्च संसर्गोऽपि प्राधान्येन प्रकारतया प्रविशति। * * * एतदभिप्रेत्य हरिकारिकाव्याख्यानम्। कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेनेति।"—

मनोरमा।

যে শব্দ যেরূপ ভাবের বাচক, তত্তদাদি [illegible] প্রকাশক হইয়া থাকে। 'গো' শব্দ গোভাবের বাচক, 'গো+ত্ব = গোত্ব' [illegible] তদ্ভাবই অভিব্যক্ত হয়। *

"सति प्रत्ययहेतुत्वे सम्बन्ध उपपद्यते ।
शब्दस्यार्थैर्यतस्तस्मात् सम्बन्धोऽस्तीति गम्यते ॥"—

বাক্যপদীয়।

শব্দতত্ত্বজ্ঞকোবিদকুলের উপদেশ, শব্দশ্রবণান্তর শ্রোতার আত্মাতে প্রথমে তদ্বোধ্য অর্থের সমুপস্থিতি—স্মৃতি হয়, তৎপরে যোগ্যতাদিবশতঃ বিশিষ্টান্বয়বোধের উদয় হইয়া থাকে। 'স্মৃতি' অনুভূত পদার্থের উদ্বোধক—সহকৃত-সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-দ্বারা অনুভূতবিষয়সমূহ, সংস্কার-বা-ভাবনা-(Idea)-রূপে আমাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে, উদ্বোধককারণ (Exciting cause) উপস্থিত হইলে, উহারা স্মৃতিপথে উদিত হয়। শব্দশ্রবণান্তর শ্রোতার আত্মাতে তদ্বোধ্য অর্থের যে সমুপস্থিতি বা স্মৃতি হইয়া থাকে, শব্দশ্রবণই তাহার উদ্বোধককারণ, তদ্ব্যতীত অন্য উদ্বোধককারণের উপলব্ধি হয় না। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি এইজন্য বলিয়াছেন, 'শব্দ' যখন প্রত্যয়হেতু, এবং শব্দই যখন স্মৃতির উদ্বোধক কারণ, তখন শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই; এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, শব্দার্থ-সম্বন্ধের স্বরূপ কি?

"स च सम्बन्धो वृत्तिरूपः । वृत्तिश्च द्विविधा शक्तिर्लक्षणा च । तत्र शक्तिर्नाम इतरेतराध्यासमूले अभेदे सति तद्बोधहेतुत्वमिति मञ्जूषायामुक्तम् ।"—

শব্দার্থরত্ন।

অর্থাৎ, শব্দের সহিত অর্থের বৃত্তিরূপ সম্বন্ধ। 'বৃত্তি' শক্তি-ও-লক্ষণা-ভেদে দ্বিবিধা। পরস্পর অভেদসম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদপদার্থের ইতরেতরাধ্যাসমূলক সঙ্কেতই—অর্থবোধহেতুত্বই 'শক্তি'। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস—'[illegible]

* "यथा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावस्तदभिधायी त्रिभिर्विधिभिर्भावशब्दैः क्रियते । एवेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते शब्दार्थः ।"—

মহাভাষ্য।

* অর্থাৎ ভাবশব্দটির ত্রিবিধপ্রয়োগদ্বারা ত্রিবিধ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একরূপ প্রয়োগদ্বারা 'ভাব' শব্দের স্বরূপ বোধকরূপে গৃহীত হইয়াছে; অপর দ্বিবিধপ্রয়োগ অর্থপর।

সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্' এই পাতঞ্জল-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—'যে শব্দ সেই অর্থ, 'যে অর্থ সেই শব্দ,' শব্দপদার্থের এবম্প্রকার ইতরেতরাধ্যাসরূপ স্মৃত্যাত্মক সঙ্কেতই 'শক্তি'।* নৈয়ায়িকদিগের মতে (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) অর্থ-প্রতিপাদানুকূল সম্বন্ধবিশেষই 'শক্তি' এবং ইহা, 'এই শব্দ এই অর্থের বোধক হউক,' এবম্প্রকার ঈশ্বরেচ্ছা-বিষয়ক সঙ্কেত।†

শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মনোগতভাবের, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞানের প্রব্যক্ত অবস্থা।‡ মনে গত—মনকে প্রাপ্ত—মনঃ দ্বারা মনিত-বা-প্রতিপন্ন=মনোগত। মনোগত এমন ভাব=মনোগতভাব। যে ভাব বা সত্তার প্রতিকৃতি—ছবি (Copy or image) মানস-পটে অনুবিদ্ধ হইয়াছে, তাহা 'মনোগতভাব'। যে ভাব বা সত্তার প্রতিকৃতি চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, বুঝিলাম তাহা 'মনোগতভাব'; এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, তৎপদার্থের স্বরূপ কি?

কার্য্যাত্ম-ও-কারণাত্ম-ভেদে দ্বিবিধভাবের কথা আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। যে ভাব মনোগত হয়—যে ভাবের ছবি চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা যে কার্য্যাত্ম-ভাব, তাহা যে পরিচ্ছিন্ন-ভাব, তাহা যে জন্মস্থিত্যাদি-ভাববিকার, তাহা যে ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্ত্য অর্থ,§ সে ভাব যে পূর্ব্বাপরীভূত (Relative), সে ভাব যে বীত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

---

* "अर्थप्रतीत्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धो व्यापारः शक्तिरिति काव्यप्रकाशे। अर्थप्रति-पादनानुकूलसम्बन्धविशेषः शक्तिरिति नैयायिकाः। * * * सा च अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छाविषयत्वम्। आधुनिकसङ्केते तु आधुनिकसङ्केतेन एव शक्तिरथवा तथापी-श्वरेच्छा वर्त्तते। सर्व्वथैव ईश्वरेच्छाविशेष एव शक्तिरिति निष्कर्षः।"—

সারমঞ্জরী।

† "सङ्केतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽर्थः स शब्द इत्येवमितरेतराध्यासरूपसङ्केतो भवति।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

‡ "अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्।
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्त्तते॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান, স্বীয়রূপের অভিব্যক্ত্যর্থ শব্দরূপে—বৈখরী অবস্থায় নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

§ "स च उभयात्मा भावः। कार्य्यात्मा कारणात्मा च। तयोर्यः कार्य्यात्मा तमधिकृत्यो-क्तम् क्रियानिर्वर्त्त्योऽर्थः स भावः, क्रियैव वा भावः।"—

নিরুক্তটীকা।

[illegible]

[illegible]

নিরুক্তটীকা।

নিরুক্তটীকাকার পূজ্যপাদ ভগবান্ দুর্গাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, ভাববিকার-বা-কার্য্যাত্মভাবই দ্রব্য (Substance), গুণ (Attributes) ও কর্ম্ম-(Action)-ভাবে অবস্থান করে; দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা ভাববিকার-বা-কার্য্যাত্মভাবেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। শাস্ত্র শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। * যে কোন শব্দ উচ্চারিত হউক, তাহা হয় নাম, না হয় আখ্যাত, না হয় উপসর্গ, না হয় নিপাত। শব্দ মনোগতভাবের প্রকাশক, মনোগতভাব কার্য্যাত্মভাব, অতএব শব্দ কার্য্যাত্মভাবের প্রকাশক। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকারের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। শব্দও সুতরাং দ্রব্যাদি ভাববিকারের প্রকাশক, শব্দদ্বারা দ্রব্যাদি ভাববিকারই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, যে কোন শব্দ হউক, তাহা দ্রব্যাদি কোন-না-কোন ভাববিকারের বাচক।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, পদ-বা-শব্দজাত যে এই চারিভাগে বিভক্ত, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নামাখ্যাতাদি শব্দবিভাগের অন্যোন্য-সম্বন্ধ কি? ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী, কি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে মনোগতভাবপ্রকাশে সমর্থ? অপিচ জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নামাখ্যাতের ব্যবহার-নিয়ম ও উপসর্গ-নিপাতের প্রয়োগরীতি কি একরূপ?

নিরুক্তটীকাকার, ভগবান্ যাস্কের 'চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ' এই বাক্য-বিন্যাস-কৌশল হইতেই প্রাগুক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক নামাখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের নামনির্দ্দেশকালে, নামাখ্যাতকে প্রথমে ও নামের সহিত আখ্যাত-শব্দের সমাস করিয়া এবং উপসর্গ-নিপাতকে পরে অভিহিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্য এইরূপ পদপ্রয়োগ-কৌশলের তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, নাম-ও-আখ্যাত ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী—পরস্পর পরস্পরের

---

* "चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आविवेश।"—

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪।৮।১০।

"चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च।"—

মহাভাষ্য।

"चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च।"—

নিরুক্ত।

নাম প্রকৃতি, 'নম প্রহ্বী ভাবে স' প্রত্যয় (নত হওয়ার ভাব-Stooping, bending down)-প্রা-শব্দবাচী 'নম' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। আখ্যাত শব্দে যাহা গুণ-ভাবে —অপ্রধানরূপে নত হয়, অথবা যাহা আখ্যাতশব্দবাচ্য অর্থে গুণ-ভাবে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাহা 'নাম'।

"যথৈব আখ্যাতে বিদ্যমানমপি দ্রব্যমবিবক্ষিতমেবং নাম্নি বিদ্যমানাপি ক্রিয়া অবিবক্ষিতা।"—

নিরুক্তটীকা।

অর্থাৎ আখ্যাতে (আখ্যাতপদবাচ্য অর্থে) 'দ্রব্য' বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যে-রূপ বিবক্ষিত হয় না, সেইরূপ নামে (নামপদবাচ্য অর্থে) বিদ্যমানা ক্রিয়াও অবিবক্ষিতা হইয়া থাকে। 'দ্রব্য' ক্রিয়াশূন্য নহে, দ্রব্যে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে (অবশ্য আগন্তুক দ্রব্যে) এবং ক্রিয়াও দ্রব্যবিরহিত নহে।

নামে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'নামে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে,' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

কোন একটী 'নামকে' বিশ্লেষ করিলে আমরা প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটী অংশ (Component parts) প্রাপ্ত হই। 'প্রকৃতি' (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছি), প্রাতিপদিক (নাম)-ও-ধাতুভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যয় বিভক্তি, ধাত্বংশ, তদ্ধিত ও কৃৎ, এই চতুর্ব্বিধ।* 'রাম' একটী নাম পদ। 'রাম' পদটীকে 'রম' ধাতু ও 'ঘঞ্'

---

* "ধাত্বর্থে প্রত্যয়ো বিধানান্বয় ক্বচিৎ।
স্থ নামার্থে স্যাৎ প্রত্যয়োঽসৌ চতুর্ব্বিধঃ।"—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

"প্রকৃত্যাদীন প্রত্যয়ানাং প্রকৃতিং নির্দ্দিশ্য বিধীয়মানাৎ প্রত্যয়ান্তাৎ প্রত্যয়ত্ব-ইতি নির্ণয়ঃ।"—

পদার্থবৃত্ত।

'প্রতি' উপসর্গপূর্ব্বক 'ইণ্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'প্রত্যয়' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"প্রতীয়তে প্রত্যায়যতীতি।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ প্রকৃতিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া—অবধি করিয়া বিধীয়মান অর্থবোধক শব্দবিশেষের নাম 'প্রত্যয়'।

"বাদিন সুবিভক্তী মী মন্ত্র দর্শী, তিন প্রত্যয়েভ্যঃ।"—

ভগবান্ শঙ্করশিবের সু, ঔ, জস্ ও তিপ্, তস্, ঝি, ইত্যাদিকেই প্রত্যয় বলিয়াছেন। অবস্থা-গতি-পরিবর্ত্তন করিলে, কৃত্তদ্ধিতশব্দাদিভেদে নানাবিধ প্রত্যয়ক সিদ্ধ হয়।

প্রত্যয় এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 'ধাতু' ক্রিয়াবাচক, অতএব নাম-শব্দে যে ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা সপ্রমাণ হইল। বিভাগ হইতে পারে, তাহা হইলে নাম-ও-আখ্যাত ইহারা ভিন্ন পদার্থ-রূপে বিবেচিত হয় কেন?

সিদ্ধধাত্বর্থ ও সাধ্যধাত্বর্থ।

"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

সিদ্ধস্বভাব-ও-সাধ্যস্বভাবভেদে ধাত্বর্থকে শাস্ত্রে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

"তত্র পাকঃ পক্তিঃ পচনমিত্যেতৈঃ শব্দৈর্ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গকারক-সংখ্যাযোগ্যো ধাত্বর্থঃ সিদ্ধস্বভাবঃ। করোতীত্যনেন ব্যবহ্রিয়মাণো লিঙ্গাদ্যপেতঃ সাধ্যস্বভাবঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

অর্থাৎ পাক, পক্তি, পচন ইত্যাদি শব্দদ্বারা ব্যবহ্রিয়মাণ লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও নপুংসকলিঙ্গ)-কারক-ও-সংখ্যাযোগ্য ধাত্বর্থ, সিদ্ধস্বভাব এবং 'করোতি'—'করিতেছে' এই শব্দদ্বারা ব্যবহ্রিয়মাণ, লিঙ্গাদিবিহীন ধাত্বর্থ, সাধ্যস্বভাব।

"তত্র সিদ্ধস্বভাবদ্যোতনায় যথা 'ঘঞ্'-প্রত্যয়াদয়ো বিহিতাঃ, তথা সাধ্যস্বভাবদ্যোতনায়াখ্যাতপ্রত্যয়বিধিঃ।"—

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

সিদ্ধস্বভাবধাত্বর্থদ্যোতনার্থ 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয় এবং সাধ্যস্বভাবদ্যোতনার্থ আখ্যাত প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। *

'রাম' পদটী 'রম' ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া ('হলশ্চ' পা. ৩।৩।১২১) সিদ্ধ হইয়াছে।

"রমন্তেঽস্মিন্ যোগিনঃ।"—

অমরকোষটীকা ও সিদ্ধান্তকৌমুদী।

---

* পূজ্যপাদ ভর্তৃহরিও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"সাধ্যত্বেন ক্রিয়া তত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা।
সিদ্ধভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ।"—

"শব্দ ও বিভিন্নকার্য্য... [illegible]"

অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন—যে শিক্ষানর্দ পৃথক্‌ভাবে বর্ণন করিবে, [illegible]

কাব্যপ্রকাশকার শ্রীযুক্ত মম্মটভট্ট বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)-সিদ্ধ-সাধ্য-ভেদে শব্দার্থ দ্বিবিধ। প্রাণপ্রদশিব্দার্থ 'জাতি,' বিশেষাধানহেতু সিদ্ধ শব্দার্থ গুণপদার্থ। পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব 'ক্রিয়াই' সাধ্যশব্দার্থ। পূজ্যপাদ যাস্কাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত পূজ্যপাদ মম্মটভট্টোক্ত এই উপদেশের সাদৃশ্য চিন্তনীয়।

আখ্যাত-শব্দটীর নিরুক্তি।

'নাম' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ কি, তাহা বিদিত হইলাম, এক্ষণে 'আখ্যাত' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ কি, তাহা দেখিতে হইবে।

আঙ্+খ্যা+ক্ত=আখ্যাত।

আখ্যাত হয়—কথিত হয়, ভাবাবে বিদ্যমানা, অনেক-কারক-প্রবিক্তলা, প্রধান-দ্রব্য-প্রকাশোন্মুখীভূতা, ক্রূরনামা 'ক্রিয়া' যৎকর্ত্তৃক, তাহা 'আখ্যাত'।

পূজ্যপাদ মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—

"শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে।
তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"—

বৃহদ্দেবতা।

অর্থাৎ, যে শব্দ উচ্চারিত হইলে দ্রব্যপদার্থের প্রতীতি হয়, সুধীগণ তাহাকে 'নাম' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি।"—

নিরুক্ত।

ভাব হইয়াছে প্রধান যাহাতে, তাহা 'ভাবপ্রধান'। সত্ত্ব হইয়াছে প্রধান যাহাতে, তাহা 'সত্ত্বপ্রধান'। 'আখ্যাত' ভাবপ্রধান, 'নাম' সত্ত্বপ্রধান।

ভাব কি এবং সত্ত্বই বা কোন্ পদার্থ?

"নাম-পদ-বাচ্যার্থাশ্রয়-ক্রিয়াখ্যো ভাবঃ।"—

নিরুক্তটীকা।

অর্থাৎ, নামপদবাচ্য-অর্থাশ্রিত (দ্রব্যাশ্রয়ক) পূর্ব্বাপরীভূত ক্রিয়াই 'ভাব' পদার্থ। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, ক্রমজাত, বহুস্বপ্রক্রিয়াদিসংশ্রিত—ক্রমোৎপন্ন

ক্রিয়াভিনির্বৃত্তিবশতঃ সিদ্ধ, পূর্ব্বাপরীভূতভাবাত্মক, একভাবে উপলভ্যমান, পদার্থই 'আখ্যাত'। *

পূজ্যপাদভর্ত্তৃহরি ক্রিয়ার যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত মহর্ষিশৌনককৃত আখ্যাতলক্ষণের কোন পার্থক্য নাই। আখ্যাতলক্ষণ দেখিলাম, এক্ষণে দেখা যাউক, सत्त्वप्रधानानि नामानि এই বাক্যে ভগবান্ যাস্ক 'সত্ত্ব' শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। নিরুক্তটীকাকার বলিয়াছেন—সত্তা, দ্রব্য, সংখ্যা ও লিঙ্গ, নামশব্দটী এই সকল অর্থের বাচক বটে, কিন্তু তন্মধ্যে দ্রব্যার্থই নামের প্রধান অর্থ। 'নাম' দ্রব্য ও গুণ পদার্থের এবং 'আখ্যাত' ক্রিয়াপদার্থের বাচক।

পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি বলিয়াছেন—

"येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि * * * ।"—

মীমাংসাদর্শন ২।১।৩।

"येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि ।"—

মীমাংসাদর্শন ২।১।৪।

অর্থাৎ যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে স্বপ্রয়োগকালে রূপের কোনপ্রকার সত্ত্বের উপলব্ধি হয়, যাহা (যে সত্ত্ব বা রূপ) সকৃদুৎপন্ন হইয়া কালান্তরে বিদ্যমান থাকে, ক্রিয়ার ন্যায় উৎপন্নমাত্র বিনষ্ট হয় না, সেই সকল শব্দকে 'নাম' এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়া থাকে। মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীমৎশবরস্বামী বলিয়াছেন, নামপদ, দ্রব্য ও গুণের (Substance and attribute) বাচক। যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রয়োগকালে কোনরূপ সত্ত্বভূত অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহা 'আখ্যাত' শব্দ। 'ভাব' বা সাধ্যস্বভাব ক্রিয়াসমানার্থক।

"क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ।"—

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া (পরিস্পন্দ—Vibratory motion) ও গুণ-(রূপাদি)-বিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ (Intimate cause), তাহা 'দ্রব্য'। উপস্কারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শঙ্কর-

---

* "क्रियासु बह्वीष्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरीभूत इहैक एव ।
क्रियाभिनिर्वृत्तिवशेन सिद्धः आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः ॥"—

বৃহদ্দেবতা।

মিশ্র বলিয়াছেন—ক্রিয়া-বা-কর্ম্মদ্বারা 'দ্রব্য,' দ্রব্যরূপে এবং গুণবত্ত্বনিবন্ধন সমানাসমানজাতীয় পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্তরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। *

'দ্রব্য' যখন ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়, দ্রব্য যখন ক্রিয়া-গুণ-রহিত হইয়া অবস্থান করে না, অন্ততঃ জগতে তাদৃশ দ্রব্যের অস্তিত্ব যখন উপলব্ধি হয় না, তখন বলা বাহুল্য, কোন দ্রব্যের স্বরূপোপলব্ধি করিতে যাইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্রিয়া-গুণের রূপ নয়নগোচর হইবেই, তখন কোনরূপ উপলব্ধি-বা-আন্তর-জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে পরস্পর-সাকাঙ্ক্ষ, নামাখ্যাত বা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে হইবেই। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—সাধ্য ও সাধন ইহারা পরস্পর নিয়ত; যাদৃশ রূপাভিব্যক্তিতে যাদৃশ সাধনের প্রয়োজন, যে ভাবসিদ্ধ্যর্থ যেরূপ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব পরিস্পন্দনের (Vibratory motion) মেলন—সংঘাত-পিণ্ডীভাব (Aggregation) আবশ্যক, তাহা স্থির আছে। আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ইতরপদার্থের সন্নিধান হইলেই, যথানিয়মে তাহার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। †

নাম ও আখ্যাত ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী কেন?

বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় সন্দর্শনপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, ইহাতে অবিরাম যথানিয়মে জন্মাদি-ষড়্‌ভাববিকারাত্মক পটের উৎক্ষেপাবক্ষেপ হইতেছে, জাগতিক পদার্থজাত অবিশ্রাম জন্মাদিভাববিকারে বিক্রিয়মাণ হইতেছে। বিবিধবর্ণের পুষ্পরচিত মালা, কোন কাচ বা স্ফটিকের সম্মুখে নিরন্তর বিঘূর্ণিত করিলে, উহা যেরূপ অনুক্ষণ সম্মুখে বিঘূর্ণ্যমান মালার আকারে আকারিত হয়,—মালার রূপ ধারণ করে, বিশুদ্ধ সত্ত্বও সেইরূপ রাগ দ্বেষাত্মক (Attractive and repulsive) রজঃ ও তমঃ এই শক্তিদ্বয় কর্ত্তৃক পরিণংনম্যমান, দ্বার-দ্বারিভাবে-সম্বদ্ধ—পরস্পরশৃঙ্খলিত জন্মাদি-ষড়্‌ভাববিকারমালার সান্নিধ্যবশতঃ অবিশ্রাম তদাকারে আকারিত হইতেছেন, বিশুদ্ধসত্ত্বোপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণ-বা-শক্তিদ্বয়-কৃত জন্মাদিভাববিকারতরঙ্গই 'জগৎ'। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে

* "ক্রিয়য়া-কর্ম্মণা দ্রব্যমিদমিতি লক্ষ্যতে, গুণবত্ত্বেন চ সমানাসমানজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তং দ্রব্যং লক্ষ্যতে।"—

বৈশেষিকদর্শনোপস্কার।

† "নিয়তং সাধনে সাধ্যং ক্রিয়া নিয়তসাধনা।

স সন্নিধানমাত্রেণ নিয়মঃ সন্ প্রকাশতে॥"—

বাক্যপদীয়।

পুনর্ব্বার অব্যক্তাবস্থায়, জাগতিক পদার্থ-জাত অনবরত এই দ্বিবিধ অবস্থায় যাতায়াত করে। কোন জাগতিক বস্তুর নামগ্রহণকালে, এইজন্য তন্নামের সহিত 'আছে,' 'হইবে,' 'হইয়াছিল'; বা 'নাই,' 'হইবে না,' 'হয় নাই,' ইত্যাদি ভাবাভাব-বোধক ক্রিয়াপদের কোন একটীকে সংযুক্ত করিতে হয়। জগৎ ক্রিয়াময়, একভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণই জগতের রূপ, সুতরাং কেবলপদপ্রয়োগের স্থল ইহা নহে। যে স্থানে অপরিবর্ত্তনীয় বা কেবল ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই যে দেশের নির্দ্দেশ্য রূপ, তৎস্থানে ক্রিয়া-পদ-নিরপেক্ষ নামের ব্যবহার হইবে কিরূপে? জগতে থাকিয়া, জাগতিকভাবপূর্ণ চিত্ত লইয়া, ক্রিয়াশূন্য-দ্রব্য বা দ্রব্যশূন্য ক্রিয়ার রূপ চিন্তা করা যায় না। জগতের কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নহে। যাবৎ অপবর্গ না হয়—যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হয়, তাবৎ কেহই সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধপদবাচ্য হইতে পারে না। উপক্রমহইতে অপবর্গপর্য্যন্ত গতির ইয়ত্তা—পরিণামের মর্য্যাদা। অতএব যাঁহার অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হইয়াছে, তিনিই গতি বা পরিবর্ত্তনের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, ষড়্‌ভাববিকার-পারাবার তিনিই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই মহাত্মাই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ, তিনিই সাধ্যধর্ম্মবর্জ্জিত—পরিবর্ত্তন-বা-ক্রিয়া-বিরহিত। উপক্রম-ও-অপবর্গের মধ্যবর্ত্তি-পদার্থ-জাত, সিদ্ধ ও সাধ্য এই উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট। সিদ্ধধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সাধ্যধর্ম্ম গ্রহণ, কিংবা সাধ্যধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধধর্ম্মে অবস্থান, পরিণাম-সাগরে ভাসমান, অকৃতকৃত্য জাগতিক পদার্থের অসাধ্য ব্যাপার। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা জাগতিক পদার্থ এবং এতদুপলব্ধিই বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জাগতিক পদার্থের সাধ্যধর্ম্ম দেখিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত, এবং তদীয় বিশেষাধান সিদ্ধধর্ম্ম বা গুণ (Attribute) দেখিয়া, তাহাকে পূর্ব্বজাতপদার্থের সমান-বা-অসমানরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকি; সুতরাং উপলব্ধির অভিব্যক্তি, কেবলপদদ্বারা হইতে পারে না।

যে জন্য অনুভূতির অভিব্যক্তিতে ইতরেতরাকাঙ্ক্ষপদসমূহের ব্যবহার করিতে হয়, নামযুক্ত আখ্যাতের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল, নামাখ্যাত ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

দ্রব্য (Substance) ও গুণ (Attribute) এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপচিন্তা।

নিরুক্তটীকাকার পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্যের চরণপ্রসাদে বিদিত হইলাম, কার্য্যাত্মভাব-বা-ভাববিকারসমূহ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মভাবে অবস্থিত হইয়া নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চতুর্ব্বিধ শব্দ-বা-পদদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎশবরস্বামী বলিয়াছেন, 'নাম' দ্রব্য-ও-গুণের এবং আখ্যাত ক্রিয়ার বাচক।

'প্রতিযোগিতা,' 'অনুযোগিতা,' 'অবচ্ছেদকত্ব,' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দসমূহের

অর্থপরিগ্রহ করিতে যাইয়া, বিদিত হইয়াছি, 'প্রতিযোগী' ও অনুযোগী' এই শব্দ-দ্বয়ের উত্তর 'তল্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'প্রতিযোগিতা' ও 'অনুযোগিতা,' এবং অবচ্ছেদক শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া 'অবচ্ছেদকত্ব' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে (तस्य भावस्त्वतलौ)। 'তাহার ভাব' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হয়,' ভগবান্ পাণিনিদেব এই স্থানে ভাবশব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অবগত না হইলে, 'প্রতিযোগিতা' 'অনুযোগিতা' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দসমূহের যথাযথরূপে অর্থপরিগ্রহ হইবে না, এইনিমিত্ত আমরা পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার মহর্ষি কাত্যায়ন, ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি, বৃত্তিকার পণ্ডিতবর বামন-জয়াদিত্য, ভট্টোজিদীক্ষিত, নাগেশভট্ট প্রভৃতিকে 'तस्य भावस्त्वतलौ' এই সূত্রে ভগবান্ পাণিনিদেব 'ভাব' শব্দটী কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। উক্ত সূত্রে 'ভাব' শব্দটী কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া বিদিত হইয়াছি, আচার্য্য ও টীকাকারেরা 'ভাব'-শব্দটীর, পদার্থ-সম্বন্ধীয় মতভেদ-নিবন্ধন, প্রধানতঃ দ্বিবিধ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বৃত্তিকার বলিয়াছেন —শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত—শব্দার্থবোধনশক্তি—পদশক্যতাবচ্ছেদকই 'ভাব' শব্দের অর্থ। যদ্দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়, তাহাকে 'শক্তি' বলে। শক্তি-ব্যতীত কর্ম্মনিষ্পত্তি হইতে পারে না। বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এত-দ্বাক্যের তাৎপর্য্য যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, 'শক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম-নিষ্পত্তি হইতে পারে না' তাঁহার সমীপে এই কথা সুখবোধ্য। কার্য্যের কারণ ও কার্য্যের শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে। শব্দ প্রত্যয়-হেতু, শব্দদ্বারা মনোভাব প্রকটিত হয়, পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, শব্দানুগম ব্যতিরেকে কোনরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে চিন্তন-কার্য্য সম্পন্ন হয় না, নিখিল জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ—শব্দাশ্রিত ; * অতএব শব্দের যে শক্তি আছে, শব্দের সহিত অর্থের যে বাচ্য-বাচক-ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পদবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। নিখিল অর্থই পদবোধ্য—শব্দজ্ঞেয়, এই জন্য পদার্থের 'পদার্থ' এই আখ্যা হইয়াছে। পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের স্বরূপ-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, জাতিই (Genus) পদার্থ ; কাহা-রও মতে 'ব্যক্তিই' (Individual things) পদার্থ ; কেহ বা পদার্থ বলিতে জাতি,

---

* "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥"—

বাক্যপদীয়।

আকৃতি ও ব্যক্তি এই তিনটীকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি বাজপ্যায়ন জাতিশব্দার্থবাদী; মহর্ষি ব্যাড়ি ব্যক্তিশব্দার্থবাদী; ভগবান্ পাণিনিদেব উভয় বাদকেই আদর করিয়াছেন। এইত গেল বৈয়াকরণদিগের কথা, দার্শনিকদিগের মধ্যেও পদার্থ-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ জৈমিনি আকৃতি (জাতি)-পদার্থবাদকেই সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; পূজ্যপাদ মহর্ষি গোতমের মতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদার্থ।

জাতিপদার্থবাদ ও ব্যক্তিপদার্থবাদ, এই দ্বিবিধ পদার্থবাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে, পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন-কৃত ভাবশব্দটীর পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিবিধ অর্থের মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। মহর্ষি কাত্যায়ন যেজন্য ভাব শব্দটীর দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে, জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদের রহস্যোদ্ভেদ অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থবাদের রহস্য উদ্ভিন্ন হইলে, মহর্ষি কাত্যায়ন 'নঞ ভাবব্বনঞী' এই সূত্রে ব্যবহৃত 'ভাব'শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে কারণবশতঃ পক্ষদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তদবগতি-ব্যতীত অন্যান্য বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য দার্শনিক তথ্যেরও প্রকৃত রূপ নয়নগোচর হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও শব্দার্থ-সম্বন্ধে প্রাগুক্তরূপ মতভেদ বিদ্যমান আছে। বিষয় বা বাহ্যগ্রাহ্য (An actual something which exists objectively), জাতিবাচক শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, কি, ব্যক্তিবাচক শব্দদ্বারা নিরূপিত হয়; শব্দদ্বারা যে সকল অর্থের অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহারা বস্তুতঃ সৎ, কি বৈকল্পিক; নাম বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক, অথবা ইহা শুদ্ধ মনোগতভাবের অভিব্যঞ্জক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বিস্তর বাদানুবাদ করিয়াছেন। * একটু চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, আস্তিক—

* By the phrase *rebus vel vocibus*, he was understood to signify that things and words were mutually convertible, to discourse of one was to discourse of the other. But is this so? Does the word Genus, or the word Species, represent an actual something which exists objectively, or is it merely a name which designates a certain collection of individual things?. Centuries had passed without any one perceiving more than a grammatical or logical importance in the alternative."—

History of Philosophy by G. H. Lewes, P. 25.

"Are names more properly said to be the names of things or of our ideas of things?"—

Mill's Logic, Vol. I. P. 23.

"Roscellinus, whose name has descended to us as the first advocate and martyr of Nominalism, but of whose opinions we have only the reports of adversaries

নাস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে যতপ্রকার মতভেদ আছে, দ্বৈতবাদ ও একত্ব-বা-অদ্বৈতবাদ এই দুইটীকে তন্মধ্যে প্রধানরূপে গণনা করা যাইতে পারে।

---

may have held the extreme opinion, which is attributed to him, namely, that Universals were only names; he certainly denied their objective existence, denied that there existed a thing 'colour,' apart from coloured things, a thing, 'animal,' apart from animals, and denied that there was any real existence which was not an individual."—

History of Philosophy by G. H. Lewes, P. 25-26.

"यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवं सत्यम्।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কার্য্য বা বিকার, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণ-বিভাগ, সত্য বলিয়া বোধ হইলেও পরমার্থতঃ সত্য নহে। বিকার নামধেয়মাত্র, কারণব্যতিরিক্ত কার্য্য-বা-বিকারের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকা কারণ; ঘট, শরাব, ইত্যাদি ইহার কার্য্য-বা-বিকার। ঘট শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতে যদি মৃত্তিকাকে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে, ঘট-শরাবাদির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 'ঘট,' 'শরাব' ইত্যাদি নামেই পর্য্যবসিত হয়, ঘট-শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, মৃত্তিকাই বস্তুতঃ সত্য (Real), মৃত্তিকা ব্যতীত মৃদ্বিকার ঘট শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কারণব্যতীত কার্য্যের অস্তিত্ব নামমাত্র (Nominal)।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"—বেদান্তসূত্র ২।১।১৪

এই শ্রুত্যুপদেশের সহিত রোসেলিনসের (Roscellinus) উদ্ধৃত মতের সাদৃশ্য বিচার করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার-বা-কার্য্যের কারণ ব্যতিরিক্ত বাস্তব অস্তিত্ব নাই, মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদির অস্তিত্ব নামমাত্র। এতদ্দ্বারা বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই।

"নাভাব উপলব্ধেঃ।"—

বেদান্তসূত্র ২।২।২৮।

আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রের বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব। আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, বিজ্ঞান-(Idea)-ব্যতিরিক্ত বাহ্য অর্থ বস্তুতঃ সৎ নহে, সূত্রটীর দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। 'বাহ্য অর্থ নাই' এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রত্যেক প্রত্যয়েই যখন বাহ্য অর্থের উপলব্ধি হইতেছে, ভিন্ন-ভিন্ন বাহ্য অর্থদ্বারা যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়া হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইলে যখন আমাদের অন্তঃকরণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-ব্যতিরেকে যখন বাহ্যার্থের উপলব্ধি হয় না; এককথায় বাহ্যপদার্থের যখন ক্রিয়াকারিত্ব প্রত্যক্ষতঃ সপ্রমাণ হইতেছে, তখন বাহ্যপদার্থ নাই, এইমত সত্য নহে। বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ, 'অদ্বৈতবাদ' হইলেও, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ আছে।

শাস্ত্রোক্ত জাতিপদার্থবাদের কতকটা আভাস রোসেলিনসের (Roscellinus) উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাইলাম। এই জাতিপদার্থবাদহইতেই যে বিকল্পবাদের (Nominalism) উৎপত্তি

"तस्मार्थवादरूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजाः।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः॥"—

বাক্যপদীয়।

হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে ব্যক্তিপদার্থবাদের রূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। এবেলার্ড (Abelard) বলিয়াছেন—

"Every individual, he says, * * * is composed of matter and form, *i.e.*, Socrates from the matter of Man, and the form of Socratity : so Plato is of the same matter, namely, that of a man, but of different form, namely, that of Platonity ; and so of all other individual men."—

History of Philosophy by Lewes, Vol. II. P. 28.

"आकृतिव्यक्त्यस्तु पदार्थः"—এই ন্যায়সূত্রের অর্থ স্মরণ করিবেন।

Nominalism, as the conscious and distinct stand-point of the opponents of Realism, first appeared in the second half of the eleventh century, when a portion of the Scholastics ascribed to Aristotle the doctrine that logic has to do only with the right use of words, and that genera and species are only (subjective) collections of the various individuals designated by the same name and disputed the interpretation which gave to universals a real existence."—

A History of Philosophy by Ueberweg, Vol. I. P. 371.

Logicians have classed Predications under five heads ; 1st, when the *Genus* is predicated, of any subject ; 2ndly, when the *Species* is predicated ; 3rdly, when the *Specific Difference* is predicated ; 4thly, when a *Property* is predicated ; 5thly, when an *Accident* is predicated. * * * The five Predicables, in Latin, the language in which they are commonly expressed, or named *Genus, Species, Differentia, Proprium, Accidens.*"—

Analysis of the Phenomena of the Human mind by J. Mill, Vol. I. P. 163-165.

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব জাতি, গুণ, ও ক্রিয়া, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শব্দপ্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র ক্রিয়াকে উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয়ের সংযোজক (Copula) বলিয়াছেন। সাধ্য-নির্দ্দেশাত্মক-বাক্যের (Predication) উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুইটি প্রধান বিভাগ। 'Differentia,' 'Proprium,' 'Accidens' ইহারা গুণপ্রবৃত্তির অন্তর্ভূত। পণ্ডিত মিল্ ইহাদিগকে 'Attributive' বলিয়াছেন। 'With respect to these classes of Attributives (*Differentia, Proprium, Accidens*) this is necessary to be observed, and remembered ; that they differ from one another, only by the accident of their application."—

Analysis of the Phenomena of the Human mind by J. Mill, P. 167.

পূজ্যপাদ ভর্তৃহরির উপদেশ, জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, যতপ্রকার মতভেদ আছে, বিশ্বজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতি-বা-বেদই তৎসমুদায়ের মূল; বেদ হইতেই সম্যগ্‌জ্ঞানহেতু ও পুরুষসংস্কারহেতু বিদ্যা-ও-মতভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। * বেদের অর্থবাদরূপ বাক্য সকলহইতেই পরস্পরবিরুদ্ধ একত্ববাদী-ও-দ্বৈতিগণের স্ববিকল্পজ বহুমতের আবির্ভাব হইয়াছে। † যে কোন বিদ্যা হউক, তাহা যে বেদপ্রসূত, যে কোনরূপ মতভেদ থাকুক, তাহা যে বেদের অর্থবাদ হইতে আবির্ভূত, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্স (Jevons) ও হ্যাম্প্‌সন্ (Hampson) বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই (All the sciences) একস্থানে সম্মিলিত হইয়াছে. সকল সত্যই ভিন্নরূপে প্রযুক্ত এক সত্যেরই ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতি, আপাতদৃষ্টিতে উহারা পরস্পর-বিসংবাদী বলিয়া উপলব্ধ হইলেও বস্তুতঃ বিসংবাদী নহে। সকল তথ্যই এক কেন্দ্র হইতে নানাদিকে প্রধাবিত রেখা সকলের ন্যায় সস্নেহে একস্থানে মিলিত হইয়াছে। ‡

অতএব শাস্ত্রোক্ত অভিধেয়-বিভাগের (Predicables) সহিত পাশ্চাত্য-ন্যায়-নির্ব্বাচিত অভিধেয়-বিভাগের বাস্তব বিরোধ নাই।

* "বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

† পণ্ডিত বেন্ (Bain) মনুষ্যপদার্থের আরম্ভণ বা মূলকারণ (the ultimate component elements) নিরূপণার্থ ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিক মত সংগ্রহপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যের আরম্ভণসম্বন্ধে যতপ্রকার দার্শনিক মত আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একপক্ষ এককারণবাদী, অন্যপক্ষ দ্বৈতী। এককারণবাদীর মধ্যে আবার কেবলচৈতন্যবাদ ও কেবলজড়বাদ এই দুইটী বিভাগ আছে। পণ্ডিত বেন্ (Bain) Materialism ও ফিক্‌টের Pantheistic Idealismকে একত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্লেটো (Plato), আরিষ্টটল্ (Aristotle), আগষ্টিন্ (Augustine), স্কুলমেন্ (Schoolmen), ডেকার্ট (Descartes) ইত্যাদি ইঁহারা দ্বৈতবাদী। ইঁহারা Material (জড়) ও Immaterial (অজড়), এই দ্বিবিধ পদার্থের কারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত বেনের (Bain) 'Mind and Body' নামক গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ "For my own part, I believe that all the sciences meet somewhere."—

Principles of Science, P. 154.

"All truths are but different aspects of different applications of one and the same truth; and although they may appear opposed, they are not really so; and resemble lines which run in various directions, but lovingly meet in one centre."—

The Romance of Mathematics by P. Hampson, M. A. P. 17-18.

বেদই সেই কেন্দ্রস্থান। 'एकविज्ञानेन सर्व्वविज्ञानं' অর্থাৎ এক জানিলেই সকল জানা হয়, বেদই এই অমূল্য উপদেশের প্রসূতি। যাঁহারা নাস্তিক, নিজবুদ্ধিই যাঁহাদের প্রমাণ, তাঁহাদের মতভেদ স্ব-স্ব-বুদ্ধি-দোষজ। বেদচরণাশ্রিত আস্তিকদিগের মতভেদ অবরকালীন বা স্বল্পবুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত সকল পদার্থই অস্থির, সকল পদার্থই ক্ষণিক (Momentary); ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ কার্য্যের স্থির অনুযায়িকারণ (Among all the changes there is something permanent) স্বীকার করেন না। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতের দোষ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—

"नासतोऽदृष्टत्वात्।"—

বে. সূ. ২।২।২৬।

অর্থাৎ অসৎ হইতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা। অভাব কাহারও উৎপত্তিহেতু হইতে পারে না। কার্য্যমাত্রের উপাদান-কারণ নিয়ত বা স্থির আছে, সকল বস্তুই স্ব-স্বভাবে বিদ্যমান থাকে, সকল বস্তুই স্ব-স্বভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে; শরাবকে কেহ তন্তুবিকার মনে করে না; মৃদ্বিকারকে সকলে মৃদন্বিতভাব বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। অতএব, কার্য্যের স্থির অনুযায়িকারণ আছে, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি কাত্যায়ন 'ভাব' শব্দটীর দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তাহার 'ভাব' বুঝাইতে 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় হইয়া থাকে, এস্থলে 'ভাব' শব্দটী প্রত্যেক 'ভাব' স্ব-স্বভাবে অবস্থান করে, এই বাক্য-ব্যবহৃত 'ভাব' পদের সমানার্থক। বুঝিতে পারা গেল, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধদিগের অভাবপদার্থবাদ জাগরূক আছে বলিয়াই মহর্ষি কাত্যায়নকে দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থের অভেদসম্বন্ধ; যে শব্দ, সেই অর্থ; যে অর্থ, সেই শব্দ; শব্দার্থ ইতরেতরাধ্যাসমূলক * (Things and words are mutually conver-

---

"अभावाच्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व्वं कार्य्यं स्यात्, नैव दृश्यते, सर्व्वस्य वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैवोपलभ्यमानत्वात्। न च मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदभ्युपगम्यन्ते। मृद्विकारानेव तु मृदन्वितान् भावान् लोकः प्रत्येति।"—

শারীরকভাষ্য।

* "नामेदं रूपत्वेन च तत्त्वरूपं रूपं चेदं नामभावेन तस्थौ।
एकं तदेकमविभक्तं विभेजुः प्राणैवाम्ने भेदरूपं वदन्ति॥" इति—

বাক্যপদীয় টীকাধৃত শ্রুতি।

tible, to discourse of one is to discourse of the other) বুঝিতে পারা গেল, 'ভাব' শব্দটীর মহর্ষি কাত্যায়ন কৃত দ্বিতীয়পক্ষীয় ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভাব' শব্দটী এস্থানে শব্দস্বরূপপর। জাতিপদার্থবাদ-ও-ব্যক্তিপদার্থের স্বরূপ সুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে, এই বিশ্বাসে আমরা অতঃপর এই স্থানে 'দ্রব্য' (Substance) ও গুণের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, সংসারে একত্ববাদ-দ্বৈতবাদাদি জ্ঞান-সংস্কারহেতু, পুরুষ-বুদ্ধি-বিকল্পজ বহু বাদ বিদ্যমান আছে। পদার্থতত্ত্ব পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই দ্বিবিধ দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট পদার্থতত্ত্ব এক, অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম্); ব্যাবহারিক-দৃষ্টি-প্রতিবিম্বিত পদার্থতত্ত্ব কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধাত্মক, অন্তর্বহির্ভাবে স্থিত। অতএব যে কোন পদার্থ হউক, পারমার্থিক-ব্যাবহারিক-দৃষ্টিভেদ-নিবন্ধন চিরদিনই ভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। বিসংবাদ (Contradiction) বৈষম্যময় সংসারের ধর্ম্ম, সুতরাং সংসারে মতভেদ থাকাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

দ্রব্য ও গুণ এইপদার্থদ্বয়ের লক্ষণসম্বন্ধে আপাতপ্রতীয়মান মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দ্রব্য শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর 'ডু' প্রত্যয় করিলে 'দ্রু' এই পদটী নিষ্পন্ন হয়, এই 'দ্রু' শব্দের উত্তর 'ইবার্থে' 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'দ্রব্য' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"দ্রব্যঞ্চ ভব্যে।"—

পা ৫।৩।১০৪।

অর্থাৎ, নাম রূপত্বদ্বারা বৃত্তরূপ—আকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং রূপ—আকৃতি নামভাবে অবস্থান করে। 'রূপ্যতে ইতি রূপং'। অর্থাৎ, যাহা রূপিত হয়—অভিব্যক্ত হয়, তাহা রূপ—আকৃতি। নাম ও রূপ বা শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থ পরস্পর নিত্যসম্বদ্ধ। নাম ও রূপ-বা-শব্দ ও অর্থসম্বন্ধে দ্বিবিধ-মত আছে। একমতে শব্দ ও অর্থ প্রথমে—সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভক্ত-বা-অব্যাকৃতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সমুদ্রধ্বনিবৎ একাত্মিকা ছিল, তখন ইহার প্রকৃতি, প্রত্যয় ইত্যাদি বিভাগ ছিল না। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই অবিভক্ত শব্দকে প্রকৃত্যাদিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। অবিভক্তশব্দতত্ত্ব বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন জাগতিক পদার্থরূপে অবস্থান করে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের 'বাগ্বৈ' (১।৪।৭) ইত্যাদি মন্ত্রার্থ স্মরণ করিবেন (৩৩৭ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যমতে শব্দ ও অর্থের ভেদরূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থাৎ, ভব্য অভিধেয় হইলে—অভিপ্রেত অর্থের পাত্রভূতত্ব, যোগ্যত্ব বা সারবত্ব বুঝাইতে 'দ্রু' শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া, নিপাতনে 'দ্রব্য' শব্দটী সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'দ্রব্যোঽয়ং রাজপুত্রঃ' এ স্থলে 'দ্রব্য' শব্দটী অভিপ্রেত রাজপুত্রের ভব্যত্ব—পাত্রভূতত্ব (Fitness) বুঝাইতেছে।

"দ্রব্যং ভব্যে গুণাশ্রয়ে।"—

অমরকোষ।

পূজ্যপাদ অমরসিংহ ভব্য—যোগ্যত্ব—সারবত্ব এবং গুণাশ্রয়, 'দ্রব্য' শব্দটীর এই দ্বিবিধ অর্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনীতে পিত্তল, বিত্ত, বৈশেষিক-দর্শনোক্ত-ক্ষিত্যাদি নবপদার্থ, বিলেপন, ভেষজ, ভব্য, ও দ্রুবিকার, 'দ্রব্য' শব্দের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দ্রব্য শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই, অন্যান্য অর্থের প্রসবিতা, অন্যান্য অর্থ ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থেরই রূপান্তর। মহাভাষ্যকার পূজ্য-পাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"অন্বর্থং খল্বপি নির্ব্বচনং গুণসন্দ্রাবো দ্রব্যমিতি।"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ গুণসংদ্রাবের নাম 'দ্রব্য,' দ্রব্যের এবম্প্রকার নির্ব্বচনই অন্বর্থ হইয়াছে, দ্রব্য শব্দের ইহাই যথাযথ নির্ব্বচন। 'গুণসন্দ্রাবো দ্রব্যমিতি' এই মহাভাষ্যবচনের মহানুভব কৈয়ট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"গুণসন্দ্রাব ইতি। সন্দ্রূয়তে, সংগম্যতে, আশ্রীয়তে ইতি সন্দ্রাবঃ। গুণানামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ, সংদ্রুত হয়, সঙ্গত হয়, যাহা বা যাহাতে তাহা 'সংদ্রাব'। গুণের সংদ্রাব = গুণসংদ্রাব। 'দ্রব্য' গুণসংদ্রাব—গুণ সকলের আশ্রয়।

"ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।"

বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৫।

ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ, তাহা 'দ্রব্য'।

গুণ-লক্ষণ।

"সত্ত্বে নিবিশতেঽপৈতি পৃথগ্জাতিষু দৃশ্যতে।
আধেয়শ্চাক্রিয়াজশ্চ সোঽসত্ত্বপ্রকৃতির্গুণঃ॥"—

মহাভাষ্যধৃতকারিকা।

সত্ত্বকে (দ্রব্য) যাহা আশ্রয় করিয়া থাকে, সত্ত্ব হইতে যাহা অপগতও হয়, পৃথগ্-জাতিতে যাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা আধেয়—উৎপাদ্য ও অক্রিয়াজ—অনুৎপাদ্য এবং যাহা অসত্ত্বপ্রকৃতি—অদ্রব্যস্বভাব, তাহা 'গুণ'। *

"द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुण-लक्षणम् ।"—

বৈশেষিকদর্শন।

---

* কৈয়ট বলিয়াছেন, গুণ, সত্ত্ব-বা দ্রব্য হইতে অপগত ও ভিন্নজাতীয় পদার্থে পরিদৃষ্ট হয়, এতল্লক্ষণদ্বারা জাতির গুণত্ব নিবারিত হইয়াছে। জাতিও দ্রব্যাশ্রিত বটে, কিন্তু ইহা কদাচ দ্রব্যকে ত্যাগ করে না, ভিন্ন-জাতীয় পদার্থেও ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। ক্রিয়াও দ্রব্যাশ্রিত, এবং কখন কখন দ্রব্য হইতে নিবৃত্তও হয়, দ্রব্য কখন নিষ্ক্রিয় কখন সক্রিয় হইয়া থাকে, এবং ভিন্নজাতীয় দ্রব্য-কেও ইহা আশ্রয় করে, অতএব গুণত্ব ক্রিয়া-বা-কর্ম্মের ইতর-ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ বলা আবশ্যক। ক্রিয়া হইতে গুণকে পৃথগ্‌রূপে অবধারণ করিতে পারা যাইবে, এইজন্য আধেয়—উৎপাদ্য (ঘটাদির পাকজ-রূপাদি) ও অক্রিয়াজ—অনুৎপাদ্য—নিত্য, গুণকে এই বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। 'গুণ' নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ, ক্রিয়া সর্ব্বত্রই—আধেয়—উৎপাদ্য—সুতরাং অনিত্য। গুণের যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তদ্দ্বারা 'দ্রব্য' পদার্থও লক্ষ্য হইতে পারে, কারণ অবয়বিদ্রব্য অবয়বদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অসমবায়িকারণ সংযোগনিবৃত্তিতে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া উহা স্বাশ্রয় হইতে অপগমনও করে, পৃথগ্‌জাতিতেও উহা পরিদৃষ্ট হয়, নিত্যানিত্যভেদে দ্রব্যও দ্বিবিধ (নিরবয়ব আত্মা ও পরমাণু ইহারা নিত্যদ্রব্য)। তবে গুণ কিনিমিত্ত দ্রব্য হইতে পৃথক্? গুণ অসত্ত্বপ্রকৃতি—অদ্রব্যস্বভাব। দ্রব্য গুণবান্, গুণ গুণবান্ নহে। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—'अद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्' (২।১।১০), ন দ্রব্য—অদ্রব্য, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবিশিষ্ট নহে, যাহা সমবায়িকারণ নহে, তাহা 'অদ্রব্য,' গুণ 'অদ্রব্য,' কারণ গুণ গুণবান্ নহে। যাহা অদ্রব্যবান্—যাহা ক্রিয়া-ও-গুণ-বিশিষ্ট, তাহা 'দ্রব্য'।

"सत्त्व इति। द्रव्यमाश्रयते ततएव च द्रव्यान्निवर्त्तते भिन्नजातीयेषु दृश्यते यः स गुणः। एतेन जातेर्गुणत्वं निवारितम्। सा हि द्रव्ये निविशमाना द्रव्यं न कदाचिज्जहाति। न च भिन्नजातीयानि द्रव्याण्यभिनिविशते। यद्यपि गवाश्वादिषु प्राणित्वमस्ति तथापि प्राणित्वेन तेषामेकजातीयत्वमेव। क्रियायास्तु पूर्व्वोक्तलक्षणयोगाद्गुणत्वं प्राप्नोति। सापि हि द्रव्ये निविशते कदाचित् द्रव्यान्निवर्त्तते। निष्क्रियं हि द्रव्यं कदाचित् भवति कदाचित् सक्रियम्। भिन्नजातीयानि च द्रव्याण्याश्रयतीत्याह। आधेय इति। उत्पाद्यो यथा घटादेः पाकजो रूपादिः। अक्रियाजोऽनुत्पाद्यो यथा आत्मादेर्महत्त्वादि। क्रिया तूत्पाद्यैव न नित्येति तस्या द्वैविध्याभावात् गुणत्वाभावः। एवं तु द्रव्यस्यापि गुणत्वं प्राप्नोति। अवयविद्रव्यमवयवद्रव्येषु निविशतेऽसमवायिकारणसंयोगनिवृत्तौ च विनाशात्ततोऽपैतीति। भिन्नजातीयेषु च कपालादिषु दृश्यते। द्विविधं तन्नित्यानित्यभेदेन। निरवयवस्य द्रव्यस्यात्मपरमाण्वादेर्नित्यत्वादित्याह। असत्त्वप्रकृतिरिति। अद्रव्यस्वभाव इत्यर्थः।"—

কৈয়ট।

অর্থাৎ যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী—দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা 'গুণ'। যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করে, এইমাত্র বলিলে, দ্রব্য ও কর্ম্ম, ইহারাও গুণপদার্থান্তর্ভূত হইতে পারে, কারণ দ্রব্যও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রয়ী। দ্রব্য ও কর্ম্ম যাহাতে গুণলক্ষণান্তর্গত না হয়, গুণলক্ষণ যাহাতে দ্রব্য ও কর্ম্মে অতি-ব্যাপ্ত হইতে না পারে, এইজন্য যাহা 'অগুণবান্' ও 'সংযোগ-বিভাগ-নিরপেক্ষ হইয়া কারণ হইতে পারে না,' গুণের এই দুইটী ইতর-ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

"यदाश्रिताः कर्म्मगुणाः कारणं समवायि यत्।
तद्द्रव्यं समवायी तु निश्चेष्टं कारणं गुणः॥"—

চরকসংহিতা।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন,—কর্ম্ম ও গুণ যাহার আশ্রিত, যাহা সমবায়িকারণ, তাহা 'দ্রব্য' এবং যাহা সমবায়ী—সমবায়াধেয়, যাহা নিশ্চেষ্ট—চেষ্টাব্যতিরিক্ত ও যাহা অসমবায়িকারণ, তাহা 'গুণ'। *

দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের যেরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে উপলব্ধি হইল, 'দ্রব্য' আশ্রয়, 'গুণ' আশ্রয়ী; 'দ্রব্য' সমবায়িকারণ, 'গুণ' সমবায়াধেয়। অতএব বুঝিতে পারা গেল, 'দ্রব্য ও গুণ' ইহারা ভিন্ন পদার্থ।

---

* ভগবান্ পুনর্ব্বসু গুণের তিনটী বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন। ১ম সমবায়ী, ২য় নিশ্চেষ্ট, ৩য় কারণ। চক্রপাণি উক্ত বিশেষণত্রয়ের স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"समवायीति समवायाधेयः। तेन व्यापकद्रव्येभ्यो निष्क्रियेभ्यः आकाशादिभ्यो गुणव्यावृत्तिः। न ह्याकाशादयः समवायाधेयाः।"—

চক্রপাণিটীকা।

'সম্' পূর্ব্বক 'অব' পূর্ব্বক 'অয়' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'সমবায়' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সমবায়শব্দটী সমূহ—সমুদায় (Aggregate, collection) এই অর্থের বাচক। সমবায়+ইন্=সমবায়ী। চক্রপাণি বলিয়াছেন, যাহা সমবায়াধেয়—সমবায়োৎপাদ্য, তাহা সমবায়ী। গুণ সমবায়ী, অর্থাৎ গুণ সমবায়োৎপাদ্য। নিষ্ক্রিয়, ব্যাপক, আকাশাদি সমবায়াধেয় নহে। যাহা স্বসমবেতকার্য্য উৎপাদন করে, তাহা সমবায়িকারণ। দ্রব্য স্বসমবেতকার্য্য উৎপাদন করে, এইনিমিত্ত দ্রব্য সমবায়িকারণ। গুণ ও কর্ম্ম স্বসমবেত কার্য্যের জনক নহে, সুতরাং ইহারা সমবায়িকারণ নহে।

"द्रव्यमेव हि द्रव्यगुणकर्म्मणां समवायिकारणम्। समवायिकारणञ्च तत् यत्स्वसमवेतं कार्य्यं जनयति। गुणकर्म्मणी तु न स्वसमवेतं कार्य्यं कुरुतः। अतो न ते समवायिकारणे।"—

চক্রপাণিটীকা।

দ্রব্য-ও-গুণের স্বরূপনির্দ্দেশার্থ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যেরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদ প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ বাদ জাগরূক থাকাতে প্রত্যেক পদার্থই ভেদাভেদ এই দ্বিবিধদৃষ্টিদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা অভেদবাদী, তাঁহারা ভিন্নরূপে উপলভ্যমান নিখিল পদার্থকেই একভাবে—অভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন; ভেদজ্ঞান তাঁহাদের মতে মিথ্যাজ্ঞান—অবিদ্যাপ্রসূত-জ্ঞান।

ভেদবাদীদিগের সিদ্ধান্ত এতদ্বিপরীত। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মাধ্ব, প্রাভাকর ইত্যাদি, ইঁহারা ভেদবাদী। ভট্ট ভাস্করানুযায়ী ত্রিদণ্ডী ও জৈন, ইঁহারা কার্য্য-কারণের ভেদাভেদবাদী। ভেদবাদিগণের মধ্যেও ভেদপদার্থসম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা যথাস্থানে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব। এক্ষণে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ-নিরূপণার্থ কিরূপ তর্ক ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

প্র। দ্রব্য কি, এবং কাহারাই বা গুণ পদার্থ?

উ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, ইহারা গুণপদবাচ্য-অর্থ এবং শব্দাদি গুণভিন্ন-পদার্থ 'দ্রব্য'।

প্র। রূপাদিব্যতিরিক্ত দ্রব্যনামধেয় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় কৈ? রূপাদি-গুণসন্নিবেশ পদার্থকেই, আমরা দ্রব্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। ঘটাদি দ্রব্যপদার্থকে বহুধা বিভক্ত করিলেও রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের পৃথক্-সত্তা অনুভূত হয় না, এইজন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, দ্রব্য, রূপাদি গুণপদবাচ্য-অর্থ হইতে বস্তুতই কি পৃথক্?

উ। প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি না হইলেও, অনুমান-প্রমাণদ্বারা দ্রব্য ও গুণের ভিন্নতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। গুণ হইতে দ্রব্যের ভিন্নত্ব অনুমানগম্য।

প্র। কিরূপ অনুমান-বা-যুক্তিদ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয়ের ভিন্নতা উপলব্ধ হইয়া থাকে?

উ। রূপাদি গুণ, লৌহ ও কার্পাস, এই উভয়দ্রব্যেই বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি আমরা তুল্যপরিণাহ (of equal extension) লৌহ ও কার্পাস তোলনযন্ত্রে স্থাপন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, তুলাগ্র অন্যথাভাবাপন্ন হয়, লৌহের গুরুত্ব ও কার্পাসের লঘুত্ব-বশতঃ তুলাদণ্ডের একাগ্র অবনমিত ও অপরাগ্র উন্নমিত হয়। যে কারণবশতঃ তুলাগ্রের এই অবনামোন্নামলক্ষণভেদ হইয়া থাকে,

নিশ্চয়ই তাহা রূপাদিগুণাত্মক নহে। তুলাগ্রের এইরূপ আরোহাবরোহ-লক্ষণ-বিশেষের যাহা কারণ, তাহা 'দ্রব্য'। গুরুত্বের সমবায়িকারণই রূপাদিগুণব্যতিরিক্ত 'দ্রব্য' নামক পদার্থ।

প্র। গুরুত্বই তুলাগ্রের অবনামহেতু। গুরুত্ব ত গুণপদার্থ, ভগবান্ কণাদও গুরুত্বকে গুণপদার্থশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, রূপাদি-গুণব্যতীত গুরুত্বাদি গুণই কি দ্রব্যপদার্থ? যদি তাহা'ই হয়, তবে দ্রব্য ও গুণের পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হইল কৈ? দ্রব্যও তাহা হইলে গুণান্তরই হইতেছে।

উ। গুরুত্বের কারণ কি? তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস তুল্যপরিমাণ হয় না কিজন্য? যে যাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার যাহা ব্যাপ্য বা পরিচ্ছিন্নভাব, তাহার সহিত তাহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, এবং যাহার সহিত যাহার আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে। আন্তর্য্য-বা আন্তরিক সম্বন্ধের মাত্রানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কার্য্য বা বিকারপদার্থমাত্রেই পরমকারণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেকের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সকলেই সকলকে ন্যূনাধিকরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণই গুরুত্বের কারণ। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, বুঝিয়াছি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়ার উপলব্ধি, তাহা কর্ম্মের (Work) অনুভূতি। বিরুদ্ধশক্তির বাধা (Resistance) অতিক্রমকরাই কর্ম্মের রূপ। যখন আমরা কোন দ্রব্যকে উত্তোলন করি, তখন আমাদের পেশীয়বল আকর্ষণশক্তির বাধাকে অতিক্রম করে। পেশীয় বল যে মাত্রায় বাধিত হয়, উন্নমিতদ্রব্যের গুরুত্ব তন্মাত্রায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। *

আকর্ষণই যে গুরুত্বের কারণ, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে জানিতে হইবে, তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস তুল্যপরিমাণ হয় না, ইহার হেতু কি? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, যে কারণবশতঃ তুল্যপরিণাহ লৌহ ও কার্পাস সমপরিমাণ নহে, তাহা 'দ্রব্য'। যাহাতে যেপরিমাণ 'দ্রব্য' থাকে, তাহা সেই পরিমাণে গুরু হয়। † গুরুত্ব বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের গুণফল (Product), ইহা দ্রব্যাশ্রিত, এইনিমিত্ত

* "When a body is moved against force of any kind, work is said to be done against the force. For example, when a mass is lifted vertically, work is done against the force of gravity."—

Elementary Dynamics.

† "Now the attractive power of bodies is in proportion to the amount of matter they contain."—

Astronomy by J. N. Lockyer.

ভগবান্ কণাদ ইহাকে গুণপদার্থশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কোন বস্তু, দেখিতে পাওয়া যায়,—স্পর্শমাত্রেই ছিন্ন হইয়া যায়, কোন বস্তু লম্বমান হইয়াও ছিন্ন হয় না, যে কারণবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থ।

কোন বস্তুকে একটী প্রহার বা আঘাতেই বিভক্ত করা যায়, কোন বস্তু একাধিক প্রহার বা আঘাতেও বিভক্ত হয় না; যে কারণবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা রূপাদিব্যতিরিক্ত পদার্থ। *

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যাহা বলিলেন, তাহা হইতে রূপাদিব্যতিরিক্ত গুণ সকলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল বটে, কিন্তু সামান্য বিশেষ সর্ব্বপ্রকার গুণের আশ্রয় 'দ্রব্য' নামক স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল কৈ? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহসংস্কার ও অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম), † এই সমস্ত গুণ বিয়োগ করিলে, দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে কি? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি?

---

* "किं पुनर्द्रव्यं के पुनर्गुणाः। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा गुणास्ततोऽन्यद्द्रव्यम्। किं पुनरन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यमाहोस्विदनन्यत्। गुणस्यायं भावाद्द्रव्ये शब्दनिवेशं कुर्व्वन् ख्यापयत्यन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यमिति। अनन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यम्। न ह्यन्यदुपलभ्यते। पशोः खल्वपि विशसितस्य पर्णशते न्यस्तस्य नान्यच्छब्दादिभ्य उपलभ्यते। अन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यम्। तत्त्वनुमानगम्यम्। कोऽसावनुमानः? इह समाने वर्ष्मणि परिणाहे च अन्यत्तुलाग्रं भवति लोहस्य अन्यत् कार्पासानां यत्कृतो विशेषस्तद्द्रव्यम्। तथा कश्चित् स्पर्शनेव छिद्यते। कश्चित् लम्बमानोऽपि न छिद्यते। यत्कृतो विशेषस्तद्द्रव्यम्। तथा कश्चिदेकेनैव प्रहारेण व्यपवर्गं करोति कश्चित् द्वाभ्यामपि न करोति। यत्कृतो विशेषस्तद्द्रव्यम्।"—

মহাভাষ্য।

† "रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः।"—

বৈশেষিকদর্শন।

ভগবান্ কণাদ গুরুত্বাদি গুণপদার্থসমূহের নাম এই সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, উঁহারা তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কেহ যেন এরূপ না বুঝেন। উপস্কারপ্রণেতা শ্রীযুক্ত শঙ্করমিশ্র এবং মুক্তাবলীকার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পঞ্চানন বলিয়াছেন, গুরুত্বাদি প্রসিদ্ধ গুণ বলিয়া, ভগবান্ কণাদ ইঁহাদের পৃথগুপন্যাস করেন নাই। গুরুত্বাদিকে তিনি যে গুণপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গুণপদার্থনির্ব্বাচক উক্ত সূত্রটী হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः।"—

প্রযত্ন পদটীর সহিত 'চ' এই নিপাতের সংযোগ করাতে গুরুত্বাদি গুণপদার্থ সমুচ্চিত হইয়াছে।

"अथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि प्रादुर्भवत्सु तत्त्वं न विहन्यते तद्द्रव्यम्। आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुर्भवन्ति। आमलकं बदरमित्येव भवन्ति।"—

মহাভাষ্য।

"चकारेण गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारधर्म्माधर्म्मशब्दान् समुच्चिनोति, ते हि प्रसिद्धगुणभावा एवेति वदन्ती टीका।"—

উপস্কার।

পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সামান্য, বিশেষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, বাহ্য, একৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্তঃকরণগ্রাহ্য, কারণগুণপূর্ব্বক, অকারণগুণপূর্ব্বক, সমানজাত্যারম্ভক, অসমানজাত্যারম্ভক, সমানাসমানজাত্যারম্ভক, স্বাশ্রয়সমবেতারম্ভক, পরত্রারম্ভক, উভয়ত্রারম্ভক, ক্রিয়াহেতু, প্রদেশবৃত্তিক, আশ্রয়ব্যাপী, যাবদ্দ্রব্যভাবী, অযাবদ্দ্রব্যভাবী, বুদ্ধ্যপেক্ষ, গুণপদার্থকে ইত্যাদি নানাবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, ভাবনা ও শব্দ, প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন, ইহারা 'বিশেষগুণ'—দ্রব্যবিশেষব্যবস্থাপক 'অসাধারণ গুণ'। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও বেগ ইহারা সামান্যগুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ ইহারা 'মূর্ত্ত' এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা ও শব্দ ইহারা 'অমূর্ত্ত' গুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, ইহারা বাহ্য একৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ, অর্থাৎ, শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রূপ নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রস রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ, ইহারা নয়ন ও ত্বক্ এই দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইহারা চাক্ষুষ ও স্পার্শন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, ইহারা অন্তঃকরণগ্রাহ্য। গুরুত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা অতীন্দ্রিয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণৈকত্ব, একপৃথক্ত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগ, ইহারা কারণগুণপূর্ব্বক। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা ও শব্দ, ইহারা অকারণগুণপূর্ব্বক।

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে জড়পদার্থের সাধারণ ও অসাধারণ বা বিশেষ, এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। স্থানব্যাপকত্ব বা বিস্তৃতি (Extension), স্থানান্তরোধকত্ব (Impenetrability), বিভাজ্যতা (Divisibility), সান্তরতা (Porosity), আকুঞ্চনীয়তা (Compressibility), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity), জড়ত্ব (Inertia) ও গুরুত্ব (Gravity), এইগুলি জড়পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম, এবং মূর্ত্তত্ব (Solidity), দ্রবত্ব (Fluidity), সহত্ব (Tenacity), তান্তবতা (Malleability), বর্ণ (Colour) ইত্যাদি, ইহারা বিশেষ ধর্ম্ম। বিস্তৃতি ও স্থানব্যাপকত্ব জড়পদার্থের আদ্য সাধারণধর্ম্ম। সকল জড়বস্তুই, অধিক কি পরমাণুও, বিস্তৃতিবিশিষ্ট।

"The first general property of bodies with which we are concerned is their *extension* or *magnitude*; that is, the extent of space they occupy. All bodies, even the smallest atoms, have a certain extension."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 5.

অথবা গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইলেও যে কারণনিবন্ধন তত্ত্ব—একাকার-বুদ্ধি বিহত হয় না—নষ্ট হয় না, তাহা 'দ্রব্য'। আমলকাদি দ্রব্যবুদ্ধি—আমলকাদি দ্রব্যোপলব্ধি যদি কেবল রূপাদিগুণালম্বনা হইত, রূপাদি গুণই যদি আমলকাদি দ্রব্যের

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিণ্টন্ (Hamilton) গুণপদার্থকে (Qualities) প্রাইমারী (Primary), সেকণ্ডো-প্রাইমারী (Secundo-Primary) ও সেকেণ্ডরী (Secondary), এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও গুণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তবে তিনি, পণ্ডিত হ্যামিণ্টন্‌কর্ত্তৃক রক্ষিত 'প্রাইমারী' 'সেকণ্ডো-প্রাইমারী' ও 'সেকেণ্ডরী,' গুণবিভাজক এই নামত্রয়ের পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাটিক্যাল্ (Statical), ষ্ট্যাটিকো-ডিনামিক্যাল্ (Statico-dynamical) ও ডিনামিক্যাল্ (Dynamical), এই তিন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পণ্ডিত হ্যামিণ্টন্ বলিয়াছেন—

"The Primary Qualities dependent on the apprehension and notion of body as space-filling, and therefore as ultimately incompressible, are the essential elements or conditions of our conception of body. These are (1) Extension, (2) Divisibility, (3) Size, (4) Density or Rarity, (5) Figure, (6) Absolute incompressibility, (7) Mobility, (8) Situation. All such are deducible from the space-filling. The Secundo-primary qualities, dependent on the apprehension of the fact and mode or degree of resistance, are contingent or accidental. They may be dispensed with and yet the conception of body remain. And the Secondary qualities—the sensations—are merely consciousness in the organism of effects ultimately learned to be caused by obscure properties in the extra-organic objects."—

Hamilton by *John Veitch L. L. D., P.* 143-144.

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ বলিয়াছেন—

"The divisions (Dynamical, Statico Dynamical and Statical Attributes) thus designated, answer to those which Sir William Hamilton classes as Secondary, Secundo-Primary, and Primary. While coinciding in the general distinctions drawn in his dissertation, I do so on other grounds than those assigned, and adopt another nomenclature for several reasons. One is that the names Primary, Secundo-Primary and Secondary, implying, as they in some degree do, a serial genesis in time, do not, as it seems to me, correspond with the true order of that genesis, subjectively considered; while objectively considered, we cannot assign priority to any. Another is that these terms, as used by Sir William Hamilton, have direct reference to the Kantian doctrine of Space and Time, from which I dissent. And a third is that the terms above proposed are descriptive of the real distinctions among these three orders of attributes."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 136.

একমাত্র উপলব্ধি-হেতু হইত, আমলকাদির পূর্ব্বরূপাদি বিনষ্ট হইয়া অপূর্ব্বরূপাদির প্রাদুর্ভাব হইলে, 'ইহা সেই আমলক' এবম্প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয় (Recognition) হইত না। পাকজ রূপাদির প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন ভিন্নাকারবুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও 'তাহা আছে,' যে কারণবশতঃ এইরূপ প্রত্যয় বিলুপ্ত হয় না, তাহা রূপাদি-গুণাশ্রয় 'দ্রব্য' পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, পাকজরূপাদির প্রাদুর্ভাব হইলে পূর্ব্বদ্রব্য বিনষ্ট হইয়া অপূর্ব্বদ্রব্যের আরম্ভ হয়। দ্রব্য ভিন্ন হইলেও জাতির একত্বনিমিত্ত, জাতি প্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়পূর্ব্বক 'ইহা তাহা' এইরূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'দ্রব্য' জাতির আধার। জাতিব্যতিরেকে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না, দ্রব্যব্যতিরেকেও (জাতি দ্রব্যাশ্রিত এইজন্য) জাতির উপলব্ধি হয় না, অতএব দ্রব্য-নামক স্বতন্ত্র পদার্থের সদ্ভাব সপ্রমাণ হইতেছে। *

"यदि नहि षष्ठीसमर्थात् गुणे प्रत्यया उत्पद्यन्ते ।"—

महाभाष्य।

'দ্রব্য' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, যাহা 'গুণসংদ্রাব'— গুণের আশ্রয়, তাহা 'দ্রব্য'। দ্রব্যকে গুণাশ্রয় বলিয়া বুঝিলে 'দ্রব্য' ও 'গুণ' এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম সুখবোধ্য হইয়া থাকে। ষষ্ঠীসামর্থ্য বা ষষ্ঠীব্যপদেশ দ্বারা গুণকে দ্রব্যহইতে পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গন্ধ, রূপ, রস, শব্দ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দগুলি উচ্চারিত হইলে, কাহার রূপ, কাহার রস, কাহার শব্দ, অর্থাৎ, রূপরসাদি কাহার আশ্রিত, ইত্থম্ভূত প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়, কিন্তু কাহার পৃথিবী, কাহার জল, কাহার আকাশ, কেহ এবম্প্রকার প্রশ্ন করেন না। এতদ্দ্বারা দ্রব্য হইতে গুণের পার্থক্য বা বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। †

* यदि रूपाद्याश्रयमेवामलकादिबुद्धिः स्यात्तदा पूर्व्वरूपादिविनाशादपूर्व्वरूपादिप्रादु-र्भावात् तदेवेदमामलकमिति प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययो नोत्पद्येत। अस्ति च भिन्नाकारबुद्ध्युत्पत्तिमत-आदस्ति रूपाश्रयो 'द्रव्यम्'। एतच्च पाकजरूपाद्युत्पत्तौ ये द्रव्यविनाशं नेच्छन्ति। तन्मते न द्रव्यं प्रत्यभिज्ञाश्रयेणोक्तम्। ये तु पाकजरूपाद्युत्पत्तौ पूर्व्वद्रव्यविनाशमपूर्व्वद्रव्यारम्भं चाभ्युप-गच्छन्ति तन्मते न द्रव्यभेदेऽपि जातेरेकत्वाज्जातिप्रत्यभिज्ञाश्रयेणोक्तम्। जातिश्चाधारो द्रव्यं ततो जातिमन्तरेण प्रत्यभिज्ञाया अभावाद् द्रव्यमन्तरेण जात्युपलम्भाभावाद्द्रव्यस्य सद्भाव-सिद्धः।"—

कैयट।

† বিদেশীয় স্কুল লজিশিয়ান্‌দিগের (School Logicians) মধ্যে দ্রব্য ও গুণের বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। পণ্ডিত মিলের নিম্নোদ্ধৃত বচন সকল পাঠ করিয়া দেখুন।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্রব্য ও গুণের বৈধর্ম্ম্য-প্রদর্শনার্থ যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা পরে তাহাদের তাৎপর্য্যাবধারণের চেষ্টা করিব, এক্ষণে অন্যান্য দর্শনে দ্রব্য ও গুণের স্বরূপ যেরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা দেখিব।

“अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः।”—

যোগসূত্রভাষ্য।

দ্রব্য যখন কদাপি গুণব্যতিরিক্ত হইয়া অবস্থান করে না, তখন ইহাকে গুণভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করিলেও দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের অভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, লোকে এই ত্রিবিধ ভেদের পরিচিতি আছে। এক বৃক্ষের শাখা-স্কন্ধ-পত্রাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর-প্রতিযোগিক যে ভেদোপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা ‘স্বগত ভেদ’; বৃক্ষান্তর-প্রতিযোগিক বা দুইটী বৃক্ষের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা ‘সজাতীয় ভেদ’ এবং পাষাণাদিপ্রতিযোগিকভেদ—বৃক্ষ ও পাষাণ এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদজ্ঞানের অনুভব হয়, তাহা ‘বিজাতীয় ভেদ’। *

পতঞ্জলিদেব দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ বলিয়াছেন, অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগত-

---

“An attribute, say the school logicians, must be the attribute *of* something; colour, for example, must be the colour *of* something; goodness must be the goodness *of* something: and if this something should cease to exist, or should cease to be connected with the attribute, the existence of the attribute would be at an end. A substance, on the contrary, is self-existent; in speaking about it, we need not put *of* after its name. A stone is not the stone *of* anything; the moon is not the moon *of* anything, but simply the moon.”—

Mill's Logic, Vol. I. P. 60.

“भेद एव षष्ठी-श्रुतेः।”—

অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তি ভেদখ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার দেহ বলিলে, দেহ ও আমি যে এক নহি, তাহা প্রতিপন্ন হয়। অতএব ভেদখ্যাপনই ষষ্ঠী-সামর্থ্য।

* “लोके वृक्षादिपदार्थेषु स्वगतः सजातीयो विजातीयश्चेति त्रिविधो भेदोऽस्ति। यथा शाखापत्रपुष्पादीनां परस्परप्रतियोगिको वृक्षस्य स्वगतो भेदः। वृक्षान्तरप्रतियोगिकः सजातीयः। पाषाणादिप्रतियोगिको विजातीयः।”—

ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

“प्रमाणबलात् तथान्तरमेव इति वैशेषिकाद्यभिमानात्, पदार्थपर्यालोचनेन तत्स्वरूपेण च त्रिविधो भेद इति सांख्याः पातञ्जलाश्च, इदमेव मतं भेदवादित्वेन प्रसिद्धैर्माध्वैरपि स्वीक्रियते।”—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

সমূহই, 'দ্রব্য'। 'অব' পূর্ব্বক মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'অবয়ব' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবযুত—মিশ্রিত বা সমবেত হয়, যাহা সমবায়ী—সমবায়াধেয়, তাহা 'অবয়ব'। অমরকোষে অঙ্গ, প্রতীক, অবয়ব ও অপঘন এই শব্দচতুষ্টয় সমানার্থকরূপে ধৃত হইয়াছে। 'সমূহ' শব্দটী 'সম্' পূর্ব্বক 'উহ' (অভ বিতর্কে) ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমূহ, ব্যূহ, সংঘাত, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, সংহতি (Assemblage, Aggregate in general) ইহারা একার্থবোধক।

"स पुनर्द्विविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च। युतसिद्धावयवः समूहो वनं सङ्घ इति। अयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृक्षः परमाणुरिति।"—

পা, যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ যুতসিদ্ধাবয়ব-ও-অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদে সমূহ পুনরপি দ্বিবিধ। যে সমূহের অবয়ব সকল সান্তরাল, যে সমূহের অবয়ব সকল যুত-বা-লৌকিক সংযোগ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা 'যুতসিদ্ধাবয়বসমূহ' এবং যাহা তদ্বিপরীত, যে সমূহের অবয়ব সকল যুত-বা-লৌকিকসংযোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, যে সমূহের অবয়ব সকল সান্তরাল নহে, —যাহার অবয়ব সকলের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (Intermolecular space) স্থূলদৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না, তাহা অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহ। বন, যূথ ইত্যাদি ইহারা যুতসিদ্ধাবয়ব-সমূহের, এবং শরীর, বৃক্ষ, পরমাণু, * ইহারা অযুতসিদ্ধাবয়বসমূহের দৃষ্টান্ত। অযুত-

---

অর্থাৎ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে, 'ভেদ' প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতত্ত্বান্তর, অন্যোন্যাভাবই ভেদশব্দের ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত প্রকৃত অর্থ। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতে 'ভেদ' পদার্থধর্ম্মত্ব-ও-তৎস্বরূপাত্মক এই দ্বিবিধ। ভেদবাদী মাধ্বও এই সাংখ্য-পাতঞ্জল-সম্মত দ্বিবিধ ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

* "अयं च परमाणुर्वैशेषिकैस्त्रसरेणुरित्युच्यते।"—

যোগবার্ত্তিক।

অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত 'পরমাণু' বৈশেষিক শাস্ত্রে ত্রসরেণু (Ternary compound) শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

"Substances containing only two atoms he (Dalton) called binary compounds; those composed of three atoms, ternary compounds; of four, quaternary, and so on."—

Lectures on Chemistry by H. M. Noad.

"मूर्त्तिः काठिन्यं पृथिवीत्वमिति यावत्। मूर्त्ता सजातीयानां गन्धादिपञ्चानाम् एकपरिणामः पृथिवीपरमाणुः स्थूलपृथिव्याः परमसूक्ष्मावस्थेत्यर्थः।"—

যোগবার্ত্তিক।

সিদ্ধাবয়বসমূহের অবয়বগতভেদ ‘স্বগতভেদ’। দ্রব্য ও গুণ এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও স্বগতভেদজ্ঞান। শাখা, স্কন্ধ, পত্র ইত্যাদি বৃক্ষাবয়বসমূহই ‘বৃক্ষপদার্থ,’ শাখা-স্কন্ধাদি বৃক্ষাবয়বসমূহব্যতিরিক্ত, শাখা-স্কন্ধাদি বৃক্ষাবয়বসমূহের আশ্রয়-বা-অবয়বীর পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতসমূহ—সংঘাত ‘দ্রব্য’। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ত্ব, ভূত সকলের এই পঞ্চবিধ অবস্থা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। *

ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—

“तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिर्धर्म्मैः स्थूलशब्देन परिभाषिता एतद्भूतानां प्रथमं रूपम्।”—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ সামান্য-বিশেষসমূহ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের শব্দাদি বিশেষধর্ম্ম সকল, আকারাদি সহকারধর্ম্মের সহিত স্থূলশব্দদ্বারা পরিভাষিত হইয়া থাকে। ভূত সকলের স্থূলরূপই প্রথমরূপ। আকার (অবয়ব—সংস্থান—Shape—Form), গৌরব (গুরুত্ব—Gravity), রৌক্ষ্য (Roughness) ইত্যাদি ইহারা পার্থিব-সহকারধর্ম্ম। স্নেহ, সৌক্ষ্ম্য, শৈত্য ইত্যাদি ইহারা জলীয়-সহকারধর্ম্ম। ঊর্দ্ধভাক্ত্ব, পাচকত্ব, দগ্ধৃত্ব ইত্যাদি ইহারা তৈজস-সহকারধর্ম্ম। তির্য্যগ্‌যান (Transverse motion), নোদন (Impulse), বল (Power or Vis-Acceleration) ইত্যাদি ইহারা বায়বীয়-সহকারধর্ম্ম। সর্ব্বতোগতি—বিভুত্ব, অব্যূহ ইত্যাদি ইহারা আকাশীয়-সহকারধর্ম্ম। ভূত সকলের দ্বিতীয়-রূপ।—মূর্ত্তি পৃথিবীর; স্নেহ জলের; উষ্ণতা তেজের; প্রণামিত্ব বায়ুর এবং সর্ব্বতোগতিত্ব আকাশের স্বরূপ বা দ্বিতীয়রূপ। ভূত সকলের তৃতীয়রূপ।—পঞ্চতন্মাত্রই, পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা বা তৃতীয়রূপ। ভূত সকলের চতুর্থরূপ।—

পতঞ্জলিদেবের মতে সামান্যবিশেষসমূহ ‘দ্রব্য’। বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃতবচন-সমূহ-দ্বারা এই পাতঞ্জলমতের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝাইয়াছেন। মূর্ত্তি—কাঠিন্য পৃথিবীর স্বরূপ, পৃথিবীর পৃথিবীত্ব, পৃথিবীর সামান্য। মূর্ত্তির সহিত সজাতীয় শব্দাদিতন্মাত্রের যে একপরিণাম, তাহা পৃথিবী-পরমাণু—স্থূল পৃথিবীর পরমসূক্ষ্মাবস্থা। জলাদি ভূতচতুষ্টয়সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। স্নেহের সহিত গন্ধব্যতীত চতুস্তন্মাত্রের যে এক পরিণাম, তাহা জলপরমাণু। পাঠক! আর্য্যেরা পঞ্চভূতকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা স্মরণ করুন এবং কাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাহাও স্থির করুন।

* “स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः।”—

পাং, দং, বিভূতিপাদ, ৪৩ সূত্র।

প্রখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই ভূত সকলের অন্বয়াখ্য চতুর্থরূপ। ভূত সকলের পঞ্চমরূপ।—অর্থবত্ত্ব—ভোগাপবর্গার্থতা। * কোন পদার্থ অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন নহে। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ; অতএব পদার্থ যে অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন নহে, তাহা সুখবোধ্য। ভোগ ও মোক্ষপ্রদান-শক্তিই নিখিল অর্থ—প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।"—

পাং দং, সাধনপাদ।

অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক (স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ভূত ও স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ইন্দ্রিয়ের কারণ), ভোগা-পবর্গ-(ভোগ-ও-মুক্তি)-প্রয়োজন, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ, এবং স্থিতিশীল তমঃ, † এইগুণত্রয় প্রধানতঃ দৃশ্যপদার্থ (Objective reality)।

"विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्व्वाणि।"—

পাং দং সা, পা, ১৯ সূত্র।

পতঞ্জলিদেব পূর্ব্বসূত্রদ্বারা দৃশ্যপদার্থের সামান্য পরিচয় দিয়াছেন, স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপ ভূত-ও-ইন্দ্রিয়াত্মক সত্ত্বাদি গুণত্রয় দৃশ্য, দৃশ্যের এতাবৎ পরিচয় সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে না, এতদ্দ্বারা গুণত্রয়েরই দৃশ্যত্ব স্পষ্টরূপে সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তদ্বিকার-বা-

---

* पार्थिवास्तावद्धर्म्माः—"आकारो गौरवं रौक्ष्यं वरणं स्थैर्य्यमेव च। वृत्तिभेदः क्षमा कार्ष्ण्यं काठिन्यं सर्व्वभोग्यता॥" अपां धर्म्माः—"स्नेहः सौक्ष्म्यं प्रभा शौक्ल्यं मार्द्दवं गौरवञ्च यत्। शैत्यं रक्षा पवित्रत्वं सन्धानं चौदका गुणाः॥" तैजसा धर्म्माः—"ऊर्द्ध्वभाक् पाचकं दग्धृ पावकं लघु भास्वरम्। प्रध्वंस्योजस्वि वै तेजः पूर्व्वाभ्यां भिन्नलक्षणम्॥" वायवीया धर्म्माः—"तिर्य्यग्यानं पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्। चलमच्छायता रौक्ष्यं वायोर्धर्म्माः पृथग्विधाः॥" आकाशीया धर्म्माः—"सर्व्वतोगतिरव्यूहो विष्टम्भश्चेति च त्रयः। आकाशधर्म्मा व्याख्याता पूर्व्वधर्म्मविलक्षणा इति॥"

† প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই শব্দত্রয়ের পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"प्रकाशो बुद्ध्यादिवृत्तिरूपालोको भौतिकालोकश्च। क्रिया यत्नश्चलनं च। स्थिति-प्रकाशक्रियाभ्यां यथोक्ताभ्यां शून्यत्वं तयोः प्रतिबन्धः इति यावत्।"—

অর্থাৎ প্রকাশ=বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিরূপ ও ভৌতিক আলোক (Psychical and material light), ক্রিয়া=যত্ন ও চলন (Mental and bodily motion), স্থিতি=যথোক্ত প্রকাশ ও ক্রিয়াশূন্যত্ব, প্রকাশ ও ক্রিয়ার প্রতিবন্ধ (Resistance)।

কার্য্যের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, মহদাদি ত্রিগুণবিকার বা ত্রিগুণকার্য্যও যে দৃশ্য, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। পতঞ্জলিদেব তা'ই 'विशेषाविशेषलिङ्ग-मात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि' এই সূত্রের উপদেশ করিয়াছেন। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে, বংশের যেরূপ পর্ব্ব (Division) দৃষ্ট হয়, বংশপর্ব্বগুলি যেরূপ বংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, ত্রিগুণাত্মক বংশের সেইরূপ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ-মাত্র ও অলিঙ্গ, বীজাঙ্কুরবৎ, ত্রিগুণ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন এই চারিটী পর্ব্ব বা অবস্থা আছে। ত্রিগুণাত্মক বংশ পর্ব্বচতুষ্টয়াত্মক। পঞ্চভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী) ও একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ সত্ত্বগুণপ্রধান এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, রজোগুণপ্রধান এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক—উভয়গুণপ্রধান মনঃ মিলিত একাদশ) এই ষোড়শসংখ্যক পদার্থ, ত্রিগুণের বিশেষাখ্য পরিণাম—বিশেষপর্ব্ব। পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ও অস্মিতা * এই ছয়টী ত্রিগুণের অবিশেষ পরিণাম—অবিশেষ পর্ব্ব। সত্তামাত্রাত্মক প্রকৃতির আদ্যবিকার মহত্তত্ত্ব লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব, † এবং সাম্যাবস্থানামক অব্যক্তই অলিঙ্গ পর্ব্ব—অলিঙ্গ পরিণাম।

---

* "अस्मितालक्षणस्य अभिमानधर्मकस्य — श्रवणस्पर्शनदर्शनादिरूपविशेषरहितस्याहङ्कार-स्येति शेषः।"

যোগবার্ত্তিক।

অর্থাৎ, শ্রবণ-স্পর্শন-দর্শনাদি-রূপবিশেষরহিত, অভিমানধর্ম্মক, অহঙ্কারের (Egotism) নাম 'অস্মিতা'।

† "शब्दादयः पञ्चाविशेषाः षष्ठश्चाविशेषोऽस्मितामात्र इति। एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः; यत्तत् परमविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वम्।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র এবং অস্মিতা, এই ছয়টী সত্তামাত্রাত্মক মহত্তের অবিশেষপর্ব্ব—অবিশেষপরিণাম। যাহা অবিশেষের পূর্ব্বোৎপন্ন, যাহা বংশোদ্ভিৎপর্ব্বের ন্যায় সংসার-বৃক্ষের অঙ্কুর বা আদ্যপর্ব্ব (First stage of Evolution), সংসার-বৃক্ষের যাহা সত্তা-বা-অস্তিতামাত্র পরিণাম, তাহা মহদাখ্য লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব। এই মহত্তত্ত্বই অহঙ্কারাদি অখিল বিকারের আধার। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বেরই বৃদ্ধিপরিণাম—বৃদ্ধিভাববিকার।

"तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति प्रतिसंसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय।"—

যোগসূত্রভাষ্য।

অর্থাৎ, অবিশেষ-ও-বিশেষ পদার্থসমূহ সত্তামাত্রাত্মক মহত্তত্ত্বে অনাগতাবস্থায়—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিয়া উত্তরোত্তর বংশপর্ব্বের ন্যায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মকরূপ বিবৃদ্ধি-কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ।"—

সাং দং ১।৬১।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের * সাম্যাবস্থার (অন্যূন-ও-অনতিরিক্তা-

---

* "সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি-ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ, পুরুষপশুবন্ধক-ত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

ভাবার্থ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা 'গুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংশয় হইতে পারে, ভগবান্ কণাদ যে অর্থে গুণশব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কি তদর্থেই ব্যবহৃত হয়,—ইহারা কি অগুণবান্? ইহারা কি অসমবায়িকারণ? পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু এতাদৃশ সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয় বৈশেষিক-দর্শনোক্ত গুণপদার্থ (Attribute) নহে, ইহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, সংযোগ-বিভাগবত্ত্ব এবং লঘুত্ব-চলত্ব-ও-গুরুত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন দ্রব্যত্বই সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে, তাহা হইলে সাংখ্যাদিশাস্ত্র ও শ্রুতি কোন্ উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে 'গুণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন? বিজ্ঞানভিক্ষু এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পুরুষের উপকরণ—(ভোক্তৃ আত্মার ভোগসাধন) বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ-পশু-বন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জুনির্ম্মাতৃত্বনিবন্ধন, সত্ত্বাদি দ্রব্যপদার্থের 'গুণ' সংজ্ঞা হইয়াছে। গুণ শব্দটীর অভিধানে, রজ্জু-ও-উপকরণার্থও ধৃত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—গুণশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব সমেষ্ববয়বেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা, গুণবানয়ং ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে, যঃ সম্যগাচারং করোতি। অস্তি সংস্কারে বর্ত্ততে, তদ্যথা সংস্কৃতমন্নং গুণবদিত্যুচ্যতে। অথবা সর্ব্বমেবায়ং গুণশব্দঃ সমেষু অবয়বেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা দ্বিগুণ-মধ্যয়নং দ্বিগুণমধ্যয়নমিত্যুচ্যতে।"—

'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ভাবার্থ।

গুণ-শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'সম অবয়ব' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়, যথা 'দ্বিগুণরজ্জু' অর্থাৎ, দুই সমান অবয়বের মিলিত রজ্জু। 'গুণ'শব্দটী দ্রব্যপদার্থক হইতে পারে, যথা—এই দেশ গুণবান্। গুণ আছে যাহাতে, তাহা গুণবান্। যে দেশ গো-শস্যাদি-সমন্বিত, তাহা গুণবান্ দেশ। অতএব এখানে গো-শস্যাদিদ্রব্যের বোধকরূপে 'গুণ'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপ্রধানার্থে 'গুণ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, যথা—যেখানে যে ব্যক্তি অপ্রধান, সেখানে সেই ব্যক্তি, "আমি এস্থলে গুণভূত—অপ্রধান" এইরূপ বলিয়া থাকে। আচারার্থে 'গুণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—এই

বস্থা, অকার্য্যাবস্থা—Equilibrium) নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি হইতে 'মহৎ', মহৎ হইতে 'অহঙ্কার,' অহঙ্কার হইতে 'পঞ্চতন্মাত্র' ও 'একাদশ ইন্দ্রিয়' (মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে 'আকাশাদি পঞ্চভূতের' অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রকৃত্যাদি স্থূলভূতান্ত চতুর্ব্বিংশতি, এবং চৈতন্যময় পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতিগণ, ভগবান্ কপিলের পদার্থ। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব নিত্য ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার মতে, ভগবান্ কপিল-নির্ব্বাচিত পঞ্চবিংশতিগণ ও 'ঈশ্বর' এই ষড়্‌বিংশতিগণ 'পদার্থ'।

"इत्येवं पञ्चविंशतिर्गणपदार्थव्यूह एतदतिरिक्तः पदार्थो नास्तीत्यर्थः। * * * अयं च पञ्चविंशतिको गणो द्रव्यरूप एव। धर्म्मधर्म्म्यभेदात् तु गुणकर्म्मसामान्यादीनामत्रैवान्तर्भावः।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

অর্থাৎ, প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতিগণ 'দ্রব্যপদার্থ'। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে, অতএব ভগবান্ কণাদপ্রোক্ত গুণাদি পদার্থ ইহাদের অন্তর্ভূত। বলা বাহুল্য ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশও ঠিক এইরূপ, তিনিও সামান্যবিশেষাত্মা প্রকৃত্যাদি দ্রব্য পদার্থই অঙ্গীকার করিয়াছেন, ভগবান্ কণাদোক্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণপদার্থ তাঁহারও মতে দ্রব্য-ভিন্ন পদার্থ নহে। *

ব্রাহ্মণটী গুণবান্, অর্থাৎ ইনি সদাচারবান্। সংস্কারার্থে 'গুণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—'গুণবৎ অন্ন' অর্থাৎ সংস্কৃত অন্ন। অথবা সর্ব্বত্রই 'গুণ'শব্দটীর সমাবয়ববাচিত্ব গ্রহণ করিলেই, ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।

* "ते च चतुर्व्विंशतिर्गुणाः समवायनिराकरणेन द्रव्याभिन्ना एवेति सांख्या वेदान्तिनश्च मन्यन्ते।"-

ন্যায়কোশ।

অর্থাৎ সাংখ্য ও বেদান্তীরা সমবায় পদার্থ অঙ্গীকার করেন নাই, এইনিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনোক্ত রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি 'গুণ' তাঁহাদের মতে দ্রব্যাভিন্ন পদার্থ, সাংখ্য-বেদান্ত-মতে রূপাদি গুণপদার্থ দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে।

'গুণ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আমরা অবগত হইয়াছি, যাহা গুণিত হয়—আমন্ত্রিত অভ্যস্ত বা পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা 'গুণ'। 'গুণ আমন্ত্রণে' আমন্ত্রণার্থক এই 'গুণ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'গুণ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। মেদিনীতে মৌর্ব্বী, অপ্রধান, রূপাদি, সূদ, ইন্দ্রিয়, ত্যাগ-শৌর্য্যাদি, সন্ধ্যাদি, সত্ত্বপ্রভৃতি, আবৃত্তি, রজ্জু, শুক্লাদি, বৃদ্ধি এই সকল অর্থ যুক্ত হইয়াছে।

সাংখ্য-ও-পাতঞ্জলমতে, বিদিত হইলাম, বৈশেষিক-দর্শনোক্ত গুণ-কর্ম্মাদি পদার্থ দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভূত, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলি দ্রব্যভিন্ন পদার্থান্তর স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, ক্রিয়া-বা-কর্ম্মদ্বারা আমরা দ্রব্যকে দ্রব্যরূপে এবং গুণবত্ত্বনিবন্ধন সমানাসমানজাতীয় পদার্থ হইতে ইহাকে ব্যাবৃত্তরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকি; জাগতিক পদার্থের সাধাধর্ম্ম দেখিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে, এবং তদীয় বিশেষাধানহেতু সিদ্ধধর্ম্ম বা 'গুণ' (Attributes) দেখিয়া তাহাকে পূর্ব্বজ্ঞাত-পদার্থের সমান-বা-অসমানরূপে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হই। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, গুণ-ও-ক্রিয়াকে যদি দ্রব্যাভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে একজাতীয় দ্রব্যকে কোন্ উপায়ে অন্যজাতীয় দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্তরূপে লক্ষ্য করা যাইবে? তাহা হইলে, কিরূপে পদার্থের উপলব্ধি হইবে? বিষয়-ও-বিষয়ী (Object and Subject) এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনক্রমেই বস্তুগ্রহ হইতে পারে না, বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত কোনরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয়, বাহ্যজ্ঞান-নিষ্পত্তিতে এই সকল পদার্থের সন্নিকর্ষ—পরস্পরসম্বন্ধ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। যে কোনরূপ বাহ্যোপলব্ধি হউক, তাহা যে আত্মেন্দ্রিয়াদি পদার্থচতুষ্টয়ের সন্নিকর্ষ হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। *

"मौर्व्यामप्रधाने रूपादौ सूद इन्द्रिये। त्यागशौर्यादिसत्त्वादिसंध्याद्यावृत्तिरज्जुषु। शुक्ला-दावपि बुद्ध्यादौ।"—

মেদিনী।

* বিষয়োপলব্ধিতে আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, শাস্ত্র হইতে নিম্নে তাহার দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

"नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा।"—

বেদান্তদর্শন ২।৩।৩৩।

"तस्यात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेकधा तत्र तत्राभिलप्यते। क्वचिच्च वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिकं मन इत्युच्यते निश्चयादिवृत्तिकं बुद्धिरिति। तदेवंभूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्। अन्यथा ह्यनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः स्यात् आत्मेन्द्रियविषयाणामुपलब्धिसाधनानां सन्निधाने सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसज्येत। यथावधानानवधानाभ्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी भवतस्तन्मनः।"—

শারীরকভাষ্য।

ভাবার্থ।

আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থ—রূপরসাদি বিষয়, ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের সহিত তেজস্তত্ত্বের সন্নিকর্ষ প্রতিক্ষণেই হইতেছে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাশ্রয় আকাশের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হয় না, গন্ধবহ নিরন্তরই ঘ্রাণে-

"যদ্ সম্বন্ধং সদ্ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তদন্যপ্রত্যক্ষম্।"—

সাং দং ১।৮৯।

ন্দ্রিয়কে গন্ধ উপহার দিতেছে, তথাপি সকল ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া যুগপৎ উপলব্ধ হয় না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানোৎপত্তির যদি ইহারাই কারণ হইত, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যুগপৎ উদয় হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানোৎপত্তির এতদ্ব্যতীত অন্য করণ আছে। যে করণের অবধানবশতঃ বিষয়োপলব্ধি ও অনবধানে বিষয়ানুপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম 'মনঃ'। যুগপদ্বিষয়ানুপলব্ধি ভিন্ন মনের অস্তিত্ব অনুমান করিবার অন্য কারণও আছে। স্মৃতি, অনুমান, আগম, সংশয়, প্রতিভা প্রভৃতি মনোবৃত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্তক্রিয় হইলেও—উপলব্ধ-গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও—আমরা অনুভূত বিষয় সকল স্মরণ করিতে পারি, অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্মৃতির নিমিত্ত নহে।

"স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তীতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, স্মৃত্যাদি যে করণান্তরনিমিত্ত, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্মৃত্যাদির যাহা করণ, তাহা মনঃ।

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ৩।২।১।

উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রের সহিত এই কণাদসূত্রের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই।

"যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।১৬।

যদ্দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়—অনুমিত হয়, যাহা যাহার ইতরপদার্থ-ব্যবচ্ছেদহেতু, তাহাকে তাহার 'লিঙ্গ' বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই যে জ্ঞানোৎপত্তির করণ নহে, জ্ঞানোৎপত্তি-ক্রিয়াসিদ্ধির যে নিমিত্তান্তর আছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ উদ্ধৃত সূত্রটী দ্বারা মনের লক্ষণ—ইতরব্যবচ্ছেদকধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্রটীর ভাবার্থ হইতেছে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যুগপৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান যুগপৎ ক্রিয়া করিলেও সকল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার উপলব্ধি যুগপৎ হয় না, আমরা ঠিক এক সময়ে একাধিক ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারি না। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়োপলব্ধির ইন্দ্রিয়সংযোগী সহকারী নিমিত্তান্তর আছে। মন'ই তন্নিমিত্তান্তর। মনের অসন্নিধিতে ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানের অনুপলব্ধি এবং সন্নিধিতে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Julius Bernsteinএর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণ করিবেন।

"The sensory organs are, therefore, only instruments of the mind, which has its seat in the brain, and by means of nerves makes use of these instruments to obtain information of external objects. The forces which operate in the outer world—namely, light, heat, sound, motion, and chemical affinity—produce in the

কাচ, স্ফটিক প্রভৃতি স্বচ্ছবস্তুসমূহ যখন যে বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন তাহার আকৃতি গ্রহণ করে—তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কাচ-স্ফটিকাদির ন্যায় স্বচ্ছ—প্রসাদগুণবিশিষ্ট (Transparent), এই নিমিত্ত ইহারাও যখন যে বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন তদাকারে আকারিত হয়, সম্বদ্ধ-বস্তুর আকার গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইলে, সম্বদ্ধবস্তুর আকার-ধারী যে বিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম 'প্রত্যক্ষ' (Perception)। অতএব বুঝিতে পারা গেল, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগব্যতীত যে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, ভগবান্ কপিলেরও তাহাই মত। আত্মাদি (আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও

---

sensory organs an irritation of the sensory nerves connected with them and these convey the irritation which is there received throughout their entire length to the brain."—

The Five Senses of Man, P. 2.

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা দৃক্ ও দৃশ্য এই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে জ্ঞান নিষ্পত্তি হইতে পারে না,—অথবা কেবল জ্ঞান-নিষ্পত্তি কেন, কোন ক্রিয়াই কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, এই কারকত্রয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। জ্ঞান-ক্রিয়ার 'আত্মা' কর্ত্তা (Subject) মনঃ ও ইন্দ্রিয় করণ (Instrument), এবং অর্থ বা বিষয় 'কর্ম্ম' (Object)। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস্ 'ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ' এই যোগসূত্রের ভাষ্যে 'গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু' এই পদত্রয়ের ব্যাখ্যা করিবার সময় 'পুরুষেন্দ্রিয়বিষয়েষু' এই পদত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ এই কারকত্রয় ব্যতিরেকে যে জ্ঞান-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, আত্মা, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়, এবং অর্থ বা বিষয় বাহ্যজ্ঞাননিষ্পত্তির যে ইহারাই কারণ, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যান্সেল্ বলিয়াছেন—

"In order to be conscious of all, I must be conscious of something: consciousness thus presents itself as the product of two factors, I and something."—

The Philosophy of the conditioned, P. 4-5.

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এই কথাই বলিয়াছেন,—

"Knowledge implies something known and something which knows; whence it follows that a theory of knowledge is a theory of the relation between the two."—

The Principles of Psychology, Vol. II. P. 307.

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বিষয় ও বিষয়ী (Object and Subject) এই পদার্থদ্বয়ের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রে বিষয়ী পদার্থের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পাশ্চাত্যদর্শন পাঠ করিয়া আমরা বিষয়ীর তাদৃশ রূপ দেখিতে পাই নাই। অনেক পাশ্চাত্যদার্শনিক মস্তিষ্ক-ব্যতীত অতিরিক্ত বিষয়ী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

বিষয়) পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, যে কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান হউক, তদুৎপত্তিতে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয় এই পদার্থচতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগ আবশ্যক।

"আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।৪।

অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষে, আত্মা মনের সহিত, মনঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বিষয়, বিষয়োপলব্ধির ইহারা যে সাধারণ কারণ, আত্মাদি পদার্থচতুষ্টয়ের সন্নিকর্ষব্যতীত যে লৌকিক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাঁহারা বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধবস্তুধর্ম্ম বা গুণকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, সাধ্যবস্তুধর্ম্ম বা ক্রিয়াও যাঁহাদের মতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, দ্রব্যই যাঁহাদের একমাত্র পদার্থ, তাঁহারা প্রত্যক্ষ বিশেষের—বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কি হেতু প্রদর্শন করেন? সমান কারণ, সমান কার্য্যই প্রসব করে। আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, লৌকিক প্রত্যক্ষের যখন ইহারা সাধারণ কারণ তখন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হইবার হেতু কি? বিশিষ্ট প্রত্যক্ষই আমাদের সুপরিচিত। ঘট যে দ্রব্য, পটকে আমরা তদ্দ্রব্য বলিয়া বুঝি না; পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আমাদের বুদ্ধিতে একদ্রব্যরূপে প্রতিভাত হয় না; নীলপীতাদি বর্ণের, মধুরকষায়াদি রসের ষড়্‌জগান্ধারাদি স্বরের, শীতোষ্ণাদি স্পর্শের পার্থক্য-বোধ—অন্যোন্য-ভেদজ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? আর এক কথা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলব্ধি হইয়াছে, নিরন্তর-পরিণামি-জগতে কোন বস্তু মুহূর্ত্তকালও স্বীয় আত্মাতে একভাবে—পরিণাম-বিরহিত হইয়া অবস্থান করিতে পারে না (নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে। মহাভাষ্য), প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং ইহাও জ্ঞাতব্য, নিয়ত-পরিণামি সংসারে স্থিতি-বা-স্থিরত্বের জ্ঞান হয় কিরূপে?

বৈশেষিকদর্শনপাঠে অবগত হইয়াছি, পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ এই নয়টী দ্রব্যপদার্থ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, লঘুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ ইহারা গুণপদার্থ; এবং উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ইহারা কর্ম্মপদার্থ। *

* "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।১।৫।

ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"—

ন্যায়দর্শন ১।১।৪।

"রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"—

ঐ ১।১।৬।

ভগবান্ কণাদ দ্রব্য-ও-গুণপদার্থকে নিত্য ও অনিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

"পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ।"—

ঐ ৭।১।২।

অর্থাৎ, পৃথিব্যাদি দ্রব্যের রূপাদি স্পর্শান্ত (রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ) গুণসমূহ তদাশ্রয় দ্রব্যের অনিত্যত্ব-বশতঃ অনিত্য।

"এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্।"—

ঐ ৭।১।৩।

দ্রব্যের অনিত্যত্বনিবন্ধন যখন তদাশ্রয়িগুণের অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল, তখন ইহা সুখবোধ্য হইতেছে, যে নিত্যদ্রব্যাশ্রয়ী—নিত্যদ্রব্যনিষ্ঠ গুণসমূহ নিত্য।

"অপ্সু তৈজসি বায়ৌ চ নিত্যা দ্রব্যনিত্যত্বাৎ।"—

ঐ ৭।১।৪।

অর্থাৎ, নিত্যজলে—আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে, নিত্যতেজে—তৈজসপরমাণুতে, নিত্যবায়ুতে, আশ্রয়দ্রব্যের নিত্যত্ব-নিবন্ধন রূপাদি গুণ নিত্য। পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়ের বৈশেষিকমতে নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। পরমাণুরূপে নিত্য, কার্য্যরূপে অনিত্য। পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—'সা তু দ্বিবিধা নিত্যানিত্যা চ। পরমাণুলক্ষণা নিত্যা। কার্য্যলক্ষণা ত্বনিত্যা।' অর্থাৎ, পৃথিবী নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপে নিত্য, কার্য্যরূপে অনিত্য। 'তাস্তু পূর্ব্ববদ্দ্বিবিধাঃ নিত্যানিত্যভাবাৎ।' অর্থাৎ, জলভূতও পূর্ব্ববৎ (পৃথিবীভূতের ন্যায়) দ্বিবিধ। 'তদপি দ্বিবিধমণুকার্য্যভাবাৎ।'—অর্থাৎ, 'তেজ'ও অণু-ও-কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। 'স বায়ুং দ্বিবিধোঽণুকার্য্যভাবাৎ।' অণু-ও-কার্য্যভেদে 'বায়ু' ও দ্বিবিধ। অণুভাবে নিত্য, কার্য্যভাবে অনিত্য।

"রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী।"—

বৈশেষিকদর্শন ২।১।১।

অর্থাৎ, পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধ-ও-স্পর্শবতী; রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, পৃথিবী-দ্রব্যে এই বিশেষ গুণচতুষ্টয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবী রূপাদি-গুণচতুষ্টয়বতী বটে, কিন্তু, রূপাদি-গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে 'গন্ধ' ইহার নিজগুণ। 'রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ' (বৈ. দং., ২।১।২) অর্থাৎ, জল রূপ, রস, স্পর্শ এবং সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব ও স্নেহ এই সকল গুণবিশিষ্ট। রস, এবং দ্রবত্ব ও স্নেহ

প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধকে সন্নিকর্ষ বলে। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন—বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত জ্ঞানের নাম 'প্রত্যক্ষ'। ভগবান্ গোতম, দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নজ্ঞানের অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক এই তিনটী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অব্যপদেশ্য ও ব্যবসায়াত্মক এই দুইটী বিশেষণদ্বারা যথাক্রমে নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক—প্রকারতাবিশিষ্ট এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ এবং 'অব্যভিচারী' শব্দদ্বারা ভ্রমভিন্ন প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইয়াছে। * সবিকল্পক-ও-নির্ব্বিকল্পক-ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের সহিত আমাদের, পূর্ণরূপে না হইলেও, পূর্ব্ব-পরিচিতি আছে। আমরা বিদিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র প্রথমে কোন কিছু আছে, ইত্যাকার অবিকল্পিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহী, নিষ্প্রকারক, বস্তুস্বরূপমাত্রজ্ঞান হইয়া থাকে।

ইহার নিজগুণ। 'তেজো রূপস্পর্শবৎ।' অর্থাৎ 'তেজঃ' রূপ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট। তন্মধ্যে 'রূপ' ইহার নিজগুণ। 'স্পর্শবান্ বায়ুঃ।' 'বায়ু' স্পর্শবান্—স্পর্শই বায়ুর নিজগুণ। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—

"গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ অপ্‌তেজোবায়ূনাং পূর্ব্বং পূর্ব্বমপোহ্যাকাশস্যোত্তরঃ।"—

ন্যায়দর্শন ৩।১।৬৪।

অর্থাৎ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চগুণের মধ্যে গন্ধাদি স্পর্শপর্য্যন্ত এই চারিটী পৃথিবীর, গন্ধ বর্জ্জনপূর্ব্বক অপর তিনটী জলের, গন্ধ ও রস বর্জ্জনপূর্ব্বক অপর দুইটী তেজের এবং গন্ধ, রস, ও রূপ বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল স্পর্শ বায়ুর, শব্দ আকাশের গুণ।

"উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।১।৭।

* "ভ্রমবারকমব্যভিচারীতি ভ্রমভিন্নমিত্যর্থঃ, তদ্বান্নিরূপ্যমভাবত্বেন লক্ষ্যতে তু তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং নির্ব্বিকল্পকস্য লক্ষ্যতে তদভাববতি তদপ্রকারকত্বমর্থঃ তস্য বিভাগঃ। অব্যপদেশ্যং ব্যবসায়াত্মকমিতি নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি দ্বিবিধং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ।"—

ন্যায়বৃত্তি।

প্রমা বা যথার্থজ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থজ্ঞান, জ্ঞানকে শাস্ত্রে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে জ্ঞান ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমা। জবাকুসুমাদি লোহিত-বর্ণ-বস্তু-সন্নিধান-বশতঃ স্ফটিকাদিতে যে রক্ততার প্রতীতি হইয়া থাকে, শুভ্রস্ফটিককে যে আমরা রক্তবর্ণ বলিয়া অবধারণ করি, তাহা ভ্রমজ্ঞান, এজ্ঞানের ব্যভিচার বা অন্যথাভাব হয়। জবাকুসুমাদি উপরঞ্জক বস্তু অপনীত হইলেই, স্ফটিকের রক্ততা-প্রতীতি ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি কোন কালে বা কোন দেশে তাহার তদ্রূপ নিশ্চয়ের ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 'সত্য'। ভগবান্ গোতম 'অব্যভিচারী' এই বিশেষণটী দ্বারা ভ্রমভিন্ন প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

"प्रकारो हि नाम इदमित्थमिति प्रतीयमाने वस्तुनीत्थमिति प्रतीयमानोऽंशः।"—

শ্রীভাষ্য।

অর্থাৎ 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপে প্রতীয়মান বস্তুর 'এইপ্রকার' এই প্রতীয়মান অংশের নাম 'প্রকার'। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তজ্জ্ঞানে ইহা অগ্নি, উহা জল, এটী বিষ, ওটী অমৃত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সঙ্কল্পশক্তিদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। * যে প্রত্যক্ষ প্রকারতাবিশিষ্ট, যে প্রত্যক্ষে 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপ সপ্রকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা 'ব্যবসায়াত্মক' বা 'সবিকল্পক'। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বপ্রণীত 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক উপাদেয় গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষবিশেষই প্রত্যক্ষবিশেষের হেতু।

"प्रत्यक्षविशेषे सन्निकर्षविशेषो हेतुरनुगत एव।"—

তত্ত্বচিন্তামণি প্র. খ.।

১। সংযোগ (Conjunction), ২। সংযুক্তসমবায় (Intimate union with that which is in conjunction), ৩। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় (Intimate union with what is intimately united with that which is in conjunction), ৪। সমবায় (Intimate union), ৫। সমবেত-সমবায় (Intimate union with that which is intimately united) এবং ৬। বিশেষণতা (The connection which arises from the relation between that which qualifies and the thing qualified), ন্যায়-বৈশেষিক-মতে, সন্নিকর্ষ (The relative proximity of a sense and its object which is the cause of perception) এই ষড়্বিধ। †

* "संकल्पकं मन इति, संकल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते आलोचितमिन्द्रियेण वस्त्विदमिति सम्मुग्धमिदमेवं नैवमिति सम्यक् कल्पयति। विशेषणविशेष्यभावेन विवेचयतीति यावत्।"—

তত্ত্বকৌমুদী।

† "षोढ़ा सन्निकर्षः प्रत्यक्षविशेषे कारणम्।"—

তত্ত্বচিন্তামণি।

संयोगेन द्रव्यग्रहः, संयुक्तसमवायेन रूपकर्म्मणोर्ग्रहणम्। संयुक्तसमवेतसमवायेन रूपत्वादेः, समवायेन शब्दस्य, समवेतसमवायेन शब्दत्वादेः, विशेषणतया शब्दाभावस्य, इन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया समवायघटाभावादेर्योग्यसन्निकर्षादेव ग्रहो न सन्निकर्षनानात्।"—

তত্ত্বচিন্তামণি প্র. খ., সন্নিকর্ষবাদ।

পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বুঝাইয়াছেন, সংযোগাখ্য-সন্নিকর্ষদ্বারা 'দ্রব্যের' (Substance); চক্ষুরাদি-সংযুক্ত সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'রূপ * ও 'কর্ম্ম পদার্থের' (শব্দভিন্ন গুণের, উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মের এবং গুণ-ও-দ্রব্যবৃত্তি জাতির) ; সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'গুণকর্ম্মবৃত্তিজাতির' ; সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা 'শব্দের' ; সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা শব্দবৃত্তিজাতির এবং বিশেষণতা-দ্বারা অভাব-ও-সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। †

"গুণকর্ম্মসু সন্নিকৃষ্টেষু জ্ঞাননিষ্পত্তের্দ্রব্যং কারণম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ৮।১।৪।

ভগবান্ কণাদ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অর্থ (বিষয়—Object) ইহাদের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে জ্ঞান-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, ‡ এই বাক্যদ্বারা জ্ঞাননিষ্পত্তির সাধারণবিধি বর্ণনপূর্ব্বক, 'গুণকর্ম্মসু' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা জ্ঞাননিষ্পত্তির বিশেষবিধি উপদেশ করিয়াছেন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষব্যতীত যে বাহ্যজ্ঞাননিষ্পত্তি হইতে

"বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ॥
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ॥
তদ্‌বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ॥"—

ভাষাপরিচ্ছেদ।

* "রূপ-কর্ম্মপদং সামান্যতো দ্রব্যসমবেতপরং, তেন সংখ্যাদেঃ দ্রব্যবৃত্তিজাতেশ্চ পরিগ্রহঃ।"—

সন্নিকর্ষবাদরহস্য।

রূপ-ও-কর্ম্ম এই পদদ্বয় সামান্যতঃ দ্রব্য-সমবেত-পর—সামান্যতঃ দ্রব্যাশ্রয়ি-পদার্থবাচী। অতএব, এতদ্দ্বারা সংখ্যাদি গুণ এবং দ্রব্যবৃত্তিজাতিও গৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

† পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—"সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ সংযুক্তসমবায়েন দ্রব্যস্থগুণকর্ম্মদ্রব্যবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সংযুক্ত সমবেত-সমবায়েন শব্দমাত্রবৃত্তিজাতীতরগুণবৃত্তি-কর্ম্মবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সমবায়েন শব্দস্য, সমবেতসমবায়েন শব্দবৃত্তিজাতীনাং বিশেষণতয়া অভাবস্য সমবায়স্য চ প্রত্যক্ষম্।"—

তর্কামৃত।

‡ "ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন ৩।১।২।

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ।"—

বৈশেষিকদর্শন ৩।১।১৮।

পারে না, তাহা বিজ্ঞানবাদী (Absolute idealist) ভিন্ন অন্য সকলেই স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই।

রূপ-রসাদি গুণ-ও-উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাদি কর্ম্মের প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, গুণ-বা-কর্ম্মের যদি প্রত্যক্ষ না হইত, গুণ-ও-কর্ম্ম এই পদদ্বয়বোধ্য অর্থদ্বয় যদি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা বৈকল্পিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য জ্ঞানশূন্য জড়-পদার্থ হইতে পৃথগ্‌জাতীয় পদার্থরূপে বিবেচিত হইত না, তাহা হইলে নীলপীতাদি বর্ণের, মধুরকষায়াদি রসের, ষড়্‌জগান্ধারাদি স্বরের, শীতোষ্ণাদি স্পর্শের, একত্ব-দ্বিত্বাদি সংখ্যার, অণু-মহদাদি পরিমাণের জ্ঞান আমাদের থাকিত না, উৎক্ষেপণাব-ক্ষেপণ-বা-স্থাবর-জঙ্গমের ব্যাবৃত্তিবোধ—ইতরেতর-ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। অতএব গুণ-ও-কর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, সন্দেহ নাই। গুণ-ও-কর্ম্মের যখন প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ না হইলে, যখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, গুণ-ও-কর্ম্মের সহিত সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ উদ্ধৃত সূত্রটী দ্বারা বুঝাইয়াছেন, রূপাদি গুণ-ও-উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, 'দ্রব্য' তাহার কারণ, গুণ-ও-কর্ম্মের সন্নিকর্ষ দ্রব্যাধীন, সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয় গৃহীত হইয়া থাকে। *

যাহা ক্রিয়া-ও-গুণবৎ, যাহা সমবায়িকারণ (Intimate cause), পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, তাহা 'দ্রব্য'। ভগবান্ কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই পদার্থত্রয়ের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারি, গুণ ও কর্ম্ম কদাচ দ্রব্যবিরহিত হইয়া অব-স্থান করে না। সাধ্যধর্ম্ম বা ক্রিয়া এবং বিশেষাধানহেতু-সিদ্ধধর্ম্ম বা গুণ, প্রাণপ্রদ সিদ্ধধর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকে। জগতে এরূপ দ্রব্য নাই, যাহা গুণ-বা-ক্রিয়াবিরহিত এবং এরূপ গুণ বা কর্ম্মও নাই—থাকিতে পারে না, যাহা দ্রব্যের অনাশ্রিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিলে, সুতরাং তদাশ্রয়ী গুণ এবং কর্ম্মেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-ব্যাপারে প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্রব্যে সংযুক্ত হয়—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গণের সহিত দ্রব্যের সংযোগসম্বন্ধ হয়। গুণ, কর্ম্ম ও দ্রব্যবৃত্তিজাতি (দ্রব্যনিষ্ঠ সামান্য), দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে, সুতরাং, দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সন্নিকর্ষ হইবার পর, সংযুক্ত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা গুণ-কর্ম্ম-ও-দ্রব্যবৃত্তিজাতির গ্রহণ হইয়া থাকে। চক্ষুর সহিত সংযোগ-সন্নিকর্ষদ্বারা ঘটের এবং সংযুক্ত-সমবায়-সন্নি-

* गुणेषु रूपादिषु कर्मसु चोत्क्षेपणादिषु यज्ज्ञानं निष्पद्यते तत्र द्रव्यं कारणं चौस्यद्रव्य-निष्ठमेव तदुभयं प्रत्यक्षं इति द्रव्यग्रौग्यतैव तत्र तन्त्रम्, सन्निकर्षश्च तेषां द्रव्यघटित एव; संयुक्त-समवायेन तेषां ग्रहणात् ।”—

उपस्कार ।

কর্ষদ্বারা ঘটসমবেত রূপের গ্রহণ হয়—(When a jar is perceived by the eye, there is [between the sense and the object] the proximity of conjunction. In the perception of the colour of the jar, there is the proximity of intimate union with that which is in conjunction, because the colour is intimately united with the jar, which is in conjunction with the sense of vision)। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি (Generic property) আছে, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। * শব্দ প্রত্যক্ষ-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। শব্দ আকাশের গুণ—আকাশসমবায় (Quality of আকাশ), শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশস্বরূপ (The organ of hearing consists of আকাশ, which resides in the cavity of the ear)। আকাশ, দ্রব্য বা গুণী, এবং শব্দ গুণ। দ্রব্য বা গুণীর সহিত গুণের সমবায়-সম্বন্ধ (There is intimate union between a quality and that of which it is the quality.)। আকাশস্বরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিতও সুতরাং শব্দের সমবায়-সম্বন্ধ। অতএব শব্দের প্রত্যক্ষ, সমবায়সন্নিকর্ষদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। †

শব্দত্বের—শব্দবৃত্তিজাতির প্রত্যক্ষ, সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষদ্বারা সিদ্ধ হয় (In the perception of the nature of sound [in a given sound of which we are cognizant] the proximity is that of intimate union with what s intimately united, because the nature of sound is inherent in sound which is intimately united with the organ of hearing).

বিশেষণতা (বিশেষণ-বিশেষ্যভাব—Relation between a distinctive qua-

* "रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः चक्षुःसंयुक्तघटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्।"—

তর্কসংগ্রহ।

† "श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशगुणत्वात् गुण-गुणिनोश्च समवायात्।"—

তর্কসংগ্রহ।

"दिशः श्रोत्रात्" ১৪শ পুরুষসূক্ত দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"अस्य—प्रजापतेः श्रोत्राद्दिश उत्पन्ना इति।" অর্থাৎ পুরুষ বা প্রজাপতির শ্রোত্রহইতে—শ্রবণেন্দ্রিয়-শক্তিহইতে দিক্ (Space) উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও দিক্-বা-আকাশের সজাতীয়ত্ব সূচিত হইয়াছে।

lity and that which is so distinguished)—সন্নিকর্ষদ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

"ঘটাভাববদ্ভূতলমিত্যত্র চক্ষুঃসংযুক্তে ভূতলে ঘটাভাবস্য বিশেষণত্বাৎ।"—

তর্কসংগ্রহ।

'ঘটাভাববৎ-(ঘটাভাববিশিষ্ট)-ভূতল,' এস্থলে ভূতলে যে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হই-তেছে, তৎপ্রত্যক্ষের স্বরূপ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ঘটাভাব, চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলকে ঘটবিশিষ্ট ভূতলহইতে বিশেষিত করিতেছে (The non-existence of a jar distinguishes the ground which is in conjunction with the organ of vision), তা'ই আমরা ঘটাভাববদ্ভূতলকে তদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব বিশেষণতাই—বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই, অভাবপ্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ—অভাবপ্রত্যক্ষ-জনক সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষণতাদ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ন্যায়-মতে 'সমবায়' প্রত্যক্ষপ্রমাণসাধ্য। পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষণতাদ্বারা সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৈশেষিকমতে ইহা অনুমেয়—অনুমানসাধ্য, প্রত্যক্ষসাধ্য নহে।

ন্যায়-বৈশেষিকোপদিষ্ট উক্ত ষড়্বিধ সন্নিকর্ষের তত্ত্বচিন্তা।

যাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহা কার্য্য। যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যে জ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা 'কার্য্য', সন্দেহ নাই। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেই এই ত্রিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 'আত্মা' জ্ঞানের 'সমবায়িকারণ,' আত্মমনঃসংযোগ 'অসমবায়িকারণ,' বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ 'নিমিত্তকারণ'। 'ভাব' ও 'অভাব', ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন পদার্থকে এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'ভাবপদার্থ' দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় এই ষড়্বিধ। 'অভাব' অন্যোন্যাভাব-ও-সংসর্গাভাব-(প্রাগভাব, প্রধ্বং-সাভাব, ও অত্যন্তাভাব)-ভেদে দ্বিবিধ। যদ্দ্বারা কোন কিছু কৃত বা সিদ্ধ হয়, যাহা সাধকতম, তাহাকে করণ বলে। প্রমা-বা-সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহার নাম 'প্রমাণ'। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তোপদেশ এই চারিটী এবং বৈশেষিক-মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী জ্ঞানকরণ—প্রমাণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের

সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। * বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের কারণ।

---

* বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ন্যায়-ও-সাংখ্যদর্শনে 'প্রত্যক্ষের' যে লক্ষণ' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি, এক্ষণে অন্যান্য দর্শনকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা বুঝিয়াছি এই স্থলে তাহার একটু আভাস দিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'পার্সেপ্‌শন', (Perception) শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না, পরে তাহা চিন্তিত হইবে।

মীমাংসাদর্শনে প্রত্যক্ষলক্ষণ—'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्***' অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ হইলে, যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ' ('सति इन्द्रियार्थसम्बन्धे या पुरुषस्य बुद्धिर्जायते, तत् प्रत्यक्षम्'—শবরস্বামিকৃত ভাষ্য)।

"इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात् तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम् ।"—

পাতঞ্জলভাষ্য।

ভাবার্থ।

"मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।
रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् ॥"—

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত তাম্রাদি ধাতু মূষাসিক্ত (ছাঁচের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত) হইলে, যেরূপ তদাকার ধারণ করে—মূষার আকারে আকারিত হয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত চিত্তও তদ্রূপ সংযুক্তবস্তুর আকারে পরিণত হয়। অথবা—

"व्यञ्जको वा यथालोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात् ।
सर्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदृश्यते ॥"—

সাধারণবস্তুর প্রকাশকারী সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন যেরূপ তদ্বস্তুর আকারবিশিষ্ট হয়, নতুবা বস্তুর প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে অধিকার করে, তখন তদাকারে পরিণত হয়, তদ্ভিন্ন তদ্বস্তুর জ্ঞান হয় না। "All that we apprehend of the external world is brought to our consciousness by means of certain changes which are produced in our organs of sense by external impressions and transmitted to the brain by the nerves."—

Popular Lectures on Scientific Subjects, *1st Series by Helmholtz, P. 203.*

পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস-কৃত, উদ্ধৃত প্রত্যক্ষলক্ষণের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইন্দ্রিয়প্রণালী-দ্বারা চিত্তে বাহ্যবস্তুর উপরাগ (Impression) পতিত হইলে, চিত্তে সামান্যবিশেষাত্মা অর্থ-বা-বিষয়ের যে বিশেষাবধারণা—বিশেষনির্দ্ধারণা 'বৃত্তি' হয়, তাহার নাম 'প্রত্যক্ষ'। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-দ্বারা চিত্তের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, চিত্ত যে সম্বন্ধবস্তুর আকারে পরিণত হয়, চিত্তের তাদৃশ

বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনক্রমেই বস্তুগ্রহ হইতে

পরিণামকে আমরা জ্ঞান (Consciousness) বলি। শাস্ত্র ইহাকে 'বৃত্তি' এই নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ('स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते'—বেদান্তপরিভাষা।)

"प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्। प्रत्यक्षप्रमा चात्र चैतन्यमेव यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म इति श्रुतेः। * * * चैतन्यस्यानादित्वेऽपि तदभिव्यञ्जकान्तःकरणवृत्तिरिन्द्रियसन्निकर्षादिना जायते इति वृत्तिविशिष्टं चैतन्यमादिमदित्युच्यते। * * * तथा हि त्रिविधं चैतन्यं विषयचैतन्यं, प्रमाणचैतन्यं, प्रमातृचैतन्यम्। यथा तडागोदकं छिद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते।"—

বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ, 'প্রত্যক্ষপ্রমার যাহা করণ, তাহা 'প্রত্যক্ষপ্রমাণ'। চৈতন্য বা জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষপ্রমা'। চৈতন্য ত অনাদি; যাহা অনাদি তাহা অকার্য্য। কার্য্যেরই কর্ত্তৃকরণাদি কারকের সহিত সম্বন্ধ, কিন্তু অকার্য্যের কর্ত্তৃকরণাদি কারকের সহিত কি সম্বন্ধ? অনাদি চৈতন্যের আবার করণ কি হইবে? অতএব 'প্রত্যক্ষপ্রমার' যাহা করণ, তাহা 'প্রমাণ',—এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? বেদান্ত-পরিভাষা ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, চৈতন্য অনাদি হইলেও, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিদ্বারা তদভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য-ভেদে চৈতন্য ত্রিবিধ। ঘটাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য—বিষয়চৈতন্য; অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য—প্রমাণচৈতন্য এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্য—প্রমাতৃচৈতন্য। জলাশয় হইতে ছিদ্রদ্বারা নির্গত, কুল্যারূপে প্রবাহিত জল কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, ইহা যেপ্রকার ক্ষেত্রের চতুষ্কোণাদি আকার ধারণ করে, ক্ষেত্রাকারে পরিণত হয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তৈজস অন্তঃকরণও সেইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া, উপরক্তবিষয়ের আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের এইরূপ পরিণাম বা বৃত্তিকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি। ইহারই নাম 'প্রত্যক্ষ'।

"प्रत्यक्षं तु खलु तत् यत् स्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलभ्यते।"—

চরকসংহিতা।

'আত্মপ্রত্যক্ষ'-ও-'ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ'-ভেদে (Internal and sensuous perception) চরকসংহিতা প্রত্যক্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদান্তপরিভাষা প্রত্যক্ষের সবিকল্পক-নির্ব্বিকল্প, জ্ঞেয়গত—জ্ঞপ্তিগত, ইন্দ্রিয়জন্য, ইন্দ্রিয়াজন্য ইত্যাদি বিভাগ করিয়াছেন।

"इन्द्रियजन्यं तदजन्यञ्चेति।"—

বেদান্তপরিভাষা।

सर्वाणि चेन्द्रियाणि स्व-स्वविषयसंयुक्तान्येव प्रत्यक्षज्ञानं जनयन्ति। तत्र घ्राण-रसन-त्वगिन्द्रियाणि स्व-स्व स्थानस्थितान्येव गन्धरसस्पर्शोपलम्भान् जनयन्ति। चक्षुःश्रोत्रे तु स्वत एव विषयदेशं गत्वा स्व-स्वविषयं गृह्णीतः।"—

বেদান্তপরিভাষা।

পারে না তাহা সত্য, কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের কিরূপে সংযোগ হইয়া থাকে,

অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব-স্ব-বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে, বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ না হইলে, ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। বিষয় একদেশে, ইন্দ্রিয় অন্যদেশে, এরূপ স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবে কিরূপে? বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের সংযোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ উপায়ে হইতে পারে। সংযোগিবস্তুদ্বয়ের একতর যদি অন্যতরের সমীপে, অথবা যদি উভয়ই, পরস্পর সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত অন্যোন্যাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে উভয়ের সংযোগ বা মিলন হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর-ভিন্নদেশস্থিত বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-ব্যাপার, স্বীকার করিতে হইবে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অন্যতরকর্ম্মজ বা উভয়কর্ম্মজ। * বেদান্তপরিভাষা-প্রণেতা, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বুঝাইয়াছেন—ঘ্রাণ, রস-ও-ত্বগিন্দ্রিয় স্ব-স্ব স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, এবং চক্ষুঃ ও শ্রোত্র বিষয়দেশে গমনপূর্ব্বক, স্ব স্ব-বিষয় গ্রহণ করে।

ন্যায় বৈশেষিক-ও-সাংখ্য-পাতঞ্জল এসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পাঠকদিগকে আমরা পরে তাহা জানাইব।

বিজ্ঞানবাদীরা (Idealists) বলেন, মনই বস্তুতঃ সৎ (Mind is the only real existence), বাহ্যপদার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে।

"নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

অর্থাৎ, বুদ্ধি দ্বারা অন্য অনুভাব্য পদার্থ নাই, বুদ্ধিরও অন্য অনুভব হয় না। গ্রাহ্য (Percept) ও গ্রাহক (Percipient) এতদুভয়ের মধ্যে সুতরাং বাস্তব পার্থক্য নাই। অতএব বুদ্ধি স্বয়ংই (অনন্যসহায়া হইয়া) স্বস্বরূপ প্রকাশ করে (There being no distinction between percept and percipient, intellect shines forth of itself alone)।

"গ্রাহ্যগ্রাহকয়োরভেদশ্চানুমাতব্যঃ। যদ্বেদ্যতে যেন বেদনেন তত্ততো ন বিদ্যতে। যথা জ্ঞানেনাত্মা। বেদ্যন্তে চৈতে নীলাদয়ঃ। * * * যথার্থং গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ স্থ, একস্মিঁশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাসবদ্ ভ্রমঃ। অত্রাপ্যনাদিরবিচ্ছিন্নপ্রবাহভেদবাসনৈব নিমিত্তম্।"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

অর্থাৎ, গ্রাহ্য ও গ্রাহক স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ। যে বেদন-(cognition)-দ্বারা যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা হইতে তাহা পৃথক্ নহে। জ্ঞান—জ্ঞানময় আত্মা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। নীলপীতাদি ক্ষণিক বাহ্যবস্তু সকলও এইক্রমে যে বেদন-দ্বারা বিদিত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। জিজ্ঞাস্য হইবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এতদুভয়ের মধ্যে যদি বাস্তবভেদ না থাকে, তাহা হইলে, ইহাদের পৃথগ্‌বভাস হয় কেন? বিজ্ঞানবাদী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকের পৃথগবভাস, এক চন্দ্রে দ্বিত্বাবভাসের ন্যায় ভ্রম-বিজৃম্ভণ (Illusion)। অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ, অনাদি, ভেদ-বাসনা—ভেদসংস্কারই এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের কারণ।

"সর্ব্বং—স্বপ্নবৎ বিজ্ঞানাত্মকত্বং নীলাদ্যাত্মকত্বাদ্যাকারং বিজ্ঞানম্। স্বপ্নবো

প্রত্যক্ষতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহা অবশ্য-জ্ঞাতব্য। ভগবান্ কণাদের চরণ-

---

অদ্বৈতসিদ্ধৌ: ইত্যেবং বেদান্তকল্পতরুঃ ইতি বাচ্যম্। ন স্বপ্নবাদিনী নীলাদ্যাকারাৎ ভিন্নমাত্র-মনুপলব্ধানি কিন্তু সম্যগাকারাণিস্বংবদনীয়নীলাদিবিষয়াম্। বয়ং তু বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং নীলাদি-রূপমাত্মস্থ ইতি বিশেষাৎ।"—

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

তাহা হইলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সহিত ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকদিগের একমত হইতেছে, কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হয়েন। উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্রহ্মবাদীরা বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা সবিষয়-জ্ঞান অঙ্গীকার করেন, বাহ্যার্থের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেন না। উভয়ের মধ্যে এই বিশেষ আছে। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন, স্বপ্ন-ধ্যানাদিতে আন্তরজ্ঞান বাহ্য ঘটাদি আকারে পরিণত হয়, এই অংশে বৌদ্ধ-দিগের সহিত আমাদের ঐকমত্য থাকিলেও, বৌদ্ধমতের সহিত আমাদের সর্ব্বাংশে সাম্য নাই। আমরা বাহ্যার্থ স্বীকার করি।

"স্বপ্নধ্যানাদৌ ঘটাদ্যাকারেণৈব বিপরিণতিরনুভূয়মানত্বাৎ বাহ্যোঽপি জ্ঞানাকারঃ সিধ্যতি। অতাপি বৌদ্ধানামস্মাকং চৈকবাক্যত্বেঽপি ন সাম্যম্। অস্মাভির্বাহ্যার্থস্যাপি স্বীকারাদিতি।"—

যোগসূত্র-বার্ত্তিক।

মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক-ও-বৈভাষিকভেদে বৌদ্ধমত প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ। মাধ্য-মিকেরা সর্ব্বশূন্যত্ববাদী (Nihilists), যোগাচারেরা বাহ্যশূন্যত্ববাদী—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী (Subjective Idealists), সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদী (Representationists); ইঁহাদের মতে পুষ্টিদ্বারা যেরূপ ভোজনের, ভাষাদ্বারা যেরূপ দেশের, কিংবা সংভ্রমদ্বারা যেরূপ স্নেহের অনুমান হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাকারদ্বারা জ্ঞেয় অনুমিত হইয়া থাকে, বাহ্যার্থ অনুমানসাধ্য। বৈভাষিকেরা বাহ্যার্থ-প্রত্যক্ষত্ববাদী (Presentationists), ইঁহাদের মতে গ্রাহ্য-ও-অধ্যবসেয়-ভেদে দ্বিবিধ বাহ্যার্থ। প্রাত্যক্ষিক বস্তুই ইঁহাদের মতে সত্য, আনুমানিক অসত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও (Idealism) এইরূপ রূপভেদ দৃষ্ট হয়। বার্কেলে (Berkeley), ফিক্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling), হিগেল (Hegel) ও কাণ্ট (Kant), নিবিষ্টচিত্তে ইঁহাদের মত অধ্যয়ন করিলেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি-স্থিতি-বিপরিণামাদি বিকারের স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে। পণ্ডিত বার্কেলে বলিয়াছেন—

"The ideas imprinted on the senses by the Author of nature are called *real things*;—and those excited in the Imagination being less regular, vivid and constant are more properly termed *Ideas* or *images of things*, which they copy and represent. The ideas of Sense are *allowed* to have more reality in them, that is, to be more strong, orderly, and coherent, than the creatures of the mind; but this is no argument that they exist without the mind."—

Selections from Berkeley by Fraser, P. 49.

"Berkeley was the founder of a doctrine of universal immaterialism (Idealism or Phenomenalism). He not only (after the example of Augustine and Locke him-

প্রসাদে অবগত হইয়াছি, অন্যতরকর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ, ও সংযোগজ-ভেদে 'সংযোগ' ত্রিবিধ। * অতএব জানিতে হইবে, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ অন্যতরকর্ম্মজ, কি উভয়-

---

self) regarded the supposition, that a material world really exists as not strictly demonstrable, but as false."—

History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. 88.

Berkeley বলিয়াছেন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, যদি তাহাকে বাহ্যার্থ (Matter) বল, তবে, আমি তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণসমূহের অতিরিক্ত, গুণাশ্রয়ী অজ্ঞেয় দ্রব্য-বা-সত্ত্বের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।

"If by matter you understand that which is seen, felt, tasted and touched, then I say matter exists : I am as firm a believer in its existence as any one can be, and herein I agree with the vulgar. If on the contrary, you understand by matter that occult Substratism which is not seen, not tasted and not touched—that of which the senses, do not, cannot inform you—then I say I believe not in the existence of matter, and herein I differ from the philosophers and agree with the vulgar."—

History of Philosophy by Lewes, Vol. II. P. 283-284.

ফিক্‌টের বিজ্ঞানবাদ 'Subjective' (বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদ)। শেলিংএর (Schelling) বিজ্ঞানবাদ 'Objective' (বিষয়-বিজ্ঞানবাদ)। হিগেলের বিজ্ঞানবাদ 'Absolute Idealism'।

"Fichte's Subjective idealism formed the point of departure from Schelling's prevailingly objective idealism, and the latter served a similar purpose for Hegel's absolute idealism. Others (among whom Schleirmacher may be numbered) sought to effect the harmonious union of the idealistic and realistic elements in a doctrine of Ideal-Realism."—

History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. 136.

যথাস্থানে বিজ্ঞানবাদের বিস্তারপূর্ব্বক সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; যতদূর চিন্তা করা হইল, তাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে পরস্পরবিরুদ্ধ মত সকলের অবিশ্রান্ত আঘাতাভিঘাত চেষ্টানিবন্ধন সকল পদার্থেরই প্রকৃত অর্থপরিগ্রহ দুরূহ হইয়াছে।

"প্রত্যক্ষং লৌকিকালৌকিকভেদেন দ্বিবিধম্। তত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষে ষোঢ়া সন্নিকর্ষা বর্ণিতাঃ।"—

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ লৌকিক-ও-অলৌকিক-ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

* "অন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ।"—

বৈশেষিকদর্শন ৭।২।৯।

কর্ম্মজ, কি সংযোগজ। *যে সংযোগে সংযোগিবস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন (Passive) এবং অপরটী সক্রিয় (Active), যে সংযোগে একটী বস্তু প্রসর্পিত হইয়া, নিষ্ক্রিয় বস্বন্তরের সহিত সংযুক্ত হয়, তাদৃশ সংযোগ 'অন্যতরকর্ম্মজ'। স্থির মহীধরের সহিত সক্রিয় পক্ষীর সংযোগ, অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগের দৃষ্টান্ত। যে সংযোগ, সংযোগিবস্তুদ্বয়ের উভয়ের ক্রিয়াজন্য, যে সংযোগে সংযোগিবস্তুদ্বয়ের উভয়ই সক্রিয়, তৎসংযোগ উভয়কর্ম্মজ। অন্যোন্যবিজিগীষু মল্লদ্বয়ের, অথবা পরস্পর-সংযুযুক্ষু লৌহ-চুম্বকের যে সংযোগ, তাহা উভয়কর্ম্মজ সংযোগের দৃষ্টান্ত। সংযোগ হইতে যে সংযোগ সিদ্ধ হয়, তাহা সংযোগজ-সংযোগ। অঙ্গুলি-তরু-সংযোগ হইতে হস্ত-তরু-সংযোগ, সংযোগজ-সংযোগ। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, অন্যতরকর্ম্মজ-ও-উভয়কর্ম্মজ এই দ্বিবিধ সংযোগ-ভেদানুসারে, গুণকে (Attributes) তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যেরূপ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় সক্রিয় (Active), বিষয়ী নিষ্ক্রিয় (Passive), যেরূপ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ের ক্রিয়াশীলত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ হইয়া থাকে, তাহা গৌণ (Secondary) গুণ। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতানুসারে তাহা ডিনামিক্যাল্ (Dynamical)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই গুণত্রয়কে ডিনামিক্যাল্ (Dynamical) গুণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘাত-প্রতীঘাতজনিত শব্দ, উৎপত্তিস্থানহইতে, বীচিতরঙ্গন্যায়ে প্রবাহিত হইয়া আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। বস্তু সকল যখন সন্তপ্ত হয়, তখন তাহারা তাপ বিকিরণ করে; সন্তপ্তদ্রব্য-বিকীর্ণ 'তাপ' আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; গন্ধও গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে আগমনপূর্ব্বক আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; অতএব দেখা যাইতেছে, শব্দ-স্পর্শাদিগুণের প্রত্যক্ষে—গ্রাহ্যাত্মক-বিষয়ই (Object) ক্রিয়াশীল (Active), বিষয়ের ক্রিয়াশীলত্বনিবন্ধনই শব্দস্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এইজন্য শব্দ-স্পর্শাদির সংযোগকে অন্যতরকর্ম্মজ এবং শব্দ-স্পর্শা-

---

*"अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः।
कीर्त्तितस्त्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्म्मजः॥
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत् संयोगजोऽपरः।
आदिमः श्येनशैलादिसंयोगः परिकीर्त्तितः॥
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहृतः।
कपालतरुसंयोगात् संयोगस्तरुकुम्भयोः॥
तृतीयः स्यात्।"—

भाषापरिच्छेद।

দিকে ডিনামিক্যাল্ (Dynamical) 'গুণ' বলিয়াছেন। যে গুণের প্রত্যক্ষ, বিষয় ও বিষয়ী (Object ও Subject) এই উভয়ের ক্রিয়া-দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ই সক্রিয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ী (Subject) মুষ্টি-গ্রাহ (Grasping), তাড়ন (Thrusting), আকর্ষণ (Pulling) বা অন্য কোনপ্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, যে গুণের প্রত্যক্ষে বিষয় ও প্রতিক্রিয়া-দ্বারা বিষয়ীকে সমবেগে প্রতীঘাত করে, তাদৃশগুণসংযোগ, 'উভয়কর্ম্মজ' (Secundo-primary), তাহা (পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে) ষ্ট্যাটিকো-ডিনামিক্যাল্ (Statico-dynamical)। যাদৃশ গুণের প্রত্যক্ষে বিষয়ীই কেবল ক্রিয়াশীল (Active), যাদৃশগুণপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, যদি তাহা বিষয়ের কোনরূপ ক্রিয়া-বা-প্রতিক্রিয়া-ধর্ম্মক না হয়, যাদৃশ গুণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সংস্থান-আকৃতি-বা-স্থিতি-দ্বারক ক্রিয়া-বা-প্রতিক্রিয়া বিষয়ীর কোন কিছু নিরূপণের সহায়তা-মাত্র করে, তাদৃশ 'গুণ' সাধারণতঃ প্রাইমারী (Primary) নামে পরিচিত। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, আমি তাহাকে ষ্ট্যাটিক্যাল্ (Statical) নামে অভিহিত করিয়াছি। *

যে ত্রিবিধ গুণের কথা বলা হইল, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, তাহারা প্রায়শঃ একীভূত (সংপিণ্ডিত)-ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অবকাশাত্মক ধর্ম্ম বা গুণ

* "The relation established between object and subject in the act of perception, is threefold. It assumes three distinct aspects, according as there is some kind of activity on the part of the object, on the part of the subject or on the part of both. If while the subject is passive, the object is working an effect upon it —as by radiating heat, giving off odour, or propagating sound; there results in the subject a perception of what is usually termed a secondary property of body, but what may be better termed a dynamical property. If the subject is directly acting upon the object by grasping, thrusting, pulling, or any other mechanical process, while the object is reacting, as it must, to an equivalent extent; the subject perceives those variously modified kinds of resistance which have been classed as the secundo-primary properties, but which I prefer to class as statico-dynamical. And if the subject alone is active—if that which occupies consciousness is not any action or reaction of the object, but something discerned *through* its actions or re-actions—as size, form, or position; then the property perceived is of the kind commonly known as primary, but here named statical."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 136-137.

(Space-attributes), স্থূলসংস্থান—প্রতিষ্টম্ভ (Resistance) বা অন্যপ্রকার শক্তি-ধর্ম্ম (Other force-attributes) দ্বারা জ্ঞেয়। স্পর্শ-বেদ্য (Tangible)-গুণ সাধারণতঃ আকৃতি-সংস্থান-ও-স্থিতি-সহযোগে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং অস্পার্শন (Non-tangible)-গুণ সকল (যথা বর্ণ—colour), সংঘাতবৎ দ্রব্যপৃষ্ঠসংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে, সুতরাং উহাদিগকে দ্বিমাত্রবিস্তৃতি হইতে পৃথগ্‌রূপে (Apart from extension of two dimensions) অনুভব করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন, বর্ণব্যূহ (System of colours) ত্রিমাত্রার সমাহার, কারণ পণ্ডিত টমাস্ ইয়ং (Thomas Young) ও ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল্ (Clerk Maxwell) গবেষণা-দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেকবর্ণই নির্দ্দিষ্টমাত্রায় গৃহীত তিনটী মূলবর্ণের মিশ্রণ। *

একটী দ্রব্য হস্তে ধারণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে, ডিনামিক্যাল্ বা সেকেণ্ডারী (Dynamical or Secondary), ষ্টাটিকো-ডিনামিক্যাল্ বা সেকণ্ডো-প্রাইমারী (Statico-dynamical or Secundo-primary) এবং ষ্টাটিক্যাল্ বা প্রাইমারী (Statical or primary) এই ত্রিবিধগুণপরিপাটীই যুগপৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। দ্রব্যটী হস্তে ধারণ করিবামাত্র কোন কিছু প্রতিষ্টম্ভ করিতেছে—বাধা দিতেছে, এইরূপ অনুভব হয়; উহা বন্ধুর (বিষম—Rough), কি মসৃণ (সম—smooth), স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক, তাহা বুঝিতে পারা যায়; উহা যে দৃশ্য-ও-স্পৃশ্য এই দ্বিবিধবিস্তৃতিবিশিষ্ট, উহা যে আকার-ও-সংস্থানবান্, তাহা উপলব্ধি হয়; উহার অঙ্গহইতে কিয়ৎপরিমাণ আলোক প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে প্রত্যক্ষ হয়, এবং অপর পরীক্ষা করিলে, উহা যে গন্ধ ও স্বাদবিশেষযুক্ত, তাহাও বুদ্ধিগোচর হয়। †

---

* "The system of colours is an aggregate of three dimensions, inasmuch as each colour, according to the investigations of Thomas Young and of Clerk Maxwell, may be represented as a mixture of three primary colours taken in definite quantities."—

Popular Lectures on Scientific Subjects, 2nd Series, P. 46.

† "The three classes of attributes thus briefly defined, which will hereafter be successively considered at length, are usually presented to consciousness together. The space-attributes are knowable only through the medium of resistance and the other force-attributes. Tangible properties are generally perceived in connexion with form, size and position. And of the non-tangible ones, colour is mostly associated with the surfaces of solids, and cannot be conceived apart from extension of two dimensions. An object held in the hands and regarded

পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার, বুঝিতে পারা গেল, আকৃতি, সংস্থান-বা-স্থিত্যাত্মক, গ্রাহক-বা-বিষয়িকর্ম্মানুভাব্য গুণকে ষ্টাটিক্যাল্ (Statical), প্রতিষ্টম্ভ-বা-সংস্থানধর্ম্মক, গ্রাহক-ও-গ্রাহ্য এতদুভয়কর্ম্মানুভাব্য গুণকে ষ্টাটিকো-ডিনামিক্যাল্ (Statico-dynamical) এবং প্রবৃত্ত্যাত্মক, গ্রাহ্যকর্ম্মানুভাব্য শব্দাদিগুণসমূহকে 'ডিনামিক্যাল্' (Dynamical) এই অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। * পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে শব্দাদি উপসর্জ্জন বা গৌণ (Secondary) গুণসমূহ আপাতিক—নৈমিত্তিক (Contingent—incidental), ইহারা দ্রব্য-নিষ্ঠ স্থিরগুণ নহে।

by the eyes, presents to consciousness all three orders of attributes at once. It is known as something resisting, rough or smooth, elastic or unelastic ; as something having both visible and tangible extension, form and size ; as something whose parts reflect certain amounts and qualities of light ; and, on further examination, as something specifically scented and flavoured."—

Principles of Psychology, Vol, II. P. 187.

* পণ্ডিত হ্যামিল্টন্ (Hamilton) বলিয়াছেন, প্রাইমারী (Primary) মৌল বা আদ্য (পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ষ্টাটিক্যাল্—Statical) গুণসমূহদ্বারা বাহ্যদ্রব্য (Body) দ্রব্যরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, দ্রব্যের দ্রব্যত্বই 'প্রাইমারী'—মৌলগুণ। অন্যান্যগুণদ্বারা দ্রব্যের ইথম্ভূতত্ব (Suchness) নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ('The primary qualities are attributes of body as body, whereas the others are of this and that body, properly *qualities, suchness.*) সেকণ্ডো-প্রাইমারী গুণসমূহ পৃথগ্‌ভূত বা উপেক্ষিত হইলেও বাহ্যদ্রব্যের (Body) ভাবনা অব্যাহত থাকে।

"The secundo-primary qualities, dependent on the apprehension of the fact and mode or degree of resistance, are contingent or accidental. They may be dispensed with, and yet the conceptions of body remain."—

Hamilton by J Veitch. L.L.D., P. 143-144.

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত লক্ (Locke) 'গুণকে' (Qualities) প্রাইমারী (Primary), অরিজিন্যাল (Original) or এসেন্সিয়াল্ (Essential) এবং সেকণ্ডারী (Secondary), এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "These qualities and powers, he finds, are of two sorts. A few inseparable from our complex idea of material substance, are referred by us to the material substances themselves,—the existence of which he assumes. These are practically identical in our perceptions or ideas with what they are in the real substance—whatever 'reality' may here mean for this idea, as already remarked, he does not analyse. On the other hand, most, and those the most interesting, of the qualities and powers which enter into our complex ideas of sensible things may, he finds, be changed without loss of material substance,

শব্দাদিপ্রবৃত্ত্যাত্মক (DYNAMICAL) গুণসমূহকে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আপাতিক গুণ (CONTINGENT) বলিয়াছেন কেন?

শব্দ ঘাত-প্রতীঘাতজনিত, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বায়ুপ্রবাহিত ক্রিয়া-বা-বীচিতরঙ্গ (Wave motion)। জল রাশিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়, নোদন-বা-অভিঘাতপ্রাপ্ত সর্ব্বতোগামি-বায়ুতে তদ্রূপ তরঙ্গ জন্মিয়া থাকে, এই তরঙ্গ বা উর্ম্মি, উত্তরোত্তর বায়বীয় অণুরাশিতে সংক্রামিত হইতে হইতে, যখন যে বায়বীয় অণুস্তরের সহিত শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংলগ্ন আছে, তথায় সমুপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আঘাত করে। শ্রবণেন্দ্রিয় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কম্পনবিশিষ্ট হয়, বায়ুরাশিতে যেপ্রকার তরঙ্গ হইয়াছিল, আঘাতপ্রাপ্ত শ্রাবণস্নায়ুসমূহেও (Auditory nerves) সেইপ্রকার তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রাবণস্নায়ুসমূহ দিয়া প্রবহমান ঐ তরঙ্গ যখন মস্তিষ্ক বা মনের স্থানে উপনীত ও মন দ্বারা গৃহীত হয়, তখনই আমাদের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে।* অতএব শব্দ যে আপাতিক ধর্ম্ম, ইহা

They are not (as ideas or intelligible phenomena) attributed to the material substance itself, but are found on consideration to be subjective or individual sensations of persons who are conscious of them. * * * Locke calls the former class primary, original or essential qualities of matter; the others, in their boundless variety, its secondary, derived or relative qualities. The primary, which involve mathematical relations, and are therefore quantities rather than qualities, are, he reports, inseparable from matter, as matter, and they are in nature as they appear in our perceptions, being at once ideas and qualities.

Locke by A. C. Campbell Fraser, P. 199-200.

* "The most familiar ones are obviously manifestations of certain forms of force. Of sound, we know that it becomes sensible to us through vibrations of the *membrana tympani*, and that these vibrations are caused by waves in the air. We know too that the body whence these proceed must be thrown into a vibratory state by some mechanical force; that it thereupon propagates undulations through surrounding matter; and that in this purely dynamical action consists the production of sound."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 188.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিণ্ড্যাল্ বলিয়াছেন,—

"From the earliest ages the questions, 'What is light?' and 'What is heat?' have occurred to the minds of men, but these questions never would have been

যে দ্রব্য-নিষ্ঠ স্থির গুণ নহে, ইহা যে উৎপাদ্য—ক্রিয়াজ (May be generated mechanically), তাহা সুখবোধ্য হইল। তাপও (Heat) এইরূপ উৎপাদ্য পদার্থ। যে বস্তু এক্ষণে শীতস্পর্শ বলিয়া বোধ হইতেছে, সংঘর্ষণদ্বারা তাহা উষ্ণস্পর্শ হইতে পারে। সম্পীড়ন (Compression)-বা-ঘর্ষণ (Friction) দ্বারা তাপোৎপাদন করিতে পারা যায় এবং তাপ স্বয়ংও যান্ত্রিক-বল-প্রসবে সমর্থ। বর্ণও (colour) বস্তু-নিষ্ঠ স্থির গুণ নহে, ইহাও উৎপাদ্য—আধেয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দের সিদ্ধান্ত, বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন (The objects are themselves devoid of colour), যখন ইহারা শুভ্রালোকে স্থাপিত হয়, তখন ইহারা এক বা ততোঽধিক বর্ণের কিরণ পরিশোষণ ও অবশিষ্ট বর্ণের কিরণ প্রতিক্ষেপণ করিয়া থাকে। যে বর্ণের কিরণ যে বস্তুকর্ত্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হয়, উহা তদ্বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। যে বস্তু লোহিতবর্ণালোককে প্রতিক্ষেপণ ও অন্যান্য বর্ণালোক পরিশোষণ করে, তাহা পীতবর্ণাভ বলিয়া বোধ হয়। হরিতবর্ণবিশিষ্ট বস্তুসমূহ (Green objects) লোহিতবর্ণালোক পরিশোষণ এবং পীত ও নীল বর্ণালোক প্রতিক্ষেপণ করে। পারিশোষিত কিরণকে প্রতিক্ষিপ্ত কিরণের অনুপূরক (Complementary) বলা হয়। শুভ্রালোক বিশ্লিষ্ট হইলে অন্যান্য বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং কোন বস্তুর প্রতিক্ষিপ্ত-বা-প্রতিফলিত কিরণে তাহার পরিশোষিত-বা-অনুপূরক কিরণ সংযোগ করিলে, যে শুভ্রালোকই উদ্ভূত হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। *

---

answered had they not been preceded by the question, 'What is sound?' * * * Sound we know to be due to vibratory motion. A vibrating tuning fork, for example, moulds the air around it into undulations or waves, which speed away on all sides with a certain measured velocity, impinge upon the drum of the ear, shake the auditory nerve, and awake in the brain the sensation of sound."—

Fragments of Science, Vol. I. P. 74-75.

* রাসায়নিক পণ্ডিত মিলার (Miller) বলিয়াছেন;—

The objects are themselves devoid of colour, but when placed in white light they absorb the rays of one or more colours, and reflect the rest: the object, therefore, appears to be of the colour that would be produced by the ray or mixture of rays which it reflects; green objects, for example, absorb the red rays and reflect the yellow and blue. The rays thus absorbed are said to be complementary to those that are reflected; a complementary colour being always that tint which when added to the primary colour upon the eye would constitute white light."—

Miller's Chemical Physics, P. 157.

'অব্‌জেক্ট্‌স্ (Objects)—বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'অবজেক্ট্‌স্' শব্দটী কোন্ পদার্থের বাচক? 'বস্তু' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, 'অব্‌জেক্ট্' শব্দটী যে সেই ব্যাপকার্থে এস্থলে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু'। * 'অব্‌জেক্ট্' (object) কথাটী এস্থানে যাহা বাস করে—অবস্থান করে, নিশ্চয়ই এই ব্যাপক অর্থের বাচক নহে। যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে বলিতে পারি, 'অব্‌জেক্ট্' শব্দটী এস্থলে তামস-বা-তমোগুণপ্রধান বস্তুজাতের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবী তমোগুণবহুলা, পৃথিবীর তুলনায় অল্পতর তামস হইলেও জলও তমোগুণপ্রধান, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, বোধ হয়, 'অব্‌জেক্ট্' (object) বলিতে (তাঁহাদের নিজ বচন হইতে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন না হইলেও) পার্থিব পদার্থজাতকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ (Tait) তাঁহার 'Lectures on some Recent Advances in Physical Science' নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, যখন আমরা বলি, 'দ্রব্যের—ম্যাটারের (Matter) বাহ্যবিষয়ক—বাহ্যবিষয়াশ্রিত (objective) অস্তিত্ব আছে' (Matter has objective existence), তখন আমরা উহার একমাত্র অস্তিত্বপ্রমাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মাস্তিষ্ক-ক্রিয়া নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাপ (Heat), আলোক (Light), শব্দ (Sound), তাড়িতপ্রবাহ (Electric currents) ইত্যাদি, ইহারা দ্রব্যাকার (Forms of matter) না হইলেও, যখন 'শক্ত্যাত্মক,' তখন ইহাদিগকে 'দ্রব্যবৎ' সৎপদার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। †

---

* 'বস্' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

† "When we say that matter has objective existence, we mean that it is something which exists altogether independently of the senses and brain-processes by which alone we are informed of its presence. * * * Heat, therefore, as well as Light, Sound, Electric currents &c., though not forms of matter must be looked upon as being as real as matter, simply because they have been found to be forms of energy."—

P. 846-847.

বিজ্ঞানবাদীদিগের 'বাহার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে' এই হুঙ্কারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলেই সন্ত্রস্ত। পণ্ডিত টেট্‌কে, বিজ্ঞানবাদিগণের 'বাহার্থ নাই', 'সকলই বিজ্ঞান (Ideas)' এই ভয়সূচক-ঘণ্টানাদ-শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়াই, উদ্ধৃত তর্কবর্ম্মদ্বারা স্বমত আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদ্দ্বারা তিনি নিরাপদ্ হইতে পারেন নাই, বিজ্ঞানবাদিগণের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিশর তাঁহার তর্ক-বর্ম্ম ভেদ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক-শূর টেট্‌কে পরিশেষে প্রতিপক্ষিমুক্ত হইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হক্সলী (Huxley) বলিয়াছেন—

সাংখ্য-পাতঞ্জল রজোগুণপ্রধান দ্রব্য বলিতে যৎপদার্থকে উদ্দেশ করিয়াছেন, শ্রুতি (ঐতরেয় আরণ্যক দ্রষ্টব্য) 'ভোক্তৃভূত' এই শব্দদ্বারা যৎপদার্থকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের তাহাই এনার্জী (Energy), তাহাই হীট্, লাইট্ ইত্যাদি শব্দবোধ্য অর্থ। যাহাই হউক, 'অব্জেক্ট্‌স্ স্বয়ং বর্ণহীন' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'অব্জেক্ট্‌স্' শব্দদ্বারা যে স্থূল পার্থিব ও জলীয় পদার্থ অভিপ্রেত হইয়াছে, আমাদের তাহাই বিশ্বাস।

"তেজো রূপস্পর্শবৎ।"—

বৈশেষিকদর্শন ২।১।৩।

অর্থাৎ, 'তেজঃ' রূপ-ও-স্পর্শ এই দ্বিবিধগুণবিশিষ্ট দ্রব্য। তেজের প্রথমোক্ত গুণই বিবিধবর্ণযোনি—তেজ হইতেই বিবিধবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। 'রূপ' যখন তেজেরই বিশেষ গুণ, তেজব্যতীত অন্যদ্রব্যে যখন রূপ বিদ্যমান নাই, তখন বলিতে পারি, শাস্ত্রদৃষ্টিতে, বস্তু সকল স্বয়ং বর্ণহীন, এতদ্বাক্য অনর্থক—নিষ্প্রয়োজন। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহা স্থূলপঞ্চভূত, এবং স্থূলপঞ্চভূত শব্দস্পর্শাদি-পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকৃত অবস্থা। *

"The arguments used by Descartes and Berkeley to shew that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness, appear to me as irrefragable now as they did when I first became acquainted with them half-a-century ago. All the materialistic writers I know of who have tried to bite that file have simply broken their teeth."—

Fortnightly Review, December 1886.

প্রকাশশীলসত্ত্ব, ক্রিয়াশীলরজঃ ও স্থিতিশীলতমঃ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক (পৃথিব্যাদি স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূত-ভাবে ও শ্রোত্রাদি-স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-ভাবে পরিণামী) ও ভোগাপবর্গার্থক এই গুণত্রয় দৃশ্য (object)। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব 'দৃশ্য' (object) পদার্থের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইহারাও তন্মতে দৃশ্য পদার্থ। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-নির্দ্ধারিত দৃশ্য-পদার্থ-সীমা, শাস্ত্রনিরূপিত দৃশ্যপদার্থের সীমা হইতে অনেক সঙ্কীর্ণ।

* "তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি।"—

সাং দং ১,৬১।

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎ—মাত্র বা তৎ—মাত্রা—'তন্মাত্র'। 'মা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ত্রন্' প্রত্যয় করিয়া 'মাত্র'-পদ, এবং 'মাত্র' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'মাত্রা'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'মাত্রা' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'সাকল্য', 'অবধারণ' ও 'অবিচ্ছেদ'। তাহাই—তদধিক বা তদ্ন্যূন নহে, অথবা তাহাই হইয়াছে মাত্রা যাহাতে, তাহা, 'তন্মাত্র'। 'সইব তন্মাত্রম্'। 'তদ্রূপমেবাস্বাদেবম'—

রূপ-বা-বর্ণ (Colour) যদি তেজেরই ধর্ম্মবিশেষ হয়, এবং আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা যদি পঞ্চসূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকৃত অবস্থা হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, ভৌতিক পদার্থ-(অন্ততঃ পার্থিব, জলীয় ও তৈজস)-সমূহ বস্তুতঃ রূপ-বা-বর্ণ-বিহীন নহে।

পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের (Physicists) মুখে শুনিয়াছি, বর্ণ (Colour) আলোকের পরিণাম। শাস্ত্রের সহিত, বিদিত হইয়াছি, এই মতের বিরোধ নাই; রূপ বা বর্ণ যে তেজের ধর্ম্ম, শাস্ত্রও তাহাই বুঝাইয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দিগের উপদেশ, বস্তুসকল স্বয়ং বর্ণবিহীন, যে বস্তু যেরূপ বর্ণের আলোক-কিরণ প্রতিক্ষেপ করে, তদ্বস্তু তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়, এবং বিভিন্ন ঊর্ম্মি-পরিণাহ-বা-বীচি-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোকতরঙ্গ (Light, which consists of undulation of different wave-lengths) বিভিন্ন বর্ণের উৎপাদক হইয়া থাকে। *

পা ২।১।৭২, এই সূত্রানুসারে 'তন্মাত্র' এই সমস্ত শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা 'স্বা মাত্রা যস্মিন্'। 'তন্মাত্র' ও বৈশেষিক দর্শনপ্রসিদ্ধ 'পরমাণু' (Atom) সমান পদার্থ। তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তন্মাত্রহইতে উৎপন্ন ক্ষিত্যাদি পঞ্চস্থূলভূতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

"तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः।
एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च॥"—

সাংখ্যকারিকা।

ইতিপূর্ব্বে, বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ গুণপর্ব্বের কথা উক্ত হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থ গুণাত্মকবংশের বিশেষপর্ব্ব—বিশেষ অবস্থা, এবং পঞ্চতন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র) ও অস্মিতা এই ষট্ পদার্থ—অবিশেষপর্ব্ব। পূজ্যপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণও উদ্ধৃত কারিকাটী দ্বারা বুঝাইয়াছেন, তন্মাত্রসকল অবিশেষপর্ব্ব। উক্ত অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে 'আকাশ' অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া শান্ত—লঘু, সূক্ষ্ম ও প্রসন্ন—প্রসাদগুণবিশিষ্ট; 'বায়ু' ও 'তেজঃ' অপেক্ষাকৃত রজোগুণপ্রধান বলিয়া ঘোর—দুঃখোৎপাদক, অস্থির—ক্রিয়াশীল; এবং 'অপ্', ও 'ক্ষিতি' তমোগুণবহুল বলিয়া মূঢ় (Inert), ভারযুক্ত, অপ্রসন্ন।

* "In general, then, light, which consists of undulation of different wave-lengths, produces different impressions upon our eye, namely,—those of different colours."—

Popular Lectures on Scientific Subjects by Helmholtz, 1st Series, P. 212.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্লেজব্রুক্ (Glazebrook) বলিয়াছেন—

"Thus, our experiments verify the anticipations of theory, and teach us that corresponding to variations in wave-lengths, we have variations in the sensations

শাস্ত্র বলেন, বস্তু সকল একেবারে বর্ণহীন নহে। যাহাতে 'তেজঃ' আছে, ব্যক্ত-বা-উদ্ভূতভাবেই হউক, অথবা অব্যক্ত-বা-অনুদ্ভূতভাবেই হউক, তাহাতে 'রূপ' আছে। শাস্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের এই স্থলে বিরোধ বা বিসংবাদ লক্ষিত হইতেছে। এ বিরোধ সক্ষের (To be reconciled) কি না? এ বিসংবাদের সঙ্গে-

---

of colour which the light produces in our eye. Light of a definite wave-length produces a definite colour. The shorter waves produce the sensation of blue or violet, the longer waves that of red. The other colours of the spectrum, intermediate between the red and violet, correspond to waves of intermediate lengths."—
Physical Optics. P. 110.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রবার্ট রুট্‌লেজ্ (Robert Routledge) তাঁহার 'Discoveries and Inventions of the Nineteenth Century' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"The undulatory theory gives also an easy explanation of colours; they being, according to the theory, only the effects, as already stated, of the different rates of vibrations of the ether. If the ether particles perform 514,000,000,000,000 oscillations in a second, we receive the impression we call red colour; if they execute 750,000,000,000,000 vibrations, the impression produced in our organ of sight is different—we call it violet; and so on. Thus science teaches us that visual impressions so different as red, green, blue, violet and other distinct colours, are in reality, all due to movements of one and the same—something; and that the different sensations of colour we experience, arise merely from different rates of recurrence in these movements."—
P. 299.

অর্থাৎ, আলোকের বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ে উৎপত্তিবাদ (The undulatory theory), বর্ণতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ সুখসাধ্য করিয়াছে। এইমতে বর্ণসকল ইথার (Ether)-নামক কল্পিতপদার্থের স্পন্দনক্রম-তারতম্য-জাত, নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি। স্পন্দনের ক্রম-ভেদে বিভিন্ন বর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। ইথারীয় অণুরাশিতে এক সেকেণ্ডে যদি ৫১৪,০০০,০০০,০০০,০০০, এতসংখ্যক থর—কম্পন (Oscillation) হয়, তাহা হইলে, আমাদের লোহিতবর্ণের (Red) অনুভূতি হয়, এবং যদি ৭৫০,০০০,০০০,০০০,০০০, এতসংখ্যক কম্পন হয়, তাহা হইলে, পাটলবর্ণের (নীল+লোহিত, violet) অনুভব হইয়া থাকে। অন্যান্য বর্ণসমূহও এইরূপ ইথারীয়-থর-ভেদ-নিবন্ধন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। অতএব এক পদার্থেরই গতিভেদ-নিবন্ধন যে ভিন্ন-ভিন্ন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এতদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল।

এ কথা শাস্ত্রজ্ঞের অপরিচিত নহে। তবে শাস্ত্র এ বিষয় যেরূপ সুন্দরভাবে—অসন্দিগ্ধ-ও-ব্যাপকরূপে বুঝাইয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তদ্রূপ সুন্দরভাবে—সেইপ্রকার অসন্দিগ্ধ-ও-ব্যাপকরূপে বুঝাইতে পারেন নাই।

লন হইতে পারে কি না, জানিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে জানিতে হইবে, 'আলোক' কোন্ পদার্থ।

আলোক কোন্ পদার্থ?

আলোক (Light)-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র, স্থিরনক্ষত্র (Fixed stars), প্রদীপ প্রভৃতি ভাস্বর পদার্থ হইতে কর্ম্মোৎপত্তি নিয়মে বিরলাবয়ব তৈজস অণুসকল বিকীর্ণ হইয়া, যখন আমাদের নয়নেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয়,—চাক্ষুষ স্নায়ুকে স্পর্শ করে, তখন আমাদের আলোকানুভূতি হইয়া থাকে। আলোক স্বয়ংই দ্রব্য (Matter)। অন্ত-মতে শব্দের ন্যায় বীচিতরঙ্গন্যায়ে আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুষ্করিণীতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, লোষ্ট হইতে অভিঘাতপ্রাপ্ত জলরাশিতে যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়, ইথার (Ethor)-নামক পদার্থোৎপন্ন তাদৃশ তরঙ্গবিশেষই 'আলোক' (Light)। শেষোক্ত মতে 'আলোক' তৈজস অণু নহে, ইহা একপ্রকার গতি (Wave-motion)। আলোকসম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত মত 'Corpuscular বা Emissive theory' এবং শেষোক্ত মত 'Undulatory theory' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতের প্রতি ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। *

আলোক-সম্বন্ধে যেরূপ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে, তাপ (Heat) কোন্ পদার্থ, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, তাপসম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বিবিধ মত প্রসিদ্ধ আছে।

পণ্ডিত গ্যানো (Ganot) বলিয়াছেন, একপ্রকার সূক্ষ্ম, লঘু, তরল (Subtle, imponderable fluid) পদার্থ প্রত্যেক জড় বস্তুর অণুসমূহকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিদ্যমান আছে, ইহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চরণ করিতে পারে, বস্তুর আণবিক আক-

---

* "Light was regarded by what was termed the corpuscular theory, as being in itself matter or a specific fluid emanating from luminous bodies, and producing the effects of sensation by impinging on the retina. This theory gave way to the undulatory one, which is generally adopted in the present day, and which regards light as resulting from the undulation of specific fluid to which the name of the ether has been given which hypothetic fluid is supposed to pervade the universe, and to permeate the pores of all bodies."—

Correlation of Physical Forces by W. R. Grove, P. 120.

র্ষণ-বা-সংহতিকে ইহা শিথিল করে, অর্থাৎ, ইহা ভেদবৃত্তিক (Repulsive)। এই পদার্থের বস্তুমধ্যে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিক্রমণ, যথাক্রমে তাপ-ও-শৈত্যানুভূতির কারণ। তাপোভূতি-সম্বন্ধীয় এইটী প্রথম মত। জড় বস্তুর পরমাণুসমূহের বিকম্পনে তাপ উৎপন্ন হয়, আণবিক তরঙ্গই তাপোভূতির হেতু। যে বস্তুর আণবিক বিকম্পন অতিমাত্র বেগবিশিষ্ট, তদ্বস্তুই অত্যুষ্ণ। এইটী তাপসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় মত। এ মতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'তাপ' দ্রব্য পদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ (A condition of matter)। তাপ-সম্বন্ধীয় এই দ্বিতীয় মতেরও—এই ঊর্ম্মিপ্রবাহে-উৎপত্তিবাদেরও (Undulatory theory) প্রকারভেদ আছে।

ঘনিষ্ঠ (The densest) বা অত্যন্ত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ, তরল ও সূক্ষ্মতম বায়বীয় পদার্থ (The most attenuated gases), এবং নক্ষত্রমণ্ডলকে বেষ্টনপূর্ব্বক যাহা বিদ্যমান আছে, যাহা আন্দোলায়িত-গতিকে অত্যন্ত বেগের সহিত সঞ্চালন করিতে পারে, স্থিতিস্থাপকধর্ম্মবিশিষ্ট 'ইথার' নামক তৎপদার্থের দ্রুত, আন্দোলায়িতগতি-বা-প্রকম্পন হইতে তাপের উদ্ভূতি হইয়া থাকে। তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই মতই আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গকর্ত্তৃক সমাদৃত হইতেছে। *

---

* "Of the various theories as to the cause of heat, two only need be mentioned : those are the *theory of emission*, and the *theory of undulation*. On the first view, heat is caused by a subtle imponderable fluid, which surrounds the molecules of bodies and which can pass from one body to another. These *heat atmospheres* which thus surrounds the molecules, exert a repelling influence on each other, in consequence of which heat acts in opposition to the force of cohesion. The entrance of this substance into our bodies produces the sensation of warmth ; its egress, the sensation of cold. On the second hypothesis the heat of a body is caused by an oscillating or vibratory motion of its material particles, and the hottest bodies are those in which the vibrations have the greatest velocity and the greatest amplitude. Hence, on this view, heat is not a *substance*, but a *condition of matter*, and a condition which can be transferred from one body to another. It is also assumed that there is an imponderable elastic ether which pervades all bodies, the densest, or the most transparent solids or liquids, the most attenuated gases as well as the stellar spaces, and which is capable of transmitting a vibratory motion with great velocity. A rapid vibratory motion of this ether produces heat, just as sound is produced by a vibratory motion of atmospheric air, and the transference of heat from one body to another is effected by the intervention of this ether."—

Natural Philosophy by Ganot, P. 203-204.

পণ্ডিত টম্‌সন্ (Thomson) বলিয়াছেন, ইংরাজী ভাষাতে 'তাপ' (Heat) শব্দটা দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কখন ইন্দ্রিয়দ্বারোৎপন্ন অনুভূতিবিশেষের এবং কখন ইতস্ততঃ বিদ্যমান পদার্থসমূহের তাপানুভবোদ্দীপক অবস্থা-বিশেষের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা তাপ (Heat) অনুভব করিতেছি, ইহা প্রথমোক্ত অর্থে এবং অগ্নিতে তাপ আছে, ইহা শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত 'তাপ' শব্দের প্রয়োগস্থল বুঝিতে হইবে। *

শুদ্ধ ইথার (ETHER) হইতে আলোকাদি ভৌতিক শক্তিসমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভ্ (Grove) বলিয়াছেন, ভৌতিক-পদার্থ-পরিবেষ্টিত 'ইথার' নামক পদার্থ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এতদপেক্ষায় আলোক ভৌতিক পদার্থেরই আণবিক তরঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আমার মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ইউলার (Euler)ও এই মতের পক্ষপাতী। †

পণ্ডিত গ্রোভের এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ (Correlation of physical forces) পণ্ডিত গ্রোভই পাশ্চাত্য দেশে প্রথম আবিষ্কার করেন। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলিয়াছেন, পৃথক্-পৃথগ্‌রূপে অবভাসমান প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধদর্শনই ইহারা যে এক মূল পদার্থের ভিন্ন-ভিন্ন-

---

* "The word *heat* in the English language is used to express two different things. It sometimes signifies a *sensation* excited in our organs and sometimes a certain *state* of bodies around us, in consequence of which they excite in us that sensation. The word is used in the first sense when we say that we feel *heat*, and in the second when we say that there is *heat in the fire*."—

T. Thomson's Heat and Electricity, P. 3.

† "In a lecture delivered in January 1842, when I first publicly advanced the views advocated in this Essay, I stated that it appeared to me more consistent with known facts to regard light as resulting from a vibration or motion of the molecules of matter itself, rather than from a specific ether pervading it; just as sound is propagated by the vibrations of wood or as waves are by water."—

Correlation of Physical Forces, P. 129.

রূপ পরিণাম, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আমার বলবতী যুক্তি (Cogent argument)। যে এক পদার্থকে, তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতির মূল-কারণ-রূপে লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহা কি 'ইথার' (Ether)? যে ইথারের কম্পনবিশেষ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে, তাপাদি পদার্থও কি তাহারই কম্পনবিশেষ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? পণ্ডিত গ্রোভ্ বলেন, ইথারের কম্পনবিশেষ হইতে আলোকের উদ্ভূতি হয়, এ সিদ্ধান্তাপেক্ষায়, তাপ, তড়িৎ ও অয়স্কর্ষণ (Magnetism) ইহারাও ইথারের তরঙ্গবিশেষ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এতাদৃশ সিদ্ধান্ত অধিকতর আপত্তিপূর্ণ,—এরূপ সিদ্ধান্তের অবাধিত উপপত্তি প্রদর্শন করা যায় না। *

তাড়িতাত্মক (Electric) ও অতাড়িতাত্মক-বা-তাড়িতেতর (Non-electric) এই দ্বিবিধ পদার্থের কথা, পাঠক অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। তাড়িতাত্মক বস্তুসমূহ তাড়িতপ্রবাহরোধক (Non-conductors) এবং তাড়িতেতর দ্রব্যজাত তাড়িতের পরিচালক (Conductors)। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলেন, ইথারই যদি তড়িতের প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, ইথার তাড়িতপরিচালক, কি তাড়িতপ্রবাহরোধক? যদি ইহা তাড়িতপ্রবাহরোধক হয়, তবে ইথারীয় সিদ্ধান্ত (Ethereal hypothesis) অসিদ্ধ হইতেছে, আর যদি ইহা তাড়িতপরিচালক হয়, তবে যে সকল বস্তু অধিকতর সান্তর [illegible] যাহারা ইথারের সমধিক অনুপ্রবেশার্হ, তাহারাই উত্তম তাড়িতপরিচালক হওয়া উচিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। † ডাক্তার ইয়ং

---

* "The fact itself of the correlation of the different modes of force is to my mind a very cogent argument in favour of their being affections of the same matter; and though electricity, magnetism and heat might be viewed as produced by undulations of the same ether as that by means of which light is supposed to be produced, yet this hypothesis offers greater difficulties with regard to the other affections than with regard to light."—

Correlation of Physical Forces, P. 180-181.

† "Assuming ether to pervade the pores of all bodies, is the ether a conductor or non-conductor? If the latter—that is, if the ether be incapable of transmitting the electrical wave—the ethereal hypothesis of electricity necessarily falls; but if the motion of the ether constitute what we call conduction of electricity, then the more porous bodies, or those most permeable by the ether, should be the best conductors. But this is not the case."—

Correlation of Physical Forces, P. 105.

(Dr. Young) প্রথমে শুদ্ধ ইথারীয়সিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইয়ং (Young) অবশেষে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইথারীয় অবকাশ এবং ভৌতিক অণু এই উভয়ই তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিকশক্তি-বিকাশের কারণ। ডাক্তার ইয়ং বলিয়াছেন,—তৈল দ্বারা আলেখন-পত্রের (Tracing paper) যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, ইথার নামক পদার্থ দ্বারা (ইহা স্থিতি-স্থাপক এবং নিখিল জড়বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, এই নিমিত্ত) আণবিক তরঙ্গপ্রবাহের তৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। *

শব্দ-ও-আলোক এই পদার্থদ্বয়ের অনেকশঃ সাদৃশ্য (Analogies) দেখিতে পাওয়া যায়। বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত না হইলে, উভয়ই সরলরেখায় প্রবাহিত হয়; উভয়ই সমান নিয়মে প্রতিফলিত হয়; শব্দ ও আলোকের আপাত-ও-প্রতিফলিত কোণ (The angles of incidence and reflexion) সমান; উভয়ই অবরোধের প্রাবল্যে পর্য্যায়ক্রমে অপেত-ও-বর্দ্ধিত (Nullified and Doubled) হইয়া থাকে; এক অবকাশ হইতে অবকাশান্তরে গমনের সময় অবকাশের ঘনত্বানুসারে উভয়ই বক্রীভূত—পরাবৃত্ত (Refracted) হয়। জিজ্ঞাস্য হইবে, শব্দ ও আলোক উভয়ই যদি আন্দোলান্বিতগতি হয়, উভয়ই যদি শক্তিবিশেষ হয়, তাহা হইলে, উভয়ের মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় কেন? অপিচ জিজ্ঞাস্য হইবে, ইথারকে শব্দোৎপত্তির কারণ বলা হয় না কেন? এবং শব্দও ইথারের কম্পনবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, এ কথা স্বীকার না করিলেই বা এক মূল পদার্থ হইতে নিখিল প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌমরূপে উপপন্ন হইবে কিরূপে? † পণ্ডিত গ্রোভ্

* "Dr. Young ultimately came to the conclusion that it was simplest to consider the ethereal medium, together with the material atoms of the substance, as constituting together a compound medium denser than pure ether, but not more elastic. Ether (says Dr. Young) might thus be viewed as performing the functions which oil does with tracing paper, giving continuity to the particles of gross matter, and in the interplanetary spaces forming itself the medium which transmits the undulations."—

Correlation of Physical Forces, P. 137.

† "The analogies in the progression of sound and light are very numerous: each proceed in straight lines, until interrupted; each is reflected in the same manner, the angles of incidence and reflexion being equal: each is alternately nullified and doubled in intensity by interference; each is capable of refraction when passing from media of different density."—

Ibid. P. 132.

(Grove) ইথারের প্রকম্পন হইতে আলোকের উৎপত্তিবাদের অনুপপত্তি-প্রদর্শনার্থ স্বীয় 'Correlation of Physical Forces' নামক গ্রন্থে এইরূপ অনেক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে তদুত্থাপিত অন্য একটী আপত্তি সন্নিবেশিত হইল। অধিকাংশ সান্দ্র বা সচ্ছিদ্র বস্তু, দেখিতে পাওয়া যায়, অস্বচ্ছ (Opaque)। কর্ক্ (Cork—কূপী-ছিদ্রপিধান—ছিপী), চার্‌কোল্ (Charcoal—অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ), পামিস্ ষ্টোন্ (Pumice stone—সান্দ্র লঘু পাষাণবিশেষ), শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠ (Dried and moist wood) ইত্যাদি। অতএব যে সকল বস্তু অত্যন্ত সচ্ছিদ্র ও লঘু, তাহারাই যে অতিমাত্র কিরণা-ভেদ্য (Opaque), কর্ক্ প্রভৃতি দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত বস্তুসমূহদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হই-তেছে। 'আলোক' স্থূল-বস্তু-ব্যাপক (Pervading gross matter) ইথার নামক পদার্থের আন্দোলান্বিত-গতি, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, তাঁহারা বস্তুর অণু-বা-পরমাণু (Molecules or atoms of matter)-সমূহের পরস্পর পরবিপ্রকর্ষ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বস্তুর অণু সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। প্রাচীন পণ্ডিত ডিমোক্রিটস্ (Democritus), অপিচ বহু আধুনিক দার্শনিক সুধীবর্গ, ম্যাটারকে (Matter) তারকিতগগনের (Starry firmament) সহিত তুলিত করিয়া থাকেন। যদিও প্রত্যেক পরমাণু (দ্রব্যের কল্পিত অভেদ্য, সূক্ষ্ম অংশ [Monad]) পরস্পর অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট, তথাপি উহারা সমূঢ়াবস্থাতে অভিন্ন বা একভাবে উপলব্ধ এবং আণবিক আকর্ষণশক্তিদ্বারা স্ব-স্বস্থানে, পরস্পর নির্দ্দিষ্টাধ্বাবচ্ছেদে ধৃত হইয়া অবস্থান করে। ম্যাটার যদি ভিন্ন-ভিন্ন অণুসমূহের সংযোগে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আমাদের যেরূপ জ্ঞান, বলিতে পারি, যে সকল দ্রব্যের ঘটকাবয়ব অণুপুঞ্জ পরস্পর পরবিপ্রকৃষ্ট, তাহারাই পরম লঘু, এবং যে সকল দ্রব্যের বিপ্রকৃষ্ট অণুসমূহ-কর্ত্তৃক, দ্রব্যাবগাহী ইথারের আন্দোলান্বিত প্রবাহ যত অল্পমাত্রায় সংঘর্ষিত বা অব-

---

"How does the wave theory account for this, the rectilinear propagation of light ? Why does not the light bend round corners as a sound does ? A beam of light coming through a hole in the shutter in a darkened room casts a bright spot of light on the opposite wall and leaves the rest almost as dark as before, while a sound made outside is heard almost equally well at all points in the room. If the two—the light and the sound—are both forms of energy, transmitted by wave motion, how is it that there is this great difference ? Huyghens, the real founder of the undulatory theory, failed to explain this, and it was Newton's great objection. It was this difficulty which led him to espouse so warmly the cause of the emission theory,"—

Physical Optics by R. T. Glaze-brook, M. A. F. R. S., P. 15.

রোধিত হইবে, সেই সকল দ্রব্য তত অধিকমাত্রায় স্বচ্ছ বা কিরণভেদ্য (Transparent) হইবে। কিন্তু তাহা কি হয়? *

তাপ (Heat)-দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হয়, শক্তিবাদ-দৃষ্টিদ্বারা পরীক্ষা করিলে (Viewed according to the dynamic theory), অবগত হইয়া থাকে, শুদ্ধ সূক্ষ্ম ইথার নামক পদার্থের পরিস্পন্দনকে তাহাদের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিলে, সমীচীন কারণোপপত্তি হয় না। ইথারীয় সিদ্ধান্ত পর্য্যাপ্তরূপে উহাদের কার্য্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না, ইহাকে প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থজাতের আণবিক ক্রিয়া-মুখপেক্ষা করিতেই হয়। যাঁহারা তাপের শক্তি-বা-গতিবাদ সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থের আন্দোলন হইতে যে স্পন্দন প্রসারণ হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করেন। তাপ ও আলোক এই পদার্থদ্বয়ের কার্য্যগত সমানতা (Analogies) যখন এত গাঢ়, তখন আমি বুঝিতে পারি না, সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত একের কারণবাদ, অন্যে—তৎসজাতীয় পদার্থান্তরে প্রযোজ্য বা সঙ্গত না হইবে কেন।

তাপের সঞ্চারণ (Transmission), প্রতিফলন (Reflection), প্রতিভঙ্গ (Refraction) ও ধ্রুবাভিসারণ (Polarization), প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থের বিকাররূপে পরি-দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাপ-সমানধর্ম্মা আলোকসম্বন্ধীয় প্রাগুক্ত সঞ্চারণাদি ব্যাপার-

---

* "An objection that immediately occurs to the mind in reference to the etherial hypothesis of light, is, that the most porous bodies are opaque; Cork, Charcoal, pumice stone, dried and moist wood, &c., all very porous and very light, are all opaque. This objection is not so superficial as it might seem at first sight. The theory which assumes that light is an undulation of an etherial medium pervading gross matter, assumes the distances between the molecules or atoms of matter to be very great. Matter has been likened by Democritus, and by many modern philosophers, to the starry firmament, in which, though the individual monads are at immense distances from each other, yet they have in the aggregate a character of unity, and are firmly held by attraction in their respective positions and at definite distances. Now, if matter be built up of separate molecules, then, as far as our knowledge extends, the lightest bodies would be those in which the molecules are at the greatest distances, and those in which any undulation of a pervading medium would be the least interfered with by the separated particles,—such bodies should consequently be the most transparent."—

Correlation of Physical Forces, P. 133-134.

সমূহ ভৌতিক পদার্থের বিকার নহে, ইহারা ইথার নামক সূক্ষ্ম কল্পিত পদার্থের পরিণাম। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যুক্তি কি? তাপ-বিকারের ন্যায় আলোক-পরিণামেরও প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থকে কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করিবার আপত্তি কি? *

পাশ্চাত্য রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (Cooke) তাঁহার 'The New Chemistry' নামক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদকে যাঁহারা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত-তত্ত্ব (Established Principle of Science) বলিয়া মনে করেন, আমি তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। ইহা যে অত্যন্ত মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ইহা যে অনেক অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব এবং পশ্চাৎ-পরীক্ষালব্ধ-প্রকাশ দৃশ্যের স্বরূপ অগ্রে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা সুবিদিত-তথ্য। এ সকলই সত্য বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে, আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদের উপপত্তি ইথারনামক পদার্থ-নিষ্ঠ গুণসংঘাতের অপেক্ষা করে। আলোকের আন্দোলায়িত-গতিবাদের ইহা যথাযথরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে,—আন্দোলায়িত-গতিবাদ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস করা, আমার পক্ষে দুরূহ হইয়াছে।

* "The phenomena presented by heat, viewed according to the dynamic theory, cannot be explained by the motion of an imponderable ether, but involve the molecular actions of ordinary ponderable matter. The doctrine of propagation by undulations of ordinary matter is very generally admitted by those who support the dynamical theory of heat; but the analogies of the phenomena presented by heat and light are so close, that I cannot see how a theory applied to the one agent should not be applicable to the other. When heat is transmitted, reflected, refracted or polarised, can we view that as an affection of ordinary matter, and when the same effects take place with light, view the phenomena as produced by an imponderable ether, and by that alone?"—

Correlation of Physical Forces, P. 133.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্যানো (Ganot) বলিয়াছেন,—

"The reflection of sound or rather of sound waves follows the same laws as the reflection of heat and of light, which we shall afterwards have to explain."—

The Natural Philosophy, P. 166.

অর্থাৎ শব্দাখ্য আন্দোলায়িতগতির প্রতিফলন-নিয়ম এবং তাপ-ও-আলোকের প্রতিফলন-নিয়ম সমান।

শব্দ ও আলোক উভয়ই আন্দোলায়িত-গতি (Wave-motion)। আন্দোলন-বা-প্রকম্পনের উৎপত্তিকারণ উভয়ের সমান। শব্দ যেরূপ বেগের সহিত সঞ্চরণ করে, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতির বেগ তদপেক্ষায় অনেক অধিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গ গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, শব্দ বায়ুরাশির মধ্যদিয়া প্রতি-সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট বা ⅕ মাইল, এবং আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি প্রতি-সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল গমন করে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোক, শব্দ হইতে অতিমাত্র শীঘ্রগামী। * শব্দ-গতির বেগও সঞ্চারণ-মার্গভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। বায়ু-রাশির মধ্যদিয়া শব্দ যে বেগে সঞ্চালিত হয়, তরল পদার্থের মধ্যদিয়া ইহা তদপেক্ষায় অধিকতর বেগে সঞ্চালিত হইতে পারে, এবং কঠিন পদার্থের মধ্যদিয়া গমন করিবার সময়ে ইহার বেগ আরো বর্দ্ধিত হয়। † পণ্ডিত কুক্ (Cooke) আন্দোলায়িত-গতিসমূহের এইরূপ ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, শুদ্ধ ইথারীয় প্রকম্পনই আলোকের কারণ নহে। ‡

* শব্দ-ও-আলোকের বেগসম্বন্ধে (Velocity of Sound and Light) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে, যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

† "That sound travels more rapidly in solids than in air is easily shown. If a person holds his ear against one end of a tolerably long iron bar, while another person gives a hard blow at the other end, two distinct sounds are heard, the first transmitted by the metal, and the other transmitted by the air. The velocity of sound in iron is 16, 800 feet in a second ; in copper, 11,600 ; in oak, 10,900 ; and in pine, 15,220 feet."—

Natural Philosophy by Ganot, P. 165-166.

অর্থাৎ, শব্দ বায়ুরাশির মধ্যদিয়া যে বেগে সঞ্চরণ করে, কঠিন বস্তুর মধ্যদিয়া যে তদপেক্ষায় দ্রুততর বেগে গমন করিয়া থাকে, তাহা অনায়াসে প্রতিপাদন করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি একটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ লৌহদণ্ডের এক প্রান্তে কর্ণ সংযোগ করিয়া থাকে, এবং অপর এক ব্যক্তি উহার অপর প্রান্তে কঠিন অভিঘাত করে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। উক্ত দ্বিবিধ শব্দের প্রথমটী লৌহপ্রেরিত, দ্বিতীয়টী বায়ুসঞ্চালিত। লৌহমধ্যদিয়া প্রবহমান শব্দ, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,৮০০ ফিট্ গমন করে। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, বায়ুরাশির মধ্যদিয়া প্রবহমান শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট্ (মতান্তরে ১,১২০ বা ১,১১৮ ফিট্; পণ্ডিত গ্যানো বলিয়াছেন, শব্দ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১,১২০ ফিট্ গমন করে—As sound travels at 1,120 feet in a second) বিচরণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, বায়ু হইতে কঠিন দ্রব্যের মধ্যদিয়া শব্দগতি দ্রুততর বেগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

‡ "Indeed, I cannot agree with those who regard the wave-theory of light as an established principle of science. That it is a theory of the very highest value

শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন?

তাপ, আলোক ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে, বুঝিলাম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে 'শক্তিবাদ' (Dynamical theory) ও 'পরমাণুবাদ' (Corpuscular theory *) এই দ্বিবিধবাদ প্রচলিত আছে। তাপাদি-পদার্থ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে উক্ত দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিক্রম পর্য্যালোচনা করিলে, পাশ্চাত্য দেশের উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে, উপলব্ধি হয়, শক্তিবাদটী আধুনিক। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিউটনের সময়েও এ মতের প্রভাব ছিল না। 'শক্তিবাদ' ও 'পরমাণুবাদ' এই দ্বিবিধ বাদের কথা কি শাস্ত্রে আছে? শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক পাশ্চাত্যদেশপ্রসিদ্ধ এই দ্বিবিধ মতের কি কোন আভাস পাওয়া যায়? এতদুত্তরে আমরা বলিব, শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ মতের কথাই আছে; অপিচ ইহাও বলিব, শাস্ত্র এই দ্বিবিধ মতের যে রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অসন্দিগ্ধ, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ, তাহা বিশ্বতোমুখ, তাহা অনবদ্য। কি শাস্ত্র-সম্পর্ক-

---

I freely admit, and that it has been able to predict the phases of unknown phenomena, which experiment has subsequently brought to light, is a well-known fact. All this is true; but then, on the other side, the theory requires a combination of qualities in the ether of space, which I find it difficult to believe are actually realized. For instance, the rapidity with which wave-motion is transmitted depends, other things being equal, on the elasticity of the medium."—

The New Chemistry. P. 14.

* Corpuscular শব্দটী 'Corpuscle'—হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'Corpuscle'—ক্ষুদ্রাবয়ব অণুর—Little bodyর—Minute particle or physical atomএর বাচক। 'Corpuscular theory'কে আমরা এইজন্য 'পরমাণুবাদ' বলিয়াছি। ইহার অন্য নাম ইমিশন্ থিওরী (Emission theory)। পণ্ডিত গ্লেজ্‌ব্রুক্ (Glaze-brook) কর্পস্কিউলার বা ইমিশন্ থিওরীর স্বরূপ-বর্ণনার্থ বলিয়াছেন—A luminous body may be considered as a source of energy emitting in all directions a number of material particles which travel through space with a definite velocity, and carry with them their kinetic energy; endowed also, it may be, with potential energy from the forces which they exert on each other and on other forms of matter. We must further suppose that when these particles come in contact with the retina they give rise to the sensation of vision. This is the basis of the emission theory, which was elaborated at length by Newton, and by means of which he was enabled to explain the phenomena of the rectilinear transmission, reflexion, and refraction of light."—

Physical Optics. P. 4-5.

বিহীন পাশ্চাত্য-বিস্থার্থী পাশ্চাত্য-বিস্থাপক্ষপাতী, কি পাশ্চাত্য-ভাষানভিজ্ঞ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী স্বদেশীয়পাণ্ডিত্যাভিমানী, আমাদের এই কথা শুনিয়া, ইহাঁদের কেহই সন্তুষ্ট হইবেন না, এইরূপ মত প্রকাশ করাতে, উভয় পক্ষ হইতেই আমাদিগকে তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে, উভয় পক্ষেরই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, কিন্তু যাহাই হউক, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা বলিব।

আমরা এক্ষণে সুদূরবর্ত্তী, ভিন্নপ্রকৃতি, ভিন্নভাষী, অভ্যুদয়শীল ইংলণ্ডের শাসনাধীন, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি-গুণ-ভূষিত, প্রবলপ্রতাপান্বিত, বিদ্যাবিবর্দ্ধননিরত, পরমভাগ্যবান্ সুসভ্য ইংরাজ এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজা। রাজ-ভাষা, রাজ-নীতি, রাজ-মুখাপেক্ষিপ্রজার অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহজগতে যিনি আমাদের ত্রাতা, সংহর্ত্তা, পরমেশ্বর যোগ্য-বোধে যাঁহাকে নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্য দান করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে আমাদের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা শিক্ষা না করিলে, তাঁহার রীতি-নীতি না জানিলে চলিবে কেন? ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, যাঁহাদের মনঃ, বুদ্ধি, পৌরুষ, পরাক্রম, অনুপহত—অবিকলীকৃত (Unimpaired), যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধলোকের সমভাবে হিতকামনা করেন, তাঁহাদের 'প্রাণৈষণা', 'ধনৈষণা' ও 'পরলোকৈষণা,' এই ত্রিবিধ 'এষণা' (Seeking, Desire) হইয়া থাকে।

প্রাণ সুস্থ থাকিলে, শরীর-মনঃ সবল ও নীরোগ হইলে, তবে অন্যান্য কার্য্য-নিষ্পাদনের সামর্থ্য হইয়া থাকে, প্রাণত্যাগ হইলেই সর্ব্বত্যাগ হয়, অতএব প্রাগুক্ত এষণাত্রয়ের মধ্যে 'প্রাণৈষণাই' সর্ব্বাগ্রে পর্য্যেষ্টব্য, প্রাণানুপালন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। স্বস্থের স্বস্থবৃত্তি—স্বাস্থ্যরক্ষণ (Preservation of health) এবং আতুর বা ব্যাধিতের বিকারপ্রশমনে অপ্রমাদ—অবধান (Care, attention), রোগ-বিমোচনে মনোযোগ, প্রাণৈষণা বলিতে এই দ্বিবিধ প্রাণানুপালন-চেষ্টা বুঝিতে হইবে। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা পর্য্যেষ্টব্য (To be sought for)। কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা, অথবা অন্য কোন কর্ম্ম, যাহা সাধুবিগর্হিত নহে, যদ্দ্বারা সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তৎকর্ম্মদ্বারা ধনার্জ্জনেচ্ছা দ্বিতীয় 'এষণা'। প্রাণৈষণা ও ধনৈষণার পর হিতাহিত-বিবেক-ক্ষম, লোকালোকদর্শী, ভাগ্যবানের পরলোকৈষণা—পর-লোকের হিত-কামনা, হইয়া থাকে। পরলোকের অস্তিত্বে সকলের বিশ্বাস নাই। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, শ্রুতি-বচনানুসারে বলিতেছি, * যাঁহারা বালক—অবিবেকী,

* "न साम्परायः प्रतिभाति बाल-प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्।
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥"—

কঠোপনিষৎ।

যাঁহারা প্রমাদী, সংসার-বদ্ধ-দৃষ্টি—জাগতিক-ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তচিত্ত, যাঁহারা বিত্তমোহ-মূঢ়, তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং, তাঁহাদের সমীপে 'পরলোকৈষণা' পর্য্যেষ্টব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। না হউক, 'প্রাণৈষণা' ও 'ধনৈষণা' এই দুইটী এষণা যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নিঃসন্দেহ। * বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রয়োজন-বোধই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। রাজভক্তি-বশতঃ না হউক, মানবোচিত জ্ঞানপিপাসা-শাস্ত্যর্থ না হউক (বলা বাহুল্য, জ্ঞানের জন্য বিদ্যাভ্যাস করেন, এদেশে এই দুর্দ্দিনে এরূপ লোক অত্যল্প), বৃত্তির জন্য—দগ্ধ উদরের জ্বালা-নিবারণার্থ আমাদিগকে রাজ-ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। 'প্রাণৈষণা' ও 'ধনৈষণা' এই দুইটীই যখন সাধারণ মানবের 'এষণা', বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন-বোধ যখন আমাদের অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রাধ্যয়নকে আমরা যে অকিঞ্চিৎকর কার্য্য মনে করিব, তাহাতে সন্দেহ কি? যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা রাজভাষাভিজ্ঞ নহেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা রাজার নিকট হইতে কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয় না (অন্ততঃ অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস, নতুবা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও স্ব-স্ব বংশধরদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করাইয়া, ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন কেন?)। শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ, যথাসম্ভব স্বধর্ম্মপালনরত, সরলচিত্ত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের এদেশে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা, কাহারই সমীপে যে বিশেষ আদর নাই,

অর্থাৎ, যে সকল মনুষ্য, বালক—অবিবেকী, যাহারা প্রমাদী—পুত্রপশ্বাদি-প্রয়োজনাসক্তচিত্ত, যাহারা বিত্তমোহমুগ্ধ, তাহারা প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ ইহলোকই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, পর-লোক কবিকল্পনা মাত্র, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করে। এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যবৃন্দ, চিরকাল অসার সংসার-মায়ায় আবদ্ধ থাকে, পুনঃ পুনঃ আমার (নচিকেতার প্রতি যমের উপদেশ) করাল শাসনের বশবর্ত্তী হয়, অবিরাম ভবসাগরে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হয়, পুনঃ পুনঃ অশেষ যাতনা ভোগ করে।

* "इह खलु पुरुषेणानुपहतसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्रमेण हितमिह चामुष्मिंश्च लोके समनु-पश्यता तिस्र एषणाः पर्य्येष्टव्या भवन्ति। तद्यथा। प्राणैषणा धनैषणा परलोकैषणेति। आसान्तु खल्वेषणानां प्राणैषणां तावत् पूर्ब्बतरमापद्येत्। कस्मात् प्राणत्यागे हि सर्व्वत्यागः। तस्यानुपालनं स्वस्थस्य स्वस्थवृत्तिरातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादस्तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते। * * * प्राणेभ्यो-ऽनन्तरं धनमेव पर्य्येष्टव्यं भवति। * * * कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि। यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्म्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात् तान्यारभेत कर्त्तुम्। * * * अथ तृतीयां परलोकैषणामापद्येत।"—

চরকসংহিতা, সূত্রস্থান।

তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এণ্ট্রান্স-পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকও এক্ষণে শাস্ত্র-পারদর্শী, শিখাসূত্রধারী, প্রবীণ ব্রাহ্মণকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয় না।

শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা বর্ত্তমান সময়ে লোকের ঐহিক এষণা চরিতার্থ হয় না, সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, যশঃ মানও পাওয়া যায় না, সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়নরতি যে এক্ষণে মন্দীভূত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। যদি আমাদের রাজার বিদ্যানুরাগ তাদৃশ প্রবল না হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, এদেশে এতদিনে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একেবারে বিরত হইত। শাস্ত্রচর্চ্চা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয় না, উপযুক্ত আচার্য্য বিরল হইয়াছেন, অধিকাংশ শাস্ত্রও বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষ উন্নতি-সোপানের কোন্ পংক্তিতে আরূঢ় হইয়াছিল, এক্ষণে নিশ্চয়-পূর্ব্বক তাহা বলা, শাস্ত্রে কি আছে, কি নাই, নিঃসন্দিগ্ধরূপে তন্নির্ণয় করা, দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে, সকৌতূহলে বা অবধীরণোদ্দেশ্যে, যাঁহারা 'শাস্ত্রে কি এ সকল কথা আছে?' এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাস্ত্র বলিতে তাঁহারা কি বুঝিয়া থাকেন? শাস্ত্রের সীমা তাঁহারা কিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে কতিপয় শাস্ত্রের পঠন পাঠন প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় শাস্ত্রবারিধির বিন্দু-পরিমাণও নহে। শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদিত হইয়াছি, পাঠকেরও সম্ভবতঃ ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা নহে, যে বেদই অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান, নিখিল বিদ্যাই বেদপাদসম্ভূত। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ সেই বেদেরই চরণ-সেবা করে না। সঙ্ক্ষিপ্ত লৌকিক ব্যাকরণ, সাহিত্য, নব্য ন্যায়, দুই একটী দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র (বিশেষতঃ নব্য), পুরাণেতিহাসের কিয়দংশ, ফলিত জ্যোতিষের ভগ্নাংশ, তন্ত্রশাস্ত্রের কিয়দংশ, আয়ুর্ব্বেদের কিয়দংশ, বঙ্গদেশে প্রধানতঃ এই সকল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। কাশীধাম বা দক্ষিণদেশে বেদের কিছু কিছু চর্চ্চা আছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্র যে রীত্যনুসারে বেদাধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তত্তৎস্থানেও ইদানীং তদ্রীত্যনুসারে বেদাধ্যয়ন হয় না, সুতরাং, কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ বেদাধ্যায়ী, কি দক্ষিণদেশবাসী বেদপাঠী, কেহই বেদপাঠের প্রকৃতফললাভে ক্ষমবান্ হয়েন না।

বেদের স্থূলরূপও বিলুপ্তপ্রায়।

'বেদের স্থূলরূপও বিলুপ্তপ্রায়' এতচ্ছ্রবণে পাঠকের নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা হইবে, বেদের আবার স্থূল-সূক্ষ্মরূপ কি? অতএব বেদের 'স্থূলরূপ' বলিতে আমরা কি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অগ্রে জানাইতেছি। উপক্রমণিকার ১২০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে,

চন্দ্র-তারকবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্‌সমাম্নায়ই ‘বেদ বা ব্রহ্ম’। বিশ্বজগৎ শব্দ-ব্রহ্মেরই পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দ-ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

“চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥”—

ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২২।

অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, শব্দের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা—চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব। তুরীয়-বা-বৈখরী বাক্‌ই মনুষ্যলোকে পরিচিত; শব্দের অপর অবস্থাত্রয় গুহা-নিহিত, ইহারা সাধারণ মনুষ্যবৃন্দের অজ্ঞেয়, ইহারা যোগনেত্র-দ্রষ্টব্য। বৈখরী বাক্‌ই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-নিখিলবিশ্বরূপ, ইহাই বিরাট্ * (The whole kosmos in its objective form)। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাতে বৈখরী বাক্‌ই ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল বিশ্বরূপ’—‘ইহাই বিরাট্,’ এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্যোপলব্ধি সুখসাধ্য হইবে না। শব্দ ঘাত-প্রতীঘাত-জনিত, বায়ুকর্ত্তৃক আনীত, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গৃহীত মন-দ্বারা উপলব্ধ আন্দোলায়িত-গতি-বা-তরঙ্গবিশেষ, বিজ্ঞানে (Science) শব্দের স্বরূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং, বৈখরী শব্দই বিশ্বরূপ—বিরাট্ (The whole kosmos in its objective form), তাহা বুঝিব কিরূপে?

‘বৈখরী বাক্‌ই বিশ্বরূপ’ এই শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণানন্তর যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তরে বলিতে চাই, আপনারা বিজ্ঞান (Science) পাঠ করিয়া, দর্শনের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, স্বীয় যুক্তি-বিচারের আশ্রয় লইয়া, বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের স্বরূপ যেরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক অগ্রে তাহা বুঝাইয়া দিন, পরে আমরা ‘বৈখরী বাক্‌ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিলবিশ্বরূপ’ এই অমূল্যশাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব, ইহা যে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অজ্ঞোচিত কথা নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ যত্ন করিব। বৈজ্ঞানিক হউন, দার্শনিক হউন (পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিককেই লক্ষ্য করিয়াছি), এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, পরমাণু (Atom), শক্তি (Force), গতি (Motion), আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ (Attraction and

* “ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।”—

৫ম পুরুষসূক্ত।

অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্তবেদ্য পুরুষ বা পরমাত্মা স্বকীয় মায়াদ্বারা বিরাড্‌দেহ—ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীব হইয়াছেন। ‘বিবিধানি রাজন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্।’—(সায়ণভাষ্য)। বিপূর্ব্বক ‘রাজ্’ ধাতুর উত্তর ‘কিপ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘বিরাট্’ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বিবিধ বস্তু যাহাতে বিরাজ করে, তাহা বিরাট্।

repulsion), সূক্ষ্মাকাশ (Ether), ভূত, ভৌতিকশক্তি (Matter, Energy), তাপ (Heat), তড়িৎ (Electricity), আলোক (Light), বিকিরণ (Radiation), পরিশোষণ (Absorption), প্রতিফলন, প্রতিভঙ্গ (Reflection, Refraction), ধ্রুবাভিসারণ (Polarization), অব্যপদেশ্য বা সঞ্চয়ি-ধর্ম্ম, উদিত বা ক্রিয়মাণ ধর্ম্ম (Potential and kinetic energy), নপুংসকত্ব * শক্তিসংরক্ষা (Conservation of Energy), মন (Mind), মনোবৃত্তি (Consciousness), দুর্ভেদ্যরহস্য (Mystery), পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করিবেন মাত্র। শাস্ত্রসর্ব্বদর্শী, শাস্ত্রস্বরূপ-ও-সার-ভাষী, তা'ই তিনি বলিয়াছেন, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদ-সংসর্গবৃত্তিক শক্তি, মায়া বা পরমাণুর পরিণাম, শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শব্দ পরমাণু, শব্দ ত্রিগুণ,

---

* 'Conservation of Energy' এই সংজ্ঞার অনুবাদ করিবার সময়ে 'নপুংসকত্ব' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। নপুংসকত্বের এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গভাষায় নূতন বলিতে হইবে। আমরা যে প্রমাণানুসারে 'Conservation of Energy' এই সংজ্ঞার অনুবাদ করিতে যাইয়া, নপুংসকত্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, পাঠককে তাহা জানাইতেছি। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয়ের স্বরূপ—নির্দ্দেশাবসরে বলিয়াছেন,—

"যাবদনেন বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে। তস্মীমযং সর্ব্বথ। * * * * সংস্ত্যানবিবক্ষায়াং স্ত্রী। প্রসববিবক্ষায়াং পুমান্। উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"—

মহাভাষ্য।

পূজ্যপাদ কৈয়ট ইহার টীকা করিবার সময় বলিয়াছেন—"আবির্ভাবতিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে সা চ নপুংসকলিঙ্গেন ব্যবস্থাপ্যতে।"—

মহাভাষ্যপ্রদীপ।

অর্থাৎ আবির্ভাব-তিরোভাবের অন্তরালাবস্থাকে 'স্থিতি' বলে, এই স্থিতিই 'নপুংসকত্ব'। শক্তির বস্তুতঃ ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না, 'Conservation of Energy' এই শব্দ, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পণ্ডিত Helmholtz বলিয়াছেন—

"The law in question asserts, that the quantity of force which can be brought into action in the whole of nature is unchangeable and neither be increased nor diminished."—

Popular Lectures in Scientific Subjects, Vol. I. P. 280.

বিশ্বের নপুংসকত্বই—স্থিতি বা শক্তির রক্ষা। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির উপদেশ 'প্রবৃত্তি' মাত্রেই 'আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি' এই ত্রিবিধাত্মিকা। আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, প্রবৃত্তি শব্দ এই ত্রিবিধ ভাববিকারের সামান্য সংজ্ঞা। এতদ্দ্বারা শক্তির যে বস্তুতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এইজন্য বলিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা।"—

মহাভাষ্য।

শব্দ শক্তি, শব্দ শক্তিমান্, শব্দ জড়, শব্দ চৈতন্য, শব্দ নিত্য, শব্দ কার্য্য। অতএব প্রব্যক্ত শক্তিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপ, এতদ্বাক্যের সহিত বৈখরী-বা-প্রব্যক্ত বাক্‌ই 'জগৎ' ইহার কোন পার্থক্য নাই। *

"শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ মৃদ্ধর্ম্মসমন্বয়-নিবন্ধন যেরূপ ঘটকে মৃদ্বিবর্ত্ত বলা হয়, সেইরূপ সম্ভূত-ভোগ্য-ভোক্তৃ-শক্তি-শব্দমাত্র-সমন্বয়বশতঃ বিশ্বকে শব্দ-বিবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। বাগীবার্থং পশ্যতি বাগ্‌ব্রবীতি, বাগী-বার্থং সন্নিহিতং সন্তনোতি। বাগৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে॥ শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে, একথা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, জগদ্বিখ্যাতা বিদুষীকুলললামভূতা পূত-চিত্তা, ইউরোপীয়ললনা ম্যাডাম্ H. P. Blavatsky ও Annie Besant তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং কেবল স্বীকার নহে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা অমূল্য উপদেশ। সৃষ্টি-রহস্য উদ্ভেদ করিতে যাইয়া, বিশ্বরূপের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়া স্থূলদর্শী বিজ্ঞান প্রকারান্তরে এই অমূল্য তথ্যেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি করিয়াছে।

Annie Besant বলিয়াছেন— 'And here indeed may we bring together ancient and modern thought; Sabda Brahman is the force that builds the kosmos, but it is also the force by which a yogí brings about all the powers within himself; and so, as I say, taking our Western Science, we can now bring, in support of this form-building power of sound, a number of what are called facts which to some persons are more convincing than those deeper realities of which the fact is only the phenomenal expression. These facts which modern science has gathered with respect to sound, are valuable to us, not as teaching us—they ought not to have anything to teach us—but as enabling us to convince others who have not understood the value of the scriptures, though the scriptures give the essence of which science only gives the outer manifestation."—

The Building of the Kosmos. P. 17-18.

Blavatsky বলিয়াছেন—"The explanation I am going to give you will appear thoroughly mystical, but if mystical, it has a tremendous significance when properly understood. Our old writers said (কথাটী আমাদের কর্ণে ভাল লাগে না), that *Vach* is of four kinds. Every kind of *Vaikharí Vách* exists in its *Madhyamí*, further in its *Pas'yantí*, and ultimately in its *Pará* form. The reason why this Praṇava (প্রণব) is called *Vách* is this, that the four principles of the great kosmos correspond to those four forms of *Vách*. Now the whole manifested solar system exists in its Súkshma form in the light or energy of the logos, because its energy is caught up

বেদের স্থূলরূপ বলিতে আমরা বেদের বৈখরী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জগৎ-কারণ 'ব্রহ্ম' স্বীয় মায়াদ্বারা যতসংখ্যায়—যাবৎপরিমাণে, যত-রূপে বিভক্ত হইয়া, বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ-বা-শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত। এক একটী বৈখরী বাক্‌ই, এক একটী ব্যক্ত শব্দই, এক একটী ভাববিকার। ভাব-বিকার অনন্ত, শব্দ-বা-বেদও সুতরাং, অনন্ত। ইন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে, 'আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব' মহর্ষি ভরদ্বাজের এইরূপ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অবিজ্ঞাত—অদৃষ্টপূর্ব্ব তিনটী পর্ব্বত সৃষ্টি, ও প্রত্যেক পর্ব্বত হইতে এক এক মুষ্টি পাংশু গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিয়াছিলেন,—

"वेदा वा एते अनन्ता वै वेदाः।"—

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৩।১০।১১।

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ! ইহারা তিনটী বেদ; ভরদ্বাজ! বেদ অনন্ত, সমগ্র বেদ পাঠ করিব, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। এ সকল শ্রুতিবচন হইলেও, এক্ষণে ইহাদের প্রতি

and transferred to Kosmic matter. * * * The whole kosmos in its objective form is *Vaikharí Vách*, the light of the Logos is the *Madhyamá form*, and the Logos itself the *Pas'yantí* form, and Parabrahma the *Pará* form or aspect of that *Vách*.'—

The Secret Doctrine, Vol. I. P. 138.

বৈখরী শব্দের স্বরূপ—'यस्याः श्रोत्रविषयत्वेन प्रतिनियतं श्रुतिरूपं सा वैखरी श्लिष्ट-व्यक्त-वर्ण-समुच्चारणा-प्रसिद्ध साधुभावा भ्रष्टसंस्कारा च दुन्दुभिवेणुवीणादिशब्दरूपा चेत्यपरिमितभेदा॥'—

বাক্যপদীয়-টীকা।

অর্থাৎ, বৈখরী শব্দ শ্রুতিবিষয় বলিয়া—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ বলিয়া প্রতিক্ষণ ইন্দ্রিয়দ্বারে সমু-পস্থিত হয়। ইহা শ্লিষ্ট—পরস্পর আলিঙ্গিত, ব্যক্ত-বর্ণরূপা, অপ্রাপ্তসাধুভাবা—ভ্রষ্টসংস্কারা এবং ইহা দুন্দুভিবেণুবীণাদি-শব্দরূপা, অপরিমিত-ভেদা।

মধ্যমার স্বরূপ—"मध्यमा त्वन्तःसन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूक्ष्मा प्राणवृत्त्यनुगता प्रतिसंहृतक्रमा सत्यप्यभेदे समाविष्टक्रमशक्तिः।"—

অর্থাৎ, মধ্যমা বাক্ অন্তঃসন্নিবেশিনী, পরিগৃহীতক্রমা, বুদ্ধিমাত্রোপাদানা, সূক্ষ্মা, প্রাণবৃত্ত্যনুগতা, প্রতিসংহৃতক্রমা এবং স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও সমাবিষ্ট-ক্রম-শক্তি।

পশ্যন্তীর স্বরূপ—"पश्यन्ती तु सा चलाचलप्रतिबद्धसमाधाना, सन्निविष्टज्ञेयाकारा, प्रतिलीनाकारा निराकारा च, परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभासा, संसृष्टार्थप्रत्यवभासा च प्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा।

যথাস্থানে এ সকল কথা বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হইবে।

সাধারণের শ্রদ্ধা হইবে না। না হউক, বেদের স্থূলরূপ * বিলুপ্তপ্রায়, অনুমানেও তাহা সপ্রমাণ হয়। 'বেদ অনন্ত,' 'বেদ ও ব্রহ্ম একপদার্থ,' এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ না হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা বেদের যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা যে ইহার পূর্ণরূপ নহে, বেদ যে ইহা হইতে অনেক বৃহৎ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুক্লযজুর্ব্বেদের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন, তাহা বাজসনেয়ক-সংজ্ঞ-ভেদের মাধ্যন্দিনীয়াখ্য-শাখা—মাধ্যন্দিনীয়-সংজ্ঞক অবান্তরভেদ। যজুর্ব্বেদ প্রধানতঃ ষড়শীতিভেদাত্মক। বাজসনেয়ক তন্মধ্যে এক-তম। বাজসনেয়কসংজ্ঞ ভেদেরও পঞ্চদশ শাখা বা অবান্তর ভেদ আছে। মাধ্য-ন্দিনীয় শাখা তাহাদের মধ্যে একটী। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কেবল এই শাখাটী আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, একশত অধ্বর্য্যু-শাখা, সহস্রবর্ত্মা সামবেদ, একবিংশতিধা ঋগ্বেদ, নবধা আথর্ব্বণ বেদ। চরণব্যূহ-পাঠেও বিদিত হওয়া যায় যে, যজুর্ব্বেদের ষড়শীতিভেদ আছে। অতএব বেদের স্থূল-রূপও যে বিলুপ্তপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ কি ? †

* মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও, মাধ্যাকর্ষণ নামক পদার্থের অস্তিত্ব মানবের জ্ঞানগোচর হইবার অগ্রেও, ইহার অস্তিত্ব ছিল।

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্।"—

পাং দং কৈবল্যপাদ ১২ সূ।

অর্থাৎ, যাহাকে আমরা অতীত ও অনাগত বলি, তাহা স্বরূপতঃ সৎ,বস্তুর স্বরূপ নিত্য বিদ্যমান। যাহা সৎ, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা অত্যন্ত অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘটনামক বস্তুর ঘটাকার ধর্ম্ম, অতীতপথে প্রবিষ্ট হইলে, 'ঘট নাই,' ভবিষ্যৎ-পথে থাকিলে, 'ঘট হইবে বা হইতেছে,' এবং বর্ত্তমানপথে থাকিলে, 'ঘট আছে,' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এতদ্দারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-বিশেষই উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন-বিশেষই স্থিতি, এবং পরিবর্ত্তন-বিশেষই লয়-বা-বিনাশ। ভাবপদার্থমাত্রেই ব্যক্ত-সূক্ষ্ম-ও-গুণাত্মক, অর্থাৎ ভাবপদার্থমাত্রেই সূক্ষ্ম-বা-অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থূল-বা-ব্যক্তাবস্থায় ও ব্যক্ত-বা-স্থূলাবস্থা হইতে পুনরপি সূক্ষ্ম-বা-অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করে, এবং সকল পদার্থই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণপরিণাম, এই ত্রিগুণস্বভাব। বেদের স্থূলরূপ অন্তর্হিত হইলেও, ইহার সূক্ষ্মরূপ—সূক্ষ্মাবস্থা কখন বিনষ্ট হইবে না। বেদের স্থূলরূপ, মানবের অদৃশ্য হইলেও, ইহা বস্তুতঃ প্রধ্বস্ত হয় না। 'বেদের স্থূলরূপ' বলিবার ইহাও অন্য উদ্দেশ্য।

† "মাধ্যন্দিনীয়ে বাজসনেয়কে যজুর্ব্বেদাম্নায়ে।"—

শুক্লযজুঃসর্ব্বানুক্রমসূত্র।

যাজ্ঞিকবর, পূজ্যপাদ অনন্তদেব ইহার ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন—

"অথ যজুর্ব্বেদস্য ষড়শীতিভেদাজ্জাতানাম্ মাধ্যনি শাখিনাম্ যজুর্ব্বেদাম্নায় দুর্লভত্বং বিবিদন্তি।

"तत्र वेदानामुपवेदा भवन्ति। ऋग्वेदस्यायुर्व्वेद उपवेदो यजुर्व्वेदस्य धनुर्व्वेद उपवेदः सामवेदस्य गान्धर्व्ववेद उपवेदोऽथर्व्ववेदस्य शस्त्रशास्त्राणि भवन्ति।"—

চরণব্যূহ।

অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের এক একটী উপবেদ (Knowledge subordinate to the Vedas) আছে। আয়ুর্ব্বেদ (Medicine) ঋগ্বেদের (সুশ্রুতসংহিতা মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ *), ধনুর্ব্বেদ (Military Science) যজুর্ব্বেদের, গান্ধর্ব্ববেদ (Music) সামবেদের, এবং শস্ত্র-শাস্ত্র—যন্ত্রশিল্পবিদ্যা (Mechanics) অথর্ব্ববেদের উপবেদ।

উপবেদও বিলুপ্তপ্রায়।

"इह खल्वायुर्व्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्व्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रञ्च कृतवान् स्वयम्भूः। ततोऽल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्वञ्चावलोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्।"†—

সুশ্রুতসংহিতা।

वाजसनेयके इति। वाजसनेयके यजुर्व्वेदाम्नायस्यापि पञ्चदशभेदात्मकत्वात् गायत्री कस्मिन् वाजसनेयके पुनरपि तं विशेषयति माध्यन्दिनीय इति वाजसनेयावान्तरभेदे माध्यन्दिनीयसंज्ञे यजुर्व्वेदाम्नाये इत्यर्थः।"—

"यजुर्व्वेदस्य षडशीतिर्भेदा भवन्ति।"—

চরণব্যূহ।

"एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाह्वृच्यं नवधाथर्व्वणो वेदः।"—

মহাভাষ্য।

* চরণব্যূহতে, আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কিন্তু সুশ্রুতসংহিতা ইহাকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিতেছেন কেন?

বিশ্বামিত্রতনয় পূজ্যপাদ মহর্ষি সুশ্রুত, ভগবান্ ধন্বন্তরির শিষ্য। ভগবান্ ধন্বন্তরি শল্যতন্ত্রেরই (Surgery) প্রধানতঃ উপদেষ্টা। শল্যতন্ত্র, অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ হওয়াই সম্ভব।

† বঙ্গদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রামদাস সেন তাঁহার 'ঐতিহাসিক রহস্য' নামক গ্রন্থে 'বেদ অপৌরুষেয়' এই কুসংস্কার অপনোদনার্থ, এবম্প্রকার অত্যোচিত ভ্রম-নিরসনের জন্য বলিয়াছেন—"ইহাতেও যদি কুসংস্কার অপগত ও ভ্রমবিনাশ না হয়, তবে অতিপ্রাচীন বিজ্ঞানবেত্তা এক মুনিকে এস্থলে উপনীত করিতেছি, তিনিই তোমাদিগের বেদের পৌরুষেয়ত্বঘটিত সংশয় দূর করিবেন, তিনিই আমাদের কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তিনি কে? মহামুনি সুশ্রুত। যথা,—

আয়ুর্ব্বেদ একটী উপবেদ। সুশ্রুতসংহিতা-পাঠে অবগত হওয়া যায়, স্বয়ম্ভূ, প্রজা-সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত, লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মানবগণকে অল্পায়ু ও অল্পমেধাবী নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে তিনি উহাকে শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র, এই অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করেন। স্বয়ম্ভূ-প্রণীত 'আয়ুর্ব্বেদ' এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

অধিক কি, আয়ুর্ব্বেদসংজ্ঞক গ্রন্থের অস্তিত্বেও এদেশের লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। একজন আয়ুর্ব্বেদবৃত্তি শিক্ষিতব্যক্তি, কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদনামক গ্রন্থ বস্তুতঃ বিদ্যমান ছিল, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। একজন আয়ুর্ব্বেদবৃত্তি, কৃতবিদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তির এইরূপ কথা শুনিয়া আয়ুর্ব্বেদনামধেয় গ্রন্থের অস্তিত্বে অন্যের সন্দেহ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নহে। ইঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্বে আমাদের সন্দেহ জন্মায় নাই, কারণ এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের কথার যে কোন সার আছে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না; এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের বিন্দুমাত্র স্বাধীনচিন্তাশীলতা নাই, ইঁহারা ইয়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের' ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন মাত্র; ইঁহারা যাঁহাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন, আমরা তাঁহাদিগকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। উক্ত প্রবন্ধ পাঠপূর্ব্বক, আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্বে সন্দেহ না জন্মিলেও এইরূপ যুক্তিহীন অসার প্রবন্ধের অপকারিতা চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। ভগবৎকৃপায়

"ঋষিবচনায়। ঋষিবচনং হি বেদঃ।"—

সুশ্রুতমুনি স্পষ্টাক্ষরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, 'ঋষিবচনং বেদঃ' বেদ ঋষিবাক্য, সুতরাং, তাহা মান্য করিতে হইবেক, যদি মুনিরাই বলিতে পারিতেন যে 'বেদ ঋষিবাক্য', তখন আর আমরা বলিব না কেন" ?

'বেদ ও বেদ্য'-শীর্ষক প্রস্তাবে এ সকল কথার সমালোচনা করা হইবে। দুঃখিতহৃদয়ে এই স্থলে এইমাত্র বলিতেছি, রাগ-দ্বেষবশগ হৃদয় সর্ব্বথা সত্যকথা বলিতে পারে না। প্রবন্ধলেখক সুশ্রুতসংহিতার প্রথম পৃষ্ঠাও কি অধ্যয়ন করেন নাই? বিজ্ঞানবেত্তা সুশ্রুত মুনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অধুনা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারিতেছি না। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারি, সুশ্রুত মুনি ৺রামদাস বাবু কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থে উক্ত বচন ব্যবহার করেন নাই। আর এক কথা, বেদকে 'ঋষিবচন' বলিলেও ইহার ঋষিপ্রণীতত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঋষিশব্দের অর্থ চিন্তনীয়। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—

"দ্রষ্টার ঋষয়ঃ স্মর্ত্তারঃ পরমেষ্ঠ্যাদয়ঃ।"—

শুক্লযজুঃসর্ব্বানুক্রমসূত্র।

অর্থাৎ, ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা, ব্রহ্মাদি মন্ত্রস্মর্ত্তা। ইঁহাদের কেহই মন্ত্রকর্ত্তা নহেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী, ন্যায়বান্, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত J. F. Royle M. D. মহোদয়-বিরচিত গভীর-গবেষণা-পরিপূর্ণ 'Antiquity of Hindu Medicine' নামক অমূল্য গ্রন্থখানি হস্তগত হওয়াতে সকল ক্ষোভ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। পণ্ডিত Royle বলিয়াছেন;—

"Sir W. Jones, in referring to this work, says, that the 'Ayurveda' supposed to be the work of a celestial physician, is almost entirely lost:" "but I have myself met with curious fragments of that primeval work."—

Antiquity of Hindu Medicine, P. 150-151.

অর্থাৎ, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স উক্ত গ্রন্থকে লক্ষ্যপূর্ব্বক বলিয়াছেন, দিব্য-চিকিৎসক-বিরচিত 'আয়ুর্ব্বেদ' নামক গ্রন্থ প্রায় সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত মূল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের কৌতুহলোদ্দীপক কিয়দংশ আমার নয়নপথের বিষয় হইয়াছিল।

স্বয়ম্ভুপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদের কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক অসংখ্যেয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের নাম শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের রূপদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। ডাক্তার 'Wise' তাঁহার 'History of Medicine' নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের সতীর্থ ঔপধেনব ও ঔরভ্র-প্রণীত শল্যতন্ত্র-(System of Surgery)-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। ডাক্তার 'Wise' বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে এখনপর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি উহারা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।* শুনিয়াছি যোগসূত্র-প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকৃত চিকিৎসা-গ্রন্থ আছে; নাগেশভট্টপ্রণীত মঞ্জুষা-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, চরকসংহিতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের প্রণীত। চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিবার সময়ে আমরা এই সকল বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনা করিব। মহর্ষি ভৃগু ধনুর্ব্বেদের, ভরতমুনি গান্ধর্ব্ববেদের, এবং বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্রের উপদেষ্টা। ধনুর্ব্বেদ দেখি নাই, ভরতমুনিবিরচিত গান্ধর্ব্ববেদও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় লিখিত কতিপয় সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের পঠন-পাঠন হয় না। অতএব উপবেদও বিলুপ্তপ্রায়।

* "The following is a list of the principal medical works which are now found in Hindoostan, and were compiled after the great works of Charaka and Susruta. They are arranged in the probable order in which they were prepared :—Aupadhenava and Aurabhra wrote systems of Surgery."—

History of Medicine, Vol. I. by T. A. Wise, M. D., P. 55.

বেদের অঙ্গোপাঙ্গ।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদের অঙ্গ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও ন্যায়, ইহারা উপাঙ্গ। * বেদের অঙ্গ-ও-উপাঙ্গের অনেক লোপ হইয়াছে। বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রকেই আমরা এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। জ্যোতিষ ফলিত-ও-গণিত-ভেদে দ্বিবিধ।

"ज्योतिषं गणितशास्त्रमिति सुभूतिः।"—

উণাদিবৃত্তি।

অর্থাৎ 'সুভূতি' জ্যোতিষকে গণিতশাস্ত্র (Mathematics) বলিয়াছেন। † ঋষি-প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায়। গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্যবিরচিত লীলাবতী, বীজগণিত প্রভৃতি গ্রন্থই এক্ষণে আমাদের প্রধান আলম্বন হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় চর্চ্চার ভাস্করাচার্য্যই আদিগুরু, তৎপূর্ব্বে এ দেশে গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী

* বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বিদ্যা নিম্নলিখিতরূপে সংখ্যাত হইয়াছে—

अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः ।
पुराणं धर्म्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्द्दश ॥
आयुर्व्वेदो धनुर्व्वेदो गान्धर्व्वश्चैव ते त्रयः ।
अर्थशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বৃহস্পতিপ্রণীত অর্থশাস্ত্রকে (Politics) বিষ্ণুপুরাণ অথর্ব্ববেদের উপ-বেদ বলিয়াছেন।

† "द्युतेरिसिन्नादेश्च जः।"—

উণাদিসূত্র।

অর্থাৎ, 'द्युत दीप्तौ' দীপ্ত্যর্থক এই 'দ্যুত' ধাতুর উত্তর 'ইসিন্' প্রত্যয় ও আদিতে জকারাদেশ হইয়া, 'জ্যোতিঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "ज्योतिरधिकृत्य कृतो ग्रन्थ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे—पा. ४।३।८७ इत्यण्" উণাদিসূত্র। অর্থাৎ, 'জ্যোতিষে অধিকারপূর্ব্বক যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে,' এই অর্থে 'জ্যোতিঃ'-শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া 'জ্যোতিষ' এই পদের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

"छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ॥"—

পাণিনীয়শিক্ষা।

অর্থাৎ, 'ছন্দঃ' বেদের পাদদ্বয়, 'কল্প' হস্তদ্বয়, 'জ্যোতিষ' বেদের চক্ষুঃ, 'নিরুক্ত' শ্রোত্র, 'শিক্ষা' ঘ্রাণ, এবং 'ব্যাকরণ' ইহার মুখস্বরূপ।

ও বীজগণিত,' সুকুমারমতি বালকগণের জন্য রচিত হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাহ্বয়শ্রীধরপদ্মনাভবীজানি যস্মাদতিবিস্তৃতানি।
আদায় তত্সারমকারি নূনং সদ্যুক্তিযুক্তং লঘুশিষ্যতুষ্ট্যৈ॥"—

বীজগণিত।

ব্রহ্ম, শ্রীধর, পদ্মনাভ প্রভৃতি-প্রণীত বীজগণিত অত্যন্ত বিস্তৃত, উহারা অল্পবয়স্ক, কোমলমতি শিষ্যদিগের সুখবোধ্য নহে, আমি তা'ই সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য সারসংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। ভাস্করাচার্য্যের কথায় যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত লীলাবতী, বীজগণিত অত্রত্য গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় উন্নতির ইয়ত্তাবধারণের মানদণ্ড নহে। ভাস্করাচার্য্য যে সকল গণিত-গ্রন্থকে অতি বিস্তৃত বলিয়াছেন, তাহাদের একখানিও এক্ষণে সুলভ নহে; * তা'ই বলিতেছি, বেদের অঙ্গোপাঙ্গও বিকলীভূত হইয়াছে।

* শ্রীধরাচার্য্যাদিপ্রণীত বিস্তৃত বীজগণিত বিলুপ্ত হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য নহে। ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত লঘুবীজগণিতে শ্রীধর, পদ্মনাভ প্রভৃতির সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। অব্যক্তবর্গাদিসমীকরণাধ্যায়ে (Method of solving a Quadratic) ভাস্করাচার্য্য নিম্নোদ্ধৃত শ্রীধরসূত্র স্বীয় বীজগণিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা,—"চতুরাহতবর্গসমৈঃ রূপৈঃ পক্ষদ্বয়ং গুণয়েৎ। অব্যক্তবর্গরূপৈর্যুক্তৌ পক্ষৌ ততো মূলম্॥"—ঢাকা কলেজের গণিতশাস্ত্রশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ বসু এম্.এ. স্বপ্রণীত 'Algebra made Easy' নামক গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্যকৃত উক্ত সূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—Reduce the equation to the form $px^2+qx=r$; multiply both sides of this by 4p (i. e. by four times the co-efficient of x^2) and then add q^2 to both sides; we thus get $4p^2x^2+4pqx+q^2=4pr+q^2$, the left-hand side of which is evidently a complete square being equal to $(2px+q)^2$."—

Vol. II. P. 112.

১। পাটীগণিত (Arithmetic), ২। বীজগণিত (Algebra), ৩। রেখাগণিত (Geometry), এবং ৪। ত্রিকোণমিতি (Trigonometry), একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, এই চতুর্ব্বিধ গণিতপ্রকরণে ব্যুৎপত্তি হইলেই, সর্ব্বপ্রকার গণিতপ্রকরণে অধিকার জন্মে। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, গণিত ব্যক্ত-ও অব্যক্তভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। কথাটীর গর্ভে অত্যন্ত সার আছে। দার্শনিক ভিন্ন একথার সারবত্তা অন্যদ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। পাটীগণিত ও বীজগণিত স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বা পরস্পর বিভিন্ন গণিতপ্রকরণদ্বয় নহে। আমরা পরে দেখাইব, সর্ব্বপ্রকার-গণিতপ্রকরণই এক প্রকরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারমাত্র। ভাস্করাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন, যাঁহারা অল্পমতি, তাঁহাদের জন্য ত্রৈরাশিকই (Rule of three) যথেষ্ট, ত্রৈরাশিকতত্ত্ববোধ হইলেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার গণিতপ্রক্রিয়া সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহার ত্রৈরাশিকে ব্যুৎপত্তি

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Science), ও রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)-সম্বন্ধীয়

হইয়াছে, এবং যাঁহার বুদ্ধি বিমল, তাঁহার কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে? মন্দবুদ্ধিদিগের নিমিত্তই শাস্ত্রবিস্তার আবশ্যক।

“ভক্ষ্যবদনজমতীনা নৈরাশিকমাত্রমিব পাটী বুদ্ধিরেব বীজম্ ॥”

“অস্তি নৈরাশিকং পাটী বীজং চ বিমলা মতিঃ।

কিমজ্ঞাতং সুবুদ্ধীনামতো মন্দার্থমুচ্যতে ॥”—

গোলাধ্যায়।

ভাস্করাচার্য্যের যে স্বচ্ছমস্তিষ্ক হইতে এই কথা বহির্গত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে জানি না পৃথিবীতে তাদৃশ স্বচ্ছমস্তিষ্কবিশিষ্ট পুরুষ বিদ্যমান আছেন কি না। ‘হা ভারতবর্ষ! তোমার কি অধোগতি হইয়াছে!’ তোমার গর্ভপ্রসূত, তোমার গর্ভধৃত, তোমারই স্নেহে লালিতপালিত, তোমার সন্তানগণও দুর্গত দেখিয়া তোমাকে এক্ষণে অবজ্ঞা করিতেছে, অসভ্য বর্ব্বর বলিতেছে। সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাই’ত চন্দ্রমা! তোমার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাই’ত তোমার কমনীয়রূপ লোকে কমনীয় বলিয়া বুঝিতে পারে। সুদীর্ঘ রজনীতেই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে শিশুর দুর্ভাগ্য ক্ষুদ্র-জীবন দিনমণির সমুজ্জ্বলবদন নিরীক্ষণ করে নাই,—দিনমণিকে সে আদর করিতে পারিবে কেন? চন্দ্র যে দিনমণির প্রকাশে প্রকাশমান, তাহা সে বুঝিবে কেন? দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান ভারতের এক্ষণে সুদীর্ঘ রজনী। ভারতরবি বহুদিন অস্তমিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতসন্তান, ভারতের দশ-দিগ্বিভাসক দিনমণির ভাস্বরমুখ দেখেন নাই, মেঘাবৃত পাশ্চাত্য-সুধাকরের ক্ষীণালোকই ভারত-গগনকে আলোকিত করে, বর্ত্তমান ভারতসন্তান তাহাই জানেন। ইদানীন্তন ভারতকুপুত্রগণ এইজন্য ভারতবর্ষকে অবজ্ঞা করেন, ভারতগগনোদিত সমন্তাৎ প্রদ্যোতমান সুদূরবর্ত্তী ঋষি-নক্ষত্রদিগকে উপহাস করেন, তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েন। দেশের অবনতির কথা আর কত বলিব? কূপমণ্ডূক ভারতসন্তান বলিতেছেন, জ্যামিতি, ভারতবর্ষীয় সম্পত্তি নহে, ইহা গ্রীকদিগের সম্পত্তি (Geometry is pre-eminently a Greek science। পণ্ডিত সদানন্দ মিশ্রকর্ত্তৃক হিন্দীভাষায় অনূদিত ইউক্লিডের [রেখাগণিতের] মুখবন্ধ [Preface] দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ‘Royle’ বলিতেছেন, না, তাহা নহে, জ্যামিতি (Geometry) ভারতেরই সামগ্রী, প্রাচীন গ্রীক্ যখন জ্যামি-তির কোন সন্ধান জানিত না, ভারতবর্ষে তখন জ্যামিতির যে পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিকোণমিতিও ভারতবর্ষের সম্পত্তি। পণ্ডিত Royleএর উক্তি—

“Among these, that which discovers the area of a triangle when its three sides are known, is remarkable, as it does not appear to have been known to the ancient Greeks.”—

Antiquity of Hindoo Medicine, P. 163.

Algebra, Geometry ও Trigonometry (বীজগণিত, রেখাগণিত ও ত্রিকোণমিতি) এই ত্রিবিধ গণিতপ্রকরণের জ্ঞান থাকিলেই যে ‘Calculus,’ ‘Statics,’ ‘Dynamics,’ ‘Optics,’ ‘Hydrostatics’ সুখবোধ্য হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। যোগ-ও-জ্যোতিষ (ফলিত) যে সূক্ষ্ম গণিতশাস্ত্র, তাহা পরে প্রতিপাদন করা হইবে।

কোন গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কোনরূপ তত্ত্বানুসন্ধান এদেশে হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগকে তাহা বিশ্বাস করান দুঃসাধ্য হইয়াছে। বিশেষ বিচার না করিয়া ঝটিতি কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিজ্ঞোচিত নহে। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স (Sir William Jones) ও ডাক্তার রয়েল (Dr. Royle) বলিয়াছেন—চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রের এদেশে স্মরণাতিক্রান্ত-বা-অস্মার্ত্ত কাল হইতে অনুশীলন হইতেছে। * ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠে অবগত হইয়াছি, ভারতবর্ষে ভূতবিদ্যা, (ভূততত্ত্ব, Physical Science), রাশিবিদ্যা (গণিত, Mathematics), দৈব-বিদ্যা (উৎপাতজ্ঞান, Meteorology. অন্তরীক্ষ-বিদ্যা, বায়ু-নভো-বিদ্যা), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র, Logic), একায়ন (নীতিশাস্ত্র, Polity), ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ, Military Science), নক্ষত্রবিদ্যা-ও-জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology), দেবজনবিদ্যা (গন্ধ-যুক্তি-নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞান—Treatises on Arts and Manufactures), 'বেদ,' ব্যাকরণ বা রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) ইত্যাদি বিদ্যাব চর্চ্চা অনাদিকাল হইতে হইতেছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি নারদ এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। †

শিল্পশাস্ত্রের ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্সের নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স বলিয়াছেন, ইয়ুরোপীয়েরা গণনা করিয়াছেন, সার্দ্ধদ্বিশতাধিক (২৫০) শিল্পবিদ্যার আবিষ্কার হইলে, মানব, প্রকৃতি হইতে সুখময় জীবনের উচিত সাধন ও ভূষণস্বরূপ বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়। ভারতবর্ষীয় শিল্পবিদ্যা, যদিও চতুঃষষ্টি সংখ্যাতে লঘূকৃত হইয়াছে, তথাপি আবুল্‌ফ্যাজল্ (Abul Fazl) কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, হিন্দুবা তিনশত শিল্প ও-বিজ্ঞান-শাস্ত্র গণনা করিতেন। হিন্দুদিগের

* "Physics appears in these regions to have been cultivated from time immemorial, as well as Chemistry, on which we may hope to find useful disquisitions in Sanscrit, since the old Hindoos unquestionably applied themselves to that enchanting study."—

Jones, Disc. x.

† "स होवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्व्वेदं सामवेदमाथर्व्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

শিল্প ও বিজ্ঞানশাস্ত্র এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্পীভূত হইলেও, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন হিন্দুরা, আমরা যে সকল শিল্পের ব্যবহার করি, তাঁহারা অন্ততঃ সেই সকল শিল্পের ব্যবহার করিতেন। বিশপ্ হিবার্(Bishop Heber)ও অবিকল এই-রূপ কথা বলিয়াছেন। *

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বি., এ., তাঁহার 'The Astrological Self-Instructor' নামক গ্রন্থে একটী অতিপ্রয়োজনীয়, অত্যন্ত আশাপ্রদ, স্বদেশহিতৈষী, মাতৃ-পিতৃভক্ত, স্বীয়-পরকীয়-হিতার্থী,ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অবিকৃত ভারত সন্তানদিগের পরমকমনীয় সংবাদ দিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে, এরূপ সংবাদ-দাতাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভগবান্ তাঁহার জীবন দীর্ঘ করুন, তাঁহার মহদুদ্দেশ্য-সিদ্ধিপথ নিষ্কণ্টক করুন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও তদীয় 'The Astrological Self-Instructor' গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে ফলিত-জ্যোতিষ যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত, তৎপ্রতিপাদনার্থ একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, ঋষিরা আলোক (Light), তাপ (Heat), অয়স্কর্ষণ (Magnetism), ও তড়িৎ (Electricity) সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সম্যগ্রূপে বিদিত ছিলেন, এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নহে। 'এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নহে' আমার বিশ্বাস, এতদ্দ্বারা আমি এরূপ কোন অযুক্তিকমত প্রকাশ করিতেছি না, যাহা বিহিত-শাস্ত্রানুসন্ধান-ব্যতিরেকে শাস্ত্রকে অসারবোধে উপেক্ষক, নবীন বৈজ্ঞানিক যুবকবৃন্দের তর্কমুষ্টি-প্রহারে একেবারে বিনিপাতিত হইতে পারে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বলিয়াছেন, পুরা ঋষিগণ, দৃগ্গোচর প্রাকৃতিক

* "The other useful arts have long been very numerous among the Hindoos is evident, for Sir Wm. Jones says 'that Europeans enumerate more than two hundred and fifty mechanical arts by which the productions of nature may be variously prepared for the convenience and ornament of life; and though the Silpi-Sastra (or Sanscrit Collection of Treatises on Art and Manufactures), reduces them to sixty-four, yet Abul Fazl had been assured that the Hindoos reckoned three hundred arts and Sciences: now their sciences being comparatively few, we may conclude that they anciently practised at least as many useful arts as ourselves (Jones, 10th Disc).' With respect to their skill in many of these arts, we may adduce the unexceptional evidence of the late excellent, widely and universally esteemed Bishop Heber."—

Antiquity of Hindoo Medicine, P. 180.

পরিণামসমূহের সম্যগ্রূপে তথ্যানুসন্ধানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। ঋষিপরিষদের এইরূপ মিলনের কথা আমরা শাস্ত্রমুখেও শুনিয়াছি। সর্ব্বভূত-দয়ালু ঋষিদিগের হিমালয় পর্ব্বতের শোভমান পার্শ্বদেশে সমবেত হওয়ার সংবাদ চরকসংহিতাতে আছে।* মহর্ষি মাতঙ্গ প্রাগুক্ত ঋষি-সভার সভাপতি এবং সৌভরি তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে লোকে অনায়াসে স্মরণ বা অবধারণ করিতে পারিবে, এইজন্য প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক, স্বল্পাক্ষর, সারবৎ লক্ষাধিক সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রাও বলিতেছেন, এই গ্রন্থের অল্পাংশ আমার এক বন্ধুর নিকটে আছে, যদি সুবিধা হয়, স্বদেশের উপকারার্থ আমি উহা প্রকাশ করিব। ঐ গ্রন্থের যে অংশ তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতে সৌদামিনী-(Electricity and Magnetism)-তত্ত্ববিষয়ক সূত্র সকল সন্নিবেশিত আছে; সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের, পৃথিবী ও ইহার আকরজ বস্তুজাতের, উদ্ভিদ ও পার্থিব জীবের সংবিধান-বা-নির্ম্মাণ-তত্ত্বের উপদেশ উহাতে আছে। উহার একটী অধ্যায়ে মানবীয়-বদন-সামুদ্রিক (Physiognomy) উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের তড়িদ্বিষয়ক অধ্যায়টী অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে; উহা যখন অনূদিত হইবে, তখন পাশ্চাত্য কোবিদ-বৃন্দ বুঝিতে পারিবেন যে, ঋষিগণ কেবল অত্যাশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট, সূক্ষ্মবিচারশীল দার্শনিক ছিলেন না; যে প্রকৃতির তাঁহারা শাসনাধীন, তৎপ্রকৃতির তত্ত্ব এবং নিয়ম-সম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞানও তাঁহাদের ছিল। উক্ত গ্রন্থের এই অংশ 'ভৌমিকাদিভৌমিকশাস্ত্রম্' (অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থবিজ্ঞান—A treatise on the elementary principles of physics) এই নামে অভিহিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের 'বেদম্' † (রসায়ন-

* "বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্॥
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥"—

চরকসংহিতা।

অর্থাৎ, পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্নভূত দেহীদিগের নানাবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তখন তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া, হিমালয় পর্ব্বতের শোভমান পার্শ্বদেশে সমবেত হইয়াছিলেন, কোন্ উপায়ে জীবের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও ব্যাধিবিমোচন হইতে পারে, তন্নিরূপণার্থ মহর্ষিপরিষদ্ মিলিত হইয়াছিল।

† "বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং"— * * *

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

শ্রুতি এস্থানে 'বেদ' শব্দটী কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলি-

শাস্ত্র, Treatise on Chemistry) ছিল। বেদাখ্য আর্য্যরসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে

য়াছেন বীদং 'ব্যাকরণেনিত্যর্থ:,' অর্থাৎ 'বীদম্' ব্যাকরণ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেজন্য 'বীদম্' শব্দটার এস্থানে 'ব্যাকরণ' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, স্বয়ংই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদ্দ্বারা পদার্থতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে 'বেদ' বলে।

"ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ্ঃ ঋগ্বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে।"—

শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ ব্যাকরণদ্বারা পদাদি বিভাগপূর্ব্বক ঋগ্বেদাদি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ব্যাকরণই পদার্থ-তত্ত্বোপলব্ধির করণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, তা'ই বেদ শব্দটার 'ব্যাকরণ' এই অর্থ গৃহীত হইল।

বেদ বা ব্যাকরণই ব্যাপক সূক্ষ্মরসায়নশাস্ত্র (Chemistry)।

আমরা বলিলাম, 'বেদ' বা 'ব্যাকরণ' ব্যাপক বা সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), ব্যাকরণ বলিতে এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহাতে 'বেদ বা ব্যাকরণই ব্যাপক-বা-সূক্ষ্ম রসায়ন শাস্ত্র,' পাঠকগণ এ কথা উন্মত্তের প্রলাপ-বোধে অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈয়াকরণ ঋষি ও আচার্য্যেরা ব্যাকরণকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, যে ভাগ্যবান্ ব্যাকরণকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছেন, 'শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে' এই শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা যাঁহার সম্যগুপলব্ধি হইয়াছে 'বেদ বা ব্যাকরণই যে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্র,' তিনি এ কথা উন্মত্তের প্রলাপ-বোধে অগ্রাহ্য করিবেন না, তাঁহার সমীপে ইহা মূল্যবান্ কথা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। রসায়ন-শাস্ত্র বাস্তবিকী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিকার বা কার্য্য পদার্থমাত্রেই কোন-না-কোন মূল-পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কতিপয় অনন্যসংসক্ত মূলপদার্থ আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ, উহাদের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"Chemistry shows by actual experiment that all matter is made up of the elements which have been already isolated."—

Popular Scientific Lectures, Vol I. by Helmholtz, P. 323.

মূল-বা-অবিমিশ্র পদার্থসমূহের পরস্পর সংযোগ-বিভাগই—সংশ্লেষ-বিশ্লেষই রসায়নশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয়, মূলভূতের সংযোগবিভাগের সহিত রসায়নশাস্ত্রের (Chemistry) প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ।

"Chemistry deals with the union and the separation of elements; it regards all the substances of nature, as either simple or compound; the manner of union or composition being special to the science."—

Bain's Logic, Part II. P. 242-243.

রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (Cooke) বলিয়াছেন—

"In most works on chemistry this subject is defined as the science which treats of the composition of bodies, and it is made the chief object to present the scheme of the chemical elements, and to show that, by combining these elements the innumerable products of nature and the arts may be prepared."—

The New Chemistry.

স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যেরা রসায়ন-বিজ্ঞানের বিশিষ্টতম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, পার্থিব-দিব্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থের অন্তর্বহিঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও, মাতঙ্গপ্রমুখ উক্ত ঋষিসমিতি, যখন বিশ্বের পরম কারণ আবিষ্কার করিতে পারগ হয় নাই, তখন উহা যোগাভ্যাস আশ্রয় করিয়াছিল। ‡

বর্ণ-সমাম্নায় ও পদসমাম্নায়ই ব্যাকরণের বিষয়। ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, কারক, তদ্ধিত, তিঙন্ত, কৃদন্ত ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের তত্ত্ব-চিন্তা করিলে, বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, রসায়নশাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণেরও মূলপদার্থ বা প্রকৃতি হইতে প্রত্যয়-সংযোগে বিবিধ পদের উৎপত্তিই, বর্ণ-ও-পদগত বিবিধ পরিণামই (Change) প্রতিপাদ্যবিষয়। যিনি পূজ্যপাদ ভর্তৃহরির উপদেশানুসারে শব্দকে ভেদসংসর্গবৃত্তিক অণুর সমানার্থক বলিয়া বুঝিয়াছেন, ব্যাকরণ-ও রসায়নশাস্ত্রের সম্বন্ধ তিনি অনায়াসেই বুঝিবেন, বেদ বা ব্যাকরণ যে সূক্ষ্মরসায়নশাস্ত্র, তিনি তাহা স্বীকার করিবেন। অন্যান্য কথা পরে বলিব।

‡ "There is nothing improbable in supposing them to be acquainted with the laws of light, heat, magnetism, and electricity and when I saw 'nothing improbable,' I do not think I have put forth any wild theory which requires to be knocked down at once by the modern scientific young men, who treat so lightly our ancient sciences, without the least effort on their part to go into their details. A congress of the Rishis seems to have been held, with the object of thoroughly investigating the physical phenomena and at its head stood Maharshi Mathanga with Soubhari for his assistant. They framed more than a hundred thousand *Sutras* or short verses, containing a good deal of meaning but concisely written, for the sake of remembering the same with little or no effort. A small portion of this work is with one of my friends and should circumstances allow me I shall try to publish their contents shortly for the benefit of our countrymen. In the portion of work I have seen, the *sutras* refer to *Soudamini* or electricity and magnetism. It also gives us the composition of the Sun, of the several planets, the composition of the Earth, its minerals, its plants and its animals, with a chapter devoted to the physiognomy of man. The chapter on electricity is beautifully written and when translated, will reveal to the Western mind, that the hair-splitting speculative philosophers of the East had also a good knowledge of the elements and the laws which controlled them.

This part goes under the name of 'Bhoutikati-Bhouthika Sastram' and means a treatise on the elementary principles of physics. They had also Vadum a trea-

যোগ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ইহা জড়বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থা—জড়বিজ্ঞানের ব্যাপক ও বিশুদ্ধভাব। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ৎ যোগকে মনস্তত্ত্বানুসন্ধাননিরতব্যক্তিগণের গর্ব্বিত চিত্তভ্রম বা দুষ্টাভিসন্ধিসিদ্ধির অবগুণ্ঠন (Veil) বলিলেও, উহা বস্তুতঃ তাহা নহে। * যোগিগণ যোগ-সাধন-বিকাশিত-শক্তিদ্বারা অতীত, অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সকল পদার্থই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, দেশ ও কাল যোগীর সর্ব্বদর্শি নয়নের গতিকে বাধা দিতে সমর্থ নহে, অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন যোগী, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সর্ব্ব বিষয় গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্, † শরীর হইতে বহুদূরে বিদ্যমান পদার্থসমূহও জিতেন্দ্রিয় যোগীর বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে; অধিক কি, প্রকৃতিও তাঁহার বশীভূতা হয়েন।

কি জড়বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বেদই সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের প্রভব-বা-উৎপত্তিস্থান, প্রকৃতি-বেদই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রকাশক। যে প্রকৃতি-বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক বহির্মুখবৃত্তি মানব জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেছেন, সেই প্রকৃতি-বেদ পাঠ করিয়াই অন্তর্মুখবৃত্তি যোগী অধ্যাত্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতি-

tise on Chemistry and their works show us ample signs of splendid progress in this department. The committee that sat to inquire, says the book, into the final course of the Universe was unable to trace its existence in the terrestrial or celestial phenomena and betook itself to the Yoga practice, wherein they seemed to have excelled all other nations of the Earth.'

The Astrological Self-Instructor by Surya Narain Row, B. A., P. 47-48.

* পণ্ডিত কোম্‌তের উক্তি,—

"The metaphysical utopias, in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of Science, are really nothing but illusions or veils for dishonest schemes."—

System of Positive Polity, Vol. I. P. 13.

† শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ঘ্রাণতঃ শব্দং শৃণ্বন্তি পৃষ্ঠতো রূপাণি পশ্যন্তি।"—

মঞ্জুষাধৃতশ্রুতি।

অর্থাৎ যোগীরা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দশ্রবণ এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপ সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কথাটা অনেকের সমীপে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা কোম্‌তের শিষ্য তাঁহারা ত একথা শুনিয়া বিরক্ত ও ভীত হইবেন। সুখের বিষয় বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগবিভূতিতে ধীরে ধীরে আস্থাবান্ হইতেছেন, তা'ই আশা, কোন না কোন দিন লোকে আবার যোগসাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন, ইহা যে বস্তুতঃ উন্মত্তের প্রলাপ বা দুরভিসন্ধিসিদ্ধির আচ্ছাদন নহে, কোন-না-কোনদিন সভ্যজগতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

বেদের উপদেশশ্রবণব্যতীত মানব কিছুতেই জ্ঞানী হইতে পারে না, প্রকৃতির অনুসরণ করা ভিন্ন মানব কোন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। মানব যাহা কিছু আবিষ্কার করে, অনভিজ্ঞতা-বা-অদূরদর্শিতা-বশতঃ তাহা আমাদের সমীপে নূতন বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ নূতন নহে, সকল মানবকৃতিই প্রকৃতির অনুকৃতি। সূক্ষ্মদর্শী, অন্তর্মুখবৃত্তি যোগীর উপদেশ যে স্থূলদর্শী বহির্মুখবৃত্তির নিকটে অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অসম্পূর্ণ প্রকৃতি-বেদাধ্যয়নই তাহার একমাত্র কারণ।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা জড়বিজ্ঞান-ও-অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঐক্য-প্রদর্শন।

প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই সমান ও প্রতিকূলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া আছে। যে বলে কোন একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করে, ঠিক সেই বলে উহা আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুকর্ত্তৃক প্রতিহত হয়, ঘাত-প্রতীঘাত বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই সমান ও প্রতিকূলাভিমুখে কার্য্যকারী। * সর্ব্বজনমান্য বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত নিউটনের এইটী গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়ম।

নিয়মটীর গণিত-সম্মত উপপত্তি।

গতি বলিতে নিউটন্ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিতেন, জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, বেগ (Velocity) ও সামগ্রীর (Mass) গুণফল—সংবেগ বা মূর্ত্তক্রিয়াকে (Momentum)ই নিউটন্ গতি (Motion) এই শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। একটী দ্রব্য যখন অন্য একটী দ্রব্যকে আঘাত করে, তখন উভয় দ্রব্যেই সমান ও প্রতিকূলাভিমুখ 'সংবেগ' (Momentum) হইয়া থাকে। পণ্ডিত নিউটনের তৃতীয় নিয়মটীর ইহাই নির্গলিতার্থ। সংবেগ (Momentum) = বেগ × সামগ্রী (Momentum = Product of mass into velocity) ইহা স্মরণপূর্ব্বক নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটীর উপপত্তি সন্দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, একটী অস্থিতি-স্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট (Inelastic) চলিষ্ণু সংহনন (Body), যাহার সামগ্রী-(Mass)-পরিমাণ দশ (১০), ও বেগ-(Velocity)-পরিমাণ বিংশতি (২০), অপর একটী তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট সংহননকে, যাহার সামগ্রী ও বেগ পঞ্চদশ (১৫), আঘাত করিল। উভয় সংহননই সমদিকে প্রধাবমান। এক্ষণে দেখা যাউক, উক্ত সংহননদ্বয়ের পরস্পর মিলিত হইবার পর সংবেগ-(Momentum)-সম্বন্ধীয় কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে

---

* "Reaction is always equal and opposite to action, that is to say, the actions of two bodies upon each other are always equal and in opposite directions."—

Matter and Motion by J. Clerk Maxwell, P. 46.

প্রথমোক্ত সংহননটীর সংবেগ ২০০ (১০×২০=২০০) ও শেষোক্ত সংহননটীর সংবেগ ২২৫ (১৫×১৫=২২৫) ছিল। সংহননদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইবার পর, সম্মিলিত সামগ্রী (United mass) যে ১৭ পরিমিত বেগের সহিত চলিতে থাকিবে, গণিতজ্ঞ-শাস্ত্রজ্ঞের তাহা সুবিদিত বিষয়। * ১০×১৭=১৭০, এবং ১৫×১৭=২৫৫। পরস্পর সংযুক্ত হইবার পর সংহনন-দ্বয়ের সংবেগ, দেখা যাইতেছে, যথাক্রমে ১৭০ ও ২৫৫ হইয়াছে। ২০০−১৭০=৩০, এবং ২৫৫−২২৫=৩০। অতএব বুঝিতে পারা গেল, সংহনন-দ্বয়ের সংবেগ সমপরিমাণে অপেত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নিউটন্ স্থূলদৃষ্টিতে প্রকৃতির যে যে নিয়ম সন্দর্শন করিয়াছিলেন, জগতের উপকারার্থ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, যে বলে কোন একটী বস্তু, অপর একটী বস্তুকে আঘাত করে, ঠিক সেই বলে আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুকর্ত্তৃক উহা প্রতিহত হয়,' ইহা একটী প্রাকৃতিক ঘটনা (Natural phenomena)। কার্য্যমাত্রের কারণানুসন্ধান করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। পণ্ডিত নিউটন্, যাহা হয়, তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা হয়, তাহা কেন হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি? ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এরূপ নিয়ম কেন হইল, তাহা যিনি তত্ত্বতঃ বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, 'ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে' ইহা সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, এই নিয়মাধীন। পূজ্যপাদ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—অগ্নি ও সোম ইহারা উভয়ই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে। † ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের উক্ত উপদেশ, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এই নিয়মেরই ব্যাখ্যা।

* ১০সা+১৫=২৫সা, $\frac{১০\times২০}{২৫}=৮$, এবং $\frac{১৫\times১৫}{২৫}=৯$; ৮+৯=১৭বে
(১০×২০)+(১৫×১৫)=৪২৫। ২৫সা (মিলিত হইবার পর), ১৭বেগ, ∴ সংবেগ=২৫×১৭ বা ৪২৫।

† "अग्नीषोमौ मिथः कार्य्यकारणे च व्यवस्थिते ।
पर्य्यायेण स्वयं चैतौ प्रजीयेते परस्परम् ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিত Emerson এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"Polarity, or action and reaction, we meet in every part of nature; in darkness and light; in heat and cold; in the ebb and flow of waters; in male and female; in the inspiration and expiration of plants and animals; in the equation of quantity and quality; in the fluids of the animal body; in the systole and diastole of the heart * * *"—

Essays, First and Second Series. 'Compensation,' P. 22.

"স সধ্রীচীঃ বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা।

এতদ্দ্বারা বেদ, ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, এই কথাই ব্যাপকরূপে বুঝাইয়াছেন। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ, ভাববিকারসমূহকে যথাযোগ্য এই লিঙ্গত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, বৈয়াকরণেরা নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটীর বিস্তীর্ণ রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। একখণ্ড প্রস্তরকে সবলে গৃহকুট্টিমোপরি নিক্ষেপ করিলে, যে নিয়মে উহা উল্লম্ফিত হয়, সেই নিয়মবশত'ই জগৎ সদসদাত্মক, সেই নিয়মবশত'ই ইহা ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। আমরা সকামভাবে বা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করি, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তপটে লগ্ন হইয়া থাকে। সকলকেই স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে হয়; যাবৎ আত্মজ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ হৃদয় নিষ্কাম না হয়, তাবৎ সকলকেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ প্রাকৃতিক, মানবকৃতি নহে, ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহ, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, এবং প্রত্যেক ক্রিয়াই স্ব-স্ব প্রতিক্রিয়ার সমান ও প্রতিমুখে কার্য্যকারিণী, এই নিয়মভূমিক। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু-রা-কর্ণের উপরি অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ (Square) যে অপর বাহুদ্বয়ের উপরি অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের সমান; সমকোণী ত্রিভুজের ভুজ, কোটি, কর্ণ এই তিনের মধ্যে দুইটীর পরিমাণ অবগত হইলে, আমরা যে অজ্ঞাত তৃতীয় ভুজের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, একটু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটীর তাহা ব্যাখ্যান্তর (As part of the interpretation of Newton's third law of motion)।

যাঁহারা জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা আলোক, তাপ, শব্দ ইত্যাদিকে আন্দোলায়িত-গতি (Wave-motion) বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, শব্দাখ্য আন্দোলায়িত-গতি, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি, তাপাখ্য আন্দোলায়িত-গতি এবং তড়িৎপ্রবাহ যে নিয়মাধীন, চিত্তপ্রবাহ—মানসগতি (Waves of thought) অবিকল তন্নিয়মাধীন। শব্দ, তাপ, আলোক ইত্যাদি, ইহারা যে নিয়মে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বশীভূত হয়, চিত্তপ্রবাহ-বা-মানসগতিও তন্নিয়মেই উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বশীভূত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।"—

পাং দং বি. পা., ১৯ সূ.।

অর্থাৎ, প্রত্যয়ের (বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, রাগাদিমতী স্বকীয়-চিত্তবৃত্তির) সাক্ষাৎকার হইলে, কিরূপ মনোবৃত্তি হইলে, মুখের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে, সঙ্কল্পমাত্রে পরচিত্তজ্ঞান হইয়া থাকে। পরমুখের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তাহার চিত্ত কিপ্রকার, অনুমান দ্বারা তাহা গ্রহণ করিবে, তদনন্তর তাহাতে সংযম করিবে। এইরূপ করিলে তাহার চিত্ত কিরূপ, তাহা জানা যাইবে।

"ন চ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।"—

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে, পরচিত্তজ্ঞান হয় বটে, তাহার চিত্ত সরাগ কি বিরাগ তাহা বুঝিতে পারা যায় সত্য, পরন্তু তাহার আলম্বন—তৎকালে সে কি ভাবিতেছে, তাহা জানা যায় না, কারণ সে বিষয় যোগীর তাৎকালিক সংযমের বিষয় নহে, যোগী তখন তাহার সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে সংযম করেন নাই। সে কি ভাবিতেছে, তাহা জানিতে হইলে, পৃথক্ প্রণিধান বা সংযম করিতে হয়। কোন ব্যক্তি কি ভাবিতেছে, তাহা জানিতে হইলে (To Read one's thought), প্রথমে তাহার চিত্তমাত্র গ্রহণ করিবে, অনুমান দ্বারা চিত্তের সাধারণ অবস্থা অবগত হইবে, পশ্চাৎ তাহাতে মনঃসংযম করিবে। এইরূপ করিলে তাহার চিত্ত যখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে, তখন তাহার আলম্বন জানিবার নিমিত্ত—সে তৎকালে কি ভাবিতেছে, তাহা অবগত হইবার জন্য 'কি ভাবিতেছে?' এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক সংযমপ্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকার সংযমপ্রয়োগ করিলে, তাহার চিত্তের আলম্বন প্রত্যক্ষীভূত হইবে, সে যাহা ভাবিতেছে, তাহা জানিতে পারিবে।

যাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উক্ত উপদেশ শ্রবণানন্তর তাঁহারা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া উহাকে অবজ্ঞা করিবেন; কিন্তু আন্দোলায়িত-গতি-তত্ত্বের ব্যাপকরূপ যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছে, তিনি বলিবেন, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এতদ্দ্বারা আন্দোলায়িত-গতিরই সূক্ষ্মাবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। *

* একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"Sound and heat likewise have much the same *form* of equation. Now, I maintain that the waves of thought are governed by the same laws, and can be determined by an equation of the same form. * * * We find the ratio of brain to brain—the relative strength which one bears to another; and then by an application of our formula we can actually determine the wave of thought, and read the minds of our fellow-creatures."—

The Romance of Mathematics by P. Hampson, M. A., P. 18-19.

"প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।"—

পাং দং বি- পা.।

উদর ও উরঃ—হৃৎপিঞ্জর এই উভয়ের মধ্যে অধোমুখ, অষ্টদল একটী পদ্ম আছে, ইহাকে হৃৎপদ্ম বলে। এই অধোমুখ হৃৎপদ্মকে রেচকপ্রাণায়ামদ্বারা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া, তাহাতে চিত্ত ধারণ করিলে, একপ্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক অনুভূত হয়। এই জ্যোতিঃ বা আলোক, নিস্তরঙ্গ-মহোদধিকল্প—নিষ্কল্লোল সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত, ইহা অত্যন্ত নির্ম্মল,—সুশুভ্র। এই জ্যোতিঃ মনোগোচর হইলে, কোন শোক থাকে না, তা'ই ইহা 'বিশোকা' নামে খ্যাত। উক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিকে,—অন্তঃকরণের সার-স্বরূপ উক্ত সাত্ত্বিক প্রকাশ বা আলোককে, যদি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (আবৃত) ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী)-পদার্থে বিনিয়োগ করা যায়—বিন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উহারা যথাযথ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ে জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তি বা আলোককে প্রোদ্দীপিত করিলে, অন্তঃকরণমধ্যে এরূপ এক অসাধারণ প্রকাশশক্তি জন্মে যে, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম—পরমাণুপ্রভৃতি ক্ষুদ্রতম, ব্যবহিত—ভূমধ্যস্থ—পর্ব্বতান্তবর্ত্তী অথবা অন্য কোন ব্যবধান-যুক্ত, ও বিপ্রকৃষ্ট—দূরবর্ত্তী পদার্থসমূহ বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য না লইয়া, অনুবীক্ষণ (Microscopo), দূরবীক্ষণের (Telescope) আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া, যোগী প্রাগুক্ত-জ্যোতিষ্মতী-প্রবৃত্তিন্যাসদ্বারা সকল পদার্থ জানিতে পারেন। স্থূলদর্শী, জড়বিজ্ঞানবিদ্ একথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে নিশ্চয়ই বিকৃতমস্তিষ্কজ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন। বিজ্ঞানকূপমণ্ডূক! তুমি যাহাকে বিজ্ঞান বল, তোমার স্বল্পপ্রসারণী মলিন দৃক্শক্তি, বিজ্ঞানের যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা'ই বিজ্ঞান নহে; বিজ্ঞান কূপ নহে, ইহা সমুদ্র। বৃদ্ধ পতঞ্জলিদেবের কথা অগ্রাহ্য করিতে পার, তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, যে সকল ভাগ্যবান্ পাশ্চাত্য লণ্ডনে অবস্থানপূর্ব্বক প্যারিসের সংবাদ বলিয়া দিতেছেন, * তাঁহাদিগকে কি বলিবে? ক্ল্যারোভয়েণ্ট-(Clairvoyant -দিগকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিবে, কি আপনাদিগকে স্থূলদর্শী বলিবে? স্বীয় বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানকে ঘৃণা করিবে? ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যাহা বলিয়াছেন,

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত A. P. Sinnett তাঁহার 'The Rationale of Mesmerism'-নামক গ্রন্থের 'Clairvoyance' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"What are we to infer as probably taking place when a sensitive—sitting entranced in London becomes cognizant of some transaction going on in Paris?"—

P. 124.

তাহা তোমার বিজ্ঞানে না থাকিলেও, বস্তুতঃ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে। বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বৰ্দ্ধিত কর, কূপ ত্যাগ করিয়া বহির্দেশে আগমন কর, তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, ঋষিরা কিরূপ বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা সত্যবাদী, কি মিথ্যাপ্রলাপী।

মনুষ্য (অবশ্য যাঁহারা 'মনুষ্য'-নামের যথার্থ অভিধেয়) ইন্দ্রিয়পথি-পতিত, অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ঘটনাপুঞ্জের কারণানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, মানব পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করেন, স্বভাবসিদ্ধ বুভুৎসাবৃত্তির প্রেরণাবশতঃ তাহারই স্বরূপনির্ণয়ার্থ নিতান্ত কৌতূহলী হয়েন। 'যোগী যোগজপ্রজ্ঞাবলে সুদূরবর্ত্তি-দেশঘটিত ঘটনা জানিতে পারেন, অণুবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া, অণুবীক্ষণের অদৃশ্য সূক্ষ্মবস্তুজাত দেখিতে পান, ব্যবহিত বস্তু বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয়েন,' জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেবের ইত্যাদি অমূল্যোপদেশসমূহকে গর্ব্বিত বিজ্ঞানকূপ-মণ্ডূকবৃন্দ এতদিন শিশুর নিদ্রাসমাকর্ষক, বৃদ্ধ পিতামহীর অসার গল্প বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা করিলে চলিতেছে না। সকলেরই না হউক, কোন কোন চিন্তাশীল, ভাগ্যবান্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তিষ্ক যে এক্ষণে বিঘূর্ণিত হইয়াছে, ক্লারোভয়েণ্টদিগের কার্য্য দেখিয়া কেহ কেহ যে হতবুদ্ধি হইয়াছেন, 'এ কি?' বলিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি (Necessity is the mother of invention)। প্রকৃতিদেবী বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, জৈন, বৌদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক, সকলের সম্মুখেই স্বীয়রূপ প্রকটীকৃত করিতেছেন, সকলকেই সমভাবে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন, কিন্তু সকলেই কি তাঁহার রূপ যথাযথভাবে দেখিতে পাইতেছে? সকলেই কি তাঁহার উপদেশ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে? বৃক্ষ হইতে আতাফলের (Apple) পতনব্যাপার কেবল নিউটন অবলোকন করেন নাই, এ ব্যাপার মহামতি নিউটনের সম্মুখেই প্রথম সংঘটিত হয় নাই, নিউটনের পূর্ব্বে অসংখ্য মানবের নয়নে এ দৃশ্য পতিত হইয়াছে, কিন্তু নিউটনই সর্ব্বজনোপেক্ষিত এই সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনাকে তত আদরপূর্ব্বক পরীক্ষা করিলেন কিজন্য? নিউটনের প্রয়োজন ছিল, এইজন্য। প্রয়োজন ছিল, তা'ই নিউটন্ এই সামান্য প্রাকৃতিক-ঘটনারও তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, এবং তিনি এই নিমিত্ত স্ব-দেশে মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছিলেন। ক্লারোভয়েন্স্-(Clairvoyance)-দ্বারা সুদূরবর্ত্তী ঘটনা জানিতে পারা যায়, যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, 'কিরূপে ইহা হয়,' তাহা অবগত হওয়ার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন? বুভুৎসা বা জিজ্ঞাসা মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের প্রয়োজন, অতএব যিনি যথার্থ মনুষ্য, তাঁ

ক্লারোভয়েণ্টদিগের কার্য্য দেখিয়া তিনিই উহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহারই চিত্ত, 'কেন এইরূপ হয়' তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইবে। ক্লারোভয়েণ্টদিগের কার্য্য দেখিয়া, কোন কোন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার কারণ স্থির করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা এই প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্ভেদ করিবার যত্ন করিতেছেন। আমরা এস্থলে পণ্ডিত 'Sinnet' ও 'John Bovee Dods' এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয় 'Clairvoyance'এর যেরূপ কারণ অনুমান করিয়াছেন, পাঠকদিগকে তাহা জানাইতেছি। পণ্ডিত Sinnet প্রধানতঃ দ্বিবিধ কারণ অনুমান করিয়াছেন। পণ্ডিত সিনেটের আদ্য অনুমান তাপ, আলোক প্রভৃতি আন্দোলায়িত-গতি-(Wave motion)-সাদৃশ্য-প্রতিপত্তি-মূলক। তেজোময় বস্তু সকল, যেরূপ ইথারে প্রবৃত্তি বা আন্দোলন প্রেরণ করে, এবং ইথার যেরূপ সেই প্রবৃত্তি বা আন্দোলন বহন-পূর্ব্বক আমাদের ত্বক্-বা-নয়নেন্দ্রিয়দ্বারে উপনীত করে, সেইরূপ যে কোন দেশে যে কোন ব্যাপার (Transaction) সংঘটিত হউক, তাহা সর্ব্বদিগ্ব্যাপক কোন মার্গ-বা-আবপনকে তরঙ্গায়িত করে, এবং তাপাদির ন্যায় উক্ত তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, সূক্ষ্মতর ঐন্দ্রিয়িক শক্তিতে প্রতিফলিত হয়, উহাতে ব্যাপারানুরূপ ভাবনাখ্য সংস্কার সংক্রামিত করে। পণ্ডিত সিনেটের দ্বিতীয় অনুমান—সূক্ষ্মবেদীর (Sensitive) শরীর হইতে কোন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রশ্মি (Psychic aura) বহির্গত হইয়া, বিষয়দেশে গমনপূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ করে। যে পদার্থ সূক্ষ্মবেদীর শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকাহঙ্কারাবিষ্ঠিত আধ্যাত্মিকরশ্মির অংশবিশেষ। অথবা সাত্ত্বিক অহঙ্কার (True ego) স্বীয় ভৌতিকমন্দির পরিত্যাগ না করিয়াই, স্বস্থানে স্থিত হইয়াই, সর্ব্ব-ব্যাপক তৈজস অবকাশ(Luminiferous ether) বা তাহা হইতে সূক্ষ্মতর কোন মার্গ দ্বারা, বিষয়-প্রদেশে তাড়িতশক্তি-প্রবাহ সঞ্চালিত করে। *

---

* "It must be one of two things. Either the transaction throws off emanations or vibrations of some kind or another into some medium pervading all space, just as the luminous bodies throw off vibrations into the ether, and where these strike the perceptions or finer senses of persons no matter at what distance, they give rise to corresponding impressions, just as the rays emanating from a star affect the vision of those endowed with vision, no matter at what stupendous distances. And there is no essential and inherent absurdity in such a hypothesis, any more than in the actual facts having to do with the transmission of light. * * * The other alternative hypothesis in regard to our simple case of clairvoyance as between London and Paris would be that something material in the highest sense of the word—not physical as belonging to the orders of matter perceptible

'John Bovee Dods' বলিয়াছেন,—'ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মন'ই দর্শন করে, মন'ই শ্রবণ করে, মন'ই স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ করে, মন'ই স্পর্শানুভব করিয়া থাকে। আমরা ইহাও পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, তড়িৎ (Electricity)ই একমাত্র বস্তু, যাহার সহিত মনের সংসর্গ হয়, অতএব ইহা অনায়াসবোধ্য হইতেছে যে, এই তড়িন্নামক তরল পদার্থকর্ত্তৃকই মনে সংবেদন (Sensation) সঞ্চারিত (Transmitted) হয়, আমরা এতদ্দ্বারাই দর্শনশ্রবণাদি করিয়া থাকি। দর্শনশক্তি যখন মনে অধিষ্ঠিত, তখন ইহাও স্পষ্টীভূত হইতেছে যে, আমরা কখন চক্ষুর বহিঃস্থিত কোন পদার্থকে দর্শন করি না। আমরা যাহা দেখি, তাহা বস্তুর স্বরূপ নহে, তাহা বস্তুর প্রতিবিম্ব, এবং পূর্ব্বোক্ত তড়িৎ পদার্থই এই প্রতিবিম্বের নেতা বা বাহক, ইহাই প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহী। * তড়িচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক চাক্ষুষ-স্নায়ু-(Optic nerve)-

---

to the five senses—but something material, appertaining probably to the psychic nature of the sensitive, is projected under the operation of a current of thought or influence from the mesmerist or from the sensitive, assuming that to be awakened in some way by suggestion to him, from the place in which he is seated to the distant scene he is required to observe. Now that something which is projected may be either some portion of the psychic aura in which for the time being the real ego or spiritual consciousness of the person concerned may be seated, just as it is seated in the body during the activity of the body, or it is theoretically conceivable that the true ego, without quitting the physical organism altogether, may project in the direction to be observed some current of magnetic influence setting up a channel--if that expression will help to pass the idea from my mind to my reader—through the all-pervading medium whatever it is, the luminiferous ether, or something finer still, which is the suitable medium in nature for the vibrations which convey impressions to the psychic organism."—

The rationale of Mesmerism. P. 134-136.

* বেদ অগ্নিকে দেবতাদিগের দূত বা হব্যবাহ বলিয়াছেন কেন, তাহা চিন্তা করিবেন।

"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ১।১২।১২, সামবেদসংহিতা ছন্দঃ আর্চ্চিক ১।১।৩।

তড়িৎ, সৌদামিনী বা বিদ্যুৎ শাস্ত্রমতে অগ্নিরই রূপান্তর। তর্কশাস্ত্র ভৌম, দিব্য, ঔদর্য্য ও আকরজ, বিষয়সংজ্ঞক তেজকে এই চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—"বিষয়সংজ্ঞকং চতুর্ব্বিধম্।—ভৌম দিব্যমুদর্য্যমাকরজং চ। * * * দিব্যমবিন্ধনং সৌরবিদ্যুদাদি।" প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ। সৌরতেজঃ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি, ইহারা দিব্যতেজঃ।

দ্বারা মনের সমীপে আনীত বস্তুপ্রতিবিম্ব মস্তিষ্ক বা মনের স্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তড়িৎ সর্ব্বগতি, ইহা নিখিল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ। বায়ু, করোটি—শিরোঽস্থি (Cranium) মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, বায়ু, ভিত্তি (Wall) ভেদ করিতে পারে না, ধাতব দ্রব্যের অভ্যন্তরেও গমন করিতে পারে না, কিন্তু তড়িৎ উহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে। আমাদের স্নায়ু-বিধানকে (Our nervous system) তনূপা বা স্নায়ুবর্চ্চোদা শক্তি (Nervo-vital-fluid) দ্বারা * যদি এরূপে পরিপূর্ণ করা যায়, যে আমাদের মস্তিষ্ক (Brain) ধনধর্ম্মী (Positive)—(শাস্ত্রীয় ভাষায় চিত্তের নিরোধপরিণামপ্রাদুর্ভূত) এবং বাহ্য তড়িতের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমীকৃত অবস্থায় আনীত হইতে পারে, তাহা হইলে, ইহার দূরশ্রবণাদি শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ অবস্থায় আমরা ক্ল্যারোভয়েন্ট (Clairvoyant) হইতে পারি। স্নায়ুবিধান তনূপা-বা-স্নায়ুবর্চ্চোদাশক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ (Charged and even surcharged) হওয়াতে করোটি-ছিদ্রদ্বারা উক্ত পদার্থের (স্নায়ুবর্চ্চোদার) অধিকাংশ স্নায়ুবিধানের কেন্দ্রস্থানীয় মন হইতে সরলরেখাক্রমে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, এবং স্নায়ুবিধানকে অত্যন্ত স্বচ্ছ (Transparent) করে। সমন্তাৎ বিকীর্য্যমাণ উক্ত আন্তর তড়িৎ, নিখিলদ্রব্যাভ্যন্তরপ্রবেশিনী, স্বচ্ছ, বাহ্য তড়িতের সহিত সমাযুত হইয়া বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া (The image of the whole universe) চিত্তমুকুরে প্রতিক্ষেপ বা প্রতিফলিত করে, কৃতসংযম বা সমাহিত যোগী, এইজন্য ইন্দ্রিয়-সাহায্য-ব্যতিরেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে ক্ষমবান্ হয়েন। যে সকল দ্রব্য সাধারণ দৃষ্টিতে কিরণাভেদ্য—অস্বচ্ছ (Opaque), নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি-যোগীর সমীপে তাহারা স্বচ্ছ হয়। †

* "तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि। आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि। वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण॥"—

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৩অং ১৭কং।

অর্থাৎ, হে অগ্নি! তুমি স্বভাবতঃ তনূপা—শরীররক্ষক, অতএব আমার তনুকে তুমি রক্ষা কর। অগ্নি! তুমি আয়ুর্দা—আয়ুর্দাতা, তুমি আমাকে আয়ুঃপ্রদান কর, যাহাতে আমার অপমৃত্যু না হয়, যাহাতে আমি অকালে কালকবলে কবলিত না হই, তাহা কর। অগ্নি! তুমি বর্চ্চোদা, বর্চ্চের—সাত্ত্বিক তেজের প্রদাতা, তুমি আমাকে বর্চ্চঃ দান কর। অগ্নি! আমার দেহের যে অঙ্গ অপূর্ণ আছে, তাহা তুমি পূর্ণ কর।

আমরা যে 'Nervo-vital fluid'কে তনূপা বা স্নায়ুবর্চ্চোদা বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ।

† "It is evident that SEEING, HEARING, FEELING, TASTING and SMELLING, belong exclusively to the mind. And as we have already clearly proved that electricity is the only substance that can come in contact with mind,

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দ যে অত্যুচ্চ চিন্তাশীল, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয়েরা যদি মনুষ্য হয়েন, তবে তাঁহারা যে দেবতা, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দের চিন্তা স্থূল জড় জগতের বহির্দ্দেশে গমন করিতে পারে না। জড় জগৎই যদি ইহাঁদের চিন্তা-ক্ষেত্র না হইত, তাহা হইলে, ইহাঁরা জগতের সম্পূর্ণ হিত সাধন করিতে পারিতেন, এবং আপনারাও কৃতকৃত্য হইতেন। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থা—ব্যাপকরূপ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যদি এইরূপে ক্রমশঃ জড়বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারেন, তাহা হইলে, আশা করিতে পারা যায়, কোন-না-কোন দিন তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চরণ দেখিতে পাইবেন। অনন্যচিত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম-ও-ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, যে জড়বিজ্ঞানের সেবা করিতেছেন, মানবোচিত বিবিদিষানল নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র শান্তিবারি-জ্ঞানে, অভাবমোচনের একমাত্র সাধন-বোধে, যাহার উপা-

so it is through the agency of this fluid that sensations are transmitted to the mind. Hence it is through the medium of electricity that we see, hear, feel, taste and smell. The power of sight being in the mind, it is evident that we never saw anything out of our eyes. * * * By the agency of electricity, it is conveyed through the optic nerve to the mind where it is seen. Hence, we never saw a piece of matter, but only its shadow, the same as when you look into a mirror, it is not yourself, but your image that you see. Electricity is that substance that passes through all other substances. Air cannot pass through your cranium, nor through those walls, nor metallic substances. * * * Now if our nervous system could be charged with the nervo-vital fluid, so as to render the brain positive, and thus bring it into an exact equilibrium or balance with external electricity, then we should be clairvoyant. Because the nervous system being duly charged, and even surcharged, the great quantity of this fluid passing in right lines from the mind as a common centre, and in every direction through the pores of the skull, renders it transparent. Uniting with external electricity which passes through these walls and all substances, which are also transparent, the image of the whole universe, as it were, in this transparent form, is thrown upon the mind and is there seen, and seen, too, independent of the retina. On this principle the whole of those objects which are opaque to natural vision, are rendered transparent to the clairvoyant."—

Philosophy of Mesmerism by John Bovee Dods, P. 50-52.

৬৬

সদা করিতেছেন, তাহা 'জড়'—তাহা পরাধীন, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্য নিষ্পাদনের শক্তি তাহার নাই, ঈপ্সিততম-সমাগমের তাহা উপযুক্ত সাধন নহে, যখন তাঁহাদের ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন'ই তাঁহারা আধ্যাত্মবিজ্ঞান-বারিধিতে অবগাহন করিবেন, ঋষিদিগের ন্যায় আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকেই তখন ভক্তি-নম্র-হৃদয়ে পূজা করিবেন, সেই দিন অমূল্যশাস্ত্রোপদেশ তাঁহাদের অসেচনক পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। বোধ হয় সে দিনও নিকটবর্ত্তী। নিকটবর্ত্তী না হইলে থিওসফিষ্টদলের প্রাদুর্ভাব হইবে কেন? স্থূল জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষিত শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম-তত্ত্বোপদেশসমূহ তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে কেন? উহাদের বিজ্ঞান-সঙ্গতত্ব দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহারা এরূপ যত্নশীল হইবেন কেন? জগদ্গুরু ঋষিদিগের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলে, স্থির কল্যাণ সাধিত হইবে, কোন কোন পাশ্চাত্য ভাগ্যবান্ পণ্ডিতের এবম্প্রকার বিশ্বাস হইবে কেন?

অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ-প্রদর্শনার্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'Sinnet' ও 'John Bovee Dods' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, অনেকাংশে শাস্ত্রোপদেশের সংবাদী। শ্রুতিও বলিয়াছেন, মন দূরঙ্গম—অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট সকল পদার্থের গ্রাহক, মনঃ জ্যোতিঃসকলের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের এক অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, জাগ্রৎকালে মনঃ স্বীয় সর্ব্বার্থতাধর্ম্মবশতঃ দূরে গমন করে। *

অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমে লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ সুন্দররূপে বুঝিতে হইবে। স্থূলকে অবলম্বন করিয়াই, সূক্ষ্মের সমীপবর্ত্তী হইতে হয়, বাহ্যভাবকে উপেক্ষা করিয়া, বাহ্যভাবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, কেহ কখন আন্তরভাবের দর্শন লাভ করিতে পারগ হয়েন না। বাহ্-

---

* "यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति ।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।"—

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ৩৪।১।

ভাবার্থ।

মন'ই সর্ব্বপ্রকার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উৎপত্তিস্থান। শিবসঙ্কল্প মন'ই নিখিলকল্যাণকারণ এবং অশিবসঙ্কল্প বা পাপপ্রবণ মন'ই কৃৎস্নদুর্গতির হেতু। যাঁহারা আত্মকল্যাণপ্রার্থী, মনঃ যাহাতে শিবসঙ্কল্প হয়,—ধর্ম্মপ্রবণ বা শুদ্ধ হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের সদা সচেষ্ট হওয়া উচিত। চিরশান্তিলিপ্সু-বা-উন্নিনীষু ব্যক্তির নিরন্তর এই প্রার্থনা হউক যে, যে মনঃ জাগ্রৎকালে স্বীয় সর্ব্বার্থতা-ধর্ম্মবশতঃ দূরে গমন করে—নানাবিষয়ে বিচরণ করে, যে মনঃ দৈব—আত্মগ্রাহক, নিদ্রাকালে যাহা বিষয়হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, যাহা দূরঙ্গম, যাহা জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, অর্থাৎ, যাহাই মুখ্যেন্দ্রিয়, আমার সেই মনঃ শিবসঙ্কল্প হউক।

করণ অন্তঃকরণের ব্যক্তাবস্থা—অন্তঃকরণের স্থূলভাব। রাজকর্ম্মচারিগণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, রাজারই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি, এক মুখ্যরাজ-শক্তিরই ভিন্ন-ভিন্ন উপাধি।* চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও এইরূপ মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি, মুখ্যেন্দ্রিয় মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন উপাধি। মনের শক্তি কিরূপ, তাহা না জানিলে, অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপজ্ঞানলাভ হওয়া অসম্ভব। ঐন্দ্রিয়িক বা বাহ্যপ্রত্যক্ষের স্বরূপ জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকারিতা-পরিদর্শন যেরূপ প্রয়োজনীয়, অলৌকিক প্রত্যক্ষের তত্ত্ব জানিতে হইলে, সেইরূপ মনের শক্তি কত, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

মনের শক্তি কিরূপ, শ্রুতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, নিশ্চয়ই তাহা সাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, মনের শক্তি যে এতাদৃশী প্রবলা, যোগি-ভিন্ন নিশ্চয়ই তাহা অন্যে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। শ্রুতিদেবীর অথবা শ্রুতি-চরণ-সেবক সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণের চরণসেবা না করিলে, কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। মনের শক্তি কত, তাহা জানা নাই, তা'ই অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিশ্বাস নাই, তা'ই যোগবিভূতি উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-কেশরী আগষ্ট্ কোম্‌ত তা'ই অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে যোগীদিগকে ভণ্ড বলিতে পারিয়াছেন। মনের শক্তি কত, বেদ-চরণসেবক আর্য্যগণ তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এইনিমিত্ত তাঁহারা যোগাভ্যাসবিকাশিত মানস-শক্তিদ্বারা স্থূলদৃষ্টি জড়বিজ্ঞানপরিচিত প্রাকৃতিকনিয়মের উপরি আধিপত্য করিয়াছেন, যাহা শুনিলে সাধারণের বিশ্বাস হইবে না, অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তাহা করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধচিত্ত—শিবসঙ্কল্পযোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া,—সংযম † দ্বারা যে অতীত-অনাগত-ব্যবহিত সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করিতে পারেন, অধিক কি, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ শুদ্ধ সঙ্কল্পশক্তিপ্রভাবে যে বহুপ্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি—

---

* "শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ।"—

সাং দং ২।১৪।

"অবনূপাধিভেদঃ শক্তিভেদত্বমপর্য্য বক্তব্যঃ, স চ সত্ত্ব ইতি নানাত্বমপি সত্ত্বম্ ।"—

সাঙ্খ্যসূত্রবৃত্তি।

"একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোঽমী দশ শক্তিভেদা ভবন্তু ।"—

সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

† 'সংযম' শব্দটী একবস্তুবিষয়ক ধারণা, ধ্যান, সমাধির তান্ত্রিকী পরিভাষা। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ।"—

পাং দং বি. পা., ৪ সূ.।

"মনসা সাধু পশ্যতি মানসা ঋষয়ঃ প্রজা সংজগ্মে।"—

এতদ্দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগের দুই একটী নিম্নশ্রেণীর বিভূতি দেখিয়া, ইহার প্রতি আস্থাবান্ হইতেছেন বটে, কিন্তু ভগ-

অর্থাৎ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়ের—এই ত্রিবিধ সাধনের তান্ত্রিকী পরিভাষার নাম 'সংযম' (Concentration of mind, a term applied to the last thueo stages of yoga)। যেস্থলে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব 'সংযম' এই শব্দটী প্রয়োগ করিবেন, তৎস্থলে, বুঝিতে হইবে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটীকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

ধারণা, ধ্যান, সমাধির লক্ষণ।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।"—

পাং দং বি. পা., ১সূ.।

পতঞ্জলিদেব ১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ৮। সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত অষ্টাঙ্গের মধ্যে যমাদি পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গসাধন। চিত্তকে দেশবিশেষে (নাভিচক্র, নাসিকাগ্র, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন ভগবন্মূর্ত্তিতে, কোন ভূতে বা ভৌতিক পদার্থে) বন্ধন করিয়া রাখার নাম 'ধারণা'। "প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যস্মিন্ মন ধার্য্যতে॥"—'ধারণা' সুখসাধ্যসাধন নহে। ধারণা-নামক যোগাঙ্গ আরম্ভ করিতে হইলে, শাস্ত্রোপদেশানুসারে রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, মৈত্র্যাদিভাবনা দ্বারা (পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ দেখিলে, যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করার নাম মৈত্র্যাদিভাবনা) প্রথমে চিত্তকে প্রসন্ন—নির্ম্মল করিতে হইবে, যম-নিয়মাদি বহিরঙ্গসাধনে সিদ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ করিলে, তবে ধারণার অধিকার জন্মিবে। ধারণা সিদ্ধ হইলে, ধ্যান ও সমাধি অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ধারণার গাঢ়াবস্থাই ধ্যান এবং ধ্যানের গাঢ়াবস্থাই সমাধি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"—অর্থাৎ, যে দেশে—যে বিষয়ে চিত্ত ধৃত হইবে, যে পদার্থকে ধ্যেয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক চিত্তবন্ধন করিবে, তদ্দেশ-বা-তদ্বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত যদি দেশ-বা-বিষয়ান্তরে গমন না করে, ধ্যেয় বিষয়েই যদি প্রত্যয়ের—চিত্তবৃত্তির একতানতা হয়, ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞান যদি অনন্তরিত-বা-অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হয়, তবে তাহাকে ধ্যান বলা হইবে। এই ধ্যানই যখন শুদ্ধ ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আমি ধ্যান করিতেছি, ধ্যেয়স্বভাবাবেশবশতঃ ইত্যাদিরূপ ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা 'সমাধি'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। পরে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় কথার যথাসাধ্য বিস্তার-পূর্ব্বক বিবরণ করা হইবে। এইস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি, যদি কোন চিন্তাশীল, শিবসঙ্কল, বুদ্ধিমান্, ধীরপুরুষ মনোযোগসহকারে পাতঞ্জল-যোগসূত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, পাতঞ্জল-যোগসূত্র জগতের অমূল্য রত্ন, জড়বিজ্ঞান ইহার লক্ষণায়ী অবোধ শিশু-সন্তান।

বান্ পতঞ্জলিদেব যে মহদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই অমূল্যশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, তদুদ্দেশ্য আমাদের বিশ্বাস এপর্য্যন্ত কোন যোগাসক্তি-বিশিষ্ট পাশ্চাত্যপুরুষের লক্ষ্যীভূত হয় নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।"—

অর্থাৎ, যোগের প্রাগুক্ত বিভূতিসকল ব্যুত্থানসময়ে সিদ্ধিরূপে গণ্য বটে, কিন্তু উহারা সমাধিকালে উপসর্গ—মুক্তিপ্রদ সমাধির বিঘ্ন—অন্তরায়—মুক্তিপ্রদ সমাধির নাশক। মুখে ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উক্ত উপদেশ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন, পাঠক এরূপ দুই একটী পাশ্চাত্যপুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত উপদেশ পালন করেন, স্বীয় জীবনকে উক্ত উপদেশের অনুবর্ত্তী করিয়াছেন, আমরা এরূপ পাশ্চাত্য মহাত্মার নাম শ্রবণ করি নাই (অবশ্য আমাদের শ্রবণ অতি সঙ্কীর্ণ)। *

আধ্যাত্মবিজ্ঞান যে জড়বিজ্ঞানের ব্যাপক রূপ, পাঠককে তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য, জড়বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিতে না পারিলে যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার জন্মে না, অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্বেষী, যথাযথভাবে জড়বিজ্ঞানানুশীলনবিমুখ 'বিজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' ইত্যাকার শূন্যচীৎকারকারী স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান-পারাবার পার হইয়াছেন, তাঁহারা জড়বিজ্ঞানকূপে অবগাহন করিতে অসমর্থ ছিলেন কি না, পাঠক ইহা চিন্তা করিবেন, ইহাই আমাদের বস্তুতঃ মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা যাহা বুঝিয়াছি, প্রাকৃতিক শক্তির ইয়ত্তা যেরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহাই পর্য্যাপ্ত, প্রকৃতির তদতিরিক্ত শক্তি নাই, তদ্ব্যতীত অবস্থা নাই, এই অজ্ঞোচিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে; অদ্যাপি আমরা বুঝিতে পারি নাই, আমাদের পরিচ্ছিন্ন নেত্রের বিষয়ীভূত হয় নাই, এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রকৃতির এইরূপ অবস্থা আছে, বা থাকিতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত করিয়া প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিলে, বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অচিরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, যে, যোগিবর পতঞ্জলিদেব দুরধিগম্য হইলেও, তাঁহাদের পুরোবর্ত্তী; অধ্যাত্মবিজ্ঞান বস্তুত'ই জড়বিজ্ঞানের অসঙ্কীর্ণ-বা-প্রশস্তরূপ। যে প্রাকৃতিক নিয়মে দূরস্থিত

---

* তথাপি আমরা যোগাসক্তিবিশিষ্ট পাশ্চাত্যপুরুষদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। যোগাভ্যাসদ্বারা ঐন্দ্রিয়িকশক্তিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ করিতে পারিলে, জগতের অশেষ উপকারসাধনের যোগ্যতা জন্মে। যোগাভ্যাসরত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলেই, একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে আলোক-কিরণ বা আলোকাখ্য আন্দোলায়িত-গতি প্রবাহিত হইয়া, আমাদের নয়নেন্দ্রিয়কে আঘাত করে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বস্তুই চুম্বক-লৌহের ন্যায় সকল বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই যোগী দূরস্থিত বস্তু সন্দর্শন করিতে পারেন, চক্ষুরাদি বাহ্যকরণের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু মনোগোচর করিতে সমর্থ হয়েন, অন্যের চিত্ত করস্থিত আমলক-ফলবৎ সন্দর্শন করিতে পারগ হয়েন। এক্ষণে দেখা যাউক, অস্বচ্ছবস্তুকর্ত্তৃক ব্যবহিতবস্তুও যোগীর বুদ্ধিগোচর হয়, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে একথা কতদূর বুঝিতে পারা যায়। কথাটীর বৈজ্ঞানিক উপপত্তি করিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে—

অস্বচ্ছ বা কিরণাভেদ্য বস্তুকর্ত্তৃক সমাবৃত দ্রব্যজাতকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করা যায় না কেন ?

জ্যোতির্ম্ময় (Luminous), স্বচ্ছ বা প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট (Transparent, or Translucent) এবং অস্বচ্ছ বা মলীমস(Opaque), বস্তুমাত্রেই, একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যে সকল বস্তু নিজপ্রভায় প্রভাশীল—নিষ্প্রভবস্তুজাতকে যাহারা প্রকাশ করে, তাহারা জ্যোতির্ম্ময়। যে সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক-কিরণ অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহারা স্বচ্ছ, এবং যাহারা তদ্বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত—যাহাদের মধ্যে আলোক-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা অস্বচ্ছ—কিরণাভেদ্য। * যে সকল বস্তুর অভ্যন্তর দিয়া আলোক-কিরণ অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহারা স্বচ্ছ পদার্থ বটে, কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে সম্পূর্ণতঃ তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু পতিত হয় না। কাচ, জল, বিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি 'স্বচ্ছ' শব্দে লক্ষ্য পদার্থও তন্মধ্যদিয়া সঞ্চরণশীল আলোক-কিরণের কিয়দংশ গ্রাস করে। অপিচ জগতে এরূপ পদার্থও নাই যাহা সম্পূর্ণতঃ অস্বচ্ছ (There are none

* "The term *transparent* or *diaphanous* is applied to all bodies which at all transmit light; while *translucency* is usually restricted to the case of bodies through which objects cannot be distinctly seen."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 321.

পণ্ডিত গ্যানো, Transparent ও Translucent স্বচ্ছপদার্থকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল বস্তু দ্বারা অন্য বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা 'Transparent' (স্বচ্ছ), এবং যাহাদের মধ্যদিয়া অন্যবস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা 'Translucent' (ঈষৎস্বচ্ছ)।

which are quite opaque)। স্থূলাবস্থায় যাহা যাদৃশ অস্বচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়, সূক্ষ্মাবস্থায় আনীত হইলে, তাহার তাদৃশ অস্বচ্ছতা থাকে না। *

বস্তুর স্বচ্ছত্বাস্বচ্ছত্বের কারণ।

জগতে দেখিতে পাইতেছি বটে, কোন বস্তু স্বচ্ছ, কোন বস্তু অস্বচ্ছ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ হইবার কারণ কি? বিজ্ঞানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু আলোক-প্রতিষ্টম্ভক-রাসায়নিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহারা অস্বচ্ছ, এবং যাহারা তদ্বিপরীতধর্ম্মযুক্ত, তাহারা 'স্বচ্ছ'। নৈয়ায়িক! আপনি বিজ্ঞানের এরূপ উত্তরকে কি বলিবেন? যে সকল বস্তুর অভ্যন্তর দিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে না, বুঝিয়াছি তাহারা অস্বচ্ছ (Opaque) বস্তু, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইয়াছে, কোন বস্তুর মধ্যদিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে, এবং কাহারও মধ্যদিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে না, এরূপ নিয়ম কেন হইল? অস্বচ্ছতা (Opacity)-ও-স্বচ্ছতার (Transparency) হেতু কি? বিজ্ঞান এতদুত্তরে বলিবেন, যাহার মধ্যদিয়া আলোক সঞ্চরণ করিতে পারে না, যাহা আলোকগতিরোধক-রাসায়নিকধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা অস্বচ্ছ এবং যাহা তদ্বিপরীত, যাহা আলোককে তন্মধ্যদিয়া সঞ্চরণ করিতে দেয়, তাহা 'স্বচ্ছ'। তবেই বলিতে হইল, বিজ্ঞান আমাদের প্রশ্নই শব্দান্তর দ্বারা পুনরুচ্চারণ করিলেন। ইহাত প্রশ্নের পুনরুক্তি—পুনর্বচন (Repetition,—two-fold interpretation of the same question)। এই প্রদর্শিত হেতুত সাধ্যসম-হেত্বাভাস, ইহাত 'Petitio Principii.' † অথবা কেবল ইহাই কেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু

---

* Of all bodies which transmit light, none can be said to be perfectly diaphanous; all extinguish, or *absorb*, a portion of the light which impinges on them. The most transparent, such as air, water, glass, gradually extinguish the light which penetrates them; and, if their thickness be considerable, they may weaken it so much that no impression is produced on the eye. * * * Just as there are no perfectly transparent substances, so, too, there are none which are quite opaque; at any rate when the thickness is very small."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 321-322.

† "হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদাভাসমানাস্ত ইমে।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অর্থাৎ, যাহা হেতুলক্ষণবিহীন, সুতরাং, যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'অহেতু,' হেতুসামান্যবশতঃ যাহা আপাত-দৃষ্টিতে হেতু বলিয়া বোধ হয়, সেই আভাসমান বা দুষ্টহেতুকে 'হেত্বাভাস' (Fallacy) বলে। পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম, ও কালাতীত, এই পঞ্চ হেত্বাভাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(অবশ্য প্রকৃততত্ত্বজিজ্ঞাসু) যে কোন পদার্থের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার জন্য জড়বিজ্ঞানের শরণ গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন, জড়বিজ্ঞান তাঁহার কোন পদার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ নহেন। শ্রুতির উপদেশ 'তত্ত্ব' একাধিক নহে, * যিনি সেই এককেই অনেক বলিয়া বুঝিয়াছেন, দুর্ভেদ্য মায়াবরণ ভেদ

---

* "সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালা হেত্বাভাসাঃ।"—

ন্যায়দর্শন ১।২।৪৫।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন ;—

"তে চ সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-সৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চ।"—

তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমানখণ্ড।

অর্থাৎ, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত, অসিদ্ধ, ও বাধিত, হেত্বাভাস এই পঞ্চবিধ। বলা বাহুল্য, ভগবান্ গোতমের প্রাগুক্ত পঞ্চ হেত্বাভাসের ইহারা পর্য্যায়ান্তর। অসিদ্ধ ও সাধ্যসম সমানার্থক।

"সাধ্যাবিশিষ্ট-সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।"—

ন্যায়সূত্র।

যাহা—সাধ্যের সাধনার্থ প্রদর্শিত যে হেতু, সাধ্য—সাধনীয় (To be proved)-হইতে বিশিষ্ট ভিন্ন নহে,—যৎসাধ্যের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি তদ্ধেতুই সাধ্য হয়,—সাধনীয় হয়, তাহা যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, প্রদর্শিতহেতুকে হেতু না বলিয়া সাধ্যসম-বা-অসিদ্ধাখ্য হেত্বাভাস বলিতে হইবে। অন্যান্য হেত্বাভাসের কথা যথাস্থানে বলা হইবে। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রেও 'Fallacy' কে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন—

"We have thus five distinguishable classes of fallacy, which may be expressed in the following synoptic table :"—(1) Fallacies *a priori*, (2) Fallacies of Observation, (3) Fallacies of Generalization, (4) Fallacies of Ratiocination, (5) Fallacies of Confusion. Petitio Principii, Fallacies of Confusionএর অন্তর্গত। পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন ;—The second division is 'Petitio Principii' otherwise called 'arguing in a circle.' Aristotle এইFallacyকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "When one begs the very thing that ought to be demonstrated" 'Petitio Principii'র এইটী প্রথম বিভাগ।

* "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২৩।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে, যাঁহারা পরমকারণকে দেখিতে পাইয়াছেন, যাঁহাদের পরমাত্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহাদের রাগ-দ্বেষাদি-দোষবিহীন, অপেতমলমেঘ হৃদয়গগনে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্যপদার্থের স্বতন্ত্রসত্তা প্রতিভাত হয় না, তাঁহারা দেখিতে পান্ এক ব্রহ্মই মায়াদ্বারা বহুরূপ-ধারণপূর্ব্বক জগদাকারে বিরাজ করিতেছেন।

করিতে অসমর্থ হইয়া যিনি সেই এককে, অসৎ বা অজ্ঞেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া-

---

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্ ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২০ ।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ—একমাত্র তত্ত্ব। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি (পার্থিব), দিব্য (সৌর-ও-বৈদ্যু-তাগ্নি) ইত্যাদি ইঁহারা এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন—

"যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণদপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ।
তদ্দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব ॥"—

অর্থাৎ, যাহা কম্পিত হয়—যাহা গতিশীল, যাহা পতিত হয়, যাহা অবস্থান করে—যাহা স্থিতিশীল, যাহা সপ্রাণ, যাহা অপ্রাণ, যাহা স্পন্দনশীল, এককথায় যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এক ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, স্বীয় শক্তিব্যপাশ্রয়নিবন্ধন বহুধা ভিন্ন হইয়া, জগদাকার ধারণ করেন, এবং সমষ্টিভাবে তিনি এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'One principle' বলিতে নিশ্চয়ই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

'তত্ত্ব' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি শিক্ষা দেয়?

'তনু বিস্তারে' বিস্তারার্থক এই 'তন্' ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'তৎ' এই পদটি সিদ্ধ হয়। 'তৎ' এর ভাব—'তত্ত্ব'।

"তত্ত্বং পরাত্মনি। বাদ্যভেদে স্বরূপে চ।"—

হেম।

অর্থাৎ, 'তত্ত্ব' শব্দ পরমাত্মা, বাদ্যভেদ ও স্বরূপ এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইদং-পদবাচ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম,' তিনিই 'তৎ।' তৎ বা-ব্রহ্মের ভাব 'তত্ত্ব'। 'তদ্' বা 'তৎ' সর্ব্বনাম শব্দ। সর্ব্বনাম কাহাকে বলে?

"সর্ব্বং চ ব্রহ্ম, তস্য নাম সর্ব্বনাম।"—

সর্ব্বশব্দটী ব্রহ্মবাচী। সর্ব্বের—ব্রহ্মের নাম, 'সর্ব্বনাম'।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-প্রমেয়-বস্তুজাত স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। 'স্বরূপ' শব্দটীর অর্থ হইতেছে, 'নিজরূপ'—'স্বভাব' 'অবিকৃতাবস্থা'। সকল বস্তুই যখন 'ব্রহ্ম', তখন 'ব্রহ্মই' যে সকলের 'স্বরূপ'—স্বভাব—অবিকৃতাবস্থা, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব কোন পদার্থের স্বরূপচিন্তা ও ব্রহ্মচিন্তা এককথা। কথা সম্পূর্ণ সত্য; যে কোন বস্তুই হউক, তাহার স্বরূপাবস্থা যে 'ব্রহ্ম' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে আরও কিছু বক্তব্য আছে। বস্তুমাত্রেরই স্বরূপাবস্থা পরমাত্মা হইলেও, সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। কোন এক বস্তুর স্বরূপাবস্থা ধরিতে যাইয়া—কোন এক কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব-শক্তি-বা-প্রয়োজনানুসারে অনেকেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, কিংবা চতুর্থাদি ক্রমসূক্ষ্ম অবস্থা-বা-পর্ব্বনিবহের মধ্যে কোন একটী অবস্থা-বা-পর্ব্বকে পরীক্ষ্যমাণ বস্তুর স্বরূপাবস্থা বা দৃশ্যমান কার্য্যের পরম কারণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। 'স্বরূপ' শব্দের, এইজন্য প্রকৃত অর্থ সংসার জানে না। অথবা কেবল 'স্বরূপ'

ছেন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, একেকে জানিতে হইলে, যেরূপ সাধনা করিতে হয়, যিনি তাহা অবগত নহেন, তাঁহাদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নহে। জড়বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, কেন হয়? (Why) এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি, কিরূপে হয়? (How) ইহার'ই উত্তর দিবার জন্ত আমার জন্ম। আমরা বলি, তা'ইত তোমার নাম 'জড়বিজ্ঞান'। যে কোন শাস্ত্র হউক, সকলেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্ব-প্রতিপাদক। যাহা পরিদৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়-দ্বারে যাহা পতিত হয়, তাহা কি, তাহা কিরূপে, কোন্ নিয়মে বা কি নিমিত্ত উৎপন্ন, স্থিত ও বিলীন হয়, এবং যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়গ্রামের যাহা অবিষয়, তাহাই বা কিংস্বরূপ শাস্ত্রের এই সকল বিষয়ই প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রমাত্রেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক বটে, কিন্তু কার্য্যমাত্রের পরমকারণনির্দ্দেশ সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ফিলজফীর (Philosophy) লক্ষণ ও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন, পরসামান্ত-বা-পরজাতিজ্ঞান (Knowledge of the highest degree of generality) ফিলজফীর লক্ষ্যপদার্থ। জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের পদ্ধতি-নির্দ্ধারণই ফিলজফীর কর্ত্তব্য।* বিজ্ঞানের লক্ষণ ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি, বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, অপরসামান্ত-বা-অপরজাতিজ্ঞান—অংশতঃ সমন্বিতজ্ঞান, ভিন্ন-ভিন্নভাবে উপলভ্যমান পদার্থজাতের জাতিনির্ব্বাচন, বৈষম্যভাবের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্করণ (Generalisation) বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য—বিজ্ঞানের কার্য্য। অতএব বলিতে পারি, বিজ্ঞান দর্শনের (Philosophy) সঙ্কীর্ণরূপ। পণ্ডিত 'Bain' বর্ত্তমান কালের জন্ত (For the purpose of the present day) বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—১। লজিক (Logic, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র), ২। ম্যাথামেটিক্স্ (Mathematics, গণিত), ৩। মেকানিক্স্ বা মেকানিক্যাল্ ফিজিক্স্ (Mechanics or Mechanical Physics, যন্ত্রবিজ্ঞান), ৪। মোলিকিউলার ফিজিক্স্ (Molecular Physics, ভূতবিদ্যা—ভৌতিক বিজ্ঞান), ৫। কেমিষ্ট্রী (Chemistry, বেদ বা রসায়নশাস্ত্র),

শব্দই বা কেন, কোন শব্দেরই স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ সাংসারিক বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। এক্ষণে তত্ত্বজিজ্ঞাসা যে জড়বিজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা সুখবোধ্য হইল।

* "May it not be inferred that philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible."—*First Principles, P.* 280.

৬। বাইওলজী (Biology, প্রাণবিদ্যা—জীবনতত্ত্ব) ও ৭। সাইকোলজী (Psychology, মনস্তত্ত্ব)। *

শ্রুতি বিদ্যাকে প্রধানতঃ পরা ও অপরা এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"—

মুণ্ডকোপনিষৎ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ইহারা 'অপরা বিদ্যা,' এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহা 'পরা বিদ্যা'। † একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি

---

* For the purpose of the present day, the sciences may be classified as follows:—I. Logic, II. Mathematics, III. Mechanics or Mechanical Physics, IV. Molecular Physics, V. Chemistry, VI. Biology, VII. Psychology. বিজ্ঞানের উক্ত সপ্ত-বিভাগের আবার অবান্তরবিভাগ আছে। ফিজিওলজী (Physiology), এনাটমী (Anatomy), জুলজী (Zoology), বটানি (Botany), ইত্যাদি ইহারা পণ্ডিত Bain-এর মতে Biologyর অন্তর্গত।

† শ্রুতি ষড়ঙ্গ বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"—

গীতা ২।৪৫।

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয় (যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়সম্বন্ধীয়, তাহা ত্রৈগুণ্য। ত্রৈগুণ্য হইয়াছে—ত্রিগুণময় সংসার বা পুণ্য-পাপ-ব্যামিশ্র কর্ম্ম হইয়াছে বিষয় যাহার, তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়)। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য—নিষ্কাম হও। নিষ্কাম না হইলে, মুক্তিলাভ হয় না। অতএব যদি তোমার মুমুক্ষুত্ব হইয়া থাকে, তবে তোমাকে নিষ্কাম হইতে হইবে, ত্রিগুণাতীত উপনিষদ্‌বেদ্য পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উদ্ধৃত শ্রুতি ও গীতা পাঠ করিয়া, বর্ত্তমান সময়ের অল্পসংখ্যক স্বদেশীয়-বিদেশীয় শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা বেদের প্রতি তীব্রকটাক্ষ করিতেছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 'নিষ্কাম,' 'ব্রহ্মজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দের অর্থ আজকাল যত সুগম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, পূর্ব্বে ইহাদের অর্থ সেরূপ সুগম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজীভাষার কি এক অপূর্ব্ব শক্তি আছে, যিনি ইহা শিক্ষা করেন, তাঁহার কিছুই দুর্ব্বোধ্য থাকে না। দুরবগাহ বিষয় সকলের (অবশ্য শাস্ত্র-ও-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়) তিনি ঝটিতি মীমাংসা করিতে পারেন। ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিলেই আচার্য্যদিগের মতখণ্ডনের ক্ষমতা প্রাদুর্ভূত হয়, স্বাধীনচিন্তাশীলতা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, যাঁহারা আচার্য্যদিগের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, শ্রুতি যে উদ্দেশ্যে ষড়ঙ্গবেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়াছেন, ভগবান্ যেজন্য বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের আকস্মিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা তাহা লক্ষ্য করেন নাই, বুঝিতে পারেন নাই, বা গ্রাহ্য করেন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পাঠকদিগকে তাহা জানাইতেছি। ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'পরা-বিদ্যাদ্বারা উপনিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিষয়বিজ্ঞান

হইবে, বিদ্যাকে পরা ও অপরা এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করাই সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত। ব্রহ্মের পর ও অপর এই দ্বিবিধ অবস্থা। শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়াত্মক নিখিল জগৎ পুরুষের—পরমকারণ-পরব্রহ্মের মহিমা—স্বীয়-শক্তি-বিশেষ। ত্রিকালময় জগতের রূপই কি তাহা হইলে ব্রহ্মের

—পরব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে। উপনিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিজ্ঞান বৈধরীবাগধিগম্য নহে—শব্দরাশিজ্ঞের নহে—ব্রহ্মজ্ঞান শব্দরাশিদ্বারা লাভ করা যায় না। বহুশব্দজ্ঞ হইলেও ব্রহ্মবিদ্ সদ্গুরুর কৃপা না হইলে, বৈরাগ্যানলকর্ত্তৃক হৃদয়ের কামনাগ্রন্থি ভস্মীভূত না হইলে, নিষ্কাম বা বিগতস্পৃহ না হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হয়েন না। 'বেদ'—কথাটি সাধারণতঃ শব্দরাশি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি এইনিমিত্ত বেদ বা বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানহইতে উপনিষদ্বেদ্য অক্ষরবিষয়বিজ্ঞানকে পৃথক্ করিয়াছেন, নচেৎ উপনিষৎ ঋগাদি-বেদবাহ্য পদার্থ নহে'। তিলে যেরূপ তৈল থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

"तिलेषु तैलवत् वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ।"—

মুক্তিকোপনিষৎ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। 'বেদ' কথাটির বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত স্থলে সকামকর্ম্মকাণ্ডার্থে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন।

"यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ।"—

গীতা ৮.১১।

এস্থানে উপনিষৎ বুঝাইতে বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

"उपनिषद्वेद्याक्षरविषयं हि विज्ञानमिह परा विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं नोपनिषच्छब्दराशिः। वेदशब्देन तु सर्व्वत्र शब्दराशिर्विवक्षितः। शब्दराश्यधिगमेऽपि यत्नान्तरमन्तरेण गुर्व्वभिगमनादिलक्षणं वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भवतीति पृथक्करणं ब्रह्मविद्याया: परा विद्येति कथनं चेति ।"—

মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য।

বেদ ত্রিগুণময় সংসারের উপদেষ্টা, বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়, আবার বেদই ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রদর্শক, বেদই নিস্ত্রৈগুণ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইতেই সপ্রমাণ হইল, তিনি উপনিষৎ বুঝাইতেও 'বেদ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

"वेदे काण्डत्रयं प्रोक्तं कर्म्मोपासनबोधनम् ।
साधनं काण्डयुग्मीयं तृतीयं साध्यमीरितम् ॥"—

মন্ত্রমহোদধি।

অর্থাৎ, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই কাণ্ডত্রয়ের উপদেশ আছে। কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড 'সাধন' (Means) এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধ্য (End)। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হইলে, বুদ্ধিপ্রদজ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, উপাসনায় অধিকার নাই, এইজন্যই বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার এত প্রয়াস।

বাস্তব রূপ? অনিত্য জগৎই কি তিনি? না, জগৎ তাঁহার বাস্তব রূপ নহে। পরমপুরুষ পরমাত্মা, ইহা হইতে—তাঁহার এই জগদ্রূপ মহিমা-বা-শক্তি হইতে জ্যায়ান্—অতিশয় বৃহৎ। বিশ্বভূত—কালত্রয়বর্ত্তি-প্রাণিজাত পরম পুরুষের চতুর্থাংশ-মাত্র। ইহাঁর অবশিষ্ট পাদত্রয়, অমৃত—বিনাশরহিত, ইহা সনাতন, ইহা দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার এই এক পাদ মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তা-বস্থায় গমনাগমন করিয়া থাকে। সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর মায়াদ্বারা দেবতির্য্যগাদি বিবিধ-রূপে ব্যাপ্ত হয়েন, সাশন (ভোজনাদি ব্যবহারোপেত চেতনপ্রাণিজাত) এবং অনশন—অচেতন (গিরি, নদী, সাগর প্রভৃতি), স্বয়ং এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।* তাই বলিতেছি, বিদ্যাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করাই যুক্তি-সঙ্গত। পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, যে ভাব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, যে ভাব বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত এই অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট, তাহা 'কার্য্যাত্মভাব'। এই কার্য্যাত্মভাবই 'অপর-ব্রহ্ম'। যে বিদ্যাদ্বারা এই কার্য্যাত্মভাবের তত্ত্বনির্ণয় হয়, অপরব্রহ্মের স্বরূপাবধারণ হয়, তাহা 'অপরা বিদ্যা,' এবং যে বিদ্যা পরব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক, তাহা 'পরা বিদ্যা'।

"যস্য যদ্ব্যাপকং তস্য তদ্ব্রহ্মাণো যথাদিকম্।"—

সাংখ্যসার।

ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অবগত হইয়াছি, যাহা বৃহৎ—ব্যাপক, তাহা 'ব্রহ্ম'। বিজ্ঞানভিক্ষু, উদ্ধৃতবচন দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যে যাহার ব্যাপক, সেই তাহার ব্রহ্ম। কারণ, কার্য্যের ব্যাপক—কার্য্য, কারণের গর্ভে বাস করে, অতএব কারণ কার্য্যের ব্রহ্ম। অখণ্ডৈকরস চিন্ময় পরপুরুষ হইতে বৃহত্তর বা ব্যাপকতর পদার্থ নাই, এই-নিমিত্ত তিনি 'পরব্রহ্ম,' নিখিল কার্য্যের পরমকারণ। এতদ্দ্বারা ইহা সুখবোধ্য হইল যে, যে কোন কার্য্য হউক, যাবৎ তাহার পরমকারণের সাক্ষাৎকার না হইবে, তাবৎ তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে না। অতএব জড়বিজ্ঞানের কথাত দূরের, প্রাণবিদ্যাও তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত করণ নহে। একমাত্র উপ-নিষদ্বেদ্য, অক্ষরবিষয়বিজ্ঞান-বা-পরাবিদ্যাদ্বারাই তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিনির্ব্বাচিত অপরা বিদ্যার অধস্তন সোপানপংক্তিই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বিচরণ-ভূমি। ঐতরেয় আরণ্যক পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, উক্ত শ্রুতি, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধবিদ্যাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্ব-সংসার-বিরক্ত—

---

* ২৫, ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মার পদপর্য্যন্ত যাঁহারা তৃণীকৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ, যাঁহারা প্রকৃতবৈরাগ্যবান্, একাগ্রচিত্ত, সদ্যোমুক্তিকাম, তাঁহারা উত্তমবিদ্যাধিকারী। শ্রুতি ইহাঁদেরই জন্য 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' অর্থাৎ, আত্মাই একমাত্র পদার্থ, তদ্ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, ইত্যাদিপ্রকারে 'ব্রহ্মবিদ্যার' উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি-দ্বারা ক্রমমুক্তিকাম, তাঁহারা মধ্যমবিদ্যাধিকারী। শ্রুতি ইহাঁদের জন্য প্রাণবিদ্যার (প্রাণবিদ্যা, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশ্রেণ্যন্তর্ভূত 'Biology' হইতে ভিন্নপদার্থ) উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি এই দ্বিবিধ মুক্তির কাহাকেও প্রার্থনা করেন না, যাঁহারা জাগতিক ভোগৈশ্বর্য্যসাধন, প্রজাপশ্বাদি কামনা করেন, জাগতিক উন্নতিই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা অধমবিদ্যাধিকারী। ইহাঁদের জন্য শ্রুতিতে সংহিতোপাসন উপদিষ্ট হইয়াছে। * জীবজাতি (Animal kingdom), উদ্ভিজ্জাতি (Vegetable kingdom), ও খনিজজাতি (Mineral kingdom), স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই তিনজাতীয় কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকারের তত্ত্বানুসন্ধানই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।† স্থূল ইন্দ্রিয়, প্রাগুক্ত তিনজাতীয় পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ দেখিতে পায় না, সুতরাং ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানপ্রসূত জড়বিজ্ঞান এতদ্ব্যতীত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথবা যদি স্বীকার করে, অজ্ঞেয় বলিয়া, তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না। যাঁহারা মুক্তির প্রার্থী নহেন, এই জগৎই যাঁহাদের জীবনের কেন্দ্রস্থান, তাঁহাদের সূক্ষ্ম-পদার্থতত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, অনির্দ্দেশ্য—অজ্ঞেয় (The Unknowable) ও নির্দ্দেশ্য—জ্ঞেয় (The knowable) তৎকৃত First Principle গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রিলিজন্ ও বিজ্ঞান (Religion and Science); রিলিজন্-সম্বন্ধীয় চরম উপলব্ধি (Ultimate Religious ideas); বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় চরম উপলব্ধি (Ulti-

* "त्रिविधो विद्याधिकारी, उत्तमो मध्यमोऽधमश्च । सर्व्वस्मात् संसाराद्विरक्त एकाग्रचित्तः सद्योमुक्तिकाम उत्तमः । तं प्रत्यात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीदित्यादिना ब्रह्मविद्योक्ता । हिरण्य-गर्भप्राप्तिद्वारा क्रममुक्तिकामो मध्यमः । तं प्रत्युक्थमुक्थमित्यादिना प्राणविद्योपासितव्या । यस्तु त्रिविधां मुक्तिमकामयमानः प्रजापश्वादिनामकामोऽधमः । तं प्रति संहितोपासनं तृतीयारण्यकेऽभिधीयते ।"—

ऐतरेयारण्यकभाष्य ।

† All substances so far as we have an opportunity of examining them, belong to one or other of the three kingdoms of nature distinguished by the names of the *mineral, vegetable* and *animal* kingdoms."—

Chemistry of organic bodies—Vegetables, by T. Thomson. M. D.

mate Scientific ideas); সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির অন্যোন্যাপেক্ষত্ব (The relativity of all knowledge); সমাধান বা সম্মেলন (The reconciliation), ইহারা অজ্ঞেয় —অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত স্পেন্সার যে সকল বিষয়কে নির্দ্দেশ্য-বা-জ্ঞেয় (Knowable) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, তাহারা ভূত ও ভৌতিক পদার্থজাতের জড়বিজ্ঞাননির্দ্দেশ্য ভিন্ন-ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন রূপ। জ্ঞেয়-ও-অজ্ঞেয় বা নির্দ্দেশ্য-ও-অনির্দ্দেশ্য, শাস্ত্রও পদার্থসমূহকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, যাহারা, স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গোচর, ব্যাকৃতবস্তু, তাহা 'জ্ঞেয়'—তাহারা নির্দ্দেশ্য, এবং যিনি সর্ব্বকার্য্য-ধর্ম্মাতীত, যাঁহাকে কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করা যায় না, যিনি পরম-কারণ, যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অজ্ঞেয়। * প্রশ্ন হইবে, যিনি অজ্ঞেয়, তাঁহাকে জানিবার জন্য চেষ্টা করা হয় কেন? শ্রুতি তাহা হইলে 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন কেন?

জানা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, আত্মাকে সেভাবে জানা যায় না। 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्?' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ), যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে? যিনি চৈতন্য-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বাবভাসক, যাঁহার প্রকাশে নিখিল পদার্থ প্রকাশিত হয়, তিনি আবার অন্যের প্রকাশ্য হইবেন কিরূপে? কোন বিষয়কে বুদ্ধিদ্বারা খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন করার নাম জানা, আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সুতরাং, তিনি পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির বিষয়ীভূত বা খণ্ডিত হইতে পারেন না। যাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, তাহা আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা আত্মার মায়া-পরিচ্ছিন্ন ভাব। তবে আত্মদর্শন কিরূপে হয়?

"यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥
यदा सर्व्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मर्त्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥"—

কঠোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক।

---

* "स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यते नहि शीर्य्यतेऽशीर्य्यो, नहि सज्यते असितो न व्यथते न रिष्यति ।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন,—

"नहि ग्रहणीयं आत्मतत्त्वं यत्तु तद्ग्रहणीयमपरिमितन्तु तद्विपरीतमात्मतत्त्वम् ।"—

অর্থাৎ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্যবিষয়হইতে বিনিবৃত্ত বা প্রত্যাহৃত হইয়া যখন মনের সহিত অবস্থান করে, অধ্যবসায়লক্ষণাবুদ্ধিও যখন স্বব্যাপারশূন্যা হয়, তখন তাদৃশী অবস্থাকে পরমাগতি বলা হইয়া থাকে। যে কালে হৃদয়াশ্রিত নিখিলকামনা প্রলীন হয়, আত্মাই একমাত্র কমনীয় পদার্থ, তিনিই ঈপ্সিততম, এই জ্ঞান-সূর্য্যের প্রখর করে ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার বিষয়-কামনা যখন সমূলে নির্মূল হয়, মরণধর্ম্মী মানব তৎকালে অমরত্ব লাভ করে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম 'আত্মদর্শন'।

"ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"—

কঠোপনিষৎ।

সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মা সর্ব্বত্র অগোচরভাবে বিদ্যমান আছেন, প্রত্যগাত্মার রূপ দর্শনবিষয়ক নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা কেহ প্রকৃত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ। চিত্তবৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইলে, কামনা-মেঘ বৈরাগ্য-প্রভঞ্জনদ্বারা একেবারে বিদ্রাবিত হইলে, বিমল-হৃদয়-গগনে আত্মা স্বয়ং প্রকটিত হয়েন।

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥"—

কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ, বাহ্য-ও-অন্তঃকরণ এই দ্বিবিধ করণ-বা-ইন্দ্রিয়ের স্থির—অচল ধারণার নাম 'যোগ'। কথা হইল, যোগ-ব্যতিরেকে আত্মদর্শন হয় না, যোগ-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যের পরম কারণকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যোগ-ব্যতিরেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হয় না, এবং বুঝিলাম,—

"স যো হ বৈ তত্ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—

মুণ্ডকোপনিষৎ।

কোন পদার্থকে জানিতে হইলে, তন্ময় হইতে হয়, তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয় (To *know* in reality means *to be*), * অতএব যিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন,

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত Henry Drummond বলিয়াছেন,—

"Uninterrupted correspondence with a perfect Environment is Eternal Life according to Science. * * * Life Eternal is to know God. To know God is to

যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় হইয়াছেন, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, তিনিই 'ব্রহ্মবিদ্,' তিনিই প্রকৃততত্ত্বদর্শী। আত্মার স্বরূপাবস্থানই আত্মদর্শন (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। পাং দং)।

'যোগ-ব্যতিরেকে আত্মদর্শন হয় না,' 'যোগ-ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না,' 'যোগই তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র সাধন,' যোগতত্ত্বানভিজ্ঞ বিষয়াসক্ত পাশ্চাত্য-বা-পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের সমীপে একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। ধারণা-ধ্যান-সমাধিদ্বারা (Contemplation) বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সূক্ষ্ম-পদার্থদর্শনশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কেন? কোন্ উপায়ে বস্তুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়? বিজ্ঞান (Science) কিরূপে বস্তুতত্ত্ব বিচার করেন? পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন,—প্রাকৃতিক পরিণাম সকলের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয়, এবং নির্ণীত-কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধকে গাণিতিক প্রমাণে প্রমাপিত করা, অর্থাৎ, কোন একটী কার্য্য কোন্ কোন্ উপাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ও যে যে উপাদান-কারণ-সমবায়ে উহা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ, তন্নির্দ্ধারণ, বিজ্ঞানের কার্য্য। শাস্ত্রের উপদেশ, কার্য্য-বা-বিকার পদার্থমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব কোন একটী কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধানই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সকল কার্য্যই এক মূল কারণ হইতে সম্ভূত হইয়াছে। যে মূল কারণ হইতে সকল কার্য্য প্রসূত হইয়াছে, শাস্ত্রে তিনি 'ব্রহ্ম,' 'আত্মা,' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই 'ব্রহ্ম' বা আত্মাই দ্রষ্টব্য, ব্রহ্ম বা আত্মার দর্শন হইলেই দর্শন-পিপাসা

'correspond' with God. To correspond with God is to correspond with Perfect Environment. And the organism which attains to this in the nature of things must live for ever. Here is 'eternal existence and eternal knowledge."—

Natural Law in the Spiritual World, P. 215.

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

এই শ্রুতিবচন স্মরণ করিবেন।

"অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, ভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, ভগবদ্ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে হয়। বিষ্ণু না হইয়া—বিশ্বজনীনপ্রেমদ্বারা সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্টি না হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, বিষ্ণুপূজা সার্থক হয় না। বিষ্ণু হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, উপাসক মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হয়েন।

বা দিদৃক্ষা একেবারে উপশমিত হইয়া যায়, জ্ঞান-পিপাসা বা জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। যদ্দ্বারা আত্মদর্শন-কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম 'দর্শন'।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান যেরূপে করিতে হয়।

"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व्वं विदितम्।"—

বৃহদারণ্যক।

অর্থাৎ, 'আত্মাই' দ্রষ্টব্য—আত্মাই সর্ব্বপ্রকার দিদৃক্ষার কেন্দ্রস্থান। আত্মদর্শন কিরূপে হইবে? আত্মদর্শনার্থীর কর্ত্তব্য কি? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আত্ম-দিদৃক্ষা চরিতার্থ হয়?

উত্তর। আচার্য্য-ও-শাস্ত্র হইতে পূর্ব্বে আত্মোপদেশ শ্রবণ, তদনন্তর মনন,—তর্ক দ্বারা শ্রুতবিষয়ের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে নিদিধ্যাসন—ধ্যান, আত্মদর্শনের এই তিনটী সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, আত্মদর্শনার্থীর এই ত্রিবিধ সাধনেরই আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। আচার্য্য-ও-আগম-হইতে শ্রুতবিষয়, যখন মনন-ও-ধ্যান-দ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফল যখন 'এক' হইবে, তখন'ই একত্ববিষয় 'ব্রহ্মদর্শন' সিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মদর্শনের এতদ্ব্যতীত অন্য সাধন নাই। *

জ্ঞানোৎপত্তি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment)-দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিবার ইহাই একমাত্র পদ্ধতি। উপদেশটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, 'দর্শন' ও 'পরীক্ষা' (Observation and Experiment) এই শব্দদ্বয়ের তত্ত্বচিন্তা আবশ্যক। অতএব দেখা যাউক, দর্শন (Observation) ও পরীক্ষার (Experiment) অর্থ ও পরস্পর পার্থক্য কি?

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জেবন্স্ (Jovons) বলিয়াছেন, আমাদের চতুষ্পার্শ্বে নৈসর্গিক নিয়মে

---

* "श्रवणमनननिदिध्यासनसाधनैर्निर्वर्तितैः यदैकत्वमेतान्युपगतानि तदा सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसीदति नान्यथा।"—

शङ्करभाष्य।

যে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হয়, যখন আমরা তৎসমুদায়, কেবল মনোযোগপূর্ব্বক ঈক্ষণ ও স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের তাদৃশী চেষ্টা 'দর্শন' নামে, এবং যখন আমরা আমাদের পেশীয় বলের ব্যবধানদ্বারা প্রাকৃতিক প্রবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত, এই-প্রকারে কৃত্রিম সংঘাত উৎপাদন ও অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত করিতে পারি, তখন আমাদের তাদৃশকার্য্য 'পরীক্ষা' শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। * বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্শেল্ বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা সর্ব্বথা পৃথক্ সামগ্রী নহে। উভয়ই ঐন্দ্রিয়িক কার্য্য, উভয় কার্য্যই ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? শুদ্ধদর্শন, নিশ্চেষ্ট—নিষ্ক্রিয়—অপ্রবর্ত্তক (Passive observation), শুদ্ধদর্শনে আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্রূপে কল্পিত হয় না, পরীক্ষা (Active observation)-দ্বারা আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম বিবেচিত হইয়া থাকে। দর্শন (Observation) + ভাব, অবস্থা-বা-ধর্ম্মপরিবর্ত্তন = পরীক্ষা (Experiment) †। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন,—অধিকদেশবৃত্তি-বা-অত্যন্তবিস্তৃতদর্শনই পরীক্ষা। ‡ পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি, ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, পদার্থমাত্রের অভিধান বা উদ্দেশ, উদ্দিষ্ট পদার্থের অতত্ত্ব-ব্যবচ্ছেদক-

* "It is usual to say that the two sources of experience are Observation and Experiment. When we merely note and record the phenomena which occur around us in the ordinary course of nature we are said to observe. When we change the course of nature by the intervention of our muscular powers, and thus produce unusual combinations and conditions of phenomenon, we are said to experiment."—

Principles of Science.

† We might properly call these two modes of experience passive and active observation. In both cases we must certainly employ our senses to observe, and an experiment differs from a mere observation in the fact that we more or less influence the Character of the events which we observe. Experiment is thus observation plus alteration of conditions."—

Preliminary Discourse on the study of Natural Philosophy, P. 77.

‡ The first and most obvious distinction between Observation and Experiment is, that the latter is an immense extension of the former."—

Mill's Logic, Vol. I.

পরীক্ষা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, জেবন্স্, হার্শেল্, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, অব্সার্ভেশন্ ও এক্স্পেরিমেন্টের পার্থক্যনির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা তদপেক্ষায় অধিক নহে।

ধর্ম্ম-বা-লক্ষণ-নির্দ্দেশ এবং লক্ষিত পদার্থের লক্ষণ ঠিক উপপন্ন হইয়াছে কি না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-দ্বারা তদবধারণ বা পরীক্ষা (Experiment), ন্যায়শাস্ত্রের এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ জ্ঞানোৎপত্তির যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হইবে, প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশের সহিত তাহার বাস্তব পার্থক্য নাই, স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ-ব্যতীত অন্য প্রভেদ নাই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের, পূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জাগতিক ভোগসাধন বস্তুজাতই প্রতিপাদ্যবিষয়, স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় জড়বিজ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল সাধন অত্যাবশ্যক, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের তদুপরি দৃষ্টি না থাকিবারই কথা। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানও বস্তুতঃ জড়-যোগসাধন হইতেই প্রসূত হইয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও জড়ে চিত্তসংযমের—জড়ে ধারণা-ধ্যান-সমাধির ফল।

* "त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति। तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः, तत्रोद्दिष्टस्यातत्त्वव्यवच्छेदको धर्म्मो लक्षणम्, लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा।"—

वात्स्यायनभाष्य ॥

চিন্তিতের প্রতিচিন্তন।

কোন রথ্যা বা প্রশস্তগ্রামমধ্যমার্গে যখন আমরা ভ্রমণ করি, তখন বহুবিধ বস্তু নানারূপ ব্যক্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, পণ্যবীথিকাতে যখন প্রবেশ করি, তখন মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ, কত সামগ্রীই আমাদিগকে আকর্ষণ করে, প্রকৃতিদেবী স্বীয় ক্ষণভঙ্গুরত্বের, স্বীয় চঞ্চল জীবনের পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, অথবা মোহিত করিবার জন্যই হউক, প্রতিমুহূর্ত্তেই নব-নব-সজ্জায় সজ্জীভূতা হইতেছেন, কিন্তু, নয়ন-পথি-পতিত সকল বস্তু বা ব্যক্তিকেই আমরা আদর-পূর্ব্বক দেখি না, পণ্যবীথিকাস্থিত সকল সামগ্রীই, যথাশক্তি চেষ্টা করিলেও, আমা-দিগকে সমভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতির সকল সজ্জাই আমরা সাদরে নিরীক্ষণ করি না। যিনি যাঁহার পরিচিত, যাঁহার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নিরূপিত হই-য়াছে, যাঁহাকে যিনি ঈপ্সিততমরূপে স্থির করিয়াছেন, যাহা যাহার মনোজ্ঞ, তাঁহাকেই তিনি যত্নপূর্ব্বক সন্দর্শন করেন, তাঁহারই তত্ত্ব জানিবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার আকর্ষণে তিনি আকৃষ্ট হয়েন।

সম্বন্ধ নির্ণীত না হইলে, প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ কাহাকে দেখে না, কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না, কাহাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না। শাস্ত্র তা'ই বলি-য়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), যে কোন শাস্ত্র বা যে কোন কর্ম্ম হউক, যাবৎ তাহার প্রয়োজন উক্ত না হয়, তাবৎ তৎশাস্ত্র কেহ গ্রহণ করেন না, তাবৎ তৎকর্ম্মে কেহ প্রবৃত্ত হয়েন না। সিদ্ধার্থ-ও-সিদ্ধসম্বন্ধকে শ্রবণ করিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রয়োজন-বিশিষ্ট পদার্থই কর্ম্মভূমি সংসারে আগমন করে,সকল প্রাণীই,নিখিল কর্ম্মই, সকল বিদ্যাই, প্রয়োজন-বিশিষ্ট। সংসার সম্বন্ধাত্মক, সম্বন্ধজ্ঞানই সাংসারিক-জ্ঞান। সম্বন্ধবোধ না থাকিলে, পিতা স্বীয় পুত্রকে স্নেহ করিতেন না, মাতা স্বসুখ-নিরভিলাষ হইয়া তনয়ের সুখ-সংবর্দ্ধনার্থ সদা সচেষ্ট হইতেন না, সহোদর সহোদরকে সহোদর বলিয়া বুঝিতেন না, স্ত্রী স্বামীকে স্বামী বলিয়া পূজা করিতেন না, ভক্ত ভগ-বান্‌কে পাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেন না। কি চেতন, কি অচেতন, সম্বন্ধবোধই সকল পদার্থকে পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য প্রেরণ করে। চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে, গন্ধক যে পারদের সহিত সংযুক্ত হয়, সম্বন্ধ-বোধই তাহার একমাত্র কারণ। জগতে নানা গ্রন্থ আছে, বিদ্যার বিবিধ ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই সকল গ্রন্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠ করেন না, সকল বিদ্যাই সকলের সমপ্রীতিপ্রদা হয় না। বক্তার সহিত শ্রোতার বা উপদেষ্টার সহিত উপদেশ্যের যথানিয়মে বক্তৃ-শ্রোতৃ-বা-উপদেষ্টৃ-উপদেশ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে বক্তা বা উপদেষ্টার মূল্যবান্ উপদেশও অরণ্যরুদিতের

ন্যায় নিষ্ফল হয়, শ্রোতা বা উপদেষ্টের কোনরূপ উপকার সাধনে করিতে পারগ হয় না। 'গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রণীয়মান গ্রন্থের প্রয়োজন এবং ইহার সাভিধেয়কসম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য,' শাস্ত্রকর্ত্তারা যে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। বক্তা যে উদ্দেশ্যে যে কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলে, বক্তৃ-বচনসমূহের পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে, বক্তার বাক্যসমূহ শ্রোতার কর্ণে অস্ফুটধ্বনি-বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা এপর্য্যন্ত ক্রমশঃ যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তাহাদের পরস্পরসম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে, উহারা অসম্বদ্ধপ্রলাপরূপে পরি-গণিত হইবে। অতএব আমরা যে উদ্দেশ্যে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, সেই সেই অবতারিত বিষয়সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার একটু আভাস দিয়া, পশ্চাৎ বক্তব্যবিষয়ের অনুসরণ করিব।

ধর্ম্ম ও রিলিজন চিত্রাঙ্কনে, ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় যে অগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম্ম ও রিলিজনের প্রয়োজনাভিধেয়-সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমে 'প্রয়োজন' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝি-বার চেষ্টা করিতেছি। 'প্রয়োজন' কাহাকে বলে, শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়াছি, যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, যৎকর্তৃক প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 'প্রয়োজন'। সংসার বা জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র ; এস্থানে কোন ব্যক্তি বা বস্তু ক্ষণকালও কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না ('নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।'—গীতা ৩৫)। বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, সংসারের সকল ব্যক্তি বা বস্তুই কর্ম্মশীল, অতএব বলা বাহুল্য, নিখিল জাগতিক পদার্থই প্রয়ো-জনবিশিষ্ট—সকলেই প্রয়োজনব্যাপ্ত। যদুদ্দেশ্যে বা যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কিংস্বরূপ, প্রয়োজন-লক্ষণ বিদিত হইবার পর এ প্রশ্ন স্বত'ই মনে উদিত হইয়া থাকে। যদুদ্দেশ্যে বা যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, শাস্ত্র ও যুক্তির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, তাহা 'সুখপ্রাপ্তি' ও 'দুঃখ-হানি'। প্রয়োজন মুখ্য-ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। বেদান্তপরিভাষাতে উক্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটী মুখ্যপ্রয়োজন এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন গৌণ-প্রয়োজন। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বলিয়াছেন, যে প্রয়োজন অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়ক নহে, যে প্রয়োজনের প্রয়োজনান্তর নাই, যাহা স্বমাত্র-বিষয়ক-জ্ঞানজন্য ইচ্ছা-বিষয়, তাহা 'মুখ্যপ্রয়োজন,' অপিচ যাহা অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষয়, তাহা 'গৌণপ্রয়োজন'। 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থহইতেই মুখ্য-প্রয়োজন ও গৌণ-প্রয়োজনের স্বরূপ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। 'মুখ'-শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া

('ছায়াদিভ্যো যৎ'—পা. ৫।৩।১০৩) 'মুখ্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'মুখমিব মুখ্যঃ'। অর্থাৎ, মুখের ন্যায়—মুখবৎ='মুখ্য'। 'মুখ' শব্দ, উপায়, প্রারম্ভ, শ্রেষ্ঠ, নিঃসরণ ও আস্য এই সকল অর্থের বাচক। * 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'—পুরুষসূক্ত। শ্রুতি 'মুখ' শব্দটী এস্থলে প্রধানাঙ্গ বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন।

'মুখ্য প্রয়োজন,' মুখ্যশব্দ এস্থানে প্রধান-বা-শ্রেষ্ঠার্থবাচী। 'গুণ' শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া ('তত আগতঃ'—পা. ৪।৩।৭৪) 'গৌণ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। গুণ হইতে যাহা আগত, গুণকে অধিকার করিয়া যাহা প্রবৃত্ত, যাহা গুণপরিণাম, তাহা 'গৌণ'—অপ্রধান (Opp. মুখ্য বা প্রধান, Subordinate, secondary, unessential)।

পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ বিজ্ঞান (Science) ও দর্শনের (Philosophy) লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিজ্ঞান অংশতঃ সমন্বিতজ্ঞান (Science is partially unified knowledge) এবং দর্শন সম্পূর্ণতঃ সমন্বিতজ্ঞান (Philosophy is completely unified knowledge), অর্থাৎ, বিজ্ঞান অপরসমন্বিত এবং দর্শন পরসমন্বিত জ্ঞান। কর্ত্তা, আমি ইহা এইরূপ করিব, মনে মনে প্রথমে এবম্প্রকার চিন্তা বা মনন করেন, চিকীর্ষিতবস্তুর রূপ কল্পনার তুলিকাদ্বারা মানসপটে অগ্রে অঙ্কিত করেন, তদনন্তর স্থূলরূপে তাহা প্রকটিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মমাত্রেই এইরূপে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রকরগণ, কোন চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, চিত্রখানি যেভাবে চিত্রিত করিবেন, অগ্রে মনে মনে তাহা ভাবিয়া স্থির করেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত উপকরণদ্বারা মানসপটচিত্রিত চিত্র বহির্দ্দেশে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ ফিলজফীর চিত্র যেরূপে চিত্রিত হইলে ইহার প্রকৃতরূপ প্রকটিত হইতে পারে, মনে মনে তাহা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত সে মনঃকল্পিত চিত্র বহির্দ্দেশে স্ফুটিত হয় নাই। একজন চিত্রকর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে কল্পনা-তূলিকাদ্বারা সুন্দর-সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন, কিন্তু বহির্দ্দেশে অবিকলভাবে তাহাদিগকে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হয়েন না। মানসপটাঙ্কিত-চিত্রকে বহির্দ্দেশে প্রতিফলিত করিবার উপযুক্ত উপকরণ ও শক্তি না থাকিলে কিরূপে তাহা করিতে পারা যাইবে? ফিলজফীর যে চিত্র চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ কল্পনা-তুলিকাদ্বারা চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছেন, বহির্দ্দেশে তচ্চিত্র প্রতিফলিত বা তাদৃশ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত উপকরণ বেদোপদিষ্ট যোগসাধন। কার্য্যের পরমকারণকে দেখিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়,

---

* "মুখমুপায়ে প্রারম্ভে শ্রেষ্ঠে নিঃসরণোহস্যয়োঃ।"—

হৈম।

বহির্মুখ কখন অন্তরের যথাযথ সংবাদ দিতে পারেন না। এস্থলে একথাও বলিয়া রাখিতেছি যে, সম্পূর্ণতঃ সমন্বিত-জ্ঞান বলিতে উক্ত পণ্ডিত যাহাকে উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রুত্যুপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের সমান পদার্থ নহে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। কল্পনাদ্বারা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-প্রমিত জ্ঞান অতিশয়িত, অধিকীকৃত বা স্ফারীভূত (Magnified) হয়, কল্পনা বৃংহণযন্ত্র (Magnifier)। স্থূল ইন্দ্রিয়ই যাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র করণ, ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানই যাঁহাদের জ্ঞানের সীমা, কল্পনাদ্বারা তাঁহারা বেদোপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিবেন কেন? ব্রহ্মই বৃংহণযন্ত্র, যাঁহারা ব্রহ্মকেই অসৎ বা অজ্ঞেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কল্পনাকে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ অসার পদার্থ মনে করেন, কিন্তু কল্পনা বস্তুতঃ অসার পদার্থ নহে। আমরা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, অব্যপদেশ্য-বা-কারণাত্মাতে অবস্থিত শক্তিই 'কল্পনা'। যাঁহার যেরূপ মানসশক্তি, তাঁহার কল্পনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ ভিন্ন যাঁহারা কোন পদার্থের সূক্ষ্মরূপ দেখেন নাই, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি ব্রহ্মোপদিষ্ট সম্পূর্ণজ্ঞানের ছবি অঙ্কিত করিতে পারিবে, ইহা কি সম্ভব? শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति।"—

মহাভাষ্যধৃত শ্রুতি।

অর্থাৎ, সম্যগ্‌জ্ঞাত, শাস্ত্রান্বিত ও সুপ্রযুক্ত একটীমাত্র শব্দ, কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে পর্য্যাপ্ত, শব্দমাত্রেই ব্রহ্মবাচী। কোন এক শব্দের অর্থ-চিন্তা করিতে করিতে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমশঃ অন্তরে প্রবেশ করিলে, অবশেষে প্রাণারাম, আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এই শ্রুত্যুপদেশের মূল্য কত, তাহা কি আমরা চিন্তা করি? না, যথাযথভাবে ইহার মূল্যাবধারণের শক্তি আমাদের আর আছে? একটী বেদমন্ত্রের মানবের ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন করিবার শক্তি আছে, একটী বেদমন্ত্রের অর্থ সম্যগ্‌জ্ঞাত হইলে, জ্ঞানপিপাসা একেবারে প্রশমিত হইয়া যায়, কিং কিং রব একবারে বিনিবৃত্ত হয়। 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-চিন্তা করিতে যাইয়া, চিত্তে যে ভাবের স্ফুরণ হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এস্থানে প্রতিফলিত হইল। 'মুখ্য'-ও-'গৌণ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-চিন্তা করিতে যাইয়া যেনিমিত্ত 'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति' এই শ্রুতিবচন স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে, যেজন্য একটী বেদমন্ত্র, তত্ত্বজিজ্ঞাসুমানবের সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে, সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনপূর্ব্বক অভাববিশিষ্ট মানবকে কৃতকৃত্য করিতে সমর্থ, এইভাবের উন্মেষ হইয়াছে,

যে কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার-কৃত বিজ্ঞান (Science) ও ফিলজফীর লক্ষণ স্মৃতিমার্গে উদিত হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি।

সংসার কর্ম্মভূমি, কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া এস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্ম করেন না, অতএব যাঁহারা কর্ম্ম করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সপ্রয়োজন। কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বিদিত হইয়াছি, কর্ত্তা প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা পদার্থ সন্দর্শন করেন; সন্দৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, কর্ত্তার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের অধ্যবসায় হয়, তৎপরে সেই ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ সমীহা বা চেষ্টা হয়—কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তৎপরে, অভীপ্সিত-বা-জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলেই—অভীপ্সা-বা-জিহাসা-প্রণোদিত শক্তি ঈপ্সিত-বা-জিহাসিত পদার্থ গ্রহণ-বা-ত্যাগ করিতে পারিলেই—ফলের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইলেই, কর্ম্ম শেষ হয়। কর্ম্মমাত্রেরই উপক্রম বা আদ্য অবস্থা আছে, এবং সকল কর্ম্মই সান্ত বা নিবৃত্তিশীল। * যাহাকে পাইলে কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, কর্ম্মশীলের গতি স্থির হয়, তাহাই কর্ম্মশীলের ঈপ্সিততম। যাহাকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বুঝিয়াছি, তাহা 'প্রয়োজন।' অতএব বলিতে পারি, যাহা যাঁহার ঈপ্সিত, তাহাই তাঁহার 'প্রয়োজন'। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, ঈপ্সিতের সমাগম হইলে, কর্ম্মের অবসান বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, গতি স্থগিত হইয়াছে, কর্ম্ম বিনিবৃত্ত হইয়াছে, জগতে কেহ কি এরূপ পদার্থ—এরূপ

* সংসার যে কর্ম্মভূমি, জগৎ যে গতি বা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, তাহা বুঝাইবার পরে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"And now towards what do these changes tend? Will they go on forever? or will there be an end to them? Can things increase in heterogeneity through all future time? Or must there be a degree which the differentiation and integration of Matter and Motion cannot pass? Is it possible for this universal metamorphosis to proceed in the same general course indefinitely? Or does it work towards some ultimate state, admitting no further modification of like kind? The last of these alternative conclusions is that to which we are inevitably driven."—

First Principles, P. 483.

অর্থাৎ, পরিবর্ত্তনের সীমা আছে, কোন পদার্থই অবশভাবে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পরিণাম-সাগরে ভাসিয়া যাইবে না, পরিণাম-সাগরের কূল আছে। আবার বলি, যে উপায় অবলম্বন করিলে সে কূল সুগম হয়, পণ্ডিতপ্রবর! তাহার সন্ধান তুমি বলিয়া দিতে পার নাই। যোগই সেই উপায়।

ব্যক্তি বা বস্তু নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছেন? কৃতকৃত্য পুরুষের ছবি কি কোন ভাগ্যবানের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে? একটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে না হইতে প্রয়োজনান্তরের মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, একটী কর্ম্ম শেষ করিতে না করিতেই কর্ম্মান্তরের আহ্বান শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব সংসারে থাকিয়া, সাংসারিকভাবকলুষিত চিত্ত লইয়া, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহই কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, কাহারই কর্ম্মশূন্য হইবার শক্তি নাই। সংসার সিদ্ধপ্রয়োজনের পবিত্র-মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, সে মূর্ত্তি এ রাজ্যে বিরাজ করে না। যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, কৃতকৃত্য হইলাম, এরূপ বিশ্বাস হয় না, যাহা প্রার্থনা করিতাম, তাহা পাইয়াছি, মনে এরূপ প্রত্যয় স্থায়ী হয় না, শান্তকল্লোল সমুদ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ, যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, গতি স্থগিত হয় না, পরিণাম নিরুদ্ধ হয় না, শাশ্বতশান্তি উপভোগ করিতে পারা যায় না, নিশ্চয়ই তাহা মুখ্য প্রয়োজন নহে, তাহা গৌণ প্রয়োজন। কেন ইহার নাম গৌণ প্রয়োজন? এ প্রয়োজন গুণ হইতে আগত, এ প্রয়োজন গুণপরিণামজ, তা'ই ইহার নাম 'গৌণ'। সংসার ত্রিগুণময়,—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিকার—এই গুণত্রয়ের পরিণাম। অতএব সংসার 'গৌণ'। সংসার বা জগৎ যে প্রয়োজনের উৎপত্তি-ও-নিবৃত্তি-স্থান, যে প্রয়োজন সংসার-সীমাতিক্রান্ত নহে, তাহার 'গৌণ' নাম হওয়াই উচিত। 'মুখ্য' প্রয়োজন কি? এবং 'মুখ্য' শব্দটীর, অত্রত্য প্রয়োজনেরই বা সার্থকত্ব কি?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখাভাব 'মুখ্য-প্রয়োজন' এবং সুখসাধন বা দুঃখাভাবসাধন 'গৌণ-প্রয়োজন'। সুখ সাতিশয়-ও-নিরতিশয়-ভেদে দ্বিবিধ। যে সুখের অতিশয় আছে, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা 'সাতিশয়,' যাহার অতিশয় নাই—যাহা অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা, তাহা 'নিরতিশয়'। বিষয়ানুষঙ্গ-জনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-তারতম্যকৃত আনন্দলেশাবির্ভাববিশেষের নাম 'সাতিশয় সুখ,' অপিচ, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই 'নিরতিশয় সুখ'।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"—

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতসমূহের উৎপত্তি হয়, স্থিতিকালে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতসমূহ, যৎকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে—যিনি নিখিল ভূতের প্রাণ, লয়কালে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতসমূহ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, বিশ্ব জগতের যিনি

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, তিনি 'ব্রহ্ম'। * অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিততম, ইহাঁকে পাইবার জন্যই জীবজগৎ সদা চঞ্চল, ইহাঁকে পাইলেই কর্ম্ম শেষ হয়, পরিণাম অবরুদ্ধ হয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, জীব কৃতকৃত্য হয়। অতএব অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই মুখ্য-প্রয়োজন। 'মুখ'-শব্দটার উপায়, প্রারম্ভ, শ্রেষ্ঠ, নিঃসরণ, (যদ্দ্বারা-বা-যাহা-হইতে কোন কিছু নিঃসৃত হয়) ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। মুখের ন্যায়=মুখ্য। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই যখন নিখিল গতির চরম লক্ষ্য—নিবৃত্তিস্থল, তখন ব্রহ্মই মুখ্যপ্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ কি ?

কি আস্তিক, কি নাস্তিক, জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক,
সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকেই সকলে পাইতে চাহেন,
ইনিই সকলের ঈপ্সিততম, ইনিই সকলের
মুখ্যপ্রয়োজন।

বিনা প্রয়োজনে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না (প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে), প্রয়োজনই কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। স্বদেশীয়-বিদেশীয় আস্তিক-নাস্তিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, 'সুখ' ও দুঃখাভাবই 'মুখ্য-প্রয়োজন'। শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

"যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, সুখই কৃতির—কর্ম্মের—ইন্দ্রিয়সংযমের—চিত্তৈকাগ্রতার কারণ, সুখকে উদ্দেশ করিয়াই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা আমি অবশ্য সুখলাভ করিতে

---

* "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

জগৎ যে ব্রহ্মহইতে ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, অতীতানাগত-ও-বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের কোন কালেই যে জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত হইয়া অবস্থান করে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন,—জগৎ ব্রহ্মহইতে জাত—ইহা 'তজ্জম্,' লয়কালে জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়,—ইহা 'তল্লম্,' এবং স্থিতিকালে তাঁহাতেই অবস্থান করে, তৎকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তিনিই জগতের প্রাণ, অতএব ইহা 'তদনম্'।

পারিব, এইরূপ বিশ্বাস না হইলে, কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ কোন্ পদার্থ? যদুদ্দেশ্যে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সুখনামক পদার্থের স্বরূপ কি?

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ॥

অর্থাৎ, ভূমা, মহৎ, নিরতিশয়, বহু ইত্যাদি শব্দসমূহ 'সুখের' অপর পর্য্যায়॥ যাহা ভূমা, যাহা মহৎ, যাহা নিরতিশয়, যাহা বহু—অপরিচ্ছিন্ন, তাহা 'সুখ'। অল্পে সুখ নাই, পরিচ্ছিন্নে আনন্দ নাই। অল্প, অধিক তৃষ্ণার হেতু; তৃষ্ণাই—আশাই দুঃখের বীজ। যাহা দুঃখবীজ, তাহা কখন 'সুখ' হইতে পারে না। বৈষয়িক সুখ, পরিণাম-তাপ-ও-সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখজড়িত, বৈষয়িক সুখ 'গৌণ'—পরস্পর-বিরোধি-গুণ-পরিণাম-হেতু, সুতরাং ইহা পরিচ্ছিন্ন—অল্প। পূর্ব্বে এ সকল বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভূমা, অপরিচ্ছিন্ন বা ব্রহ্মই 'সুখ,' এই শ্রুতিবচনের মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বুঝিয়াছি, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই ক্রিয়াশীল। কোন জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, এই শাস্ত্রীয় উপদেশে, 'কোন জাগতিক পদার্থ' ('নহীহ কশ্চিৎ') এই বাক্যদ্বারা কেবল চেতন পদার্থ অভিপ্রেত হয় নাই। 'অচেতন পদার্থের' আবার সুখ-দুঃখ কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইবে। 'অচেতন পদার্থও সুখের জন্য কর্ম্মশীল' সাধারণের সমীপে একথা সুখবোধ্য হইবে না। অতএব আমরা এস্থলে ক্রিয়ামাত্রেই যে সুখোদ্দেশ্যক, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিক! (ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিদ্—Scientificদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি) আপনি জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) এই সাধনদ্বয়ের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক, প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিতে যাইয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 'ব্রহ্মই সুখ,' 'সুখই কৃতির কারণ,' 'চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল জাগতিক পদার্থই সুখের জন্য ক্রিয়াশীল,' এই শাস্ত্রীয় উপদেশ-বচনসমূহের সহিত কি কোন অংশে তাহার সাম্য নাই? এ সকল কথা কি আপনার কর্ণে অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে? সকলেই না হউন, কোন কোন সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, মিথ্যাবৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই এতদুত্তরে বলিবেন, এ সকলকে উন্মত্তের বা মূর্খের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, মিথ্যাবৈজ্ঞানিকগণের সমীপে এই-রূপ প্রশ্নের এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ উত্তর অপেক্ষিত হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানই ত, ইহাত দর্শন নহে, সুতরাং বৃথাজড়বৈজ্ঞানিক, এরূপ প্রশ্নের এতদ্ভিন্ন অন্য কি উত্তর দিতে পারেন? ইহা ত গেল মিথ্যাজড়বৈজ্ঞানিকের উত্তর, এক্ষণে দেখা যাউক, যাহারা কেবল জড়বিজ্ঞানের ভার-বাহক নহেন, যাঁহারা জড়বিজ্ঞানের

তত্ত্বদিদৃক্ষু, জড়বিজ্ঞানের যথারীতি অনুশীলন করিয়া, যাঁহাদের চিত্ত সংশয়-দোলাধিরূঢ় হইয়াছে, উভয়সঙ্কটশায়ী হইয়াছে, তাঁহারা উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-ও-দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা উক্ত প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার পিণ্ডিত-বা-নির্গলিতার্থ (Sum and Substance) নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বিজ্ঞান (SCIENCE) সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) অপ্রতিহতপ্রভাব, বিজ্ঞানেরই এক্ষণে সার্ব্বভৌম-রাজত্ব। বিজ্ঞানের ভয়ে 'রিলিজন্' কম্পান্বিতকলেবর, বিজ্ঞানের ভয়ে 'ফিলজফী' সদা শঙ্কিত, বিজ্ঞানের (Science) নাম শ্রবণ করিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টার কণ্ঠ-রোধ হয়, বিজ্ঞান-শব্দ উচ্চারিত হইলে, ফিলজফারের হস্ত হইতে লেখনী বিচ্যুত হয়। বিজ্ঞানই বস্তুতঃ অধুনা বাঙ্মুখ হইয়াছে। প্রভাববানের নামেরও অদ্ভুতশক্তি। শক্তি-মানের নামগ্রহণদ্বারাও সময়বিশেষে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। খ্যাতনামা, শক্তিমানের সহিত বর্ত্তমান জীবনে যাঁহার সাক্ষাৎকারপর্য্যন্ত হয় নাই, তিনি শুভ্র, কি অশুভ্র, তাহাও যিনি বিদিত নহেন, তিনিও যথাবসর, সম্পূর্ণ পরিচিতের ন্যায় বহুজন-সম্মানিত কোন প্রভাববানের নামগ্রহণপূর্ব্বক অনেকসময়ে অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। অধুনাতন, অপ্রতিহতপ্রভাব, অমিতবীর্য্য, বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের সহিত ইহ-জীবনে যাঁহার দেখা শুনা হয় নাই, তিনিও যথাপ্রয়োজন বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিজ্ঞানের নামগ্রহণ করিতে বিস্মৃত হয়েন না। যথোদাহৃতবিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতা, স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রকে বলিতেছেন, বৎস! 'যজ্ঞোপবীত' পরম পবিত্র পদার্থ, ইহাঁকে কি কটিতে রাখিতে আছে? আর দেখ, ব্রাহ্মণের ছেলে, অন্য কিছু করিতে পার বা নাই পার, 'ত্রিসন্ধ্যা করিও'। বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে, সে হক্‌স্লীর 'Introductory Primer' পড়িতেছে, সে যথোক্ত (So-called) বৈজ্ঞানিক শিক্ষক-দিগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে, সুতরাং সে বিজ্ঞানানভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উপদেশবচন গ্রাহ্য করিবে কেন? বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইতে না হইতে, বালক উত্তর করিল, 'যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র' কে বলিল? সূত্রের আবার পবিত্রতা কি? সূত্রকে কটিদেশে রক্ষা করিলে দোষ কি? আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ইহাকে কটিদেশে রাখিয়া থাকেন। 'যজ্ঞো-পবীত পরম পবিত্র' বৈজ্ঞানিক এ কথা শ্রবণ করিলে, উপহাস করিবেন, অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিবেন। অপিচ বহু বিদ্বজ্জনের মুখে শুনিতে পাই, 'ত্রিসন্ধ্যা' করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর থাকেন, থাকুন, তাঁহার উপাসনা করিবার কোন

আবশ্যকতা দেখা যায় না। ঈশ্বর প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, যে তাঁহার উপাসনা না করিলে তিনি রুষ্ট হইবেন। আর এক কথা, সন্ধ্যা বৈদিক সংস্কৃতভাষায় রচিত। সংস্কৃতভাষা একণে মৃতভাষা—ইহা একণে সাধারণের দুর্বোধ্য হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত যে ততোঽধিক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতেই হয়, তবে বঙ্গভাষায় রচিত স্তোত্রপাঠই কর্ত্তব্য। পিতা একালের শিক্ষিত লোক নহেন, তিনি হীট্ (Heat), লাইট্ (Light), ইলেক্‌ট্রিসিটী (Electricity) ও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের (Magnetism) নাম উচ্চারণ করিতে পারগ নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক-যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষমবান্ নহেন, সুতরাং তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। তা'ই বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানেরই (Science) প্রবল প্রতাপ। বিজ্ঞান ঈশ্বরেরও পাতা, সংহর্ত্তা হইয়াছে। যাহা বিজ্ঞান-সম্মত তাহাই গ্রাহ্য, যাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তাহা অবশ্যত্যাজ্য। যে বিজ্ঞানের ঈদৃশ প্রভাব, সেই বিজ্ঞানের রূপ একবার দূর হইতে দেখিব। 'ব্রহ্মই সুখ' 'সুখই কৃতির কারণ,' চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই সুখের জন্য 'ক্রিয়াশীল,' এই সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ বিজ্ঞানসম্মত কি না, তন্নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকবর্ণিত যথোক্ত বিজ্ঞান-নামধেয় পদার্থের রূপ দর্শন করিতে হইবে।

শাস্ত্রে 'বিজ্ঞান'-শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেদিনীতে জ্ঞান ও কর্ম্ম (বিজ্ঞানং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ) 'বিজ্ঞান' শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমরসিংহ মোক্ষোপ-যোগি-জ্ঞানকে 'জ্ঞান' এবং তদন্যফলিকা, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধিকে (Worldly or profane knowledge, knowledge derived from worldly experience, opposed to 'জ্ঞান' which is knowledge of ব্রহ্ম) 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন। শ্রুতিতে, আত্মৈক্য-জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি 'বিজ্ঞান' শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। * ভগ-

---

* "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥"—

কঠোপনিষৎ।

"সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানম্।"—

ঐতরেয়ারণ্যক।

'ইহা উহা হইতে বিশিষ্ট' এইরূপ বিবেকবুদ্ধিই এস্থলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ।

" 'বিজ্ঞানং' ইদমস্মাদ্বিশিষ্টমিত্যেবমাদি বিবেকঃ।"—

সায়ণভাষ্য।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" "স্বপ্নো ভূত্বা সম্প্রসাদোঽপি অবিনাশী ভবতি অবিজ্ঞাতবিজ্ঞাতৃ-জ্ঞানমিতি।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

বান্ গীতাতে—'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।'—৭।২, এই স্থলে স্বানুভবার্থে বিজ্ঞান-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাণে নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, অব্যয় ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইতে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা;—

"तस्माद्विज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः।
अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञानं तेन मुह्यति॥
विज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययम्।
अज्ञानमितरत् सर्वं विज्ञानमिति तन्मतम्॥"—

কূর্ম্মপুরাণ, উপরিবিভাগ, ২য় অধ্যায়।

সায়ান্স্ (Science) শব্দ ইদানীং বিজ্ঞানশব্দদ্বারা অনূদিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ বিজ্ঞানশব্দের যে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন, ইংরাজী সায়ান্স্ (Science) কথাটী তদর্থেরই বাচক। ভগবান্ গীতাতে যে অর্থে 'বিজ্ঞান'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা পাশ্চাত্য সায়ান্স্ (Science) ও ফিলজফী (Philosophy), এই উভয়কেই 'বিজ্ঞান' বলিতে পারি। কি পাশ্চাত্য দর্শন (Philosophy) কি 'বিজ্ঞান' (Science), এতদুভয়ের কেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক

"विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

'বিজ্ঞান' শব্দ এস্থলে 'শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"आलयविज्ञान-प्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः।"—

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধগণের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধগণ রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পঞ্চবিধ চিত্ত—চৈত্তাত্মক স্কন্ধের (Mind and its modification) উপদেশ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা বিষয় রূপিত হয়, (By which objects are discriminated), তাহা 'রূপ,' 'রূপ'-শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ। সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রামই 'রূপস্কন্ধ' (The sensible world)। 'আলয়-বিজ্ঞান-প্রবাহ' (The stream of subject—recognitions) ও 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-প্রবাহের' (Presentments of activity) নাম 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। আলয়বিজ্ঞান-ও-প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানভেদে 'বিজ্ঞান' দ্বিবিধ। 'ইহা ঘট' ('अयं घटः') ইত্যাদিরূপ বিজ্ঞান 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান' এবং 'আমি জানিতেছি' ('अहं जानामि') ইত্যাকার বিজ্ঞান 'আলয়-বিজ্ঞান'। 'तदेव आत्मा स्यादिति'। এই আলয়-বিজ্ঞানকেই ইঁহারা 'আত্মা' বলিয়া থাকেন। 'বিজ্ঞান' শব্দ, বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধেরা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করুন।

বা পারগ নহে। * পণ্ডিত বেন্ (Bain) বিজ্ঞানের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে), তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তর্কশাস্ত্র (Logic) বিজ্ঞানের আত্মপ্রদেশ এবং মনস্তত্ব (Psychology) অন্তাভূমি। বেন্ (Bain), হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), স্যালী (Sully), ইত্যাদি মনস্তত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে, স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ভৌতিক শাস্ত্র বা ভূততত্ত্বই ইঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শারীরবিধানশাস্ত্রে (Physiology) যাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি উক্ত পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক বিশেষ লাভবান্ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। বলা বাহুল্য, শারীর-বিধান-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইলে উচ্চগণিত (Higher Mathematics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শারীর-স্থান (Anatomy) ও জড়-পদার্থবিদ্যা (Physics) এই শাস্ত্রসমূহে অগ্রে লব্ধপ্রবেশ হওয়া আবশ্যক। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ফিলজফীর স্বীকৃততত্ব (Data) নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তদ্দারাও স্পষ্টীভূত হইয়াছে যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থাই ফিলজফীর পরীক্ষণীয় বিষয়। অতএব বিজ্ঞানশব্দ, পাশ্চাত্য ফিলজফী ও সায়ান্স্ এই উভয়েরই বোধক হইবার যোগ্য।

বিজ্ঞান (Science) কি সাধারণ জ্ঞান হইতে (From ordinary knowledge) বস্তুতঃ বিভিন্ন সামগ্রী? সাধারণ-বা-সামান্য-জ্ঞানের সহিত ইহার কি কোন অংশে

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যাল্ (Tyndall) বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞান' (Science) বস্তুসমূহের মধ্যাবস্থার—অতীত-ও-অনাগতের অন্তরালস্থিত রূপের, অর্থাৎ যাহা অস্মৎসমীপে 'প্রকৃতি' (Nature) নামে পরিচিত, তৎকার্য্যের অনেকাংশ দর্শন করিতে পারে; কিন্তু ইহা প্রকৃতির আদ্যন্তের কোনই সমাচার জানে না। কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু 'সূর্য্য' সৃষ্টি করিয়াছে? ইহার রশ্মিকে ব্যপদিষ্ট সামর্থ্য প্রদান করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি ও উঁহাদিগকে বিবিধ ইতরেতরকার্য্যকারিণী, আশ্চর্য্যাদ্ভুতশক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানে না। এ রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান করপ্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু পারগ হয় নাই; ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য।

"Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product; but science knows nothing of the origin or destiny of nature. Who or what made the sun, and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered.

Fragments of Science, Vol. II. P. 52.

বিজ্ঞানদ্বারা কিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, বিজ্ঞানের অধিকার কতদূর, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালের বচন হইতে, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

সাধ্য নাই ? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার স্বীয় প্রবন্ধসংগ্রহে (Essays) বিজ্ঞানের জাতি-নির্ব্বাচনশীর্ষক প্রস্তাবে (The genesis of Science) এই প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন। পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞান (Scientific knowledge) সাধারণ জ্ঞান হইতে পৃথক্' এই অনিশ্চিত—অমূলক-(Vague)-বিশ্বাস মানব-বুদ্ধিতে চিরপ্ররূঢ় হইয়া আছে। গ্রীকেরা কেবল গণিতকেই (Mathematics) 'প্রকৃতজ্ঞান' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে বাহ্যপ্রভেদ ব্যতীত, বাস্তবিক পার্থক্য নাই। উভয়েই সমশক্তিসমূহের ব্যবহার হইয়া থাকে, উভয়েই উহাদের ক্রিয়াক্রম তত্ত্বতঃ সমান। বিজ্ঞানকে যদি আনুপূর্ব্ব-বা-বিহিতজ্ঞান (Science is organized knowledge) বলা যায়, তাহা হইলেও উহা সাধারণজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌রূপে বিবেচিত হয় না, কারণ জ্ঞানমাত্রেই যে অল্পবিস্তর আনুপূর্ব্ব, তাহা নিশ্চিত। সাধারণ গৃহ-বা-ক্ষেত্রকার্য্যনিষ্পাদনকালেও সম্বন্ধ-বৃত্ত-সমূহের পূর্ব্বভাবনা আবশ্যক হয়, যুক্তি-বা-তর্কসংযোগের প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যদ্গর্ভনিহিত কর্ম্মফলও প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে। যদি বলি, বিজ্ঞানের অগ্রদৃষ্টি (Prevision) বা পূর্ব্বেক্ষণশীলতা আছে, যে দেশে, যে কালে, যে যে কারণসমবায়ে, যে অনুক্রমে যে ঘটনা সংঘটিত হইবে, বিজ্ঞান তাহা পূর্ব্বে বলিয়া দিতে পারে ; তাহাতেও ইহা সাধারণজ্ঞান হইতে সর্ব্বথা ব্যাবর্ত্তিত হয় না। কারণ সাধারণজ্ঞানেরও এইরূপ পূর্ব্বেক্ষণশীলতা (Prevision) আছে। যদি বলি বিজ্ঞান অভ্রান্তপূর্ব্বদর্শী, 'সাধারণজ্ঞান' তাহা নহে, অতএব 'বিজ্ঞান' সাধারণজ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞানের কল্পিত ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব, এতদ্দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ, বিজ্ঞানও সর্ব্বত্র সত্যদর্শী-বা-অপ্রমত্ত নহে, অপিচ কেবল তাহা নহে, কোন কোন বিজ্ঞান-বিভাগ (যথা শারীর-বিধান-শাস্ত্র, Physiology) কোনকালেই যে সত্যনিরূপক হইতে সমর্থ হইবে না, তাহাও সুনিশ্চিত। *

* "There has ever prevailed among men a vague notion that scientific knowledge differs in nature from ordinary knowledge. By the Greeks, with whom Mathematics—literally *things learnt*—was alone considered as knowledge proper, the distinction must have been strongly felt ; and it has ever since maintained itself in the general mind. Though considering the contrast between the achievements of science and those of daily unmethodic thinking, it is not surprising that such a distinction has been assumed ; yet it needs but to arise a little above the common point of view, to see that no such distinction can really exist : or that at best, it is but a superficial distinction. The same faculties are employed in both cases ; and in both cases their mode of operation is fundamentally the same.

অতএব দেখা যাইতেছে, 'বিজ্ঞান' ও 'সাধারণজ্ঞান' এই উভয়ের কল্পিতপার্থক্য, তর্কদ্বারা স্থাপন করা যায় না। তথাপি বিজ্ঞান যে সাধারণজ্ঞান হইতে ভিন্ন, নিশ্চয়ই আমাদের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে ইতরব্যাবর্ত্তক রেখা অঙ্কিত করা যতই দুঃসাধ্য ব্যাপার হউক, ব্যাবহারিকবুদ্ধিতে ইহারা অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কিরূপ সম্বন্ধসূত্রদ্বারা ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধ? * পণ্ডিত স্পেন্সার এতদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থ হইতেছে, সাধারণ-জ্ঞান স্থূল-ও-অদূরদর্শী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—আসন্ন, নিয়ত বা স্থির প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের আকলনশক্তিই—পরিগ্রহ-সামর্থ্যই, সাধারণজ্ঞানের আছে; বিজ্ঞান সূক্ষ্ম-ও-দূরদর্শী। সাধারণ-কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় বিজ্ঞানের আদ্যকার্য্য, বিশিষ্ট-কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় বিজ্ঞানের অন্তকার্য্য (We begin by discovering *a relation:* we end by discovering *the relation*)। কিপ্রকার ঘটনা বা কার্য্য, কিরূপ নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় সংঘটিত হইতে পারে, তন্নিরূপণ প্রাথমিক বিজ্ঞান-নিষ্পত্তি, অনাগত ঘটনাপুঞ্জের পরিমাণ-বা-সংখ্যাত্মক অবধারণ চরম-বিজ্ঞান-সাধন। অর্থাৎ, অপুষ্ট-বিজ্ঞান, সাধারণ-প্রকারক—পূর্ব্বদর্শন (Qualitative prevision), পরিপুষ্ট-বিজ্ঞান (Developed Science), সংখ্যাত্মক-বা-সাংখ্য-ভবিষ্যদ্দর্শন (Quantitative prevision)। †

If we say that science is organized knowledge, we are met by the truth that all knowledge is organized in a greater or less degree—that the commonest actions of the household and the field presuppose facts colligated, inferences drawn, results expected; * * * If, again, we say that science is prevision—is a seeing beforehand—is a knowing in what times, places, combinations, or sequences, specified phenomena will be found; we are yet obliged to confess that the definition includes much that is utterly foreign to science in its ordinary acceptation.

If, once more, we say that science is *exact* prevision, we still fail to establish the supposed difference. * * * We find that much of what we call science is not exact, and that some of it, as physiology, can never become exact."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. by H. Spencer, P. 116-117.

*** "Seeing thus that the assumed distinction between scientific knowledge and common knowledge is not logically justifiable; and yet feeling, as we must, that however impossible it may be to draw a line between them, the two are not practically identical; there arises the question—What is the relationship that exists between them?"—**

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 117-118.

† "On reconsidering them, it will be observed that those portions of ordinary

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ বা বর্গক্রমে বিন্যাস।
(CLASSIFICATION OF SCIENCES.)

বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান এতদুভয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিবার পর, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উক্তপ্রবন্ধে বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-বা-বর্গক্রমে বিন্যাস-সম্বন্ধীয় তর্ক উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হই-য়াই, উক্ত পণ্ডিত যথাক্রমে ওকেন্ (Oken), হিগেল্ (Hegel) ও কোম্‌ত্ (Comte) এই তিনজন প্রাচীন পাশ্চাত্যপণ্ডিতকৃত বিজ্ঞানের বর্গক্রমে বিন্যাসের সমালোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার উক্ত পণ্ডিতত্রয়ের মত যেভাবে খণ্ডিত করি-য়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করা, আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, 'সায়ান্স' (Science) বলিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করেন এবং সায়ান্সের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তদ্বিজ্ঞাপনই আমাদের সাম্প্রতিক-উদ্দেশ্য। পণ্ডিত ওকেন্-ও-হিগেলের মতে প্রকৃতিতত্ত্ব-নিরূপণ ও মহতী সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় চিন্তার প্রতি-চিন্তন এককথা। * গণিত সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান (Mathematics is the universal Science), ভূতাধ্যাত্ম-বিদ্যা(Physio-Philosophy) ও তাহাই, ইহাও সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান। গণিত ও ভূতা-ধ্যাত্মবিদ্যা, ইহারা এক বা পরস্পর সম্বন্ধ। গণিত (Mathematics) বস্তুশূন্য আকার-বিষয়ক বিজ্ঞান (Mathematics is, however, a science of more forms without substance), অতএব ভূতাধ্যাত্মবিদ্যা (Physio-Philosophy), বস্তুপেতগণিত (Phy-sio-Philosophy, is, therefore, mathematics endowed with substance)। পণ্ডিত ওকেন্-ও-হিগেলের মতে, শূন্যই (Zero) গণিতের মূলতত্ত্ব (The funda-

knowledge which are identical in character with scientific knowledge, comprehend only such combinations of phenomena as are directly cognizable by the senses.. * * * We begin by discovering a relation: we end by discovering the relation. Our first achievement is to foretell the *kind* of phenomena which will occur under specific conditions: our last achievement is to foretell not only the kind but the *amount*. Or to reduce the proposition to its most definite form— Undeveloped science is qualitative prevision: developed science is quantitative prevision."—

Essays Scientific, Political and Speculative, *Vol. I. P.* 118-120.

* "Oken seems to hold in common with Hegel, that 'to philosophize on Nature is to re-think the great thought of Creation'."—

Ibid. P. 126.

mental principle of all mathematics is the Zero = 0") । শূন্য স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, অতএব গণিতশাস্ত্র অসদ্ভূমিক। শূন্যতত্ত্বহইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। * অসৎ হইতে সুতরাং সতের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, কারণ গণিতের প্রমেয়, শূন্যাদ্বিসদাত্মক। শূন্যবাদি-বৌদ্ধদিগের মত স্মরণ করিবেন। ওকেন্ শূন্যবাদী, এইনিমিত্ত শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হওয়া যে সম্ভব, এতদ্দ্বারা তিনি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'শূন্য' যে গণিতের মূলতত্ত্ব, তাহা কে বলিল? আমরা যদি বলি (তাহাই আমরা বলিয়া থাকি), সমানতাই (Equality) গণিতের মূলতত্ত্ব, তাহা হইলেই ওকেনের শূন্যহইতে জগৎসৃষ্টিবাদের (Cosmogony) অন্তর্ধান হয়। †

পণ্ডিত হিগেল্ (Hegel) ফিলজফী(Philosophy)-কে, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র (Logic), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Philosophy of Nature), এবং মনোবিজ্ঞান (Philosophy of Mind) এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ‡ পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্,

---

* "Mathematics is the universal science; so also is Physio-Philosophy, although it is only a part, or rather but a condition of the universe; both are one, or mutually congruent."

"Mathematics is, however, a science of mere forms without substance. Physio-Philosophy is, therefore, *mathematics endowed with substance.*"

"The highest mathematical idea or the fundamental principle of all mathematics is the zero = 0."

"Zero is in itself nothing. Mathematics is based upon nothing and, *consequently*, arises out of nothing."

"Out of nothing, *therefore*, it is possible for something to arise, for mathematics, consisting of propositions, is something, in relation to 0."—

Ibid. P. 126-127.

† If now we deny, as we *do* deny, that the highest mathematical idea is the Zero;—if, on the other hand, we assert, as we *do* assert, that the fundamental idea underlying all mathematics, is that of equality; the whole of Oken's cosmogony disappears."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 127.

‡ "He (Hegel) divides philosophy into three parts:—(1) *Logic*, or the science of the idea in itself, the pure idea, (2) The *Philosophy of Nature*, or the science of the idea considered under its other form—of the idea as nature, (3) *The Philosophy of the mind*, or the science of the idea in its return to itself."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 128.

গণিত (Mathematics), নক্ষত্রবিদ্যা বা জ্যোতিষ (Astronomy), ভৌতিক পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), শরীরবিধানবিদ্যা (Physiology), সমাজবিজ্ঞান (Social Physics),বিজ্ঞানের এই ছয়টী প্রধান শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে বিজ্ঞানের ক্রমিক বিন্যাস (Arranging the sciences in a serial order) সম্ভব নহে। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ৎ যখন বলিয়াছেন, বিজ্ঞানসমূহ এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা (Sciences are branches of a single trunk) তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহার বিজ্ঞানের ক্রমিক বিন্যাসের অধিকার নষ্ট করিয়াছেন। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌তের 'সকল বিজ্ঞানই এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা' এতদ্বাক্যদ্বারা, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, একটী সত্যের অর্দ্ধাংশমাত্র প্রব্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানসমূহ কেবল এক স্কন্ধের ভিন্ন-ভিন্ন শাখা নহে, অপিচ, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে। অতএব বিজ্ঞানের ক্রমিক-বিন্যাস হইতে পারে না। * শাস্ত্রপাঠ করিয়া এসম্বন্ধে কি শিক্ষা পাইয়াছি? শাস্ত্রপাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে,—

> "বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ।
> বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সর্ব্বলোকবিধাতা প্রণব-বা-বেদ হইতে অঙ্গোপাঙ্গ-নিবন্ধন, জ্ঞানসংস্কারহেতু নিখিল বিদ্যার বিস্তার হইয়াছে। বেদাখ্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে জ্যোতিষাদি এবং উপাঙ্গ হইতে চিকিৎসাদি বিদ্যাভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। † পুরাণ পাঠে বিদিত

* "From our present point of view, then, it becomes obvious that the conception of a *serial* arrangement of the sciences is a vicious one. It is not simply that the schemes we have examined are untenable; but it is that the sciences cannot be rightly placed in any linear order whatever. * * * There is no 'true *filiation* of the sciences. The whole hypothesis is fundamentally false."—

Ibid. P. 144.

† "एवं च विद्याभेदाः प्रणवात्मतया वेदं नातिक्रामन्ति। तदाहुः सर्व्वा वाचो वेदमनुप्रविष्टा या वेदविप्लुती तत्र किञ्चिदिति। एवं च प्रणवादेव साङ्गोपाङ्गश्रुतिस्मृतिपर्य्यन्ता विद्याभाषा प्रभवन्ति सम्यग्ज्ञानहेतवः पुरुषसंस्कारहेतवश्च तस्य वेदाख्यस्य प्रसिद्धस्य ब्रह्मणोऽङ्गेभ्यो ज्योतिषादयः उपाङ्गेभ्यश्चिकित्सादयो विद्याभेदाः प्रभवन्ति।"—

বাক্যপদীয়টীকা।

হওয়া যায়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, এই ছয়টী বেদের অঙ্গ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা ও ন্যায় ইহারা উপাঙ্গ। শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত-নীতিসারে বলিয়াছেন,—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি ত্রয়ীদং সর্ব্বমুচ্যতে॥"—

অর্থাৎ, শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গ, চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর—তর্কপ্রপঞ্চ, মম্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই সকলই 'ত্রয়ী,' 'ত্রয়ী' শব্দ উক্ত শাস্ত্র-সমুদায়ের বাচক। 'ত্রি' শব্দের উত্তর অবয়বার্থে 'তয়প্' (পা ৫।২।৪২) প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ত্রয়ী' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয় হইয়াছে অবয়ব যাহার—যে সংহতির তাহা 'ত্রয়ী'। 'বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী' (অমরকোষ)। অর্থাৎ, বেদত্রয়-সংঘাতের নাম 'ত্রয়ী'। বেদ হইতেই যখন সকল শাস্ত্র বহির্গত হইয়াছে, তখন সকল শাস্ত্রই যে ত্রয়ী-পদ-বাচ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? (একথার প্রকৃত ভাবার্থ অতি সূক্ষ্ম। 'বেদ' কোন্ পদার্থ বুঝিবার সময়, ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইবে।) সকল শাস্ত্রই যে বেদ হইতে প্রসূত হইয়াছে, সকল শাস্ত্রই যে বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শাস্ত্র-বিকাশের ক্রম-নিয়ম আছে কি না? প্রশ্নটীর সমাধানার্থ আমরা একবার ভগবান্ ধন্বন্তরির চরণ ধ্যান করিব, গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, ভগবান্ ধন্বন্তরি এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিব। গর্ভের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, শিরঃ দেহেন্দ্রিয়ের মূল, অতএব, শির'ই সর্ব্বাগ্রে সম্ভূত হইয়া থাকে, কাহারও মতে হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন মতে নাভিই প্রথমজাত অঙ্গ। ভগবান্ ধন্বন্তরি এই বহুমুখসিদ্ধান্ত গহন প্রশ্নের সমীচীন উত্তর কি, শিষ্যবৃন্দকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গর্ভের সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বংশাঙ্কুর বা চূতফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হয়। পরিপক্ক চূতফলের কেশর-শস্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ কালপ্রকর্ষহেতু প্রব্যক্ত হইলে পৃথগ্রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তরুণাবস্থায় সূক্ষ্মত্ববশতঃ উহারা উপলব্ধ হয় না। গর্ভস্থ-ভ্রূণেরও সেইরূপ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও, সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন ইহাদের উপলব্ধি হয় না। কালে প্রব্যক্ত হইলে, ইহারা পৃথগ্রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। সকল শাস্ত্রই যখন বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, তখন সকলশাস্ত্রই যুগপৎ পরিবর্দ্ধিত (Simultaneously developed) হয়।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার মেটাফিজিশিয়ান্(Metaphysician)দিগের প্রতি খড়্গাহস্ত, জর্ম্মান্ ফিলজফারদিগের বিশেষতঃ বিদ্বেষী। মেটাফিজিশিয়ানদিগের সিদ্ধান্ত,

চিন্তা যখন ক্রমপরিণামিনী, তখন 'প্রকৃতি'ও ক্রমপরিণামিনী হওয়াই সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ ক্রমপরম্পরায় হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উক্ত পণ্ডিতদিগের ইহাই 'যুক্তি'। পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্‌ (Comte) মেটাফিজিশিয়ানদিগের মতানুসারেই বিজ্ঞানের ক্রমিকবিন্যাস করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোম্‌ত্‌ যখন জর্ম্মানদিগের ন্যায় প্রকৃতিকে চৈতন্যের জড়ীভূত অবস্থা বলেন না (Nature is petrified intelligence), তখন তিনি বিজ্ঞানের ক্রমিকবিন্যাস করিলেন কেন? আগষ্ট কোম্‌তের ন্যায় চিন্তাশীল পুরুষ মেটাফিজিশিয়ানদিগের ভ্রমপূর্ণ, যুক্তিহীন মতের অনুবর্ত্তন করিলেন কিনিমিত্ত? আমরা পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারেরই উক্তি স্মরণপূর্ব্বক বলিতেছি, ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্ব্বাচিত বিষয়সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং, মেটাফিজিশিয়ানদিগের প্রাগুক্ত উপদেশের মূলে কিছু সত্য নাই, তাহা কে বলিল? জর্ম্মান্‌ ফিলজফারগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড়ীভূত চৈতন্য বলিয়াছেন বলিয়া, পণ্ডিত স্পেন্সার উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যাঁহারা শক্তির পরিণাম বলিয়া সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহারাই কি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? উক্ত চিন্তাশীল পণ্ডিত স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন,—জড়শক্তিবাদী যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ, সকল বস্তুর গুণ বা ধর্ম্মই শক্তির বিকাশ—শক্তির পরিণাম এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু, 'শক্তি' (Force) কোন্‌ পদার্থ, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে সমর্থ হয়েন নাই। *

ধর্ম্মের চিত্রাঙ্কন করিবার সময় আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব, আপাততঃ প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাউক।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানকে Abstract (অবকৃষ্ট), Abstract-Concrete (অবকৃষ্ট-সমবেত), ও Concrete (সমবেত), এই তিন প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। †

---

* "Though he may succeed in resolving all properties of objects into manifestations of force, he is not thereby enabled to realize what force is; but finds, on the contrary, that the more he thinks about it, the more he is baffled."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 59.

† "Not content, however, with a simple binary division according to this leading contrast, Mr. Spencer proposes a threefold division, by interpolating between the extremes a middle class partly abstract and partly concrete, to be termed Abstract-Concrete. The three classes are Abstract, Abstract-Concrete, and Concrete."—

Bain's Logic, Part. I. P. 232.

বিজ্ঞানের প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের লক্ষণ ও অভিধেয়-নির্ব্বাচন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের লক্ষণ ও অভিধেয়-নির্ব্বাচন, আমরা পণ্ডিত বেন্ (Bain) কৃত বিজ্ঞান-বিভাগানুসারে করিব। পণ্ডিত বেন্ (Bain), (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ১। লজিক্ (Logic, ন্যায়-বা-তর্কশাস্ত্র), ২। ম্যাথামেটিক্স্ (Mathematics, গণিতশাস্ত্র), ৩। মেকানিক্স্ বা মেকানিক্যাল্ ফিজিক্স্ (Mechanics or Mechanical Physics, যন্ত্রশিল্পবিদ্যা), ৪। মোলিকিউলার ফিজিক্স্ (Molecular Physics, ভৌতিক-বিজ্ঞান), ৫। কেমিষ্ট্রী (Chemistry, রসায়নশাস্ত্র), ৬। বাইওলজী (Biology, প্রাণবিদ্যা), ৭। সাইকোলজী (Psychology, মনোবিজ্ঞান), বিজ্ঞানকে এই সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা প্রথমে লজিকের (Logic, ন্যায়শাস্ত্রের) অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করিব, তৎপরে যথাক্রমে অন্যান্য বিজ্ঞানের অভিধেয় নির্ণীত হইবে।

লজিকের (LOGIC, ন্যায়শাস্ত্রের) লক্ষণ ও অভিধেয় নির্ণয়।

বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া, পণ্ডিত বেন্ (Bain) প্রথমে লজিকের (ন্যায়শাস্ত্রের) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? লজিক (Logic) কি 'বিজ্ঞান'? পণ্ডিত জেবন্স (Jevons) বলিয়াছেন;—

"In my opinion logic is the superior science, the general basis of mathematics as well as other sciences."—

The Principles of Science, P. 151.

অর্থাৎ, 'আমার মতে লজিক প্রধানতম-বিজ্ঞান, ইহা গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের সাধারণ ভিত্তি'। শাস্ত্রের উপদেশ—

"প্রদীপ: সর্ব্ববিদ্যানামুপায়: সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়: সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"—

ন্যায়সূত্রভাষ্যধৃত কারিকা।

অর্থাৎ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), অন্যান্য বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ—ইহাদ্বারা অন্যান্য বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকে; আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্মের উপায় এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়।

লজিক্ (LOGIC) বিজ্ঞান কি শিল্প?

পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মধ্যে লজিক্ (Logic), বিজ্ঞান (Science) কি

শিল্প (Art), এতৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, লজিক্‌কে সচরাচর, নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শিল্পরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পণ্ডিত মিল্ লজিকের প্রাগুক্ত লক্ষণের পরিবর্ত্তে, ইহা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ই, এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। হোয়েট্‌লীর মতেও 'লজিক্' কেবল 'শিল্প' (Art) নহে।

শিল্প ও বিজ্ঞান এই উভয়ের প্রভেদ কি ?

'লজিক্' (Logic) 'শিল্প' কি 'বিজ্ঞান,' কি 'শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ই,' তাহা অবগত হইতে হইলে, শিল্প-ও-বিজ্ঞানের পার্থক্য কি, তাহা অগ্রে জ্ঞাতব্য।

জগতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। 'কার্য্যমাত্রেই কারণপূর্ব্বক,' 'বিনা কারণে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না,' এ সকল কথার সহিত 'জগতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন,' এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। অকস্মাৎ—দৈববশাৎ সম্ভব, অসম্ভব। জেবন্স্ (Jevons), ল্যাপ্লেস্ (Laplace) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, Chance (অকস্মাৎ আপতন) কখন কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের বিষয় (Subject of a theory) হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্যোৎপাদক ও কার্য্যনিয়ামক দৈব (Chance) নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। 'Chance' (চান্স্) শব্দটীর মৌলিক অর্থ 'পতন' (Falling)।* যে সকল ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ হই, সেই সকল ঘটনাকে আমরা, স্বল্প-দর্শিতা-নিবন্ধন, আকস্মিক (Result of chance) বলিয়া সন্তুষ্ট থাকি।† নিয়ম অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থানের সামর্থ্য কাহারই নাই।

দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের আবিষ্কার করাই,— কিরূপ নিয়মে, কিরূপ অবস্থাগতপরিবর্ত্তনে, কি কি কারণ-সমবায়ে কোন্ কার্য্য

* 'Chance' ল্যাটিন *'Cado, to fall'* হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

† "Chance cannot be the subject of the theory, because there is really no such thing as chance, regarded as producing and governing events. The word chance signifies *falling.* * * * Chance then exists not in nature, and cannot co-exist with knowledge; it is merely an expression, as Laplace remarked, *for* our ignorance of the causes in action, and our consequent inability to predict the result, or to bring it about infallibly. In nature the happening of an event has been predetermined from the first fashioning of the universe."—

The Principles of Science, P. 198.

নিষ্পন্ন হয়, তন্নিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য। একখণ্ড লোষ্ট্রকে ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে, উহা অবিলম্বেই পৃথিবীর অঙ্কে প্রত্যাগত হয়। ইহা একটী প্রাকৃতিক ঘটনা বা কার্য্য। জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান, দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, জগতের সকল বস্তুই সেইরূপ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। পৃথিবী অগণ্য বিবিধ বস্তুর সমষ্টি, এইনিমিত্ত ইহার আকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবলা। এই আকর্ষণই গুরুত্বের কারণ, এবং গুরুত্বই ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত বস্তুর অধঃপতনের হেতু। দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা এবম্প্রকারে বিশ্বব্যাপারের নিয়ম নিরূপণানন্তর, অনাগত ব্যাপার গণনাপূর্ব্বক বলা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানের কার্য্য।

শিল্পের কার্য্য কি? বিজ্ঞানকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নিয়মসমূহকে আমাদের কর্ম্মে প্রয়োগ করাই শিল্পের কার্য্য (To know the theory of a thing is a science, to know how to use it successfully is art."—*Occult Science in Medicine, by F. Hartmann, M. D., P.* 72.)।

শিল্প কি তবে বিজ্ঞানপ্রসূত? কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এতদুত্তরে বলিয়া থাকেন, না, 'শিল্প' সর্ব্বত্র বিজ্ঞানপ্রসূত নহে, ইহা বিজ্ঞানসাপেক্ষ। প্রথমাবস্থায় 'শিল্প' অনেক স্থলে বিজ্ঞানের অগ্রজ। বিজ্ঞানানুশীলনার্থ বহু-বিস্তীর্ণ দর্শন আবশ্যক, শিল্পের কর্ম্মক্ষেত্র ততদূর বিস্তৃত নহে। আমরা এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিলাম না। 'বিজ্ঞান' ও 'শিল্প' এই উভয়ের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহা অব্যাপ্ত্যাদি-দোষ-বিহীন বলিয়া বোধ হয় না। যথানির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকেরাই অনেক সময়ে (সূক্ষ্মতর কারণপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে যাইলেই) যথোক্ত শিল্পলক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শিল্প, বিজ্ঞানেরই প্রকারভেদ। প্রক্রিয়া বা প্রয়োগ-বিজ্ঞানই 'শিল্প'-পদ-বাচ্য অর্থ। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। * লজিক (Logic) অবিজ্ঞাততত্ত্ব কার্য্যের

---

* "If, as no one will deny, art is applied knowledge, then such portion of scientific investigation as consists of applied knowledge is art. So that we may even say that as soon as any prevision in science passes out of its originally passive state, and is employed for reaching other previsions, it passes from theory into practice—becomes science in action—becomes art."—

Essays Scientific, Political and Speculative, Vol. I. P. 190.

বেদকে জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড, এই কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিবেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ, যোগকে এই ত্রিধা বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য কি, এবং উক্ত যোগত্রয় যে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থত্রয় নহে, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কারণোপপত্তিধারক, তত্ত্বজ্ঞানার্থক মানসিক-কার্য্যের—মনন-বা-চিন্তন-ব্যাপারের,—কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মানস কার্য্য-বিধির ব্যাকরণ (Analysis), পণ্ডিত হোয়েট্‌লী (Whately) এইজন্য ইহাকে 'বিজ্ঞান' (Science), এবং এতন্নির্দ্দিষ্টনিয়মাবলীদ্বারা আমরা যথাযথভাবে—শুদ্ধরূপে চিন্তনব্যাপার নিষ্পাদন করিতে পারগ হই, এই নিমিত্ত ইহাকে, উক্ত পণ্ডিত মনন-শিল্প বলিয়াছেন। * পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) লজিক্‌কে, জ্ঞানের আকার ও ব্যবহারানুসারে, শুদ্ধ ও সাধারণ (Pure and general) এবং ব্যাবহারিক বা বিশেষ (Applied or particular), এবম্প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। † পণ্ডিত বেন্ (Bain) বলিয়াছেন, সঙ্গততা—যোগ্যতা (Con-

---

* "Logic has often been called the Art of Reasoning. A writer (Archbishop Whately) who has done more than any other living person to restore this study to the rank from which it had fallen in the estimation of the cultivated class in our own country, has adopted the above definition with an amendment; he has defined Logic to be the science, as well as the Art, of reasoning; meaning by the former term the analysis of the mental process which takes place whenever we reason, and by the latter, the rules, grounded on that analysis, for conducting the process correctly."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 2.

† "The forms and laws of knowledge can be treated partly in their general character and partly in the particular modifications which they take according to the different nature of the object-matter known. The first is the problem of pure and general, the second that of applied or particular *Logic* : pure Logic teaches both the laws of *immediate knowledge* or perception and those of mediate knowledge or thought."—

Ueberweg's Logic, P. 15, Para. 8.

বৈকল্পিক বা বৈধ (Formal) ও বাস্তব (Material), লজিক্ (Logic)-কে এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কোন কোন পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকের মত, বৈধতর্ক এবং চিন্তাই, অর্থাৎ ন্যায়াবয়ব (Syllogism) ও তৎসহকারীই, লজিকের বিষয়—অধিকার।

("It is contended by some Logicians that the Province of Logic is Formal Reasoning and Thinking; by which they mean mainly the Syllogism, and what is subsidiary thereto."—*Bain's Logic*)। এই শ্রেণীর নৈয়ায়িকেরা মূর্ত্তবস্তুদ্যোতক সমস্তবিষয়, অর্থাৎ উদ্গম (Induction) এবং অধিকাংশ লক্ষণ বা ব্যাখ্যা (Definition), ও বর্গীকরণকে (Classification) প্রতিষেধ করিয়া থাকেন ("They would exclude everything that refers to the Matter, that is to say, Induction and the greater part of Definition and Classification."—*Bain's Logic, Deduction, P. 241.*)

sistency); অবনয়ন (Deduction) এবং সারূপ্য—একরূপতা—ঐকবিধ্য (Uniformity) এই মূল, সর্ব্বগত বা সার্ব্বত্রিক তত্ত্বসমূহ লজিকের বিষয়—লজিকের সহিত ইহাদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ। লজিক্‌ই (Logic) অন্যান্য বিজ্ঞানের ভিত্তি। লজিকের (ব্যক্তভাবেই হউক, অব্যক্তভাবেই হউক) সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃততত্ত্ব সকল গ্রহণ না করিলে, কোন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। অতএব লজিক্ (Logic) বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Scientia scientiarum)। *

ন্যায় ও লজিকের লক্ষণ-সমন্বয়।

লজিকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারা 'ন্যায়'-শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ-গর্ভাভিব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'নি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'ই' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ন্যায়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

"নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন ইতি ন্যায়ঃ।"—

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-টীকা।

অর্থাৎ, যদ্দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি হয়, যদ্দ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয়, সত্যের সমীপবর্ত্তী হইবার যাহা 'করণ,' যাহা অভ্রান্ত জ্ঞানার্জ্জনের হেতু—সাধন, তাহা 'ন্যায়'। 'ন্যায়বিদ্যা,' 'ন্যায়শাস্ত্র,' 'তর্কশাস্ত্র,' 'আন্বীক্ষিকী,' শাস্ত্রে ইহারা সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ন্যায়সূত্রভাষ্যকর্ত্তা পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন—

"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সান্বীক্ষা প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।"—

অর্থাৎ, প্রমাণদ্বারা অর্থ-পরীক্ষণের নাম 'ন্যায়'। প্রত্যক্ষ-ও-আগম (আপ্তোপদেশ) এই প্রমাণদ্বয়াশ্রিত অনুমানকে, প্রত্যক্ষ-ও-আগমদ্বারা ঈক্ষিতের অন্বীক্ষণকে 'অন্বীক্ষা' বলে। অন্বীক্ষাদ্বারা প্রবর্ত্তিতা বিদ্যা=আন্বীক্ষিকী।

* "Logic embraces, as has been seen, the most fundamental and universal of all principles—Consistency, Deduction and Uniformity. It reposes upon nothing more fundamental than itself, and it gives foundation to all the other sciences, There can be no science without assuming all the data of Logic, whether avowedly or not."—

Bain's Logic, Part. I., P. 28.

পণ্ডিত বেনের লজিক্ (Logic) অধ্যয়নপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, লজিকের লক্ষণ-বা-প্রতিপাদ্য-বিষয়-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে চতুর্ব্বিধ মতভেদ আছে। ১। লজিক্ (Logic), অন্বীক্ষা-বা-অনুমানের—তর্কের (Reasoning) শিল্প, ২। লজিক্, অন্বীক্ষা-বা-অনুমানের—তর্কের শিল্প ও বিজ্ঞান, ৩। লজিক্, মনন-বা-চিন্তন-বিধির বিজ্ঞান, ৪। লজিক্, সত্যানুসন্ধায়িনী চিত্তবৃত্তির কার্য্য-বিজ্ঞান। * পণ্ডিত মিল্ (Mill) বলিয়াছেন, লজিক্ (Logic) যখন কেবল অনুমানতথ্যবৃত্তিক (As Logic deals with truths of inference solely), তখন ইহা প্রমাণাধীন-চিত্তবৃত্তির কার্য্য-বিজ্ঞান। † পূজ্যপাদ ভগবান্ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন,—

"তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণান্তরম্ প্রমাণানামনুগ্রাহক-স্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে।"—

অর্থাৎ, তর্ক, প্রমাণ-সংগৃহীত বা স্বয়ং প্রমাণান্তর নহে, ইহা প্রমাণগত সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের নিরাসক, ইহা তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক প্রমাণসমূহের অনুগ্রাহক। পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, তর্কশাস্ত্র, প্রমাণের অনুসন্ধান করে না, ইহা কেবল প্রমাণের স্বভাব বিচার করে, প্রমাণটী দোষযুক্ত, কি নির্দ্দোষ, তর্কশাস্ত্র তাহা দেখাইয়া দেয়। উদ্বন্ধনে মৃত শব শরীরে কি কি চিহ্ন থাকা উচিত, তর্কশাস্ত্র চিকিৎসককে তাহা বলিয়া দেয় না। উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে যে চিহ্ন থাকা উচিত, দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা তন্নির্ণয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কার্য্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞান দর্শন-ও-পরীক্ষাদ্বারা, উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে যে চিহ্ন থাকা উচিত, তাহা নির্ণয় করিবে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উক্ত দর্শন

* "Logic has been termed (I) the Art of Reasoning and (II) the Art and Science of Reasoning."—

Bain's Logic, Part I. P. 30.

প্রথম লক্ষণটী আল্ড্রিচের (Aldrich) এবং দ্বিতীয় লক্ষণটী হোয়েট্লীর (Whately)।

(III) Logic has been described as the 'Science of the Laws of Thought'; (IV) Logic is defined (Port Royal Logic) "the Science of the operations of the understanding in the pursuit of truth."—

Ibid. P. 30-31.

† "Logic, then, is the science of the operations of the understanding which are subservient to the estimation of evidence: both the process itself of proceeding from known truths to unknown, and all other intellectual operations in so far as auxiliary to this."—

Mill's Logic, Vol. I. P. 11.

ও পরীক্ষাকার্য্য যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দর্শন-ও-পরীক্ষণ উদ্বন্ধনে মৃত শবদেহে যে সকল চিহ্ন থাকা উচিত, তৎসমুদায় চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারগ হইয়াছে কি না, তদ্বিচার তর্কশাস্ত্রের কার্য্য। তর্কশাস্ত্র বিচারকর্ত্তা; তুমি বিচারকর্ত্তার সম্মুখে প্রমাণ আনয়ন করিবে, বিচারকর্ত্তা তোমাকর্ত্তৃক আনীত প্রমাণ নিঃসন্দেহ কি না, সত্য কি না, তাহা বিচার করিবেন। সমস্ত বিজ্ঞানই স্ব-স্ব-বিষয়-সমর্থনার্থ প্রমাণ সংগ্রহ করে, তর্কশাস্ত্র তৎপ্রমাণসমূহের সত্যাসত্য বিচার করিয়া থাকে।* তর্কশাস্ত্র এইজন্ত 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান,' সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ (প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্)। তর্কশাস্ত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ এবং সর্ব্বকর্ম্মের উপায় (প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্) বলাতে, তর্কশাস্ত্রের রূপ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু-বাক্য-ব্যয় করিয়াও তর্কশাস্ত্রের রূপ তদ্রূপ বিশদ-ভাবে চিত্রিত করিতে পারগ হইয়াছেন কি? তা'ই বলি, শাস্ত্র স্বল্প-ও-সারভাষী।

আধুনিক পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্র (Logic) কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ বা প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এতৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার সার হইতেছে, 'তর্কশাস্ত্র' সত্যানুসন্ধানে প্রযুক্ত মনোবৃত্তিসমূহের কার্য্য-বিজ্ঞান।

'সত্য' ব্যবহিত-ও-অব্যবহিত-ভেদে দ্বিবিধ।

আমার ক্ষুধা হইতেছে, এই ঘটনাটী, আমি অব্যবহিতরূপে জানিতে পারি। আমার ক্ষুধা হইতেছে,—এই সত্যটী জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্তের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, কোন পূর্ব্ব ঘটনা হইতে অনুমান করিতে হয় না, আমার অন্তর্বোধই এ সত্যের প্রমাণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অতএব স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ তর্কশাস্ত্রের বিষয় নহে, ব্যবহিত সত্যনিচয়ই তর্কশাস্ত্রের বিষয়। যে সত্যকে পূর্ব্বসত্য হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, যে সত্য অন্ত প্রমাণের উপরি নির্ভর করে, তাহা ব্যবহিত সত্য। †

---

* "Logic is the common judge and arbiter of all particular investigations. It does not undertake to find evidence, but to determine whether it has been found. Logic neither observes, nor invents, nor discovers; but judges."—

Ibid. P. 9.

† "Truths are known to us in two ways: some are known directly, and of themselves; some through the medium of other truths. The former are the subject of Intuition, or Consciousness; the latter, of Inference. The truths

তর্কশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণগত সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ ? তর্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য কি ?

আমরা বুঝিলাম, তর্কশাস্ত্র প্রমাণের বিজ্ঞান, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, তর্কশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণগত সংশয় নিরসন করে, তর্কশাস্ত্রের প্রামাণ্য কি ? যে শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের প্রদীপ, যাহা 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' (Scientia scientiarum), তাহার উৎপত্তি কিরূপে হয় ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের যে উত্তর পাইয়াছি, পাঠকদিগকে অগ্রে তাহা জানাইতেছি, শাস্ত্র উহাদের যেপ্রকার সমাধান করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ বিজ্ঞাপন করা হইবে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তন-বা-পরিণামই (Change) জগতের নির্দ্দেশ্য রূপ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণদ্বারা ইহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, অকস্মাৎ বা নিষ্কারণ কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, জগৎ আকস্মিক (Result of chance) নহে, প্রত্যেক পরিবর্ত্তন-বা-পরিণামের কারণ আছে, নিখিল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। আরও বুঝিয়াছি, জগৎ চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়, বিশ্বের পরিণাম চক্রনেমিক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) সমর্থক বা প্রাণদাতৃরূপে পূজিত * আগষ্ট কোম্‌ত্‌

---

known by intuition are the original premises from which all others are inferred. * * * Whatever is known to us by consciousness, is known beyond possibility of question. * * * No science is required for the purpose of establishing such truths; no rules of art can render our knowledge of them more certain than it is in itself. There is no logic for this portion of our knowledge."—

Mill's Logic, Vol. I, P. 5—6.

* পণ্ডিত মিল্ (Mill) বলিয়াছেন, আগষ্ট কোম্‌তের (Auguste Comte) প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) অপূর্ব্বকল্পিত পদার্থ নহে, আগষ্ট কোম্‌ত্‌ এ মতের কারক বা প্রবর্ত্তক নহেন। আগষ্ট কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ হিউম্(Hume)এর প্রত্যক্ষবাদের অংশবিশেষ। আগষ্ট কোম্‌ত্‌ স্বয়ংও উক্ত মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিমান করিতেন না।

"M. Comte claims no originality for this conception of human knowledge. He avows that it has been virtually acted on from the earliest period by all who have made any real contribution to Science. * * * This is the only part of Hume's doctrine which was contested by his great adversary Kant."—

Auguste Comte and Positivism by J. S. Mill, P. 6--8.

আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন মতই কোন মানবের অপূর্ব্বকল্পিত নহে। সকল মতই প্রবাহ-রূপে নিত্য।

(Auguste Comte) বলিয়াছেন;—ইন্দ্রিয়গম্য-বা-গোচর বস্তু ব্যতীত আমাদের অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান নাই, অপিচ আমাদের এই গোচরবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান আপেক্ষিক—সম্বন্ধাত্মক, ইহা অনন্যসম্বন্ধ নহে। কোন কার্য্যের মূলতত্ত্ব বা তদুৎপত্তির প্রকৃত পদ্ধতি আমরা জানিতে পারি না, আমরা কেবল পারম্পর্য্য-ও-সাদৃশ্যদ্বারা উহার কার্য্যান্তরের সহিত সম্বন্ধই জানিয়া থাকি। এই পারম্পর্য্য-ও-সাদৃশ্য সম্বন্ধদ্বয় সদা স্থির, সমান ঘটনাতে ইহাদের রূপ সতত সমান। যে সতত বা স্থির সাম্যভাবসমূহ দৃগ্‌গোচর ঘটনাপুঞ্জকে পরস্পর শৃঙ্খলিত করে, এবং যে সতত-বা-স্থির অনুক্রমদ্বারা ইহারা পৌর্ব্বাপর্য্য-বা-কার্য্যকারণভাবে সম্বন্ধ হয়, তাহারাই দৃগ্‌গোচর ঘটনাপুঞ্জের নিয়ামক। * পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পণ্ডিত ক্যাণ্টের (Kant) চিন্তাস্রোতঃ ইহা হইতে দূরতর প্রদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। পারম্পর্য্য-বা-ক্রম এবং যৌগপদ্যের সাতত্যও যে পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণ আধারের ক্রোড়ে অবস্থান করে, কোন অপরিচ্ছিন্ন আধারকর্ত্তৃক ধৃত না হইলে, তাহা যে বিদ্যমান থাকিত না, উহার অস্তিত্ব যে অসম্ভব হইত, পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) তাহা বুঝিয়াছিলেন। † চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, প্রত্যেক অনুভব, অপিচ প্রত্যেক ভাবনা যখন অস্থির—চঞ্চল; এই অস্থির-অনুভব—ভাবনাময় কৃৎস্নজীবনও যখন অনিত্য—ক্ষণবিধ্বংসী; কেবল তাহাই নহে, যে সকল পদার্থের মধ্যদিয়া জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প চপল হইলেও—চিরপরিণামী হইলেও, ত্বরিত-বিলম্বিত যে ভাবেই হউক, যখন প্রত্যেকে স্ব-স্ব-ব্যক্তিতা (ব্যক্তিগত অস্তিত্ব) পরিত্যাগ করিতেছে—ব্যক্তিগত অস্তিত্ব

---

* "The fundamental doctrine of a true philosophy, according to M. Comte and the Character by which he defines Positive Philosophy, is the following :—We have no knowledge of anything but Phenomena ; and our knowledge of Phenomena is relative, not absolute. We know not the essence, nor the real, mode of production, of any fact, but only its relations to other facts in the way of succession or of similitude. The relations are constant ; that is, always the same in the same circumstances. The constant resemblances which link phenomena together and the constant sequences which unite them as antecedent and consequent, are termed their laws."—

Auguste Comte and Positivism by J. S. Mill, P. 6.

† "Unless thought supplied this persistent permanent back-ground, it would be impossible for us to realize the relations in time known as succession and simultaneity."—

Kant by W. Wallace, M. A., L.L. D., P. 175.

হারাইতেছে, তখন এই পরিণামি-ভাবসমূহের পশ্চাদ্বিভূত, অপ্রত্যক্ষ-সত্তাক কোন অপরিণামী-বা-স্থির পদার্থ, কোন স্থির 'ভাব' যে আছে, তাহা আমাদের অনুমান হয়। *

প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ অবলোকনপূর্ব্বক, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার পিণ্ডিতার্থ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক; পরিবর্ত্তন (Change) আকস্মিক নহে, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে; অনির্দ্দেশ্য শক্তিনামক পদার্থ সকল কার্য্যের কারণ; কারণ বলিতে চরমকারণকে লক্ষ্য করিও না; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারম্পর্য্য ও সহবর্ত্তনই (Sequence and Co-existence) জ্ঞানের উপাদান; অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তি-ঘটনা কারণ, পরবর্ত্তিঘটনা কার্য্য; কোন পদার্থের স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহা কি নহে, তাহা কোন্ কোন্ পদার্থের বিসদৃশ, প্রতিযোগী—প্রতিকূলসম্বন্ধবান্, তাহা স্থির করিতে হয়। এই সকল উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্রের (Logic) স্বরূপ দর্শন করিলে, ইহার প্রকৃতরূপ জ্ঞানগোচর হইবে।

পণ্ডিত বেন্ বলিয়াছেন;—পরিবর্ত্তনব্যতীত কোনরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, পরিবর্ত্তনই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু, এবং জ্ঞান সর্ব্বদাই পদার্থদ্বয়াত্মক—দ্বৈত। † সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যবিচার—সজাতীয়ভাবের সহিত সমীকরণ(Identification),এবং বিজাতীয়ভাব-

* "Every feeling and thought being but transitory—an entire life made up of such feelings and thoughts being also but transitory—nay, the objects amid which life is passed, though less transitory, being severally in course of losing their individualities, quickly or slowly; we learn that the one thing permanent is the Unknowable Reality hidden under all these changing shapes."—

The Principles of Psychology, Vol. II. P. 503.

† "In order to make us *feel*, there must be a change of impression; whence all feeling is two-sided. This is the law of Discrimination or Relativity."—

"As regards *Knowledge*, there must likewise be a transition, or change; and the act of knowing includes always two things."—

Bain's Logic, Part I. P. 2 3.

"Our knowledge of a fact is the Discrimination of it from differing facts and the Agreement or identification of it with agreeing facts."—

"The only other element in knowledge is the Retentive power of the mind or memory, which is implied in these two powers."—

Ibid. P. 4.

হইতে বিবেচন (Discrimination) জ্ঞানের স্বরূপ। * পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তত্তৎক্রিয়ানুভূতি—উপরাগ আমাদের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা চিত্তে অনুভূত ক্রিয়ার ভাব সংলগ্ন হইয়া থাকে, চিত্তের তচ্ছক্তিকে ধৃতি বা ধারণাশক্তি (The power of retention) বলে। বিবেচন, সম্মেলন-বা-সমীকরণ, এবং সন্ধারণ (Discrimination, Agreement or identification, Retention), উৎপত্তিশীলজ্ঞানের এই ত্রিবিধ কারণ। আমাদের চিত্তবিবেকশক্তি (The power of discrimination), সমীকরণ-শক্তি (The power of detecting identity) ও ধৃতিশক্তি (The power of retention) এই ত্রিবিধশক্তিবিশিষ্ট, এইজন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষব্যাপারনিষ্পত্তিতেই আমরা বিবেকশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকি। অতীত-সংবেদন বা অনুভব হইতে ব্যা,র্ত্তিত বা বিবেচিত করিতে না পারিলে, বর্ত্তমানসং-বেদন বা অনুভব আমাদের কখনই লক্ষ্যীভূত হয় না। চিত্তের একাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বা পরিবর্ত্তনই বৃত্ত্যধীনজ্ঞান (Consciousness would almost seem to consist in the break between one state of mind and the next)। চিত্ত নিরন্তর বিবেচনক্রিয়ানিরত। চিত্ত নিরন্তর অতীত অনুভূতি হইতে বর্ত্তমান অনুভূতিকে বিশেষ বা পৃথক্ করে বটে, কিন্তু যদি এই বিবেচনই চিত্তের একমাত্র ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইত না, মানব তাহা হইলে, পশ্বাদি ইতর জীব হইতে কোন অংশে বিশিষ্ট হইত না, তাহা হইলে মানবের অনাগত-বা-ভবিষ্যদ্দর্শন (Prevision) থাকিত না। একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতি হইতে বিবেচনদ্বারা নিষেধাত্মক-বা-অভাবরূপ জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, 'ইহা উহা হইতে ভিন্ন,' 'ইহা উহা নহে,' বিবেচন-বা-পৃথক্করণদ্বারা আমরা কেবল এইমাত্র জানিতে পারি। এইরূপ প্রত্যক্ষ, আনুমানিকজ্ঞানের উপজীবক নহে, ইহা, কি

---

* পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তনই (Change) উপলব্ধির মূল উপাদান,—আদিকারণ। প্রতিবোধবান্ হইতে হইলে—কোন কিছু উপলব্ধি করিতে হইলে, চিন্তা করিতে হয়; চিন্তনব্যাপার চিত্তসংস্কার বা ভাবনার সহিত বর্ত্তমান চিত্তরাগ-বা-অনুভবের সংগ্রন্থন—সন্ধান—সংযোজন ভিন্ন অন্য কিছু নহে; এবং ইহা করিতে হইলে আন্তর পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেই হইবে। অতএব পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রতিবোধবান্ হওয়া যায় না, পরিবর্ত্তনের অধীন না হইলে, কোন কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব।

"To be conscious is to think; to think is to put together impressions and ideas; and to do this is to be the subject of internal changes."—

Principles of Psychology, Vol. II. P. 291.

হইবে তাহা বলিতে পারে না। শুদ্ধবিবেকশক্তি-বিশিষ্টচিত্তে প্রত্যেক সংবেদন অনন্ত-সম্বন্ধভাবে অবস্থান করে, সংবেদনসমূহকে নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় পরস্পর সম্বদ্ধ করে, শুদ্ধবিবেকশক্তি-বিশিষ্টচিত্তে এরূপ কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে না। অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্বদ্ধ করে, এরূপ কোন নিঃশ্রয়ণী হিতাহিতবিবেকক্ষম লোকালোকদর্শী মানবচিত্তের নিতান্তপ্রয়োজনীয়। যে শক্তিদ্বারা মানব ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উপস্থিত সংবেদনসমূহের সমীকরণ করিতে পারে, জাতিনির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার নাম সমীকরণ বা সম্মেলনশক্তি। * শাস্ত্র বলিয়াছেন, অনুবৃত্তবুদ্ধি সামান্যের এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ। †

অনুবৃত্তি-ও-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় (LAWS OF IDENTITY AND DIFFERENCE)।

সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি-বা-উপলব্ধির, সকল বিজ্ঞানেরই (Science) মূলে চিত্তের বিবেক-ও-সমীকরণ এই শক্তিদ্বয়ের ধর্ম্ম-এবং-অবস্থাব্যঞ্জক, অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। ‡ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার বিনা বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। উপলব্ধি-বা-জ্ঞানের সারভূত যথোক্ত ন্যায়দ্বয় সাধারণতঃ অন্বয়ি-ন্যায় (The law of Identity), ব্যতিরেকি-ন্যায় (The law of contradiction), এবং অন্বয়-ব্যতিরেকি-বা-দ্বৈত-ন্যায় (The law of Duality) এইপ্রকারে অভিহিত হইয়া থাকে। কোন এক পদার্থের অনুভূতির তত্ত্ব চিন্তা করিলে, অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-ন্যায়ের (Laws of Identity and Difference) স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাপের অনুভূতিকেই আমরা দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিলাম। প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইলে, সন্তাপলক্ষণ-জ্বররোগে আক্রান্ত বা প্রখরকর দিবাকরের নয়নপথে পতিত হইলে আমরা 'তাপ' কোন্ পদার্থ, তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তাপোত্তেজন সংজ্ঞাবাহি-স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইবামাত্র আমাদের মনে একরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, চিত্তের তাৎকালিক অবস্থার অন্যথা হয়। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, কোন কিছু উপলব্ধি করিতে

---

* Principles of Science by J. W. S. Jevons, P. 4. দ্রষ্টব্য।

† "অনুবৃত্তবুদ্ধিঃ সামান্যস্য ব্যাবৃত্তবুদ্ধির্বিশেষস্য।"—

বৈশেষিক উপস্কার।

‡ "At the base of all thought and science must lie the laws which express the very nature, and conditions of the discriminating and identifying powers of mind."—

The Principles of Science, P. 5.

হইলে চিন্তা করিতে হয়,—পূর্ব্বসংস্কারসমূহের সহিত উপলভ্যমান সংবেদনের সংযোজন করিতে হয়, তুলনা করিতে হয়। উপলব্ধির নিয়মানুসারে তাপসংবেদনকে চিত্ত-নিষ্ঠ সংস্কারসমূহের সহিত তুলনা করিলেই, ইহা যে শৈত্যানুভূতির বিরোধী, ইহা যে শৈত্য-ব্যাবৃত্ত পদার্থ, প্রথমেই তাহা বুদ্ধিগোচর হয়। কিন্তু ইহা শৈত্যানুভূতির বিরোধী, এতাবন্মাত্র জ্ঞান, 'তাপ' কোন্ পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে তন্নিশ্চায়ক হইতে পারে না। 'তাপ' কোন্ পদার্থ, তাহা যথাযথরূপে অবগত হইতে হইলে ইহাকে চিত্তসংলগ্ন তাপসংস্কারের সহিত সমীকরণ করিতে হইবে। যে পদার্থকে যে ব্যক্তি ইহজীবনে কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, অথবা যে পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহে, তৎপদার্থের জ্ঞান তদিতরপদার্থব্যাবৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে, উহা নিখিল উপলব্ধপদার্থজাত হইতে ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়।

অনুবৃত্তি-ও-ব্যাবৃত্তি-ন্যায় (Laws of Identity and Difference) অথবা অন্বয়ি-ন্যায়, ব্যতিরেকি-ন্যায় এবং অন্বয়-ব্যতিরেকি-বা-দ্বৈতন্যায় কি সর্ব্ববাদিসম্মত? কোন মতই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রথম নৈয়ায়িক আরিষ্টটল্‌ই (Aristotle) ব্যতিরেকি-ন্যায় (Law of contradiction) সর্ব্বাগ্রে স্বীয়-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অন্বয়ি-ন্যায়কে উপলব্ধির কারণান্তর-রূপে গ্রহণ করেন নাই। আরিষ্টটল্ স্বদেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হইলেও, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir W. Jones), ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে ভারতবর্ষের শিষ্য। *

* "In the course of the foregoing animadversions on the syllogistic theory, I have proceeded on the supposition that the whole glory of the invention belongs to Aristotle. It is proper, however, before dismissing the subject, to take some notice of the doubts which have been suggested upon this head, in consequence of the lights recently thrown on the remains of ancient science still existing in the East. Father Pons, a Jesuit missionary, was, I believe, the first person who communicated to the learned of Europe the very interesting fact, that the use of the *syllogism* is, at this day, *familiarly known to the Brahmins of India*; but this information does not seem to have attracted much attention in England, till it was corroborated by the indisputable testimony of Sir William Jones, in his third discourse to the Asiatic Society, delivered in 1786."—

Stewart's Philosophy of the Human mind, P. 442.

স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি যে, পিথাগোরাস্ (Pythagoras) ও প্লেটো (Plato) ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র হইতেই তৎপ্রচারিত উৎকৃষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল প্রাপ্ত

যদ্দ্বারা কোন পদার্থ লক্ষিত হয়, জ্ঞাত হয়, সমানাসমানজাতীয় হইতে ব্যবচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে 'লক্ষণ' বলে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উদ্দ্যোতকরাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বং হি লক্ষণমিতরেতরপদার্থব্যবচ্ছেদকম্।"—

ন্যায়বার্ত্তিক।

অর্থাৎ, সকল লক্ষণ ইতরেতরপদার্থব্যবচ্ছেদক। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'লক্ষণ' কেবলব্যতিরেকি-হেতু। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, লক্ষণকে কেবলব্যতিরেকি-হেতু বলাই যুক্তি-সঙ্গত। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচারদ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব প্রাগুক্ত অন্বয়ি-ন্যায় (Law of Identity) যে শাস্ত্রসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অন্বয়ি-ন্যায়ের স্বরূপ কি? পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন—"Whatever is, is," অর্থাৎ সকল পদার্থই সর্ব্বদা স্বভাবসিদ্ধ। গো গবাত্মাতে সিদ্ধ, অশ্ব, অশ্বাত্মাতে সিদ্ধ। (A thing at any moment is perfectly identical with itself) একটী পদার্থ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সর্ব্বদা অভিন্ন—নির্ব্বিশেষ। পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant)

হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা অনুসন্ধিৎসু গ্রীক্‌জাতিকে ন্যায়-শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ন্যায়শাস্ত্রই আরিষ্টটল্-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের মূলভিত্তি।

"A tradition which prevailed, according to the well-informed author of the Dabistan, in the Panjab, and in several Persian provinces, that among other Indian curiosities which Callisthenes transmitted to his uncle, was a technical system of logic, which the Brahmins had communicated to the inquisitive Greek, and which the Mehommedan writer supposes to have been the groundwork of the famous Aristotelian method. "If this be true," continues Sir W. Jones, and none will dispute the justness of his remark, "it is one of the most interesting facts that I have met with in Asia."—(Eleventh Discourse, delivered in 1794).

Stewart's Philosophy of the Human mind, P. 443.

সত্যানুসন্ধিৎসু স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের উন্নিনীষুহৃদয় ইহাকে অতীবপ্রয়োজনীয় সংবাদ মনে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য বর্ত্তমানভারতসন্তানগণ বলিবেন, 'স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গবেষণা প্রশংসনীয়, স্বীকার করি, কিন্তু এতদ্দ্বারা সমাজের যে কোন উপকার হইতে পারে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না'। স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শুষ্ক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা, ইন্দ্রিয় সেবা-কার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলে, শাস্ত্রের নিন্দা, এদেশীয় আচার ব্যবহারের কুৎসা, সামাজিক উন্নতি-বিষয়ক বাগাড়ম্বর, 'আহা! ইংরেজেরা কি উন্নতিই করিতেছেন, ইংরেজ হইতে না পারিলে, উন্নীত হইবার আশা নাই,' এইরূপ মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রপাঠ, জিজ্ঞাসা করি, সামাজিক উন্নতির কি এই সকলই সাধন?

অম্বয়ি-ন্যায়কে (Law of Identity) সারভূত প্রথম ন্যায় (Absolutely first principle) বলিয়াছেন। অম্বয়ি-ন্যায়ের স্বরূপবর্ণনার্থ পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন, "'Whatever is, is,' as the principle of affirmative truths, and 'Whatever is not, is not,' as the principle of negative truths."—

History of Philosophy by Ueberweg, Vol. II. P. 144.

অর্থাৎ, যাহা সৎ, তাহা সৎ, এবং যাহা অসৎ, তাহা অসৎ। ভগবান্ গোতম সর্ব্বশূন্যতাবাদ-নিরাকরণাবসরে বলিয়াছেন—"ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাম্।"—(ন্যায়সূত্র, ৪।১।৩৮)। সর্ব্বশূন্যতাবাদি-বৌদ্ধগণ বলেন,—"সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ:"—(ন্যায়সূত্র ৪।১।৩৭)। সকল ভাবজাত বস্তুতঃ অভাব; কারণ গো, তদিতর অশ্বাত্মাতে অসৎ, গো অনশ্ব, এবং অশ্বও তদিতর গবাত্মাতে অসৎ—অগো। গো, অশ্ব ইত্যাদি ভাবজাত তাহা হইলে অন্যোন্যাভাব-নিবন্ধন—অসৎপ্রত্যয়স্থ প্রতিষেধের ভাবশব্দের সহিত সামানাধিকরণ্যবশতঃ 'অভাব' হইতেছে। বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না। তোমার 'প্রতিজ্ঞা' ও 'হেতু' উভয়ই ব্যাঘাত-দোষদুষিত (Contradictory) বলিয়া, তোমার উক্ত যুক্তিহীন অপসিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। 'সর্ব্বমভাব:'— সর্ব্ব-শব্দটী 'অনেকের অশেষতা' এই অর্থের এবং 'অভাব' শব্দটী ভাব-প্রতিষেধ এই অর্থের বাচক। পূর্ব্ব সোপাখ্য, উত্তর নিরুপাখ্য। উদ্দেশ্য (Subject) সোপাখ্য, বিধেয় (Predicate) নিরুপাখ্য হইবে কিরূপে?

ভগবান্ গোতম 'ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাম্' এই সূত্রদ্বারা বুঝাইয়াছেন, সকল ভাবই স্বীয়ভাবে—স্বীয়ধর্ম্মে সিদ্ধ (What is, is)। 'গো' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, জাতি-বিশিষ্ট 'দ্রব্য' গৃহীত হয়, অভাবমাত্র গৃহীত হয় না। যদি সর্ব্ব তুচ্ছ বা অভাব হইত, তাহা হইলে 'গো' শব্দ উচ্চারিত হইলে অভাবেরই প্রতীতি হইত, 'গো'-শব্দ তাহা হইলে, অভাব বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। অশ্বাত্মাতে 'গো' অসৎ, এই কথাই বলিতেছ, যদি সকলই অভাব হয়, তাহা হইলে গবাত্মাতে গো অগো একথা বলিতেছ না কেন? গবাত্মাতে 'গো' সৎ, এই জন্য ত? অতএব সর্ব্বভাবপদার্থই স্বভাবে সিদ্ধ, 'সর্ব্ব অভাব' এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত।

"ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ।"—

ন্যায়সূত্র ৪।১।৩৯।

ইহা আশঙ্কাসূত্র। সূত্রটীর তাৎপর্য্য হইতেছে, দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধি অসম্ভব, কারণ সকল দ্রব্যই আপেক্ষিক—অন্যাপেক্ষাকৃত (Relative)। দীর্ঘাপেক্ষায় হ্রস্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কোন দ্রব্যই স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত নহে, কেহই স্বভাবসিদ্ধ নহে।

“व्याहतत्वादयुक्तम्।”—

ন্যায়সূত্র ৪।১।৪০।

অর্থাৎ, “সকল দ্রব্যই অপেক্ষাকৃত—আপেক্ষিক, সুতরাং কেহই স্বীয় আত্মাতে অবস্থান করে না, কোন দ্রব্যই স্বভাবসিদ্ধ নহে,” যে যুক্তিদ্বারা তুমি তোমার এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতেছ, তাহা ব্যাঘাত-দোষযুক্ত, অতএব তাহা ‘অযুক্ত’। ‘হ্রস্ব দীর্ঘাপেক্ষাকৃত,’ এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, দীর্ঘের দীর্ঘত্ব স্বভাবসিদ্ধ, কি আপেক্ষিক? যদি বল (অবশ্য বলিবেই), দীর্ঘের দীর্ঘত্ব হ্রস্বাপেক্ষাকৃত, তাহা হইলে, দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধত্বই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল। হ্রস্ব না থাকিলে, দীর্ঘের জ্ঞান থাকিত না, দীর্ঘ না থাকিলে, হ্রস্বের জ্ঞান থাকিত না। অতএব উভয়ই অন্যোন্যাশ্রয়ী, উভয়-জ্ঞানই ইতরেতরাপেক্ষ। ইতরেতরাশ্রয় পদার্থদ্বয়ের একের অভাবে, অন্যতরের অভাব অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং, একের অভাবে উভয়েরই অভাব হইবে। অপেক্ষা-ব্যবস্থা তাহা হইলে উপপন্ন হইবে কিরূপে? ‘ভাব স্বভাবসিদ্ধ নহে, আপেক্ষিক’ এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে, সমবস্তুদ্বয়ের, কিংবা পরিমণ্ডলদ্বয়ের (পরিমাণবিশিষ্ট অণুকে পরিমণ্ডল বলে) মধ্যে দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বজ্ঞান না হইবে কেন?

“किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत् द्वयोर्ग्रहणेऽतिशयग्रहणोपपत्तिः। द्वे द्रव्ये पश्यन्नेकत्र विद्यमानमतिशयं गृह्णाति, तद्दीर्घमिति व्यवस्यति, यच्च हीनं गृह्णाति तद्ध्रस्वमिति व्यवस्यतीति, एतच्चापेक्षासामर्थ्यमिति।”-

বাৎস্যায়নভাষ্য।

যদি বল, তাহা হইলে অপেক্ষা-সামর্থ্যের স্বরূপ কি? পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা দুইটীবস্তুমধ্যে বিদ্যমান ধর্ম্মগত ন্যূনাধিক্য উপপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষা-সামর্থ্য। শৈত্য তাপের বা তাপ শৈত্যের অভাব (অভাব বলিতে সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে) নহে। অতিমাত্র শৈত্য ও সমধিক তাপের ক্রিয়াকারিত্ব সমান। *

* ১৭১ পৃষ্ঠার অধষ্টিপনী দ্রষ্টব্য। আলোক এবং অন্ধকার (Light ও Darkness) পরস্পর অত্যন্তবিরোধী, বস্তুতঃ অন্যোন্যপ্রতিষেধী পদার্থদ্বয় নহে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যাল্ (Tyndall) বলিয়াছেন,—ইথারের নিঃস্পন্দাবস্থা ‘অন্ধকার’, এবং ইহার সস্পন্দাবস্থা ‘আলোক’। ইথার প্রকৃতপ্রস্তাবে কখনই একেবারে নিঃস্পন্দ হয় না, তবে ইহার স্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইথ.রের স্পন্দন যখন হ্রসিত হয়, তখন আমরা আলোকের পরিবর্ত্তে ‘তাপ’ পাইয়া থাকি। বিশ্বাকাশে প্রতিনিয়তই আলোক ও তাপাখ্য আন্দোলান্বিত-গতির পরস্পর সংমিশ্রণ হইতেছে।

“Darkness might then be defined as Ether at rest; light as Ether in motion.

ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন,—

But in reality the Ether is never at rest, for in the absence of light-waves we have heat-waves always speeding through it. In the spaces of the universe both classes of undulations incessantly commingle."—

Fragments of Science, Vol. I. P. 34

তমঃ ও প্রকাশ (Darkness ও Light) যে পরস্পর অত্যন্তবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় নহে, 'তমঃ' অভাব, এবং 'প্রকাশ' ভাব, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে সৎ নহে, 'তমঃ' যে ভাবপদার্থ, বেদান্তাচার্য্যগণও তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ।"—এই শারীরক ভাষ্যের টীকা করিবার সময়ে পূজ্যপাদ পদ্মপাদ বলিয়াছেন—"কোঽয়ং বিরোধঃ কীদৃশো বা ইতরেতরভাবোঽভিপ্রেতো যস্যানুপপত্তেস্তমঃপ্রকাশবদিতি নিদর্শনম্। যদি তাবৎ সহানবস্থানলক্ষণো বিরোধঃ ততঃ প্রকাশভাবে তমসো ভাবানুপপত্তিঃ। তদসৎ। দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মন্যস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি তমসোঽপীষদনুবৃত্তিরিতি। তথা ছায়ায়ামপি শৈত্যং তারতম্যেনোপলভ্যমানম্ আতপস্যাপি তত্রাবস্থানং সূচয়তি।"—

পঞ্চপাদিকা।

বিষয়-ও-বিষয়ী (Object and Subject) পরস্পর বিরুদ্ধ—পরস্পর ভিন্ন, লোকের হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে। তমঃ-ও-প্রকাশ যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ, বিষয়-বিষয়ীও সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ। তমঃ-ও-প্রকাশ বস্তুতঃ বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। প্রকাশের অল্পতাই তমঃ, ইহা প্রকাশের অভাব নহে। এইরূপ ছায়া-ও-আতপ, শীত-ও-উষ্ণ ইত্যাদি ইহারাও পরস্পর সম্পূর্ণবিরোধী পদার্থ নহে।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত হিগেল্ (Hegel), শেলিং (Schelling), ফিক্‌টে (Fichte), ক্যাণ্ট (Kant) ও বার্কলী (Berkeley) প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে বলিতেছি, এবং পরেও (যদি শক্তি পাই) বলিব, পৃথিবীতে যতপ্রকার দার্শনিকমত প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই তৎসমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, বেদের অর্থবাদই সকল মতের প্রসূতি। বিশ্বজননী যদি যথাপ্রতিজ্ঞাত দর্শনশীর্ষক প্রস্তাব লিখিবার শক্তি প্রদান করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকার দার্শনিকমত প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই যে তৎসমুদায়ের উৎপত্তিস্থান, বেদের অর্থবাদই যে সকল মতের প্রসূতি, একথা অমূলক নহে, তাহা সপ্রমাণ করিব। পণ্ডিত ইউবার্‌ওয়েগ্ (Ueberweg) বলিয়াছেন—'হিগেল (Hegel), শেলিং (Schelling)-এর অভিন্নবাদের (The Principles of Identity), ফিক্‌টের পরিপুষ্ট বা উপচিত তার্কিকরীত্যনুসারে সোপপত্তিক ব্যাখ্যাপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্ববিজ্ঞানবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন (G. W. F. Hegel developing the principle of identity postulated by Schelling, and subjecting it to the forms of demonstration according to 'Fichte's method of dialectical development, created

"সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।২।৩।

---

the System of Absolute Idealism.—*History of Philosophy, Vol. II. P.* 231.)। হিগেলের সর্ব্ববিজ্ঞানবাদে দৃগ্‌গোচর জাগতিক-বা-সাদান্ত পদার্থসমূহ শুদ্ধ আমাদের চিত্তবৃত্তিনিষ্ঠ পদার্থনিচয়ের মায়িক বিজৃম্ভণ নহে, (বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদের ইহাই সিদ্ধান্ত), পরন্তু উহারা স্বভাবত'ই মায়িক, উহারা বস্তুত'ই অসৎ—বিকল্পপ্রসূত, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, বিশ্বব্যাপক ঐশ্বরবিজ্ঞানই উহাদের মূলভিত্তি।

According to this system finite things are not (as in the System of Subjective Idealism) simply phenomena for us, existing only in our consciousness, but are phenomena *per se* by their very nature, *i. e.*, things having the ground of their being not in themselves, but in the universal divine Idea.—*History of Philosophy, Vol. II. by Ueberweg, P.* 231. সর্ব্বশূন্যবাদিবৌদ্ধদিগের স্বমতপ্রতিষ্ঠাপকযুক্তি স্মরণপূর্ব্বক, পণ্ডিত হিগেলের নিম্নোদ্ধৃত মতের তত্ত্বচিন্তা করুন।

"Thought *is* always distinction, determination, the marking off of one thing from another; and it is characteristic of Aristotle—the great definer—that he should single out this aspect of it. But thought is *not only* distinction, it is at the same time *relation*. If it marks off one thing from another, it, at the same time, connects one thing with another. Nor can either of these functions of thought be separated from the other: as Aristotle himself said, the knowledge of opposites is one. A thing which has nothing to distinguish it is unthinkable, but equally unthinkable is a thing which is so separated from all other things as to have no community with them * * * Every finite thing is itself, and no other. True, Hegel would answer, but with a *caveat*. Every finite thing, by the fact that it is finite, has an essential relation to that which limits it and thus it contains the principle of its destruction in itself. It is therefore, in this sense, a self-contradictory existence, which at once is itself and its other, itself and not itself. It is at war with itself and its very life-process is the process of its dissolution. In an absolute sense, it cannot be said *to be*, any more than *not to be*."—

Hegel by Edward Caird, L. L. D. P. 134-136.

হিগেল্ (Hegel) প্রতিপাদন করিয়াছেন, পদার্থমাত্রেই স্বভাববিরোধী—স্বরূপপ্রতিষেধী—প্রতিযোগি-ভাব-সহকারিবশতঃ স্বাত্মপ্রতিক্ষেপী (Contradictory in itself); প্রতিযোগিতাই পদার্থের মূলধাতু, প্রতিযোগিতাদ্বয়ের সমবায়ই পদার্থের তাদাত্ম্য (Identity)। * * * ভাব, অভাবের অব্যতিরিক্ত।

"Everything is contradictory in itself; contradiction forms its essence: its

সমানের ভাব—'সামান্য'—তুল্যার্থতা। 'সমান' কাহাকে বলে? যাহা তদ্ধর্ম্মবান্

identity consists in being the union of two contradictories. * * * Existence is therefore identical with its negation."—

History of Philosophy, Vol. II. by Lewes, P. 536.

হিগেলের মতে কেবলভাব ও কেবল অভাব এক পদার্থ, অতএব সত্তা নাই, হিগেলের উক্ত উপদেশশ্রবণানন্তর যদি কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইবেন।

"But to conclude that there is not Existence, would be false: for the abstract Nothing (*Nichts*) is at the same time the abstract Being."—

History of Philosophy, Vol. II. by Lewes, P. 536.

তার্কিকচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীহর্ষ স্বপ্রণীত 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'-নামক অপূর্ব্বগ্রন্থে ভাব ও অভাব এই পদার্থদ্বয়ের বিরোধখণ্ডনার্থ যাহা বলিয়াছেন, কেবলবিজ্ঞানবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিগেলের উক্ত মতের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে ভেদের (Difference) অসিদ্ধিপ্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদান্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাপক, সুতরাং ভেদের অসিদ্ধিপ্রদর্শনপূর্ব্বক একত্ব স্থাপনই বেদান্তের কার্য্য।

"ননু কথং বিগলিতনিখিলভেদব্রহ্মপ্রতিপত্তিঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধাত্, তথাহি প্রত্যক্ষেণ তাবদিদং তস্মাদ্ভিন্নমিতি নীলপীতাদির্ভেদমধ্যবসাম:।"—

চিৎসুখমুনিবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা, ২য় পরিচ্ছেদ।

ইহা উহা হইতে ভিন্ন, ইহা নীল ও উহা পীত, ইহা প্রকাশ উহা তমঃ, ইহা সুন্দর উহা অসুন্দর, প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই ভেদবুদ্ধির বিলোপপূর্ব্বক, সকল পদার্থকে অভিন্নভাবে দর্শনকরা, বিগলিতনিখিল-ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশকরা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বেদান্ত এতদুত্তরে বলিয়াছেন, অবিদ্যা-প্রসূত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই ভেদজ্ঞানের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রকৃতাত্মজ্ঞানের বিকাশ করিয়া দিবার জন্যই আমার জন্ম। ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যক্ষ কি শুদ্ধ ভেদকেই গোচর করে—প্রত্যক্ষ কি কেবল ভেদেরই গ্রাহক, অথবা বস্তু-কেও গোচর করে, প্রত্যক্ষ বস্তুরও গ্রাহক? যদি বল, প্রত্যক্ষ বস্তুকেও গোচর করে, তবে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইবে, পূর্ব্বে 'ভেদ' তৎপরে 'বস্তু' গৃহীত হয়, কি পূর্ব্বে 'বস্তু' তৎপরে 'ভেদ' গৃহীত হয়; অথবা উভয়ই যুগপৎ গৃহীত হইয়া থাকে? "পূর্ব্বে 'ভেদ' তৎপরে 'বস্তু' গোচর হইয়া থাকে," একথা বলিতে পার না, কারণ, ধর্ম্মিপ্রতিযোগিরূপ বস্তুপ্রতিপত্তি ব্যতিরেকে ভেদের প্রত্যয় হয় না। অতএব ভেদগ্রহপূর্ব্বক বস্তুগ্রহ যে হইতে পারে না, তাহা সপ্রমাণ হইল। বস্তুগ্রহণপূর্ব্বক বিরতা বুদ্ধির ব্যাপারাভাবনিবন্ধন, বস্তুগ্রহপুরঃসর ভেদপ্রত্যক্ষও সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুগ্রহ-ও-ভেদগ্রহ যুগপৎ হয়, এপক্ষও অসাধ্য। ধর্ম্মি-বা-বস্তুপ্রতিযোগিজ্ঞান ভেদপ্রতিপত্তির কারণ। ধর্ম্মী সন্নিহিত হইলেও, অসন্নিহিত প্রতিযোগিপ্রতিপত্তি বিনা যে ভেদ-প্রতিপত্তি হয় না, বাদী, প্রতিবাদী উভয়েরই তাহা সম্মত। অতএব কার্য্য-কারণবুদ্ধির যৌগপদ্যা-সম্ভবনশতঃ বস্তুগ্রহ-ও-ভেদগ্রহের যুগপৎপ্রত্যক্ষ অসাধ্য হইল।

"অথ মতং কিং প্রত্যক্ষং ভেদমেব গোচরয়েদুত বস্তুপি যদি বস্তুপি তত্রাপি ভেদপূর্ব্বকং বস্তুগোচরয়ে-

হইয়াও, ঠিক তাহা নহে (যস্তু বর্ণশালাদপি ন বর্ত্ততে বীর্য্যং সমানঃ), তাহা সমান। 'বিশেষ' এতদ্বিপরীত। এই সামান্য ও বিশেষ (Identity and Difference) বুদ্ধ্যপেক্ষ— বুদ্ধিলিঙ্গক, সামান্য-বিশেষ বুদ্ধিদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। অনুগতবুদ্ধি সামান্যের, এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ। পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি, "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ" এই গোতমসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে বলিয়াছেন, যে অর্থ অনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্ত, তাহা 'সামান্য' (যোঽর্থোঽনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্তং তৎ সামান্যম্)। বস্তু-ভূত-নিমিত্ত বিনা কখন ভিন্নপদার্থসমূহের মধ্যে অভিন্ন বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না; যে নিমিত্ত আমরা একটী বস্তুকে অপর একটী বস্তুর সমান বলিয়া বুঝিয়া থাকি, স্বীকার করিতে হইবে, সমানরূপে গৃহীত উক্ত বস্তুদ্বয়ে সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মক নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মক বস্তুভূত-নিমিত্তই 'সামান্য'; ভগবান্ গোতমের মতে ইহাই 'জাতি'। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, সামান্য-বিশেষকে মহর্ষি কণাদ 'বুদ্ধ্যপেক্ষ' বলিলেন কেন? আরও জ্ঞাতব্য হইতেছে, কোন্ পদার্থের উপলব্ধিই বা বুদ্ধ্যপেক্ষ নহে? সামান্য-বিশেষকে বুদ্ধ্যপেক্ষ বলাতেই পদার্থমাত্রের উপলব্ধিই যে বুদ্ধ্যপেক্ষ, তাহা বলা হইয়াছে, কারণ সামান্য-বিশেষই বস্তুতঃ জাগতিক পদার্থ।

তৎপূর্ব্বকং বা ভেদং যুগপদ্বা নোভয়ং নাদ্যঃ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিবস্তুপ্রতিপত্তিমন্তরেণ ভেদস্য প্রত্যেতুমশক্য-ত্বাৎ অতএব ন ভেদগ্রহপূর্ব্বকো বস্তুগ্রহঃ ন চ বস্তুগ্রহপুরঃসরো ভেদগ্রহঃ বুদ্ধের্বিরম্য ব্যাপারা-ভাবাৎ নাপি যুগপদুভয়গ্রহঃ কার্য্যকারণভূতয়োর্যৌগপদ্যাযোগাৎ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিপ্রতিপত্তির্হি ভেদ-প্রতিপত্তেঃ কারণং সন্নিহিতেঽপি ধর্ম্মিণ্যসন্নিহিতপ্রতিযোগিপ্রতিপত্তিমন্তরেণ ভেদপ্রতিপত্ত্যনিরূপকস্য বাদিপ্রতিবাদিনোঃ সম্মতত্বাদিতি।"—

চিৎসুখমুনিবিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৪৪৯ ও ৪৫০ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ন্যায়-বৈশেষিকমতে 'ভেদ' (অন্যো-ন্যাভাব) প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তত্ত্বান্তর। চিৎসুখাচার্য্য এতদ্দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত ভেদের প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, ভগবান্ গোতম প্রমাণসামান্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, চিৎসুখাচার্য্যের উদ্ধৃত অতিরিক্ত ভেদখণ্ডনবচনসমূহে সেই তিনটী গোতমীয়সূত্রের আভাস আছে।

এস্থলে এসকল কথার উল্লেখের প্রয়োজন কি? ১ম প্রয়োজন—ভেদজ্ঞান যে অবিদ্যাপ্রসূত, ভেদজ্ঞান যে বস্তুতঃ সত্য নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, জড়বিজ্ঞানের মহিমার ইয়ত্তাবধারণ হইবে, ২য় প্রয়োজন—বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ এতদুভয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচার-সূচনা, ৩য় প্রয়োজন —ঋষিদিগের মধ্যে যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই, তাহা বুঝিতে হইলে, যে রীতিতে বিচার করিতে হইবে, তাহার সঙ্কেত করিয়া দেওয়া; ৪র্থ প্রয়োজন—যিনি যে মতই প্রকাশ করুন, শাস্ত্রে তাহার পূর্ণ বিকাশ আছে, এই সত্য স্মরণ করিয়া দেওয়া।

বিভিন্ন-ধর্ম্ম-বা-গুণবত্ত্বনিবন্ধন একবস্তু বস্তুন্তর হইতে ভিন্নরূপে এবং সমান-ধর্ম্ম-বা-গুণবত্ত্বনিবন্ধন একবস্তু অন্য একবস্তুর সমানভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে।

"অর্থক্রিয়াকারিতয়া ভিন্না এব হি ব্যক্তয়ঃ।
তা এব ব্যক্তয়স্তদ্ভেদা জাতিবদাত্মনা॥"—

অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-বশতঃ জাতি—সামান্য, ব্যক্তি-বা-বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, এবং ত্যক্তভেদ ব্যক্তিই 'জাতি' পদার্থ। ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব পরমার্থতঃ সত্য নহে; ধর্ম্ম, ধর্ম্মী হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে; ভাব-বা-সত্তা একাধিক নহে।

"ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।"—

বৈশেষিকদর্শন ১।২।৪।

অর্থাৎ, 'ভাব' অনুবৃত্তিরই (Identity) 'হেতু,' ইহা ব্যাবৃত্তির হেতু নহে। এক ভাব বা সত্তাই পরিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রব্যাদি নামে অভিহিত হয়। অনুবর্ত্তমান একভাব, ব্যাবর্ত্তমান দ্রব্যাদিদ্বারা বিশিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

"একো ভাবস্তত্ত্বতো যেন দৃষ্টঃ
সর্ব্বে ভাবাস্তত্ত্বতস্তেন দৃষ্টা ইতি।"—

একটী ভাব যিনি তত্ত্বতঃ সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সকল ভাবই তত্ত্বতঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। অতএব সামান্য-বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ—ব্যাবহারিক-বুদ্ধিবিশেষণক। শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় বৈশেষিক-দর্শনের এক উপাদেয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা 'সামান্য-বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্' এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময়, বলা বাহুল্য, উক্ত ভাষ্যেরই প্রধানতঃ অনুবর্ত্তন করিয়াছি। সূত্রটীর এইরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই উপস্কার-বা-নব্য-নৈয়ায়িকদিগের সম্মত নহে। দর্শন-শীর্ষক প্রস্তাব লিখিবার সময়ে, আমরা যথাশক্তি এ সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনা করিব।

পণ্ডিত জেবন্স্ অন্বয়ি-ন্যায় (The law of Identity) কাহাকে বলে, বুঝাইতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে তিনি ব্যতিরেকি-ন্যায়-ও-দ্বৈত-ন্যায়ের (The law of Contradiction, এবং The law of Duality) স্বরূপ যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

ইতরেতরবিরোধী গুণসমূহ কখন একীভূত হইতে পারে না। একবস্তু দেশ-ও-কাল-ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, 'এক বস্তু এক দেশে শুভ্র, অন্য দেশে কৃষ্ণ হইতে পারে, এক সময়ে, কঠিন অন্য সময়ে কোমল হইতে পারে, কিন্তু একটী

ধর্ম্ম যুগপৎ—এক দেশে ও একই সময়ে সদসৎ হইতে পারে না।' আরিষ্টটাল্ যে এই ন্যায়কে নিখিল সিদ্ধান্ত-বা-স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের আদিভূত বলিয়াছেন, তাহা অন্বর্থ হইয়াছে। দ্বৈত-ন্যায় (The law of duality), অন্বয়ি-ন্যায় ও ব্যতিরেকি-ন্যায়, এই দ্বিবিধ ন্যায়ের পূর্ণরূপ। সকল জাগতিক বস্তুই যে সপ্রতিযোগিক, সকল দৃগ্গোচর বস্তুই যে ভাব-ও-অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, দ্বৈতন্যায় তাহাই প্রতিপন্ন করে। বিদ্যমানতা-ও-অবিদ্যমানতা, ভাব-ও-অভাব, ইহাদের মধ্যে যে অন্যপক্ষ নাই, দ্বৈত-ন্যায়-দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়। কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু স্বীকার-বা-অস্বীকারাত্মক প্রবচন (Discourse)-বা-বাক্যের নাম 'প্রতিজ্ঞা' (Proposition)। প্রতিজ্ঞার এই লক্ষণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাব ও অভাব এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্যপক্ষ নাই। অন্বয়ি-ন্যায়, ব্যতিরেকি-ন্যায় এবং অন্বয়ি-ব্যতিরেকি-ন্যায় এই ত্রিবিধ ন্যায় বস্তুতঃ তিনটী স্বতন্ত্র ন্যায় নহে, ইহারা এক সত্যেরই বিভিন্ন বিভিন্ন আকৃতি, উহাদের প্রত্যেকদ্বারা অন্য দুইটী পূর্ব্বকল্পিত ও বিবক্ষিত হইয়া থাকে। * ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সামান্য-ও-বিশেষ বুদ্ধ্যপেক্ষ। 'পণ্ডিত জেবন্সের চিন্তাশীল মস্তিষ্কেও যথোক্ত অন্বয়ি-ও-ব্যতিরেকি ন্যায় বৌদ্ধ কি বাস্তব

---

* The second law points out that contradictory attributes can never be joined together. The same object may vary in its different parts ; here it may be black, and there white ; at one time it may be hard and at another time soft ; but at the same time and place an attribute cannot be both present and absent. Aristotle truly described this law as the first of all axioms—one of which we need not seek for any demonstration. * * *

The third of these laws completes the other two. It asserts that at every step there are two possible alternatives—Presence or absence, affirmation or negation. Hence I propose to name this law, the Law of Duality, for it gives to all the formulæ of reasoning a dual character. It asserts also that between presence and absence, existence and non-existence, affirmation and negation, there is no third alternative. As Aristotle said, there can be no mean between opposite assertions : we must either affirm or deny. Hence the inconvenient name by which it has been known—The Law of Excluded Middle.

It may be allowed that these laws are not three independent and distinct laws ; they rather express three different aspects of the same truth and each law doubtless pre-supposes and implies the other two."—

The Principles of Science, P. 5-6.

(Are they Laws of Thought or Laws of Thing) এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জেবন্স্ বলিয়াছেন—বিজ্ঞান যখন মনের সামগ্রী, ইহা যখন অন্তঃকরণাধিষ্ঠিত, তখন ইহাকে এক পক্ষে বৌদ্ধ ন্যায় বলা হইতে পারে, অপিচ বাহ্যজাগতিক প্রত্যক্ষেও ইহার যাথার্থ্য প্রামাণীকৃত হইয়া থাকে। *

যে ত্রিবিধ মানসশক্তি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা বিদিত হইলাম। যে কোনরূপ জ্ঞান হউক, তাহাই যখন সমীকরণ, বিবেচন ও ধৃতি এই ত্রিবিধ মানস শক্তিদ্বারা অর্জ্জিত এবং অন্বয়ি-ন্যায় ও ব্যতিরেকি-ন্যায় এই ন্যায়দ্বয়ই যখন তর্কশাস্ত্রের (Logic) তত্ত্ব, তখন তর্কশাস্ত্র যে অন্যান্য শাস্ত্রের প্রদীপ, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা শাস্ত্রের দাস, এইজন্য এস্থলে সংক্ষেপে একটী মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের যতপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, তাহা কি জ্ঞানার্জ্জনের রীত্যনুসারে বিদিত একতত্ত্বের দেশ-ও-কাল-পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন-ভিন্ন রূপ নহে? যে কোন বিজ্ঞান হউক, তাহা কি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অর্জ্জিত হয় নাই? দর্শন-ও-পরীক্ষাই কি নিখিল বিজ্ঞানের উৎপত্তিকারণ নহে? সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণকেই জ্ঞানার্জ্জনের সাধন বলিয়াছেন। অতএব একটু চিন্তা করিলে উপলব্ধি হইবে, মৃত্তিকা, দণ্ড-চক্রাদি ও কুম্ভকার এই ত্রিবিধ-কারণ-সমবায়ে যেরূপ ঘটশরাবাদি নানাবিধ মৃন্ময় পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্য জানিবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট মানব-বুদ্ধি, এই কারণদ্বয়ের সমবায়ে বিবিধ বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়। ঘট, শরাব, কলস, স্থালী, অলিঞ্জর, আকারগত ভিন্নতা থাকিলেও ইহারা যেরূপ বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ গণিত-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বিষয়-ও-দেশগতভিন্নতা থাকিলেও ইহারা তত্ত্বতঃ বিভিন্ন সামগ্রী নহে। 'ন্যায়' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে বিদিত হইয়াছি, যদ্দ্বারা সত্যকে

* "Are they Laws of Thought or Laws of Things? Do they belong to mind or to material nature? On the one hand it may be said that science is a purely mental existence, and must therefore conform to the laws of that which formed it. Science is in the mind and not in the things, and the properties of mind are therefore all important. It is true that these laws are verified in the observation of the exterior world, and it would seem that they might have been gathered and proved by generalisation, had they not already been in our possession."—

The Principles of Science, P. 67.

পাওয়া যায়, সত্যজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহা 'ন্যায়'। পূজ্যপাদ অমরসিংহ অভ্রেষ, * ন্যায়, কল্প, দেশরূপ এবং সমঞ্জস, এই পাঁচটী শব্দকে 'উচিত' (সত্য) এই অর্থের বাচকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ন্যায়—প্রাকৃতিকতথ্য মানব-চিত্ত-মুকুরে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইলেই তাহা বিজ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ কপিল, প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছেন, কাচ, স্ফটিক, প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্তুসমূহ যখন যে বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন তাহার আকৃতি গ্রহণ করে—তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কাচ-স্ফটিকাদির ন্যায় স্বচ্ছ—প্রসাদগুণবিশিষ্ট (Transparent), এই নিমিত্ত ইহারাও যখন যে বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন তদাকারে আকারিত হয়, সম্বদ্ধবস্তুর আকার গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইলে সম্বদ্ধ বস্তুর আকারধারী যে বিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

প্রকৃতির পূর্ণরূপ কি আমরা দেখিতে পাই? না, যাহা দেখিতে পাই, তাহাই যথাযথভাবে পরিদৃষ্ট হয়?

বুঝিলাম, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন জগতের রূপ, এবং হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন, কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে; বুঝিলাম, মনের বিবেচনাদি ত্রিবিধ প্রধান শক্তি আছে, এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়, মনের ধৃতি বা ধারণাশক্তি, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে; ইহার বিবেচন-শক্তি (The Power of Discrimination) একটী বস্তুকে অপর একটী বস্তু হইতে পৃথক্ করে, একরূপ সংবেদনকে অন্যরূপ সংবেদন হইতে বিশেষ করে, ইহা যে উহা নহে, ইহা যে উহা হইতে ভিন্ন, বিবেচন-শক্তিদ্বারা তাহা নির্ণীত হয়; এবং মনের সমীকরণশক্তিদ্বারা ভিন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার হয়, সামান্য-জ্ঞানের উদয় হয়। সামান্য-বা-অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে (অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ—সাং দং ৩।১)। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিলে প্রতীতি হয়, জগৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং যে পরিমাণে ইহা বহির্দ্দেশে আগমন করে সেই পরিমাণে পরি-

---

* "অভ্রেষ-ন্যায়কল্পাস্তু দেশরূপং সমঞ্জসম্।"—

অমরকোষ।

'অভ্রেষ' যথোচিত হইতে 'ভ্রংশ'—যথাপ্রাপ্ত হইতে অধঃপতন (Deviation) এই অর্থের বাচক। ভ্রেষ হইতে যাহা অন্য, তাহা 'অভ্রেষ'।

চ্ছিন্ন হয়, সেই পরিমাণে বিবিধ আকার ধারণ করে। জগৎ যখন সামান্তযুক্ত বিশেষ, ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত, মনদ্বারা ধৃত, বিবেচিত ও সমীকৃত বাহ্যজগতের প্রতিবিম্বই যখন আমাদের ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞান, তখন উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সামান্য-বিশেষাত্মক হইবে, তাহা সুখবোধ্য।

"অন্তরাত্মত্বনামাপ্তমীহী স্থান্তবোক্ষয়ী:।"—

সাংখ্যসার।

অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয় সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও, শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া বা স্মরণ করা আবশ্যক মনে হইল বলিয়া, আমরা পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষুকর্তৃক ব্যাখ্যাত উক্ত শব্দদ্বয়ের রূপ একবার দেখিব। 'বাহ্য পদার্থ নাই, মন'ই একমাত্র সৎ'; না, 'বাহ্য পদার্থই সৎ, মন'ই অসৎ'; তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ, বাহ্য-আন্তর দ্বিবিধ পদার্থই সৎ'; অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ গৃহীত হইলে আমাদের বিশ্বাস, আন্তর-বাহ্য-পদার্থঘটিত পরস্পরবিরুদ্ধ বিবিধপ্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বুঝাইয়াছেন, ব্যক্ততাব্যক্ততা ভিন্ন আন্তর-বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই। ভগবান্ গোতমও বলিয়াছেন, কার্য্য-বা-বিকার পদার্থের অন্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা। কার্য্য-বা-বিকারপদার্থের যে অবস্থা ব্যক্ত—স্থূল, যে অবস্থা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা ইহার বাহ্যাবস্থা এবং যে অবস্থা তদ্বিপরীত—যে অবস্থা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম, তাহা ইহার আন্তরাবস্থা। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যথাক্রমে কার্য্য ও কারণ এই নামদ্বয় দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। বাহ্য অন্তরের ব্যক্তাবস্থা, অন্তরের স্থূলভাব, অন্তরের কার্য্য। যাঁহারা বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। 'বহ প্রাপণে' এই প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস্' প্রত্যয় করিয়া 'বহিঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাহ্য-প্রাপ্য—ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা 'বহিঃ'। আমি ইহা বুঝিলাম, পাইলাম ইত্যাদি শব্দের তাৎপর্য্য কি? ক্রিয়া-বা-গতি ভিন্ন, অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি সম্ভব নহে, অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান শক্য বা সাধ্য (Possible) নহে। যদি বল, মানসক্রিয়াদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে, মানসক্রিয়া-বা-গতিদ্বারাই অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি হয়, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, অন্তঃ বহিঃ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তুমি চিন্তা কর নাই, ক্রিয়া-বা-গতির স্বরূপ যথাযথভাবে তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন—অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, গতি-বা-ক্রিয়ার স্বরূপ; মনঃ যদি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন না করে, তাহা হইলে মনের ক্রিয়া হইতে পারে না। যে

অবস্থা হইতে মনঃ অপরাবস্থার গমন করে, মনের তদবস্থা আন্তরাবস্থা, এবং যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা বাহ্যাবস্থা। শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, ইহারা আত্মার কর্ম্মজ নাম, এক অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের মায়া-পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। নিম্নোদ্ধৃত অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের অর্থ চিন্তা করুন।

"স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ স বৈ সর্বমিদং জগৎ স ভূতং স ভব্যঞ্জিজ্ঞাসক্লৃপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বাংস্তমসোপরিষ্টাৎ।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

যে পুরুষ সন্ন্যাসপুরঃসর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন। শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক, পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণাপানাদি বায়ুপঞ্চক, সন্ন্যাস-প্রাপ্ত-তত্ত্বজ্ঞান মহাপুরুষ এই সকল বস্তুর স্বরূপভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষকর্তৃক নিখিল জগৎ সূত্রে মণিগণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে পৃথিব্যাদিবস্তুব্যাপী পুরুষ, বর্ত্তমান জগৎ, তিনি ভূত বা অতীত জগৎ, এবং তিনি ভবিষ্যৎ জগৎ। তত্ত্ববিদ্ সর্ব্বজগৎস্বরূপ হয়েন, শ্রুতিদেবীর এই সারতম উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ স্থূলদৃষ্টি মনুষ্যগণ বলিবেন, তত্ত্ববিদ্ পুরুষ মূঢ়বৎ হস্তপাদাদিযুক্ত রূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বজগৎস্বরূপ হয়েন, কিরূপে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তত্ত্ববিদের এরূপ কোন বাহ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বজগৎস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। সন্ন্যাস-প্রাপ্ত-তত্ত্বজ্ঞান পুরুষ 'জিজ্ঞাসাক্লৃপ্ত'—যথারীতি বেদান্ত বিচারদ্বারা, সর্ব্বাত্মকতা-রূপে নিশ্চিত হইয়া থাকেন; তিনি ঋতজ,—প্রামাণিক-সিদ্ধান্ত-জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বজগৎ-স্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মবিদ্ রয়িষ্ঠ (রয়ি=ধন—গুরূপদেশ, যিনি তাহাতে অবস্থান করেন, তিনি রয়িষ্ঠ); তিনি শ্রদ্ধার স্বরূপ (শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জিত হয় না, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'); তত্ত্ববিদ্ পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া, সত্যময়, তিনি মহস্বান্—তেজোময়—স্বয়ং প্রকাশশীল, সংসারকারণ অজ্ঞান-বা-অবিদ্যা-বিযুক্ত বলিয়া, তিনি মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন, অত্রত্য গুণদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ—পুরুষসূক্ত)।

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে, বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য, বিবাদাস্পদ তত্ত্বের প্রকৃতরূপ নয়ন-পথের পথিক হয়। এইজন্যই বলিতে হয়, একটী বেদমন্ত্র মানবের সকল অভাবমোচন করিতে পর্য্যাপ্ত, এইজন্যই 'বেদ কল্পতরু,' হৃদয়তন্ত্রী হইতে স্বতঃই

এই ধ্বনি উত্থিত হয়। মানবীয় উন্নতি-স্রোতের বিশ্রামস্থল কোথায়, কোন্ উপায়ে, কিরূপ সাধনা করিলে, কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, মানব কৃতকৃত্য হইবে, পূর্ণকাম হইবে, মানবের শক্তি কত, লক্ষণ কি, মানবের স্বরূপ কি, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ, এক ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি, আন্তর-বাহ্যের অর্থ কি, সন্ন্যাস* ব্যতিরেকে, অজ্ঞানকার্য্য সংসার সম্যগ্রূপে ত্যাগ করিতে না পারিলে, শ্রদ্ধাবান্, সত্যময়

---

* 'সন্ন্যাস' কোন্ পদার্থ ?

শ্রুতির উপদেশ 'সন্ন্যাস' পরম পুরুষার্থের অন্তরঙ্গসাধন, সন্ন্যাস হইতে উৎকৃষ্টতর সাধন আর নাই।

"न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत् य एवं वेदेत्युपनिषत्।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

যে সন্ন্যাসকে হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষার্থসিদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়াছেন, যে সন্ন্যাসকে বিষয়াসক্ত, মোহমুগ্ধ অদূরদর্শী পুরুষবৃন্দ ভীমদর্শন শমন হইতে ভীষণতর পদার্থ জ্ঞান করে, যে সন্ন্যাসের রূপদর্শন দূরের কথা, নামশ্রবণেই সংসারবদ্ধদৃষ্টি অশনি-তাড়িতের ন্যায় সচকিত হয়, তাহার হৃদয়ে আকস্মিক প্রকম্প উপস্থিত হয়, পরমহংস ও পরমধ্যেয় সেই 'সন্ন্যাস' কোন্ পদার্থ? 'সন্ন্যাস' শব্দ, সম্পূর্ব্বক, নি পূর্ব্বক, 'অস্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সন্ন্যাসের সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সম্যগ্রূপে ত্যাগ। ত্যাগশব্দ গ্রহণের বিরুদ্ধার্থক। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, আমরা হয় ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণ, না হয় অনীপ্সিতরূপে স্থিরীকৃত পদার্থের ত্যাগ করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ত্যাগ কিংবা গ্রহণ ভিন্ন কর্ম্মের রূপান্তর নাই। পরিবর্ত্তন কথাটীর মূল অর্থ বর্জ্জনপূর্ব্বক অবস্থান, একভাব ত্যাগপূর্ব্বক ভাবান্তরে গমন। কর্ম্মমাত্রেই যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, এবং সংসার যখন ত্যাগ-গ্রহণরূপ কর্ম্মের লীলাভূমি, পরিবর্ত্তন (Change)ই যখন সংসারের স্বভাব, তখন নিখিল সাংসারিক বস্তুই ত্যাগশীল, সকলেই ন্যাস-বা-ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সন্ন্যাসকে তবে পরমার্থসিদ্ধির অন্তরঙ্গ-সাধন বলা হয় কেন? সকলেই ত্যাগ করে বটে, কিন্তু অত্যল্প পরমভাগ্যবান্ ব্যক্তিই 'সন্ন্যাস'—সম্যগ্রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ। ত্যাগের দ্বিবিধ কারণ। যাহা ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, যাহার অভাববোধ ও তদভাব-পূরণের প্রয়োজনোপলব্ধি হয়, লোকে তাহাকে গ্রহণ করিতে, এবং যাহা অনীপ্সিতরূপে নির্দ্ধারিত হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে, সচেষ্ট হইয়া থাকে। রাগ-ও-দ্বেষ (Attraction and Repulsion)ই যথাক্রমে গ্রহণ-ও-ত্যাগের কারণ। ভগবান্ যাস্ক বুঝাইয়াছেন,—রজোগুণ, কাম—রাগ, এবং তমোগুণ, দ্বেষ। যাহার প্রকৃতি যত পরিচ্ছিন্ন, তাহার দ্বেষ্য পদার্থ তত অধিক। বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন—"যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি"—অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যাজ্ঞান, সেইখানেই রাগ-দ্বেষ বিদ্যমান। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণশক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল যে, সঙ্কীর্ণ আত্ম-বুদ্ধিরই রাগ-দ্বেষ প্রবল হইয়া থাকে। যথোক্ত (So called) ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিককে এ কথা একাধার বুঝাইলে, তিনি

ও গুরূপদেশনিষ্ঠ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের যে উদয় হয় না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি,

---

বুঝিবেন না, তাঁহাকে অন্যভাষায় বুঝাইতে হইবে। কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বায়বীয় (Gas) এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিক বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। দ্রব্যের কঠিনাবস্থায়, অণুসকল পরস্পর গাঢ়-বা-ঘনভাবে সংসক্ত হয় (Firmly cohere), অণুসকলের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (Intermolecular space) স্বল্প হয়, এই অবস্থায় ভেদবৃত্তিশক্তি (Repulsion) অভিভূত ও সংসর্গবৃত্তিশক্তি (Molecular attraction or cohesion) প্রবল হয়, তমোগুণের প্রাদুর্ভাব এবং রজোগুণের অভিভব হয়, সুতরাং, এই অবস্থায় আণবিক গতির হ্রাস হয়, দ্রব্যের জড়ত্ব—স্থিতিশীলত্ব-বা-প্রতীঘাতধর্ম্মকত্ব (The propeity of offering resistance) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দ্রব্য সকল নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের তরলাবস্থায় অণু সকলের সংসক্তি শিথিল হয়, কঠিনাবস্থা হইতে এই অবস্থায় ভেদ-বৃত্তি-শক্তির বা রজোগুণের প্রাবল্য হয়, এই অবস্থায় অণুসকল স্বাধিকরণে অপেক্ষাকৃত অনিরুদ্ধ-বা-নির্গলভাবে, কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতার সহিত স্পন্দিত হইতে পারে (The molecules have more freedom of motion than in the solid); তরলদ্রব্যের নিজ নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যখন যে আধারে স্থিত হয়, তখন ইহা তদাকারে আকারিত হয়, তরলপদার্থমধ্যে কোনবস্তু নিমজ্জিত করিলে (Immersed) ইহা অধিক বাধা দেয় না, তরলপদার্থ সকল বস্তুতঃ অসংকোচনীয় (Virtually incompressible)। দ্রব্যের বায়বীয় অবস্থাতে অণুসকলের ভেদ-বৃত্তি-শক্তি অধিকতর প্রবল হয়, গতিশীলত্ব বর্দ্ধিত হয়, লঘুত্বনশতঃ বায়বীয় পদার্থ উৎপতন করিতে পারে, তরলপদার্থের ন্যায় ইহারও নিজরূপ নাই, বায়বীয় পদার্থ অতিমাত্র সংকোচনীয় ও বিস্তর বা বিস্তারী (Eminently compressible and expansive), তরলাবস্থায অণু সকল স্বাধিকরণেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে স্পন্দিত হইতে পারে না, ইহাদের গতি ক্ষিতিতল অতিক্রমপূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, কিন্তু বায়বীয় অবস্থাতে ইহারা স্বচ্ছন্দতঃ আকাশপথে বিচরণ করিতে পারে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই ত্রিবিধ ভৌতিক পদার্থের উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম-বা-গুণের স্বরূপদর্শন করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, সঙ্ঘাতের গাঢ়ত্বে জড়ত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জড়-বৈজ্ঞানিক! জড়পদার্থই যদি আপনার চিন্তা-পরিসর (Environment) না হইত, তাহা হইলে, আপনি কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই ত্রিবিধ ভৌতিক অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্মরাজ্যে উহাদের সম্প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং তাহা হইলে বুঝিতেও পারিতেন যে, যে কারণে কঠিন হইতে তরলের এবং তরল হইতে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণশীলতা বা ব্যাপকত্ব অধিকতর, সেই কারণে তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজগৎস্বরূপ হয়েন, সেই কারণে তাঁহার আত্মপরবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। পণ্ডিত কুক্ (Coocke) বলিয়াছেন—"A molecule, in the midst of the mass, moves freely, because the attractions are equal in all directions, but a molecule near the surface is in a very different condition."—

The New Chemistry, P. 49.

যাঁহার আকর্ষণ সর্ব্বভূতে সমান, যাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপক, যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, তাঁহারই প্রতি সর্ব্বভূ

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের অতি সুন্দররূপ মীমাংসা হইতে পারে।

অব্যাহত। ভূত সকল যেরূপ কঠিন অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক তরলাবস্থায়, এবং তরলাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক বায়বীয় অবস্থায় আগমন করিতে পারে, মানবও সেইরূপ উপযুক্ত সাধনাদ্বারা স্বল্পাত্মকতা—পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মক হইতে পারে, সার্ব্বভৌম হইতে পারে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে পরিণত হইতে পারে। কঠিনদ্রব্য কিরূপে তরলাবস্থা এবং তরলদ্রব্যই বা কিরূপে বায়বীয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়? বিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, ভেদবৃত্তিতাপ কঠিন দ্রব্যকে তরল করে, ভেদবৃত্তি তাপের আধিক্যেই তরলদ্রব্য বাষ্পাকার ধারণ করে, এবং সংসর্গবৃত্তি শৈত্যই বায়বীয় ও-তরলাবস্থাকে কঠিনাবস্থায় আনয়ন করে। তাপ ও শৈত্য (Heat and cold) এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিকের অবিদিত নহে, তাপ কিরূপে উদ্ভূত হয়, বৈজ্ঞানিক তাহা জ্ঞাত আছেন। বিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, 'তাপ' গতি-বা-ক্রিয়ার প্রকারভেদ (Heat is a mode of motion)। শাস্ত্র রজোগুণকে ক্রিয়াশীল বলিয়াছেন, অতএব বলিতে পারি, রজোগুণের প্রাদুর্ভাবই 'তাপ'। জগৎ সৃষ্টি করিয়াই জগৎস্রষ্টা যদি সবিতাকে জগৎ হইতে অপসারিত করিতেন, তাহা হইলে কোন জাগতিক বস্তুর গতি থাকিত না, তাহাহইলে জগতের জগত্ত্ব বিলুপ্ত হইত, জাগতিক বস্তুজাত তাহা হইলে, চিরকাল জড়পিণ্ডাকারে অবস্থান করিত। শাস্ত্রের উপদেশ, চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের প্রয়োজন, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে? এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পরে প্রদত্ত হইবে, আপাততঃ এইমাত্র বলিতেছি, চিত্তের বাসনা বা কামনাই চিত্তের মল, এই মল ধৌত করাই চিত্তের শোধন। সংস্কারবশত'ই আমরা অগ্নিকে দাহক পদার্থ মনে করি, সংস্কারবশত'ই আমরা অহিফেন, শঙ্খবিষ ইত্যাদিকে বিষ বলিয়া বোধ করি, সংস্কারবশত'ই আমরা স্ব-স্ব-পুত্রকে স্নেহ করি, তাহার সুখে সুখী হই, তাহার বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিলে, বিষাদসাগরে মগ্ন হই। মলিনসংস্কারবশত'ই আমরা অন্যকে বেষ করি, অন্যের প্রসারিত-হৃদয়ভেদি-দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারি। এককথায় সংস্কারই দ্বৈতবুদ্ধির কারণ। শক্তি-বা-অধিকারানুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে প্রথমতঃ অশুভসংস্কারসমূহ ভস্মীভূত হইয়া চিত্তে শুভসংস্কারের আধান হয়, চিত্তের জড়ত্ব বিদূরিত হয়, সঙ্কীর্ণ চিত্ত বিস্তীর্ণ হয়, চিত্তে সমবেদন, দয়া ইত্যাদি সদ্বৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণ হয়, তৎপরে কামনার হ্রাস হয়, আত্মজ্ঞানের বিস্তার হয়, চিত্তের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, এই অবস্থায় কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।"— গীতা।

অর্থাৎ, কাম্যকর্ম্মের ত্যাগের নাম 'সন্ন্যাস'। শ্রুতি এই জন্য 'সন্ন্যাস'কে পরমার্থসিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত, শুদ্ধ বা বিমল হইলে, কামনা বিলীন হইলে, আত্মজ্ঞানের পরিসর যথোচিত বর্দ্ধিত হইলে, সন্ন্যাস হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্ত বুঝিতে পারেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ, ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ, তদ্ভিন্ন পদার্থান্তর নাই,—রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত। সাধক যখন এই অবস্থায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার কোন বস্তু গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, কারণ তিনি তখন পূর্ণ, তিনি তখন সর্ব্বময়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ন্যাসের দ্বিবিধ কারণ; ন্যাসের প্রথম কারণ উক্ত হইয়াছে, ন্যাসের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শিত হইল। সন্ন্যাসই যে পরম সাধন, ভাগ্যবান্ চিন্তাশীল তাহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও শাস্ত্র সন্ন্যাসাধিকার প্রদান

যাবৎ আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, বিগলিত-নিখিল-ভেদ অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের প্রতিপত্তি না হয়, তাবৎ কার্য্যকারণের পার্থক্যবোধ বা আন্তর-বাহ্যের ভিন্নত্ব-বুদ্ধি থাকিবেই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দর্শনের শক্তি তাবৎ বিকাশ-প্রাপ্ত হইবে না, তাবৎ সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হইবে। যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার ব্যাপক, তাহা তাহার 'আত্মা'। দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি, বুদ্ধির আত্মা গগনোপম চিন্ময় পুরুষ। এই চিন্ময় পুরুষই পরমাত্মা, ইনি অকার্য্য—অবিকারী, এই নিমিত্ত ইহাঁর কোন কারণ নাই,—ইনি কারণান্তরদ্বারা পিহিত নহেন।

"भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्।
आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः॥"—

সায়ণভাষ্যধৃত পুরাণবচন।

যে যাহার ব্যাপক, যে যাহার কারণ, সে তাহার আত্মা,- উদ্ধৃত পুরাণবচনদ্বারা এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। 'মন হইতেই বাহ্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা চিন্তা করিলে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়, কারণ-বা-সূক্ষ্মাবস্থা হইতে কার্য্য-বা-স্থূলাবস্থার বিকাশ হয়, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। মনঃ বাহ্যভাবের—ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের আন্তরাবস্থা। মনঃ কাহাকে বলে, মনের শক্তি কিরূপ, আমরা তাহা যথাযথভাবে বিদিত নহি, তা'ই মন হইতেই সৃষ্টি হয়, মনেই নিখিল বাহ্যপদার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, (मनसि सर्व्वं प्रतिष्ठितम्—তৈত্তিরীয় আরণ্যক) একথা আমাদের সমীপে দুর্ব্বোধ্য বা অযুক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস, "ते व्यक्त-सूक्ष्मा गुणात्मानः" এই পাতঞ্জল-সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরমরূপ—পারমার্থিক-বা-নিত্যভাব দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয় না, যাহা দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, তাহা লৌকিক মায়াবৎ ক্ষণভঙ্গুর, অতএব অত্যন্ততুচ্ছ—অল্পসার, তাহা গুণ-পরিণাম। *

তর্কশাস্ত্র বা লজিকের (Logic) স্বরূপদর্শন যতদূর হইল, তাহাতে বুঝিলাম, তর্ক-

করেন নাই কেন, তাহা চিন্তা করুন। প্রকৃত ব্রাহ্মণভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট সন্ন্যাস-সাধন, অন্যের সাধ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে, সন্ন্যাসের প্রতি যে অনেকেরই বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণত্বের হ্রাসই তাহার কারণ। গৈরিক বসন পরিধান করিলেই সন্ন্যাস হয় না, সন্ন্যাস দুঃসাধ্য সাধন। আমরা যথাস্থানে বিস্তারপূর্ব্বক এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

* "तथाच शास्त्रानुशासनम्—
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति।
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकमिति॥"—

যোগসূত্রভাষ্য।

শাস্ত্র চিন্তন-বা-মননের বিজ্ঞান, ইহা দর্শন-ও-পরীক্ষা (প্রত্যক্ষ—Observation and Experiment)-দ্বারা লব্ধজ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার করে, তর্কশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানের বিচারপতি। বিচারপতির কর্ত্তব্য কি? বিচারপতি কোন্ প্রমাণে (Standard) সদসদ্বিচার করেন, কোন্ প্রমাণে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করেন? যাঁহারা বিধিজ্ঞ—ব্যবহার-পণ্ডিত (Lawyer), এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি, তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। 'সত্য'শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বুঝিয়াছি, যাহা 'সৎ,' যাহা অব্যভিচারী, তাহা 'সত্য'। সত্যের জ্ঞান, অথবা সত্য—অব্যভিচারী এমন জ্ঞান, 'সত্যজ্ঞান'। ন্যায়দ্বারা সত্যের জ্ঞান বা সত্য—অব্যভিচারী এমন জ্ঞানের উদয় হয়। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি কোন কালে বা কোন দেশে তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার না হয়, পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, তবে তাহাকে 'সত্য' বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, কোন কার্য্যই আকস্মিক নহে, কোন পরিণামই অনিয়মিতরূপে সংঘটিত হয় না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইত না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়, বিশ্বনিয়ামক, বিশ্বপিতা যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্বস্তু তদ্রূপ কর্ম্মই করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করা, তাহার সাধ্যাতীত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ দ্রব্যের ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত যে কারণ হইতে যেরূপ কার্য্য একবার আবির্ভূত হইয়াছে, অবিকল তৎকারণ হইতে পুনরপি তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ি-ন্যায়-ও-ব্যতিরেকি-ন্যায়ের (The Law of Identity and The Law of Difference) স্বরূপ চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, যাহা সৎ, তাহা সৎ ও যাহা অসৎ, তাহা অসৎ; সৎ কখন অসৎ হয় না এবং অসৎও কখন সৎ হয় না, উক্ত ন্যায়দ্বয় এই প্রাকৃতিক নিয়মের অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

উপক্রমণিকার প্রথমাংশে "প্রমা-বা-সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এ লক্ষণ তাহা হইলে অন্বর্থ হয় কৈ"? এতচ্ছীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বিদিত হইয়াছি, মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলতম ভৌতিক পরিণাম পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার পরিণামই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকার, এক অপরিচ্ছিন্ন-বা-পারমার্থিক সত্তারই মায়া-পরিচ্ছিন্ন বিবিধ বিশিষ্টরূপ। অবিশেষ হইতে বিশেষের আবির্ভাব হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 'বিশেষ' 'অবিশেষ' 'লিঙ্গমাত্র' ও 'অলিঙ্গ,' এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থা আছে, স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা প্রকৃতির বিশেষ পর্ব্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ পর্ব্ব, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) লিঙ্গমাত্রপর্ব্ব এবং অব্যক্ত—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অলিঙ্গপর্ব্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সকলেই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্নভাব, তবে সকল পরিচ্ছিন্নভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য

আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ সূক্ষ্মতঃ অসংখ্য সুতরাং, কোন্ অবস্থাতে শক্তি কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, পরিচ্ছিন্নশক্তি-মানব তাহা জানিতে পারে না। অলিঙ্গাবস্থা হইতে বিশেষাবস্থা পর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব-বা-অবস্থাই যিনি সম্যগ্‌রূপে দর্শন করিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞানই অভ্রান্ত, অবস্থা ও দেশ-কাল-ভেদে শক্তি ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় না, কোন্ অবস্থাতে কিরূপ দেশ-কালে শক্তির কীদৃশ ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত আছেন। এই জন্য অবস্থা ও দেশ-কালবিশেষে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে তিনি পারগ হয়েন, তাঁহার সমীপে স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার শক্তির ক্রিয়াই প্রাকৃতিক বা সত্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে, অহিফেনকে বিষ ও অমৃত দুই বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান সর্ব্বথা অবিতথ। কিন্তু তাহা যাঁহার হয় নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ যিনি দেখেন নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বুঝিতে পারা গেল, প্রকৃতি বিধি-নিষেধাত্মক নিয়মগ্রন্থ (Law-book); যাঁহার প্রত্যক্ষ সর্ব্ব-ব্যাপক, যাঁহার স্মৃতি ধ্রুবা, সত্যাসত্যনির্ব্বাচনের প্রকৃত শক্তি তাঁহারই আছে। পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞান, রাগদ্বেষ-বশবর্ত্তী, সততবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কদাচ অভ্রান্ত-বা-অব্যভিচারিজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন না। যে প্রত্যক্ষ অনুমান বা যুক্তির ভিত্তি—আশ্রয়, সেই প্রত্যক্ষ অব্যভিচারী না হইলে, ব্যবসায়াত্মক না হইলে, অনুমানের অব্যভিচারিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। তর্কশাস্ত্র বা লজিকের প্রামাণ্য, বুঝিলাম শুদ্ধ-বা-ব্যাপক চিত্তাধীন, রাগ-দ্বেষ-শূন্য বিমল হৃদয়েই প্রাকৃতিক ন্যায়, যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতিনিয়মগ্রন্থের উপদেশসমূহ যিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার স্মৃতি ধ্রুবা, বিচারকালে রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি অন্যথাবাদী হয়েন না, স্মৃতিশাস্ত্র যাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক থাকে, তিনিই অভ্রান্তরূপে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী। পণ্ডিত জেবন্স্‌ও অনেকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। * সকল

---

* "Logicians, indeed, appear to me to have paid insufficient attention to the fact that mistakes in reasoning are always possible, and of not unfrequent occurrence. The Laws of Thought are often called necessary laws, that is, laws which cannot but be obeyed. Yet as a matter of fact, who is there that does not often fail to obey them? They are the laws which the mind ought to obey rather than what it always does obey. Our thoughts cannot be the criterion of truth, for we often have to acknowledge mistakes in arguments of moderate complexity,

প্রাকৃতিক ঘটনাই নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয়, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, সমান কারণ সর্ব্বত্র সমান কার্য্য প্রসব করে, শক্তির কখন ধ্বংস হয় না, এসকলই সত্য, কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক সত্য যে সত্য, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তের যেরূপ একতানতা—যেরূপ সংযম, যেপ্রকার স্থৈর্য্য অত্যাবশ্যক, ইন্দ্রিয়দাস, ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত চিত্তের কি তদ্রূপ একতানতা—তদ্রূপ সংযম, সেইপ্রকার স্থৈর্য্য আছে? যাঁহারা চিত্তসংযমকে জড়ত্বে পরিণত হইবার সাধন বা অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মনে করেন, তাঁহারা কিরূপ বৈজ্ঞানিক, পাঠকই তাহা বিচার করুন।

তর্কশাস্ত্র-বা-লজিকের লক্ষণ ও মূলসূত্র (First Principles) অবগত হইলাম, এক্ষণে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ইহার যেরূপ বিভাগ (Division) নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা দেখিব।

---

and we sometimes only discover our mistakes by collision between our expectations and the events of objective nature."—

The Principles of Science, P. 7.